ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর অবদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক
এস. এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ
রেজি. নং ৬৩, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ।

২৫ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষক এস. এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রাহ.) এর অবদান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাকর্মটি গবেষকের নিজস্ব ও একক। অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এই শিরোণামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন অভিসন্দর্ভ লেখা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এ পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০

এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রাহ.) এর অবদান" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ অত্যন্ত পরিশ্রম করে এ অভিসন্দর্ভটি তৈরি করেছি। আমার এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি এবং কোথাও প্রকাশনার জন্য অথবা কোন প্রকার ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করিনি।

(এস. এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং ৬৩, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান পরোয়ারদিগার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পবিত্র দরবারে জানাই অবনত চিত্তে অশেষ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। নিবেদন করছি অগণিত দরুদ ও সালাম সারওয়ারে কায়েনাত, হাবীবে-এ-খোদা, সায়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি।

২০১২ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আমার বাবার অনুপ্রেরণায় কাদেরীয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা, ইলমে শরীয়ত ও ইলমে তরীকতের এক অনুপম ব্যক্তিত্ব, আউলিয়াকুল শিরোমণী গাউসে পাক হযরত মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি (রাহ.) কর্তৃক ইসলামের প্রচার-প্রসারে অতুলনীয় অবদান ও আধ্যাত্মবাদে তাঁর রেখে যাওয়া পথ-পরিক্রমার উপর গবেষণা করতে মনস্থ করি। এরপর তাঁর কর্মকাণ্ড, ওয়াজ-নসীহত, রচিত গ্রন্থসমূহ ও মানুষদেরকে সুপথে পরিচালিত করার পদ্ধতিসমূহ নিয়ে গবেষণা করতে “ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর অবদান” শীর্ষক শিরোণামে আমি ২০১২-২০১৩ইং শিক্ষাবর্ষে গাউসে পাকের অত্যন্ত আশেক অধ্যাপক ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দিন স্যারের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এম.ফিল প্রোগ্রামে যোগদান করি। এম.ফিল. ১ম পর্ব ফাইনাল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে আশানুরুপ ফলাফল করায় স্যারের একান্ত সহযোগিতায় ২৫/১১/২০১৪ইং তারিখে ২০১৪-১৫ইং শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল থেকে স্থানান্তর হয়ে পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে যোগদান করি। পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে যোগদানের অল্প কিছুদিন পর ০৭/০৫/২০১৫ তারিখে অধ্যাপক ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দিন স্যার ইন্তিকাল করেন। যিনি গাউসে পাকের একজন খাঁটি প্রেমিক ছিলেন। আমাকে স্যার প্রায়ই নিজ বাসায় ডেকে নিয়ে গাউসে পাকের বিভিন্ন কারামত বলতেন আর কাঁদতেন। আল্লাহ পাক স্যারকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

এমতাবস্থায় আমার গবেষণার কাজ বড় একটা হোচট খেল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। আমি অনেকটা নির্বাক হয়ে গেলাম। তাহলে কি আমার গবেষণাটি শেষ করতে পারবো না? এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে মহান আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে তৎকালীন বিভাগের স্বনামধন্য ও সফল চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামিক স্কলারদের মধ্যমণী, সুপরিচিত মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব, বিশিষ্ট সূফী, সুদক্ষ লেখক ও সুনিপুণ গবেষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে আমার দিকে তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিলেন। ছাত্র জীবন

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই আমি স্যারের খুব ভক্ত ছিলাম। স্যারের প্রতিটা ক্লাসই মনে হতো যেন, আজকেরটাই আমার জীবনে পাওয়া সেরা ক্লাস। এক অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। শিক্ষার্থীদের হৃদয়ের একেবারে ভিতরটাতে যিনি খুব সহজে জায়গা করে নিতে পারেন। নিজ পরিবারের বাইরে শিক্ষাঙ্গনে বিভাগের শিক্ষার্থীরা যাকে নিজেদের সুখ-দুঃখের আশ্রয় মনে করে। আমার একান্ত অনুরোধ ও গবেষণার বিষয়বস্তুর কথা চিন্তা করে স্যার আমার গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধান করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। স্যার তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। স্যার খুব আন্তরিকতার সাথে আমার অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখেন। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন যে, কাজ কর, বেশি বেশি বই দেখ, অমুক অমুক লাইব্রেরিতে যাও। এমনকি গবেষণা কিভাবে করতে হয়, সাইটেশন কিভাবে দিতে হয় আমাকে তিনি একেবারে হাতে কলমে শিখিয়েছেন। যিনি আমাকে ডাকেনও বাবা বলে। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা না পেলে আমার আজকের গবেষণা সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না। আন্তরিক বিনয়ের সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্যারের প্রতি। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর ভালবাসা জানাচ্ছি স্যারের দেওয়া উৎসাহ উদ্দীপনার প্রতি। আল্লাহ পাক স্যারকে সব সময় সুস্থ রাখুন এবং হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আমিন।

আল্লাহ পাকের রেযামন্দী লাভ ও এমন একজন মাকবুল মহান ব্যাক্তির অনুকরণীয় জীবনী নিয়ে গবেষণাকে নিজের নাজাতের ওসীলা মনে করে বিগত কয়েক বছর যাবৎ দিন-রাত পরিশ্রম করতে থাকি। দেশ-বিদেশ থেকে এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি খসড়া তৈরি করে পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের সমীপে উপস্থাপন করলে তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করে আমার এ পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটিকে ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করতে চূড়ান্ত অনুমোদন করেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢা.বি. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরি, শাহবাগ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরি, মোহাম্মদুর কাদেরীয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা লাইব্রেরি, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, সরাইল বাগে মদিনা ইসলামিক লাইব্রেরি এবং গাউসুল আযম ও আ'লা হযরত রিসার্চ একাডেমী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

আমার এ গবেষণাকালীন সময়ে অনেকেই তাদের বুদ্ধি, সুচিন্তিত পরামর্শ, তথ্য-উপাত্ত ও এতদসংক্রান্ত আরবি, ইংরেজি, উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত এবং অনূদিত বিভিন্ন কিতাবাদি দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হল জনাব মুহাম্মাদ নাজির আহমাদ চৌধুরী,

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক গোলাম গাউস আল-কাদেরী ও স্নেহের মুহাম্মদ মামুন ইসলাম। তারা নিয়মিত খবর নিয়েছেন আমার গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে। আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কোথায় কোন তথ্যটি পাওয়া যাবে তার সন্ধান দিয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা প্রত্যেকেই গাউসে পাকের একনিষ্ঠ আশেক। আল্লাহ পাক তাদের কে কবুল করুন। আমিন।

এই গবেষণা কর্মকে বেগবান করতে যারা আমাকে প্রাজ্ঞ-পরামর্শ ও দু'আ জানিয়ে সবসময় অনুপ্রেরণা জাগিয়েছেন তাদের মধ্যে আলহাজ্জ শাহসূফী হাবিবুর রহমান খন্দকার পীর সাহেব, আলহাজ্জ সৈয়দ মুহাম্মদ তাহের শাহ কাদেরী তাতারী, খাদেমে দরবারে গরীবে নেওয়াজ শাহসূফী দোস্ত চিশতী, ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রুফ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, লেখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, উপাধ্যক্ষ মুফতি আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুর রহমান তাহেরী, মুফতি মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মাওলানা জসিম উদ্দিন আল-আযহারী, মুফতি মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, ড. মাওলানা মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, মাওলানা রিয়াজুল করিম আল-কাদেরী, মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান সৈকত, মাওলানা মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান মাসুম, মাওলানা মুহাম্মদ নেযাম উদ্দিন, স্নেহের মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ যুবায়ের ও মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দীকী প্রমুখ অন্যতম। যাদের অবদানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে আমার গবেষণা কর্মের মধ্যে শক্তি জুগিয়েছেন।

আমি যেন এই গবেষণাটি সফলভাবে শেষ করতে পারি তার জন্য সবসময় যারা দোয়া করেছেন এবং সার্বক্ষণিক আমাকে খুব কাছ থেকে সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তারা হচ্ছেন আমার বাবা শাহসূফী আল্লামা হাবিবুল্লাহ বেলালী আল-কাদেরী এবং আমার মা। আল্লাহ পাক আব্বা-আম্মাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন, সবসময় সুস্থ রাখুন এবং হায়াতে তায়্যিবাহ বৃদ্ধি করুন। আমিন। পাশাপাশী কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সহধর্মিনী আফসানা সরকার শিউলীকে। আমি আন্তরিকভাবে প্রত্যেকের হায়াতে তায়্যিবাহ, সার্বিক সুস্থতা, সুখ ও সমৃদ্ধির জীবন এবং উজ্জল ভবিষ্যত কামনা করছি। আমিন।

বিণীত

এস. এম. মাছুম বাকী বিল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

শব্দসংক্ষেপ নির্দেশনা

(রাহ.)--------------রাহ্মাতুল্লাহি ‘আলায়হি
(রা.)--------------রাদিআল্লাহু ‘আনহু
(সা.)--------------সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম
ড. ---------------- ডক্টর (পিএইচ. ডি)
ডাঃ --------------- ডাক্তার (চিকিৎসক)
পাভু. ------------- পাভুলিপি
পৃ. ------------ পৃষ্ঠা
অনু. ---------------অনুবাদ
অনূঃ --------------- অনূদিত
(আ.) --------------‘আলায়হিস সালাম
ইং -----------------ইংরেজী
ঐ. ----------------Ibid
খ. ----------------খণ্ড
খ্রি. ------------খ্রিষ্টাব্দ A.D.
খ্রি. পূ. -------------খ্রিষ্ট পূর্ব
জ. -------------জন্ম
ও.-----------------ওফাত
মাও.---------------মাওলানা
মৃ. ---------------মৃত, মৃত্যু
সম্পা. ------------সম্পাদিত
হি. ----------- হিজরী
ইফাবা----------ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
১ম. খ. ৫০ --------------- প্রথম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)

Dhaka University Institutional Repository

৫ ঃ ৮ ---------------------সূরা ৫-এর আয়াত ৮ (কুরআনের ক্ষেত্রে)

৬৪০/১২৪২ --------------হিজরী ৬৪০ সন মুতাবিক ১২৪২ খ্রিষ্টাব্দ

তা. বি. ---------- তারিখ বিহীন

অ.---------------অনুল্লেখিত

p.--------------------page

pp------------------pages

vol.-----------------volume

ed.------------------edition

PBUH-------------Peace be upon Him

R. -----------------Radiallahu anhu

ص----------------পৃষ্ঠা

ع------------------খ্রিষ্টাব্দ

ج-----------------খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

এ অভিসন্দর্ভে অনুসৃত ‘আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

اَ	**a**	ক	ط	**t**	ত
اِ	**i**	ই	ظ	**z**	জ/য
اُ	**u**	উ	ع		‘
ب	**b**	ঊ	غ	**gh**	গ
	p	প	ف	**f**	উ
ت	**t**	ত	ق	**k.q**	ক/ক্ব
ث	**th**	স/ছ	ك	**k**	ক
ج	**di,j**	জ	گ	**g**	গ
	c	চ	ل	**l**	ল
ح	**h**	ঘ	م	**m**	ম
خ	**kh**	খ	ن	**n**	ন/ণ
د	**d**	দ	ہ	**h**	ঘ
ڈ	**d’**	ড	و	**w**	উ/ও/ভ/ব
ذ	**dh**	ঐ	ی	**ay**	য়
ر	**r**	র	ي		ে
ڑ	**‘r**	ঙ	ء		,
ز	**z**	ঐ	_َ		আ
ژ	**zh**	ঝ	_ِ		ই/ি
س	**s**	স	_ُ		উ
ش	**sh**	ক	_َ+ا		আ
ص	**s**	গ	_ِ+ى		ঈ
ض	**d**	দ/য	_ُ+و		উ

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত শব্দের অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি

কোন ব্যক্তি নিজ নাম ও তাঁর লিখিত অথবা সম্পাদিত গ্রন্থে বাংলায় যে বানানে লিখেছেন বা লিখিয়েছেন তাঁর নামের বানানই রক্ষিত হয়েছে এবং আরবী, ফার্সী, ইংরেজী ও হিন্দি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত শব্দ বাংলা ভাষায় যেভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে তা সেভাবেই রাখা হয়েছে। যথা- শরীয়ত, তরীকত, মারিফত, তরীকা, মুরিদ, মুর্শিদ, গাউস, গাউসিয়া, ওফাত, কাদির, জিলানী, আখিরাত, আদালত, ইমাম, ইন্তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, সুন্নাত, সুপারিশ, মুসাফির, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, তাশ্‌রীফ, তাস্‌বীহ, তারীফ, দফতর, দরূদ, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, জনাব, জিহাদ, তওবা, তাওরাত, তরজমা, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা, মুতাবিক, মুনাফিক, রহমত, শহীদ, সালাম, ফযর, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্‌জিল, মসনদ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়নপত্র

ঘোষণাপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শব্দসংক্ষেপ নির্দেশনা

প্রতিবর্ণায়ন

বিভিন্ন ভাষা থেকে আগত শব্দের অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, উৎস ও সাহিত্যিক নিরীক্ষণ

১.১ আব্দুল কাদির জিলানী (রা.)-এর জীবন ও কর্মের উপর গবেষণার কারণ..........০২

১.২ বর্তমান বিশ্বে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে কৃত গবেষণা................০৪

১.৩ ইসলামে আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে গবেষণার যৌক্তিকতা..................................১৬

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য..১৭

১.৫ গবেষণার প্রকৃতি, পরিধি ও পদ্ধতি...১৮

১.৬ গবেষণায় গৃহীত উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ.................................১৮

১.৭ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও পদক্ষেপসমূহ..১৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সমকালীন বিশ্বের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

২.১ ধর্মীয় অবস্থা..২১

২.২ সামাজিক অবস্থা..২৩

২.২.১ পৃথিবী ব্যাপী চারিত্রিক অধঃপতন....................................২৪

২.৩ রাজনৈতিক অবস্থা..২৫

২.৩.১ স্পেন ও ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা.............................২৫

২.৩.২ সংকটময় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি......................................২৫

২.৩.৩ বায়তুল মুকাদ্দাস এর অবস্থা...২৫

২.৩.৪ আফগানিস্তান ও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা.......................২৫

২.৩.৫ মিশর ও আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা...................২৫

২.৪ বাগদাদ কেন্দ্রিক খিলাফতের অবস্থা...২৬

তৃতীয় অধ্যায়

৩. হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

৩.১ নাম ও উপাধি..২৯

৩.২ জন্মবৃত্তান্ত..২৯

৩.৩ নামের শেষে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' ব্যবহার.......................................৩২

৩.৪ গাউসুল আ'যম নামে প্রসিদ্ধতা...৩৪

৩.৫ পিতা-মাতা...৩৪

৩.৬ পরিবারের অন্যান্য সদস্য...৩৬

৩.৭ নবী বংশের প্রদীপ..৩৮

৩.৮ হাসানি বংশধারা..৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ হুসাইনি বংশধারা..৩৯
৩.১০ গর্ভে থাকাকালীন মায়ের প্রতি সুসংবাদ..৪০
৩.১১ জন্ম থেকেই অসাধারণত্ব...৪০
৩.১২ শৈশবকাল...৪৩
৩.১২.১ শৈশবকাল নিয়ে ধাত্রী মায়ের বর্ণনা......................................৪৩
৩.১২.২ অদৃশ্য থেকে সত্যানুরাগী হবার আহবান.................................৪৪
৩.১৩ প্রাথমিক শিক্ষা...৪৫
৩.১৩.১ মক্তবে প্রখর স্মৃতি শক্তির প্রমাণ...৪৬
৩.১৩.২ কিশোর আব্দুল কাদিরের প্রতি গাভীর অলৌকিক আহবান ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ..৪৬
৩.১৪ উচ্চ শিক্ষার জন্য অদম্য ব্যাকুলতা...৪৮
৩.১৫ সন্তানের শিক্ষার প্রতি মহিয়সী মায়ের ত্যাগ.....................................৪৮
৩.১৬ উচ্চ শিক্ষার সূতিকাগার বাগদাদ...৪৯
৩.১৭ বাগদাদ অভিমূখে রওয়ানা..৪৯
৩.১৭.১ বিদায় বেলায় মহিয়সী মায়ের উপদেশ....................................৫০
৩.১৭.২ বাগদাদের পথে ডাকাতের কবলে..৫১
৩.১৭.৩ শিক্ষায় বুৎপত্তি অর্জনে বাগদাদে প্রবেশ.................................৫৪
৩.১৮ বাগদাদে আর্থিক অনটন...৫৫
৩.১৯ নিযামিয়্যাহ্ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন...৫৬
৩.২০ উচ্চতর শিক্ষালাভ...৫৬
৩.২১ শিক্ষকবৃন্দ...৫৭-৫৯
৩.২১.১ কুরআনের শিক্ষক...৫৭
৩.২১.২ আরবী ও ফারসী ভাষা সাহিত্যের শিক্ষক.................................৫৭
৩.২১.৩ হাদীসের শিক্ষক...৫৮
৩.২১.৪ তাসাওউফের শিক্ষক...৫৮
৩.২১.৫ ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ এর শিক্ষক...৫৯
৩.২২ তরীকতের খিরকাহ বা খিলাফত প্রাপ্তি...৫৯
৩.২৩ হযরত মুখাররামী ও গাউসে পাকের পরস্পর খিলাফত দান......................৬০
৩.২৪ সায়্যিদুনা আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর তরীকতের পরম্পরা..............৬১

Dhaka University Institutional Repository

৩.২৫ মাযহাব..৬২
৩.২৬ চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী...৬২
৩.২৭ নবীজী (সা.)-এর আদেশে বিবাহ...৬৩
৩.২৭.১ সম্মানিতা সহধর্মীনীগণ...৬৪
৩.২৭.২ সন্তান-সন্তুতি...৬৪
৩.২৮ সাহেবযাদাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়...৬৬-৭০
৩.২৮.১ শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহ.).......................................৬৬
৩.২৮.২ শায়খ হাফিয আবদুর রায্যাক (রাহ.)................................৬৭
৩.২৮.৩ শায়খ আবদুল আযীয (রাহ.)..৬৮
৩.২৮.৪ শায়খ ঈ’সা (রাহ.)...৬৮
৩.২৮.৫ শায়খ আবদুল জাব্বার (রাহ.)...৬৮
৩.২৮.৬ শায়খ ইয়াহ্ইয়া (রাহ.)..৬৯
৩.২৮.৭ শায়খ মূসা (রাহ.)..৬৯
৩.২৮.৮ শায়খ আবদুল্লাহ (রাহ.)...৬৯
৩.২৮.৯ শায়খ ইব্রাহীম (রাহ.)...৭০
৩.২৮.১০ শায়খ মুহাম্মদ (রাহ.)...৭০
৩.২৯ স্বীয় ইন্তিকাল সম্পর্কে পূর্ববহিতকরণ.......................................৭০
৩.৩০ ইন্তিকাল..৭১

চতূর্থ অধ্যায়

৪. ইসলামের প্রচার-প্রসারে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)

৪.১ গ্রন্থ রচনা..৭৬
৪.২ রচনাবলীর মূল্যায়ন..৭৮-১৬৫
৪.৩ ফুতুহুল গায়ব গ্রন্থের মূল্যায়ন...৭৮
৪.৩.১ সর্বদা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা......................................৭৮
৪.৩.২ দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করা...৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.৩ আল্লাহর আদেশে পরিচালিত হওয়া..................................৮০
৪.৩.৪ ধন-সম্পদের মোহ পরিত্যাগ করা....................................৮১
৪.৩.৫ তাকদীরের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া................................৮২
৪.৩.৬ আল্লাহর সিদ্ধান্তে কৃতজ্ঞ থাকা..৮৩

৪.৪ আল গুনিয়াতু লি তালিবি তারিকিল হাক্ক গ্রন্থের মূল্যায়ন
৪.৪.১ নতুন মুসলিমের অধিকার..৮৫
৪.৪.২ সালামের মাধ্যমে ভদ্রতা ও মূল্যবোধ.................................৮৬
৪.৪.৩ প্রবেশের অনুমতি চাওয়া প্রসঙ্গ..৮৯
৪.৪.৪ পানাহারের আদব..৯০
৪.৪.৫ পোশাকের আদব..৯১
৪.৪.৬ নাফস ও রূহ..৯৩

৪.৫ কাসীদাসমূহ
৪.৫.১ কাসীদা-ই-গাউসিয়া..৯৬
৪.৫.২ কাসীদায়ে গাউসিয়া রচনায় আল্লাহ তায়ালার আদেশ প্রাপ্তি........৯৬
৪.৫.৩ কাসীদা-ই গাউসিয়া, অনুবাদ, কাব্যানুবাদ ও বিশ্লেষণ.............৯৭
৪.৫.৪ প্রথম কাসীদা...৯৭-১৩৩
৪.৫.৫ দ্বিতীয় কাসীদা..১৩৪
৪.৫.৬ তৃতীয় কাসীদা..১৩৭
৪.৫.৭ চতূর্থ কাসীদা...১৩৮
৪.৫.৮ পঞ্চম কাসীদা...১৩৯
৪.৫.৯ ষষ্ঠ কাসীদা...১৪০
৪.৫.১০ সপ্তম কাসীদা..১৪১
৪.৫.১১ অষ্টম কাসীদা..১৪২
৪.৫.১২ আসমাউল হুসনা দিয়ে তাঁর কাসিদা................................১৪২
৪.৫.১৩ অন্যান্য কাসিদাসমূহ...১৪৫

৪.৬ দিওয়ানে গাউসিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬.১ কবরের আজাব হতে মুক্তি..১৪৭
৪.৬.২ ধর্মীয় জিনিসের প্রাপ্তি ও দুঃখ মোচন..................................১৪৮
৪.৬.৩ সরাবে তহুর পান করার আশা..১৪৯
৪.৬.৪ পরহেযগারিতা অর্জন করা..১৪৯
৪.৬.৫ আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলনের আশা.................................১৫০
৪.৬.৬ গুনাহ মাফ...১৫১
৪.৬.৭ মাফের জন্য তাওবাহ এবং এর কবুলিয়্যাত............................১৫১
৪.৬.৮ পাপ মোচন...১৫২
৪.৬.৯ আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রশংসার উপযোগী............................১৫৩
৪.৬.১০ শরাবে কাওছার পাওয়া..১৫৩
৪.৬.১১ বিপদে ধৈর্য্যধারণ...১৫৪
৪.৬.১২ শারীরিক অসুস্থতা দূর করা..১৫৫
৪.৬.১৩ হিংসাকারীগণের অনিষ্ট হতে বেঁচে থাকা............................১৫৫
৪.৬.১৪ আল্লাহ পাকের মেহেরবাণী..১৫৬
৪.৬.১৫ মুছিবতের সময় ছবুরি এখতিয়ার সম্পর্কিত..........................১৫৬
৪.৬.১৬ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত ও খতমে নবুয়্যাত..১৫৬
৪.৬.১৭ হৃদয় হতে দুনিয়ার মহব্বত দূরীভূত করা...........................১৫৮
৪.৬.১৮ সাধনায় আনন্দিত হওয়া..১৫৯
৪.৬.১৯ আল্লাহর মেহেরবানী পাওয়া...১৬০
৪.৬.২০ দুনিয়া ও আখিরাতে ইজ্জত..১৬০
৪.৬.২১ ইবাদতে শক্তি ও ইশকে খোদা অর্জন................................১৬০
৪.৬.২২ দু'জগতের বাদশাহ হতে শাফা'য়াত..................................১৬১
৪.৬.২৩ আল্লাহর দীদার প্রাপ্তি...১৬৩
৪.৬.২৪ কবরের আযাব হতে বাঁচা...১৬৪
৪.৬.২৫ আল্লাহ তা'আলার মারিফত প্রাপ্তি....................................১৬৫

৪.৭ ইলমে দ্বীনের খেদমত..১৬৬
৪.৮ অমুসলিমদের ইসলামে দীক্ষিতকরণ.....................................১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৪.৮.১ তুর্কীস্থানের খ্রীষ্টান আবদালে পরিণত.................................১৬৭
৪.৮.২ বক্তৃতার প্রভাবে ইহুদী-নাসারাদের ইসলাম গ্রহণ...................১৬৮
৪.৮.৩ তাতারী শাহযাদার ইসলাম গ্রহণ......................................১৭০
৪.৯ ওয়াজ-মাহফিল
৪.৯.১ রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে ওয়াজ-নসীহত...........................১৭২
৪.৯.২ বক্তৃতার সময়সূচী..১৭৪
৪.৯.৩ ওয়াজ-মাহফিলের প্রকৃতি...১৭৪
৪.৯.৪ চারশত লেখক থাকতো তাঁর বক্তৃতার..............................১৭৫
৪.৯.৫ সত্তর হাজারের অধিক শ্রোতা..১৭৫
৪.৯.৬ বক্তৃতায় শ্রোতার বিহবলতা ও প্রভাব................................১৭৬
৪.৯.৭ মজলিসে ওলামা ও মাশায়িখের উপস্থিতি..........................১৭৭
৪.৯.৮ ওয়াজের অবস্থা...১৭৮
৪.৯.৯ ওয়াজের মাধ্যমে তাবলীগ...১৮০
৪.৯.১০ পিছনের ব্যক্তিদের সমানভাবে বক্তব্য শুনতে পেতেন............১৮১
৪.৯.১১ লোকেরা দূর দেশ থেকে তাঁর ওয়াজ শুনতে পেতেন............১৮২
৪.৯.১২ মজলিসে অদৃশ্যদের উপস্থিতি.......................................১৮৪
৪.৯.১৩ বক্তব্যে আলিমদের প্রশ্নের সুযোগ...................................১৮৪
৪.৯.১৪ বক্তব্যের প্রভাবে আবদুর রায্যাক (রাহ.)-এর মূর্চা যাওয়া.......১৮৫
৪.৯.১৫ সন্তান মারা যাওয়ার খবরেও বক্তৃতা বন্ধ না করা.................১৮৫

৪.১০ শিক্ষকতা...১৮৬
৪.১১ মাদরাসার অধ্যক্ষ...১৮৭
৪.১২ ছাত্রবৃন্দ..১৮৮
৪.১৩ ছাত্রদের প্রতি মানবিক অবদান.......................................১৯০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৫. ইসলামী জ্ঞানে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অবদান

৫.১ আল-কুরআন

৫.১.১ এক আয়াতের চল্লিশ তাফসীর..১৯২

৫.১.২ বিসমিল্লাহ শরীফের প্রথম অক্ষর (ب) এর বিশ্লেষণ..................১৯৩

৫.১.৩ তাফসীরে জিলানী..১৯৪

৫.১.৪ বিসমিল্লাহ শব্দের তাফসির...১৯৪

৫.১.৫ আর-রাহমান-এর তাফসির...২০০

৫.১.৬ আর-রাহিম-এর তাফসির...২০৫

৫.১.৭ তাফসীরে প্রত্যেক সূরায় ভূমিকা ও উপসংহার সংযোজন............২১১

৫.২ আল-হাদীস...২১২

৫.৩ আল-ফিক্হ..২১২

৫.৩.১ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ফাত্ওয়া..........................২১২

৫.৩.২ কঠিন মাস‘আলার সহজ সমাধান.......................................২১৪

৫.৩.৩ হাম্বলী ও শাফি’ঈ মাযহাব অনুসারে ফাত্ওয়া প্রদান................২১৪

৫.৪ আরবী গ্রামারে দক্ষতা...২১৬

৫.৫ ফার্সী ভাষা ও না‘তে রাসূল (সা.) এ পান্ডিত্য..................................২১৭

৫.৬ কাব্য প্রতিভা..২১৮

৫.৭ ফার্সী কবিতা..২১৯

৫.৮ শিক্ষার্থীদের প্রতি সহিষ্ণুতা...২২০

৫.৯ জ্ঞানের তের বিষয়ে আলোচনা..২২০

৫.১০ ইলমের গভীরতা..২২১

৫.১১ আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি..২২২

৫.১২ তওবা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য..২২৩

৫.১৩ তাসাওউফ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য..২২৪

৫.১৪ কৃতজ্ঞতার তিন ব্যাখ্যা..২২৪

৫.১৫ নৈতিকতার প্রতি তাঁর বক্তব্য...২২৪

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৬ আল্লাহর পবিত্রতা প্রসঙ্গে বক্তব্য..........২২৫
৫.১৭ আশা বিষয়ক বক্তব্য..........২২৮
৫.১৮ ভয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য..........২২৮
৫.১৯ লজ্জা বিষয়ক বক্তব্য..........২২৯
৫.২০ মা'রিফতের বর্ণনা..........২২৯
৫.২১ প্রেম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য..........২৩০
৫.২২ বিবেক কে নূর অভিহিতকরণ..........২৩১
৫.২৩ ধৈর্য বিষয়ক বক্তব্য..........২৩১
৫.২৪ হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য..........২৩২

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬. আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সংস্কার ও চিন্তাধারা

৬.১ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আদর্শ হচ্ছে সার্বজনীন জনসেবা..........২৩৪
৬.২ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আদর্শের প্রভাব..........২৩৫
৬.৩ অমুসলমানদের প্রতি প্রভাব ও অসাম্প্রদায়িক মানবতা..........২৩৬
৬.৪ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা..........২৩৭
৬.৫ সংস্কারমূলক উপদেশাবলী..........২৩৮
৬.৬ খলিফা, মন্ত্রী, বিচারক সবাইকে সৎকাজের উপদেশ..........২৩৯
৬.৭ খলিফাকে দূর্নীতি প্রতিরোদে উপদেশ..........২৩৯
৬.৮ আমীর, খলিফা, বাদশাহ শ্রেণিভুক্ত ব্যাক্তিগণের প্রতি তাঁর আচরণ..........২৪০
৬.৯ শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ..........২৪২
৬.১০ সুন্নতের উপর আমল..........২৪২
৬.১১ অমনোযোগীদের প্রতি তাঁর চিন্তাধারা..........২৪৩
৬.১২ সার্বক্ষণিক আল্লাহতে ভরসার শিক্ষাদান..........২৪৫
৬.১৩ সৎ কাজের প্রতি তাঁর আদেশ..........২৪৭
৬.১৪ প্রতারণা থেকে মুক্তির উপায়..........২৪৭
৬.১৫ ইন্তিকালের পূর্বমুহূর্তে সন্তান আব্দুল ওহাব (রাহ.)-এর প্রতি উপদেশ..........২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৬.১৬ দ্বীন-এর নাজুক অবস্থা..২৪৮
৬.১৭ ইসলামি জগত এর পুনর্জীবন লাভ...২৪৯
৬.১৮ রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের গৌরবময় অবস্থান গড়ে উঠার নমুনাসমূহ
৬.১৯ মিশর ও বায়তুল মুকাদ্দাস...২৫০
৬.২০ বিভিন্ন এলাকায় তাঁর দর্শনের প্রভাব...২৫০
৬.২১ মুহিউদ্দিন উপাধি লাভ...২৫১
৬.২২ ধর্মের পূণর্জীবন বিষয়ে খাজা মুঈনুদ্দিন সানজারী (রাহ.)-এর অভিমত........২৫৪

সপ্তম অধ্যায়

৭. আধ্যাত্মবাদে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অবদান
৭.১ আধ্যাত্মিকতার পরিচয়, বিকাশধারা ও আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সাধনা...২৫৬
৭.১.১ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনা..................২৫৮
৭.১.২ আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার পথে ত্যাগ-তিতীক্ষা.......................২৫৮
৭.১.৩ নাফসের দমন...২৬০
৭.১.৪ সাধনায় রাত্রি জাগরণ..২৬২
৭.১.৫ প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে কঠোর পরিশ্রম.......................................২৬৩
৭.১.৬ কুরআন পাঠে সাধনা...২৬৩
৭.১.৭ সাধনায় শয়তানের মোকাবেলা..২৬৪
৭.১.৮ সন্তানের মোহ থেকে অন্তরকে হিফাজত.................................২৬৫
৭.১.৯দুনিয়ার মোহ ও লোভহীনতা...২৬৫

৭.২ আধ্যাত্মিকতা প্রচার
৭.২.১ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.)-এর বিলায়াত প্রাপ্তি.....................২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৭.২.২ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রাহ.)-এর বিলায়াত প্রাপ্তি................২৬৭
৭.২.৩ বাহাউদ্দিন নকশেবন্দি (রাহ.)-এর বিলায়াত প্রাপ্তি......................২৬৮

৭.৩ তরীকতের তালিম ও দীক্ষা
৭.৩.১ 'কাশ্‌ফ' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যসমূহ..২৬৯
৭.৩.২ তাকওয়ার চর্চা..২৭০
৭.৩.৩ তাকওয়া অর্জন করার উপায়...২৭১
৭.৩.৪ সচ্চরিত্র ও সদাচারের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিতা.............................২৭১
৭.৩.৫ আল্লাহর যিকির ২৭৩
৭.৩.৬ ফকীরকে নিজের জামা খুলে দান করা....................................২৭৪

৭.৪ তরীকার পরিচয় ও কাদেরীয়া তরীকার ইতিহাস
৮.৩.১ তরীকতের সরুপ...২৭৫
৮.৩.২ আল-কুরআনের আলোকে তরীকত................................২৭৫
৮.৩.৩ প্রসিদ্ধ তরীকাসমূহ...২৭৭
৮.৩.৪ কাদেরীয়া তরীকা প্রবর্তন ও প্রসার.................................২৭৮
৮.৩.৫ দরূদ-এ কাদেরীয়া (দরূদে গাউসীয়া).............................২৭৯
৮.৩.৬ কাদেরীয়া সিলসিলার ফযীলত.......................................২৭৯
৮.৩.৭ ফেরেশতা, মানুষ, জিন সবার শায়খ.................................২৮০
৮.৩.৮ জিনদের তরীকত শিক্ষা..২৮০

৭.৫ কাদেরীয়া তরীকার অনুসারীদের মর্যাদা
৭.৫.১ কাদেরী ব্যবহারকারী ও তাঁকে মুহব্বতকারী সবাই মুরিদ........২৮২
৭.৫.২ গাউসে পাকের মুরিদের মর্যাদা.......................................২৮২
৭.৫.৩ তাঁর খানকার পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীর জন্য সুসংবাদ..........২৮৩
৭.৫.৪ আল্লাহর ওয়াদা..২৮৩
৭.৫.৫ মুরিদদের তওবাসহ মৃত্যু হবার স্বীকৃতি............................২৮৫
৭.৫.৬ শায়খ জিলানী (রাহ.)'র মুরিদ জান্নাতে যাবার স্বীকৃতি..........২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

৭.৬ মুরিদ ও খলীফাবৃন্দ
৭.৬.১ খিরক্বাহ ও জ্ঞানার্জনকারী ফক্বীহ এবং আলিম....................২৮৭
৭.৬.২ ইবনে তাইমিয়া কাদেরীয়া তরীকার অনুসারী......................২৯৩
৭.৬.৩ ইবনে তাইমিয়ার কাদেরীয়া তরীকায় খিরকাহ গ্রহণ..............২৯৩

৭.৭ পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম..২৯৪
৭.৭.১ গিয়ারভী শরিফের ইতিহাস..২৯৫
৭.৭.২ গিয়ারভী শরীফ নবীগণের সুন্নাত..................................২৯৭
৭.৭.৩ গিয়ারভী নাম রাখার কারণ..২৯৭
৭.৭.৪ গিয়ারভী ওয়ালা হিসেবে পরিচিতি..................................২৯৮
৭.৭.৫ তাঁর ইন্তেকাল তারিখ ১১ হওয়ার রহস্য............................২৯৮
৭.৭.৬ হযরত আদম (আ.) কর্তৃক গিয়ারভী শরীফ পালন................২৯৯
৭.৭.৭ হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক পালন.......................................৩০০
৭.৭.৮ হযরত ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক পালন ৩০০
৭.৭.৯ হযরত ইয়াকুব (আ.) কর্তৃক পালন.................................৩০০
৭.৭.১০ হযরত আইউব (আ.) কর্তৃক পালন................................৩০১
৭.৭.১১ হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক পালন....................................৩০১
৭.৭.১২ হযরত ইউনুস (আ.) কর্তৃক পালন.................................৩০১
৭.৭.১৩ হযরত দাউদ (আ.) কর্তৃক পালন..................................৩০২
৭.৭.১৪ হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক পালন..............................৩০২
৭.৭.১৫ হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক পালন....................................৩০২
৭.৭.১৬ নবীজী (স.) কর্তৃক পালন..৩০২
৭.৭.১৭ গাউসে পাক এর গিয়ারভী প্রাপ্তি....................................৩০৪
৭.৭.১৮ গিয়ারভী শরীফ সম্পর্কে শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভীর মতামত..৩০৪
৭.৭.১৯ আল্লামা মুল্লাজিওন (রাহ.)-এর অভিমত............................৩০৫
৭.৭.২০ শাহ আবুল মুআলা (রা.)-এর অভিমত ৩০৫
৭.৭.২১ দারা শেকোহ ও আল্লামা গোলাম সারওয়ার (রাহ.)-এর অভিমত.৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

৭.৭.২২ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.)-এর অভিমত............৩০৬
৭.৭.২৩ গিয়ারভী শরীফ সম্পর্কে অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের অভিমত....৩০৭
৭.৭.২৪ ইবনে তাইমিয়ার গিয়ারভী শরীফ পালন..............................৩০৮

৭.৮ আধ্যাত্মিকতার জন্য গ্রন্থ রচনা
৭.৯ আল-ফাতহুর রাব্বানী..৩০৯
৭.৯.১ আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা..৩০৯
৭.৯.২ ধনৈশ্বর্যের প্রত্যাশী না হওয়া...৩১২
৭.৯.৩ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন..৩১৩
৭.৯.৪ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন...৩১৪
৭.৯.৫ কর্তব্যের প্রতি মনযোগ...৩১৪
৭.৯.৬ দুনিয়ার চিন্তা বিমুক্ত হওয়া...৩১৫
৭.৯.৭ দুনিয়ার শক্তভিত্তি না হওয়া..৩১৬
৭.৯.৮ বিচার দিবস বিষয়ক..৩১৮
৭.৯.৯ প্রেমিক আল্লাহর নির্দেশে সন্তুষ্ট ৩১৮
৭.৯.১০ একনিষ্টতায় আমল করা...৩১৯
৭.১০ সিররুল আস্‌রার
৭.১০.১ মানুষ আল্লাহর গোপন রহস্যের কেন্দ্র ৩২২
৭.১০.২ ইলমের প্রকারভেদ...৩২৪
৭.১০.৩ নাফ্‌স সম্পর্কে বর্ণনা..৩২৭
৭.১০.৪ তাওবাহ ৩২৭
৭.১০.৫ তাওবার প্রকারভেদ..৩২৮
৭.১০.৬ সূফীদের সরুপ...৩২৯
৭.১০.৭ তাসাওউফের ব্যাখ্যা...৩৩০
৭.১০.৮ যিক্‌র ও এর প্রকারভেদ..৩৩৩
৭.১০.৯ আল্লাহর দীদার...৩৩৪
৭.১০.১০ সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের নিদর্শন ৩৩৬
৭.১০.১১ নামাযের হাকীকত...৩৩৭
৭.১০.১২ যাকাতের হাকীকত..৩৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৭.১০.১৩ রোযার হাকীকত ৩৪১
৭.১০.১৪ কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার উপায়.................................৩৪২
৭.১১ কারামতের সরুপ ৩৪৮
৭.১২ তাঁর কারামতের আধিক্য সম্পর্কে আলিমদের মতামত............................৩৫০
৭.১৩ মৌলিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রসিদ্ধ কিছু কারামত....................................৩৫১
৭.১৩.১ গাউসে পাকের দোয়ায় ব্যবসায়ীর তাকদীর পরিবর্তন.............৩৫১
৭.১৩.২ তাঁর নিকট মাসসমূহের আগমন.......................................৩৫২
৭.১৩.৩ আসমান থেকে খাদ্যভর্তি ঝুড়ি অবতীর্ণ ৩৫৫
৭.১৩.৪ শায়খের বরকতে শুকনো খেজুর গাছ তাজা ও সজীব হয়ে যায়...৩৫৭
৭.১৩.৫ তাঁর বক্ষ থেকে নূরের বিজলী ৩৫৮
৭.১৩.৬ অবাধ্য খাদেমের পরিণতি...৩৫৯
৭.১৩.৭ অদৃশ্য থেকে আপেল ও খলিফা কে শিক্ষা ৩৬০
৭.১৩.৮ ভূনা মুরগী পূনরায় জীবিত...৩৬১
৭.১৩.৯ চিল মরে পূনরায় জীবিত...৩৬৩
৭.১৩.১০ শায়খের গায়েবানা সাহায্য প্রদান...................................৩৬৩
৭.১৩.১১ দর্শন শাস্ত্রের কিতাব 'ফাযাইলে কুরআন' এ পরিণত ৩৬৪
৭.১৩.১২ ভবিষ্যদ্বাণী করা...৩৬৫
৭.১৩.১৩ অভিশপ্ত শয়তানের পরাজয়..৩৬৭
৭.১৩.১৪ ব্যবসায়ীর পায়ে অদৃশ্য পেরেক.....................................৩৬৭
৭.১৩.১৫ হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র নূরানী হাতে চুম্বন..৩৬৮
৭.১৩.১৬ চোর বুযুর্গে পরিণত হওয়া ৩৬৯
৭.১৩.১৭ অন্তরের গোপন ইচ্ছা বুঝা...৩৭১
৭.১৩.১৮ খলিফা মুসতানজিদের উপহারে জনগনের রক্ত দেখানো.........৩৭২
৭.১৩.১৯ কারামত দেখে ভয়ে তিন জনের মৃত্যু.............................৩৭৩
৭.১৩.২০ তাঁর আগমনে আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) কবর থেকে বের হলেন..৩৭৩
৭.১৩.২১ শায়খ মা'রূফ কারখী কবর থেকে তাঁকে জবাব...................৩৭৪

৭.১৪ অতি উচ্চাঙ্গীয় অলৌকিক উক্তি...৩৭৪
৭.১৪.১ তাঁর উক্তি 'আমার কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের ওপর'....৩৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৭.১৪.২ উক্তির তাত্ত্বিক পটভূমি ও ব্যাখ্যা.....................................৩৭৫
৭.১৪.৩ মিরাজে নবীজীর (সা.)-এর কদম গাউছে পাকের (রাহ.) গর্দানে..৩৭৬
৭.১৪.৪ আমি আমার নানার পবিত্র পদাঙ্কের ওপর আছি.....................৩৭৬
৭.১৪.৫ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) আদিষ্ট হয়ে এ ঘোষণা দেন........৩৭৬
৭.১৪.৬ আদিষ্ট হয়ে বলার পক্ষে ইমাম আহমদ রিফায়ী (রাহ.)-এর সত্যায়ন.......৩৭৯
৭.১৪.৭ আদিষ্ট হয়ে বলার পক্ষে শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.)-এর সত্যায়ন........৩৭৯
৭.১৪.৮ ঘোষণার মজলিসে উপস্থিত প্রসিদ্ধ মাশায়িখ কিরাম................৩৭৯
৭.১৪.৯ সমস্ত ওলী তাঁর সমীপে স্বীয় গর্দান ঝুঁকালেন.........................৩৮২
৭.১৪.১০ ঘোষণার মজলিসে ইবনুল হায়তির কার্যত আমল..................৩৮৪
৭.১৪.১১ পূর্ব পশ্চিমের সবাই গর্দান ঝুঁকে দেয়................................৩৮৬
৭.১৪.১২ বায়েজিদ বোস্তামীর (রাহ.)-এর গর্দান ঝুঁকানো.....................৩৮৬
৭.১৪.১৩ জুনাইদ বোগদাদী (রাহ.)-এর গর্দান ঝুঁকানো.......................৩৮৬
৭.১৪.১৪ হযরত মুঈনুদ্দিন চিশতী (র)-এর গর্দান ঝুঁকানো ও মর্যাদা প্রাপ্তি.৩৮৭
৭.১৪.১৫ আহমদ কবির রিফায়ী (রাহ.)-এর গর্দান ঝুঁকানো.................৩৮৭
৭.১৪.১৬ উক্ত মজলিশে আলিমগণের রুহের উপস্থিতি........................৩৮৮
৭.১৪.১৭ উক্তির সত্যায়ন করে ফিরিশতাদের সাক্ষ্য ৩৯০
৭.১৪.১৮ তিনশত ওলী ও সাতশত অদৃশ্য বুযুর্গবর্গের গর্দান ঝুকানো......৩৯১
৭.১৪.১৯ জিন জাতি কর্তৃক স্বীকৃতি..৩৯২
৭.১৪.২০ অস্বীকারকারীর বিলায়াত বিলোপ....................................৩৯৩
৭.১৪.২১ কদম গর্দানের উপর উক্তির ভিন্ন অর্থ...............................৩৯৪
৭.১৪.২২ কুতুবিয়াতের ঝাণ্ডা বহনকারী...৩৯৬

অষ্টম অধ্যায়

৮. আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের মতামত

৮.১ ঈসা (আ.) কর্তৃক সমকালীন বিশ্বে উত্তমজনের স্বীকৃতি............................৩৯৮
৮.২ পূর্ববর্তী আলিমগণের মতামত...৩৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.১ হযরত খিযির (আ.)-এর উক্তি..৩৯৯
৮.২.২ শায়খ আবদুল্লাহ আল-জূবীর (রাহ.)-এর বর্ণনা....................৩৯৯
৮.২.৩ শায়খ আলী ইবনে ওয়াহাব (রাহ.)-এর বর্ণনা.......................৪০০
৮.২.৪ হযরত হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী.......................৪০১
৮.২.৫ হাম্মাদ দাব্বাসের উক্তিতে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.)-এর ব্যাখ্যা..৪০২
৮.২.৬ আবূ সা'ঈদ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (রাহ.)-এর বর্ণনা..................৪০২
৮.২.৭ শায়খ আবূ বকর ইবনে হিওয়ার (রাহ.)-এর অভিমত.............৪০৩
৮.২.৮ শায়খ আলী ইবনে ওহাব সানজারী (রাহ.)-এর অভিমত..........৪০৪
৮.২.৯ বিভিন্ন আউলিয়া কিরামের ভবিষ্যদ্বাণী...............................৪০৪

৮.৩ সমসাময়িক আলিমগণের মতামত...৪০৯-৪১১
৮.৩.১ শিহাবউদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রাহ.)-এর মন্তব্য................৪০৯
৮.৩.২ শায়খ আকীল সানজারী (রাহ.)-এর সীকৃতি..........................৪০৯
৮.৩.৩ শায়খ আলী ইবনে আশ-শাইবানী (রাহ.)-এর মন্তব্য................৪১০
৮.৩.৪ আবুল মুযাফফর ইবরাহীম এর বর্ণনা.................................৪১১
৮.৩.৫ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মাযার গেইটে লিখিত কাসীদা..৪১১

৮.৪ পরবর্তী আলিমগণের মতামত...৪১৩-৪২৩
৮.৪.১ শেখ আহমদ সেরহিন্দ মুযাদ্দিদে আলফেসানী (রাহ.)-এর অভিমত...৪১৩
৮.৪.২ কুতুবুউদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রাহ.)-এর উক্তি.....................৪১৩
৮.৪.৩ হযরত আলাউদ্দীন আলী আহমদ ছাবির (রাহ.)-এর উক্তি.......৪১৪
৮.৪.৪ হযরত আবুল মু'আলী মুর্শিদ হযরত বীহকাহ মীরান (রাহ.)-এর উক্তি..৪১৪
৮.৪.৫ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.)-এর উক্তি...................৪১৪
৮.৪.৬ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রাহ.)-এর উক্তি................৪১৫
৮.৪.৭ গাউসে পাকের শানে আ'লা হযরতের পঙক্তিমালা................৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

৮.৪.৮ হযরত ইবরাহীম আল-আ'যাব (রাহ.)-এর অভিমত.............৪২২
৮.৪.৯ ইবনে তাইমিয়ার অভিমত...৪২২
৮.৪.১০ আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরশী (রাহ.)-এর অভিমত.................৪২৩
৮.৪.১১ তাঁর চরিত্র সম্পর্কে ইরাকের গ্র্যান্ড মুফতির বক্তব্য...............৪২৩

৮.৫ পরবর্তী যুগে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর শানে রচিত হওয়া কাসিদাসমূহ...৪২৬-৪২৯
৮.৫.১ আরবি, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় রচিত হওয়া বিভিন্ন কাসিদা........৪২৬
৮.৫.২ ইমাম নুরউদ্দীন শাতনূফী (রাহ.)-এর কাসীদা...................৪২৬
৮.৫.৩ হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.)-এর কাসীদা......................৪২৬
৮.৫.৪ কুতুবুদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রাহ.)-এর কাসীদা...................৪২৭
৮.৫.৫ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রাহ.)-এর কাসীদা..........................৪২৮
৮.৫.৬ সুলতান বাহু (রাহ.)-এর কাসীদা...................................৪২৯
৮.৫.৭ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.)-এর কাসীদা..............৪২৯
৮.৫.৮ ফররুখ আহমেদের কবিতা...৪২৯
৮.৫.৯ বিভিন্ন মনীষী প্রদত্ত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর উপাধিসমূহ...৪৩০
৮.৫.১০ মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) কর্তৃক উপাধি..........................৪৩০
৮.৫.১১ *'মজমুআ'তুন আদঈ'য়াহ্ আল মারূফ গনজিনাঈ আকবর'* গ্রন্থে তাঁকে দেয়া উপাধিসমূহ...৪৩৭
৮.৫.১২ *কালায়েদ আল-জাওয়াহের* গ্রন্থে বর্ণিত উপাধিসমূহ.............৪৩৮
৮.৫.১৩ *'মাযহারে জামালে মুস্তফা'* গ্রন্থে উল্লেখিত তাঁর উপাধিসমূহ......৪৩৯
৮.৫.১৪ 'মাকতাবাতে উম্মুল কুরা' হতে প্রকাশিত গ্রন্থাদীতে তাঁর উপাধিসমূহ...৪৪৩
৮.৫.১৫ *'খোলাছাতুল মাফাখির'* গ্রন্থে তাঁকে দেওয়া উপাধিসমূহ.........৪৪৬

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

৯. আধুনিক মুসলিম বিশ্বে কাদেরীয়া তরীকা চর্চা

৯.১ বিশ্বজুড়ে কাদেরীয়া তরীকা..৪৪৮
৯.২ মুসলিম বিশ্বে কাদেরীয়া তরীকার প্রভাব..৪৪৯
৯.৩ কাদেরিয়া তরীকার শ্রেষ্ঠত্ব..৪৪৯
৯.৪ ভারতবর্ষে প্রথম কাদেরীয়া তরীকার প্রচার.......................................৪৫০
৯.৫ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে কাদেরীয়া তরীকা....................................৪৫১
৯.৫.১ বাবা আদম শহীদ (রাহ.)..৪৫১
৯.৫.২ হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ (রাহ.)...............................৪৫২
৯.৫.৩ বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কাদেরীয়া তরীকার মাশায়িখ..........৪৫২
৯.৫.৪ বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরীকা চর্চাকেন্দ্রসমূহ.............৪৫৩

উপসংহার...৪৫৪-৪৫৫
গ্রন্থপঞ্জি..৪৫৬-৪৭৭
পরিশিষ্ট...৪৭৮-৪৮২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সকল প্রশংসা ও লক্ষ-কোটি গুণগাণ সেই রাহমান-রাহীম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি যিনি আমাদেরকে তাঁর বান্দা ও প্রিয়তম হাবীবের উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অগণিত দরুদ ও হৃদয় নিংড়ানো সম্মানপূর্ণ সালাম সেই মহান নবীজী, তাজেদারে মদীনা, সরকারে দো'আলম, নূরে মোজাচ্ছম, দয়ার ভাণ্ডার, সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এবং তাঁর আহলে বায়ত, উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং তারকা সদৃশ সাহাবায়ে কিরামের উপর যারা শরীয়ত-তরীকত-হাকীকত ও মারিফতের সর্বোচ্চ মাকামে উপনীত ছিলেন। লক্ষ-কোটি সালাম জানাচ্ছি গোটা পৃথিবীর সমস্ত আউলিয়া কিরামের প্রতি।

হিজরী ৫ম শতাব্দীর দিকে এসে গোটা মুসলিম বিশ্ব নৈতিক অবক্ষয়ের একেবারে চরম মাত্রায় পৌঁছে। তৎকালীন মুসলিম খলিফাগণ ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। ধর্মীয় ব্যাক্তিবর্গের মাঝে পেয়ে বসে দুনিয়ার অর্থের লোভ। তরীকত ও তাসাওউফের নামে চারিদিকে শুরু হয় শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড। পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানগণ হতে থাকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত। এমন এক ক্রান্তিলগ্নে পারস্যের কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকে জীলান বা গীলান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন আউলিয়াকুল শিরোমণী মাহবুবে সোবহানী হযরত শাহ সাইয়্যিদ মীর মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী আল হাসানী ওয়াল হোসাইনী (রাহ.)। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন থেকেই যার অলৌকিক ঘঠনাসমূহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। জন্মের পরবর্তী সময়, শৈশবের মক্তবে পাঠশিক্ষা, কিশোর বয়সে প্রকাশিত নানাবিধ ঘটনাসমূহ যেন গোটা পৃথিবীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংস্কারকের আগমনী বার্তার জানান দিচ্ছিল। বাগদাদের নিযামিয়্যাহ মাদরাসা থেকে কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, বালাগাত, মানতিক, সাহিত্য ও অন্যান্য বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে বাগদাদেই শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি মহান আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে বছরের পর বছর কঠিন সাধনা, রিয়াজত ও পরিশ্রম করেছিলেন। নিজের কুপ্রবৃত্তি কে দমন করতে তিনি দিন-রাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। শিক্ষকতার সময় তাঁর বক্তব্য শুনার জন্য গোটা পৃথিবী থেকে আলেমগণ সহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষও বাগদাদে তাঁর মজলিশে এসে উপস্থিত হতেন। তাঁর থেকে ইল্‌ম অর্জন করে তারা ইসলামের খেদমত কল্পে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তেন। বেশকিছু মহামূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে সেগুলো জ্ঞান ও হিদায়তের জগতে এখনো আলোকবর্তিকা হয়ে রয়েছে। কোটি কোটি মুসলমান আজ তাঁর প্রবর্তিত কাদেরীয়া তরীকার অনুসারী। এ এক

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়কর প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। বিলায়তের আকাশে এক উজ্জলতম নক্ষত্র। তাঁর শিক্ষা, বক্তব্য, কর্মপন্থা, দর্শন ও চিন্তাধারার মাধ্যমে গোটা অন্ধকার পৃথিবীতে আলোর এমন এক বিচ্ছুরণ ঘটেছে, যার কল্যাণময়ী প্রভাব এখনো পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে ইসলাম সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়নি। এটি এমন এক দর্শন যাতে মানুষের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মবাদের অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। মানুষের এই বাহ্যিক বিষয়টি হচ্ছে 'শরীয়ত' আর আত্মিক বিষয়টি হচ্ছে 'তাসাওউফ' বা তরীকত বা আধ্যাত্মবাদ। একটি ফলের বাহিরের খোসাটি হচ্ছে শরীয়ত আর এর ভিতরের সুস্বাদু জিনিসটি হচ্ছে তরীকত। যে দুটির সমন্বয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ ফল। একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ব্যতিরেকে আরেকটি অসম্ভব, অলীক ও আকাশ কুসুম সদৃশ। তেমনি শরীয়ত ব্যতীত তরীকত কল্পনা করা যায় না। তাই শরীয়ত হচ্ছে তরীকতের মূল ভিত্তি। এ তরীকত আর শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা একজন মুসলিমের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তরীকত বা তাসাওউফ সুসংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে স্বতন্ত্র শাস্ত্ররুপে গড়ে না উঠলেও মূলত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় থেকেই এটির ধারা অব্যাহত আছে। যার ফলে পৃথিবীর সমস্ত তরীকায় তাঁদের পর্যায়ক্রমিক ধারার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক পাওয়া যায়। তাসাওউফের বিভিন্ন তরীকার তালিম-তাওয়াজ্জুহ, তাসবীহ-তাহলীল, মোরাকাবা-মোশাহাদা, যিকির-আযকার ও সার্বিক নিয়ম-কানুনসমূহ একটি কাঠামোতে রুপ নিয়েছে মূলত খ্রিষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে। সুতরাং তাসাওউফকে ইসলামে নতুন সংযোজন বলার কোন সুযোগ নাই। মূলত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তরীকতের যে কল্যাণধারা চলে এসেছে, তা ১০ম শতাব্দীতে এসে একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংঘবদ্ধ শাস্ত্র ও প্রতিষ্ঠানরুপে আত্মপ্রকাশ করে, আধ্যাত্মবাদের এই ধারা যা আগে মুখে মুখে চলে আসছিল। হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী এ মাযহাব চারের পূর্বে যেমন একাধিক ইমামের নামে বিভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টি হয়, পরবর্তীতে এ চার মাযহাবের মধ্যে শরীয়তের আলোচনা একটি কাঠামোতে রুপ ধারণ করে, তেমনিভাবে ইসলামের প্রথম থেকেই আধ্যাত্মবাদের অনুশীলন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে কাদেরিয়া, চিশতীয়া, নকশেবন্দীয়া ও সোহরাওয়ার্দীয়া এ চার তরীকায় প্রসিদ্ধি এবং আরো ছোট ছোট বহু তরীকার মাধ্যমে একটি কাঠামোতে রুপ লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এই তরীকাগুলো পৃথিবীর চারিদিকে প্রচারিত হয়ে মানুষের আত্মিক পরিশোধনের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব নিয়ে আসে।

তরীকত জগতে 'কাদেরীয়া তরীকা' হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন। কারণ সবচেয়ে আদি ও প্রাচীন তরীকা 'তরীকা-এ-জুনাইদিয়া'র সাথে এটির সম্পর্ক। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর পূর্বে এ তরীকা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাহ.) (জন্ম ২১৮- ওফাত ২৯৭হি.)-এর নামানুসারে 'সিলসিলাহ-এ জুনাইদিয়া' নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর নামানুসারে এ তরীকা 'সিলসিলা-এ আলিয়া কাদেরীয়া' নামে পুরো পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমান বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান এ তরীকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। বিশেষত পাক-ভারত উপমহাদেশে কাদেরীয়া তরীকার অনুসারী সবচেয়ে বেশি। এমনকি বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারে যে সব হক তরীকার অবদান অসমান্য, সে সব তরীকার শায়খগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হুযুর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) থেকে বিলায়াতের ফয়েয প্রাপ্ত। তিনি বলেন "যে ব্যক্তি সুন্নাতের গণ্ডি থেকে ইঞ্চি পরিমাণও এদিক-সেদিক হবে, তার পক্ষে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়া এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা দুরাশা মাত্র। আর যে তরীকতের সাথে শরীয়তের একটি আদেশেরও বিরোধ থাকে, এমন তরীকত অনুসরণ করে চললে সিদ্দীক না হয়ে যিন্দীক বা বেঈমান হতে হয়।"(আব্দুল খালেক, *গাউসে আযম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশ- ১৯৯১ খ্রি. পৃ. ১৮২) তিনি আরো বলেন যে, "সর্বপ্রথম শরীয়তের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত কর তারপর আল্লাহর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যিকির-আযকারের প্রতি মনোনিবেশ কর"।(প্রাগুক্ত পৃ. ১৭২) সুতরাং কাদেরিয়া তরীকার শিক্ষা ও আদর্শ শরীয়তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিক বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্তি ও শরীয়তের ব্যাপক প্রচারের ক্ষেত্রে বক্তব্য, লেখনী ও মাদরাসা তৈরি করার মাধ্যমে তাঁর নিরলস শ্রমের ফলশ্রুতিতে পুরো পৃথিবী জুড়ে কাদেরিয়া তরীকার অনুসারী এবং এর প্রচার-প্রসার সবচেয়ে বেশি হয়। এ তরীকার দ্যূতি খুব দ্রুত গতিতে বাগদাদ থেকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কেননা শরীয়ত ও তরীকত প্রচারে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ছিল স্বতন্ত্র ও সর্বোচ্চ কৌশলগত সব পদক্ষেপ। তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী তরীকতের শায়খদের থেকে ইসলাম প্রচারে তাঁর নিয়ম-পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি যেমন খানকাতে তরীকতের কাজ করতেন। তেমনি মাদরাসায় শরীয়তের ইলমের দরস দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশে জনসম্মুখে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমূল্য বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা দানে ইসলামের আসল রুপ জনসম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের পরিধি, অকাট্যযুক্তি, ভাষার লালিত্য, বাগ্মিতা ও গতিময় বাচনভঙ্গির মাধ্যমে অধঃপতিত মানব সমাজকে তিনি ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। ক্রমেই তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনার কথা দিক-বিদিক ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ বাগদাদে তাঁর মজলিশে আসতে লাগল। শুধু তাঁর বক্তব্য শুনার জন্য খলিফা-বাদশা হতে আরম্ভ করে দরিদ্র শ্রেণি এমনকি ইয়াহুদি, নাসারা, কাফের, মুশরিকসহ সমাজের সর্বস্তরের লোক যোগদান করত। হাজার হাজার শিক্ষার্থী তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। তাঁর কোন কোন মজলিশে ৭০ হাজারেরও অধিক শ্রোতা উপস্থিত থাকত। তিনি লিখনীর মাধ্যমেও ইসলামের মর্মবাণীকে তুলে ধরেন পৃথিবীর অনাগত কোটি মানুষের কল্যাণের জন্য। ফলসরুপ তিনি অনেকগুলো মহামূল্যবান কিতাব রচনা করে গেছেন। আমি আমার এ গবেষণায় সেগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাঁর লেখা ‘আল গুনিয়াতু লি তালিবি তারিকিল হক’ কিতাবের প্রথমেই একজন মুসলমানের চারিত্রিক, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ কি হবে তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের সাথে তাঁর খুব একটা সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু তিনি একাকী নির্জনবাসী ও সংসার বিরাগীও ছিলেন না। তিনি তাঁর মজলিস সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখতেন। যা কিছু বলতেন প্রকাশ্যে বলতেন। কখনো কোন অত্যাচারী রাজা-বাদশাহ, উজির, পেয়াদা বা বড়লোকের রক্তচক্ষুর ভয়ে সত্যের উচ্চারণে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমন অনেক ঘটনা আছে যে, তিনি বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের তাদের অত্যাচারের জন্য জনসম্মুখে শাসিয়েছেন। শাসকদের ভুলগুলো তিনি সরাসরি তাদের সামনে বলতেন। তাঁর যুগের রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমরাদের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও পার্থিব সুখ-সম্ভোগ, জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর একেকটি বক্তব্য মানুষের চিন্তারাজ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাদশাহ ও আমীর-উমরাদের প্রতি তাঁর আহবান ছিল জনগণের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা থেকে বিরত থেকে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার এবং শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন করার।

তিনি শাসকদের পাশাপাশি সমাজের আলিমদের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আলিমদের প্রতি তাঁর আহবান ছিল, তাঁরা যেন লোভ-লালসা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং নিজের তাকওয়া ও পরহেযগারী বিক্রি না করেন এবং আত্মিক কু-রিপু গর্ব-অহংকার, আমিত্ব,

Dhaka University Institutional Repository

লৌকিকতা, অহমিকা, চোগলখুরী, গীবত ও হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রাখেন।

মুসলিম বিশ্বকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বিরত রেখে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় কাদেরীয়া তরীকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। খ্রিষ্টানদের ক্রুসেডের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, মুসলমানরা নিজেদের যে ঈমানী শক্তি হারিয়ে বসেছিল, হুযুর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর শিক্ষা প্রাপ্ত শিষ্যবৃন্দের ঈমানী শক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর মত দরবেশ বাদশা সে ইসলামী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন। সালাউদ্দিন আইয়ূবীর সেনাবাহিনীর প্রধান উপদেষ্টা ইমাম ইবনে কুদামা আল মাকদেসি হাম্বলী (রাহ.) ছিলেন গাউসে পাকের সরাসরি শাগরেদ ও খলিফা। গাউসে পাকের অসামান্য অবদানকে স্বীকার করে নিয়ে যুগে যুগে বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁর অনিন্দ সুন্দর জীবন ও কর্মের উপর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় নির্ভরযোগ্য শত শত কিতাব রচনা করেছেন।

তৎকালীন সময়ে নানা প্রতিকুলতার মাঝেও যেমনি করে মুসলিম বিশ্বের লোকজন আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আদর্শে ও কাদেরিয়া তরীকার শিক্ষায় আলোকিত হয়ে নিজেদেরকে অবক্ষয় হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন তেমনি বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে যে সংঘাত-হানাহানি, অন্যায়-অবিচার চলছে তা রোধে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে অনাবিল শান্তির পথ খুজে নিতে পারে। বিশেষ করে তাসাওউফের নামে যে অনৈসলামিক কার্যক্রম হচ্ছে, তাঁর দেওয়া তাসাওউফের সঠিক ব্যাখ্যা জানা ও মানার মাধ্যমে সমাজ থেকে সেগুলোরও মূলোৎপাটন হতে পারে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি শিরোণামের সাথে যথার্থতা বজায় রেখে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে আমি এটিকে সর্বমোট নয়টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছি। নিম্নে তার একটি অধ্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি :

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে “গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সাহিত্যিক নিরীক্ষণ” এ অধ্যায়ে আমি সাইয়্যিদ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে গবেষণা করা কেন প্রয়োজন এবং তার প্রাসঙ্গিকতার ব্যাখ্যা করেছি। বর্তমান বিশ্বে এ মহান মনীষী, তাঁর সূফী দর্শন ও কাদেরীয়া তরীকা সম্পর্কে বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত গবেষণা প্রবন্ধসমূহ, তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থাদী, তাঁর সম্পর্কে পৃথিবী বিখ্যাত রচিত গ্রন্থসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। বিশেষ করে এখানে আধ্যাত্মবাদ বিষয়ক গবেষণায় ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণাটির উদ্দেশ্য কী, সে বিষয়ে তার ফলাফল কী হবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে "গবেষণা পদ্ধতি"। গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে আমি কী পদ্ধতি গ্রহণ করেছি, কোন কোন প্রতিষ্টানে গিয়েছি, কাদের সাথে কথা বলেছি, কোন কোন জায়গা ভ্রমন করেছি তা উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং সর্বশেষ গবেষণাটিতে কোন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে "সমকালীন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা"। যেহেতু আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে "মুহিউদ্দীন" বা দ্বীনের পূণর্জীবন দানকারী উপাধীতে ভূষিত করা হয়েছে তাই সমসাময়িক দ্বীনের রুগ্ন অবস্থাটি কেমন ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তৎকালীন সামাজিক নির্যাতন-নিপীড়ণ ও অত্যাচারের অবস্থা, রাজনৈতিক নির্মম অবক্ষয়, শাসকগোষ্টির বিভিন্ন অন্যায় আচরণ এবং সূফীবাদের ব্যানারে নানাবিধ ভণ্ডামী, আধ্যাত্মবাদের মোড়কে শরীয়ত বিরোধী ঘৃণীত কার্যকলাপ ও সমাজে চলতে থাকা কুসংস্কারসমূহের দৃশ্যপট আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে সমসাময়িক স্পেন ও সমগ্র ইউরোপের নৈতিক অবক্ষয়, নানা সংকটে জর্জরিত লাখো নবী-রাসুলদের জন্মভূমি গোটা মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা, মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণভার, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশাল আফ্রিকা মহাদেশের করুণ পরিস্থিতি, নীলনদ বিজড়িত মুসলমানদের ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চল মিশরের করুণ দশা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষের নানাবিধ চারিত্রিক অধ:পতন ও ধর্মীয় অঙ্গনে পশ্চাদপদতার বাস্তব রুপ এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : অভিসন্দর্ভটির এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত"। এ অধ্যায়ের প্রথম দিকে তাঁর নাম, জন্মবৃত্তান্ত, পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, বংশধারা, জন্মকালীন অসাধারণত্য, প্রাথমিক শিক্ষা ও বাল্যকালের দৃশ্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর অধ্যায়টিতে জ্ঞানার্জনের প্রতি আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মহিয়সী মায়ের অনুরাগ ও ভালবাসা, উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভয়াশ্রম তখনকার সময়ের বিখ্যাত নিযামিয়্যাহ মাদরাসায় অধ্যয়ন বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

যেসব শিক্ষক থেকে কুরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ, তাসাউফ ও অন্যান্য জ্ঞান অর্জন করেছেন তাদের সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও উচ্চশিক্ষা অর্জনকালীন আর্থিক দূরবস্থা, তরীকতের খিলাফত প্রাপ্তি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বশেষ রাসূল (সা.) এর আদেশে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে তাঁর সম্মানিত সন্তানদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোকপাত করে তাঁর ইন্তিকালের পূর্বাপর বিষয় নিয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "ইসলামের প্রচার-প্রসারে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)"। অভিসন্দর্ভটির শিরোণামের একটি সিংহভাগ জুড়ে আছে ইসলামের প্রচার-প্রসারে এ মহান মনীষী আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর অবদান ও কার্যকলাপের বিষয়টি। তাই অধ্যায়টি কে আমি ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান, মানুষের কল্যাণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সহ পরিণত বয়সের তাঁর কর্মকাণ্ড দিয়ে সাজিয়েছি। প্রথমেই তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর বিবরণ দিয়ে প্রত্যেকটি গ্রন্থের সাহিত্যিক নিরীক্ষণ, ভাষাগত উপস্থাপনার মূল্যায়ন, তথ্যাদির যথার্থতা প্রমাণ, রস আস্বাদনের উপায়, মানব জীবনে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা এবং উচ্চাঙ্গিক তত্ত্বের প্রকাশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর লিখিত কাসিদা-এ-গাউসিয়ার কাব্যিক ভাবধারা, ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী দূর্লভ শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রতিটি লাইনের বিভিন্ন ভাষায় হওয়া অনুবাদ সহ কয়েক ধরণের বাংলা কাব্যিক অনুবাদ সংযোজন করেছি। ফার্সী ভাষায় লিখিত দিওয়ানে গাউসিয়ার কিছু অংশ বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ সহ পৃথক পৃথক শিরোনাম দিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর হাতে এবং তাঁর সরাসরি প্রভাবে বহু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রেক্ষাপটগুলো আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে তাঁর ওয়াজ-মাহফিলের অবস্থা, বক্তৃতার সময়সূচী, প্রকৃতি ও বক্তৃতার মজলিশে উপস্থিত শ্রোতাদের অবস্থা। সমসাময়িক বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক কর্তৃক তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ, মজলিশে জ্ঞানীদের প্রশ্নের সুযোগ, বক্তৃতা সংরক্ষণের পদ্ধতি, দেশে-বিদেশে বক্তব্যের প্রভাব এবং বক্তব্যের আলোচ্যসূচী সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদে কর্মনিপূণতা, শিক্ষকতা, তাঁর ছাত্রবৃন্দের পরিচিতি এবং সর্বোপরি শিক্ষার প্রতি তাঁর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ত্যাগের বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "ইসলামী জ্ঞানে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অবদান"। অধ্যায়টিতে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন দিকের

Dhaka University Institutional Repository

অবদান যেমন- কুরআনের তাফসীর রচনা, বিভিন্ন বক্তব্যে তাফসীর শাস্ত্র সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি, তাঁর তাফসীরের ধরন, হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অমর কীর্তিসমূহ, ফিক্‌হ শাস্ত্র কে বিশেষ গুরুত্ব দান এবং মানুষের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া দিয়ে সমাধান দান সংক্রান্ত বিষয়গুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। পাশাপাশী আরবী গ্রামার বিদ্যায় তার পারদর্শীতা, আরবী ও ফার্সী ভাষায় অতুলনীয় দক্ষতার পরিচায়ক রচনাসমূহের বিশ্লেষণ, কাব্য প্রতিভার দৃষ্টান্তসমূহ, জ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের ওপর তাঁর অনন্যতা, বিশেষত্ব ও অসাধারণত্ব কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অধ্যায়টির সবশেষে তাওবাহ, তাসাউফ, কৃতজ্ঞতা, নৈতিকতা, আল্লাহর পবিত্রতা, আশা, ভয়, লজ্জা, মারিফত, প্রেম, সততা, বিবেক ও ধৈর্য্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : এ অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে "আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সংস্কার ও চিন্তাধারা"। এ অধ্যায়ে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সংস্কারের সরুপ, বিশ্ববাসীর জন্য তাঁর কল্যাণমূখী চিন্তাধারার ধরণ ও আদর্শের প্রভাব উপস্থাপন করা হয়েছে। অমুসলিমদের প্রতি তাঁর আচরণ, অসাম্প্রদায়িক মানবতার চিন্তাধারা এবং তাঁর সার্বজনীন মানবতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। বাগদাদের খলিফা, মন্ত্রী, বিচারকদের সাথে তাঁর সত্যের প্রতি আপোষহীন কর্মকাণ্ড, খলিফাদেরকে দেওয়া উপদেশাবলী সহ ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর সংস্কারসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষ দিকে তাঁর মাযহাব বিষয়ক সংস্কারমূলক চিন্তাধারা, দ্বীন এর পূর্নজাগরণে কার্যকরী ভূমিকাসমূহ, মুসলমানদের রাজনৈতিক উত্তরণের দিকগুলো আলোচনা করে মুহিউদ্দিন উপাধী পাওয়া এবং এ উপাধীর সত্যায়ন বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "আধ্যাত্মবাদে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অবদান"। আমার অভিসন্দর্ভটির শিরোণামের আরেকটি বড় অংশ জুড়ে আছে হুযুর গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আধ্যাত্মবাদ জীবন। তাই আমি এ অধ্যায়টিকে যথার্থ করার জন্য প্রথমেই আধ্যাত্মবাদের পরিচয় ও বিকাশধারা আলোচনা করে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর সাধনা, কঠোর রিয়াজত, ত্যাগ ও পরিশ্রমগুলো নানাবিধ প্রমানাধী সহ উপস্থাপন করেছি। আধ্যাত্মিকতার প্রচারে পৃথিবী বিখ্যাত মনীষীদের বিলায়াত প্রাপ্তিতে তাঁর সরাসরি অবদানের ঘটনা উল্লেখ করে তরীকতের তালিম ও শিক্ষাদানের প্রতি তাঁর নানাবিধ সফল প্রচেষ্টাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে সমসাময়িক বিখ্যাত সূফীবৃন্দের বৃত্তান্ত। এরপর কাদেরীয়া তরীকার ইতিহাস ব্যাখ্যা করে তরীকতের সংজ্ঞা, কাদেরীয়া সিলসিলার মর্যাদা ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির রেফারেন্সের মাধ্যমে জ্বীন জাতিকে তরীকত শিক্ষাদান তথ্যও উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া

Dhaka University Institutional Repository

কাদেরীয়া তরীকার অনুসারীদের মর্যাদা, এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন তাসাওউফ গ্রন্থে বিষয়টির সত্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টিতে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাছ থেকে তরীকতের খিলাফত ও খিরকাহ্ গ্রহণকারী মনীষীদের তালিকা সংযোজন সহ তাদের ব্যাপারে আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

তাছাড়া গিয়ারভী শরীফের নামকরণ, ইতিহাস, রহস্য ও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ কর্তৃক গিয়ারভী শরীফ পালনের ঘটনাসমূহ উল্লেখপূর্বক এর উপর ইবনে তাইমিয়্যা সহ প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরামের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। গাউসুল আ'যম উপাধির নামকরণ, এটির ব্যাখ্যা, পদমর্যাদা ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থতা উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আধ্যাত্মবাদ বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির শিরোনাম ভিত্তিক পৃথক পৃথক মূল্যায়ন করা হয়েছে। এরপর কারামতের সংজ্ঞা, তাঁর কারামতের ব্যাপারে বিখ্যাত উলামায়ে কিরামদের মতামত উল্লেখপূর্বক প্রসিদ্ধ কিছু কারামত উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অলৌকিক উক্তি 'আমার কদম সমস্ত ওলীদের কাঁধের ওপর'-এর পটভূমি, বিশদ ব্যাখ্যা, ঘোষনার সময় মেনে নেওয়া উপস্থিত উলামায়ে কিরামের তালিকা, এ কথার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলিমদের ভবিষ্যদ্বাণী ও সমসাময়িক আলিমদের সমর্থন বিষয়ক আলোচনা অধ্যায়টির শেষদিকে বিস্তারিতভাবে স্থান পেয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে "আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত আলিমগণের মতামত"। এ অধ্যায়ে গাউসে পাকের ব্যাপারে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিবৃতি উল্লেখসহ তাঁর ব্যাপারে তাঁর জন্মের পূর্ববর্তী আলিমদের মতামত, সমসাময়িক আলিমদের মতামত এবং পরবর্তী পৃথিবী বিখ্যাত সব উলামায়ে কিরামের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টির শেষের দিকে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, কুতুবুদ্দিন বখতীয়ার কাকী, আব্দুল হক্ক মুহাদ্দেস সহ বিভিন্ন আলিমগণ কর্তৃক রচিত আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষার বিভিন্ন কাসিদা উপস্থাপন করেছি। তারপর অধ্যায়ের শেষদিকে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে পাওয়া তাঁর প্রায় ৬০০ (ছয়শত) উপাধী তুলে ধরেছি।

নবম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে, "আধুনিক মুসলিম বিশ্বে কাদেরীয়া তরীকা চর্চা"। অধ্যায়টিতে বিশ্বজুড়ে কাদেরীয়া তরীকার প্রচার-প্রসার প্রভাব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করেছি। তাছাড়াও ভারতবর্ষে কাদেরীয়া তরীকার প্রচার এবং বাবা আদম শহীদ কাদেরী (রাহ.) ও শাহ মাখদুম রুপোস (রাহ.)-এর বর্ণনা উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশে তরীকাটির ইতিহাস, প্রসার, প্রভাব, উল্লেখযোগ্য কাদেরী মাশায়িখগণ ও চর্চাকেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারে পুরো অভিসন্দর্ভটির একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। এখানে গবেষণাটির চুম্বক অংশ বর্ণনা করে এর ফলাফল সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়া হয়েছে। একেবারে শেষে এ গবেষণায় ব্যবহৃত দেশি-বিদেশী বিভিন্ন ভাষার যে সকল গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ, অভিধান, পত্রিকা ও উৎসসমূহ সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর সমন্বয়ে একটি গ্রন্থপুঞ্জি সংযোজন করেছি।

আমার এ গবেষণাটি এতদ সংক্রান্ত নতুন আরো অনেক গবেষণার দ্বার উন্মোচন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ও আশা রাখি। সেই সাথে আমি দৃঢ়ভাবে এও বিশ্বাস করি যে, আমার এ অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে। মহান আল্লাহ আমাকে ও এ অভিসন্দর্ভের পাঠকবৃন্দকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, উৎস ও সাহিত্যিক নিরীক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জীবন ও কর্মের উপর গবেষণার কারণ

আধ্যাত্মবাদের সম্রাট, পৃথিবীর সমস্ত অলিদের শিরোমণি শায়খ সায়্যিদ আব্দুল কাদির আল-হাসানী ওয়াল-হুসাইনী (রাহ.) ৫ম শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের পতন যুগে ইসলামের শাশ্বত আদর্শকে পূনঃপ্রতিষ্ঠার যে রুহানী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন কালের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ইসলামের প্রকৃত ও শাশ্বত আদর্শের বাস্তবায়নে তিনি কালজয়ী অবদান রাখেন। তাই তিনি "মুহিউদ্দিন" (দ্বীনের পূণর্জীবনদানকারী) খেতাবে ভূষিত হন। ইসলামের এক ক্রান্তিকালে তিনি শরীয়তের জ্ঞানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জন করে ইসলামের মহান আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে হাজার হাজার বিধর্মী তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পৃথিবী বিখ্যাত অনুসরণীয় মানুষে পরিণত হয়েছিল।

জাহেরী বা ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান ও বাতিনী বা মারিফতের নিগূঢ় রহস্যাবৃত জ্ঞান, এ দ্বিবিধ জ্ঞানের সংমিশ্রনের ফল হল ইলমে হাকিকত বা পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত জ্ঞান। বাহ্যিকভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আত্মশুদ্ধির জন্য এ দুই ইলমের পূর্ণ সহাবস্থান ঘটেছিল হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) এর জীবন ও কর্মে। হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, লোভ, পরশ্রীকাতরতা এই সমস্ত কুরিপুগুলো ত্যাগ করে এক মানবতার বাস্তব চিত্রই ফুটে উঠেছে তাঁর জীবনীতে। তাই এর উপর গবেষণার মাধ্যমে ইসলামে তাঁর অপরিসীম অবদান মুসলমানদের সামনে তুলে ধরা আজ সময়ের আহবান।

বিশেষত তাসাওউফ ও তরীকতের নামে যাবতীয় ভন্ডামীর মূলোৎপাটন এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের অনুবর্তিত সঠিক তরীকত চর্চার মাধ্যমে তাসাওউফ কে এটির মূলরুপে প্রচারে তাঁর অবদান এখনও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি শুধু বক্তৃতা-বিবৃতি, প্রতিবাদের মাধ্যমে তার কর্মপন্থাকে নির্দিষ্ট রাখেননি বরং শক্ত হাতে কলমও তুলে নেন। রচনা করে যান শরিয়ত-তরীকতের রত্নতুল্য অমূল্য গ্রন্থরাজি।

তিনি তাঁর গ্রন্থাবলিতে শানে তাওহিদ ও শানে রিসালাতকে স্ব-স্ব মর্যাদায় সংরক্ষিত রেখেছেন অপূর্ব দক্ষতায়। তার রচিত কাসিদাগুলোতে আধ্যাত্মবাদের যে অনন্য সুর অনুরণিত হয়েছে তা আল্লাহর প্রতি তার অকৃত্রিম প্রেম ও আত্মশুদ্ধিতার প্রতি মুহাব্বতের অক্ষয় প্রতিধ্বনি। তার জীবনীতে এত সব অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছিল যা ইতোপূর্বে কোন অলি আল্লাহর বেলায় ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

হুযুর গাউসে পাক (রাহ.) তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামী বিশ্বে এমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলে তাঁর ইশারায় উঠতো আর বসতো। আব্বাসীয় সালতানাত ছিল নামে মাত্র সাম্রাজ্যের হর্তাকর্তা। মূলত তখন বাগদাদে হুযুর গাউসে পাক (রাহ.) কেই জনগণ সর্বেসর্বা বলে মনে করতো। শুধু তা নয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকা-ই কাদেরীয়া'র মাশায়েখগণ যুগে যুগে ইসলামের পুনর্জাগরণে যে অসামান্য ভূমিকা রাখেন তা কোন মুসলিম রাজা-বাদশা রাখতে সক্ষম হননি। একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের চারিত্রিক উন্নয়নের পিছনে যে বড় শক্তি কার্যকর রয়েছে তা হলো সত্যপন্থী তরীকাগুলোর শিক্ষা ও আদর্শ। খ্রিস্টানদের ক্রুসেডের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানরা নিজেদের যে ঈমানী শক্তি হারিয়ে বসেছিল, তখন হুযুর সাইয়্যিদিনা গাউসে পাক (রাহ.)-এর শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যবৃন্দের ঈমানী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে নুরুদ্দীন জঙ্গী ও সালাহ উদ্দীন আয়ুবীর মত দরবেশ বাদশা ইসলামী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন। আর সে সময় ভারতবর্ষে গজনী শাসনের অবসানের পর ঘোরী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁর অসামান্য অবদান ছিল তিনি ছিলেন হুযুর গাউসে পাক (রাহ.) এর নিকটতম আত্মীয় হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.)। সিলসিলা-ই কাদেরীয়া ও সুহরাওয়ার্দিয়ার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারীয়া মুলতানী, যাঁর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার বদৌলতে সিন্ধু ও ভারতবর্ষে ঈমান ও ইরফানের প্রদ্বীপ উজ্জ্বল হয়। আর বাংলা ভুখন্ডেও সুহরাওয়ার্দি তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত শিহাব উদ্দীন ওমর সুহরাওয়ার্দির অন্যতম খলিফা হযরত শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিজী ইসলামের প্রচারে-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারে যে সব হক্ তরীকা অংশ গ্রহণ করে সব তরীকার শায়খগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হুযুর সাইয়্যিদুনা গাউসে পাক (রাহ.) এর বেলায়তের ফয়েযপ্রাপ্ত। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের সামনে সকলেই ঋণী। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এ সিলসিলার ঢঙ্কা বেলায়তের আকাশে সর্বদা বাজতে থাকবে। এ জন্য হুযুর গাউসে পাক (রাহ.) নিজেই বলেছেন-

"পূর্ববর্তী ওলীদের বেলায়তের সূর্য অস্তমিত হয়েছে। কিন্তু (আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়) বেলায়তের আকাশে আমার সূর্য সর্বদা উদয়মান থাকবে।"[১]

---

[১] "আফালাত শুমূসূল আওয়্যালিনা ও শামসুনা, আবাদান আলাল উফুকিল উলা লা তাগরুবু।" মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *মাসিক তরজুমান*, জানু.- ২০১৬ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

হুযুর গাউসে পাক ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরীকার বিশ্বজনীন অবদানের কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত নবীপ্রেমিক ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহ.) গাউসে পাক (রাহ.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

"বেলায়তের রাজ্যে সকলে আপনার সেবক, আপনার বেলায়তের সমুদ্র থেকেই সকল নদ-নদী উর্বরা। চিশত, বুখারা, ইরাক ও আজমীরের বেলায়তের উর্বর ভূমি এমন নেই যেখানে আপনার ফয়েয বর্ষিত হয়নি।"[২]

তাঁর আদর্শের পথ ধরে সম্মানিত সূফীয়া-ই-কিরাম যুগে যুগে বিশ্বের নানা প্রান্তরে ইসলামের বাণীকে মানুষের দোর গোড়ায় পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যান। ইসলামের চার সূফী তরীকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাদেরীয়া তরীকার মহান প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রাহ.)। বর্তমান বিশ্বে কোটি কোটি মুসলমান এ তরিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। বিশেষত পাক-ভারত উপমহাদেশে এর অনুসারী সবচেয়ে বেশি। তাঁর জীবন ও কর্ম মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। তাই সঙ্গত কারণে বর্তমান বিশ্বের নৈতিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় রোধে এই মহান মনীষীর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা করা অতীব প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে কৃত গবেষণা

বর্তমান বিশ্বে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর জীবন, দর্শন ও কর্মের ওপর যে সকল গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়েছে তাঁর অধিকাংশই সংগ্রহ করে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা যাচাই করেছি। গবেষণার প্রয়োজনে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদির সহযোগিতা নিয়েছি। এ বিষয়ে আরবী, ইংরেজি এবং উর্দুতে যে সকল কাজ হয়েছে সেগুলোর অনুবাদ করে গবেষণার যথার্থতা যাচাই করেছি। আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বিষয়ক পিএইচ.ডি., এম.ফিল., গবেষণা প্রবন্ধ, তাঁর রচিত গ্রন্থাদির অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকর্ম এবং এ বিষয়ে রচিত মৌলিক গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা আমি নিম্নে উপস্থাপন করছি।

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

[২] "রাজ কিস শহর মে করতো নেহী তেরে খেদাম, বাজ কিস নহর ছে লেতা নেহী দরিয়া তেরা।
মাযরায়ে চিশত ও বুখারা ও ইরাক আজমীর, কওন ছে কাশত পে বরসা নেহী ঝালা তেরা।" মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *মাসিক তরজুমান*, জানু.- ২০১৬ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

১) নুরাহ আল জিলানী, *The shrine of Abd Al-Qadir al-Jilani in Baghdad and the shrine of abd al-Aziz al-Jilani in Agra : Mapping the multiple orientations of two Qadiri Sufi shrines in Iraq*, পিএইচ.ডি. থিসিস, অগাস্ট ২০১৬খ্রি., স্কুল অব ক্রিটিকাল স্টাডিজ, কলেজ অব আর্টস, ইউনিভার্সিটি অব গ্লাসকো, স্কটল্যাণ্ড।

বিশ্লেষণ ঃ নুরাহ আল জিলানী তিনি আব্দুর কাদির জিলানী (রাহ.) এবং কাদেরীয়া তরীকার একজন বিখ্যাত অনুসারী সূফী আব্‌দ আল-আযীয আল জিলানী (রাহ.) এ দুজন মনীষীর মাযার কমপ্লেক্স নিয়ে গবেষণা করেছেন। যেমন- মাযারদ্বয়ের ইতিহাস, নির্মাণশৈলী ও সমসাময়িক অন্যান্য স্থাপত্যশিল্পের সাথে তুলনামুলক আলোচনা, কারুকার্যের বিশ্লেষণ, ব্যবস্থাপনা কৌশল, সংশ্লিষ্ট মসজিদ, মসজিদসমূহের নির্মাণ ইতিহাস, মাযার কেন্দ্রিক মাদরাসা ও তাসাউফ চর্চাকেন্দ্রসমূহ, দরবারের সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক অুনষ্ঠানাদী সম্পর্কে আলোকপাত, মাযারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত লাইব্রেরিসমূহের ইতিবৃত্ত, আশপাশের এলাকা ও সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যশিল্পসমূহের বিবরণ তিনি তার গবেষণায় স্থান দিয়েছেন। এবং সবশেষে একটি উপসংহার দিয়ে শেষ করেছেন।

২) সুজান এলিজাবেথ স্কমবার্গ, *Reviving religion : The Qadiri Sufi Order Popular Devotion to Sufi Saint Muhyiuddin 'Abdul Qadir Al-Gilani, and processes on "Islamization" in Tamil Nadu and Sri lanka*, পিএইচ.ডি. থিসিস, স্টাডি অব রিলিজিয়ন, হার্ভাড ইউনিভার্সিটি ক্যামব্রিজ, মে ২০০৩খ্রি.।

বিশ্লেষণ ঃ সুজান এলিজাবেথ স্কমবার্গ ভারতের তামিল অধ্যুষিত এলাকায় মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাদেরীয়া তরীকার বিস্তার এবং এই তরীকার সেই অঞ্চলের বিখ্যাত কিছু অনুসারীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি তাঁর উল্লেখিত অভিসন্দর্ভের প্রথমেই যুগ যুগ ধরে চলে আসা তামিল মানুষদের হৃদয়ে মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কিত ভালবাসার ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে 'কায়াপাট্টানাম' নামে একটি সম্প্রদায় কর্তৃক গাউসে পাক ও কাদেরীয় তরীকার প্রতি সুবিশেষ চর্চা, আবেগ, মায়া ও ভালবাসার ব্যাখ্যা করেন। অভিসন্দর্ভের মাঝে তিনি সেখানকার বিগত ০৫শত বছর ব্যাপী কাদেরী অনুসারীদের সাহিত্যিক অবদানের বিষয়টি বর্ণনা করেন। এবং

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশী তামিল ইসলামিক সাহিত্যে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর অবদান বিষয়গুলোও তুলে ধরেন। গবেষণার শেষদিকে তিনি বেশকিছু কাদেরী মনীষীদের কর্মকাণ্ড উল্লেখ পূর্বক এ এলাকায় ইসলামিক ভাবধারা ফুটে উঠার ইতিহাস ও খ্রীষ্টায় ধর্ম প্রসার লাভের ইতিহাসও বর্ণনা করেন।

৩) আব্দুল হাকিম, *Konsep kesesatan menurut syaikh Abdul Qadir al-jilani*, পিএইচ.ডি. থিসিস, জুন ২০১২খ্রি. ইউনিভার্সিটাজ মুহাম্মদিয়া, সুরাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।

বিশ্লেষণ ঃ আব্দুল হাকিম তিনি তাঁর অভিসন্দর্ভে গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সময়ে তখনকার মুসলিম বিশ্বের নাজুক অবস্থাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে তখন বাগদাদ সহ পুরো বিশ্বে জাবরিয়া, কাদেরীয়া, মুতাজিলা, খারেজী, শিয়া, মুসাব্বিহা, জাহমিয়্যা, দালিরারিয়্যা, নাজ্জারিয়্যা, কালাবিয়্যা ও সালিমিয়্যা সম্প্রদায়সমূহের উৎপাত এবং তাদের ইসলাম বিদ্বেষী বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কর্তৃক বক্তব্য ও লিখনীর মাধ্যমে এদের মুকাবিলা করার বিষয়টিও তুলে ধরেন।

৪) মিফতাহুল হুদা, *The method and style of interpretation of syeikh Abdul Qadir Al-jilani in tafsir al-jailani (study on surah al-baqarah)*, থিসিস, জুন ২০১৩খ্রি., ইসলামিক থিওলজী, ফ্যাকাল্টি অব উসুলুদ্দিন, স্ট্যাট ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ, সিমারাঙ্গ, ইন্দোনেশিয়া।

বিশ্লেষণ ঃ মিফতাহুল হুদা তার এ গবেষণায় আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর লিখা তাফসীর আল-জিলানী নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে সূলা আল ফাতিহা কে কেন্দ্র করে তিনি তার গবেষনা কাজ পরিচালনা করেন। এখানে শুরুতেই তিনি তাফসীর শ্রাস্ত্রের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করেন। তাফসীরে ইসাঈরী নিয়েও আলোকপাত করেন। তারপর শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর লিখার ধরন ও পদ্ধতি বর্ণনা করে সেগুলোর ব্যাখ্যা করেন। সবশেষে একটি উপসংহার ও পরামর্শ সংযোজন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫) দেসমন্ড দেসাই, *The ratiep Art form of south African Muslims*, পিএইচ.ডি. থিসিস, ডিসে. ১৯৯৩খ্রি., ইউনিভার্সিটি অব নাতাল, কেপটাউন, সাউথ আফ্রিকা।

বিশ্লেষণ ঃ দেসমন্ড দেসাই তার অভিসন্দর্ভে সাউথ আফ্রিকান মুসলমানদের সূফীবাদ চর্চা, বিভিন্ন যিকির, ওয়াজ্‌দ বা আধ্যাত্মিক হালে মূর্চা যাওয়া, তরীকতের খিলাফত ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এটি করতে গিয়ে তিনি শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাদেরীয়া তরীকার প্রভাব ও অনুশীলন বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি প্রায় ২০০শত বছরের ইতিহাস টেনে ধরে এতদ অঞ্চলে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর শিষ্যদের ইসলাম প্রচারসহ আল্লাহর যিকিরে লোকজনের দৈহিক অবস্থা পরিবর্তনের সংজ্ঞা, ধরণ ও ইসলামিক বিভিন্ন গোষ্টির কথা তুলে ধরেন।

৬) আব্দুল্লাহ ওয়াসিক, *السجع في مناقت الشيخ عبد القادر الجيلاني*, ফ্যাকাল্টি অব আদব এন্ড হিউম্যানিটিজ, ইউনিভার্সিটাস ইসলাম নাইজেরী সুনান কালিজাগা ইউগাইকার্তা, ডিসেম্বর ২০১৫খ্রি., ইন্দোনেশিয়া।

বিশ্লেষণ ঃ আব্দুল্লাহ ওয়াসিক তাঁর এ অভিসন্দর্ভে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাব্যিক ও গদ্যে অন্তমিলের দক্ষতার ওপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমেই তিনি গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তারপর 'অন্তমিল' এর সংজ্ঞা, এটির ধরণ ও বিভিন্ন প্রয়োগ তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি দুইটি অধ্যায় ভাগ করে গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর লিখনীতে অন্তমিলের ব্যাবহার, তাঁর বক্তব্যে এর প্রয়োগ এবং ভিন্নতা বিস্তারিত আলোকপাত করেন। অবশেষে একটি উপসংহার দিয়ে শেষ করেন।

৭) সাঈদ ইবনে মুসাফফর ইবনে মুফাররাহ আল-কাহতোয়ানী, *الشيخ عبد القادر الجيلاني واراوه الاعتقادية والصوفية عرض ونقد علي صوء عقيدة أهل السنة والجماعة*, পিএইচ.ডি. থিসিস, ১৪১৭হি., ইউনিভার্সিটি উম্মুল ক্বোরা, মক্কা, সৌদিআরব।

বিশ্লেষণ ঃ সাঈদ ইবনে মুসাফফর ইবনে মুফাররাহ আল-কাহতোয়ানী এ অভিসন্দর্ভে গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরে সেগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। গাউসে পাক কর্তৃক ব্যবহৃত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহকে বিশ্লেষণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাসাওউফের সরুপ ব্যাখ্যা করে সে সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। তারপর কারামতের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাওয়াক্কুল, শুকরিয়া ও সন্তুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অভিমত গুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশেষে কাদেরীয়া তরীকা সম্পর্কে পৃথিবী ব্যাপী মানুষদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অভিমত তুলে ধরেছেন।

৮) আলী বাদাভী আলী সালমান, *الطريقة القادرية والاستعمار الفرنسي في موريتانيا 1903-1960,* পিএইচডি. থিসিস, অক্টো. ২০০৩খ্রি., কায়রো ইউনিভার্সিটি, মিশর।

বিশ্লেষণ ঃ আলী বাদাভী আলী সালমান তাঁর এ অভিসন্দর্ভটি একটি ভূমিকা, একটি প্রিলিমিনারী অধ্যায় ও মুল আলোচনায় পাঁচটি অধ্যায় এবং শেষে একটি উপসংহার দিয়ে সাজিয়েছেন। প্রিলিমিনারী অধ্যায়ে তিনি সূফীবাদের ব্যাখ্যা, কাদেরীয়া তরীকা ও অন্যান্য তরীকার সাথে এটির সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তারপর প্রথম অধ্যায়ে তিনি ১৯০৩খ্রি. থেকে ১৯৩৪খ্রি. সময়ের ফ্রেঞ্চ কর্তৃক মৌরিতানিয়ায় বিভিন্ন পেশা বর্ণনা করেন এবং ফ্রেঞ্চদের পরিকল্পনাগুলোও আলোচনা করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফ্রেঞ্চদের বিরুদ্ধে কাদেরীয়া তরীকার অনুসারীদের শক্তি ও ভূমিকা তুলে ধরেন। এরপরের অধ্যায়গুলোতে তিনি মৌরিতানিয়ায় কাদেরীয়া তরীকার সাংস্কৃতিক ভূমিকা, ১৯৩৪ সনে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চদের সাথে কাদেরী ওয়ালাদের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড আলোকপাত করেন। এবং সবশেষে মৌরিতানিয়ায় ফ্রেঞ্চ ঔপনিবেশবাদের নানাবিধ প্রভাব উল্লেখ করেন।

গবেষণা প্রবন্ধসমূহ

১) আব্দুল মুনিপ, ইউনিকনেস ইন ট্রান্সল্যাটিং এরাবিক হাগিওগ্রাফি অব শায়খ আবদ আল-কাদির জিলানী : দ্যা কেইস অব আন-নূর আল-বুরহানী, *ইন্দোনেশিয়ান জার্নাল অব এপ্লাইড লিঙ্গুস্টিক্স*, সংখ্যা ০৭, জানু. ২০১৮, সুনান কালিজাগা, ইউগাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।

২) মার্টিন ভ্যান ব্রুনেসান, শায়খ আবদ আল-কাদির আল-জিলানী এন্ড দ্যা কাদেরীয়া ইন ইন্দোনেশিয়া, *জার্নাল অব দ্যা হিস্ট্রি অব সূফিজম*, সংখ্যা ১-২, ২০০০খ্রি.।

৩) ড. মানযুর আহমদ ভাট, (প্রফেসর ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব কাশ্মির, শ্রীনগর) শায়খ সায়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) : এ কনটেমপরানিয়াস

Dhaka University Institutional Repository

অপর্যাইজাল, *ইনসাইট ইসলামিকাস*, আইএসএসএন-০৯৭৫-৬৫৯০, সংখ্যা ০৭, ২০০৭খ্রি.।

৪) ডামসাজ আলী, (পিএইচ.ডি. স্কলার, ডিপার্টমেন্ট অব হিস্ট্রি, ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি, নিউ দিল্লী, ইন্ডিয়া) *ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিডিসিপ্লিনারী রিসার্চ জার্নাল ২০১১খ্রি.*, আইএসএসএন ২২৩১-৬৩০২

৫) প্রফেসর ভিনিস কাদেরী, *অন হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)*, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব কাশ্মির, কাশ্মির।

৬) ড. মানযুর আহমদ ভাট, *সূফী থট অব শায়খ সায়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এন্ড ইটস ইমপ্যাক্ট অন দ্যা ইন্ডিয়ান সাবকনটিক্যান্ট*, আইএসবিএন ১৩ : ৯৭৮-৮১-২৪৬

৭) ড. মানযুর আহমদ ভাট, মিস্টিক থট অব শায়খ সায়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)- ১, *ইনসাইট ইসলামিকাস*, আইএসএসএন-০৯৭৫-৬৫৯০, ২০১০খ্রি., খণ্ড ১০, পৃ. ১০২-১৩১

৮) ড. মানযুর আহমদ ভাট, মিস্টিক থট অব শায়খ সায়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)- ১, *ইনসাইট ইসলামিকাস*, আইএসএসএন-০৯৭৫-৬৫৯০, ২০১০খ্রি., খণ্ড ১০, পৃ. ১০১-১৩৯

৯) ড. মানযুর আহমদ ভাট, শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) : এন ইনট্রোডাকশন, *গুলালা*, কাশমির ইউনিভার্সিটি, ২০০০-২০০১খ্রি.।

১০) এনুয়্যাল শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী মেমোরিয়াল, ইসলামিক এডুকেশনাল এন্ড কালচারাল সেন্টার অব নর্থ এমেরিকা, মে ২০০৫খ্রি., ফ্রিমন্ড, ক্যালিফোর্নিয়া।

গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ

১) আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জিন, (প্রফেসর এন্ড ডেপুটি রেক্টর) *আবদ আল-কাদির আল-জিলানী হিজ মেথড অব ইসলামিক দাওয়াহ*, প্র. ২০০২খ্রি., ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মালয়েশিয়া, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

২) আলহাজ্জ মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, *শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী*, স্টিজটিং নুরানী ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, প্র. ২০০৫খ্রি., আমস্টারডাম, নেদারল্যাণ্ড।

৩) আল্লামা ড. মুমতাজ আহমদ, *শাহবাজ-এ-লা মাকানি*, প্র. ২০০২খ্রি., লাহোর।

৪) মুহাম্মদ আলী চেরাগ, *শরখে দিওয়ানে গাউসে আ'যম*, নাযির সন্স পাবলিশার, লাহোর।

৫) ইরশাদ সূফী চিশতী, *দ্যা ম্যাজিস্টি অব গাউসে আ'যম এণ্ড দ্যা গ্লোরি অব দি কাদেরী অর্ডার*, প্র. ২০০৬খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

৬) সাইয়্যিদ আব্দুস সালিক, *সাইয়্যিদুনা গাউস আল-আ'যম*, প্র. ১৯৩৯খ্রি., কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
৭) এডাম হানি ওয়াকার, *দ্যা রোজ অব বাগদাদ*, প্র. অনুল্লেখিত, যুক্তরাজ্য।

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর রচিত গ্রন্থাদির অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ

১) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *ফিফটিন লেটারস (খামসাতা আশারা)*, ইংরেজি অনু. লোআই ফাতুহি, লুনা প্লেনা পাবলিশিঙ্গ, প্র. ২০১৪খ্রি., বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।
২) শায়খ আব্দ আল কাদির আল-জিলানী, *জিলা আল-খাতির*, অনু. প্রফেসর শিথা আল-দারগাযালী এন্ড ড. লুআই ফাতুহি, এডাম পাবলিশার্স, প্র. ১৯৯৮খ্রি., দিল্লী, ইন্ডিয়া।
৩) সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির কিলানী, *জালাউল খাওয়াতির*, ব্যাখ্যা-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, *মাজালিস শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদুনা আব্দুল কাদির আল-কিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১০খ্রি. বৈরুত, লেবানন।
৪) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *পিউরিফিক্যাশন অব দি মাইন্ড (যিলা আল-খাওয়াতির)*, ইংরেজি অনু. সিথা আল দারগাযেলী ও লোআই ফাতুহি, লুনা প্লেনা পাবলিশিঙ্গ, প্র.২০০৮খ্রি., বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।
৫) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *দ্যা সিক্রেট অব সিক্রেটস*, ইংরেজী অনু. শায়খ তুসুন বাইরাক আল-জেরাহী আল-হালভেতী, প্র. ১৯৯২খ্রি., দ্যা ইসলামিক টেক্সট সোসাইটি, পার্কসাইড, ক্যামব্রিজ, যুক্তরাজ্য।
৬) তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়্যাহ, *শারহু কালিমাতু মিন ফুতুহুল গায়ব*, জামি' আল-রিসায়িল : আল-রিসায়িল আল-সানিয়্যাহ।
৭) তাকিউদ্দিন ইবন তাইমিয়্যা আল হাররানী, *রিসালাতু শারহু কালিমাতি মিন ফুতুহুল গায়ব*, বাংলা অনু. আব্দুল্লাহ যোবায়ের, ঐতিহ্য প্রকাশনী, প্র. মে ২০১৮খ্রি., ঢাকা।
৮) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *ফুতুহুল গায়ব*, ইংরেজি অনু. মাওলানা আফতাব উদ্দিন আহমদ, লাহোর।
৯) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *রিভিলিশন অব দি আনসিন (ফুতুহ আল-গায়ব)*, অনু. মুহতার হল্যান্ড, প্রকা. ১৯৯৫খ্রি., এস আব্দুল মাজিদ এন্ড কো., কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১০) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *ফুতুহুল গায়ব*, উর্দু অনু. আযম আলী, প্র. ১৯৮৩খ্রি., শাহরানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
১১) আব্দুল কাদির জিলানী, ফুতুহুল *গায়ব*, সংকলন- ড.এস.জেড হাইদার, *কনকোয়েস্ট অব দ্যা ডিভাইন সিকরেট্স*, প্র. ২০০৫খ্রি., লালমাটিয়া, ঢাকা।
১২) আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.), *ফুতুহুল গায়ব*, উর্দু অনু. আযম আলী, প্র. ১৯৮৩খ্রি., শাহরানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।
১৩) আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *ফুতুহুল গায়িব*, অনুবাদ ও সংকলন- মাও. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রহ., *হযরত গওসুল আযমের অমর বাণী*, আন নুর ও বারকাতী পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
১৪) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *গুনিয়াতুত তালিবিন*, উর্দু অনু. আমানুল্লাহ খান, প্র. ১৯৮৭খ্রি. দিল্লী, ভারত।
১৫) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *গুনিয়াতুত তালিবিন*, উর্দু অনু. আমানুল্লাহ খান, প্র. ১৯৮৭খ্রি. দিল্লী, ভারত।
১৬) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহ আল-রাব্বানী*, ব্যাখ্যা- নাযাখ আউদ সিয়াম, দার আল-মুকাদ্দাম লিন-নাশর, কায়রো, মিশর।
১৭) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাত্হ আল-রাব্বানী*, ইংরেজি অনু. মোহতার হল্যান্ড, *দি সাবলিম রিভিল্যাশন*, প্র. জানু. ১৯৯৯খ্রি., আল-বাজ পাবলিকেশন।
১৮) আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *সিররুল আসরার*, বাংলা অনু.- মাও. আবদুল জলীল (রাহ.), হক লাইব্রেরী, প্রকাশ- জানু.-২০০৯খ্রি., ঢাকা।
১৯) সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *গুন্ইয়াতুত্ ত্বালেবীন* (প্রথম খন্ড), বাংলা অনু.- ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল-২০১২ খ্রি., ঢাকা।
২০) সাইয়িদ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ*.), সির্রুল আসরার ফিহা ইয়াহতাজু ইলায়হিল আবরার*, বাংলা অনু.- মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, সন্জরী পাবলিকেশন্স, প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ২০১২ খ্রি., আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা।
২১) সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী ওয়া আল ফায়জুর রাহমানী*, বাংলা অনু.- এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, প্রকাশনা- বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি., ১৯৯৭ খ্রি., ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২২) সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী*, অনুবাদ- *ঐশী প্রেরণার অনন্ত উৎস*, বাংলা অনু. অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক, এমদাদীয়া পুস্তকালয়, ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি., ঢাকা।

২৩) হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *কাসিদায়ে গাউসিয়া*, কাব্যানুবাদ- মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, মার্চ ২০১৭ খ্রি., নোমানীয়া লাইব্রেরি, সিলেট।

বিশ্বব্যাপী আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর রচিত অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থসমূহ

১) শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আত-তাদিফি, *কালায়িদ আল-জাওয়াহির*, ইংরেজী অনু. মুহতার হল্যান্ড, নেকলেস অব জেমস, আল-বাজ পাবলিশিঙ্গ, ফোর্ট লোওডারডেল, প্র. ১৯৯৮খ্রি., ফ্লোরিডা, আমেরিকা।

২) শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আত-তাদিফি আল-হাম্বলী, *قلائد الجواهر*, কায়রো, মিশর।

৩) ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, *সুলতানুল আউলিয়া আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)*, প্র. ২০০৫খ্রি. কায়রো, মিশর।

৪) মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, *আদাবুস সুলুক ওয়া আত তাউাস্সুল ইলা মানাযিল আল মুলুক*, দারুস সানাবিল, ১৯৯৫খ্রি., দামেশক, সিরিয়া।

৫) ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, *আব্দুল কাদির জিলানী*, দারুল জিল, ২০০১খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

৬) শায়খ মুহাম্মদ সাদিক সিহাব আস সাঈদিল কাদরী, *আল-মানাকিব আল-গাউসিয়া ফি ফাদিলাতি আত-তারিকাতিল কাদরিয়্যাহ*, সন-অনুল্লেখিত, লাহোর, পাকিস্তান।

৭) আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, *আযমতে গাউসুল আ'যম*, তাজুল ফুহুল একাডেমী, প্র.২০১০ খ্রি., উত্তর প্রদেশ, ভারত।

৮) *এনুয়্যাল শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী মেমোরিয়াল সুভিনিয়র*, ইসলামিক এডুকেশনাল এণ্ড কালচারাল রিসার্চ সেন্টার অব নর্থ আমেরিকা, প্র. ২২মে ২০০৫খ্রি., ফ্রিমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

Dhaka University Institutional Repository

৯) মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, *গাউসে আ'যম*, ইদারুতুল ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান।

১০) আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফি আল-শাফেয়ী, *খুলাসাতুল মাফাহির ফি মানাকিব আল-শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু*, প্রকাশিত- দারুল আসার আল-ইসলামিয়্যাহ, প্র. ২০০৬খ্রি., বিরবুলী, শ্রীলঙ্কা, দারুল কারয, কায়রো, মিশর।

১১) নু'মান কাদির মুস্তফা, *গাউসুল ওরা*, সিরাতে মুস্তাকিম পাবলিকেশন্স, সন-অনুল্লেখিত, লাহোর।

১২) সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুনালা, *শারহু আল-সালাত আল-সুগরা ওয়া তিস'উ সালাওয়াতি উহরা*, আল-সাফিনাহ আল-কাদেরীয়া, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১১খ্রি. বৈরুত, লেবানন।

১৩) মুফতি মুহাম্মদ ফয়েয আহমদ ওয়েসী, *গিয়ারাহ কদম*, প্র. মুহার্‌রম ১৪২৩হি., বাহালপুর, পাকিস্তান।

১৪) শায়খ আব্দুল মাজিদ ইবনে তোহা আদ-দাহিবী, *ইত্তিহাফ আল-আকাবির ওয়া মানাকিব সিয়রাতি ফিল ইমাম মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির আল-জিলানী*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, লেবানন, বৈরুত।

১) মোল্লা 'আলী কারী, *নুযহাত আল-খাতির আল-ফাতির*, প্র. ২০১৪খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

২) আবুল হামিদ মুহাম্মদ দিয়াউল্লাহ কাদেরী, *গিয়ারভী শরীফ*, কাদেরী কুতুবখানা, প্র. অনুল্লেখিত, শিয়ালকোট।

৩) শায়খ আব্দুল গণি আল-নাবলিসি, *কাওকাব আল মাবানী ওয়া মাওকাব আল মা'আনী*, দারুল আফাক আল আরাবিয়্যাহ, প্র. ২০১০খ্রি., কায়রো, মিশর।

৪) শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), *কাদামী হাযিহি 'আলা রাকাবাতি কুল্লি ওলী আল্লাহ*, অনু. আল্লামা ইকবাল আহমদ ফারুকী, মুফতী খলিলূর রহমান কাদেরী, *গিয়ারভী শরীফ কী শরয়ী হায়সিয়্যাত*, শাহ মুহাম্মদ গাউস একাডেমী, প্র. ২০১৩ খ্রি., পেশোয়ার।

৫) আব্দুল জলিল এন্ড আব্দুল সালাম, *আল-সাফিনাহ আল-কাদেরীয়া*, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।

৬) মুফতি ফায়েয আহমদ ওয়েসি রেজভী, *গিয়ারভী শরীফ কি দালায়িল*, প্র. অনুল্লেখিত, বাহালপুর, পাকিস্তান।

৭) আল-সাইয়্যিদ মি'য়াদ উদ্দিন আল-কিলানী, *আল-তারিকত আল-কাদেরীয়া উসুলুহা ওয়া কাওয়া'য়িদুহা*, প্র. ২০১৪খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

Dhaka University Institutional Repository

৮) মুফতি ফায়েয আহমদ ওয়েসি রেজভী, *আমাতাতহু আল-আজা আন নাসবি গাউস আল-ওরা*, বাহালপুর, পাকিস্তান।
৯) শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *নাসায়িখ আল-জিলানী*, প্রকাশ- মারকাযে জিলানী লিল বুখুস আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১৬খ্রি., ইস্তাম্বুল, মারকায আল-জিলানী, ইন্দোনেশিয়া, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।
১০) মুহাম্মদ শরীফ নাকশেবন্দী, *কারামাতে গাউসে আ'যম*, দিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, প্র. ২০০৫খ্রি., করাচি, পাকিস্তান।
১১) ইমাম শিহাব উদ্দিন আবিল ফাযল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাযার আসকালানী, *তরজুমাতু আল-শায়খ আব্দুল কাদির*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১১খ্রি. বৈরুত, লেবানন।
১২) আল্লামা মুনিরুল হক্ক ভিহিলপুরী, *মা'আরিফে কাসিদায়ে গাউসিয়া*, প্র. ২০০২খ্রি., পাঞ্জাব।
১৩) রাজা রশিদ মাহমুদ, *মানাকিব-এ-হযরত গাউসে আ'যম*, প্র. ১৪২৫হি., লাহোর, পাকিস্তান।
১৪) ড. আব্দুর রায্যাক আল-কিলানী, *আল-শায়খ আব্দুল কাদির আল-জিলানী আল-ইমাম আল-যাহিদ আল-কুদওয়া*, দারুল কলম, বৈরুত।
১৫) মুহসিন মুনাওয়ার ইউসুফী, *মুহসিনে আ'যম ফি মানাকিবে গাউসে আ'যম*, মাকতাবাতুল মুহসিন, প্র. ২০১৩খ্রি., লাহোর, পাকিস্তান।
১৬) মুহাম্মদ আবু খালদুন, *নাকশে জিলানী*, দিওয়ান পাবলিকেশন, প্র. ২০০৪খ্রি., দিল্লী।
১৭) সাইয়্যিদ মুহাম্মদ হুসাইন গিসুদারাজ, *রিসালা-এ-গাউসুল আ'যম*, প্র. ২০০০খ্রি. লাহোর।
১৮) আল্লামা আব্দুর রহীম খান কাদেরী, *সীরাতে গাউসে আ'যম*, মাকতাবাতে নববীয়া, প্র. ১৯৯০খ্রি., গঞ্জেবখস রোড, লাহোর।
১৯) মুহাম্মদ দিয়াউল্লাহ কাদেরী, *সীরাতে গাউস আস-সাকালাইন*, প্র. ১৩৯২হি., কাদেরী কুতুবখানা, শিয়ালকোট।
২০) ইউসুফ যায়দান, *দিওয়ান আব্দুল কাদির আল-জিলানী*, আল-ইসকান্দারীয়া, কায়রো, মিশর।
২১) মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী খান, *ফাতওয়ায়ে কারামতে গাউসিয়া*, প্র. রবিউল আখির, ১৩১০হি., লাহোর, পাকিস্তান।
২২) মাওলানা আশিক ইলাহি, *ফুয়ুযে ইয়াযদানী তরজুমায়ে আল-ফাতহুর রাব্বানী*, মদীনা পাবলিকেশন, পৃ. ১৯৮২খ্রি., করাচি, পাকিস্তান।

Dhaka University Institutional Repository

২৩) ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী, *কাসিদায়ে মুবারক গাউসিয়া*, রেযা একাডেমী, মুম্বাই।
২৪) সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুনালা, *কাসায়িদ লিল কুতুব আল-জিলানী ওয়া আমদাহ কিলাত ফিহি*, আল-সাফিনাহ আল-কাদেরীয়া, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১১খ্রি. বৈরুত, লেবানন।
২৫) সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসিমি কাদেরী, *মাযহারে জামালে মুস্তাফা*, প্র. অনুল্লেখিত, নাজ পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লী।
২৬) শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *মিনহাযুল আরিফ আল-মুনতাকা ওয়া মি'রাজুস সালিক আল-মুরতাকা*, প্রকাশ- মারকাযে জিলানী লিল বুখুস আল-ইলমিয়্যাহ, ইস্তাম্বুল, মারকায আল-জিলানী, ইন্দোনেশিয়া, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।
২৭) সাইয়্যিদ মাকবুল মুর্শিদ, সায়্যিদ আব্দুস সালিক, সায়্যিদ আব্দুল হাই, *সায়্যিদিনা হযরত গাউস-আল-আযম এন্ড সাম কাদিরী ওয়ালিস*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা (১৯৩৯খ্রি. বইটি ভারতের কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়)।
২৮) আ. মুহাম্মদ আদ-দুহাইবি, *ইতাফ আল-আকাবির ফি সিরাহ ওয়া মানাকিব আল-ইমাম মুহি আল-দ্বিন 'আবদ আল-কাদির আল-জিলানী আল-হাসানী আল-হুসাইনি ওয়াবাদ মাশাহির ধুরিয়াতি উলি আল-ফাদল ওয়া-আলমা আথির'*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, কায়রো।
২৯) সাইয়্যিদ কাসিম, *হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী*, প্র. ১৯৯৭খ্রি., শ্রীনগর, ভারত।
৩০) মুহাম্মদ নুরী, *ইরশাদাতি গাউসুল আ'যম*, প্র. ১৯৯৮খ্রি., দিল্লী, ভারত।
৩১) আল্লামা সাবেরী চিশতী, *কাসিদা গাউসিয়া*, প্র. ১৯৯৮খ্রি. শ্রীনগর, ভারত।
৩২) মুহাম্মদ হুসাইন কাদেরী, ফাতুহাতি কাদেরীয়া, এমএসএস ২০৪, রিসার্চ লাইব্রেরি, ইউনিভার্সিটি অব কাশ্মির, কাশ্মির।
৩৩) মুহাম্মদ তাহির আলাউদ্দিন, *তাযকিরা কাদেরীয়া*, ইংরেজী অনু. জিয়া নাইয়ার, প্র. ১৯৭০খ্রি., লাহোর।
৩৪) আবু হামিদ মুহাম্মদ আহমদ রিদা আল-কাদেরী, *দ্যা প্রি-ইমিনেন্স অব সায়্যিদ আব্দ আল-কাদির জিলানী (রাহ.) ওভার সায়্যিদ আহমদ কাবির আল-রিফায়ী (রাহ.)*, অনু. আবু মুহাম্মদ আবদ আল-হাদী কাদেরী, ইমাম আহমদ রিদা একাডেমী, অক্টো. ২০০৫খ্রি. ডারবান, সাউথ আফ্রিকা।
৩৫) সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ কাদেরী, *আওলিয়াকুল শিরোমণি*, প্রকাশ- ২০১৭খ্রি., কলকাতা।
৩৬) সাইয়্যিদ কাসিম, *হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী*, প্র. ১৯৯৭খ্রি., শ্রীনগর, ভারত।

Dhaka University Institutional Repository

৩৭)মুহাম্মদ নুরী, *ইরশাদাতি গাউছুল আ'যম*, প্র. ১৯৯৮খ্রি., দিল্লী, ভারত।

৩৮)আব্দুল মজিদ আল-জিলানী, *ইত্তিহাফ আল-আকবার ফি সিয়রাতি ওয়া মানাকিব আল-ইমাম মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির আল-জিলানী আল-হাসানী আল-হাম্বলী*, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০০৭খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

৩৯) ইউসুফ মুহাম্মদ তোহা, *আব্দুল কাদির জিলানী বাজুল্লাহ আল-আসহাব*, দার আল-জিল, প্র. ১৯৯১খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

৪০)আল্লামা সাবেরী চিশতী, *কাসিদা গাউসিয়া*, প্র. ১৯৯৮খ্রি. শ্রীনগর, ভারত।

৪১) মুহাম্মদ আলী আল-আইনি, *আব্দুল কাদির জিলানী শায়খ কাবীর মিন সুলাহায়ি আল-ইসলাম*, দার আল-ছাকাফাহ, প্র. ১৯৯৩খ্রি., কায়রো।

৪২) বুরহান উদ্দিন কাদেরী, *আল-রুদু আল-যাহির ফি মানাকিব আল-শায়খ আবদ আল-কাদির আল-জিলানী*, *মাকাতাবা আল-ছাকাফাহ আল-দিনিয়্যাহ*, প্র. ২০০৫খ্রি., কায়রো, মিশর।

ইসলামে আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে গবেষণার যৌক্তিকতা

ইসলামের দুইটি দিক রয়েছে। একটি তার বাহ্যিক দিক, অন্যটি তার অভ্যন্তরীণ দিক। বাহ্যিক দিক তার দেহাবরণ বা শরীয়ত-সম্মত জীবন ব্যবস্থা। আর অভ্যন্তরীণ দিক তাসাউফ বা আধ্যাত্মবাদ। ইসলামের এই পারমার্থিক আধ্যাত্মবাদই এটির সদানুষ্ঠান সমূহের অভীষ্ট লক্ষ্য। আধ্যাত্মবাদ হচ্ছে- আত্মোৎকর্ষ সাধনে ব্রত হওয়া, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত হওয়া, আল্লাহতে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, আল্লাহতে বিলীন হয়ে যাওয়া, আল্লাহর ধ্যানে ব্রত থাকা, আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হওয়া, আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবান্বিত হওয়া, ঐশী গুণে গুণান্বিত হওয়া, আল্লাহতে বিলোপ হয়ে যাওয়া, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হওয়া, পাশব প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পূত-পবিত্র থাকা, কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং এসব কঠোর সাধনায় সফলতা লাভের পর সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে মহান স্রষ্টার জ্যোতির্ময় সত্তা অবলোকন করা এবং সবশেষে মহিমান্বিত আল্লাহর সন্দর্শন লাভ করা।

আধ্যাত্মবাদ শিক্ষার স্বরুপ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্রতম কুরআনে বলেন-

“(হে মানব মন্ডলী!) ‘আমি তোমাদের প্রত্যেক (জাতির) জন্যই একটি করে শরীয়ত সম্মত জীবন ব্যবস্থা দান করেছি এবং আরেকটি করে আত্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থাও দান করেছি।”[৩]

---

[৩] لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرعَةً وَّ مِنْهَاجًا আল কুরআন, ৫ : ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

আত্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞানী, আত্মনিষ্ঠ ও মহত্মনগণ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ‘মিনহাজ’ শব্দের ব্যাখ্যায় মনে করেন যে, ‘মিনহাজ’ শব্দ দ্বারা তাসাওউফ বা আধ্যাত্মবাদ শিক্ষার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। ‘মিনহাজ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ- সহজ-সরল পথ বা সোজা রাস্তা। ইমাম গাযালী (রাহ.) সম্ভবত এই অর্থেই আধ্যাত্মবাদ এর উপর লিখিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের নামকরণ করেছেন ‘মিনহাজুল আবেদীন’ বা আবেদগণের মিনহাজ। ‘মিনহাজ’ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে খোদাতত্ত্বজ্ঞ আবেদগণের আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা। রাসূল (সা.) ইরশাদ ফরমান,

“কুরআন সাত অক্ষরে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রতিটি আয়াতের দুপ্রকার অর্থ আছে, একটি প্রকাশ্য আরেকটি গোপন।”[৪]

শরীয়ত ধর্মের দেহাবরণ ও সাজ-সজ্জা বিশেষ। আর আধ্যাত্মবাদ ধর্ম পালনের অভীষ্ট লক্ষ্য পথ। আধ্যাত্মবাদ আত্মার বিশোধন পদ্ধতি লাভ করার উপায় বিশেষ। শরীয়ত শিক্ষা দেয় বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি। আর আধ্যাত্মবাদ শিক্ষা দেয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান অথবা আত্মোৎকর্ষ লাভের বিধি-বিধান সমূহ। শরীয়ত আরো শিক্ষা দেয় ধর্মের বাহ্যিক সদানুষ্ঠান সমূহের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন ব্যবস্থা এবং আধ্যাত্মবাদ শিক্ষা দেয় ধর্মের মধ্যে আল্লাহর প্রেমে আত্মদান ব্যবস্থা। আধ্যাত্মবাদ ছাড়া শুধু শরীয়তপন্থী খুঁজে বেড়ায় স্বর্গীয় সুখ-শান্তি লাভ এবং দোযখের ভয়-ভীতি থেকে আত্মরক্ষার উপায়-উপকরণ। শরীয়তের অনুসরণসহ আধ্যাত্মবাদ চর্চায় অনুসন্ধান করা হয় খোদা তায়ালার সন্দর্শন লাভের উপায়-উপকরণ, তাঁর রেজামন্দী, ভালবাসা, নৈকট্য ও প্রেম-প্রীতি।

আত্মশুদ্ধি করতে না পারলে রাসূল পাক (সা:) এর নিম্নে বর্ণিত হাদিসখানা আসবে না।

“সাবধান! নিশ্চয় মানব দেহে একটি গোশতের টুকরা আছে সেটি পবিত্র হলে সমস্ত দেহই পবিত্র হয়ে যায়, আর সেটি অপবিত্র হলে সমস্ত দেহই অপবিত্র হয়ে যায়। আর সেটি হল কালব।”[৫]

বর্তমানে মানুষ দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ ও নফছ বা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে উক্ত ক্বালবের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। আধ্যাত্মবাদের উপরোক্ত প্রতিটি উদ্দেশ্য অর্জনের প্রতি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বারবার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর সঙ্গত কারণেই এই বিষয়টি ব্যাপক ও বিশদ কলেবরে গবেষণার দাবি রাখে।

---

[৪] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل القران على سبعة احرف لكل اية منها ظهر وبطن হাদীসটি ইবনে মাস‘উদ বর্ণনা করেছেন। *তাবরানী*, দারুল কিতাব আল ইলমিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, খণ্ড ১০, পৃ. ১০৫

[৫] الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب হাদীসটি নু‘মান ইবনে বশীর বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুল ইমান, ফাদলু মিন ইসতাবরারি লি দ্বীনিহি; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, কিতাবুল মাশাকাত, বাবু আখাযুল হালাল ওয়া তার্ক আশ শুবহাত।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আধ্যাত্মবাদের মহান দিকপাল, অলীকুল সম্রাট, মাহবুবে সোবহানী, কলম সম্রাট, গাউছুল আ'যম পীরানে পীর দস্তগীর অলীকুলের শিরোমণী শেখ সৈয়্যদ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানি (রাহ.) পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অমূল্য বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা দানে ইসলামের আসল রূপ জনসম্মুখে তুলে ধরেন। তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের পরিধি, অকাট্যযুক্তি, ভাষার লালিত্য, বাগ্মিতা, গতিময় বাচনভঙ্গির মাধ্যমে অধঃপতিত মানব সমাজকে তিনি ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। ইসলাম প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মবাদে তাঁর এ অবদান শিক্ষিত সমাজ সহ সাধারণ মানুষের সমীপে তুলে ধরাই এ গবেষণার মুল উদ্দেশ্য। যেন বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং গবেষকগণ হুযুর গাউছে পাক, কুতুবে রাব্বানীর নুরানী জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হন এবং বিশেষ করে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনে ও আত্মশুদ্ধিতার পন্থা পর্যালোচনায় তাঁকে অনুসরণের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন।

গবেষণার প্রকৃতি, পরিধি ও পদ্ধতি

আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও উপাত্তের মাধ্যমেই তাদের চারপাশের পরিবেশকে জানার এবং সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া মানুষ আরো তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেছে। আর তা হল কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতি, (Authoritarian mode) অতীন্দ্রীয় পদ্ধতি (Mystical mode) ও যুক্তিবাদী পদ্ধতি (Rationalistic mode)। এই তিনটি পদ্ধতিরই জ্ঞান অর্জনের আলাদা আলাদা পদ্ধতি ও প্রপঞ্চ রয়েছে। কর্তৃত্ববাদী হলো জ্ঞানের উৎস কী সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। অতীন্দ্রীয় পদ্ধতি হল জ্ঞান কীভাবে অর্জিত হয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা এবং যুক্তিবাদী পদ্ধতি হল যে জ্ঞান অর্জিত বা উৎপাদিত হয়েছে তার ফলাফলটি পূর্বের জ্ঞানের সাথে কোন পার্থক্য তৈরি করছে কিনা তা সঠিকভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা।[৬] বর্তমান গবেষণাটি শেষোক্ত পদ্ধতির আলোকে অর্জিত হয়েছে। যার অপর নাম ফিলোসপিকাল থট বা দার্শনিক মতবাদ। এই গবেষণাটির পদ্ধতি হচ্ছে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী। হুযুর আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর জীবন ও কর্মের উপর চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে তাঁর জীবনী চর্চার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। এবং তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে আত্মশুদ্ধিতা অর্জন করে

---

[৬] অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী, *গবেষণা পদ্ধতি (সমাজতত্ত্ব-৫)*, ড. আবুল হোসাইন আহমেদ ভূইয়া (সম্পা.) গাজীপুর, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২০১৩খ্রি. পৃ. ০২

Dhaka University Institutional Repository

কীভাবে যাবতীয় লোভ-লালসা, কাম, ক্রোধ, প্ররশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত, অহংকার, অহমিকা থেকে ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করে আদর্শবান বিশুদ্ধ মানুষে পরিণত হবে তা বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বোপরি সর্বসাধারণের বোধগম্য করে সহজ সাবলীল ভাষায় উক্ত শিরোনামের উপর গবেষণা করা হয়েছে।

গবেষণায় গৃহীত উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ

বক্ষমান গবেষণায় যে সকল প্রাসঙ্গিক উপকরণ ও উৎসসমূহ কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হল

১. আরবি, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লিখিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থসমূহ;
২. সিহাহ সিত্তাহ ও মিশকাত শরীফ সহ হাদীসের অন্যান্য মূল গ্রন্থাদী;
৩. এ গবেষণার জন্য মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলি, তাঁর বিভিন্ন ওয়াজ-নসীহতের সংকলিত রচনাবলি, সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের মন্তব্য ও ঐ সময়কার ইসলামের অবস্থাকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে;
৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নাল ও বিভিন্ন সাময়িকী;
৫. হিজরী রবীউসসানী মাসে প্রকাশিত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন পত্রিকাসমূহ;
৬. গভীর গবেষণা ও ক্রুটিমুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাংলাদেশ, ভারত, মিশর ও ইরাকে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কে গবেষণা করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ;
৭. আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, অনলাইন রিসার্চ সেন্টার;
৮. কাদেরীয়া তরীকার স্বনামধন্য অনেক দরবার কমপ্লেক্স ও খানকা থেকে তথ্য সংগ্রহ;
৯. কাদেরীয়া তরীকার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও পদক্ষেপসমূহ

যেহেতু আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) আরবি ও ফার্সি ভাষাভাষী ছিলেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহও এ দুই ভাষাতে হওয়ায় আমি তাঁর ব্যপারে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি আরবি ও ফার্সি ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহের দিকে বেশি মনযোগ দেই। এজন্য মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক বই মেলা থেকে ওখানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অনেকগুলো দূর্লভ গ্রন্থ নিয়ে আসি। যার ফলশ্রুতিতে এটি আমার গবেষণার তথ্য জোগাড়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা হয়েছে। কলকাতায় অবস্থিত মফিদুল ইসলাম লেন দরবার শরীফ, পশ্চিম মেদিনীপুরে অবস্থিত খানকাহ এ কাদেরীয়া মেহেরীয়া ও হুগলীতে অবস্থিত খানকা-এ-কদেরীয়া এ তিন জায়গার গদ্দিনীশীন মহোদয়গণ গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর বংশধর। আমি তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন গ্রন্থ পেয়েছি এবং বহু তথ্যও গ্রহণ করেছি। ভারতে অবস্থিত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রাহ.) ছিলেন গাউসে পাকের খুব প্রেমিক পুরুষ। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা 'মানযারে ইসলাম' এর লাইব্রেরি থেকে এতদ সংক্রান্ত উর্দু ভাষায় রচিত কিছু গ্রন্থ পেয়েছি। অনলাইনে এ সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের পিডিএফ ভার্সন দেওয়া আছে, সেগুলো ডাউনলোড করে তার থেকে তথ্য নিয়েছি। এছাড়াও অনলাইন মাধ্যমে পৃথিবীর বিখ্যাত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি। দেশের বিখ্যাত আলেম, প্রফেসর, রিসার্চ সেন্টার, ফাউণ্ডেশন ও গবেষকদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের ব্যাক্তিগত সংগ্রহে রাখা এ বিষয়ের বেশকিছু মূল্যবান কিতাব ও সাময়িকী আমি জোগাড় করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরির পুরনো পত্রিকা শাখায় গিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পুরনো বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে তথ্য খুঁজে পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সমকালীন বিশ্বের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় অবস্থা

মুতাজিলা সম্প্রদায়

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জন্মকালীন মুসলিম বিশ্বে তখন মুতাজিলা ফির্কার প্রাদুর্ভাবে মানুষজন শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুল ইসলাম থেকে এরা মানুষকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। মুতাজিলা ফির্কার অনুসারীরা সরকারী আনুকুল্য লাভ করে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারা কুরআন মাজিদকে অন্যান্য সৃষ্টির মত একটি সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত। সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তন ও ধ্বংস সাধন হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করত। তারা ইহজগত ও পরজগত কে যুক্তিনির্ভর করে রেখেছিল। কবরের আযাব, মিযানের ওযন ও হিসাব-কিতাবকে তারা অস্বীকার করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়াতকে তারা অস্বীকার করত। তাদের দৃষ্টিতে বেহেস্ত দোজখের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ওলী আউলিয়াদের কারামতকেও তারা মানত না। যুক্তির মাপকাঠিতে তারা নবীগণের বহু মো'জেজাকে অস্বীকার করে অপপ্রচার চালাত।

কারামতী সম্প্রদায়ের উদ্ভব

এমন সময়ে আরেকদল দুষ্ট প্রকৃতির লোক ইসলামের পুনর্জীবিতকরণ প্রয়াসের নামে একটি আন্দোলন শুরু করে দিল। কিন্তু প্রকৃতভাবে ইসলামের বিলোপ সাধনই ছিল তাদের হীন উদ্দেশ্য। এ আন্দোলনটি ইসলামের ইতিহাসে 'কারামতী' আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আব্বাসী খিলাফতের সমাধি রচনা করা। এই সম্প্রদায়টি ছিল চরমপন্থী। এরা খানায়ে কাবার হাজরে আসওয়াদ লুণ্ঠন করে ইরান নিয়ে যায় এবং ৩৫ বছর পর্যন্ত খোদার ঘর হাজরে আসওয়াদ বিহীন অবস্থায় থাকে। অতপর তাদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয় এবং পাইকারীভাবে লোক মারা যেতে থাকে। তারা ভয়ে ভীত হয়ে ঐ হাজরে আসওয়াদকে ফেরত দিতে বাধ্য হয়। তারা নামমাত্র মুসলমান ছিল। যারা ইসলামের আহ্কাম তথা– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বিধান ও অনুশাসনগুলিকে সুনজরে দেখত না, যথারীতি পালনও করত না, তারা এই আন্দোলনকে সাদরে অভ্যর্থনা করল এবং বলে বেড়াতে লাগল যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ সমস্ত ইবাদতের মুখাপেক্ষী নয়। এ সমস্ত আহ্কাম পালন করা এবং ইবাদত আদায় করা অনর্থক সময়ের অপব্যবহার এবং বৃথা অর্থের অপচয় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেদের অনুসৃত পন্থাকেই তারা আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি ধর্ম বলে প্রচার করত এবং মোহাম্মদ ইব্নে হানাফীকে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল মানিত। এরা তৎকালীন শিয়া সম্প্রদায়কে নিজেদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারীরূপে পাবার প্রত্যাশায়

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সাথে কোন প্রকার অসদাচরণ করত না; বরং সৌহার্দ্যভাব বজায় রাখার চেষ্টা করত। আর শিয়া সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি লাভে বরেণ্য হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহুর সম্বন্ধে কোন প্রকার বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করত না।

যেহেতু ইসলামের বিলোপ সাধনই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সুতরাং খাঁটি ও সত্যিকারের মুসলমানদিগকে হত্যা করা তারা পুণ্যের কাজ বলে মনে করত। এমনকি তাঁদেরকে খুব দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করত। মোটকথা ইসলামের খিলাফ কার্যসমূহ করাই ছিল তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ, আর যা কিছু ইস্‌লামের মধ্যে ছিল বৈধ এবং করণীয় কাজ, তা ছিল তাদের নিকট অবৈধ এবং নিষিদ্ধ।

এরা ধর্মের নামে সর্বপ্রকার অধর্মই করে বেড়াত। অতএব দুশ্চরিত্র এবং দুরাচার লোকেরা দলে দলে এদের মতবাদ গ্রহণ করতে লাগল। ফলে অতি অল্প সময়ে ও অতি সহজে এ মতবাদ চতুর্দিকে আদৃত হয়ে প্রসার লাভ করতে লাগল। পারস্য, খোরাসান এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে এই সর্বনাশা মতবাদ অধিক ছড়িয়ে পড়ল। এই কারামতী ফির্কার প্রাদুর্ভাব পাক-ভারতেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল। মোহাম্মদ বিন কাশিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের পর এই ফির্কার লোকেরা পরবর্তীতে মুলতান ও পাঞ্জাব শাসন করতো। ইস্‌লামের কৃতিসন্তান বিশ্বনন্দিত সুলতান মাহমুদ গয্‌নবী আপ্রাণ চেষ্টা করে এই কারামতী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন বটে; কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পরে কুখ্যাত হাসান ইব্‌নে ছাব্বাহ্‌ নামে জনৈক ব্যক্তির দ্বারা এই আন্দোলনটি পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং এই পাপিষ্ঠের নেতৃত্বে মুসলিম জাহান পূর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এভাবে মুসলিম জাহান তথা সনাতন ইসলাম ধর্ম যখন নানা প্রকারে চরম সঙ্কট ও দুরবস্থার সম্মুখীন এবং ইসলাম রবি অস্তমিতপ্রায়, সেই মহা সঙ্কটকালে পরম দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম সমাজের প্রতি সদয় হন এবং মুসলিম জাতির প্রাণে নূতন প্রেরণা প্রদান করে ইসলামের ইল্‌ম সম্পন্ন এক মহামানব দুনিয়াতে পাঠালেন। তাঁরই অনুপম চরিত্র, দ্রুত ক্রিয়াশীল, শিক্ষা-দীক্ষা, ইসলামের অক্লান্ত খেদমত প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই মহামানবই বিশ্ববিখ্যাত পীরানে পীর হযরত বড়পীর সাইয়্যেদুনা আবু মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী আল্‌হাসানী ওয়াল্‌ হুসাইনী (রাহ.)।

শরীয়ত ও তরীকতের মহান দিকপাল, ওলীকুল সম্রাট, কাদেরীয়া তরীকার প্রবর্তক, গাউসুল আ'যম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর শিক্ষাও দর্শন যুগে যুগে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে আসছে। চিশতীয়া, ওয়ায়সীয়া, রিফাঈয়া, মাওলাভীয়া,

Dhaka University Institutional Repository

শাযিলীয়া, শাত্তারীয়া, সুহরাওয়ার্দিসহ সমস্ত তরীকা হুজুর সাইয়িদুনা গাউসে পাক (রাহ.) এর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

তিনি বহু বছর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে ওয়ায-নসীহত এবং উপদেশ দ্বারা মুসলমানদের মৃতপ্রায় সমাজের ধমনীতে এক নবজীবনের নহর প্রবাহিত করে দিলেন। অর্থাৎ মুসলিম সমাজের মৃতদেহের মধ্যে নতুন এক জীবন দান করলেন। মুসলিম সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে শিরায় শিরায় ঈমানের প্রেরণাযুক্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে দিলেন। এক কথায় ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম জাতিকে নতুন জীবন দান করলেন। তাঁর এই মহৎ কাজের জন্যই দুনিয়া তাঁকে 'মুহিউদ্দীন' অর্থাৎ রুগ্ন ইসলামের দেহে নবজীবন সঞ্চারকারী নামে স্মরণ করে থাকে। হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর করুণ ও লোমহর্ষক অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার যুগসন্ধিক্ষণে গাউসে পাক (রাহ.)'র হাত দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলাম ও মুসলিম সমাজ কে পরিত্রাণ দান করেন। তাঁর চরিত্র, তাঁর মুজাহেদী জীবন, তাঁর ইল্ম ও দ্বীনের খেদমত সহ তাঁর জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের মধ্যে হাজারো শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যমান। চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দ এবং ইল্ম ও মা'রেফাতের অন্বেষণকারীদের জন্য এমন মহান মর্যাদাশীল ও মনোনীত ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিতের চেয়ে অধিক জ্ঞানবর্ধক আর কোন বস্তু হতে পারে?

সামাজিক অবস্থা

হুযুর গাউসে পাক (রাহ.) এমন সময়ে বাগদাদে গমন করেন, যখন ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বের পতনের যুগ আরম্ভ হয়। যদিও বাহ্যিকভাবে ইসলামী সাম্রাজ্য সুদূর স্পেন থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের ভেতরকার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সমাজে কায়েম ছিল নানাবিধ অরাজকতা, অত্যাচার ও নির্যাতন। আল্লামা সুয়ূত্বী, শিবলী নুমানী, সৈয়দ সুলায়মান নদভী ও ইবনে জাওযী প্রমূখ ঐতিহাসিকগণ ওই যুগের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার সারমর্ম হলো তখন মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিকসহ সর্বক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি মুসলিম জগতের তৎকালীন অবস্থা দর্শনে ইমাম গাযালী (৪৫২-৫০৫হি.)'র মত মহান ব্যক্তিত্ব চরম মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটান। শেষ পর্যন্ত তিনি বাগদাদের

Dhaka University Institutional Repository

নিযামিয়া মাদরাসায় তাঁর গৌরবজনক পদমর্যাদা ত্যাগ করে পরিব্রাজক দরবেশরূপে গোপনে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং নির্জনবাস অবলম্বন করেন। খলীফাদের দীর্ঘদিনের অযোগ্য ও নিয়ন্ত্রনহীন শাসনে সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্য তখন ধ্বংসম্মুখ। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আকীদার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ধীরে ধীরে শিথিল হবার কারণে একদিকে সমাজে নতুন নতুন ভ্রান্ত মতবাদ জন্ম নিচ্ছিল ইসলামের নামে। অপরদিকে ইসলামের জায়গা দখল করতে গ্রীক দর্শনের প্রচার-প্রসার বাড়ছিল আশংকাজনকভাবে। বস্তুবাদি গ্রীক দর্শন, বিশেষতঃ জঘন্য শিয়া মুতাযিলা সম্প্রদায়ের হঠাৎ আধিপত্য বিস্তারের ফলে তখন ইসলামের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-আকীদা ও তাকওয়া ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল।

গাউসে পাক (রাহ.)-এর সাথে শিয়ারা নানাভাবে মুকাবেলা করার চেষ্টা করে বারবার ব্যার্থ হয়। শিয়া সম্প্রদায়ের বহু লোকজন তাঁর হাতে তাওবা করে সুন্নী হয়ে যায়। শিয়াদের মতো মুতাজিলা সম্প্রদায়ের তৎপরতাও ছিল আশঙ্কাজনক। এ উভয় সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় প্রষ্ঠপোষকতায় থেকে সুন্নীদের মরণ ডেকে এনেছিল।

কারামাতাহ, বাতেনিয়াহ্, শিয়া মতবাদ, মু'তাযিলা মতবাদ এবং মন্দ আলিমদের ফিৎনা আর আত্মপ্রকাশ করা অন্যান্য বহু বাতিল ফির্কা ইসলামের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শহর বাগদাদে পর্যন্ত বিশৃংখলা সৃষ্টি করে রেখেছিল। প্রতিদিন অগণিত সুন্নী ওলামা মাশাইখ ও নেতৃস্থানীয় মুসলমান ফির্কা-ই বাতেনিয়ার চক্রান্ত ও হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে লাগলেন। যুগশ্রেষ্ঠ সত্যপন্থী সালজূক্বী উজির নিযামুল মূল্ক তূসী এবং তাঁর পর ৫৮৫ হিজরীতে সালূক্বী শাসক মালিক শাহও ওই আল্লাহর ভয়শূন্য নামধারী আলিম হত্যাকারীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ওদিকে আবার গ্রীকদর্শন পৃথক ইসলামী আকাইদ ও দৃষ্টিভঙ্গির শিকড় গেড়ে রেখেছিল। কিছু কিছু ইসলামী ওলামাও তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্রমশ ইসলামের মৌলিক আদর্শ থেকে ছিটকে পড়ছিল। এদিকে সমাজে হাম্বলী মাযহাব এবং আশা'ইরাহ আকাইদের অনুসারীদের মধ্যেও সুকৌশলে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হিংসা বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল।

পৃথিবী ব্যাপী চারিত্রিক অধঃপতন

সময়ের বিবর্তনে মুসলমানদের চারিত্রিক অধঃপতন এতোই চরমে পৌছল যে, আমির-উমারাগণ বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে পড়ল, মধ্য প্রাচ্যের একজন মধ্যম পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইবনে মারওয়ান এর বিলাসিতার অবস্থা এমন ছিল যে, তার অন্দর মহলে শুধু গানবাদ্যকারীনী ও নর্তকীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। ইমাম শাফে'ঈ (রাহ.)'র বর্ণনা মতে, কর্ডোবার এক আমীর মু'তামাদ' নামীয়ের

Dhaka University Institutional Repository

নিকট এমনই আটশত নারী ছিল। স্পেনের ঘোমটা পরিহিত সুলতানদের শাসনামলে ইসলামী পর্দা পর্যন্ত খতম হয়ে গিয়েছিল। পুরুষরা গোমটারূপী রূমাল পরতে লাগল আর নারী হলো পর্দাহীনা। তারা খোলা চেহারায় অবাধে চলাফেরা করতে লাগলো। মদ্যপান ও ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছেয়ে ফেলল। আমির-উমারা ও সুলতানগণ, এমনকি কিছু কিছু আলিম নামধারী লোক পর্যন্ত বংশীয় গর্ব অহংকার ও বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা

স্পেন ও ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা

স্পেনে উমাইয়া বংশীয় আমীর আবদুর রহমান যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন তার কেন্দ্রীয় অবস্থান ততোদিন খতম হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপের খ্রিষ্টান শাসকগণ শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মুসলমানদের নিঃশেষ করে দিয়ে তাদের শাসন-ক্ষমতা কায়েম করা তখন সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র।

সংকটময় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি

মধ্যপ্রাচ্যে আব্বাসীয় শাসন নামমাত্র ছিল। বহুদিনের জমানো অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ ও ষড়যন্ত্রের ফলে সালজূক্বী ও অন্যান্য অধীন সুলতানগণ ছিল গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি। তাদের মধ্যে যে সুলতানের ক্ষমতা বেশি হতো বাগদাদে তারই নামে খোৎবা চালু হত।

বায়তুল মুকাদ্দাস এর অবস্থা

বায়তুল মুকাদ্দাস আস্তে আস্তে খ্রিস্টানদের করায়ত্বে চলে যায় এবং এ পবিত্র স্থানের দখলদারিত্ব তাদের হাতে যাবার পর তারা ইরাক ও হিজাযের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বাহ্যত দেখা যায় যেন গোটা দুনিয়ার খ্রিস্টান শাসকগণ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল ইসলামকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য।

আফগানিস্তান ও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তান ও ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকাগুলোতে সুলতান মাহমুদ গযনবী উত্তরসূরীদের পতনও আরম্ভ হয়েছিল। সে সুযোগে এ অঞ্চলের হিন্দু রাজা-মহারাজাগণ তাদের পূর্ববর্তী পরাজয়গুলোর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরস্পর শলা-পরামর্শতে লিপ্ত ছিল।

মিশর ও আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা

মিশরে সালতানাত-ই বাত্বেনিয়া ওবায়দিয়া, যাকে আল্লামা সুয়ূতী (রাহ.) তাঁর 'তারীখুল খোলাফা'য় 'দৌলতে খবীসাহ' (নাপাক শাষকগোষ্ঠী) বলে চিহ্নিত করেছেন। তারা 'ইলহাদ' ও 'বে-দ্বীনী' চিন্তাধারার প্রসার ঘটাচ্ছিল। তারা এর মাধ্যমে ইসলামের যে অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করেছে তা এখনো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বাগদাদ কেন্দ্রিক খিলাফতের অবস্থা

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জন্মের পূর্বাপর তৎকালীন বাগদাদের খিলাফত আসনে আব্বাসী খলিফাগণ অত্যন্ত প্রতাপের সহিত সমাসীন ছিলেন। সে সময় তারা খুব বীরদর্পে শাসন করছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফত ১৩২ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ৬৭৩ হিজরীতে শেষ হয়। মোট ৫৬১ বছর তারা খিলাফত পরিচালনা করেন। এ সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাগদাদ নগরী ছিল গোটা পৃথিবী ব্যাপী সভ্যতার এক লীলাভূমি। তবে প্রভাব, প্রতিপত্তি ও জাগতিক ঐশ্বর্য্যের কারণে শেষের দিকে এসে খলিফাগণ ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। আব্বাসী খলিফাদের শাসনকালে দেশে সুশাসন বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র ও সুমহান আদর্শ হতে তাঁরা বহু দূরে সরে গিয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণে বাহ্যত তাঁরা খলিফা নামই ধারণ করেছিলেন। কিন্তু খিলাফতে রাশেদার সুমহান আদর্শের সাথে তাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। শুধু রাজ্য বিস্তার, পার্থিব জাঁকজমক, ভোগ বিলাস ও আড়ম্বরতাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনে অবশ্য তাঁরা বেশ সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। কেননা পার্থিব জাঁকজমক, আড়ম্বরতাপূর্ণ জীবন যাপন ও ক্ষমতায় তারা তৎকালীন অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্গণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু ইস্লাম ধর্ম যে ত্যাগ, সাধনা, জনসেবা, পূত-চরিত্র ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব দ্বারা সমগ্র দুনিয়াবাসীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিল, তা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে তাঁদের দরবারে কেবল ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থকরণের লালসা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের প্রজা সাধারণের চরিত্র বিকৃত এবং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তারা ধর্মের বিধান ও অনুশাসনসমূহ পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে ধনদৌলতের মোহ এবং আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। ফলে ধর্মকর্মসমূহ প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানরূপেই অবশিষ্ট থাকল। একদিন যে একতার রজ্জু সমগ্র মুসলিম জাতিকে ভ্রাতৃত্ব ও প্রীতির পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, সে বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে ভবিষ্যতের এক সর্বনাশা অনৈক্য ও হানাহানির সূত্রপাত হয়েছিল। হিংসা-বিদ্বেষ, উৎপীড়ন, শোষণ ইত্যাদি আরম্ভ হয়ে জাতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করল। স্বার্থান্বেষী, কামাতুর, বিলাসী ও আরামপ্রিয় খলিফাদের এদিকে ভ্রূক্ষেপ করারও তখন অবসর ছিল না, ফলে দেশে এক অরাজকতার সৃষ্টি হল। ইসলামী আকাইদের সুষ্ঠু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে দেশে বহু ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব হয়ে দলে দলে মহা রেষারেষী আরম্ভ হয়ে গেল। অপরদিকে স্বার্থলোভী একশ্রেণির আলেম বিভিন্ন খপ্পরে পড়ে ইসলামের প্রকৃত মূল-নীতিসমূহ বর্জনপূর্বক মানুষকে অনৈসলামিক পথে পরিচালিত করতে শুরু করল।

তাদের দরবারে উজির ও আমির পদে দু’ধরনের লোক নিয়োজিত ছিল। বনু বুইয়ারা ছিল শিয়া এবং তুর্কীরা ছিল সুন্নী। শিয়া ও সুন্নী মতবাদের দ্বন্দ্বে খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে শিয়া উজিরগণ ১২৫৮খ্রি. মোতাবেক ৬৭৩হিজরীতে মঙ্গোলীয়ার হালাকু খানকে দাওয়াত করে এনে বাগদাদ আক্রমণ করায় এবং আব্বাসীয় খিলাফত ধ্বংস করে দেয়। আব্বাসীয় রাজত্বকালে ৩৭ জন খলিফা[৭] নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা খলিফার নাম ছিল আবুল আব্বাস সাফফাহ্ এবং শেষ খলিফার নাম মোস্তাসিম বিল্লাহ। হযরত গাউসুল আযম (রাহ.) ২২ নং আব্বাসীয় খলিফা আল-মোসতাজহির বিল্লাহর সিংহাসন আরোহনের বছর ৪৮৮ হিজরীতে বাগদাদ শরীফে গমন করেন উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সময় হতে ৫৬১ হিজরী সন পর্যন্ত দীর্ঘ ৭৩ বছরের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকজন আব্বাসীয় খলিফা পেয়েছিলেন। তাদের অনেকেই ছিলেন ভোগবিলাসী। আবার কেহ কেহ ভালও ছিলেন। তন্মধ্যে খলিফা মুসতানজিদ বিল্লাহ ও আল মুকতাদী বি-আমরিল্লাহ গাউসে পাকের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর উপদেশ মেনে চলতেন। তারা নামে খলিফা হলেও তাদের সময় খিলাফতের আইন-কানুন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হতো না। ফলে ইসলামী আকায়েদেও সুষ্ঠু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে দেশে বহু ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব হয়।

[৭] অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, *কারামাতে গাউসুল আ’জম রাদিয়াল্লাহু আনহু*, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মার্চ-১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ০৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

নাম ও উপাধি

শায়খ সায়্যিদ মীর মুহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী আল হাসানী ওয়াল হুসাইনি ইবনে আবু সালেহ (রাহ.)। তাঁর উপনাম ছিল আবু মুহাম্মদ।[৮] এটি তাঁর ডাকনামও ছিল।[৯] উপাধি ছিল মুহিউদ্দীন।[১০] আবার জন্মস্থানের সাথে নিসবত বা সম্পৃক্ত হিসেবে 'জিলানী' বা 'আল-জিলী' বা 'কিলানী' হিসেবেও সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে। আরবি অক্ষর 'জিম' এর ব্যবহারের কারনে 'জিলানী' উচ্চারন করা হয়। ফারসি ভাষার অক্ষর 'কাফ' এর কারনে কখনো আবার 'কিলানী' উচ্চারনও করা হয়।[১১] বহু গ্রন্থে আবার তাঁকে আল-জিলী বলেও সম্বোধন করা হয়েছে।

-

জন্মবৃত্তান্ত

ইসলামী জগতের স্মরণীয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, দরবেশকুল শিরোমণি, মাহবুবে সোবহানী, বড়পীর হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) রমযানুল মুবারকের প্রথম তারিখে পারস্যের কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত তবরিস্তান প্রদেশের[১২] জীলান বা গীলান অঞ্চলের 'নীফ'

---

[৮] "Abu Muhammad was his kuniat, that is name by which he was called familiarly by relatives and neighbours." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, *Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam and some Qadiri walis*, Islamic foundation Bangladesh, Dhaka, first edition-1939A.d. , Calcutta, India, p. 05

[৯] "মোল্লা আলী কারী (রাহ.) বলেন যে, হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর কুনিয়্যত 'আবু মুহাম্মদ' দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর এক সাহেবজাদার নাম মুহাম্মদও ছিল।" মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), *নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফি মানাকিবিশ শায়খ আবদুল কাদির*, অনুবাদ- হযরত আবদুল কাদির জিলানীর জীবন ও কারামত, অনুবাদক- মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, সনজরী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রকাশ- ১২আগষ্ট ২০১০ খ্রী., পৃ. ১৮

[১০] Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p.05

[১১] أما الامام الذهبي فترحم له في "سير أعلام النبلاء" بقوله : عبد القادر بن أبي صالح موسي جنكي دوست ابن عبد الله الجيلي، فقرأها بعضهم بالجيم العربية "الجيلاني" وقرأها البعض الاخر بالكاف الفارسية "الكيلاني" শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, মারকায জিলানী লিল বুখুছি আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াত-তাবয়ি ওয়ান-নাশরি, ইস্তাম্বুল, মারকায আল-জিলানী, ইন্দোনেশিয়া, দার আল-ফিকর, বৈরুত, লেবানন, পৃ. ৪০

[১২] ড. আব্দুর রয্যাক আল-কিলানী, *الشيخ عبد القادر الجيلاني الامام الزاهد القدوة* , দার আল-কলম, বৈরুত, লেবানন, পৃ. ৬০; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রু. ১৯৬৩ খ্রি., মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

বা 'নৈফ' বা 'নায়ফ' নামক স্থানে এই মহান সাধক জন্মগ্রহণ করেন।[১৩] মতান্তরে তার নিকটবর্তী 'নিকবা' বা 'নায়ক' নামক গ্রামে।[১৪] যা তেমন বড় কোন জনপদ ছিলনা। পাহাড়ের মাঝে ছোট্ট একটি গ্রাম।[১৫] আরবী উচ্চারণে যাকে 'জিলান' বলা হয়। জিলান শহরটি বাগদাদ হতে ওয়াসেতের পথে একদিনের পথ, মতান্তরে ৪০০ (চারশত) মাইল দূরে অবস্থিত।

গাউসে পাক তাঁর এক কাসিদায় বলেন যে,

أَنَا قَادِرِيُّ الْوَقْتِ عَبْدٌ لِقَادِرٍ   أُكَنَّي بِمُحْيِي الدِّينِ وَالأَصْلُ جِيْلَانِي[১৬]

তবে উনার জন্ম সন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-

১. ৪৭০ হি. মোতাবেক ১৮ মার্চ, ১০৭৭ খ্রি.[১৭]।

وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوازي في تاريخه: ولد سنة سبعين وأربعمائة.[১৮]

এ মতভেদের কারণ হচ্ছে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে এ সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "যে বছর আমি বাগদাদ এসেছি, তখন ছিল ৪৮৮হি. আর আমার বয়স ছিল আঠার বছর।" হুযুর গাউসে পাকের এ উক্তি থেকে কেউ কেউ বুঝে নিয়েছেন যে, তখন তাঁর

---

[১৩] ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, *আব্দুল কাদির জিলানী*, দারুল জিল, ২০০১খ্রি., বৈরুত, লেবানন, পৃ. ১৫; মোহাম্মদ ফেরদাউস খান (সাবেক চেয়ারম্যান, ঢাকা বোর্ড, সাবেক অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ) *কাসীদাতুল গাওসীয়া*, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৭৫ খ্রি., প্রকাশনা- গাউছুল আজম ও আ'লা হযরত র. রিচার্স একাডেমী, কমলাপুর, ঢাকা, পৃ. ১২; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৪৯২; ড. আব্দুর রয্যাক আল-কিলানী, পৃ. ৯২; আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, *خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر رضي الله عنه*, দার আল-আছার আল-ইসলামিয়্যাহ, বিরবুলী, শ্রীলংকা, দার আল-কারয, কায়রো, মিশর, পৃ. ৩৮

[১৪] মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, *ادب السلوك والتوصل الي منازل الملك*, দারুস সানাবিল, ১৯৯৫খ্রি., দামেশক, সিরিয়া, পৃ. ১৪; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, *আমার পীর হজরত গওসল আজম (রাহ.)*, ঢাকা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রকাশকাল- আগস্ট ১৯৯০ খ্রি., পৃ.২৪; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[১৫] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

[১৬] ড. ইউসুফ যায়দান, *ديوان عبد القادر الجيلاني*, আল-ইসকানদারিয়া, কায়রো, মিশর, পৃ. ১৭৯

[১৭] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, *سلطان الاولية عبد القادر جيلاني رح*, কায়রো, মিশর, ২০০৫খ্রি.,পৃ. ২; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; সূফি সৈয়দ নাসীর উদ্দীন হাশেমী ক্বাদেরী, *গাউসুল আ'যম দস্তগীর (রাহ.)*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, *মাসিক তরজুমান*, এপ্রিল-মে ২০০৮ সংখ্যা, রবীউস সানী ১৪২৯ হি. পৃষ্ঠা- ১১; ড. আব্দুর রয্যাক আল-কিলানী, পৃ. ৮৬; সাইয়্যিদুনা আব্দুল কাদির আল-কিলানী, *جلاء الخواطر*, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্র. ২০১০খ্রি., পৃ. ০৭; Shaikh Abd al-Qadir al-Gaylani, *Jila al-Khatir*, translated by professor Shetha al-Dargazelli and Dr. louay Fatoohi, Adam publishers, 1998A.D., Delhi, India, p. 7; Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 1-5; Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, interpreted by Shaykh Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti, The Islamic text society, Green street, Cambridge, 1992, p.13;

[১৮] আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

আঠার বছর পূর্ণ হয়েছে। আবার আঠার বছরেই ছিলেন বলেও অনেকের কাছ থেকে মত পাওয়া যায়।[১৯] এরপর কেউ কেউ ইমাম ইয়াফি'ঈর কথামত হযরত গাউসুল আ'যমের জন্মসাল ৪৭০ হিজরী লিখেছেন।[২০] জন্ম ৪৭০হি. বলে সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানীও সমর্থন করেছেন।[২১] জনৈক ফারসী কবির হিসাব মতেঃ

চুঁ জেবাগে হাসান চু গোল্ বোশ্গাফত।

চার সদ্ বুদ্বাদ আজাঁ হক্তাদ।

"হযরত ইমাম হাসানের বংশের বাগানে যখন তিনি ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলেন (জন্ম হল) তখন চার'শ এবং আরও সত্তর ছিল।"[২২]

২. ৪৭১ হি.[২৩] মোতাবেক ১০৭৮ খ্রি.। শায়খ আবুল ফাদ্বল সালিহ্ জীলী বলেছেন, হুযুর গাউসে পাকের জন্মসাল ৪৭১হি.। ইমাম যাহাবীও এই মতের পক্ষে সমর্থন করেন।[২৪]

তাঁর আগমন সম্পর্কে কাব্যিক ধারায় ড. সৈয়দ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী বলেন,

جاء في عشق ومات في كمال

ان باز الله سلطان الرجال[২৫]

"তিনি ইশকের মধ্যে এসেছেন এবং পূর্ণতার মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহর বাজপাখি তিনি মানবকুলের সুলতান।"

আরবি ভাষায় তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান নিয়ে আরেকটি পংক্তি খুব প্রসিদ্ধ। যেমন-

ان باز الله سلطان الرجال - جاء في العشق توفي في الكمال

"আল্লাহর বাজপাখি মানবকুলের সুলতান,

---

[১৯] সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ কাদেরী, *আওলিয়াকুল শিরোমণি*, কলকাতা, প্র. ২০১৭ খ্রি. পৃ. ২৬

[২০] ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; মাও. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *মাসিক তরজুমান*, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রকাশিত, ফেব্রুয়ারী- ২০১৩ সংখ্যা, রবিউস সানি ১৪৩১হি. পৃ. ১৫;

[২১] "ولد الإمام عبد القادر الكيلاني رضى الله تعالى عنه بحدود سنة (৪৭০ ه) في "جيلان وهي بلاد متفرقة من طبرستان" আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, *الطريقة القادرية أصولها وقواعدها*, বৈরুত, লেবানন, প্র. ২০১৪খ্রি., পৃ. ১৫

[২২] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[২৩] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), *জোব্দাতুল আছার*, অনুবাদক- আবুল হাছান মোস্তাফিজোর রাহমান খা, সাবেক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, *হজরত ছৈয়েদুনা গৌছুল আজম বড় পীরছাহেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র জীবন চরিত*, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ- ১৯৫৩ খ্রি., পৃ.০১; মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, পৃ. ১৬; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪;

[২৪] "وكذا قال الحافظ أبو عبد الله محمد الذهبي: ولد بجيلان سنة إحدى وسبعين وأربع مائة" আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

[২৫] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ইশক নিয়ে এসেছেন পূর্ণতায় তিরোধান।"[২৬]

সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরিও তাঁর কিতাবে এই পংক্তিটি উল্লেখ করেন।[২৭]

উল্লেখিত পংক্তিতে আরবি আবজাদ হিসেব অনুযায়ী 'ইশক' শব্দের মানগত সংখ্যা হচ্ছে ৪৭০, আর ৪৭০ হিজরীতে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জন্ম।

তাঁর জন্মের ব্যাপারটিও তাঁর অসংখ্য কারামাতসমূহের মধ্যে অন্যতম কারামত। কেননা সাধারণতঃ যে বয়সে স্ত্রীলোকেরা প্রজননে অনুপযুক্ত হয়ে যায়, তেমন বয়সে মহিয়সী জননী তাঁকে গর্ভে ধারণ করেন। তখন তাঁর মায়ের বয়স ছিল ৬০ (ষাট), মতান্তরে একষট্টি বৎসর। অভিজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দের মতে এ বয়সে সন্তান হওয়া অসম্ভব, কিন্তু মহাশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অসীম ক্ষমতাবলে হযরতের কারামাতের জন্য অসম্ভবকেও সম্ভব করে দেখিয়েছেন।"[২৮]

নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর রূহ সৃষ্টি বলে সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশিমি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর মুবারক থেকে সর্বপ্রথম সাতটি রুহ সৃষ্টি করা হয়। তন্মধ্যে মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রাব্বানী আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর রুহ মুবারক অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৯]

নামের শেষে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' ব্যবহার

গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে অনেক জগত বিখ্যাত উলামায়ে কিরামগণ তাদের স্ব-স্ব কিতাবে তাঁর নামের শেষে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' ব্যবহার করেছেন। আমি আমার গবেষণা চলাকালীন বহু কিতাবে তাঁর নামের শেষে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু'র[৩০] ব্যবহার পেয়েছি। তাদের মধ্যে ইবনে তাইমিয়া ও আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) অন্যতম।

---

২৬ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, *গাউসুল আজম ও গিয়ারভী শরীফ*, রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ, প্র. জুলাই ২০১০ খ্রি. পৃ. ১৫

২৭ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, *مظهر جمال مصطفى*, লাহোর, প্র. অনু., পৃ. ০৩

২৮ মাওলানা নুরুর রহমান, *গওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাহ.)*, পুনর্মুদ্রন- ডিসে. ২০১১ খ্রি., এমদাদিয়া লাইব্রেরি, পৃ. ২৮; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

২৯ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے نور ذاتی سے سات ارواح پیدا فرما تے جن میں حضرت محبوب سبحانی پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی روح مبارک شامل ہے- حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصائد شریف میں اسی فرمایا ہے: ادرمیرا بھید طبذیرں میں محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ تھاپں اللہ کے بھید میں بات کی طرف سہم نبوت سے پلےتھے میں طبند یوں میں نور محمد می صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور قاب قوسین میں پیاروں کا لاپ تھا সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৩০ যেসব গ্রন্থে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর নামের শেষে রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- ইবনে তাইমিয়্যা আবিল আব্বাস তকিউদ্দিন আহমদ ইবনে 'আবদ আল-হালিম, *جامع الرسائل ، الرسالة الثانية : شرح*

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ছাত্রদের থেকেও তাঁকে ‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’ ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে ড. আবদুল রাযযাক তার কিতাবে এমন একটি উক্তি তুলে ধরেন।

كلماة من فتوح الغيب, দার আল-মাহনাদ, পৃ. ১৫৯ ও ১১৭; শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দিন ইবনে তাইমিয়্যা, *مجموعة الفتاوي*, খণ্ড ১০, পৃ. ২৮০; ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে ‘আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), *ترجمة الشيخ عبد القادر*, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্র. ২০১১খ্রি. পৃ. ২০ ও ৪১; আস-সাইয়্যিদ মি‘আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১ ও ২০৫; মোল্লা আলী কারী (রাহ.), *نزهة الخاطر الفاتر*, বৈরুত, লেবানন, প্র. ২০14 খ্রি., পৃ. ১৭৩; সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, মাকতাবাতে উম্মুল কোরা, কায়রো, পৃ. ০৩; সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), فتوح الغيب, মাকতাবাতে উম্মুল কোরা, কায়রো, পৃ. ৭, ৮; সাইয়্যিদুনা আব্দুল কাদির আল-কিলানী, *جلاء الخواطر*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭; মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ আয্‌যা কাওল, *إداب السلوك والتوصّل إلي منازل الملوك*, দার আল-সানাবিল, প্র. ১৯৯৫ খ্রি., দামেস্ক, সিরিয়া, পৃ. ৪৮-৫০; সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুনালা, *شرح الصلاة الصغري وتسع صلوات اخري، السفينة القادرية*, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্র. ২০১১ খ্রি. পৃ. ১০১, ১০৩; সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুনালা, *قصائد للقطب الجيلاني وأمداح قيلت فيه، السفينة القادرية*, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্র. ২০১১ খ্রি. পৃ. ২১৮, ৪২৬; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, মারকায জিলানী লিল বুখুছি আল-ইলমিয়্যাহ ওয়াত-তাবয়ি ওয়ান-নাশরি, ইস্তাম্বুল, মারকায আল-জিলানী, ইন্দোনেশিয়া, দার আল-ফিকর, বৈরুত, লেবানন, পৃ. ২১-২৫; আব্দুল্লাহ ইবনে আস‘আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২; ইমাম আহমদ রেযা, *قصيدة مبارك غوثية*, রেযা একাডেমী, মুম্বাই, ভারত, পৃ. ২৯,৩১; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫,৩৭; আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ী, *ديوان شريف*, নয়াবাজার, দাহবানাদ, বিহার, পৃ. ৭; সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *تفسير الجيلاني*, মারকায আল-জিলানী লিল বুহুছ আল-ইলমিয়্যাহ, ইস্তাম্বুল, দার আল-নিল, কায়রো, মিশর, প্র. ২০০৯ খ্রি., খণ্ড ১, পৃ. ১৯; মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, *عظمت غوث اعظم*, তাজুল ফুহুল একাডেমী, প্র.২০১০ খ্রি., উত্তর প্রদেশ, ভারত, পৃ. ৪২; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত; মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *গাউসুল আজম জিলানী (রাহ.)’র সংস্কার ও ত্বরীকা*, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল- মে ২০০২ খ্রি.; Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, *The Pre-eminence of Sayyid `Abd al-Qadir Jilani (R.) over Sayyid Ahmad Kabir al-Rifa`I (R.)*, translated by abu Muhammad Abd al-Hadi qadri, Imam Ahmad Rida Academy, Durban, South Africa, October 2005, p. 8,11

قال دكتور عبد الرزاق الي قول الشيخ تقي الدين بن تيمية في الشيخ عبد القادر رحمهما الله تعالي، فهو يثني عليه ثناء عاطراً، واذا مر ذكره قال : قدس الله رحمه أو رضي الله عنه : وقال شيخ الاسلام الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالي في كتابه "بستان العرفين" ، ما علمنا فيما بلغنا من الثقات الناقلين كرامات الاولياء أكثر مما وصل الينا من كرامات القطب شيخ بغداد محيي الدين عبد القادر الجيلي رضي الله عنه :

Dhaka University Institutional Repository

قال الجبائي أحد تلاميذ الشيخ (قال سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه كان اذا وُلد لي ولد أخذته علي يدي وأقول : هذا ميت، فأخرجه من قلبي فاذا مات لم يؤثر عندي موته شيئاً، لأني قد أخرجته من قلبي أول ما وُلد[৩১]

গাউসুল আ'যম উপাধিতে প্রসিদ্ধতা

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) পরবর্তীতে গোটা পৃথিবীতে "গাউসুল আ'যম" উপাধিতে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধতা লাভ করেন।[৩২] তাঁর কোটি কোটি ভক্তবৃন্দ তাঁকে এ নামেই স্মরণ করতে অধিকতর পছন্দ করেন। এটি আউলিয়া কিরামদের মর্যাদার একটি স্তরের নাম। সমসাময়িক বিশ্বে বিলায়াতের স্তরে যিনি প্রধান থাকেন, তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এটি মূলত মানব রচিত উপাধি। যার শাব্দিক অর্থ- বড় সাহায্যকারী। অর্থাৎ যেভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বড় ডাক্তার থাকেন, বিজ্ঞানের জগতে বড় বিজ্ঞানী থাকেন, রাজনীতিতে বড় রাজনীতিবিদ থাকেন ঠিক সেভাবে বিলায়াতের জগতে সৃষ্টিজগতের মধ্যে সৃষ্টি হিসেবে প্রধান বুযুর্গ ব্যক্তিকে এ উপাধি প্রদান করা হয়।

পিতা-মাতা

পিতা

পিতার নাম ছিল- হযরত সাইয়্যিদ আবু সালিহ মুসা জঙ্গী[৩৩] (রাহ.)। তিনি তৎকালীন জিলান নগরীর খুব নামকরা বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন।[৩৪]

---

৩১ ড. আব্দুর রায্‌যাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

৩২ আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; আল্লামা ড. মুমতাজ আহমদ, *شہباز لامکانی*, প্র. ২০০২খ্রি., লাহোর, পৃ. ১৯

৩৩ তিনি কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের অনেক খোদাদ্রোহী ও নবীদ্রোহী জালিম অত্যাচারী কাফির শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন ইসলামী জীবনাদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রত্যয়ে। সত্য প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্পে জিহাদকে জীবনের ভূষণ হিসেবে গ্রহণ করায় তাকে জঙ্গি দোস্ত বলা হয়েছে।

৩৪ ইয়াহইয়া আল তাদিফি বলেন- "According to the two Qur'an-memorizer [hafizan], adh-Dhahabi and Ibn Rajab, Shaikh 'Abd al-Qadir's father was Abu Salih 'Abdu'llah, the son of Jangi dost. Allah knows best! The name Jangi Dost is a persian expression. meaning "he who loves fighting." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, *Qalaid al-Jawahir*, translated in English by Muhtar Holland, Necklaces of Gems, Al-Bazz publishing, Fort Lauderdale, Florida,USA, 1998A.C. p. 10

Dhaka University Institutional Repository

ছেলের জন্ম সম্পর্কে বাবা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেন। এ ব্যাপারে সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরি বলেন- "তাঁর মহানুভব পিতা হযরত আবূ সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত (রাহ.) স্বপ্নে হুজূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং নবীজী (সা.) তাকে ইরশাদ ফরমান, 'হে বৎস! আবূ সালিহ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সেই সন্তান দান করেছেন, যে আমার পুত্র ও প্রিয়তম এবং আল্লাহরও প্রিয়তম। অলিদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা এমন হবে যেমন নবীগণের মধ্যে আমার মর্যাদা।"[৩৫]

পিতার ইন্তিকাল ঃ খুব ছোট বয়সেই তাঁর বাবা দুনিয়া ছেড়ে মহান প্রভূর সান্নিধ্যে চলে যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ কাদেরী তারঁ বইয়ে লিখেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর।[৩৬] আবার আরবি ভাষায় লিখিত কিছু কিতাবে আমি পেয়েছি আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর বয়স তখন ছিল ১১ বছর।[৩৭] তবে তাঁর বয়স ১৮ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। তাঁর বাবা তাকে ১৮ বছর বয়সে খিলাফত দেন।[৩৮] এর কয়েক মাস পরেই বাবা ইন্তিকাল করেন। নইলে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রার পথে ডাকাত দলকে মুরিদ করেন কীভাবে? অর্থাৎ তিনি তরীকতের প্রথম খিলাফত তাঁর বাবার কাছ থেকে গ্রহণ করেন। কারণ ১৮ বছর বয়সে বাগদাদ রওয়ানার সময় পথিমধ্যে ডাকাত দল তাঁর প্রথম মুরিদ বলে কিছু কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৯]

মাতা

---

[৩৫] آپ کے والد حضرت ابو صالح موسے جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی اور آپ نی فرمایا ایے میرے بیٹے ابو صالح تحھبے اللہ ےا نے وہ فرزند دیا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب اور خدا کا بھی محبوب ہے اور اں کامرتبہ اولیاء میں ایسا ہوگا جیسا میرا مرتبہ انبیاء یں ہے- সাইয়্যিদ নাসিরউদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩

[৩৬] সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ কাদেরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

[৩৭] ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; শাহ আহমদ নবী গরিবী, *হযরত বড়পীর গাউসুল আ'যম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী ক.ছি.আ*, রেজায়ে মোস্তফা পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম, ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রি., পৃ.৫৮; এ ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন-

" ومات والد الشيخ وهو صغير فكفلته أمه" ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৩৮] মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, পৃ. ২১; সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৩৯] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *ফুতুহুল গায়িব*, (অনুবাদ ও সংকলন- মাও. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রাহ.), *হযরত গওসুল আযমের অমর বাণী*,) আন নুর ও বারকাতী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের নাম ছিল ‘সাইয়্যিদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা’। তন্মেধ্যে ‘উম্মুল খায়ের’ ছিল তাঁর উপাধী। এবং উপনাম ছিল ‘উম্মুল জাব্বার’।[৪০] তাঁর সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে, তিনি ছিলেন খুবই গুণবতী, পরহেযগার ও পূণ্যবতী নারী।[৪১] শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (রাহ.) বাল্যবয়সেই পিতৃহীন হন। তাঁর লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির দায়িত্বভার মায়ের উপর এসে পড়ে। মা উম্মুল খায়ের সাইয়িদা হযরত ফাতেমা (রাহ.) চরকায় সুতা কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন। মা ও পুত্রকে কখনো কখনো অনাহারে-অর্ধাহারেও দিন কাটাতে হতো। যেদিন ঘরে কিছু না থাকতো মা বলে দিতেন, আজ আমরা আল্লাহ পাকের মেহমান।

মাতার ইন্তিকাল ঃ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে, “একবার ৫২১ হিজরীতে[৪২] বাগদাদে গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বক্তব্য দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কথা থেমে যায় এবং চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। লোকজন তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উপস্থিত লোকদের বললেন, এইমাত্র আমার মা ইন্তিকাল করেছেন।”[৪৩]

পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ

খালা

---

[৪০] এডাম হানি ওয়াকার, *The rose of Bagdad*, প্র. অনু., যুক্তরাজ্য, পৃ. ১৭

[৪১] وأم الشيخ تسمى فاطمة وتكنى أم الجبار وتلقب أم الخير, قال اليونيتي: وكان لها خظ وافر عظيم من الخير والصلاح. وقال أبو سعيد الهاشمي: كان لها قدم في هذا الأمر, وهي بنت الشيخ الزاهد أبي عبد الله الصومعي وكانت توصف بالخير والصلاح- ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে ‘আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৪২] শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন-

وفعلاّ لم ير ولدته بعد ذلك، إلا أنه في أحد مجالس وعظه ببغداد بعد عام (৫২১ه)، سكت فجأة عن الكلام ودمعت عيناه، فاستغرب الناس من ذلك، وسألوه فيما بعد، فقال: (الآن مات أمي)، بعد فراق دام أكثر من ثلاثين عاما. শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী, প্রাগুক, পৃ. ১৮; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৪৩] وأسند الشنطوفي عن الشيخ مفرج ابن شهاب: أنه كان في مجلس السيد الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وهو يتكلم، فقطع كلامه ودمعت عيناه وقال: ماتت أمي قال: فأخناه فجاء الخبر بعد مدة بأنها ماتت في ذلك الوقت، ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে ‘আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর খালার নাম ছিল উম্মে মুহাম্মদ আয়েশা বিনতে আবদিল্লাহ’।[৪৪] তন্মধ্যে ‘আয়েশা’ হল ডাকনাম এবং ‘উম্মে মুহাম্মদ’ ছিল তাঁর উপনাম। তাঁর খালা সম্পর্কে মোল্লা আলী কারী (রাহ.) বলেন যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত পূণ্যবতী, আল্লাহর প্রিয় বান্দী ও কারামতদারী নারী।[৪৫]

ভাই

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর একজন ছোট ভাই ছিলেন। নাম ছিল আবু আহমদ আব্দুল্লাহ।[৪৬] যার ব্যাপারে খুব একটা জানা যায় না। ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে, তিনি যুবক বয়সেই ইন্তিকাল করেন।[৪৭] সাইয়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন যে, তাঁর ভাই জ্ঞানী এবং খুব পরহেযগার ছিলেন।[৪৮]

মাতৃমহ

গাউসে পাকের নানাজান সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ ছাওমাঈ যাহেদ (রাহ.) ছিলেন তৎকালীন জিলান শহরের মস্তবড় আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ। তিনি অনেকটা সংসার ত্যাগী ছিলেন। তিনি প্রকাশ্য কারামতের অধিকারী ‘মুসতাযাবাত দাওয়াত’ বা যার দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন তেমন মর্যাদার ওলী ছিলেন।[৪৯] তিনি খুব নরম স্বভাবের সূফী ছিলেন এবং বহু বিখ্যাত সাধকদের সঙ্গ লাভ করেছেন।[৫০] বিভিন্ন কিতাবে তাঁর অসংখ্য কারামত বর্ণনা করা হয়েছে।

---

৪৪ Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, *Qalaid al-Jawahir*, Ibid, p. 31

৪৫ “وعمته المرأة الصالحة أم محمد عائشة، ذات الكرامات الظاهرة والمقامات الباهرة” মোল্লা আলী কারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, প্র. ১৭৩

৪৬ শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯; ড. আব্দুর রায্যাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৪৭ ومات أخوه عبد الله شاباّ ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে ‘আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৪৮ وله أخ اسمه الشيخ أبو أحمد عبد الله، سنة دون سنه، نشأ صالحاً في العلم والخير، ومات شاباً. শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৪৯ শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; আব্দুল্লাহ ইবনে আস‘আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; professor Shetha al-Dargazelli and Dr. louay Fatoohi, Ibid, p.7

৫০ “He is grandson of our master, the famous ‘abdullah as-Sawma i az-Zahid (the ascetic hermit), who was one of the shaikhs of jilan and of their leading ascetics. Sheikh ‘abdullah was

Dhaka University Institutional Repository

নবী বংশের প্রদীপ

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) মাতা উম্মুল খায়ের আমাতুল জব্বার সাইয়িদা হযরত ফাতেমা (রাহ.)-এর দিক দিয়ে সায়্যিদাতুস শোহাদা ও সায়্যিদাতুস সাবাবি আহলিল জান্নাহ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) তাঁর চৌদ্দতম উর্ধ্বতন পুরুষ। আর পিতা সাইয়্যিদ হযরত আবু সালেহ (রাহ.) এর সূত্রে একাদশতম উর্ধ্বতন পুরুষ হচ্ছে ইমামে মুজতাবা হযরত হাসান (রা.)। গাউসে পাক বলেন,

أَنَا عَبْدُ لِقَادِرٍ طَابَ وَقْتِي   وَجَدِّيَ الْمُصْطَفَي شَفِيعُ الأَنَامِ
فَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ في كُلِّ وَقْتٍ   وَعَلي الِهِ بِطُولِ الدَّوَامِ[৫১]

এভাবেই তিনি পিতার দিক দিয়ে 'হাসানী' ও মাতার দিক দিয়ে 'হোসাইনী' বংশধারার লোক ছিলেন।[৫২] এজন্য তিনি 'নজীবুত্তারফাইন' হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।[৫৩]

তাঁর পবিত্র নসব বা বংশধারা সম্পর্কে ডক্টর মুহাম্মদ ফাযিল জিলানী বলেন, "তাঁর বংশধারা ছিল অত্যন্ত পূতঃপবিত্র এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পৃক্ত।"[৫৪]

---

endowed with lofty spiritual states and conspicuous charismatic talents. He met with a group of the outstanding shaikhs of the Persians." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 8-9

৫১ ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৫২ মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, পৃ. ২৯; এডাম হানি ওয়াকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.13

৫৩ "আজ সুয়ে পে- দর্ তাবে হাসান সিলসিলায়ে উস্‌ত্, আজ জানেবে মা দর্দে রো দরিয়ায়ে হোসেনাস্‌ত্" অর্থাৎ- "পিতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন হযরত ইমাম হাসান (রা.) এর বংশধর। মাতার দিক দিয়ে তিনি হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর সাগরের একটি মুক্তা।" আল্লামা ড. মুমতাজ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; ড. কাওসার ইয়াজদানী, *বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রাহ.)*, (অনুবাদ- ড. আবুল ফাতাহ মুনিরুজ্জামান,) প্রকাশ- জুন ২০১২খ্রি., পৃ. ১৭

৫৪ هو نسب عظيم بين الأنساب طاهر ومطهر، متصل بخير البرية صلي الله تعالي عليه وعلي اله وصحبه وسلم

نسب كأن عليه من شمس الضحي
نوراً ومن فلق الصبح عمودا
نسب له في وجه أدم لمعةٌ
منحت ملائكة السماء سجودا-

শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

হাসানি বংশধারা

সাইয়্যিদ আবু মুহাম্মদ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ আবু সালেহ মূসা (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ আল-জীলি (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ ইয়াহইয়া আয-যাহেদ (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ মুহাম্মদ (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ দাঊদ (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ মূসা সানি (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ সানি (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ মূসা জুন (রাহ.) ইবনে সাইয়্যিদ আবদুল্লাহ আল-মাহজ (রাহ.) ইবনুল ইমাম সাইয়্যিদ হাসান আল-মুসান্না (রা.) ইবনে ইমাম সাইয়্যিদ হাসান (রা.) ইবনে আমীরুল মোমিনীন শেরে খোদা আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) ও সায়্যিদাতুন নিসায়ে আহলিল জান্নাহ বিবি ফাতেমা বতুল (রা.)।[৫৫]

হুসাইনি বংশধারা

হযরত সাইয়্যিদা উম্মুল্‌খায়ের আমাতুল জাব্বার ফাতিমা বিন্‌তে হযরত সাইয়্যিদ আবদুল্লা ছাওমাঈ যাহেদ (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদ আবু জামাল (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদ মুহাম্মদ (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদ মাহ্‌মুদ (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদ আবুল আ'তা আবদুল্লাহ ইব্‌নে সাইয়্যিদ কামালুদ্দীন ঈ'সা (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদ মূসা আল্‌ কাযেম (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদুনা্‌ ইমাম জা'ফার ছাদেক (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদুনা ইমাম বাকের (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদিনা ইমাম যাইনুল আবেদীন (রাহ.) ইব্‌নে সাইয়্যিদুনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত হুসাইন (রা.) ইব্‌নে সাইয়্যিদুনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু। মায়ের দিক হতে হযরত গাউসুল আ'যম হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু ও সায়্যিদাতুন নিসায়ে আহলুল জান্নাহ বিবি ফাতেমা বতুল (রা.)'র অষ্টাদশ ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৬]

---

[৫৫] আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; ড. আব্দুর রাযযাক কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০; সাইয়্যিদ নাসিরউদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; professor Shetha al-Dargazelli and Dr. louay Fatoohi, Ibid, p.7; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; আল্লামা ড. মুমতাজ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬; ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০; হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, *মালফুযাতে গাওসুল আযম (রাহ.)*, ঢাকা, প্রকাশ- ২০০৪ খ্রি., পৃ. ১১

[৫৬] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২; ড. আব্দুর রাযযাক কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; সাইয়্যিদ নাসিরউদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

গর্ভে থাকাকালীন মায়ের প্রতি সুসংবাদ

হযরত গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) মায়ের গর্ভে আসার পর পরই শুরু হয় করামাতের অপূর্ব খেলা। প্রথম মাসেই বিবি হাওয়া (আ.) স্বপ্নে ধরা দিলেন সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রাহ.)-এর সাথে। তিনি বলে গেলেন, তোমার গর্ভে গাউসুল আযমের আগমন হয়েছে। তুমি ধন্য। দ্বিতীয় মাসে বিবি সারাহ (আ.) এসে সুসংবাদ দিলেন তোমার ঘরে মারেফাতের খনির আগমন হয়েছে। তৃতীয় মাসে বিবি আছিয়া এসে সুসংবাদ দিলেন- তোমার ঘরে ভেদতত্ত্বের মালিক আগমন করেছেন। চতুর্থ মাসে বিবি মরিয়ম, পঞ্চম মাসে বিবি খাদিজা (রা.), ষষ্ঠ মাসে হযরত আয়েশা (রা.) এসে খবর দিলেন- তোমার ঘরে ওলীকুল শিরোমনী আগমন করবেন। সপ্তম মাসে বিবি ফাতেমা (রা.) স্বপ্নে বলে গেলেন- উম্মুল খায়ের! তোমার ঘরে আমার বংশের নয়নমনির আগমন হচেছ। অষ্টম মাসে বিবি জয়নব, নবম মাসে বিবি সকিনা (রা.) স্বপ্নে বলে গেলেন- তোমার সন্তানের গুনে জিলান ভূমি ধন্য হবে।[৫৭]

জন্ম থেকেই অসাধারণত্ব

তিনি ছিলেন মায়ের গর্ভজাত ওলী বা আল্লাহর প্রিয় পাত্র। গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর বিভিন্ন কারামত প্রকাশ হতে শুরু করে।[৫৮] শিশুকালে প্রকাশ পাওয়া কারামতের ব্যাপারে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মা এবং প্রতিবেশীদের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষ্য রয়েছে।

قال المسناوي في نتيجة التحقيق : اتفق الناقلون من الؤرخين وغيرهم علي هذا النسب كيفما ذكر، كالحافظ شمس الدين الذهبي في تاريخيه الكبير"الجامع للأعيان" وسبط ابن الجوزي في "مراة الزمان" ونور الدين الشطنوي في "بهجة الأسرار" والعسقلاني في "غبطته"

professor Shetha al-Dargazelli and Dr. louay Fatoohi, Ibid, p.7; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৫; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; হাফেজ মাও. শিবলী আহাম্মদ, পৃ. ১২; আল্লামা ড. মুমতাজ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০; হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১২

[৫৭] আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; আল্লামা ড. মুমতাজ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫-৩৭; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

[৫৮] "The child was a born wali. From the very birth nature endowed him with phychic powers. His Walayet (state of a wali) or his phychic powers revealed themselves from his infancy." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

জন্মকালীন কারামতসমূহ

১) সমস্ত নবী ও রাসূল তাঁর মহানুভব আব্বাকে স্বপ্নযোগে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সাহাবা ও আয়িম্মায়ে কিরাম ব্যতীত পূর্বাপর সমস্ত ওলীয়্যাল্লাহ্ আপনার ছেলের অনুগত হবে এবং তাঁর চরণ তাদের গর্দানের উপর রাখবে। তাঁর আনুগত্য তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে। স্বপ্নে তাঁকে বলা হচ্ছে, "হে আবু সালেহ! আল্লাহ পাক তোমাকে একজন সৎ নেককার সন্তান দান করেছেন। সে আমার বংশধর প্রিয় এবং আল্লাহ পাক সুবহানাহু তা'আলারও প্রিয়। সে শীঘ্রই আউলিয়া ও কুতুবগণের মধ্যে এমন মর্যাদা লাভ করবে যেন আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসুলগণের মধ্যে আমার মর্যাদা।"[৫৯]

২) তাঁর জন্ম রজনীতে বাগদাদে যত শিশু জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের সবাই ছিল পুত্রসন্তান, অত্যাশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, ঐ তারিখে জিলান নগরে এগারশত সন্তান জন্মগ্রহণ করেন অথচ এদের মধ্যে একজনও মেয়ে সন্তান ছিলেন না এবং তাঁরা সবাই আউলিয়া-ই কামিলীন হয়েছিলেন।[৬০]

৩) দিনটি ছিল শাবান মাসের ২৯ তারিখ। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। জিলানবাসীরা কেউ চাঁদ দেখেনি, সবাই রোজা রাখা, না রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। এমতাবস্থায় রাতের শেষাংশে সুবহে সাদিকের পূর্বেই ধরাধামে শুভাগমন করেন উজ্জল জোর্তিময় নুরানী চেহারার শিশু সন্তান হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)। জন্মের পর সুবহে সাদিকের পর থেকে তাঁকে কিছু খাওয়ানো সম্ভব হয়নি।[৬১] তিনি জন্মগ্রহনের দিন থেকেই পুরো রমযান মাসের সাহরীর শেষ সময় থেকে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত আম্মাজানের স্তন পান না করে রোযা রেখেছেন।[৬২] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন- "তিনি মাতৃগর্ভেই বিলায়াত লাভ করেন। তিনি শৈশবে রমযান মাসে দিনমানে কখনও মায়ের দুধ খেতেন না।"[৬৩]

---

[৫৯] يا ابا صالح اعطاك الله ابنا صالحا وهو ولدي ومحبوبي ومحبوب الله سبحانه وتعالي وسيكون له شان في الاولياء والقطاب كشاني بين النبياء والمرسل; মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

[৬০] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; মুহাম্মদ আলী চেরাগ, *شرح ديوان غوث اعظم*, নাযির সন্স পাবলিশার, লাহোর, পৃ. ২৯; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

[৬১] "His mother relates, 'my son Abdul-Qadir was born in the month of Ramadan. No matter bow hard I tried, he refused to suckle in the daytime, throughout his infancy he would never take food during the month of fasting." Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.13

[৬২] professor Shetha al-Dargazelli and Dr. louay Fatoohi, Ibid, p.7; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.০২; ড. আব্দুর রাযযাক কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; মুহাম্মদ আলী চেরাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪; মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, পৃ. ৩০; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

[৬৩] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 5

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এই বিষয়ে নিজের একটি কবিতায় বলেছেন-

"আমার আরম্ভ অবস্থার বৃত্তান্তে চারিদিক্ পূর্ণ,
আর দোলায় আমার রোযা বিখ্যাত।[৬৪]

শায়খ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আদ তাদিফি, ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) ও শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী স্ব-স্ব গ্রন্থে উক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[৬৫]

৪) হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রজনীতে রুহানীভাবে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর গর্দানে যে চরণ মোবারক রেখেছিলেন, সেটির চিহ্ন তাঁর গর্দান মোবারকে জন্ম থেকেই বিদ্যমান ছিল।
এ ব্যাপারে সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরি বলেন-
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو آپ کی گردن پر قدم مبارک رکھا انکا نشان آپ کی گردن مبارک پر موجودت تھا۔[৬৬]

৫) উম্মুখ খায়ের বিবি ফাতেমা যে সময়ে হযরত বড়পীর সাহেবকে জন্মদান করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর।[৬৭] সাধারণতঃ এই বয়সকে 'সালে আয়াস' অর্থাৎ নৈরাশ্যের বয়স বলা হয়। কেননা ঐ বয়সে সচরাচর কোন মহিলা সন্তান ধারণের ক্ষমতা রাখেনা। সুতরাং হযরত বড়পীর সাহেবের জন্মগ্রহণের সময়কে এক অদ্ভূত অলৌকিক এবং অনন্য সাধারণ ঘটনাও বলা চলে।[৬৮]

---

[৬৪] "বিদায়তু আমরী যিক্রুহূ মলা আ-ল্ ফধা, ওআ সওমী ফী মহ্দী বিহী কানা।" ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩; মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৬৫] "When I gave birth to my son, 'Abd al-Qadir, he would not suck my breast during the daytime of Ramadan, The new moon of Ramadan was hidden by clouds, so people came and asked me about him, and I told them; 'He has not sipped a breast today.' It thus became obvious that the day was the first of Ramadan."Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 10; Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 5;
وأسند الشنطوفي عن نصر بن عبد الرزاق: سمعت الأكابر من مشايخ العجم وعلمائهم يروون عن آبائهم أن الشيخ عبد القادر رضي الله عنه كان لا يرضع في شهر رمضان من ثدي أمه، وزاد من طريق آخر: أن الهلال غمّ عليهم فسألوا أمه فأخبرتهم أنه لم يرضع منها في ذلك اليوم، ثم ظهر بعد ذلك أن ذلك كان من شهر رمضان. زاد الشنطوفي قال: واشتهر في البلد أنه ولد للأشراف ولد لا يرضع في شهر، ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
لما تولد لم يشرب في نهار رمضان من لبنها، حتى وقع اشتباه في هلال رمضان، من جهة الغمام، فسئلت أمه، فقالت: إنه لم يشرب আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; মোল্লা আলী কারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

[৬৬] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৬৭] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

[৬৮] "It was also said that his mother had become pregnant with when she was sixty years of age. It is said that no woman of sixty carries a child, unless she be a woman of Quraish, and no

Dhaka University Institutional Repository

৬) জন্ম গ্রহণের সময় তাঁর চেহারা মোবারক এতই নূরানী ছিল যে, কেউ তাঁর প্রতি গভীর নযরে দেখতে সক্ষম হতো না এবং তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মাযহারে জামালে মুস্তফা বা নবীর বিকাশপাত্র করে পাঠিয়েছেন।[৬৯]

শৈশবকাল

শৈশবকাল নিয়ে ধাত্রী মায়ের বর্ণনা

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জন্মগ্রহণের পর থেকেই অসংখ্য কারামত প্রকাশ হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় শৈশবকালেও তাঁর থেকে বিভিন্ন সময় অতি আশ্চর্য্যজনক অলৌকিক ঘটনাসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। অতি শৈশবকালে একদিন হঠাৎ ধাত্রীর কোল হতে উড়ে গিয়ে প্রখর সূর্যকিরণের সাথে মিলিত হয়ে গেলেন। সূর্যের প্রখর তাপে তাঁর দেহ মুবারক বিগলিত হল। যেন তাপে তাঁর দেহ মুবারক বিগলিত রৌপ্যের ন্যায় টগ্‌বগ করতে লাগল। ধাত্রী অতিশয় অস্থিরতা ও বিস্ময়রের সাথে এই বিচিত্র ঘটনা ও বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করছিলেন। সে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতেই হযরত সুন্দর অক্ষত রুপে সেখান হতে ফিরে এসে আবার ধাত্রীর কোলে পৌঁছলেন। ধাত্রীর অস্থিরতা কিঞ্চিৎ শান্ত হলে তিনি হযরতকে পরম স্নেহের সাথে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু তিনি এই গুপ্ত রহস্য কারো নিকট প্রকাশ করলেন না। বরং গুপ্তধনের মহত্ত্বকে নিজের হৃদয়ভান্ডারে অতি সংগোপনে সঞ্চিত করে রেখে দিলেন।

যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন এবং বাগদাদ শহরে হিদায়াতের আসন অলংকৃত করে জনগণের লক্ষ্যস্থলরূপে বিরাজ করছিলেন, এমন সময় একদিন সেই ধাত্রী মা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বাগদাদ শহরে গমন করলেন এবং নির্জন অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন- "হে বেলায়েতের বাগিচার মনোরম ফুল! হে সাইয়্যিদকুলের দুর্লভ রত্ন! শৈশবে একবার যেমন আপনি আমার কোল হতে উড়ে গিয়ে সূর্যের সাথে মিলিত হয়ে আপনার জগৎ উজ্জ্বলকারী জ্যোতি দ্বারা প্রদীপ্ত সূর্যকে সম্মানদান করেছিলেন, তদ্রুপ অবস্থা কি আজকালও হয়ে থাকে? হযরত বললেন, "হে গুপ্ত রহস্যের রক্ষাকারিণী ধাত্রী! শৈশবের দুর্বলতা বশতঃ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার নূরের তাজাল্লী বরদাশ্‌ত করার ক্ষমতা আমার মধ্যে ছিল না। কাজেই বিগলিত রৌপ্যের মত অস্থির হয়ে সূর্যের সাথে মিলিত

---

woman of fifty carries a child, unless she be an Arab woman." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 10; মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, পৃ. ৩৫; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৬৯] মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

হতাম। এখন আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে আমার সেই দুর্বলতার অবস্থা নাই। কেননা আমার পরওয়ারদিগার এমন উচ্চস্তরের ভাণ্ডার এবং এমন দৃঢ় ক্ষমতা আমাকে দান করেছেন যে, তদ্রুপ হাজার হাজার তাজাল্লী আমার ভাণ্ডারে সংকুলান হতে পারে। সেই তাজাল্লীর আকর্ষণ এখন আর আমাকে নিজের স্থান হতে টলাতে পারে না। এখন তো আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী এবং রহমত শত শত গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৭০]

অদৃশ্য থেকে সত্যানুরাগী হবার আহবান

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে, আমি নিজ শহরে শিশু অবস্থায় যখনই আমি অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করার ইচ্ছা করতাম, তখন আমি কাউকে আমার উদ্দেশ্যে বলতে শুনতাম, 'হে মোবারক! কোথায় যাচ্ছ?'[৭১] আরেক বর্ণনায় আছে তিনি বলেন যে, আমি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতাম 'ইলায়্যা ইয়া মুবারক! ইলায়্যা ইয়া মুবারক! অর্থাৎ হে সৌভাগ্যবান! আমার দিকে এস। হে সৌভাগ্যবান! আমার দিকে এস।'[৭২] এবং বলতেন, আবদুল কাদির! খেলাধুলা থেকে বিরত থাক। আমি ভয় পেয়ে যেতাম আর দৌড়ে গিয়ে আমার মায়ের আঁচলের নিচে আশ্রয় নিতাম। আর এখন আমি এ কথা আমার নির্জনতায় শুনতে পাই। গাউছে পাক অন্যান্য ছেলেদের মতো খুব একটা খেলাধুলা করতেন না। যেন মহান আল্লাহর ধ্যানেই মগ্ন থাকতেন।

তিনি বলেন, যখন আমি যুবক অবস্থায় সফরের দিনগুলোতে ছিলাম। আমি তখনও কোন অদৃশ্য বক্তাকে আমার উদ্দেশ্যে বলতে শুনতাম, "হে আবদুল কাদির! আমি তোমাকে আমার জন্য পছন্দ করেছি।" আমি আওয়াজ শুনতাম, কিন্তু বক্তাকে দেখতাম না। তরীকতের সাধনার সময় আমার তন্দ্রা আসতেই শুনতাম, কেউ বলছিলেন, হে আবদুল কাদির! আমি তোমাকে ঘুমানোর জন্য সৃষ্টি করিনি। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার ওই সময়ে বন্ধু ছিলাম, যখন তোমার মানব অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং যখন তুমি কিছু হয়েছ (অস্তিত্বে এসেছো) তখন আমার প্রতি উদাসীন হয়ো না। ওঠো!

---

[৭০] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

[৭১] "As a child Saiyedena Hazrat Abdul Qadir would not play with other children.Whenever he thought of playing, he would hear a voice questioning him where he was going." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 5-6; এডাম হানি ওয়াকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৭২] ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.14

Dhaka University Institutional Repository

বিপথগামীদের সঠিক পথের সন্ধান দাও, আঁধার পথের যাত্রীদের কাছে দ্বীনের আলো পৌঁছে দাও। এ মোলায়েম ও আরামদায়ক বিছানা তোমার জন্য নয়।"[৭৩]

গাউসে পাকের আম্মা এবং নানা দুজনেই তাঁকে খুব ছোট বেলা থেকেই নিবিড় যত্নে রেখেছেন। যে পর্যবেক্ষণ তাঁকে মস্তবড় ওলীয়ে কামেল, পরহেযগার ও জগৎ বিখ্যাত মনীষী হতে প্রত্যক্ষ সাহায্য করেছে।[৭৪]

প্রাথমিক শিক্ষা

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর বুযুর্গ পিতা অতি অল্প বয়সে তাঁকে জিলান নগরীর কোন একটি মক্তবে বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভর্তি করে দেন। হযরতকে বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মক্তবে পাঠানো হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতা এসে তাঁকে বেষ্টন করে ফেললেন এবং বেষ্টনীর মধ্যে রেখেই তাঁরা তাঁকে মক্তবে নিয়ে গেলেন। দেখা গেল মক্তবে ছাত্রদের সংখ্যাধিক্যবশতঃ সেখানে অত্যন্ত ভীড়। আর কোন লোক বসার স্থান নেই, তখন তাঁর সঙ্গী ফেরেশতাগণ গায়েব হতে আওয়ায দিলেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ওলীর জন্য স্থান প্রশস্ত করে দাও।"[৭৫] এরূপ বাণী শ্রবণ করে মক্তবের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ চমকে উঠল। সাথে সাথেই শিক্ষক ছাত্রদেরকে আগন্তুকের জন্য স্থান করে দিতে নির্দেশ প্রদান করলেন। ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ পাশের দিকে চেপে বসে হযরত গাউসুল পাকের জন্য স্থান ছেড়ে দিলেন।

তিনি মক্তবে গেলে একজন দরবেশ লোক মক্তবে এসে তাকে দেখে এবং ফেরেশতাদের ঃ تَفْسَحُوْا لِوَلِيِّ اللهِ ধ্বনি শ্রবণ করে ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাস করলেন ঃ এই বালকটি কে? তাঁর নাম কি? তার বাড়ী কোথায়? ছাত্ররা বলল, তাঁর পরিচয়ে আপনার কি প্রয়োজন? তখন তিনি বললেন, "এই বালকটি

---

[৭৩] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী শাফেঈ (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫; ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[৭৪] "His mother and his maternal grandfather, who were themselves walis, gave him a training that is suitable for a wali. It may thus be said that the Hazrat was brought up in the cradle of Sufism." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 5-6

[৭৫] " تَفْسَحُوْا لِوَلِيِّ اللهِ " শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.০২; "I was just a ten-years-old boy at the time, still in our home country [of Jilan]. I used to leave our house to go to the elementary school, and I could see the angels (peace be upon them) walking along all around me. Then, when I arrived at the school, I heard the angels say: "Clear a space for the saintly friend [wali] of Allah, so that he can sit himself down!" Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 34

Dhaka University Institutional Repository

অবিলম্বে অতিমাত্রায় উচ্চমর্যাদার অধিকারী হবে। তিনি বিনা বাধায় সম্মানিত হবেন, তিনি বিনা অন্তরালে মিলন লাভে সক্ষম হবেন। তিনি নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবেন, তাকে রুখা যাবে না।"[৭৬]

হযরত গাউসুল আ'যম পরবর্তিতে বলেন, তখন তো আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে জানতে পারলাম যে, তিনি তৎকালের ওলীদের স্তরের মাঝে অন্যতম আবদাল।

মক্তবে প্রখর স্মৃতি শক্তির প্রমাণ

হযরতের বয়স যখন দশ বছর ছিল। মক্তবের শিক্ষক তাঁকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়তে বললেন, সাথে সাথেই হযরত বড়পীর সাহেব বিসমিল্লাহ হতে আরম্ভ করে পবিত্র কুরআনের প্রথম ১৮ পারা মুখস্থ শুনিয়ে দেন।[৭৭] শিক্ষক অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বাকী অংশের কথা জিজ্ঞেস করায় হযরত উত্তর দেন যে, বাকী অংশ তাঁর মুখস্থ নাই। কেননা তাঁর আম্মাজান ঐ ১৮ পারার হাফেজা ছিলেন এবং প্রত্যহ তাঁর আবৃত্তি করার ফলে হযরত কেবল শুনে শুনেই মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মুখস্থ করে ফেলেন।

কিশোর আব্দুল কাদিরের প্রতি গাভীর অলৌকিক আহবান ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর বয়স যখন সতের বছর, তখন একবার তিনি আরাফার দিনে (৯ই যিল্হজ্জ) নিজের গাভীকে চড়ানোর জন্য মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর গাভীটি পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে মানুষের ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, ياعبد القادر ما لهذا خُلِقْتَ ولابهذا أُمرت "হে আবদুল কাদির! এই কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই এবং এই কাজের জন্য তোমাকে আদেশও করা হয় নাই!"[৭৮]

---

[৭৬] " سيكون له شان عظيم يعظم فلا يمنع
ويتمكن فلا يحجب ويقرب فلا يمسك "
মাও. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *মাসিক তরজুমান*, ফেব্রুয়ারী- ২০১৩ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৭৭] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩; মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, পৃ. ৩৬; এডাম হানি ওয়াকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, ঢাকা, পৃ. ১৪; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮

[৭৮] "another cow turned to me, and it said: "O Abd al-Qadir, it is not for this that you have been created." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, *Qalaid al-Jawahir*, Ibid, p. 32; মাও. মুহাম্মদ আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

শৈশবকাল হতেই এরূপ গায়েবী আওয়ায বহুবার শুনেছেন; কাজেই গাভীর কথা শুনে কিছু বিস্মিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এবার ভীত হননি। বরং তিনি তাতে বুঝতে পারলেন যে, এসমস্ত পার্থিব ও গার্হস্থ্য কাজকর্ম ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পথে ধাবিত হবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে সতর্কবাণী আসছে। তাতে তাঁর জ্ঞানপিপাসু হৃদয় জ্ঞান অর্জনের জন্য অতিশয় আগ্রাহান্বিত হয়ে উঠল।

এসম্বন্ধে স্বয়ং হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন– গাভীর মুখে সেই সতর্কবাণী শ্রবণ করে আমি মহা চিন্তিত হয়ে পড়লাম এবং চিন্তা করতে করতে নিজের গৃহের ছাদের উপর আরোহণ করলাম। ছাদের উপর আরোহণ করেই আমি এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলাম ঃ সুদূরবর্তী আরাফাতের ময়দান আমার চোখের সামনে বিদ্যমান। অসংখ্য হাজী জামায়াতে এহ্রাম বেঁধে সেখানে দণ্ডায়মান। ঘটনাটি ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) ও কালায়েদ আল জাওয়াহের গ্রন্থকার তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেন।[৭৯]
এই দৃশ্য অবলোকন করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এমন দৃঢ় আকর্ষণ হল যে, আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। দ্বীনী এল্ম ও মা'রেফাত শিক্ষার জন্য বাগদাদ যাত্রার সংকল্প অন্তরের মধ্যে দৃঢ় করে ফেললাম। তৎক্ষণাৎ ছাদ হতে অবতরণ করে স্নেহময়ী মাতার খিদমতে হাযির হলাম এবং আরয করলাম ঃ আম্মা! দ্বীনী এল্ম ও মা'রেফাত শিক্ষা করার জন্য আমার অন্তরের আগ্রহ দুর্দমনীয় হয়ে পড়েছে। আপনি আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে ওয়াক্ফ করে দিন। আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি বাগদাদ শহরে গমনপূর্বক দ্বীনী এল্ম তথা তাফ্সীর, হাদীস, ফিক্হ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতম জ্ঞান অর্জন করি এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ওলীগণের সাক্ষাৎ ও সৎসর্গ লাভ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করি।

মান্নান, *মাসিক তরজুমান*, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রকাশিত, ফেব্রুয়ারী- ২০১৩ সংখ্যা, রবিউস সানি ১৪৩১হি. পৃ. ১৫; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৭৯] كنت صغيراً في بلدنا، فخرجت إلى السوار في يوم عرفة وتبعت بقر الحراثة فالتفتت إليّ بقرة فقالت: يا عبد القادر ما لهذا خلقت ولا بهذا أُمرت. فرجعت فزعاً إلى دارنا فصعدت السطح فرأيت الناس واقفين بعرفة، فجئت إلى أمي فقلت لها: هبيني لله لأني أرى المسير إلى بغداد لأشتغل بالعلم وأزور الصالحين، فسألتني عن ذلك فأخبرتها بما جرى فبكت- ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

"from up there on the roof, I could actually see the people performing the pilgrim rite of standing 'arafat." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, *Qalaid al-Jawahir*, Ibid, p. 32

Dhaka University Institutional Repository

হযরত বড়পীর সাহেব আরো বলেন, “সেই সময়ে আমার আম্মা অতিশয় বৃদ্ধা ছিলেন। সংসারে আমি ছাড়া তাঁর খিদমত ও দেখাশুনা করার জন্য আর কেউ ছিল না। তথাপি তিনি নিজের এই অসহায় অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করে কেবল আমার উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রতি দৃষ্টি করলেন এবং আনন্দিত মনে আমাকে অনুমতি প্রদান করলেন।”[৮০]

উচ্চ শিক্ষার জন্য অদম্য ব্যাকুলতা

পিতার বর্তমানে হযরত বড়পীর সাহেবকে সংসারের কোন কাজকর্মের প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করতে হতো না। তিনি কেবল নিজের লেখাপড়া এবং আল্লাহ্ পাকের ধ্যানে ও যিকির আয্‌কারে মশগুল থাকতেন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি সেই সুযোগ হতে বঞ্চিত হলেন। এখন তাঁকে সংসারের কাজকর্মও কিছু দেখতে হয়। তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, বেশ কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল, গোয়ালে গরু-বাছুরও ছিল। কাজেই হাট-সদায়, ভূ-সম্পত্তির দেখাশুনা করা, গরু-বাছুরগুলির তত্ত্বাবধান সবকিছুই তাঁকেই করতে হতো। তাতে আর তিনি পড়াশুনা এবং ইবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আয্‌কারে পূর্বের ন্যায় নিরিবিলি করার অবসর পেতেন না। গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যা কিছু পারতেন তাই করতেন। এসমস্ত কারণে সংসারের প্রতি তাঁর দারুণ বিতৃষ্ণা এসে পড়ল। তিনি কেবলই এগুলো থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পড়াশুনা ও ইবাদত-বন্দেগীর নিমিত্তে একটি মুক্ত পরিবেশ লাভ করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। নিজের মনের ব্যাকুলতা এবং উচ্চশিক্ষার অদম্য অভিলাষ স্বীয় স্নেহময়ী জননীর নিকট জ্ঞাপন করলে তিনিও তাঁকে উৎসাহ প্রদান করে বললেন ঃ “যাও বাবা! বিদ্যাশিক্ষার জন্য যেখানে গেলে তোমার সুবিদা হয়, সেখানেই চলে যাও।”[৮১] এরপর থেকে মানসিকভাবে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

সন্তানের শিক্ষার প্রতি মহিয়সী মায়ের ত্যাগ

---

[৮০] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২৬;
শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন-
وروي عن الشيخ إنه قال:كنت صغيراً وخرجت يوم عرفة إلى الصحراء، وتبعت بقرة للحراثة في ذلك الفضاء، فتتكلمت البقرة: يا عبد الله ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت، فخفت ورجعتت، وطلعت فوق سطح لنا، فرأيت الحجاج واقفين بعرفة، فدخلت على أمي، وقلت اعتقيني لله، واتركيني في سبيله، وأذني لي لأن أذهب إلى بغداد لخدمة العلماء العاملين، وزيارة المشايخ الصالحين আস-সাইয়্যিদ মি‘আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০, ১৮১

[৮১] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর স্নেহময়ী জননী ফাতেমা (রাহ.) তখন (৮০) আশি বছরের বৃদ্ধা। সংসারে এই পুত্রই তাঁর একমাত্র অবলম্বন; অথচ সেদিকে তিনি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করলেন না, লক্ষ্য করলেন পুত্রের উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষা এবং উচ্চতর জ্ঞান লাভের প্রতি। কাজেই নিজের দুঃখ-কষ্ট এবং সুখ-সুবিধা জলাঞ্জলি দিয়ে হৃদয়ের ধন, চোখের পুতুলি স্নেহাস্পদ পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রায় সানন্দে অনুমতি দিলেন।[৮২]

তিনি সম্ভবতঃ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তৎকালীন অর্ধমৃত ইসলামের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করার জন্যই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর স্নেহের পুত্র আবদুল কাদিরকে সৃষ্টি ও মনোনীত করেছেন। অতএব এই দুঃসাধ্য গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য যথোপযোগী বিদ্যায়, গুণে ও জ্ঞানে প্রস্তুত হওয়া তাঁর একান্ত প্রয়োজন। তাকে আদর করে ঘরের কোণে বসিয়ে রাখলে সেই মহান উদ্দেশ্য সফল হবে না। অবশ্য স্নেহের একমাত্র পুত্র হৃদয়ের ধনকে নিজের এই অসহায় বার্ধক্যের অবস্থায় হাতছাড়া করা এবং চোখের আড়াল করে সুদূর বিদেশে প্রেরণ করা যে তাঁর মনে দারুণ যন্ত্রণা এবং আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই তা কিন্তু নয়। কিন্তু সেই যন্ত্রণা ও বিচ্ছেদ কষ্টকে তিনি অকাতরে বরদাশ্ত করলেন এবং নিজের স্নেহের পুতুলির ভবিষ্যতকে সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে সোপর্দ করে দিলেন। সার্থক এমন জননীর জীবন! ধন্য এমন জননীর ধর্মীয় মনোবল! এমন পুণ্যবর্তী জননী মানব জীবনে এক মহা নিয়ামত। এই জননীর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলা অত্যাবশ্যক; তা হলে অতিসত্বর আমাদের সমাজের রূপ বদলে যাবে।

উচ্চ শিক্ষার সূতিকাগার বাগদাদ

প্রাচীন যুগের ইস্লামী খিলাফতকালে সারা দুনিয়ার বুকে বাগদাদ একটি শ্রেষ্ঠতম নগরী ছিল। বহু লেখক ও ঐতিহাসিক বাগদাদকে কেন্দ্র করে নানা ঘটনা ও কাহিনী লিখেছেন। বাস্তবিক পক্ষে তৎকালীন বাগদাদ মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে একটি স্বপ্নপুরীর মত বিরাজমান ছিল। যে সময়ের কথা আমি বলছি, তখন সুলতান মুয়েয্যুদ্দীন আবুল ফাতাহ্ মালেক শাহ, সালজুক্বী খান্দানের তৃতীয় বাদশাহ্ ছিলেন ইরানের বাদশাহ্। ওদিকে আল্প্ আরসালানের পুত্র নিজ রাজ্যে খুব জাঁকজমক ও প্রতিপত্তির সাথে রাজত্ব করছিলেন এবং বাগদাদের সিংহাসনে মহাসমারোহে সমাসীন ছিলেন খলীফা আল্-মুক্বতাদী বি-আমরিল্লাহ্। তৎকালে বাগদাদ শহরটি আব্বাসী

[৮২] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯; ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

খলীফাগণের যত্নে ও প্রচেষ্টায় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। শুধু দ্বীনী ইল্‌মের দিক দিয়েই নই, বরং তৎকালে প্রচলিত সর্বপ্রকারের বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রই ছিল বাগদাদ নগরী। যুগের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কিরাম এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ এই শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা দান করতেন। এই কারণে দুনিয়ার সকল প্রান্ত হতে শিক্ষার্থীগণ উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বাগদাদ নগরীতে উপস্থিত হত।

বাগদাদ অভিমূখে রওয়ানা

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। তখন বাগদাদ শরীফ ছিল সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রাণকেন্দ্র। ইতিপূর্বে হযরত বড়পীর সাহেব তাঁর শিক্ষকবৃন্দ এবং বাগদাদ থেকে আগমণকারীদের মাধ্যমে বাগদাদ শরীফের সুখ্যাতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তৎকালে পবিত্র বাগদাদ ভূমি ছিল খলিফাদের রাজধানী, যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, সাধু ও সুধীজনের লীলাভূমি।[৮৩] সমগ্র পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানগরী। তথাকার নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিশ্বজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীবৃন্দ সর্বপ্রকার জ্ঞান সাধনার জন্য এ মহানগরীতে আসতেন। হজরত বড়পীর সাহেব আরো জেনেছিলেন যে, বাগদাদ শরীফে এমন অনেক সিদ্ধপুরুষ আছেন যাঁদের সংস্পর্শে আসতে পারলে খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্বলাভে বিলম্ব ঘটে না। এ সমস্ত কারণে হযরত বড়পীর সাহেব বাগদাদ শরীফে আগমণ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হলেন। ইসলামি জগতে যে ঘোর বিপদের ছায়া নেমে এসেছিল, তাতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, উচ্চশিক্ষা লাভ করা ব্যতীত তিনি এই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের কোন সাহায্যই করতে সক্ষম হবেন না। বাগদাদ গমন করার স্থির সিদ্ধান্ত করে স্নেহময়ী জননীর খিদমতে আরয করলেন ঃ আম্মা! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহায় হবেন। আমাকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাগদাদ গমনের জন্য বিদায় করুন।" মা বললেন, প্রিয় বৎস, তোমাকে আমি আনন্দের সাথে বিদায় দিচ্ছি। আর বিলম্ব না করে অতিসত্বর যখনই তোমার সুবিধা হয়, যাত্রা কর। আমার জন্য তুমি আদৌ চিন্তা করিও না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সকল অবস্থায় আল্লাহ্ পাক আমাদের সহায় থাকবেন। তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা কর। আমি তোমার জন্য সর্বদা আল্লাহ্ পাকের দরবারে দো'আ করতে থাকব।

অতঃপর মা নিজ প্রয়াসে ছেলের সুখ-সুবিধা ও শান্তি বিধানের ব্যবস্থা করার প্রতি মনোনিবেশ হলেন। হযরত গাউসুল আ'যমের পিতা হযরত আবু ছালেহ্ মূসা (রাহ.) ইন্তেকালের সময় কিছু

[৮৩] ড. আব্দুর রাযযাক কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণমুদ্রা মীরাস স্বরূপ রেখে গিয়েছিলেন। তা হতে চল্লিশটি দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা হযরত গাউসুল আ'যমের জামার বগলের নীচে সিলাই করে এমনভাবে ঢেকে দিলেন যে, বাহির হতে কারো দৃষ্টিগোচর হবার সম্ভাবনা থাকল না। তারপর ছেলেকে বললেন ঃ "তোমার পিতা মরহুমের রেখে যাওয়া সম্পদ হতে খরচের পরে আশিটি দীনার উদ্বৃত্ত আছে। তা হতে চল্লিশটি মুদ্রা তোমার এই জামার আস্তিনের গোড়ার দিকে সেলাই করে দিলাম। প্রয়োজনে সেটা ব্যায় করিও।"[৮৪]

বিদায় বেলায় মহিয়সী মায়ের উপদেশ

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আম্মাজান তাঁকে বিদায় দিবার জন্য অগ্রসর হয়ে শহরের বাহির পর্যন্ত তাঁর সাথে সাথে আসলেন। মা তাঁর বিদায় মুহূর্তে বললেন, "প্রিয় বৎস! কিয়ামতের পূর্বে হয়ত আর কখনও আমাদের সাক্ষাৎ নছিবে হবে না। অতএব আমি বিদায় মুহূর্তে তোমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করছি, আমার উপদেশগুলি খুব দৃঢ়ভাবে পালন করিও। একথা সর্বদা স্মরণ রাখিও যে, সুখে-দুঃখে ও আপদে-বিপদে সকল সময়ে একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের সহায়। সকল সময় তাঁর উপরই ভরসা রাখিও। কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিও না, সত্য কথা বলতে কখনো দ্বিধাবোধ করিও না।"[৮৫] হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِك- অর্থাৎ "সত্যবাদিতা মুক্তি দান করে এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।" আর তুমি কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হলে এই দো'আটি একশত বার পাঠ করিও ঃ

لِلهِ الْكَافِيْ قَصَدْتُ الْكَافِيْ لِكُلِّ كَافِيْ كَفَافِيْ الْكَافِيْ وَنِعْمَ الْكَافِيْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ[৮৬]

বাগদাদের পথে ডাকাতের কবলে

[৮৪] এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে,
وقالت لي: عندي ثمانون ديناراً كنت ورثتها من أبي فتركت لأخي أربعين وخيطت لي في دلقي تحت إبطي أربعين وأذنت لي في المشي وعاهدتني على الصدق في كل أحوالي وخرجت مودعة لي، فقالت لي: يا ولدي اذهب، فقد خرجت عنك معه وهذا وجه لا أراه إلى يوم القيامة- ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, ২০,২১

[৮৫] مع ثمانين ديناراً تركها له والده قبل وفاته، أخذ منها أربعين ديناراً وترك لأخيه وترك لأخية (أحمد) نصفها الآخر، وقالت مودعة: (يا ولدي اذهب فقد خرجت عنك لله عزوجل، فهذا وجه لا أراه إلى يوم الدين আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[৮৬] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০; মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, পৃ. ৪২; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শেষবারের মত আম্মাজানকে সালাম ও কদমবুসী করে বাগদাদ গমনের জন্য যাত্রীদের কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। মায়ের নিকট হতে বিদায় গ্রহণপূর্বক তিনি ক্ষুদ্র একটি কাফেলার সাথে বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন। কাফেলা অগ্রসর হতে লাগল। যাত্রার কিছু সময় পর 'হামদান' অতিক্রম করে 'রবিক' নামক স্থানে পথশ্রান্ত বণিকদল এক ময়দানের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে রাতের জন্য বিশ্রাম করছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকেই নিদ্রায় অচৈতন্য। এমন সময় হঠাৎ ষাটজন অশ্বারোহী নিষ্ঠুর ডাকাত তাঁদেরকে আক্রমণ করল। দস্যুরা বণিকগণকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। কেউ কেউ প্রাণ বিসর্জন দিলেন। কেউ বা পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচালেন। ডাকাতেরা যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করল। এ সময় হযরত বড়পীর সাহেব তাঁর আম্মাজানের শেখানো বিপদ বারণ দোয়া পাঠান্তে একস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে দস্যুদের কার্যকলাপ দেখছিলেন। তাঁর মনে বা মুখে কোনপ্রকার ভয়ের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

লুণ্ঠন শেষে এক ভীষণাকার দস্যু তাঁকে খুব কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল, ও বালক। তোমার সাথে কী আছে? হযরত নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন, আছে। কি আছে? চল্লিশটি দিনার আছে। কোথায় আছে? আমার বগলের নীচে জামার সঙ্গে সেলাই করা আছে।[৮৭] বালকের কথা দস্যুর বিশ্বাস হল না। সে মনে করলো, বালক ঠাট্টা করছেন। তাছাড়া তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে দয়া হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। এরপর অপর দস্যু এসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি পুনরায় আগের মতই উত্তর দেন। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে সেও তাঁর কোন ক্ষতি করল না। ঘটনাক্রমে দু'জন দস্যু যখন তাদের সর্দারের নিকট গিয়ে বালকের কথা প্রকাশ করল তখন সর্দার নিজে বালকের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার নিকট কি আছে? তিনি কোন প্রকার ভয়ের ভাবমাত্রও প্রকাশ না করে বললেন, আমার বগলের জামার নীচে চল্লিশটি দিনার সেলাই করা আছে।

সর্দার তখনই জামা কেটে দিনারগুলি বের করে ফেলল এবং এতবেশি আশ্চর্য হল যে, জীবনে সে আর কখনও এমন আশ্চর্য হয়নি। তারপর বালককে উদ্দেশ্য করে বলল, হে বালক! তুমি কোন সাহসে আমাকে দেখেও এত ভয়শূন্য মনে দাঁড়িয়ে আছ? আমরা তাদের হত্যা করে যা কিছু ছিল সবই তোমার সম্মুখে লুট করে নিয়েছি। তা দেখেও কিসের বলে তুমি তোমার লুকানো মূদ্রার কথা প্রকাশ করেছ? তুমি না বললে তো আমরা কিছুই জানতে পারতাম না।

---

[৮৭] "Until one of the brigands turned to me in passing, and said: "hey there, poor beggar, what do you have with you? So I told him: forty dinars, and he said: where are they? Stitched in the lining of my coat, I replied, 'underneath my armpit." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 33

Dhaka University Institutional Repository

হযরত বড়পীর সাহেব তখন বললেন, "একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া এ জগতে আর কাউকে ভয় করতে শিখিনি। হাজার মিথ্যা কথা বললেও আল্লাহ যাকে রক্ষা না করেন সে রক্ষা পায় না। এটি চির সত্য। আমি আসার সময় আমার মা এই মুদ্রাগুলি দিয়ে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'কখনও মিথ্যা কথা বলো না'। আমি আমার মায়ের আদেশ পালন করেছি, সত্য পালন করেছি। এ দুনিয়া অতি অল্প সময়ের জন্য। তোমরা যাদের হত্যা করেছ তারা কিছুক্ষণ পূর্বেও এ পৃথিবীতে ছিল। আমার আমার করে ঝগড়াঝাঁটি করছিল। এখন আর নেই, সব ফুরিয়েছে। এরকমভাবে একদিন তোমার আমারও সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতএব ভেবে দেখ, এ সামান্য সময়ের জন্যে মিথা কথা বলে পরকালে আল্লাহ পাকের নিকট কি জবাব দিব?

সারা জীবন উপদেশবাণী শুনেও হয়ত কারো পরিবর্তন হয় না, আর কয়েকটি সামান্য উপদেশের কথাতেই কারো মনের গতি বদলে যায়। এখানেও তাই ঘটল। বালক পীরের এমন ভয়শূন্য সত্যবাদিতা ও সৎভাব দেখে ডাকাত সর্দার 'আহমদ বদ্‌রি'র মনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তার কেবলই মনে হতে লাগল, এ বালক তাঁর মায়ের আদেশ পালন করবার জন্যে নিজের মুদ্রা ডাকাতের হাতে তুলে দিল; আর আমি মহাক্ষমতাশালী ইহকাল ও পরকালের রাজা মহান আল্লাহর আদেশ, তাঁর কিতাব কুরআনের বাণী অমান্য করছি। যারা সামান্য সময় পূর্বেও জীবিত ছিল এখন তারা আর নেই।

বালক পীরের প্রতি দস্যু সর্দার আহমদ বদ্‌রির খুব বিশ্বাস জন্মাল যে, এ যেন তেন বালক নয়। বালক পীরের পায়ের নিকট বসে পড়ে আরজ করল, 'তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি আর কখনও কোন অন্যায় কাজ করব না। প্রতিজ্ঞা করছি। তুমি আমাকে তাওবা করাও।'[৮৮] বালক পীর সাহেব তাঁর পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিলেন, সর্দারের হাতে হাত রাখলেন, তাঁকে মুরিদ করলেন। ভিতরে বাহিরে মহাপাপ থেকে সর্দার মুক্তিপ্রাপ্ত হলেন।[৮৯] সাধু-সঙ্গ এমনি মাহাত্ম। এজন্যই মৌলানা রুমী বলেন, "ক্ষণকাল আউলিয়াগণের সঙ্গবাস, শতবর্ষের বেরিয়া উপসনা থেকে অতি উত্তম। আল্লাহর

[৮৮] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৮৯] " أن أهل القافلة تابوا علي يد الشيخ أيضا، وقاسموا المال بينهم وبين القوم، وكانوا من أول التائبين علي يده في ذلك اليوم" মোল্লা আলী কারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮১

Dhaka University Institutional Repository

ওলীদেরে নেক দৃষ্টির মধ্যে এমন প্রভাব রয়েছে যে, এক মুহূর্তে হাজারো তাকদীর পরিবর্তন হয়ে যায়।”[৯০]

সর্দারের সাথে সাথে বাকি দস্যুগণের মনও বদলে গেল। তারাও পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এবং বণিকদের টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র সব কিছুই তারা ফিরিয়ে দিল। ডাকাত দল ও তাদের সরদার হযরত গাউসুল আ'যমের হাতে তওবা করার পর কৃচ্ছ্রসাধনা ও রিয়াযতের বলে বিশেষ বুযুর্গী লাভ করেছিল। হযরত গাউসুল আ'যমের (রাহ.) জীবনে এ ঘটনাই মানুষকে তাওবা করিয়ে সিরাতুল মুস্তাক্বীম প্রদর্শন করার প্রথম ঘটনা। এমন জঘন্য পাপীকে হঠাৎ তাওবা ও নেক আমলের প্রতি মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া আল্লাহ প্রদত্ত ওলীগণের ক্ষমতাধীন। সুতরাং একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত বড়পীর সাহেব মাতৃগর্ভ থেকেই ওলী ছিলেন। অন্যথায় এই দস্যুগণ তাঁর মহান সংস্পর্শে এসে এমন আকস্মিক ও অভাবনীয় সৌভাগ্য লাভ করতে পারত না।

এই উপাখ্যানটি সাধারণতঃ শিশুদের বইয়ে বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু এটি শিশুদের জন্যেই শুধু নয় বর্তমানে এটি বয়স্কদের জন্যে আরো বেশি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আমাদের পাপ-পঙ্কিলতা পূর্ণ গোটা সমাজের পরিবর্তন আনতে হলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে উপরোল্লেখিত ঘটনা থেকে মূল্যবান শিক্ষণীয় উপাদান আছে বলেই এ ঘটনার এখানে অবতারণা করা হল। তাছাড়া যারা সত্য পথে সুদৃঢ় থাকেন, তাঁরা নিজেরা ধ্বংস থেকে রক্ষা তো পানই এমনকি অন্যকেও রক্ষা করতে সমর্থ হন। মৌলানা শেখ সাদী বলেন,-
“সত্যবাদিতা আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করবার উপায়। সত্য পথে থেকে কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বলে দেখা যায়নি।”[৯১] এ ঘটনাটি ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.)ও বর্ণনা করেন।[৯২]

---

[৯০] “এক জমানা সহবতে বা আউলিয়া, বেহতর্ আজ সদ্সাল তায়াত্ বেরিয়া।
নেগাহে অলী মে ইয়ে তাছির দেখি, বদলতী হাজারোঁ কি তাক্দীর দেখি।” অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৯১] “রাস্তী মউজবে রেজায়ে খোদাস্ত, কাস্না দীদাম্ কে গুম শোদ্ আজ রাহে রাস্ত্।” চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

[৯২] فسرت مع قافلة صغيرة لطلب بغداد، فلما تجاوزنا همدان وكنا بأرض فلات فخرج علينا ستون فارساّ فأخذوا القافلة ولم يتعرض لي أحد، ثم مربي واحد منهم فقال لي: يا فقير ما معك؟ فقلت: أربعين ديناراّ، فقال: وأين هي؟ قلت: مخيطة في دلقي تحت إبطي، فظن أني أستهزء به فتركني وانصرف، فمر بي واحد آخر منهم فقال لي مثل الأول فأجبته بمثله فتركني وانصرف، فاجتمعا عند مقدمهم فأخبراه بما سمعاه مني فقال: عليّ به، فأتيا به إليه وإذا هم على تل عالٍ يقتسمون أموال القافلة فقال لي: ما معك؟ قلت: أربعون ديناراّ، قال: وأين هي؟ قلت: مخيطة في دلقي تحت إبطي. فأمر بدلقي ففتق فوجدها فقال لي: ما حملك على هذا؟ قلت: إن أمي عاهدتني على الصدق فأنا لا أخون عهدها، فبكى مقدمهم وقال: أنت لم تخن عهد أمك وأنا إلى اليوم كذا

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষায় বুৎপত্তি অর্জনে বাগদাদে প্রবেশ

হিজরী ৪৮৮ হিজরীতে যখন তাঁর বয়স ১৮ বছর, তখন তিনি ৪০০ মাইল পথ অতিক্রম করে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাজধানী বাগদাদ নগরীতে পদার্পণ করেন এবং বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত নেজামিয় মাদরাসায় ভর্তি হন।[৯৩]

তখন খলিফা আত-তামিমি ইন্তেকাল করেন। বাগদাদে প্রবেশের সময় সেখানকার খলিফা ছিলেন 'আল-মুসতাজির বিল্লাহ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আল মুকতাদি বি আমরিল্লাহ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ আব্বাসী।[৯৪] এ ব্যাপারে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-তাদিফি বলেন যে, "বাগদাদে প্রবেশকালীন পথে তাঁকে হযরত খিজির (আ.) বাঁধা দেন এবং বলেন আপনাকে পরবর্তী সাত বছর বাগদাদে ঢুকার অনুমতি আমাকে দেওয়া হয় নি। এ কথা শুনে গাউসে পাক তাইগ্রিস নদীর তীরে বসতী স্থাপন করেন। ঐ সাত বছর শুধু শাকসবজি খেয়ে ওখানে কাটিয়ে দেন। এক পর্যায়ে তাঁর গলা সবুজ বর্ণের হয়ে যায়। এক দিন রাতে তিনি ঘুম থেকে উঠলেন এবং অদৃশ্য থেকে তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বলতে শুনেন যে, 'ও আব্দুল কাদির তুমি বাগদাদে প্রবেশ কর'।"[৯৫] তবে সাত বছরের তাইগ্রিস নদীর তীরে বসতির এই ঘটনাটি আমি শায়খ তাদিফীর বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে পাইনি।

বাগদাদে আর্থিক অনটন

আমরা অনেকেই সামান্য অভাবের তাড়নাতেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য অবস্থায় ন্যায়-অন্যায় থেকে বিবেক বিচ্যুত হয়ে মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে সহজেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি। কিন্তু হযরত বড়পীর সাহেব এর ঠিক বিপরীত ছিলেন। বাগদাদ শরীফে শিক্ষাকালীন হযরত যে দুঃখ-কষ্ট এবং অভাব-অভিযোগের মধ্যে দিন যাপন করে আপন কর্তব্য ও মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অদ্বিতীয়-অসম্ভব মনে হলেও, মহাসত্য। সে সময় বাগদাদে অতি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। হযরত নিজে সেই সমস্ত দুর্দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "একাধিক্রমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন হালাল বস্তুর যোগাড় করতে পারিনি। 'হালাল' বা বৈধ উপায়ে উপার্জিত খাদ্য সন্ধান করার অভিপ্রায়ে খসরু পারভেজের (পারস্যের প্রাচীন বাদশা) প্রাসাদের নিকট গিয়ে দেখি, সেখানে আল্লাহর সত্তর জন ওলি জীবিকার খোঁজ করছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা মনুষত্ব নয় বলে

وكذا سنة اخون عهد ربي، فتاب على يدي، ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৯৩] " وقد وصل الي بغداد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة " মোল্লা আলী কারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৯৪] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 11

[৯৫] Ibid, p. 11

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচিত হওয়ায় ফিরে আসি। বাগদাদে আসার পর একজন অপরিচিত ব্যাক্তি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, তোমার মা তোমাকে দেওয়ার জন্য এই টাকা আমার মারফতে পাঠিয়েছেন। আমি তখনই সে টাকার কিছু অংশ আমার নিজের জন্য রেখে অবশিষ্ট অর্থ নিয়ে ঐ প্রাসাদের দিকে ছুটলাম এবং সত্তর জন অলিকেই তা বন্টন করে দিই। তাঁরা জিজ্ঞেস করলে আমার মায়ের প্রেরিত অর্থ বলে জানাই। তারপর বাগদাদে এসে কিছু খাওয়ার জিনিস কিনি এবং দরিদ্রদের ডেকে তাদের সঙ্গে একত্রে বসে খাই।"

"রাজা যদি পায় কভু সাত সিংহাসন,
তথাপি আশা তার না হয় পূরণ।
ক্ষুধিত দরবেশ পেলে আধা রুটি কভু,
তার আধা করে দান ভিখারীকে তবু।"[৯৬]

এমনিই ছিল হযরত গাউসে পাকের মানুষের প্রতি সহানুভূতি। কেননা তিনি জানতেন, আল্লাহ পাকের সৃষ্ট জীবকে তৃপ্তি দেওয়ার মাধ্যমেই আছে আল্লাহর প্রকৃত সন্তুষ্টি। সচ্ছলতার মধ্যে অনেকেই হয়তো দাতব্য দেখিয়ে থাকেন কিন্তু অভাবের মধ্যে যিনি দরিদ্রের প্রতি সত্যিকার সমবেদনাপূর্ণ দান করে থাকেন, বাস্তবিক পক্ষেই তাঁর দান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ প্রকার দানের দৃষ্টান্ত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন এবং তাঁরই উপযুক্ত বংশধর সায়্যিদুনা হযরত গাউসুল আ'যম (রাহ.)ও পালন করে গেছেন। স্বয়ং হযরত নিজে যেখানে অভাবের তাড়নায় বিচলিত হয়ে পড়তেন, সে মুহুর্তেও কোন কিছু সাহায্য বস্তু পেলেই তা অভাবগ্রস্তকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এমন দৃষ্টান্ত জীবনে বহুবার ঘটেছে।

নিযামিয়্যাহ্ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন

এ সময়ে বাগদাদ নগরীর পূর্ণ যৌবনাবস্থা ছিল। দ্বীনী ইল্ম তথা হাদীস, তফ্সীর, ফিক্হ প্রভৃতি বিষয় পাঠ করতে হলে এবং এসমস্ত বিষয়ে অগাধ জ্ঞান অর্জন করতে হলে বাগদাদে আসতে হত। বাগদাদের সার্টিফিকেটই সেকালে নির্ভরযোগ্য সার্টিফিকেট বলে গণ্য হত। তিনি বাগদাদে পদার্পণ করলে সে বছরই খলিফা মুক্তাদী বি-আমরিল্লাহ্র ইন্তেকাল হয়। অতঃপর খলিফা আল্-মুস্তায্হির বিল্লাহ্ খিলাফতের আসন গ্রহণ করেন। এ খলিফা অতিশয় দয়ালু, সৎ স্বভাব, দাতা, বাহাদুর, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরিয়তের কঠোর পাবন্দ, আলেম, ফাযেল ও দরিদ্র-প্রিয় ছিলেন। এ খলিফাও সেই ৪৭০ হিজরী সনেই জন্মলাভ করেছিলেন, যে বছর গাউসুল আ'যম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) জন্মগ্রহণ করেন।

[৯৬] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বাগদাদে পদার্পণ করে বিশ্ববিখ্যাত মাদ্‌রাসায়ে নিযামিয়্যাতেই ভর্তি হলেন। এই মাদ্‌রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা সারা বিশ্বের তুলনায় তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তৎকালে বাগদাদ নগরীতে দ্বীনী এল্‌মের অতি উচ্চমানের যে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল, তন্মেধ্যে মাদ্‌রাসায়ে নিযামিয়্যাহ্ ছিল সব কয়টির উর্ধ্বে।[৯৭] বিশ্বের সেরা ও বাছাই করা শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কিরাম এ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা করতেন। সুতরাং এ মাদ্‌রাসার সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। মাদ্‌রাসার মুদাররিসীন কিরাম শুধু জগত-শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন না বরং তাঁরা অতি উচ্চ পর্যায়ের ওলী-আল্লাহ্ও ছিলেন।

উচ্চতর শিক্ষালাভ

বাগদাদ এসে তিনি ইলমে ফিকহ্, ইলমে হাদীস এবং সাহিত্যের উচ্চতর পাঠ লাভ করেন। শায়খ জীলানী (রাহ.)-এর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চার গুরু শায়খ আবু সাঈদ মাখযুমীর মনে তরুণ এ শিষ্যের যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে এতই সুধারণা ও আস্থাশীলতার সৃষ্টি হয় যে, নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব শায়খ জীলানীর হাতে অর্পণ করে তিনি নিজে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর বাগদাদে আগমন কে কেন্দ্র করে কবি বলেন-

Upon his arrival the clouds gave forth refreshing rain.
and green grass covered the whole of 'Iraq.
Sinful transgression passed away,
and the right direction was made quite clear.
Because of him, the bosom of 'Iraq swelled with an ardent longing,
and in the heart of Najd his virtues were the cause of ecstasy.
In the East the sparks of his light were seen as lighting flashes,
and in the West the mention of his splendor was hear
as the clap of thunder.[৯৮]

শায়খ জীলানী (রাহ.) এ মাদরাসার উন্নতি ও উৎকর্ষের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

---

[৯৭] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪৪; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৯৮] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 12

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকবৃন্দ

কুরআনের শিক্ষক

পবিত্র কুরআন শিক্ষায় তাঁর শিক্ষক ছিলেন যারা-

১. আবুল ওয়াফা আলী ইবনে আকিল ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাগদাদী আল হাম্বলী
২. আবুল খাত্তাব মাহফুয ইবনে আহমদ ইবনে হাসান আল-ইরাকী

আরবী ও ফারসী ভাষা সাহিত্যের শিক্ষক

তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যাদের থেকে-

১. আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আলি আত-তাব্‌রীজী (ও. ১১০৯খ্রী.)।
২. ভাষাবিদ শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস।
৩. শায়খ ইউসুফ ইবনে আইয়ুব।
৪. শায়খ আবুল ওয়াফা।

আরবী ভাষায় হযরত এতদূর জ্ঞানলাভ করেন যে, খুব সরল সহজ ভাষায় অতি সুন্দর সুন্দর আরবী কবিতাও রচনা করতে পারতেন।[৯৯]

হাদিসের শিক্ষক

১. প্রসিদ্ধ 'মসারিউল-'উশশাক্' নামক গ্রন্থ প্রণেতা আবু জাফর ইবনে আহমদ ইবনে আল হুসাইন আল ক্বারী আস্-সর্রাজ (ওফাত ১১০৬ খ্রি.)
২. আবু গালিব মুহাম্মদ ইবনে আল হাসান আল-বাকিল্লানী
৩. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে মাইমুন আল ফারসী
৪. আবু বকর আহমদ ইবনে আল মুজাফফর
৫. মুহাম্মদ ইবনুল হাম্বল বা-কালানী
৬. আবু সাঈদ মুহাম্মদ বিন আবদুল করিম
৭. আবু আবদুল্লাহ আওলাদ আলান্নাবা
৮. আবু মুহাম্মদ জা'ফর ইবনুল ক্বারী
৯. আবুল কাসিম আলি ইবনে আহমদ ইবনে বান্নান আল-কারখী

[৯৯] আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; ড. আব্দুর রাযযাক কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

১০. আবু তালিব আব্দুল কাদির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ
১১. চাচাত ভাই আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ
১২. আবু উসমান ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ আল-আসবাহানী
১৩. আবুল বারাকাত হিবাতুল্লাহ ইবনে আল-মুবারক
১৪. আবুল ইজ্জ মুহাম্মদ ইবনে আল-মুখতার
১৫. আবু নাসর মুহাম্মদ
১৬. আবু গালিব আহমদ
১৭. আবু আব্দুল্লাহ ইয়াহইয়া
১৮. আবুল হাসান ইবনে মুবারক ইবনে আত-তুয়ুরী
১৯. আবু মানসুর আবদুর রহমান আল-কাজাজ
২০. আবুল বারাকাত তালহা আকুলী প্রমুখ হাদিস শাস্ত্রের পন্ডিতবর্গ।[১০০]

তাসাওউফের শিক্ষক

১. আবুল খায়ের হাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে দাব্বাস (রাহ.)
২. আবু মুহাম্মদ জা'ফর ইবনে আহমদ ইবনুল হাসান ইবনে আহমদ আল-বাগদাদী আস-সিরাজী
৩. আবু সাঈদ মুবারক ইবনে আলী আল-মাখযুমী (রাহ.)[১০১]

ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ-এর শিক্ষক

'হাম্বলী-মাজ্‌হাবের তত্ত্ব, তথ্য ও ফিক্‌হে গভীর বিদ্যা অর্জন করেন যাদের থেকে-

১. আবুল ওফা আলি ইবনে 'আকীল (ওফাত ১১২১ খ্রি.)
২. কাজী আবু স'আদল্-মুবারক্ আল্ মুখর্রমী
৩. আবুল খাত্তাব মাহফুজ আল কালুধানি আল হাম্বলী
৪. আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আল ফার্‌রা আল হাম্বলী
৫. আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন কাশী আবুল আলী
৬. আবু সায়িদ আল মুখাররমী আল হাম্বলী নামক এসব বিখ্যাত 'হাম্বলী'- শাস্ত্রবিশারদের কাছ থেকে।[১০২]

---

[১০০] মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, পৃ. ৫৬; এডাম হানি ওয়াকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; ৪১; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[১০১] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫; ড. আব্দুর রাযযাক কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯; আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

[১০২] মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, পৃ. ৫৮; মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩; সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *تفسير الجيلاني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী

Dhaka University Institutional Repository

তরিকতের খিরকাহ্ বা খিলাফত প্রাপ্তি

তাঁর 'হাম্বলী তত্ত্বগুরু, আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুবারক আল মূখর্রমী বা আল মাখজুমি[১০৩] (রাহ.) তাঁকে সূফীতত্ত্ব সিলসিলার অভিজ্ঞান স্বরূপ 'খির্কাহ-ই-খিলাফত' বা পীরের প্রতিনিধিত্ব সূচক ভূষণ দান করেছিলেন।[১০৪]

হযরত মুখার্রামী ও গাউছে পাকের পরস্পর খিলাফত দান

হযরত আবু সাঈদ আল মুখাররমী (রাহ.) হুযুর গাউসে পাককে খিলাফত দানে ভূষিত করেন। বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আবু সাঈদ মুখাররামী (রাহ.) গাউসে পাককে একটি তরিকতের খিরকা পরিয়ে দিয়ে বলেন যে, তুমিও আমাকে একটি তরিকতের খিরকা পরিয়ে দাও। এর দ্বারা উভয়ের পারস্পরিক মঙ্গল সাধিত হবে। পীর বা ধর্মগুরুর নিকট থেকে খিরকা লাভ চরম আধ্যাত্মিক নিদর্শন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, হযরত গাউসে পাকের পীরও হযরতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছিলেন।[১০৫]

(রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 13

১০৩ আবু সা'ঈদ মুবারক ইবনে আলী (মাখযূমী) ছিলেন, কামিল বুযুর্গ ব্যক্তি। হযরত খাযিরের সাথে ছিলো তাঁর বন্ধুত্ব। হাম্বলী মাযহাবযুক্ত এবং শায়খ আবুল হাসান আল-হাক্কারীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ ও খিলাফত অর্জন করেন। হযরত গাউসুল আযম তাঁর থেকে খিলাফত খিরকা অর্জন করেন। যখন হযরত গাউসুল আযম আল্লাহর সাথে এমর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে স্বয়ং খাওয়ানো ও পান করানো হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছু খাব না ও পান করব না।' তখন তিনিই তাঁকে পানাহার করালেন। ৫১৩ হিজরীতে তিনি ওফাত বরণ করেন।

১০৪ " وأخذ الخرقة الشريفة من يد الإمام رفيع المقام القاضي ابن أبي سعيد المبارك المخرمي " আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; professor Shetha al-Dargazelli and Dr. louay Fatoohi, Ibid, p.8

"Shaikh 'Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) became the pupil of Abu 'l-Khair Hammad ibn Muslim ibn Duruh ad-Dabbas, and from him he acquired knowledge of the Spiritual path [Tariq]. From him he received his basic training, and with his help he set out on the spiritual journey. May Allah be well pleased with him them both. Shaikh 'Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) took to wearing the noble tattered cloak [Khirqa], which he received from al-Qadi [the Judge] Abu sa'id al-Mubarak al-Mukharrimi." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 14

এ ব্যাপারে মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) বলেন যে,

ثم ألبسني الخرقة بيده- الامام عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه الخرقة ومنح الاجازة من القاضي أبي سعيد المخرمي " মোল্লা আলী কারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

১০৫ ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে কালাইদ আল জাওয়াহের এর প্রণেতা আত-তাদিফি (রাহ.) বলেন যে, “It was al-Qadi [the Judge] Abu Sa'id al-Mukharrimi, referred to above, who said: "'Abd al-Qadir al-Jili wore a tattered cloak [Khirqa] that he received from me, and I wore a tattered cloak that I received from him, so each of us obtained blessing by means of the other."[১০৬]

সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরি বলেন যে,

قلا تدالجر حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ک ایک دوسر ےےتبرک حاصل کر نے کے یے میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور انھوں نے مجھ کو خرقہ پنایا۔[١٠٧]

সিররুল আসরারের ইংরেজি অনুবাদ ‘*The secret of secrets*’ এর ভূমিকাতে এ ব্যাপারটি এসেছে যে, “Abu sa’id al-Muharrami said, ‘indeed, Abdul Qadir al-Jilani took the dervishes cloak from my hand, but I as well received my cloak of service form his hand”[১০৮]

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর তরীকতের পরম্পরা

১. আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম
২. শেরে খোদা হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু ৬০০-৬৬২ খ্রি./ ওফাত ৪০ হিজরী।
৩. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু। জন্ম ৫ই শাবান, ৪র্থ হিজরি, ওফাত ১০ই মুহররম ৬১ হিজরি, ৬২৬-৬৮০খ্রি.।
৪. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু, জন্ম-৩৬ হিজরী, ওফাত-১৮ মুহররম, ৯৪ হিজরী, ৬৫৮-৭১৬ খ্রি.।
৫. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বাকের (রা.), জন্ম-৫৭ হিজরী, ওফাত-৭ জিলহজ্ব, ১১৩ হিজরী, ৬৭৬-৭৩১ খ্রি.।

---

[১০৬] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 15

[১০৭] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[১০৮] Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.119

Dhaka University Institutional Repository

৬. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক (রাহ.), জন্ম-৮০ হিজরী, ওফাত-১৫ রজব, ১৪৮ হিজরী, ৬৯৭-৭৬৫ খ্রি.।
৭. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মূসা কাযিম (রাহ.), জন্ম-১২৯ হিজরী, ওফাত-২৫ রজব, ১৮৩ হিজরী, ৭৪৬-৭৯৯ খ্রি.।
৮. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আলী আর রিযা (রাহ.), জন্ম-১৫৩ হিজরী, ওফাত-২মহররম, ২০২ হিজরী, ৭৭০-৮১৭ খ্রি.।
৯. হযরত সায়্যিদুনা মা'রূফ কারখী (রাহ.), ওফাত-২০০ হিজরী, ৮১৬ খ্রি।
১০. হযরত সায়্যিদুনা সাররি সাকতী (রাহ.), ওফাত-৮৬৭ হিজরী।
১১. হযরত সায়্যিদুনা আবুল কাসেম জুনাঈদ বাগদাদী (রাহ.), ওফাত-২৭ রজব, ২২৮-২৯৮ হিজরী, ৮৫০-৯২০ খ্রি.।
১২. হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী (রাহ.), ওফাত-১৭ জিলহজ্ব, ৩৩৫ হিজরী।
১৩. হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফাদল আবদুল ওয়াহেদ তামিমী (রাহ.)।
১৪. হযরত সায়্যিদুনা আবুল ফারাহ্ আত-তারতূসী (রাহ.)।
১৫. হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান আলি ইবনে মুহাম্মদ আল হাক্কারী (রাহ.)।
১৬. হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ মোবারক মুখাররামী (রাহ.), ওফাত ৫১৩ হিজরী।
১৭. হযরত পীরানে পীর সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)।[১০৯]

এই সিলসিলাকে 'সিলসিলাতুয যাহাব' বা 'স্বর্ণ সিলসিলা'ও বলা হয়।[১১০]

মাযহাব

একবার ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ.) রুহানিভাবে হুযুর আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁকে হাম্বলী মাযহাব অনুসরণ করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। গাউসে পাক উত্তরে দুটি বিষয় উল্লেখ করেন যা সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরি তাঁর গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেন যে,

"প্রথমত হাম্বলী মাযহাবের লোকজন পৃথিবীতে এমনিতেই অল্প। আমি যদি হানাফি মাযহাব গ্রহণ করি তবে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী আরো কমে যাবে। দ্বিতীয়ত- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

---

[১০৯] শরীফ মুহাম্মদ ফাযিল আল-জিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; ড. আব্দুর রাজ্জাক কিলানী, প্রাগুক্ত, ১২৫; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; *মাসিক তরজুমান*, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রি. সংখ্যা, ১৪৩৫ হি., পৃ. ৩৫; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 14; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[১১০] মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, *غوث اعظم*, ইদারুতুল ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.) গরিব ছিলেন। আমি নিজেও গরিব। এবং আমার নানা রাসূল পাক (সা.)ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গরিব অবস্থা অন্বেষণ করতেন। আর দোয়া করতেন যে, আয় আল্লাহ আমাকে আপনি গরিব অবস্থায় রাখেন এবং ওফাত দেন, কিয়ামতের ময়দানে গরিবদের সাথে রাখিয়েন।"[১১১]

চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী

তিনি ছিলেন খুব সুন্দর চেহারার অধিকারী। অতি বিনম্র, দয়ালু ও মিষ্টি-মধুর আচরণ ছিল তাঁর। অতিথিপরায়ণতা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ ছিল তাঁর প্রকৃতিগত গুণ। ব্যক্তিগত কারণে কখনো তিনি রাগান্বিত হতেন না, তবে আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে তাঁর ক্রোধ ও আত্মসম্মানবোধের কোন অভাব হতো না। বাদশাহ, শাসক বা আমীর-ওমারাদের দরবারে কখনো যেতেন না, তাদের কোন উপহারও গ্রহণ করতেন না।[১১২] সমকালীন প্রতাপশালী খলীফা ও শাসকদের অন্যায় আচরণ ও কার্যকলাপের ব্যাপারে সবসময় তাদের সতর্ক করতেন।

বাক্যে সংযম ছিল হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর চরিত্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন দেশ হতে আগত শিক্ষার্থী ও জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান ব্যতীত তিনি অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু বলতে তিনি অতিশয় সংকোচবোধ করতেন। আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি উপদেশই বা দিতে যাবেন কেন? শৈশবকাল হতেই তো তিনি এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে পরিচারিত হয়ে আসছেন। এক্ষেত্রেই বা এটার ব্যতিক্রম হবে কেন? পক্ষান্তরে বহু কষ্ট স্বীকার করে দূর-দূরান্ত হতে যারা তাঁর অমৃতবাণী শ্রবণের জন্য আগমণ করতেন, তাঁরা শুধু সওয়ালের জবাব শুনেই পরিতৃপ্ত হতে পারছেন না, আরও নসীহত শ্রবণের জন্য তারা অধীর হয়ে থাকত।

একদিকে শাসকদের দুর্নীতি, আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা, ধর্মের প্রতি জনসাধারণের উদাসীনতা, মুতাযিলা ও বিদআতীদের ফিতনা-ফ্যাসাদ, ধনীদের গগণচুম্বী মনোরম অট্টালিকা ও নানাবিধ বিচিত্র আয়েশ সামগ্রী; অপরদিকে অনাহারে অর্ধাহারে ক্লিষ্ট অসহায় দরিদ্রের কষ্ট হযরতের কোমল প্রাণে

---

[১১১] ایک یہ کہ حنبلی مذہب مقل ین کی کمی باعث ضعیف ہوپکا تھا- دوسرے یہ امام احمد بن حنبل مسکین ہیں میں بھنمسکین ہوں اور میرے نانا رسول الله صلے الله علیہ وسلم نے ھبی الله تعالے ے مسکینی طلب کی تھی اور دعا کی تھی کہ اے الله مجے مسکینی کی حالت میں رکھ اور اسی حالت میں مار اور قیامت کے روز مسکینوں کے ساتھ اٹھا
সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[১১২] মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

নিদারুণভাবে আঘাত করত। তাঁর তেজোদীপ্ত এবং সংস্কারপন্থী সংকল্প এ সকল বিভেদ ও কুসংস্কারের ভিত্তিমূলে বার বার চরম আঘাত হানতে লাগল। তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য প্রথম দিকে তাঁকে অসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাঁর অটল-অবিচল নির্ভরশীলতা এবং অপূর্ব সহিষ্ণুতার গুণে তিনি সকল প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে সক্ষম হন।

নবীজীর (সা.)-এর আদেশে বিবাহ

রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিকভাবে আদেশ আসার আগ পর্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নি। অবশেষে বিয়ে করার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করার পর তিনি ৫০ মতান্তরে ৫১ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত শিহাব উদ্দীন উমর সোহরাওয়ার্দী তাঁর "আওয়ারিফুল মা'য়ারিফ" গ্রন্থের ২৪ নং অধ্যায়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশে গাউসে পাকের বিবাহের বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।[১১৩] অন্যান্য বিভিন্ন কিতাবেও সেটি বর্ণিত হয়েছে।[১১৪]

সম্মানিত সহধর্মীনীগণ

১. মীর মোহাম্মদের কন্যা হযরত বিবি মদিনা (রাহ.);
২. মোহাম্মদ শাফীর কন্যা হযরত বিবি সাদেকা (রাহ.);
৩. হযরত বিবি মুমিনা (রাহ.) ও
৪. হযরত বিবি মাহ্বুবা (রাহ.)।

সন্তান-সন্তুতি

---

[১১৩] قال الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي في كتاب "عوارف المعارف" أن الشيخ عبد القادر قال له بعض الصالحين : لم تزوجت؟ قال : ما تزوجت حتي قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم تزوج - শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[১১৪] "The following account is provided by the Shaikh of the Sufits, Shaikh Shihab ad-Din 'Umar as-Suhrawardi. In the twenty-first chapter of his book, 'Awarif al-Ma'arif [Bounties of Divine Knowledge], he informs us: We have heard that one of the righteous once said to Shaikh 'Abd al-Qadir: 'Why did you get married?' The Shaikh replied: 'I did not take a wife, until Allah's Messenger (Allah bless him and give him peace) told me: You must get married!" Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 174

Dhaka University Institutional Repository

“আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) ৫২১ হিজরীতে ৫১ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। কারো মতে ৫০ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন।[১১৫] তাঁর চার স্ত্রীর গর্ভে ২৭ পুত্র ও ২২ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।[১১৬]
১। সৈয়দ সায়্যিদ উদ্দীন, ২। সৈয়দ শরফউদ্দীন, ৩। সৈয়দ ঈসা, (ওফাত ৫৭৩হি.) ৪। সৈয়দ আব্দুল রাজ্জাক, (৫২৮-৬০৩হি.) এই চার পুত্র হযরত বিবি মদিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

৫। সৈয়দ আব্দুল আজিজ, (৫৩২-৬০২হি.) ৬। সৈয়দ আব্দুল ওহাব, (৫২২- ৯৩হি.) ৭। সৈয়দ সেরাজউদ্দীন, ৮। সৈয়দ আব্দুল জাব্বার, (ওফাত ৫৭৫হি.) ৯। সৈয়দ শামস্ উদ্দীন, ১০। সৈয়দ তাজউদ্দীন, এই ছয় পুত্র জন্মেছিলেন হযরত বিবি সাদেকার গর্ভে।

১১। সৈয়দ আব্দুল্লাহ, (৫০৮-৮৭ বা ৮৯হি.) ১২। সৈয়দ ইব্রাহীম,(মৃ. ৫৯২) ১৩। সৈয়দ আবুল ফজল, ১৪। সৈয়দ মোহাম্মদ জাহেদ, ১৫। সৈয়দ আবু বকর জাকারিয়া, ১৬। সৈয়দ আব্দুর রহমান, ১৭। সৈয়দ মোহাম্মদ,(মৃ. ৬০০হি.) এই সাতজন পুত্র হযরত বিবি মুমেনার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

১৮। সৈয়দ ইয়াহিয়া,(৫৫০-৬০০হি.) ১৯। সৈয়দ জিয়াউদ্দীন, ২০। সৈয়দ ইউসুফ, ২১। সৈয়দ আব্দুল খালেক, ২২। সৈয়দ সায়ফর রহমান, ২৩। সৈয়দ মোহাম্মদ সালেহ, ২৪। সৈয়দ হবিবুল্লাহ, ২৫। সৈয়দ মনসুর, ২৬। সৈয়দ আব্দুল জব্বার, ২৭। সৈয়দ আবু নসর মুসা (৫৩৯-৬১৮হি.)। এ দশজন পুত্র হযরত বিবি মহবুবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১১৭]
এখানে লক্ষণীয় যে, ৮ নং পুত্র ও ২৬ নং পুত্রের একই নাম দেখা যাচ্ছে। হুজুর গাউসে পাকের আউলাদগণের মধ্যে সকলেই বিদ্যান ও বুজুর্গ ছিলেন এবং সাধনা ক্ষেত্রে তাঁরা শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন।

হজরত গাউসে পাক (রাহ.) তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকের বিদ্যাশিক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ সেকালের বুজুর্গগণের তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষার সুব্যবস্থা গ্রহণ

---

[১১৫] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[১১৬] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; ড. আব্দুর রাযযাক কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

[১১৭] মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; এডাম হানি ওয়াকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.-১০৯-১১০; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। হযরত বড়পীর সাহেবের পূণ্যবান পুত্রগণের কেউ কেউ বাগদাদ শরীফে এবং কেউ আবার বাগদাদ শরীফের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছেন। মহান পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সকলেই ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে আত্মানিয়োগ করেছিলেন। দুনিয়ার সকল দেশ হতে বহুলোক হাদিস, তাফ্সীর, ফিক্হ্ প্রভৃতি ইসলামী শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য তাঁদের নিকট গমনাগমণ করতেন।[১১৮]

তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র হয্রত শয়খ 'আবদুল ওহ্হাব ৫২২ হিজরীতে ভূমিষ্ঠ হন। ৫৪৩ হিজরীতে বড় পীর সাহেব তাঁকে মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করেন। বড় পীর সাহেবের পরলোক গমনের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত (সজ্জাদানশীল) হন।"[১১৯] তবে সৈয়দ আবদুল্লাহ গাউসে পাকের বড় সন্তান বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।[১২০]

"চল্লিশ বছর বিবাহিত জীবনে তিনি মোট ৪৯ জন সন্তান-সন্তুতি লাভ করেন।[১২১] তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গাউসে পাক (রাহ.)-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন।"[১২২]

---

[১১৮] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৬১-৬৭

[১১৯] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫; আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[১২০] ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

[১২১] "In his Ta' rikh [History], Ibn an-Njjar informs us: "I once heard 'Abd ar-Razzaq, the son of Shaikh 'Abd al-Qadir al-Jili, say: "'Forty-nine children were born to my father, twenty-seven of thems males, and the rest of them females." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 174

[১২২] মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *মাসিক তরজুমান*, জানু.- ২০১৬ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবযাদাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহ.)

তিনি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্র বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে সৈয়দ আব্দুল্লাহকেও অনেকে সর্বজ্যেষ্ঠ বলে অভিমত দিয়েছেন। ৫২৩ হিজরীর শা'বান মাসে বাগদাদ শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বুযুর্গ পিতার নিকটই ফিক্হ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীসও তাঁরই নিকট শিক্ষালাভ করেছিলেন। যুগের আরো কয়েকজন খ্যাতনামা মাশায়েখের নিকটও তিনি ইল্ম শিক্ষা করেন। ইল্ম হাসিল করার জন্য তিনি বহু দূর-দূরান্তের দেশ সফর করেছিলেন। মোটকথা বিশ বছর বয়সে তিনি সমস্ত প্রয়োজনীয় ইল্ম শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর পিতার সাথে তাঁরই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বুযুর্গ পিতার ইন্তেকালের পরও তিনি হিদায়াতের মুস্নাদে সমাসীন থেকে আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাগণকে হিদায়াত ও পথ প্রদর্শন করেন। তিনি ফাত্ওয়াও প্রদান করতেন। তাঁর ওয়ায অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং প্রাঞ্জল হত। তাঁর ওয়াযের বিশেষ সৌন্দর্য ছিল যে, তাতে ইল্মী ও রূহানী উপকারিতার সাথে সাথে কিছু কিছু রসিকতা এবং কৌতুকও থাকত। তিনি নিতান্ত মধুরভাষী ছিলেন। এমন কি তাঁর উপাধিই 'মধুরভাষী' পড়ে গিয়েছিল। বহু মাশায়িখও তাঁর নিকট হতে ফায়েয হাসিল করেছিলেন। বাগদাদের বিখ্যাত আলিম ও বুযুর্গ শরীফ হুসাইন বাগদাদী, আহ্মদ ইব্নে আবদুল ওয়াসে ইব্নে আমীর তাঁরই শাগরিদ ছিলেন।[১২৩]

তিনি খুব্ পবিত্র ও উত্তম আখ্লাকের অধিকারী ছিলেন। নিতান্তই দয়ালু এবং সদালাপী ছিলেন, দানশীলতার গুণেও খুব বিখ্যাত ছিলেন। কোন প্রার্থীকে কখনও খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। গরীব ও মিস্কীন লোকদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন। ৫৯৩ হিজ্রীর ২৫ শে শাওয়াল বাগদাদ শরীফেই ওফাত প্রাপ্ত হন। তাঁর সাহেবযাদা শায়খ আবদুস্ সালাম ৫৪৮ হিজরীর ৮ই যিলহজ্জ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১১ হিজ্রীর রজব মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনিও বুযুর্গ পিতার ন্যায় পূতচরিত্র ও পবিত্র অন্তরবিশিষ্ট বুযুর্গ লোক ছিলেন। হাম্বলী মায্হাবের অনুসরণকারী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপি শিক্ষকতার কাজে মশ্গুল ছিলেন।

---

[১২৩] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ হাফিয আবদুর রায্যাক (রাহ.)

তিনি আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র। ৫২৮ হিজরীর ১৮ই যিল্কদ তারিখে ভূমিষ্ট হন। তিনিও ফিক্হ্ শাস্ত্র ও হাদীস বুযুর্গ পিতার নিকট হতে শিক্ষালাভ করেন। আরো বহু মশ্হুর মুহাদ্দেসীনে কিরামের নিকটও হাদীস শরীফ শিক্ষালাভ করেন। তিনি হাদীসের হাফেয ছিলেন। এজন্যই তাঁকে হাফেয বলা হত। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণকারী এবং মাদরাসায় শিক্ষকতাও করতেন। পরবর্তী বহু মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাঁর নিকট হতে হাদীসের ইজাযত লাভ করেন।

তিনি নিতান্তই পূতচরিত্রের অধিকারী ছিলেন, বিনয়ী এবং নম্র স্বভাববিশিষ্ট বুযুর্গলোক ছিলেন। লোকের সঙ্গে অধিক মিলামেশা করতেন না। অধিকাংশ সময় নির্জনেই কাটাতেন। তালিবে ইল্ম এবং শাগরিদগণের প্রতি খুব স্নেহ এবং দয়া প্রদর্শন করতেন।

তিনি ৬০৩ হিজ্রীর ৬ই শাওয়াল তারিখে ইন্তিকাল করেন এবং বাগদাদ শরীফেই সমাহিত হন। তাঁর আওলাদের মধ্যে তাঁর পুত্র শায়খ সুলায়মান একজন খ্যাতনামা বুযুর্গলোক ছিলেন। ৫৫৩ হিজ্রীতে তাঁর জন্ম এবং ৬১১ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তিনি নিজের যুগে কুতুব বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আরেক ভাই শায়খ আবদুর রহিমও উচ্চ শ্রেণির বুযুর্গ লোক ছিলেন। তাঁর জন্ম ৫৪০ হিজরীর ১৪ই যিল্কদ এবং ইন্তিকাল ৬০৬ হিজরীতে। তৃতীয় ভাই শায়খ ইস্মাঈলও ইল্মে ফিক্হের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। যুহুদ্, তাকওয়া, ফকিরী এবং তসাওউফে খুব খ্যাতি অর্জন করেন এবং শরিয়তের ছিলেন কঠোর পাবন্দ। নির্জন প্রকোষ্ঠেই জীবন কাটিয়ে দেন। বাগদাদেই ইন্তিকাল করেন এবং ইমাম আহ্মদ-ইব্নে হাম্বলের কবরস্তানের পাশে সমাহিত হন। চতুর্থ ভাই শায়খ আবুল মাহাসেন ফযলুল্লাহ্ও নিজের যুগের বিখ্যাত আলেম ছিলেন। ৬০৬ হিজরীতে তাতারীদের হাতে শহীদ হন।[১২৪]

আর এক পুত্র শায়খ আবু সালেহ, দ্বীনের শ্রেষ্ঠ আলেম, সূফী ও বুযুর্গ লোক ছিলেন। হাম্বলী মায্হাবের অনুসারী ছিলেন। ৫৩৪ হিজ্রীর ১৪ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষকতার কাজ করতেন। তৎকালীন খলিফা আয্যাহ্রু বিল্লাহ্ তাঁকে 'কাযিউল কুযাতের' পদে নিযুক্ত করেছিলেন। খলিফার জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর খলিফা

---

[১২৪] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

মুন্তাছির বিল্লাহ্ খিলাফাতের আসনে আরোহণের চার মাস পরেই তাঁকে এই পদ হতে অপসারিত করে হয়। তিনি উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ্, মুহাদ্দিস, আবিদ, যাহেদ, বাগ্মী, লেখক, মধুরভাষী ওয়ায়েয এবং উত্তম তার্কিক ছিলেন। তাঁর ধর্মীয় জ্ঞান ছিল অপরিসীম।

শায়খ আবদুল আযীয (রাহ.)

তিনিও হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অন্যতম সাহেবযাদা। হযরতের ইন্তিকালের পরই এই সন্তান তাঁর শিক্ষকতার কাজের সিল্সিলা জারি রেখেছিলেন এবং তাঁর হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের মুস্নাদ অলংকৃত করেছিলেন। যুগের বহু শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কিরাম তাঁর নিকট হতে দ্বীনি ইল্ম হাসিল করেন। তিনি অতিশয় খোদাভীরু, পরহেয্গার, শরীয়তের পাবন্দ এবং কঠোর সাধনা ও মুজাহাদার অধিকারী বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি খুবই নীরব জীবন যাপন করতেন। ৫৮০ হিজরীতে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে 'জেবাল' নামক স্থানে চলে যান এবং ৬০২ হিজ্রীর ১৮ই রবিউল আউয়াল সেখানেই ইন্তিকাল করেন ও সমাহিত হন। তাঁর আওলাদের মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ অতি উচ্চ স্তরের বুযুর্গ লোক ছিলেন।[১২৫]

শায়খ ঈ'সা (রাহ.)

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আওলাদের মধ্যে তিনি ফাছাহাত, বালাগাত, কবিত্ব জ্ঞানবত্তা ও সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ পর্যায়ের লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় বুযুর্গ পিতা ছাড়াও শায়খ আবুল হাসান আরমা হতেও হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি শিক্ষকতার কাজে মশগুল ছিলেন এবং উত্তম ওয়ায়েয, মুফতী ও উচ্চ পর্যায়ের লেখক। ইল্মে তাসাওউফ বিষয়ে 'জাওয়াহেরুল আস্রার' ও 'লাতায়েফুল আন্ওয়ার' নামক দুইটি কিতাবও রচনা করেন। বাগদাদ হতে তিনি মিসরে চলে যান, তথাকার অনেক মাশায়িখ তাঁর নিকট হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন।[১২৬]

কবিতা ও কবিত্বের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ ঝোঁক। এখনও তাঁর অনেক কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ৫৭৩ হিজ্রীর ১২ই রমযান ইন্তিকাল করেন।

শায়খ আবদুল জাব্বার (রাহ.)

---

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[১২৬] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্র বুযুর্গ পিতার নিকট এবং হাদীস শাস্ত্র শায়খ আরসাফুর ও শায়খ কাযায়ের নিকট অধ্যয়ন করেন। রিয়াযত ও মুজাহাদায় খুব সূফী ও বুযুর্গ লোক ছিলেন। শরীয়তের কঠোর পাবন্দী করতেন। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল খুবই সুন্দর। পূর্ণ যৌবনকালে ৫৭৫ হিঃ ২৯শে যিল্‌হাজ্জ মাসে বাগদাদেই ওফাতপ্রাপ্ত হন এবং হালাবা মহাল্লায় হযরত গাউসে পাকের মুসাফিরখানায় সমাহিত হন।[১২৭]

শায়খ ইয়াহ্‌ইয়া (রাহ.)

তিনিও অত্যন্ত বুযুর্গ ছিলেন। নিজের বুযুর্গ পিতা ছাড়াও যুগের বিখ্যাত শায়খ মোহাম্মদ আবদুল বাক্বীর (রাহ.) নিকট ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। অতঃপর শিক্ষকতার কাজও করেন। বহু বুযুর্গ লোক তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন নিজের ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। অল্প বয়সেই তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে মিসরে চলে যান। মিসরেই তাঁর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, যার নাম রাখেন আবদুল কাদির। বৃদ্ধ বয়সে হযরত শায়খ ইয়াহ্‌য়া (রাহ.) পুত্রের সঙ্গে বাগদাদে ফিরে এসে এখানেই বসবাস করতে থাকেন। ৬০০ হিজ্‌রীতে ইন্তেকাল করেন এবং হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)’র মুসাফিরখানায় জ্যৈষ্ঠ ভাই শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাবের পাশে সমাহিত হন।[১২৮]

শায়খ মূসা (রাহ.)

তিনি অতিশয় নীরব এবং নম্রস্বভাব বুযুর্গলোক ছিলেন। স্বীয় বুযুর্গ পিতা এবং শায়খ সাঈদ আল্‌বান্নার নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র ও হাদীস শরীফ শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর দামেশক গমন করে তথাকার তালিবে-ইল্‌মদের জাহেরী ও বাতেনী ইল্‌মের তা’লীম দিতে থাকেন। ৬১৮ হিজ্‌রী জমাদিউস্‌সানী মাসে দামেশ্‌কেই ওফাত প্রাপ্ত হন এবং সেখানেই সমাহিত হন। ভাইদের মধ্যে সকলের শেষে তিনিই ওফাত প্রাপ্ত হন। ‘জবালে, ক্বালিউন’ নামক একস্থানে তাঁর মাযার অবস্থিত আছে বলে জানা যায়।[১২৯]

শায়খ আবদুল্লাহ (রাহ.)

---

[১২৭] প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮

[১২৮] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯ ; শায়খ আব্দুল হক্‌ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

[১২৯] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি জাহেরী ও বাতেনী ইল্‌মসমূহে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রিয়াযত ও মুজাহাদায় ছিলেন তুলনাবিহীন। নেক অভ্যাস ও সুন্দর স্বভাব বিশিষ্ট বুযুর্গ লোক ছিলেন। স্বীয় বুযুর্গ পিতা এবং হযরত সাঈদ আল্‌বান্না (রাহ.) হতে হাদীস শাস্ত্র এবং যাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বহু লোক তাঁর ছোহ্‌বতে থেকে ফায়েয লাভ করেন। তিনি ৫০৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজ্‌রী ৫৮৯ সালে সফর মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর পবিত্র মাযারও বাগদাদেই অবস্থিত।[১৩০]

শায়খ ইব্‌রাহীম (রাহ.)

তিনিও অত্যন্ত মিস্‌কীন প্রকৃতির সূফী স্বভাব বিশিষ্ট বুযুর্গ লোক ছিলেন। ইবাদত ও রিয়াযতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। অধিকাংশ সময় নির্জনে বসে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে কান্নাকাটি করতেন। ফিক্‌হ ও হাদীস শাস্ত্র নিজের বুযুর্গ পিতার খিদমতেই অধ্যয়ন করেন। বহুলোক তাঁর নিকট এসে ইল্‌ম হাসিল করেছেন। শেষ বয়সে তিনি ওয়াসেত চলে গেলেন এবং সেখানেই ৫৯২ হিজ্‌রীতে ইন্তিকাল করেন।[১৩১]

শায়খ মুহাম্মদ (রাহ.)

তিনিও নিজের যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ লোক ছিলেন। নিজের বুযুর্গ পিতা হতে ফিক্‌হ এবং শায়খ সাঈদ আল্‌বান্না (রাহ.) হতে হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বহু বুযুর্গ লোক তাঁর নিকট হতে ফায়েয লাভ করেছেন। ৬০০ হিজরী সনে তিনি বাগদাদ নগরীতে ইন্তিকাল করেন এবং হালাবার কবরস্থানে সমাহিত হন।

স্বীয় ইন্তিকাল সম্পর্কে পূর্ববহিতকরণ

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) পরিবারের সদস্যদের কাছে তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করেন। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে তাঁর অনেক প্রিয় বান্দাহদের নিকট তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভিন্ন ইলহাম চলে আসে। আর গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) ছিলেন ওলীকুল সম্রাট। এ ব্যাপারে Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam and some Qadiri walis গ্রন্থে এসেছে যে,

---

[১৩০] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
[১৩১] এডাম হানি ওয়াকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

"All walis can read what are written in Lawh-e-Mahfuz (the guarded Tablet in which all past and future, events have been recorded by Providence). They, therefore, know when and how they have to pass from this world to the next. Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam being the Sultan of all walis knew perfectly well when the event of his transition would take place and informed the members of his holy family about it."[১৩২]

ইন্তিকাল

প্রকৃতির বিচিত্র ঐক্য এই যে, যে বারে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছিলেন, সেই বারেই হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ইন্তিকাল হয়। সোমবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্মবিদারক ইন্তিকাল হয়েছিল, সেই সোমবারেই ১১ই রবিউস্‌সানী, ৫৬১ হিজ্‌রী সনে ৯১ বছর বয়সে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) পরলোক গমন করেন।[১৩৩] কারো মতে আবার তিনি ৪৭১-৫৬১হি. মোট ৯০ বছর[১৩৪] হায়াত পেয়েছিলেন। হযরত আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.)-এর মতে তিনি ৫৬২ হিজরীতে ৯১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[১৩৫] ইন্তিকালের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য। রবিউস সানী মাসের ৮ তারিখ, শনিবার[১৩৬] ইন্তিকাল করেছেন বলেও মত পাওয়া যায়। আবার অনেক কিতাবে ১০, ১১, ১৩, ও ১৭ই রবিউস সানীর যে কোন একদিন তাঁর ওফাত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। তবে অধিকাংশই ৯ তারিখ অথবা ১১ তারিখ এ দুটিকে সঠিক বলে ধরে নিয়েছেন। যদিও উপরোক্ত তারিখগুলোর যে কোনটিই তাঁর ইন্তেকাল দিবস হওয়ার সম্ভাবনা বর্ণনার আলোকে দেখা যায়।

---

[১৩২] Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 52

[১৩৩] মোল্লা আলী কারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪; মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, *মাসিক তরজুমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; ড. আব্দুর রাযযাক কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

"The last words of His Holiness were, "I solicit the help of God." His Holiness then recited the name of Allah three times and the noble soul ascended the throne of God. It was the 11th of Rabi ll, 561 A.H. (1166 A.C.)." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p.-53

[১৩৪] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

[১৩৫] শায়খ আব্দুল হক্‌ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪

[১৩৬] Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets,* Ibid, p.44

Dhaka University Institutional Repository

আবার মোল্লা আলী কারী (রাহ.) গাউসে পাকের ইন্তিকাল ১১ তারিখ হয়েছেন বলতে নারাজ।[১৩৭] আল্লাহ পাকই সর্বাধিক ভালো জানেন।

আবার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তার কিতাবে দুটি তারিখের উল্লেখ করেছেন,

قال ابن الجوزي: توفي ليلة السبت ثامن شهر ربيع الآخر سنة إحدى و ستين وخمسمائة ودفن من وقته بمدرسته، وبلغ تسعين سنة، وسمعت أنه كان يقول عند موته: رفقاً بي، فقام يقول: وعليكم السلام أجيء إليكم أجيء إليكم، قال: وسمعت من يحيى أنه قال عند موته: أنا شيخ كبير ما وعدنا بهذا.

قال ابن النجار بسنده إلى أن قال: توفي عاشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمسمائة ولة تسعون سنة. وقال: وصلى عليه ولده عبد الوهاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.[১৩৮]

কিন্তু তা ঠিক হবার সম্ভাবনা খুব কম। কেননা বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিগণ হতে ১১ই রবিউস্‌সানীই রেওয়ায়ত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র মুসলিম এবং অমুসলিম দেশসমূহে তাঁর ভক্তবৃন্দ এ ১১ই রবিউস্‌সানীকেই তাঁর ইন্তিকালের তারিখ মেনে তাতে তাঁর বার্ষিক ওর্‌স্‌ শরীফ উদ্‌যাপন করে থাকেন। ইন্তিকালের পূর্বেই হযরত গাউসুল আযম (রাহ.) তাঁর ইহলোক হতে পরলোক যাত্রার কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে পরিবারের লোকদেরকে খবর দিলে সবারই শরীর রোমঞ্চিত হয়ে কম্পন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ডাঙ্গার মাছের মত সকলে মাটির উপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। শোক, কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর তবিয়ত অসুস্থ হয়ে পড়ল। রবিউস্‌সানী মাসের প্রথম দিকে রোগ কঠিন হয়ে উঠে এবং অবশেষে ১১ই রবিউস্‌সানী তারিখের সেই সময়টুকু নিকটবর্তী হয়ে পড়ল, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর রূহ মোবারক ঊর্ধ্বজগতের দিকে উড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

ইন্তিকালের পূর্বক্ষণে হযরত বড়পীর সাহেব নতুনভাবে গোসল করলেন। ইশার নামায আদায় করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সিজ্‌দায় পড়ে রইলেন। পরিবারের সমস্ত লোক ও মুরীদদের জন্য দো'আ করলেন এবং কয়েকবার পাঠ করলেন-

اللّهم اغْفِرْ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الخ

"ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণকে ক্ষমা করুন, ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের প্রতি রহম করুন।"[১৩৯]

---

১৩৭ মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৩৮ ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সেজদা হতে মাথা উঠাবার সঙ্গে সঙ্গে গায়েব হতে আওয়ায আসিল-

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِيْ عِبَادِىْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِىْ

"হে প্রশান্ত নাফ্স্! নিজের পরওয়ারদিগারের নিকট ফিরে এসো; এমন অবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব আমার বান্দাগণের দলে শামিল হয়ে যাও এবং আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।"[১৪০]

সবার অগোচরে আজরাঈল ফিরিশতা তাঁর শিয়রে উপস্থিত হয়ে সালাম প্রদান করলেন। সালামের উত্তর দিয়ে তিনি চোখ উন্মিলন করে আগন্তুকের প্রতি তাকালেন। আজরাঈল ফিরিশতা একখণ্ড লিপি তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন। তাতে আরবি ভাষায় লিখিত ছিল "হাযাল মাকতুবু মিনাল মুহিব্বি ইলাল মাহবুবি।" অর্থাৎ 'এ পত্র প্রেমিকের নিকট হতে প্রেমাস্পদের কাছে প্রেরিত হলো।' হে বন্ধু! বিরহ ও বিচ্ছেদ জ্বালার অবসান কল্পে দীদারে মাহবুবের জন্য শীঘ্র উপস্থিত হও।[১৪১]
এরপর হযরত গাউসে আযম বিছানায় লম্বা হয়ে শয়ন করলেন এবং অন্তিম সময়ে এ শব্দগুলি পবিত্র মুখ দিয়ে উচ্চারণ করলেন ঃ

استعنت بلا اله الا الله سبحانه وتعالي هو الحى الذى لايموت ولا يخشى الموت، سبحان من تعزَّز بالقدرة و قهر عباده بالموت لا إله الا الله محمد رسول الله[১৪২]

"আমি সেই রাব্বুল ইয্যতের সাহায্য প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নহে। যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যুও নাই, কোন প্রকার ভয়ও নাই। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে সম্মানিত, যিনি বান্দাগণের উপর মৃত্যু-দানের বেলায় 'যবরদস্ত'। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল।"
ললাট দেশে ইন্তিকালের শীতল ঘাম এসে পড়ল এবং চেহারা মোবারকের উপর নূরের শিখা বিস্তৃত হয়ে গেল।

এ নিদারুণ ও মর্মস্পর্শী ঘটনার সংবাদ সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে এসে পৌঁছল এবং বায়ূর ন্যায় বাগদাদের প্রত্যেকটি অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ল। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই এই হৃদয়-বিদারক সংবাদে মুচড়ে পড়ল। যেন সকলের হৃদপিণ্ড ধড়ফড় করতে লাগল, হাত কাঁপতে লাগল, চোখের

---

[১৩৯] ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
[১৪০] আল কুরআন, ৮৯ : ২৭
[১৪১] মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪; আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২; হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
[১৪২] ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখে সারা দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। শোক-দুঃখের ও অস্থিরতার কোন সীমা রইল না। দলে দলে মানুষ অস্থির ও পেরেশান অবস্থায় উচ্চস্বরে বিলাপ ও চীৎকার করতে করতে দৌড়ে পবিত্র আস্তানা শরীফে এসে পৌঁছল। অল্পক্ষণের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার হাজার হাজার বান্দা সমবেত হয়ে গেল। ওফাতের পরক্ষণে তৎক্ষণাৎ খাদেমগণ হযরতকে গোসল দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবরও খনন করা হল। অতপর ইসলামের দীপ্তিমান চন্দ্রকে যমিনের নীচে কবরে নামানো হল এবং লাহাদের উপর ৯ খানি কাঁচা ইট সাজিয়ে উহার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং তারপরেই কবরে মাটি পূর্ণ করে দেওয়া হয়। এই পুরো কাজে তরীকতের বন্ধুরা ও মুরীদগণ অংশগ্রহণ করলেন। কোন কোন কিতাবে পাওয়া যায় যে, তাঁর ইন্তিকালের পর ভক্তবৃন্দের অব্যাহত চাপে তাঁর কাফন-দাফন সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে যাওয়ায় ছেলে আবদুল ওহাব (রাহ.) তার জানাযার নামাযে ইমামতি করিয়ে পরিবারের সদস্যরা অতি সংগোপনে রাতের বেলা তাঁকে দাফন করেন।[১৪৩] ইন্তিকালের রাতেই মাদরাসার চত্বরে তাঁকে দাফন করে মাদরাসার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।[১৪৪]

সকাল বেলা ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসে মাযার যিয়ারত করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। তাঁর ইন্তিকাল খলীফা মুসতানজিদ বিল্লাহর শাসনামলে হয়। তাঁকে আবু সাঈদ আল মুখাররমী (রাহ.)-এর 'বাব আল-আজায' নামসহ দরজা বিশিষ্ট যে ঘর ছিলেন সেই ঘরে দাফন করা হয়।[১৪৫] বাগদাদ শহরে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মাযার শরীফ আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। সেই মাযার যিয়ারত করে আল্লাহ্ তা'আলার হাজার হাজার বান্দা আজো ফায়েয লাভ করে ধন্য হচ্ছেন।

---

[১৪৩] ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬; মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, *Shaikh Abd Al-Qadir Al-Jilani*, প্র. ২০০৫খ্রি. স্টিজটিং নুরানী ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, আমস্টারডাম, নেদারল্যাণ্ড, পৃ. ১৪৫; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫; হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[১৪৪] " ولكن أبواب المدرسة ظلت مغلقة حتي علا النهار ففتحت للناس " ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

[১৪৫] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
"Abu sa'id al-Mukharrimi had a well-kept little schoolhouse by the portico Gate [Bab al-Azaj]. This building was placed at the disposal of our master, Shaikh 'Abd al-Qadir." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 16

Dhaka University Institutional Repository

চতূর্থ অধ্যায়
ইসলামের প্রচার-প্রসারে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ রচনা

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) যেমন তাব্লীগ ও হিদায়েতের সিল্সিলা জারি করে গেছ্নে, তদ্রুপ তিনি স্বীয় যুগের এবং পরবর্তীকালীন মুসলমানদের জন্য বহু ধর্মীয় কিতাবও রচনা করে গেছেন। তাঁর রচিত কিতাবগুলো শরীয়ত ও মা'রিফাতের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রামাণ্যরূপে মুসলিম সমাজে গৃহীত রয়েছে। হুযুর গাউসে পাকের লিখনীগুলোও তাঁর জ্ঞান-গভীরতা এবং অসাধারণ বেলায়তের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাদি অনুসারে হুযুর গাউসে পাক প্রায় ৬৯ টি কিতাব রচনা করেছেন।[১৪৬] তন্মোধ্যে নিম্নলিখিত কিতাবগুলো সবিশেষ প্রসিদ্ধ-

১. আল গুনিয়াতু লি তালিবি তারিকিল হক্ব। ফিক্হ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব। পাক-ভারত উপমহাদেশ ও মিসরসহ অন্যান্য দেশেও ছাপা হয়েছে।
২. ফুতূহুল গায়িব।। তরীকত ও মা'রিফাত শাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ।
৩. আল-ফাতহুর রাব্বানী। তাঁর সেসব ওয়ায়ের সংকলন যেগুলো লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশ সহ অন্যান্য দেশেও ছাপা হয়েছে।
৪. সিররুল আসরার ওয়া মাযহারুল আন্ওয়ার ফী-মা ইয়াহতাজু ইলায়হিল আবরার।
৫. বাশায়িরুল খায়রাত। দরূদ শরীফ সংক্রান্ত আলোচনা।
৬. জালাউল খাতির ফিল বাত্বিনি ওয়ায্ যাাহির।
৭. আল-আওয়াকীত ওয়াল হিকাম।
৮. আল-ফুয়ূযাতুর রাব্বানিয়্যাহ।
৯. তাফসীরে জিলানী।
১০. আল-মাওয়াহিবুর রাহমানিয়্যাহ।
১১. আদাবুস্ সুলূক ওয়াত্ তাওয়াস্সুল ইলা মানাযিলিল মুলুক।
১২. ইগাসাতুল আরিফীন ওয়া গায়াতুল ওয়াসিলীন।
১৩. রদ্দুর রাফাদ্বাহ্।

---

[১৪৬] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬, ৮৭; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৭; ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭; সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *تفسير الجيلاني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮; মাও. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *মাসিক তরজুমান*, ফেব্রুয়ারী- ২০১৩ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ.২০-২১; সৈয়দ শাহ জেলাল মুরশেদ কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

১৪. মারাতিবুল ওয়াজুদ।
১৫. দু‘আউ ওয়া আওরাদুল ফাত্হিয়্যাহ্ঃ দো’আ-উল বাসমালাহ।
১৬. মাকাতিব, এটি ফারসী ভাষায় তাঁর পত্র সংকলন।
১৭. আল-হিযবুল কবীর।
১৮. রিসালাতুন ফিল আসমা-ইল আযীমাহ্।
১৯. আত্বত্বরীকু ইলাল্লাহ্।
২০. আওরাদুল আইয়্যামি ওয়াল আওকাত।
২১. দিওয়ান-এ-গাউসিয়্যা, এটি ফারসী ভাষায় লিখিত তাঁর কবিতা সংকলন, যাতে তরীকতের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।
২২. ‘ইমদাদে ইয়াওমিয়া’ তরীকতপন্থীদের জন্য সঞ্জীবণী গ্রন্থ।
২৩. কিতাবুন ফিল ফিকহি ওয়াত্ তাসাওউফ।
২৪. ইদরাবে মুসতাফীযাহ্ ও
২৫. সালাতুশ শরীফ।

হুযুর গাউসে পাক কাব্য রচনায়ও দক্ষ হস্ত ছিলেন। তাঁর ‘কাসীদাহ্-ই লামিয়াহ্’ (কাসীদাহ্-ই গাউসিয়া) বিশ্বে খুব প্রসিদ্ধ এবং অতি ভক্তি সহকারে পঠিত হয়।

শায়খ জিলানী (রাহ.)-এর আরও কিতাব ছিল। কিন্তু সেগুলো আমরা পাইনি। বাগদাদে ৬৫৬ হিজরীতে মোঙ্গলদের আক্রমণের প্রেক্ষিতে অনেক মূল্যবান বই চিরতরে হারিয়ে যায়।[১৪৭] বাগদাদ লাইব্রেরির অমূল্য সব বইয়ের সলিল সমাধি ঘটে দজলা নদীতে। তাই শায়খ জিলানী (রাহ.)-এর যেসব বইয়ের একাধিক কপি বাগদাদের বাইরে ছিল, কেবল সেগুলোই বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

[১৪৭] তাকিউদ্দিন ইবন তাইমিয়্যা আল হাররানী, *রিসালাতু শারহু কালিমাতি মিন ফুতুহুল গায়ব*, অনু. আব্দুল্লাহ যোবায়ের, ঐতিহ্য প্রকাশনী, প্র. মে ২০১৮খ্রি., ঢাকা, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

রচনাবলী মূল্যায়ন

ফুতুহুল গায়িব

এ গ্রন্থে সূফীতত্ত্ব ও মারিফাতের নিগূঢ় রহস্যাদি এবং মূল্যবান উপদেশ সম্বলিত ৭৮টি ভাষণ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটিতে সর্বমোট ৮০টি ভাষণ অন্তর্ভূক্ত। শেষোক্ত অর্থ্যাৎ ৭৯তম ও ৮০তম ভাষণ দুইটি গাউসে পাক (রাহ.)-এর সাহেবজাদা হযরত সৈয়দ আবদুল ওয়াহাব (রাহ.) কর্তৃক রচিত। যা পরবর্তীতে এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১২৮১ হিজরীতে মিশর থেকে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ.) স্বীয় মুর্শিদে কামেলের নির্দেশ অনুসারে গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া পরবর্তীতে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি অনূদিত হয়।[১৪৮]

আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুগুলো সাধারণত উপদেশাবলী নির্ভর। ৮০টি ভাষণ মোট ৮০ টি পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত। প্রায় প্রতিটি পরিচ্ছেদ একেক বিষয়ের উপদেশ ও নসীহত সম্বলিত আলোচনা। এই গ্রন্থটির ভেদতত্ত্ব ও রহস্যের আলোচনা মানুষের জন্য সুপথ খুজে পাওয়ার এক মহান দিকপাল। ফুতুহুল গায়িবের কিছু অধ্যায়ের বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরছি-

সর্বদা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা

তিনি বলেন- "তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এর আদেশ পালন করবে, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবে না। আল্লাহ পাককে এক জানবে এবং তাঁর সঙ্গে ও তাঁর কাজে অন্য কাউকেই অংশীদার মনে করবে না। তিনি যা চান তাই করেন; যা ইচ্ছা করেন তাই আদেশ করেন। সকল প্রকার দোষ থেকে তাঁকে পাক-পবিত্র মনে করবে। কখনো তাঁর দূর্ণাম করবে না এবং তাঁকে দোষারোপ করবে না। তাঁকে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দ্বীন ইসলামকে সত্য বলে মনে করবে এবং বিশ্বাস করবে, কখনো সন্দেহ পোষণ করবে না। কোন বিপদ ঘটলে সবর করবে, কখনও অধৈর্য, অস্থির এবং অসুন্তুষ্ট হবে না। ঈমানের ওপর অবিচল থাকবে; পলায়ন করবে না কোন অবস্থাতেই। আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকবে। তাতে ক্লান্ত, লজ্জিত ও অসুন্তুষ্ট হবে না। সেই প্রার্থনা মঞ্জুরীর জন্য শান্ত চিত্তে অপেক্ষা করবে, অধীর কিংবা অস্থির হবে না এবং কখনো নিরাশ হবে না। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও

[১৪৮] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

মিত্রতা এবং সদ্ভাব বজায় রাখবে, কখনও শত্রুতা পোষণ করবে না। **আল্লাহ** পাকের ইবাদতের জন্যে সকলে একত্রিত হবে, বিচ্ছিন্ন ও জামাআত ছাড়া হবে না। আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে সকলকে বন্ধু মনে করবে। স্বীয় নফসের বা কুপ্রবৃত্তি ও কামনার জন্যে কাউকেই শত্রু ভাববে না। সব ধরনের পাপাচার থেকে পবিত্র থাকবে। দুর্গন্ধময় পাপ কাজে লিপ্ত হবে না। আল্লাহ পাকের তাবেদারী করার জন্যে সর্বদা সুসজ্জিত থাকবে, তাঁর দ্বার পরিত্যাগ করে দূরে যাবে না। বিপদ ও কষ্ট পেয়েছ বলে তাঁর দরবার থেকে বিমুখ হবে না, পাপ থেকে তওবা করতে এবং গাফলতি বা আলস্য পরিত্যাগ করতে বিলম্ব করবে না। দিবা-রাত্রি তোমার অপরাধের জন্যে তোমার প্রভূর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে ত্রুটি করবে না এবং বিরক্ত হবে না।"[১৪৯]

দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করা

দুনিয়ার অন্যায়-অবিচার, লোভ ও সর্বময় নশ্বর দুনিয়ার মিথ্যা আসক্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন- "যখন তুমি দুনিয়াকে, দুনিয়াদারদের হাতে তার সাজ-সজ্জার সাথে (যা নিতান্ত অস্থায়ী ও তুচ্ছ) তার ধোকাবাজী, প্রতারণা, নম্রতা ও অভ্যন্তরীণ কঠোরতার সাথে, তার প্রতি আসক্ত ব্যক্তির সাথে, দুনিয়াদারদের সঙ্গে তার ব্যবহার রীতির সাথে, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সাথে তাকে দেখতে পাবে তখন তুমি এটা ধারণা করবে যে, সেই দুনিয়ারদার ব্যক্তি মল ত্যাগ করার জন্যে একটি ময়লাযুক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত স্থানে উলঙ্গ হয়ে বসেছে এবং সে স্থান থেকে তীব্র ও অসহনীয় দুর্গন্ধ আসছে। এ অবস্থায় তুমি সে ব্যক্তিকে উলঙ্গ দেখতে আপন চক্ষু বন্ধ কর নাই এবং সে স্থানের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে স্বীয় নাসিকাও বন্ধ কর নাই। অতএব যখন তুমি দুনিয়া ও দুনিয়ারদারকে দেখবে তখন দুনিয়ার জাঁকজমক থেকে স্বীয় চক্ষু বন্ধ রাখবে এবং দুনিয়ার কামনা-বাসনার গন্ধও যেন তোমার নাসিকায় না আসতে পারে, সেজন্য স্বীয় নাসিকাকেও বন্ধ করবে। যেন তুমি দুনিয়া থেকে, তার কষ্টদায়ক ও মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পার অথচ

---

[১৪৯] وأطيعوا ولا تمرقوا، ووحدوا ولا تشركوا، ونزهوا الحق ولا تتهموا، وصدقوا ولا تشكوا، واصبروا ولا تجزعوا، واثبتوا ولا تنفروا، واسألوا ولا تسأموا، وانتظروا وترقبوأ ولا تيأسوا، وتواخوا ولا تعادوا، واجتمعوا على الطاعة ولا تتفرقوا، وتحابوا ولا تباغضوا، وتطهروا عن الذنوب وبها لا تدنسوا ولا تتلطخوا، وبطاعة ربكم فتزينوا، وعن باب مولاكم فلا تبرحوا، وعن الإقبال عليه فلا تتولوا، وبالتوبة فلا تسوّفوا، وعن الاعتذار إلى خالقكم في آناء الليل وأطراف النهار فلا تملوا، فلعلكم ترحمون وتسعدون، সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), فتوح الغيب, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭; আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *ফুতুহুল গায়িব*, (অনুবাদ ও সংকলন- মাও. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.), *হযরত গওসুল আযমের অমর বাণী*), আন নুর ও বারকাতী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ৪৮-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়া থেকে যা তোমার প্রাপ্য তাও যেন তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারে এবং তা তোমার সহ্যও হয়।”[১৫০]

আল্লাহর আদেশে পরিচালিত হওয়া

আল্লাহ পাকের কাজে সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর সিদ্ধান্তেই খুশি থাকা, সমস্ত অবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছা ও কাজের উপর সন্তুষ্ট থাকার ব্যাপারে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) গুরাত্বারোপ করে বলেন যে-

“যখন তুমি যে হালে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্থায় থাকো সে হাল পরিত্যাগ করে উঁচু বা নিচু অন্য কোন হাল অবলম্বন করোনা। যখন তুমি বাদশাহর অট্রালিকার দ্বারে হাযির হবে তখন তাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবে না; যে পর্যন্ত তোমাকে তাতে প্রবেশ করতে বাধ্য না করা হয় সে পর্যন্ত দ্বারেই দন্ডায়মান থাকবে, অর্থাৎ তোমাকে কঠোর আদেশ না করলে তুমি তাতে প্রবেশ করবে না। যদি ঘরে প্রবেশ করার জন্যে তোমাকে শুধু অনুমতি প্রদান করা হয় কেবল সে অনুমতিতে যথেষ্ট মনে করবে না। কারণ এ ধরনের অনুমতি বাদশাহর কৌশল হতে পারে। অতএব যে পর্যন্ত তোমাকে বাধ্য করে প্রবেশ না করায়, সে পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে এবং বাদশাহর সন্তুষ্টি অর্জনে মনোনিবেশ দিবে। বাদশাহর কার্যের দ্বারা তোমাকে বাধ্য করা হলে তখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে। যখন বাদশাহ এভাবে স্বেচ্ছায় এবং কাজে বাধ্য করে তোমাকে স্বীয় দরবারে প্রবেশাধিকার প্রদান করবেন তখন তিনি তোমাকে শাস্তি বা দোষারোপ করবেন না। কারণ তুমি নিজে কোন আকাঙ্ক্ষা না করলে, তোমার লোভ প্রকাশ না পেলে এবং তুমি অধৈর্য না হলে এবং যে অবস্থায় তোমাকে আল্লাহ পাক রাখেন তাতে অসন্তুষ্ট না হলে, কখনোই তোমার কোন কষ্ট হবে না। যখন তুমি এভাবে শাহী দরবারে প্রবেশ করবে এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে তখন তুমি অবনত মস্তক ও নির্বাক, নিস্তব্ধ

---

[১৫০] قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا رأيت الدنيا في يدي أربابها بزيتها وأباطيلها وخداعها ومصائدها وسمومها القتالة، مع لين مس ظاهرها، وضراوة باطنها وسرعة إهلاكها، وقتلها لمن مسها واغتربها وغفل عن وليها وعيرها بأهلها ونقض عهدها، فكن كمن رأى انساناً على الغائط بالبراز بادية سوأته وفائحة رائحة، فأنك تغض بصرك عن سوأته، وتسد أنفك من رائحته ونتنه، فهكذا كن في الدنيا، إذا رأيتها غض بصرك عن زينتها، وسد أنفك عما يفوح من روائح شهواتها ولذاتها، فتنجو منها ومن آفاتها، وصل إليك قسمك منها وأنت مهنأ، قال الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى). আল কুরআন, ২০ : ১৩১; সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), فتوح الغيب, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে; দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং নীচের দিকে থাকবে, একান্ত আদবের সাথে থাকবে এবং যে কার্যে বা সেবায় তুমি নিযুক্ত হও, তার প্রতি মনোযোগী থাকবে।”[১৫১]

ধন-সম্পদের মোহ পরিত্যাগ করা

ধন-সম্পদের মোহ থেকে বেঁচে থাকতে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর ভক্তবৃন্দকে অনেক উৎসাহিত করতেন। তিনি দুনিয়ার এই ধন-সম্পদের মোহের যন্ত্রনাদায়ক দিকগুলো উল্লেখ করে বলেন যে-

“যদি আল্লাহ পাক তোমাকে ধন-সম্পদ প্রদান করেন তবে তুমি সে ধন-সম্পদের মমতায় আত্মহারা হয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদত ভুলে যেতে থাকো। ধন-সম্পদ দাতাকে ভুলে ধন-দৌলতের প্রতি আসক্তির দরুন তোমাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে তখন দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ পাক তোমাকে আপন নৈকট্য থেকে বিচ্ছেদে ফেলে রাখেন। অনেক সময় পুনরায় সে ধন-সম্পদ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তোমার অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলেন, তোমাকে ভিক্ষুকে পরিণত করেন। যদি তুমি সে ধন-সম্পদের প্রতি আসক্ত না হয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদতের প্রতি আসক্ত থাকো, তখন সে ধন-সম্পদ আল্লাহ পাক তোমাকে দান করবেন এবং তুমি যতই ব্যয় কর সে ধন-সম্পদ থেকে এতটুকুও হ্রাস পাবেনা। সে ধন-রত্ন তোমার খাদেম হবে এবং তুমি মওলার খাদেম হবে। তখন তুমি দুনিয়াতে নাজ্ ও নেয়ামত বা সুখ ও সম্পদের সাথে জীবন যাপন করবে এবং আখেরাতেও সম্মানে, জান্নাতে ছিদ্দীক, শহীদ এবং ছালেহগণের সঙ্গে বাস করবে।”[১৫২]

---

[১৫১] قال رضى الله تعالى عنه وارضاه: إذا كنت في حالة لا تختر غيرها أعلى منها ولا أدنى، فإذا كنت على باب دار الملك لا تختر الدخول إلى الدار حتى تدخل إليها جيرًا لا اختيارًا، وأعني بالجبر أمرًا عنيفًا متأكدًا متكررًا، ولا تكتف بمجرد الإذن الدخول، لجواز أن يكون ذلك مكرًا وخديعة من الملك، لكن اصبر حتى تجير على الخول فتدخل الدار جبرًا محضًا وفضلاً من الملك، فحينئد لا يعاقب الملك على فعله، إنما تتعرض العقوبة لك لشؤم تخيرك وشرهك، وقلة صبرك وسوء أدبك، وترك الرضا بحالتك التي أقمت فيها، فإذا حصلت فكن مطرقًا غاضًا لبصرك متأدبًا، محافظًا لما تؤمر به من االشغل والخدمة فيها غير طالب للترقي إلى الذروة العليا. قال الله عزوجلَّ. وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى আল কুরআন, ২০ : ১৩১; সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), فتوح الغيب, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[১৫২] قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا أعطاك الله عزَّوجلَّ مالاً فاشتغلت به عن طاعته حجبك به عنه دنيا وأخرى، وربما سلبك إياه وغيرك وأفقرك لا شتغالك بالنعمة عن امنعم، وإن اشتغلت بطاعته عن المال جعله لك موهبة ولم ينقص منه حبة واحدة وكان المال خادمك وأنت خادم المولى، فتغيش في الدنيا مدللاً وفي

Dhaka University Institutional Repository

তাকদীরের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া

বিপদ ও দুঃখ কষ্টে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাকতে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) আরো বেশি আলোকপাত করেছেন, এ ব্যাপারে তিনি বলেন যে-

"নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা কোন সুখ ও সম্পদ অর্জনের এবং দুঃখ ও বিপদ দূরীভূত করার চেষ্টা করবে না। কারণ যদি সেসব সুখ ও সম্পদ তোমার অদৃষ্টে থাকে, তবে তুমি তা লাভ করার কামনা ও সাধনা কর বা না কর, তা তোমার নিকট পৌঁছবে। তদ্রুপ দঃখ ও কষ্ট যদি তোমার ভাগ্যে থাকে এবং তোমার অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে তাও তোমার নিকট অবশ্যই পৌঁছবে। সে বিপদের প্রতি তুমি নারাজ থাক কিংবা দোয়ার দ্বারা তা দূর কর অথবা তাড়াতাড়ি কর, সবই এক সমান। অতএব কি সম্পদের সময়, কি বিপদাপদের সময় অর্থাৎ তাঁর প্রতি তুমি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। যদি আল্লাহ পাক তোমাকে নেয়ামত প্রদান করেন, তবে শোকর আদায় করবে এবং যদি বিপদগ্রস্ত করেন তবে সবর অবলম্বন করবে অথবা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও কার্যে সন্তুষ্ট থাকবে বা বিপদকে সুখ ও সম্পদ মনে করবে।[১৫৩]

আখিরাতে যেই ঈমানের নূরের দ্বারা দোযখের আগুন নিভে যাবে, সেই ঈমানের নূর দুনিয়াতেও মানুষের মধ্যে আছে। যার দ্বারা তাবেদারের ও গুনাহগারের পার্থক্য হয়। অবশ্যই সেই নূরের দ্বারা বিপদের আগুনও নিভে যাবে। অর্থাৎ যার ঈমানের নূর প্রবল হবে সে বিপদের কষ্ট অনুভব করবে না। অতএব তুমি যদি সবর অবলম্বন কর এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছার সঙ্গে ঐক্য বজায় রাখ, তবে তোমার নিকট যে মুসিবত এসেছে তার কঠোরতা ও কষ্ট লাঘব হবে।

অতএব বিপদ তোমাকে ধ্বংস করতে আসে না; শুধু তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যে আসে, তোমার ঈমানকে মজবুত করার জন্যে, তোমার বিশ্বাসের মূল ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্যে সেই বিপদের হাকীকতের শুভ সংবাদ মওলার নিকট থেকে পৌঁছাতে এবং তোমার সবর অবলম্বনের কারণে আল্লাহ পাক সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তোমাকে সম্মান দেয়ার জন্যে এসে থাকে।

العقبى مكرمًا مطيبًا في جنة المأوى مع الصديقين والشهداء والصالحين সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), فتوح الغيب, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৫৩ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تختر جلب النعماء ولا دفع البلوى، فالنعماء واصلة إليك إن كانت قسمك استجلبتها أو كرهتها، والبلوى حالَّةٌ بك إن كانت قسمك مقضية عليك سواء كرهتها أو رفعتها بالدعاء أو صبرت وتجلدت لرضا المولى، بل سلم في الكل، فيفعل الفعل فيك، فإن كانت النعماء فاشتغل بالشكر، وإن كانت البلوى فاشتغل بالتصبر والصبر، সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), فتوح الغيب, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং যখন আল্লাহ পাকের উপর তোমার ঈমান প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং তোমার ঈমানের বলে আল্লাহ পাকের কাজে তুমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সন্তুষ্ট থাকতে সক্ষম হবে এবং এসব কিছু আল্লাহ পাকের প্রদত্ত তৌফিকের দ্বারা অর্জিত হবে, তখন এ অবস্থায় তুমি সত্য সাবির (সহিষ্ণু), মোওয়াফেক (আল্লাহ পাকের সাথে ঐক্য) এবং মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হয়ে থাকবে। তোমার সম্পর্কে বা অন্যের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের আদেশ ও নিষেধের অতিরিক্ত নতুন কাজ তুমি নিজে সৃষ্টি করোনা। যখন আল্লাহ পাকের হুকুম আসবে তখন তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করবে এবং সে হুকুম পালনে তুমি সর্বশক্তি নিয়ে যত্নবান হবে, দ্রুত করবে, আপন শক্তি পরিচালনা করবে, পরিশ্রম ও সাধনা করবে, আলস্য করবেনা, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরের এবং তাঁর কাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে অলস হয়ে নীরবে বসে থাকবে না। বরং আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে নিজের শক্তি-সামর্থ পরিচালনা করবে।"[১৫৪]

আল্লাহর সিদ্ধান্তে কৃতজ্ঞ থাকা

সমস্ত অবস্থায় আল্লাহর প্রতি শোকর আদায় করতে হবে। তাঁর প্রতি কোন অভিযোগ করা যাবে না, কোনো আক্ষেপ করা যাবে না, এই ব্যাপারে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন-

"তোমার কোন কষ্ট ও ক্ষতি উপস্থিত হলে শত্রু-মিত্র কারো নিকট সে সম্পর্কে দূর্ণাম বা অভিযোগ করবে না। তোমার মধ্যে ও তোমার সম্পর্কে আল্লাহ পাক যা করেন এবং তোমার উপর যদি তিনি কোন বিপদ উপস্থিত করেন, তবুও কখনো আল্লাহ পাকের দূর্ণাম করবে না, বরং সুনাম ও শোকর আদায় করবে।

তোমার নিকট আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামত আছে যার পরিচয় তুমি রাখ না। অতএব সৃষ্টির কোন কিছুর মধ্যে মন বসাবে না। আর কোন জাগতিক বস্তুর সঙ্গে অন্তরের ভালবাসা জন্মাবেনা। তুমি যে হালে ও যে অবস্থায় আছো তা কারো নিকট প্রকাশ করবে না। আল্লাহ পাকের ভালোবাসা তোমার অন্তরে জন্মাবে এবং তাঁর পথে তুমি শান্তি প্রাপ্ত হবে। তুমি এবং আল্লাহ পাক, এ দু'জন ব্যতীত তৃতীয় কাউকে তুমি দেখবে না। সার কথা এই যে, অন্য কারো সঙ্গে তোমার ক্ষতি অথবা লাভের, লাভ উপার্জনের কিংবা ক্ষতি দূর করার, সম্মানের কিংবা অসম্মানের, উন্নতি অথবা অবনতির, ফকিরী বা আমীরির, গতি কিংবা স্থিতির কোন সম্পর্ক নেই। বস্তু মাত্রই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। সবকিছুই তাঁর হাতে কয়েদী ও বন্দী এবং তাঁর আদেশে পরিচালিত। যে বস্তুর জন্যে যে সময় আল্লাহ পাকের নিকট নির্ধারিত হয়েছে সে সময় সে সব বস্তু পরিচালিত থাকবে। প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে। পেছনের বস্তু আগে কিংবা আগের বস্তু পেছনে আসতে

[১৫৪] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *ফুতুহুল গায়িব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

পারবে না।[১৫৫] তুমি সুখে ও বিপদমুক্ত থাকা সত্ত্বেও যদি তোমার নিকট আল্লাহ পাকের যে নেয়ামত আছে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি তুমি ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্ধ হয়ে যাও, তখন আল্লাহ পাক তোমার প্রতি রাগান্বিত হন এবং তোমার নিকট থেকে সে নেয়ামত ছিনিয়ে নেন, তোমার বিপদ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন, তোমার প্রতি শাস্তি কঠিনতর করেন, তোমাকে শত্রুতে পরিণত করে ফেলেন, কৃপা-দৃষ্টি থেকে তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করেন।

অতএব আল্লাহ পাকের দূর্ণাম বান্দাহ কি কারণে করবে? আল্লাহ পাক দয়াবানগণের উপর দয়াবান, একান্ত সুবিচারক, ধৈর্যাবলম্বী, সর্বজ্ঞানী (জাহেরী ও বাতেনী সকল বিষয়ের খবর রাখেন) স্বীয় বান্দাহর প্রতি তিনি অতি মেহেরবান, দয়ালু, কখনো তিনি বান্দাহর প্রতি জুলুম করেন না। যদি বান্দার ইচ্ছা, কামনা, আশা এবং প্রীতির বিরুদ্ধে কখনো কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, তা বান্দাহর কল্যাণের খাতিরেই হয়ে থাকে। যেভাবে চিকিৎসক রোগীর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে রোগীর মতের পরিপন্থী ও সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে অনেক ঔষধ সেবন করান। কিন্তু বস্তুত সে চিকিৎসক বন্ধু, দয়ালু, মেহেরবান ও আত্মীয়, জালেম নন। কেউ কি কখনও আপন পিতা-মাতার প্রতি নির্দয়তা ও জুলুমের অভিযোগ করে? দয়া ও স্নেহ পিতা মাতার স্বভাব। যখন আল্লাহ পাক পিতা-ম্াাতা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিত্য দয়াবান ও স্নেহময়, তখন কিভাবে আল্লাহ পাক জালেম ও নির্দয় বলে দূর্ণাম করা সম্ভব?

সকল বস্তুর হাকীকতের ইলম আল্লাহ পাক তোমার নিকট থেকে গোপন রেখেছেন। যখন তুমি বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞাত তখন নিজে সে বস্তুর ভাল-মন্দের বিচার করে বেয়াদবী করোনা। কোন বস্তুকে উপকারী অথবা অপকারী মনে করবে না, যা কিছু তোমার উপর উপস্থিত হয় তৎসমুদয়কে যদি তুমি তাকওয়ার অবস্থায় থাক তাহলে কল্যাণকর কিংবা অকল্যাণকর বিচার করতে শরিয়তের তাবেদারী করবে, এটি প্রথম পদক্ষেপ। যদি বেলায়েতের অবস্থায় থাক, অর্থাৎ যদি তোমার কামনা বিনাশ হয়ে থাকে তবে বাতিনের হুকুম প্রতিপালন করবে এবং সে হুকুমের অতিরিক্ত কিছু করবে না, এটি দ্বিতীয় পদক্ষেপ। আর যদি তুমি আবদাল, গাউস এবং সিদ্দীকের অবস্থায় থাক, তবে আল্লাহ

[১৫৫] قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه: الوصية لا تَشْكُوَنَّ إلى أحد ما نزل بك من خير كائنًا من كان صديقًا أو عدوًا ولا تتهمن الرب عزَّوجلَّ فيما فعل فيك وأنزل بك من البلاء، بل أظهر الخير والشكر، فكذبك بإظهارك للشكر من غير نعمة عندك خير من صدقك في إخبارك جيلة الحال بالشوى، من الذي خلا من نعمة الله عزوجل؟ قال الله تعالى: وَإن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحصُوْهَا - আল কুরআন, ১৬ : ১৮; সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), فتوح الغيب, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

পাকের সকল কার্যে রাজী এবং সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাঁর কার্যের মধ্যে ফানা হয়ে যাবে, এটি তৃতীয় বা শেষ পদক্ষেপ এবং এটিই ফকিরের শেষ সোপান।[১৫৬]

[১৫৬] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *ফাতহুল গায়িব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

আল গুনিয়াতু লি তালিবি তারিকিল হক্ক

‘আল গুনিয়াতু লি তালিবি তারিকিল হক্ক’ কিতাব রচনা করে গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) মানুষের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ কেমন হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মুসলমানদের সার্বিক আদব, শিষ্টাচার, সুন্দর আচার-ব্যবহার, ভদ্রতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার কথা এখানে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এখানে ইসলামের মৌলিক কাজ যেমন-নামায, নামাযের প্রকারভেদ, বিভিন্ন দিবস ও রজনীর নামাযের মাহাত্ম, রোযা, রোযার প্রকারভেদ, হজ্জ ও যাকাত নিয়ে তিনি লিখেছেন। এই গ্রন্থে তিনি নতুন মুসলিম অধিকার সম্পর্কেও বিশদ ব্যাখ্যা করেন। আর এসব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি পবিত্র কুরআনের প্রচুর আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীস প্রাসঙ্গিকভাবে নিয়ে এসেছেন। আমি তাঁর সেই মহামূল্যবান গ্রন্থ থেকে কয়েকটি অধ্যায়ের সামান্য সার-সংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করছি।

নতুন মুসলিমের অধিকার

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কালিমা শাহাদাত অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তার বিশ্বাসের সাক্ষ্য ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহণ করল, তাকে হত্যা করা, তার সন্তানদের বন্দী করা অথবা তার সম্পদ লুট করা হারাম। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার যা কিছু ভুলত্রুটি হয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা সেসব কিছু মাফ করে দেবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : “বলে দিন, যারা কুফরি করেছে তারা যদি এ কাজ থেকে বিরত হয় তাহলে তাদের পূর্বের সবকিছু ক্ষমা করে দেওয়া হবে।”[১৫৭]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, মানুষ যতক্ষণ না বলবে ‘আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই’ ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাব।”[১৫৮]
যখন তারা এ কালিমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সা.) স্বীকার করে নেবে, তখন তাদের জানমাল আমার দিক থেকে সুরক্ষিত হয়ে গেল। কেবল যেটা শরীয়তে হক হিসেবে

---

১৫৭ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ আল কুরআন, ০৮ : ৩৮

১৫৮ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী, *সহীহ*, কিতাব আল-যাকাত, বাবু ওযুব আল-যাকাত, দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, হাদীস নং ১৩৯৯; ইমাম আবু দাউদ, *সুনান*, কিতাব আল-যাকাত, হাদীস নং ১৫৫৬; ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৬০৭

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত করেছে তা ছাড়া (যেমন তারা যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে।) বাকী তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর নিকট। এ ছাড়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "ইসলাম তার পূর্ববর্তী গুনাহ মুছে দেয়।"[১৫৯]

সালামের মাধ্যমে ভদ্রতা ও মূল্যবোধ

সালামের সূচনা করা সুন্নাত। এর উত্তর দেওয়া সূচনা করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর ভাষা বিন্যাসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে। এ সালাম এভাবে দেওয়া যায়– "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।" অথবা আলিফ-লাম উহ্য রেখে এভাবেও দেওয়া যায়, "সালাম 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।" এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা.)বর্ণনা করেন যে, একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে এসে বললেন– আস্‌সালামু 'আলাইকুম। তখন তিন এর প্রতিউত্তর দিলেন এবং সে বসে পড়ল। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দশটি। এরপর আরেকজন এসে বললেন, আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।" তখন তিনি এর প্রতিউত্তর দেন। সে বসে পড়ে। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ত্রিশ। অর্থাৎ ত্রিশটি পুণ্য।

সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো হেঁটে যাওয়া ব্যক্তি সালাম দেবে বসে থাকা ব্যক্তিকে। সওয়ারী বা গাড়ীতে আরোহণকারী ব্যক্তি সালামের সূচনা করবে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তির ওপর। একদল লোকের পক্ষ থেকে একজন লোক অন্যদের সালাম দিলেই চলবে। এমনিভাবে একদল লোকের পক্ষে একজন উত্তর দিলেই হবে। কোন অবস্থাতেই কোন মুশরিক ব্যক্তিকে প্রথমে সালাম দেবে না। তবে যদি কোন মুশরিক সালাম দেয়, তবে উত্তরে বলবে : ওয়া 'আলাইকা। হ্যাঁ, কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে সালামের জবাব দেওয়ার সময় বলবে ওয়া আলাইকুমুস সালাম, যেমনটি তাকে সালাম দিয়েছে। তবে উত্তরে ওয়া বারাকাতুহ পর্যন্ত বাড়িয়ে বলা উত্তম। যদি কোন মুসলিম আরেকজন মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলে "সালাম" তাহলে এর জবাব দেবেনা, বরং তাকে বুজিয়ে

---

[১৫৯] "ما يجب الإسلام قبله" সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *গুন্‌ইয়াতুত্ ত্বালেবীন*, অনুবাদ- ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, এপ্রিল-২০১২ খ্রি., খণ্ড-১ম, পৃ. ১০-১১; সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *الغنية لطالبي طريق الحق*, আল-মাকতাবা আল-তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, খণ্ড ০১, পৃ. ০৮

Dhaka University Institutional Repository

দেবে যে, এটা ইসলামী কায়দায় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন হয় না। কারণ এটা কোন সম্পূর্ণভাব প্রকাশক কথা নয়।

নারীদের বেলায় একে অপরকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব (শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়); তবে কোন পুরুষ কোন যুবতী নারীকে সালাম দেওয়া মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। যদি সে বেপর্দা নারী হয় তাহলে অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে শিশু-কিশোরদের সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। কারণ এতে তাদেরকে আদব শেখানো হয়। অনুরূপভাবে যদি কেউ কোন বৈঠক থেকে উঠে যায়, তার জন্য সবাইকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। এমনিভাবে কেউ মজলিসে ফিরে আসলে সালাম দেবে, এটা মুস্তাহাব। আবার যদি কারও সাথে দরজা অথবা দেয়ালের আড়ালে পর আবার দেখা হয় তাহলেও সালাম দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনিভাবে কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে সালাম দেওয়া হলো, এরপর দ্বিতীয়বার দেখা হলে আবার সালাম দিবে। তবে যারা কোন পাপকাজে লিপ্ত, তাদেরকে সালাম দেবে না। যেমন ধরুন, একব্যক্তি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে যারা দাবা, জুয়া ইত্যাদি খেলছে, মদপান করছে অথবা লটারী, তাদেরকে সালাম দেবে না। তবে যদি তারা সালাম দেয় তাহলে তাকে সালামের উত্তর দিতে হবে। হ্যাঁ, যদি মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে, তাদের সালামের উত্তর না দিলে তা তাদের ওইসব নাফরমানী কাজের জন্য ধমকের কাজ করবে, তাহলে সালামের উত্তর দিবে না। কেউ তার মুসলিম ভাইবোনের সাথে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ করবে না। তবে কেউ যদি বেদ'আত, গুমরাহী ও পাপের মধ্যে নিমজ্জীত হয়, তাহলে তাদের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন রাখাই শ্রেয়। আর সালামের মাধ্যমে মুসলিমের সাথে বন্ধ হয়ে যাওয়া যোগাযোগ পুনস্থাপন করা যায়। মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইদের সাথে মুসাফাহা করা মুস্তাহাব। হাত মিলানোকে মুসাফাহা বলা হয়। অপরজন তার হাত সরিয়ে নেওয়ার আগে নিজের হাত সরিয়ে আনবে না; যদি সে মুসাফাহার প্রথম উদ্যোগী হয়ে থাকে। যদি পরস্পর গলাগলি করে এবং একে অপরের মাথায় চুম্বন করে, হাতে চুমু খায়, বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে– তবে তা জায়েয। তবে মুখে চুম্বন করা মাকরূহ।[১৬০]

ন্যায়বিচারক রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান, মাতাপিতা, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, পরহেযগার ও সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এর প্রমাণ হচ্ছে এই হাদীসটি: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম সা'দ (রা.) কে আহলে কুরায়যার বিষয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি

---

[১৬০] সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *الغنية لطالبي طريق الحق*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল বর্ণের একটি গাধায় চড়ে আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (قومو الى سيدكم) "তোমাদের সর্দারের উদ্দেশে দাঁড়াও।"

এছাড়াও আরেকটি হাদীস এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, এটি বর্ণনা করেছেন 'আয়েশা (রা.)। তিনি বলেছেন, মহানবী সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যখন ফাতেমা (রা.) এর গৃহে যেতেন তখন তিনি মহানবীর উদ্দেশে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তার হাত ধরতেন এবং তাঁকে চুমু খেতেন এবং তাঁর নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন। আবার ফাতেমা (রা.) যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম'র কাছে আসতেন, তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুমু খেতেন এবং তাঁর নিজের জায়গায় তাঁকে বসাতেন। এছাড়া বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه "যদি কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করেন তাহলে তোমরা তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে।" এ ছাড়াও এভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালে মনে মমতা-ভালবাসার উদ্রেক হয়। কল্যাণকামী ও ভাল লোকের জন্য এই সম্মান প্রদর্শন তাকে প্রনোদনা জাগাবে। নাফরমান ও গুনাহগারের জন্য এভাবে সম্মান প্রদর্শন করা মাকরূহ।

আরেকটি আদব হচ্ছে হাঁচি আসলে নিজের মুখমন্ডল রুমাল দিয়ে ঢেকে নিবে। যথাসম্ভব আওয়াজকে অনুচ্চ রাখবে। হাঁচির পর আলহামদুল্লিাহ পড়বে 'রাব্বিল 'আলামীন' পর্যন্ত। এ সময় উচ্চ আওয়াজে তা উচ্চারণ করবে। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন বান্দাহ রাব্বিল 'আলামীন বলে আলহামদুল্লিাহ এর পর, তখন ফেরেশতা বলে, 'ইয়ারহামুকা রাব্বুক' এবং ডানে বামে তাকায় না। যখন কেউ তা শুনে তখন হাঁচি দিয়ে দু'আ পাঠকারীর জবাবে এটা বলা মুস্তাহাব: ইয়ারহামুকাল্লাহ! এর জবাবে আবার প্রথম ব্যক্তি বলবে, ''ইয়াহদীকুমুল্লাহ্ ওয়া ইয়াসলেহ বা-লাকুম" (আল্লাহ আপনাদেরকে সুপথ দেখান এবং আপনাদের মনকে ভাল রাখুন)। তবে যদি ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম বলে, তাহলে প্রথমজনের পক্ষে তা জায়েয হবে।
যদি হাঁচি তিনবারের বেশি দেয় তাহলে তার জবাবে কিছু বলতে হবে না। কারণ সেটা হচ্ছে বায়ূ এবং শ্বাষজনিত। সালমাহ্ ইবনুল আকওয়া (রা) বর্ণনা করেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

Dhaka University Institutional Repository

আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হাঁচির জবাব তিনবার পর্যন্ত দেবে, এর বেশি হাঁচি দিলে তা আসলে নাকের শ্বাষজনিত সমস্যা, হাঁচি নয়।"[১৬১]

যদি হাঁচি উঠে, নিজের মুখকে হাত বা জামার হাতা দিয়ে ঢেকে নেবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"কারও এলার্জিজনিত হাঁচি আসলে নিজের মুখে ঢাকনা দেবে, কারণ শয়তান নকল হাঁচির সুযোগে ভিতরে ঢুকে পড়ে।[১৬২]

প্রবেশের অনুমতি চাওয়া প্রসঙ্গ

কোন মানুষের দরজায় গেলে প্রথমে সালাম দেওয়া উচিত। বলবে, আসসালামু 'আলাইকুম। আমি কি ভিতরে আসতে পারি? এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, "বনী 'আমের-গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইল। এ সময় তিনি ঘরেই ছিলেন। সে বলল, আমি কি ঢুকব? তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খাদেমকে বললেন, বাইরে গিয়ে এই লোকটিকে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম শিখিয়ে দাও। তখন তিনি বাইরে গিয়ে ওই লোকটিকে বললে, বলো আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? ওই লোকটি কথাটি শুনল এবং বলল– আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? তখন তিনি তাকে অনুমতি দিলেন, সে ভিতরে প্রবেশ করল।" দরজার দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়াবে না। দূরেও থাকবে না। কারণ, এতে সে উত্তর শুনতে নাও পারে। তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি সাড়া পাওয়া যায় তো ভাল, নইলে ফিরে আসবে। তবে যদি এ ধারণা প্রবল হয় যে, দূরে বা ব্যস্ত থাকার কারণে গৃহকর্তা শোনেননি, তাহলে তিনবারের বেশি অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মূল প্রমাণ হচ্ছে আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বর্ণিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী। তিনি বলেছেন,

الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإن فارجع

"অনুমতি তিনবার চাওয়া যায়, এরপর অনুমতি দিলে প্রবেশ করবে, অন্যথায় ফিরে আসবে।" এ ক্ষেত্রে আত্মীয়-অনাত্মীয় বরাবর। মা–খালাদের বেলায়ও একই নির্দেশ। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু

---

[১৬১] ইমাম বুখারী, *সহীহ*, কিতাবুল আদাব, বাব بات تشميت العاطس اذا حمد الله يشتمت العاطس ثلاثا، فما زاد فهو مزكوم, খণ্ড ০৪, পৃ. ৬২১

[১৬২] إِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ ইমাম বুখারী, *সহীহ*, দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, হাদীস নং ৫৭৫৮; সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *গুন্‌ইয়াতুত্ ত্বালেবীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৪; সাইয়িদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الغنية لطالبي طريق الحق*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতেও অনুমতি চাইব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, আমি তো মায়ের সাথে একই ঘরে থাকি। তিনি বললেন, তবুও তার কাছে অনুমতি নিয়ে যাবে। সে বলল, আমি তো তার খাদেম। তিনি বললেন, "তবুও অনুমতি চাইবে। তুমি কি তাকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে?"[১৬৩]
তবে নিজের স্ত্রী অথবা যে দাসীর সাথে তার সহবাস করা জায়েয, তাদের ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। কারণ বেশিরভাগ সময়ই তাদের সাথে হাসিখুশিতে দেখা হয়ে যায়। তাদের শরীর দেখা তো তার জন্য জায়েয করা হয়েছে। তবে মুস্তাহাব হচ্ছে গৃহে বা কক্ষে প্রবেশের আগে জুতার একটু আওয়াজ করা যাতে তার আগমণ সম্পর্কে তারা জানতে পারে। ইমাম আহমাদ (র) মুসনাদে এর বর্ণনায় এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করেছেন, প্রবেশের সময় পরিবার-পরিজনকে সালাম দেবে, যাতে তার গৃহে বরকতের প্রাচুর্য ঘটে। হাদীসেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। কেউ রাতে এসে নিজ পরিবারের কড়া নাড়বে না। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এসে পরিবার-পরিজনদের ঘুম থেকে জাগানো থেকে বারণ করেছেন।

কাউকে অন্যের ঘরে অনুমতি দিলে ভেতরে যাবে এবং গৃহকর্তা যেখানে বসতে দেবে সেখানে বসবে। এমনকি যদি ওই ব্যক্তি যিম্মী বা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অমুসলিম প্রজাও হয়ে থাকে। যদি কারও কাছে এমন সময় সে হঠাৎ করে এসে পড়ে যে, তারা তখন খাবার খাচ্ছে, তাহলে খাবার খাবে না। তবে যদি আগে থেকে অভ্যস্ত হয়ে থাকে এবং জানে যে, খাবারের মালিক একজন মালিক দানশীল ও উদার ব্যক্তি, খাবার খেলে তিনি খুশি হবেন, তা হলে গ্রহণ করা যেতে পারে।[১৬৪]

পানাহারের আদব

খাবার গ্রহণকারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে খাবার শুরু করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া এবং শেষ করে তাঁর প্রশাংসা জ্ঞাপন করা। পানীয় গ্রহণের সময়ও এই নিয়ম। এটা তার খাবারের জন্য বেশি বরকতময় এবং শয়তানকে বেশি দূরে ঠেলে দেয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, মহানবীর সাহাবীগণ একবার বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না। তখন রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত তোমরা ভিন্ন ভিন্ন খাও? তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : "তাহলে তোমরা একসাথে খাবার

---

[১৬৩] সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *الغنية لطالبي طريق الحق*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
[১৬৪] সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *গুন্ইয়াতুত্ ত্বালেবীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ কর এবং আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করবে, তিনি তোমাদের খাবারে বরকত (প্রাচুর্য ও পরিতৃপ্তি) দেবেন।"[১৬৫]

পোশাকের আদব

পোশাকের ব্যাপারে শরীয়তের পাঁচটি নির্দেশনা রয়েছে : ১. প্রত্যেক 'মুকাল্লাফ'-এর ওপর হারাম (মুকাল্লাফ অর্থ যার উপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ আরোপ হহয়। যেমন মুসলিম, বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া। অমুসলিম, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের উপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয় না); ২. কারও উপর হারাম আবার কারও ওপর নয়; ৩. মাকরূহ (অপছন্দনীয়); ৪. মুবাহ (পাপও নেই, পূণ্যও নেই) এবং ৫. না করা উত্তম।

যা প্রত্যেক মুকাল্লাফ-এর ওপর হারাম তা হচ্ছে ছিনতাই, ডাকাতি বা জবরদস্তিমূলক অর্জিত পোশাক। যা কারও কারও ওপর হারাম তা হচ্ছে, রেশমি-পোশাক। এটি নারীদের জন্য বৈধ হলেও পুরুষদের জন্য হারাম। তবে নাবালেগ পুত্র শিশুর জন্য হালাল কিনা এ বিষয়ে দু'টি বর্ণনা আছে। এমনিভাবে মুশরিকদের সাথে মুসলিম পুরুষদের যুদ্ধ ও জিহাদে রেশমি পোশাক পরা সম্পর্কেও দু'টি ভিন্ন মত রয়েছে। এটা হচ্ছে মুবাহ। আর মাকুরূহ হচ্ছে এমন সীমায় পোশাক লম্বা করা যাতে তা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতায় পর্যবসিত হয়। এমনি করে যে পোশাক রেশম ও সুতার অনুপাত বুঝা যায় না; তা আধাআধি না কি একটির পরিমাণ বেশি। আর যে ধরনের পোশাক না পরা উত্তম তা হচ্ছে অদ্ভূত বা অভিনব কোন পোশাক পরা যা ওই শহর বা সমাজে প্রচলিত নয়। কাজেই অন্যদের মতই পোশাক পর উচিত যাতে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র বুঝা নয়, যাতে লোক তার দিকে আঙ্গুল না উঠায় বা গীবত না করে। কারণ এতে সে লোকের চোগলখুরি বা পরনিন্দা করার একটি উপলক্ষ হয়ে যাচ্ছে এবং প্রকারান্তরে ওই গীবতের অংশীদার হয়ে যায়।

আমাদের আলোচনার এ পর্যায়ে আরও দু'টি বিবেচনায় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে ওয়াজিব ও মানদূব তথা আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক– এ দু'ভাগে বিভক্ত করে বলতে পারি। আলোচনার সুবিধার্থে ওয়াজিব বিষয়টি আবার দু'ভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করতে চাই, এর একটি হলো আল্লাহ্‌ক হক, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানুষের হক। আল্লাহর হক হলো, মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজের গোপনীয় অঙ্গ ঢেকে রাখা। এ বিষয়ে 'দেহ আচ্ছাদন' অনুচ্ছেদে বর্ণনা আছে। আর মানুষের হক বা অধিকার হচ্ছে,

---

১৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

যেটুকু আচ্ছাদন করা শীত ও গরম থেকে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন এবং যা দিয়ে সম্ভাব্য নানাবিধ ক্ষতি থেকে দেহকে সুরক্ষা করা যায়, ততটুকু পরিচ্ছদ বা অঙ্গাবরণ ধারণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর কর্তব্য। এটা পরিত্যাগ করা জায়েয নেই। কারণ এভাবে নিজেকে আভরণহীন করে রাখা প্রকারান্তরে আত্মহননের শামিল, যা হারাম।[১৬৬]

‘উবাদাহ্ ইব্ন কাসীর বর্ণনা করেছেন ‘আব্দুল্লাহ্ আল-জারীরী থেকে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মায়মূনা থেকে। তিনি বলেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :
“আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম পুরুষ হচ্ছে তাদের নারীদের কাছে উত্তমগণ এবং আমার উম্মতের ভেতর উত্তম নারী হচ্ছে যারা তাদের স্বামীর কাছে উত্তম। এ ধরনের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন ও রাতে এমন হাজার শহীদানের পূণ্য ঊর্ধ্বজগতে প্রেরণ করা হয় যারা পরকালের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে। এ ধরনের নারীর মর্যাদা একজন সুলোচনা বেহেশ্তি হূর-এর চেয়ে এতবেশি যেমন তোমাদের সাধারণ একজনের তুলনায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর মর্যাদ! আমার উম্মতের উৎকৃষ্ট মহিলা হচ্ছে, যে তার স্বামীর যেকোন অভিপ্রায়কে হাসিখুশি মনে গ্রহণ করে সামনে আসে। তবে আল্লাহর অবাধ্যতা তথা ধর্মবিরোধী কোন কাজে স্বামীকে সমর্থন দেবে না। আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম পুরুষ হচ্ছে যে তার পরিবারকে (এখানে স্ত্রী) এমন স্নেহ-মায়া দেবে যেমন একজন মা তার সন্তানকে দিয়ে থাকে। এ ধরনের পুরুষের জন্য প্রতিদিন ও রাতে একশ শহীদানের সওয়াব লেখা হয় যারা পূণ্যলাভের উদ্দেশ্যে অবিচল থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন দিয়েছেন।”[১৬৭] তখন ‘উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ কি করে হয় যে, নারীদের জন্য এক হাজার শহীদের সওয়াব আর পুরুষদের জন্য একশ শহীদের সওয়াব? তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি কি জান না নারীরা পুরুষ থেকে বেশি বিনিময় এবং শ্রেয়তর সওয়াব লাভ করে থাকে? কারণ আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে পুরুষের সম্মানের সোপান উন্নত করবেন তার প্রতি তার স্ত্রীর সন্তুষ্টি ও দু‘আর মাধ্যমে। তুমি কি জান না, আল্লাহর সাথে শরীক করার পর সবচেয়ে জঘন্য পাপ হচ্ছে কোন মহিলা

---

[১৬৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২

[১৬৭] خيار الرجال من أمتى خيارهم لنسائهم، وخير النساء من أمتي خيرهنّ لأزواجهنّ، يرفع لكل امرأة منهنّ كل يوم وليلة اجر ألف شهيد في سبيل الله صابرين محتسبين، من أمتي من تأتى مسيرة زوجها في كل شيء يهواه يهواه ما حلا معصية الله عزوجلّ، وخير الرجال من أمتي من تلطف بأهله لطغ الوالدة بولدها، يكتب رجل منهم في كل يوم وليلة أجر ما شهيد قتلوا في سبيل الله صابرين محتسبين.

তার স্বামীর অবাধ্য হওয়া। কাজেই সাবধান! তোমরা দুই দুর্বলের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে। কারণ তাদের দু'জনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের প্রশ্ন করবেন। ইয়াতীম ও নারী বা স্ত্রী। কাজেই যে ব্যক্তি এই দু'জনার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, সে আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টিলাভ করবে এবং যে এই দু'জনার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, তার ওপর আল্লাহ্র অসুন্তুষ্টি অবশ্যম্ভবী। আর স্বামীর ওপর স্ত্রীর এমন অধিকার যেন তোমাদের ওপর আমার অধিকার। কাজেই যে আমার হক নষ্ট করল, সে আল্লাহর হক নষ্ট করল। আর যে আল্লাহ্র হক নষ্ট করল, সে তো আল্লাহ্র অসুন্তুষ্টির কারণে বরবাদ হয়ে গেল। তার আবাস হবে জাহান্নাম, আর সেটা কতই না খারাপ ঠিকানা।[১৬৮]

নাফস ও রূহ

নাফ্স ও রূহ হচ্ছে ফেরেশতা ও শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপণের দুটি স্থান। ফেরেশ্তা ক্বালবে ঢালে তাক্ওয়া বা ধর্মপরায়ণতা আর শয়তান নাফসে ঢালে পাপ-পঙ্কিলতা। তখন নাফ্স ক্বালবের নিকট আবেদন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহার করে পাপকাজ করতে। এদিকে দেহের গঠনশৈলীতে দুটি জায়গা আছে : 'আকল ও হাওয়া (বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি)। এ দুটো কোন এক গভর্নর বা প্রশাসকের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে থাকে। ওই হাকিম বা প্রশাসক হচ্ছে তাওফীক ও গুমরাহী।

আবার ক্বালবে আছে দুটি উজ্জ্বল জ্যোতি : জ্ঞান ও বিশ্বাস– 'ইলম ও ঈমান। কাজেই এসব হচ্ছে ক্বালবের অবলম্বন, অনুভূতি ও উপায়-উপকরণ। এইসব অনুসঙ্গের মধ্যে ক্বালবের অবস্থান যেন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বাদশাহের অবস্থান, সবাই তার কাছে আসে, তার হুকুমে চলে। অথবা সে যেন লাস্যময়ী প্রভাবশালী নারী, যার পাশে এসব উপায়-উপকরণ তো রয়েছে, সে তা প্রত্যক্ষ করে সেগুলোকে হেয় জ্ঞান করে, সেগুলোকে অবজ্ঞা করে।

আমি আশ্রয় চাই 'আরশ-কুরসির মালিক-এর নিকট গুমরাহ শয়তান থেকে, মন্দ ভাব থেকে, নাফসের প্ররোচনা থেকে; প্রতিটি মানুষ ও জিন্ন ঘটিত ফিত্না থেকে, লোক দেখানো এবং মুনাফেকী থেকে, প্রতিটি অহঙ্কার, বড়াই ও শিরক থেকে এবং ক্বালবে উদ্ভূত মন্দ ভাবনা থেকে। সকল কামনা ও মজা যা নফসের ধ্বংসের কারণ হতে পারে, তা থেকে। সকল বিদ'আত, গুমরাহী এবং মনের খাহেশ যা কর্তৃত্ব বিস্তার করে দেহকে আগুনের খোরাক বানাতে পারে, তা থেকে এবং সমস্ত কথা ও কাজ এবং প্রয়াস থেকে– যা 'আরশের গায়েবী বিষয়াবলীকে আড়াল করে দেয়, তা

---

[১৬৮] সাইয়িদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *গুন্ইয়াতুত্ ত্বালেবীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

Dhaka University Institutional Repository

থেকে। দিলের চাহিদা, যা বিভ্রান্ত করে দেয়, তার অনুসরণ থেকে। নফসের স্বভাব এবং নীচ চরিত্র থেকে।

আমি আশ্রয় চাই মহান রাজাধিরাজ, চিরপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান আল্লাহর কাছে–বিতাড়িত খবীস শয়তান থেকে। আশ্রয় চাই মাহপ্রেমময় আল্লাহর কাছে তাঁর শাস্তি থেকে–যখন তাঁর আনুগত্য থেকে গাফিল হয়ে পড়ি। কারণ তিনি তো আমার গর্দানের মূল ধমণী থেকেও নিকটতর। আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্ থেকে, তাঁর পরাক্রম থেকে, যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন পাপীদের ওপর। আমি পানাহ চাই তাঁরই, তাঁর ভীতিকর রূপ থেকে, যখন কিয়ামতের দিন সীমালঙ্ঘনকারীদের ওপর তাঁর পাকড়াও হবে খুব জবরদস্ত। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি তাঁরই, জলে-স্থলে তাঁর নাফরমানির ওপর লেপ্টে থাকা ঢাকনা বা পর্দা খুলে যাওয়া থেকে, মূল ও শাখা ভুলে যাওয়া থেকে, পদস্থলন, বেলেল্লাপনা আর গর্ব-অহঙ্কারের প্রতি ঝুঁকে পড়া থেকে। আনুগত্য, নৈকট্য ও কল্যাণকর কাজের শপথ ভঙ্গ করা থেকে। মন্দ সমাপ্তি এবং সকল কল্যাণ থেকে দেউলিয়া হওয়া থেকে। মন্দের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ আসলে তা গ্রহণ করা থেকে।

শয়তানকে হেয় করার স্থান হচ্ছে ভেতরের দিক বা বাতিন। আর তা হচ্ছে ক্বালব, হৃদয় ও ঈমান। যদি তুমি হেয় জ্ঞান কর, তুচ্ছ কর, দেখবে মহাদয়াময় আল্লাহ তোমাকে মদদ করছেন। যদি তুমি মহারাজাধিরাজ, দাইয়্যান হবেন তোমার আস্থা–ভরসার স্থল। তোমার আকাঙ্ক্ষা হবে মহামর্যাদাবান অনুগতশীল আল্লাহর চেহারা দেখার।

কাফিরদের সাথে জিহাদ হচ্ছে বাহ্যত তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে। তোমাকে তাতে মদদ দিবে বাদশাহ ও তাঁর সহকারিবৃন্দ, এতে তোমার আশা-প্রত্যাশা হচ্ছে জান্নাতসমূহে প্রবেশ। তুমি যদি কাফিরদের সাথে জিহাদ করতে গিয়ে মারা যাও, তাহলে তোমার পুরষ্কার হচ্ছে চিরস্থায়ী বাসস্থানে বাস করা, আর যদি তুমি শয়তানের সাথে সংগ্রাম করতে করতে মারা যাও এবং তার বিরোধিতা করতে গিয়ে তোমার হায়াত শেষ হয়ে যায় এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর, তাহলে তোমার পুরষ্কার হবে বিশ্বজগতসমূহের প্রতিপালকের চেহারা দর্শন। যদি তোমাকে কোন কাফির হত্যা করে, তাহলে তুমি হবে শহীদ। যদি তুমি শয়তানকে অনুসরণ করতে গিয়ে অথবা তার কথা মানতে গিয়ে মারা পড়, তাহলে তুমি মহাপরাক্রমশালী বাদশাহর ঘনিষ্ঠতা থেকে বিতাড়িত হবে। কাজেই দেখা যায়, শয়তানের সাথে সংগ্রামের একটি সমাপ্তি আছে, শেষ আছে। পক্ষান্তরে শয়তান ও নফসের

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : “আর আপনার প্রভূর ‘ইবাদত করুন আপনার ইয়াকীন আসা পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত)”[১৬৯]

কাজেই ইবাদত করতে হয় শয়তান ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : “তারপর অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে আর পথভ্রষ্টদেরকে এবং ইবলীসের বাহিনী সকলকে”[১৭০]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে বলেছিলেন, “আমরা ছোট জিহাদ থেকে ফিরে এসেছিহ বৃহত্তর জিহাদের দিকে।”[১৭১] এ বাণীতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন শয়তান, নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রামকে। এই সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে। এই কুমন্ত্রণাদাতা গোষ্ঠীর কুটচালের বিপদ ও জীবনের মন্দ অবসানের ভয় মনে জাগরুক রাখতে হবে। মনের এ জিহাদই হচ্ছে বড় জিহাদ এবং তা চালিয়ে যেতে হবে আমৃত্যু।[১৭২]

---

[১৬৯] আল কুরআন, ১৫ : ৯৯

[১৭০] فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوِنَ،وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ. আল কুরআন, ৪২ : ৯৪-৯৫

[১৭১] رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهَاد ইমাম বায়হাকী, *বায়হাকী*, ফাযলুন ফি তারকুদ দুনিয়া ওয়া মুখালাফাতুন নাফস ওয়াল হাওয়া, হাদীস নং ৩৮৪

[১৭২] সাইয়েদ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ.), *গুন্ইয়াতুত্ ত্বালেবীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

কাসীদাসমূহ

কাসীদা-ই-গাউসিয়া

মীর মুহীউদ্দিন শাহ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাসীদায়ে গাউসিয়া খুবই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ‘কাসীদায়ে গাউসিয়া’ যা তিনি তাঁর বিশেষ ওয়াজদ[১৭৩] অবস্থায় বলেছেন, সেগুলি তাসাওউফের জগতে অনেক গুরুত্ব বহন করে। কাসিদায়ে গাউসিয়া পড়ার আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরুদ শরীফ পড়ে নেওয়া উত্তম।[১৭৪]

কাসীদায়ে গাউসিয়া আল্লাহর হুকুমেই বলেছেন

গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর বিলায়াত সম্পর্কে এবং কখনো কখনো ওয়াজ্দ এর অবস্থায় যে কাব্যমালা বলতেন তা আল্লাহ পাকের হুকুমেই বলতেন বলে অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

গাউসে পাক তাঁর কাসিদায় বলেন যে,

وَمَا قُلْتُ حَتَّي قِيْلَ لِي قُلْ وَلَا تَخَفْ   وَأَنْتَ وَلِيٌّ فِيْ مَقَامِ الوِلَايَة

অর্থাৎ “আমি কিছুই বলি না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাকে বলা হয় যে, বলো এবং তুমি ভয় করো না। অতপর তুমি হচ্ছো বিলায়াতের জগতের অভিভাবক।”[১৭৫]

---

[১৭৩] ওয়াযদ শব্দটি আরবি, এর অর্থ হচ্ছে মত্ততা, মুর্ছা যাওয়া, অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়া, অস্থির হওয়া, অবচেতন হওয়া ইত্যাদি। ওয়াযদ সম্পর্কে সূফীবাদের প্রাচীন কিতাব ইমাম আবুল কাসিম আবদুল কারীম ইবনে হাওয়াযিন আল কুশায়রী রচিত ‘আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ’ অনুবাদক- আব্দুল্লাহ যোবায়ের, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ফেব্রু. ২০১৬ খ্রি. এর ১২৮পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে- ওয়াযদ হলো আকস্মিকভাবে এসে পড়া আর মাওয়াযিদ হলো ওজিফার ফলশ্রুতি এবং ওয়াযদ হলো তোমার হৃদয়ে যা এসে পড়ে ও যা কোনো ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা ছাড়াই তোমার উপর অর্পিত হবে। উজুদ (প্রাপ্তি) অর্জিত হয় ওয়াযদ থেকে উন্নীত হওয়ার পর। মানবীয় প্রকৃতি নির্বাপিত না হলে মহান আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। মানবীয় প্রকৃতি নির্বাপিত হওয়ার কালকেই ওয়াযদ বলে। আবুল হুসাইন আন্ নূরীর বাণীর মর্মার্থ এটাই যে, ‘আমি যখন আমার প্রভুকে পাই, তখন আমার হৃদয় হারিয়ে যায় আবার যখন আমার হৃদয়কে পাই, তখন আমার প্রভুকে হারিয়ে ফেলি। শায়খ আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামী বলেন, আমি মানসুর ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, ‘এক লোক শিবলীর কোনো এক মজলিসে বসে ছিল। সে হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করল, ‘ওয়াযদ অধিকারীদের উপর কি উজুদ (প্রাপ্তি)’র প্রভাব পড়ে? তিনি বললেন, ‘হ্যা। এটা একটি নূর, যা শাওকের আগুনের সাথে মিলে জ্বলজ্বল করতে থাকে এবং এর প্রভাব সমস্ত কাঠামোর উপর চমকে ওঠে। আবু বকর আদ্ দুক্কীকে বলা হলো, জাহম আদ্ দুক্কী সামা শোনার সময় উন্মত্ত হয়ে একটি গাছ ধরে সেটাকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলেছেন।

[১৭৪] শায়খ আল্লামা হাবিবুল্লাহ বেলালী, *খোশবু-এ-বাগে মদিনা*, প্রকাশ-৬ই ডিসে. ২০১১খ্রি., ঢাকা, পৃ. ৬৯

[১৭৫] ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি তিনি বলতেন যে, আল্লাহ তায়ালার হুকুম না আসা পর্যন্ত আমি খাই না, পান করিনা এবং কথাও বলিনা। সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরি বলেন যে,

حضرت شیخ کے قصائدا اور جو کبھی آپ نے ان کے علاوہ فرمایا ہے وہ سب اللہ تعالے کے حکم سے تھے اور خو اہش نفس سے نہ تھے حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالے مجھے قسم نہیں دیتا، نہ میں کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں اور نہ کو ئی بات کرتا مپں معلوم ہواکہ آپ کی ہر بات اذن الہی کے مطابق ہوتی ہے لہذا قصائد شریفہ بھی اذن الہی کے مطابق ہں یں-[১৭৬]

কাসীদা-ই গাউসিয়া, অনুবাদ, কাব্যানুবাদ ও বিশ্লেষণ

প্রথম কাসীদা

سَقَانِيْ الْحُبُّ كَأْسَاتِ الْوَصَالِ   فَقُلْتُ لَخَمْرَتِيْ نَحْوِىْ تَعَالَ   (১)

অনুবাদ ঃ "প্রেম ভালবাসা আমাকে মিলনের পাত্র পান করিয়েছে, তখন আমি শরাবকে বললাম, আমার দিকে ফিরে আস।"

ইংরেজি অনুবাদ :

Cups of Union the Beloved gave me to drink; so I told my Wine, advance towards me.

কাব্যানুবাদ (১) : পিরীতি আমারে মিলন-মদিরা করায়েছে পান,
বলিনু সাকীরে, "এস মোর কাছে হ'য়ে আগুয়ান।"[১৭৭]

কাব্যানুবাদ (২) : পাত্রভরা মিলন-সূরা পান করালো প্রেম আমায়,
কহিনু তাই মোর মদিরায়, "মোর পানে তুই আয়রে আয়।"[১৭৮]

কাব্যানুবাদ (৩) : এশ্‌ক মোরে পান করাল, মিলন-মদিরা
ডাক্‌লাম আমি মোর শারাবে আমার কাছে আ।[১৭৯]

---

১৭৬ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৭৭ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

১৭৮ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮

১৭৯ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (৪) : পান করালেন এশকে খোদা, পাত্র সকল পূর্ণ মানে

প্রেমকে বলি তুষ্ট হীনে, আয়রে আয় আমার পানে।[১৮০]

উক্ত শ্লোকে যে পাত্রের উল্লেখ রয়েছে তা হচ্ছে ইশ্‌ক-রূপ পেয়ালা অর্থাৎ প্রেমরূপ পাত্র। এ পাত্র প্রেমপাত্র। প্রেমাস্পদ আল্লাহর কাছ থেকে মিলন-শুরা প্রেমিকের কাছে বয়ে এনেছে আর তাঁর মুখে ঢেলে দিয়েছে। প্রেমিক এ ভরা পাত্র পান করেও পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারেননি, কারণ তাঁর প্রেম যতটা গভীর, ততটা সূরা তিনি পাননি। তাঁর প্রাপ্য আরো অনেক বেশি। তাই তিনি মিলন-শুরাকে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "আমরা আরো চাই, আরো চাই, সত্বর আমার নিকট পাত্রে পাত্রে এসে যাও।[১৮১]

বিশ্লেষণ ঃ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমের সুধা পান করেছেন এবং তা তাকে মারেফতে খোদা প্রাপ্তি এনে দিয়েছে বলে উল্লেখ করছেন।

سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِىْ فِي كُئُوسٍ فَهِمْتُ بِسُكْرَتِيْ بَيْنَ الْمَوَالِى (২)

অনুবাদ ঃ "পাত্রভর্তি সে শরাব আমার দিকে দৌঁড়ে আসে। এতে আমি আমার প্রিয়জনদের মাঝে নেশায় (ওয়াযদ) বিভোর হয়ে যাই।"

ইংরেজি অনুবাদ :

Then it moved and walked to me in cups; "In my intoxication". I understood the Friends in my midst.

কাব্যানুবাদ (১) : আসিল ধাইয়া পাত্র লইয়া মোর কাছে সাকী,

মজিয়া নেশায় সখাদের মাঝে হারাইনু জ্ঞান।[১৮২]

কাব্যানুবাদ (২) : ছুটলো বেগে, চল্‌লো সে-যে,

পাত্রে-পাত্রে মোর পানে, ঘুরনু* আমি নেশার ঘোরে, বন্ধুজনের মাঝ্‌খানে।[১৮৩]

ফাহিমতো (ফা-হিমতো) শব্দসমষ্টির অর্থ হচ্ছে; "অত:পর আমি ঘুরলাম।" অনেকে "ফাহিমতো" কথাটাকে একক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন অর্থ হবে "আমি বুঝলাম" এবং লাইনটি অনুবাদ হবেঃ "নেশার ঘোরে বুঝনু আছি।

---

[১৮০] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, *কাসিদায়ে গাউসিয়া*, প্রকাশ মার্চ-২০১৭ খ্রি., সিলেট, পৃ. ০৮

[১৮১] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ.২০

[১৮২] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

[১৮৩] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-১৯

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (৩) : মোর নিকটে আস্‌ল সবাই ভর্তি পেয়ালায়

পৌঁছালাম আমি নেশার ঘোরে বন্ধু মহল্লায়।[১৮৪]

কাব্যানুবাদ (৪) : দৌড়ালো আর চললো সুধা, আমার তরে অনেক পটে

বুঝতে পেলাম আমি ছিলাম, বন্ধু মহল নেশার তটে।[১৮৫]

বিশ্লেষণ ঃ এখানে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম ভালবাসায় মোহগ্রস্ত হয়ে তার মাঝে ডুবে থাকাকেই শরাবের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। আর বিভোর হলো মানবীক প্রকৃতি থেকে অবচেতন হয়ে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সার্বক্ষণিক বিলীন হয়ে যাওয়ার বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

فَقُلْتُ لِسَائِرِ الأَقْطَابِ الْمُوْا　　بِحَالِى وَادْخُلُوْا أَنْتُمْ رِجَالِيْ　　(৩)

অনুবাদ ঃ "আমি সকল কুতুবকে বলেছি তোমরাও সংকল্প কর। আমার রঙ্গে নিজেদেরকে বর্ণিল করে তোল। কারণ তোমরা আমারই আপনজন।"

ইংরেজি অনুবাদ :

I said to all the Polar-Stars, Come and enter my State. And become my Companions

কাব্যানুবাদ (১) : বলিনু তখন সকল কুতবে, "পাও মোর দশা,

আইস অন্দরে, তোমরা আমারি সেবক সমান।"[১৮৬]

কাব্যানুবাদ (২) : "কুহিনু সব ''কুতুব্‌দেরে"[১৮৭] আমার হালে হাল্‌ মেশাও,

আমার ভক্তদলের মাঝে, তোমরা এসে শামিল্‌ হও"।[১৮৮]

কাব্যানুবাদ (৩) : আমার পথের পথিক হও, বল্লাম আমি বন্ধুগণে

তোমরা আমার আপনজন ঢুকে পড় মোর সনে।[১৮৯]

কাব্যানুবাদ (৪) : সব কুতুবের নিকট বলি, জীবন সাজাও আমার হালে

প্রবেশ করো ভক্ত মাঝে, তোমরা আমার প্রেমের জালে।[১৯০]

---

[১৮৪] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৩

[১৮৫] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

[১৮৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

[১৮৭] "কুতুব" শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ "প্রধান" বা"শ্রেষ্ঠ" অভিধানিক অর্থ "মেরু বা "মেরু-নক্ষত্রও বুঝায়। এখানে ওলী–শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু হাসান নদ্‌বি ও ইনাম্‌ মোহাম্মদ তাঁদের ইংরেজী পুস্তিকায় কুতুবের অনুবাদ 'Polar star' দিয়েছেন।

[১৮৮] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[১৮৯] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ আমি খোদা প্রেমে বিভোর হয়ে সকল আউলিয়াকে বলেছি, তোমরাও দৃঢ়চিত্ত হও এবং আমার ন্যায় খোদা প্রেমে আসক্ত হয়ে যাও। কারণ তোমরা আমার আপনজন।

(৪) وَهُمُّوْا وَاشْرِبُوْا أَنْتُمْ جُنُوْدِيْ فَسَاقِى الْقُومِ بِالْوَافِى مَلاَلِي

অনুবাদ ঃ "দৃঢ় সাহস নিয়ে মা'রিফাতের সুধা পান কর সংকল্পের সাথে, কারণ তোমরা আমার সৈন্য। সুধাদানকারী আমার জন্য পাত্র ভরপুর করেছেন।"

ইংরেজি অনুবাদ :

Be courageous and drink, you are my army, because the Cup-Bearer of the Fraternity has filled my cup to the full.

কাব্যানুবাদ (১) : তাহারা অটল আপন আপন পদের উপর,
আঁধার রাত্রিতে তারার মতন করে জ্যোতি দান।
সাহস বাঁধিয়া পিও এ শরাব, হে আমার সেনা,
আমাদের সাকী ভরেছে পাত্র কানা পরিমাণ।

কাব্যানুবাদ (২) : পণ্[১৯১] করো আর পান করো হে, তোম্‌রা-যে সব মোর সেনানী,
দলের "সাকী" মোর তরে যে, ভরছে পুরো পাত্রখানি।[১৯২]

কাব্যানুবাদ (৩) : সাহস করে পান করে লও, তোমরা যে মোর বীর-সিপাহী,
সাকীয়ে কওম পুরিয়ে দিলেন যত্ন করে সব পিয়ালী।

কাব্যানুবাদ (৪) : পণ করো আর পান করো, তোমরা সবি মোর সেনানী
সেতো আমার দলের সাকি, যে পূর্ণ করে পাত্রখানি।[১৯৩]

বিশ্লেষণ ঃ পূর্বোক্ত শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, হে আউলিয়ার দল! তোমরা সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও। কারণ সংকল্প ছাড়া কিছু হয় না। সাহস নিয়ে আমার সাথে মা'রিফাতের ঝর্ণাধারা থেকে পান কর। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য মা'রিফাতের পাত্র পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, যা কখনো শেষ হবার নয়।

প্রিয় নবীজীর মু'যিজা ছিল যে, তিনি কোন পানি বা আহারে স্বীয় বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলে তা আর শেষ হতো না। গাউসে পাকও মা'রিফাতের সুধা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে পান করেছেন। তাই তিনি বলেন, সকল ওলীর ঘাড়ে আমার কদম রয়েছে।

---

১৯০ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

১৯১ আরবী "হাম্মু" শব্দের অর্থ পণ্ কর, আগ্রহী হও, হিম্মতি হও।

১৯২ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান প্রাগুক্ত, পৃ.-২১

১৯৩ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

Dhaka University Institutional Repository

شَرِبْتُمْ فُضْلَتِيْ مِنْ بَعْدِ سُكْرِيْ وَلاَ نِلْتُمْ عُلُوِّ وَاتِّصَالِي (৫)

অনুবাদ ঃ "আমার বিভোরতার পর আমার পানপাত্রের অবশিষ্ট সুধা তোমরা পান করে ফেলেছ; কিন্তু আমার উচ্চ পদমর্যাদা ও নৈকট্য অর্জন করতে পারনি।"

ইংরেজি অনুবাদ :

And you sipped from my cup, what I left after my deep "intoxication", but you neither attained my height nor my Union

কাব্যানুবাদ (১) : নেশা শেষে মোর উচ্ছিষ্ট শরাব করিয়াছে পান,
পাও নাই তবু মিলন অথবা মহৎ সম্মান।[১৯৪]

কাব্যানুবাদ (২) : আমার নেশা শেষ হলে পর্ তার তলানী করলে পান,
তাই পেলেনা মর্যাদ মোর, মোর মিলনের এই মান।[১৯৫]

আল্লাহ-প্রেমের এতো উচ্চ মার্গে আমি উত্তীর্ণ হয়েছি যে তোমরা (অর্থাৎ অন্যান্য কুতুব-রা) এই মিলন শুরা পানে আমার উচ্ছিষ্টই শুধু লাভ করেছ।

কাব্যানুবাদ (৩) : এটো আমার পান করেছ, সারলে আমার নেশার টান,
পাওনি কেহ তাইত ওগো আমার শান ও আমার মান।[১৯৬]

কাব্যানুবাদ (৪) : আমার নেশা সমাপ্তি পর, বাড়তি টুকু করছো পান
তাই পেলেনা তোমরা কেহ, মোর মিলনের উচ্চ মান।[১৯৭]

বিশ্লেষণ ঃ নিজের পীরের মধ্যে বিলীন হওয়ার ব্যাপারে এই শ্লোকটি করা হয়েছে। নিজের মুর্শিদ বা পথ-প্রদর্শকের প্রতি থাকা চায় অত্যধিক ভালবাসা ও তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা। অর্থাৎ গাউসে পাক (রাহ.) বলেন, আমার ইচ্ছা হলো সকল ওলী আমার পদমর্যাদায় পৌঁছুক। কিন্তু আমার পানপাত্রের অবশিষ্টাংশ পান করেও তারা সে মর্যাদায় পৌঁছবে না। কারণ এর জন্য তোমাদেরকে আমার প্রকৃত অনুসারী হতে হবে। আরো পরিশ্রম করতে হবে।

---

[১৯৪] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
[১৯৫] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
[১৯৬] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
[১৯৭] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

Dhaka University Institutional Repository

(৬) مَقَامُكُمْ الْعُلَى جَمْعًا وَلَكِنْ مُقَامِىْ فَوْ قَكُمْ مَا زَالَ عَالِى

অনুবাদ ঃ "তোমাদের সকলের মর্যাদা উঁচু, কিন্তু আমার মর্যাদা তোমাদের চেয়েও উঁচু। আমার সুউচ্চতা সবসময় থাকবে।"

ইংরেজি অনুবাদ : All your stations are high, But mine is higher ever.

কাব্যানুবাদ (১) : তোমাদের পদ যদিও উন্নত, তথাপি জানিও,
তোমাদের হ'তে অনেক উপরে আমার যে স্থান।[১৯৮]

কাব্যানুবাদ (২) : উচ্চাসনে তোমরা সবে; কিন্তু-যে মোর আসনখানি-
তার চেয়েও উচ্চতর, গৌরবে তার নেইকো হানি।[১৯৯]

পাঠান্তরে মারামুকুম ও মাকামী স্থলে মোকামুকুম ও মোকামী পাওয়া যায়। মা যালা আ'লী "উচ্চ গৌরব যার অক্ষয় থাকে"।

কাব্যানুবাদ (৩) : তোমা'দের স্থান ও তো'দের মান আছে সবার উপরে,
কিন্তু মোর স্থান ও মান হামেশাই তদোপরে।[২০০]

কাব্যানুবাদ (৪) : তোদের আসন উর্ধে সবার, কিন্তু জানো আসনটা মোর
তোদের চেয়ে উচ্চ এমন, উচ্চতাটা হয়না যে দূর।[২০১]

বিশ্লেষণ ঃ গাউসে পাক (রাহ.) বলেন, কোন ওলী উন্নতি লাভ করার পর যদি মনে করেন যে, আমি অনেক উন্নতি লাভ করেছি। এরপর আর কোন উন্নতি নাই তাহলে সেটা ভুল। কারণ উন্নতির অনেক স্তর আছে। তোমরা আমার স্তরের অনেক নিচে। সুতরাং আমাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে উন্নতির চরম শিখরে পৌছার চেষ্টা করতে থাক। এই শ্লোকটিতে 'মাকাম'[২০২] শব্দটি দুইবার এসেছে, যা সূফীবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা।

---

১৯৮ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

১৯৯ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-২২

২০০ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৪

২০১ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

২০২ মাকাম সূফীদের শিষ্টাচারের ঐ মানযিলকে বলা হয়, যা দিয়ে বান্দা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়, যেখানে বান্দা স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টায় পৌছতে পারে এবং এর দাবি মেটানো ও কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। তাই প্রত্যেকের মাকাম হলো তাঁর ঐ সময়ে দাঁড়ানোর স্থান এবং এর জন্য যে সাধনায় ঐ সময়ে সে লিপ্ত ছিল, সেটি।

Dhaka University Institutional Repository

মাকাম ঃ আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে দ্যুতির ফল্গুধারা যখন অন্তরে পড়ে, তখন অন্তরে দ্যুতি স্থায়ীভাবে স্থির হয়ে যায়। সেটা পর্যায়ক্রমে অন্তরের অংশে পরিণত হয়। সে অংশকে মাকাম বলা হয়েছে। মাকামের অবস্থায় মানুষ সে দ্যুতির প্রকৃত রূপকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অন্তরে নেয়। আল্লামা ইমাম কুশায়রি (রাহ.) এ ব্যাপারে বলেন যে, "মাকামের শর্ত হলো সে এক মাকামের বিধানসমূহ পরিপূর্ণ না কওে অন্য মাকামে উঠবে না। যার অল্পেতুষ্টি নেই, সে নির্ভরতা বা তাওয়াক্কুল অর্জন করতে পারবে না। যার নির্ভরতা নেই, সে প্রকৃত আত্মসমর্পণ অর্জন করতে পারবে না। অনুরূপ যার তাওবাহ নেই, সে প্রত্যাবর্তন (ইনাবাহ) অর্জন করতে পারবে না এবং যার পরহেজগারি নেই, সে যুহদ(দুনিয়াবিমুখতা) অর্জন করতে পারবে না। কেউ কোনো মাকামে ততক্ষণ উপনীত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ মাকামে দাঁড় করাতে দেখবে, যাতে তার বিষয়টি দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্মিত হয়।"[২০৩]

(৭) أَنَا فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيْبِ وَحْدِى يُصَرِّفُنِيْ وَحَسْبِيْ ذُو الْجَلاَلِ

অনুবাদ ঃ "আল্লাহর নৈকট্যের মধ্যে আমি অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে এক স্তর পর অন্য স্তরে উন্নতি দান করেন। এটাই আমার জন্য যথেষ্ট।"

ইংরেজি অনুবাদ :

I am singularly near to Him, The Mighty One who changes my state and suffices.

কাব্যানুবাদ (১) : শুধু আমি তাঁর নৈকট্য-আসন করিয়াছি লাভ,
ঘুরাইছে মোরে যথেচ্ছা আমারে সেই মহীয়ান্,"[২০৪]

কাব্যানুবাদ (২) : আমি শুধু পেলাম তাঁহার সায্জ্যেরি সন্নিধান;
নিত্য তিনি চালান আমায়, হস্বি তিনি মহীয়ান।[২০৫]

কাব্যানুবাদ (৩) : প্রভূর সঙ্গে আমি একাই আছি তাঁদের সনে,
জুল-জালালই চালক আমার নয়গো কেহ তিনি বিনে।[২০৬]

কাব্যানুবাদ (৪) : মান্য মহান রব সমীপে একক ভাবে আমার হাল

---

[২০৩] ইমাম আবুল কাসিম আবদুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ*, (অনুদিত- আব্দুল্লাহ যোবায়ের), প্রকাশক- ঐতিহ্য, ফেব্রু.-২০১৬ খ্রি., পৃ. ১২১

[২০৪] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯-১০

[২০৫] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৩

[২০৬] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

রূপ রূপান্তর চালান তিনি যথেষ্ট মোর জুল জালাল।[২০৭]

বিশ্লেষণ ঃ এ শ্লোকে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বেলায়াতের শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন নবুয়্যতের বাদশাহ ছিলেন তেমনি তাঁর উম্মত গাউছে পাক তাঁরই উসিলায় বেলায়াতের বাদশাহীর মুকুট পরিধান করলেন। মহান আল্লাহ পাক তাকে বেলায়াতের জগতে একের পর এক উন্নতির সোপানে উঠিয়েছেন। অর্থাৎ গাউসে পাক (রাহ.) বলেন, আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মধ্যে একক ও অদ্বিতীয়। অন্যান্য ওলীগণের ওপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আমি আল্লাহর বান্দাগণকে হেদায়ত ও নৈকট্য লাভ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখি। এই ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন।

أَنَا الْبَازِيُّ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْخٍ   فَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ أُعْطِي مَثَالِي   (৮)

অনুবাদ ঃ "কালো-সাদা বর্ণের পাখা বিশিষ্ট বাজপাখী যেভাবে সকল পক্ষীর উপর প্রভাবশালী, তদ্রুপ সকল মাশায়েখের উপর আমি প্রভাবশালী। আমার ন্যায় মর্যাদা লাভকারী অন্য কেউ নেই।"

ইংরেজি অনুবাদ :

I am a white Falcon of every Mystic. "Who is there among the Saints, so gifted as me?"

কাব্যানুবাদ (১) : পীরের সমাজে আমি হই অতি দ্রুত বাজ পাখী,
মানবের মাঝে কে পেয়েছে দান আমার সমান?[২০৮]

কাব্যানুবাদ (২) : আমি তুখোড় বাজ্‌পাখি এক, সকল "শেখের" উপর সেতো;
মানব-কুলে আর কে পেলো আমার মতন্ পাওয়া এতো?[২০৯]

'তুখোড়' স্থলে 'তেজী' কথাটা যুতসই। শেখ অর্থ হচ্ছে দলপতি বা প্রবীণ ব্যাক্তি; এখানে প্রবীণ ওলী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাব্যানুবাদ (৩) : আমি হ'লেম বাজ আশহাব সব শেখ ও ওলীর তরে,
কে পেয়েছে কামালীয়াত আমার মতন মানুষ পরে।[২১০]

কাব্যানুবাদ (৪) : সকল শেখের অধিক তেজী বাজপাখি এক আমি

---

২০৭ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
২০৮ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
২০৯ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৩
২১০ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

শেখের মাঝে আর কে আছে মোর মিছালে দানে দামী?[২১১]

বিশ্লেষণ ঃ বাজপাখী যেভাবে অনেক উর্ধ্বে উড়তে পারে তদ্রুপ আমি আল্লাহর আরশ পযর্ন্ত পৌঁছতে পারি। সেখান থেকে আল্লাহর অনেক রহস্য সম্পর্কে বাজপাখী যেমন অন্য পাখি সবের উপর প্রভাব বিস্তারকারী, গাউসে পাকও তদ্রুপ অন্য সকল ওলীর উপর প্রভাব বিস্তারকারী।
হযরত শায়খ আকিল মঞ্জি (রাহ.) এর দরবারে যখন বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর কথা উঠে এবং বলা হয় যে, বাগদাদে এক যুবক নওজোয়ান ওলীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তখন তিনি বলেন তাঁর হুকুম তো আসমান সমূহের উপরেও চলে, ইন বড় মর্যাদার নওজোয়ান ওলী। ফিরিশতা জগতে তিনি সাদা বাজপাখি নামে খ্যাত।[২১২]

كَسَانِيْ خِلْعَةً بِطَرَازِ عَزْمٍ   وَتَوَّجَنِيْ بِتِيْجَانِ الْكَمَالِ   (৯)

অনুবাদ ঃ “আল্লাহ তা‘আলা আমাকে উন্নতমানের বুটি খচিত পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং পূর্ণতার মুকুট আমার মাথার উপর রেখেছেন।”

ইংরেজি অনুবাদ :

He enrobed me with determination embroidered, And He crowned me with the Crown of Perfection.

কাব্যানুবাদ (১) : খিলাত পেয়েছি, জ্ঞান চেষ্টা মোর আছিল যেমন,
কামালিয়তের পরিয়াছি তাজ হয়েছি মহান্।[২১৩]

কাব্যানুবাদ (২) : পরান্ তিনি “খেলাৎ”[২১৪] আমায়, দৃঢ় পণের দীপ্ত সাজ;
দিলেন তুলে আমার শিরে পূর্ণতার এ স্বর্ণতাজ।

কাব্যানুবাদ (৩) : পরাল ভূষণ মোরে, প্রভূ এরাদার,
মুকুট করিল দান, পরিপূর্ণতার।[২১৫]

কাব্যানুবাদ (৪) : পরিয়ে দিলেন শক্ত পণে খিলাতকে তার ফুলের সাথে
পূর্ণতা রূপ তাজ পরালেন মহান রবে মোর মাথাতে।[২১৬]

---

২১১ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
২১২ শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১
২১৩ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
২১৪ খেলাৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ।
২১৫ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ পূর্ণতার স্তরে পৌঁছার ঘোষনা এসেছে এই শ্লোকটিতে। আল্লাহর অনুগ্রহের কোন সীমা বা পরিসীমা নেই। তাই গাউসে পাককে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা আর পূর্ণতার রাজ পোশাক ও মুকুট পরিয়ে দিয়ে অন্যান্য ওলীদের উপর শ্রেষ্টত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

وَأَطْلَعَنِيْ عَلَي سِرٍّ قَدِيْمٍ[২১৭] وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي (১০)

অনুবাদ ঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর শাশ্বত রহস্য অবগত করেছেন, তিনি আমাকে সম্মানের অলংকার পরিয়েছেন এবং আমি যা চেয়েছি তা দান করেছেন।"

ইংরেজি অনুবাদ :

Unto me He revealed the Ancient secrets. He adopted me and granted my request.

কাব্যানুবাদ (১) : পুরান রহস্য জানায়েছে মোরে সেই দয়াময়,
পূরায়েছে মোর সকল প্রার্থনা, হয়েছি প্রধান।

কাব্যানুবাদ (২) : নিত্যকালের গুপ্ত যাহা*, আমায় তিনি তা'ই জানালেন,
কণ্ঠে দিলেন মাল্য-ভূষা, সব চাওয়া-ই মোর পুরালেন।[২১৮]

"কণ্ঠে দিলেন মাল্যভূষা" অর্থাৎ আমাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখলেন।

কাব্যানুবাদ (৩) : পুরাল বাসনা মোর, পরাইল হার
জানাইল যত ভেদ, গোপনেতে তার।[২১৯]

কাব্যানুবাদ (৪) : জানিয়ে দিলেন আমায় তিনি গুঢ় রহস্য আদি কালের
পরিয়ে দিলেন মাল্য গলে জবাব দিলেন মোর সুওয়ালের।[২২০]

বিশ্লেষণ ঃ নিজের কাছে রহস্য উন্মোচন হওয়া, অন্দ্ড়রের শুদ্ধি এবং অনুগ্রহ লাভ করার ঘোষনা এসেছে এখানে। আল্লাহর শাশ্বত রহস্য, কুরআনিক তত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বের আসন তখনই অর্জন হয়

---

২১৬ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২১৭ সির্‌রিন কদীমিন শব্দ সমষ্টির হুবহু অনুবাদ হচ্ছে ঃ পুরাতন রহস্য অর্থাৎ চিরন্তনের গুঢ় তত্ত্ব।

২১৮ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৪

২১৯ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৪

২২০ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

যখন বান্দা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয় এবং আল্লাহকে গভীরভাবে ভালবাসে। এসবের ধারাবাহিকতায় যা কিছু আমার অর্জিত হয়েছে চাওয়া মাত্র আল্লাহ আমাকে সবই দান করেছেন।

(১১) فَحُكْمِيْ نَافِذٌ كُلِّ حَالِي وَوَلاَّنِي عَلَي الأَقْطَابِ جَمِيْعًا

অনুবাদ ঃ "সকল কুতুবের উপর আল্লাহ আমাকে শাসক হিসেবে নিয়োজিত করেছেন; সুতরাং সর্বাবস্থায় আমার শাসন প্রয়োগ হবে।"

ইংরেজি অনুবাদ :

And He made me a Ruler over all the Polar-Stars. So my Orders are effective under all circumstances.

কাব্যানুবাদ (১) : কুতবগণের উপর আমারে দিয়েছে নেতৃত্ব,
আমার আদেশ সবার উপরে হয় বল্‌বান্‌।[২২১]

কাব্যানুবাদ (২) : আর- যে তিনি দিলেন মোরে কুতুব্‌-দলের শাসক্‌ করে;
সব্‌ হালেতে হুকুম আমার থাকলো জারি অতঃপরে।[২২২]

*লক্ষণীয় যে প্রথমতঃ কঠোর সাধনায় "ওলী" থেকে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন 'কুতুবে"। তৎপর হলেন সমস্ত "শেখের" (প্রবীণ ওলীদের) উপর "বাজপাখি" অর্থাৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টি অভিভাবক। সবশেষে হলেন কুতুবদের সর্দার।

কাব্যানুবাদ (৩) : করিল হাকিম মোরে, যত আউলিয়ার
হুকুম আমার চলে, উপরে সবার।

কাব্যানুবাদ (৪) : সব কুতুবের উপর তিনি আমায় দিলেন বানিয়ে ওলি
হর হালতে হুকুম আমার থাকলো অটল অগ্রে চলি।[২২৩]

বিশ্লেষণ ঃ গাউসে পাক (রাহ.)কে 'বাজপাখি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে বিভিন্ন মনীষীদের কবিতা ও তাদের বক্তব্যে।

"As the nightingale of all young birds, I fill their nests With song, and as the Gray `Falcon' I soar and levitate.

---

[২২১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
[২২২] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৫
[২২৩] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

The Gray Falcon (al-Baz al-Ashhab) is an epithet by which Shaikh Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) is widely known. Since the falcon always does the bidding of its master, without question, and returns directly to his hand, this bird has come to symbolize the faithful servant of the lord of truth (Almighty and Glorious is He)."[২২৪]

আল্লাহর ওলীগণের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন-

১। মুমিন

২। সূফী

৩। ছালেক, যিনি মারেফত প্রাপ্তির অন্বেষণে এখনো রাস্তায় আছেন।

৪। আরেফ অর্থাৎ যিনি আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত।

৫। আফরাদ ঃ অর্থাৎ যিনি রাসূল প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ইবাদত, পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেছে তাকে আফরাদ বলে।

৬। কুতুব ঃ সূর্য আর চাঁদ যেভাবে অন্ধকারকে দূর করে দেয়, একজন ওলী যখন কুতুবিয়তের স্তরে উন্নীত হয়, তখন তার থেকে কুফর আর ভ্রান্তি সেভাবে দূর হয়ে তার জীবনকে করে আলোকিত। কারো মতে, কুতুব আর গাউস অভিন্ন লোক। কখনো কুতুব বাদশাহীর পদেও অধিষ্ঠিত হন।

৮। আউতাদ ঃ আরবী আউাতদ শব্দ ওয়াতাদুন শব্দের বহুবচন। অর্থ- পেরেক। কোন জিনিসকে পেরেক দ্বারা অটল করা হয। পেরেকের কারণে সে জিনিস টলটলায়মান হয় না। সেভাবে যারা যুগের আউতাদ হয় তাদের কারণে মানুষের ঈমান আকীদা এবং দেশ ও জনগণ তাদের সহায় সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। শব্দটি পবিত্র কুরআন মাজিদে এসেছে, যেমন-

وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً[২২৫]

কোন কুতুব যদি মারা যান তখন আউতাদ থেকে একজনকে কুতুব করা হয়।

৯। আব্দাল ঃ আরবী বদল শব্দের বহুবচন আবদাল। এই স্তরেব্র মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দিন দিন উন্নতি দান করেন। তাদের পদমর্যাদা পরিবর্তন করেন। একজন ইন্তিকাল করলে তার স্থলে অন্যজন সমাসীন হন। পুরো দুনিয়াতে এই স্তরের লোক থাকেন মাত্র চল্লিশজন। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই স্তরের লোকদের ভালবাসা খুব বেশি হয়।

১০। নুকবা ঃ ত্রিশ শত লোকের একটি দল হলো নুকবা।

---

[২২৪] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, p. 120

[২২৫] আল কুরআন, ৭৮ : ০৭

Dhaka University Institutional Repository

১১। নজীব ঃ নজীব বেলায়াতের জগতে উন্নতি লাভ করে নকীব হয়। মাহবুবে ছুবহানী আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অশেষ অনুগ্রহে আমাকে সমস্ত কুতুবের উপর শাসক করেছেন। আমার নির্দেশ তাদের উপর সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। আমার ইহজগেত-পরজগতে, রাতে-দিনে তথা সবসময় প্রয়োগ হবে।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّيْ فِيْ بَحَارٍ   لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِيْ الزَّاوَالِ   (১২)

অনুবাদ ঃ "আর যদি আমি আমার সুক্ষ ভেদতত্ত্ব নদীতে ঢেলে দেই, তাহলে নদীর পানির চিহ্ন পর্যন্তও থাকবেনা।"

সাদৃশ্যপূর্ণ কাসিদা :

فَلَوْ أَنَّنِي أَلْقَيْتُ سِرِّي بِدَجْلَةٍ   لَغَارَتْ وَرَاحَ الْمَاءُ مِنْ سِرِّ بُرْهَانِي[২২৬]

ইংরেজি অনুবাদ :

Had I thrown my secret into the oceans, they would have at once dried up.

কাব্যানুবাদ (১) : দরিয়ার মাঝে ফেলি যদি আমি রহস্য আমার,
চিরতরে শুষ্ক হইবে দরিয়া ভূমির সমান।[২২৭]

কাব্যানুবাদ (২) : আমার গোপণ তত্ত্ব যদি নিক্ষেপি ঐ সাগর জলে,
শুষ্ক হবেই তারাসবে নিঃশেষে* ঐ ভূতল-তলে[২২৮]

*পাঠান্তরে "ফিয্যাওয়ালী" স্থলে "ফি যাওয়ালী" পাওয়া যায়।

কাব্যানুবাদ (৩) : ঢালি যদি এ রহস্য, সাগরের জলে
শুকাবে সাগর তায়,শুষ্ক মাটি তলে।[২২৯]

কাব্যানুবাদ (৪) : আমার যত গুঢ় রহস্য ছুড়ি যদি সাগর জলে
শুকিয়ে যাবে সন্দেহ নেই জল সমূদয় ঢলার ফলে।[২৩০]

---

[২২৬] ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[২২৭] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

[২২৮] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৬

[২২৯] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৫

[২৩০] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ সায়্যিদুনা মুহিউদ্দীন জিলানী (রাহ.) বলেন, আমি যদি আল্লাহ প্রদত্ত এই তত্ত্ব শক্তিকে পুরো জলরাশিতে নিক্ষেপ করে দেই, তাহলে সমস্ত পানি শুন্য হয়ে পড়বে। হযরত মুসা আলাইহি সালাম যেভাবে তাঁর লাঠির আঘাত দ্বারা নীল নদের পানি শুকিয়ে দিয়ে রাস্তা করে ফেলেছিলেন সেভাবে গাউসে পাকও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাবৎ জলরাশি শুকিয়ে ফেলতেন।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّيْ فِيْ جِبَالٍ   لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ[২৩১]   (১৩)

অনুবাদ ঃ "আমার তত্ত্বজ্ঞান যদি পাহাড়ে ফেলি, তাহলে পাহাড়রাজি চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে বালি হয়ে যাবে। সে বালি আর বর্তমান বালির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।"

ইংরেজি অনুবাদ :

Had I thrown my secret over, mountains, they would have been pulverized.

কাব্যানুবাদ (১) : পাহাড়ের মাঝে ফেলি যদি আমি রহস্য আমার,
চূরমার হ'য়ে মিশে যাবে তারা মাটির সমান।[২৩২]

কাব্যানুবাদ (২) : আমার গোপন তত্ত্ব যদি নিক্ষেপি ঐ পাহাড় পানে,
চূর্ন হবেই, লুপ্ত হবে বালিরাশির* মধ্যিখানে।[২৩৩]

কাব্যানুবাদ (৩) : রাখি যদি এ রহস্য, গিরি শৃঙ্গ পরে
ভাঙ্গিয়া পড়িবে গিরি, বালির ভিতরে।[২৩৪]

কাব্যানুবাদ (৪) : আমার যত গুঢ় রহস্য ছুড়ি যদি পাহাড়-জবল
চূর্ণ এবং লুপ্ত হবে পাহাড়-গিরি বালির কবল।[২৩৫]

বিশ্লেষণ ঃ এই কবিতাটি প্রমাণ করছে যে, গাউসে পাক (রাহ.) আল্লাহর সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন। তখনই শাশ্বত সত্তা ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। এ কারণে তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসরণ হয়ে ঘোষিত হয় যে, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে প্রাপ্ত তত্ত্ব যদি আমি পাহাড়ে প্রকাশ করি, তাহলে পাহাড় তা সহ্য করতে না পেরে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে বালিতে পরিণত হবে।

---

২৩১ পাঠান্তরে 'রিমালী' অর্থাৎ বালিরাশি স্থলে 'জিবালী' অর্থাৎ গিরিরাজি পাওয়া যায়।

২৩২ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

২৩৩ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

২৩৪ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২৩৫ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

এখানে তত্ত্ব বলতে ঈমানের দ্যুতিকে বুঝানো হয়েছে। তা মানবের অন্তরে অবস্থান করে। সে দ্যুতি দিয়ে যদি পাহাড়ের উপর দৃষ্টি ফেলা হয়, তাহলে পাহাড় স্থান চ্যুত হয়ে চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাবে। এখানে পাহাড় দ্বারা মানুষের পস্তর তূল্য অন্তরও উদ্দেশ্য হতে পারে। তিনি বলেন- অহংকারী এবং অস্বীকারকারীদের পাথর তুল্য অন্তরে যদি আমি তাওয়াজ্জুহ ফেলি, তাহলে সে অন্তর চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে বালি হয়ে যাবে।

(১৪) وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّيْ فَوْقَ نَارٍ لَخَمَدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي

অনুবাদ ঃ "আমি যদি আমার গোপন তত্ত্বজ্ঞান আগুনে ফেলি, তখন সে আগুন হিম শীতল হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

সাদৃশ্যপূর্ণ কাসিদা :

وَلَوْ أَنَّنِي أَلْقِيْتُ سِرِّي إِلَي لَظَيً لَأُخْمِدَتِ النِّيرانُ مِنْ عُظْمِ سُلْطَانِي[২৩৬]

ইংরেজি অনুবাদ :

Had I thrown my secret into fire, it would have been at once extinguished by the secret of my mystic state.

কাব্যানুবাদ (১) : আগুনের মাঝে ফেলি যদি আমি রহস্য আমার,
মম দশাগুণে হইবে আগুণ শীতল পাষাণ।[২৩৭]

কাব্যানুবাদ (২) : আমার গোপন তত্ত্ব যদি নিক্ষেপি ঐ অগ্নিপানে,
নিভবেই সে, বিলীন হবে আমার হালের গুপ্ত "শানে"।[২৩৮]

কাব্যানুবাদ (৩) : রাখি যদি এ রহস্য, অগ্নি শিখা বুকে,
অনল্ নিভিয়ে তায়, আপনার দুখে।[২৩৯]

কাব্যানুবাদ (৪) : আমার যত গুঢ় রহস্য ছুড়ি যদ অগ্নি পরে
নিভবে এবং মিটবে আগুন আমার গোপন হালের তরে।[২৪০]

[২৩৬] ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
[২৩৭] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
[২৩৮] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত পৃ.-২৭
[২৩৯] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৫
[২৪০] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ সূফী শাস্ত্রে 'হাল'[২৪১] বলতে আল্লাহকে চেনার যে ঈমানী দ্যুতি অন্তরকে আলোকিত করে তাকে বুঝানো হয়। এ ব্যাপারে আল্লামা ইমাম কুশায়রি (রাহ.) বলেন যে, "হালের অধিকারীগণ স্বীয় কর্মের মাধ্যমে স্বীয় হাল থেকে পদোন্নতি লাভ করেন। আবু উসমান আল হীরী বলেন, চল্লিশ বছর ধরে আল্লাহ আমাকে এমন কোনো অবস্থায় রাখেননি, যা আমি অপছন্দ করি। তিনি এখানে সার্বক্ষণিক সন্তুষ্টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর সন্তুষ্টি হালের অন্তর্গত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী কখনো কখনো আমি আমার হৃদয়ের উপর একটি পর্দা অনুভব করি আর আমি দিনে আল্লার কাছে সত্তরবার ইস্তেগফার করি। এর ব্যাখ্যায় উসতায আবু আলী আদ্ দাক্কাক (রাহ.) কে বলতে শুনেছি, তিনি সবসময় তাঁর হালসমূহের উন্নতির মধ্যে থাকতেন। তিনি যখন কোনো একটি হাল থেকে অপর একটি হালে উন্নীত হতেন, তখন সেটা হতো আগেরটির চেয়ে উচ্চ মর্যাদার। কখনো কখনো যেটা থেকে উপরে উঠছেন, সেদিকে দৃষ্টি পড়ত। তিনি এটাকেই বর্তমানে যা অর্জন করেছেন, সেটার তুলনায় একটি পর্দা মনে করতেন। এভাবে তাঁর হালসমূহ কেবল বেড়েই চলত। মহান আল্লাহ সৃষ্টির জন্য দয়ার ক্ষেত্রে যে নিয়তি নির্ধারণ করেছেন, তার কোনো সীমা নেই। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালার হাকিকত সুমহান, তাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছে পৌছানো অসম্ভব। ফলে বান্দাও সবসময় তার হালসমূহের উন্নতির মধ্যে থাকে। বান্দার কোনো তাৎপর্যে পৌছানোর অর্থ মহান আল্লাহ তার জন্য আরও উপরের স্থান নির্ধারিত করে রেখেছেন। সে সেখানে পৌছবে- এই নিয়তি তিনি ঠিক করে রেখেছেন। এর ভিত্তিতে সূফীরা বলেন, নেককারদের সৎকর্ম নৈকট্যপ্রাপ্তদের পাপ।"[২৪২]

গাউসে পাক (রাহ.) বলেন, আমি যদি আমাকে আমার আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি দ্বারা তাওয়াজ্জুহকে আগুনে ফেলি, তাহলে সে আগুন দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে এবং এমন হয়ে যাবে যাতে আগুনের চিহ্নমাত্র দেখা যাবেনা। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে শক্তি দান করেছেন সেটা অবস্থা ভেদে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ তিনি প্রারম্ভিক শক্তি দিয়েই আগুনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। মাকামের শেষ স্তর প্রয়োগ করতে হয় না। পবিত্র কুরআনে আগুন ঠান্ডা হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তীব্র তাপদাহ নিমিষেই ঠান্ডা হয়ে যায়, তাহলে সেটা মানব জীবনের জন্য ক্ষতিকর। তা এত বেশি ক্ষতিকর, যা ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। তাই আগুন যখন ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ হয়, তখন যে

---

[২৪১] সূফীদের নিকট হাল হলো এমন একটি তাৎপর্য, যা তাদের হৃদয়ে তাদের ইচ্ছে করা, নিয়ে আসা অথবা অর্জন করা ছাড়াই এসে পড়ে। যেমন- প্রফুল্লতা, বিষণ্ণতা, সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ, আকঙ্ক্ষা, অস্বস্তি, ভীতি অথবা অস্থিরতা। অতএব হালসমূহ দান করা হয় আর মাকামসমূহ অর্জন করতে হয়।

[২৪২] ইমাম আবুল কাসিম আবদুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণ ঠান্ডা শান্তির কারণ হয় এবং ক্ষতিকর না হয়, সে পরিমাণ হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন ঘোষণা হয়েছে-

"হে আগুন! তুমি ঠান্ডা হও ইবরাহিমের উপর আর শান্তিময় হয়ে যাও।"[২৪৩]

শয়তান মহামহিম প্রভূর সামনে তাঁর সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এভাবে করেছে-

"হে প্রভূ! তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ আর তাঁকে (আদম আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি করেছ মাটি দিয়ে।"[২৪৪]

শয়তানের বংশধরেরা মানবজাতিকে সরল-সঠিক পথ থেকে দূরে রাখতে সব সময় সচেষ্ট থাকে। মানুষের প্রকৃত প্রেমের ধাপগুলো পার করাকে সে সহ্য করতে পারে না। তাই সে সত্যসন্ধানীকে খোদার পরিচিতি অর্জন থেকে হটিয়ে দিতে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগায়। কিন্তু গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ইমান ও বেলায়াতের শক্তির তেজস্বিয়তার কাছে আগুন কিছুই না, আল্লাহ পাক তাঁকে এমন নেয়ামত দান করেছেন যে, সেই শক্তি পৃথিবীর আগুনের উপর তিনি যদি ছেড়ে দেন তাহলে আগুনের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যাবে

না। এখানে মূলত মহান আল্লাহ পাক প্রদত্ত বেলায়াতি শক্তির জয়গানই গাওয়া হয়েছে। অবশ্যই একজন মুমিনের ঈমানের দ্যুতি এমন হতে পারে। তাই সায়্যিদুনা আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র খোদা প্রদত্ত শক্তি দ্বারা দোযখের আগুন অবশ্যই ঠান্ডা হবে বলে আশা করা যায়।

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّيْ فَوْقَ مَيِّتٍ   لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَولَي تَعَالِي   (১৫)

অনুবাদ ঃ "আর যদি আমি আমার তত্ত্বজ্ঞানকে মৃতের উপর ফেলি, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় সে মৃত উঠে দাঁড়াবে।"

সাদৃশ্যপূর্ণ কাসিদা :

وَلَوْ أَنَّنِي أَلْقَيْتُ سِرِّي لِمَيِّتٍ   لَقَامَ بِإِذْنِ اللهِ حَيًّا وَنَادَانِي[২৪৫]

ইংরেজি অনুবাদ :

Had I thrown my secret over the dead, He would have stood up with the power of exalted God.

কাব্যানুবাদ (১) : মৃতের উপর ফেলি যদি আমি রহস্য আমার,

---

[২৪৩] قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ আল কুরআন, ২১ : ৬৯

[২৪৪] خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ আল কুরআন, ০৭ : ১২

[২৪৫] ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

কুদ্‌রতে খোদা হইবে তখনি সে দন্ডায়মান।"[২৪৬]

কাব্যানুবাদ (২) : আমার গোপন তত্ত্ব যদি মুর্দা 'পরে দিই ছড়িয়ে,
মহাপ্রভূর কুদরতে্ সে ঠিক দাঁড়াবে তড়বড়িয়ে।[২৪৭]

কাব্যানুবাদ (৩) : রাখি যদি এ রহস্য, মৃতদেহে পরে
জাগিয়া উঠিবে মৃত, মৃত্যু যাবে দূরে।[২৪৮]

কাব্যানুবাদ (৪) : আমার যত গুঢ় রহস্য লাশে যদি দেই ছড়িয়ে
মহান মৌলার কুদরতে সে দাঁড়িয়ে যাবে না নড়িয়ে।[২৪৯]

বিশ্লেষণ ঃ সায়্যিদুনা গাউসে পাক জিলানী (রাহ.) এই শ্লোকটিতে তাঁর খোদা প্রদত্ত তাওয়াজ্জুহ ক্ষমতায় মৃতকে জীবিত করার বিষয় বর্ণনা করেছেন। তাঁর সে ক্ষমতা সায়্যিদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও সায়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালামের আলোকিক ক্ষমতার ছায়া বিশেষ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনেকবার মৃতকে আল্লাহর ইচ্ছায় জীবিত করেছেন।[২৫০]

---

[২৪৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯-১০

[২৪৭] মূল আরবীতে 'তড়বড়িয়ে' শব্দটি নেই। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[২৪৮] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[২৪৯] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[২৫০] রাসূল (সা.) কর্তৃক হাড্ডি থেকে ছাগল জীবিত করা ঃ ইমাম আবু নাঈম (রাহ.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কা'বা ইবনে মালেক (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হযরত জাবের (রা.) নবী করিম (সা.)-এর কাছে এসে দেখেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক ক্ষুধায় কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি ঘরে এসে স্ত্রীকে বললেন আমার মনে হয় রাসূল (সা.)-এর প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে, যার ফলে তাঁর নূরানী চেহারা মুবারক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। স্ত্রী বলল, আমাদের কাছে তো তেমন কিছুই নেই তবে এ বকরী ও অতিরিক্ত কিছু সামান্য খাবার আছে। তারপর বকরী যবেহ করা হল। সামান্য যব ছিল তা পিসে রুটি তৈরী করল এবং গোশত রান্না করে বড় এক পেয়ালা শরীদ তৈরী করে তাঁর খেদমতে নিয়ে আসলেন। রাসূল (সা.) বললেন, হে জাবের! তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি বলেন, আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসলাম। একদল যেতো আর গিয়ে তৃপ্ত হয়ে খেয়ে আসত, আবার আরেক দল গিয়ে তারাও তৃপ্ত হয়ে খেয়ে আসতো। এভাবে সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছে কিন্তু পেয়ালায় তাই রয়ে গেল যা প্রথমে ছিল। তিনি খাবার গ্রহণকারী লোকদের বলেছিলেন, তোমরা খাবার খাও তবে হাড্ডি ভেঙ্গে ফেলবেনা। তারপর তিনি হাড্ডিগুলো একত্রিত করে ঐগুলোর ওপর হাত মোবারক রেখে কিছু পাঠ করলেন যা আমি শুনিনি। হঠাৎ বকরী কান ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি আমাকে বললেন- তোমার বকরী নাও। তারপর আমি বকরী নিয়ে ঘরে গেলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করল এটা আবার কোন বকরী? আমি বললাম, এটি সেই বকরী যেটি আমরা যবেহ করেছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে এ বকরী আমাদের জন্য জীবিত হয়ে গেল। আমার স্ত্রী বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রাহ.), *আল খাসায়েসুল কুবরা,* আল-মাকতাবাদ আল-তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৮৭

হযরত জাবের (রা:)-এর মৃত দুই ছেলে জীবিত হওয়া ঃ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অভ্যাস ছিল যে, কেউ দাওয়াত দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। একদা হযরত জাবের (রা.) তাঁকে দাওয়াত দেন। তিনি বলেন, অমুক দিন আসবো। নির্দিষ্ট দিনে তিনি হযরত জাবেরের ঘরে তাশরীফ নিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ঘরে দেখে এতই খুশী হল যে, ঘরে গোলাপজল ছিটিয়ে আনন্দ উৎফুল্ল মনে তাঁর কাছে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। হযরত জাবের (রা.) যিয়াফতের জন্য ছাগল যবেহ করে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল। তার দু'জন সন্তান

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। বড় ছেলে ছোট ছেলেকে বলল, আমাদের পিতা আমাদের ছাগল কিভাবে যবেহ করেছে তোমাকে বলবো? সে ছোট ভাইকে মাটিতে শুয়াইয়ে গলায় চুরি চালিয়ে অজ্ঞতা বশত: ছোট ভাইকে যবেহ করে দিল। হযরত জাবের (রা.)'র স্ত্রী তা দেখে দৌড়ে আসলে বড় ছেলে ভয়ে ঘরের ছাদে উঠে গেল। মাকে তার দিকে আসতে দেখে ভয়ে ছেলে ঘরের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। এ ধৈর্য্যশীল মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মেহমানদারিতে ব্যাঘাত হবার ভয়ে এ হৃদয় বিদারক ঘটনার বিন্দুমাত্র কান্না-কাটি করেননি বরং ধৈর্য্যধারণ করেন। ছেলেদের উপর একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে এ সংবাদ প্রকাশ হতে দেননি। মা যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খেদমতের স্বার্থে বাহ্যিকভাবে উৎফুল ছিল কিন্তু মনে মনে সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত। এমনকি স্বামী হযরত জাবের (রা.) কেও এ সংবাদ দেননি। খাবার রান্না করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সামনে পেশ করা হলে হযরত জিব্রাঈল (আ.) অবতরণ করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যেন জাবেরকে বলা হয় তার সন্তান দু'টি নিয়ে আসতে আর আপনার সাথে খাবার খেতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবের (রা.) কে বললেন, তোমার সন্তান দু'টি কোথায়? তাদের নিয়ে এস। আমি তাদের নিয়ে খাবার খাব। হযরত জাবের (রা.) তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, সন্তানেরা কোথায়? স্ত্রী বলল, তারা এখন হয়তো কোথাও আছে। হযরত জাবের (রা.) এসে তাঁকে অবহিত করল যে, এ মুহূর্তে তারা ঘরে নেই। আপনি খাবার গ্রহণ করুন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি আল্লাহ তায়ালার আদেশ যেন তাদের নিয়ে খাবার গ্রহণ করা হয়। হযরত জাবের (রা:) স্ত্রীর কাছে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তখন স্ত্রী কেঁদে উঠে দুই সন্তানের ওপর থেকে চাদর তুলে সমস্ত ঘটনা বলে দিলেন। উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কদমে পাকে পড়ে গেলেন এবং সমস্ত ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ বাচ্চাদের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করুন, জীবনদাতা আল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গিয়ে দোয়া করলে আল্লাহর হুকুমে তারা জীবিত হয়ে গেল। আব্দুর রহমান জামী (রহ:), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, দারুল উলুম আল-ইলমিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, পৃ. ২৩১

"কবর থেকে জীবিত করা ঃ ইমাম বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে লিখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে বলল, আমি আপনার ঈমান গ্রহণ করব না, যতক্ষণ না আপনি আমার মেয়েকে জীবিত করে দেন। তিনি বললেন, আমাকে তার কবর দেখাও। তখন সে তাঁকে তার মেয়ের কবর দেখালে তিনি বললেন, হে অমুক মহিলা! মেয়ে কবর থেকে উত্তর দিল লাব্বায়িক ওয়া সা'দায়েক ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাও? সে উত্তর দিল না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি আল্লাহ তায়ালাকে আমার পিতা-মাতা থেকে উত্তম ও দয়াবান পেয়েছি এবং ইহকাল থেকে পরকালকে উত্তম দেখেছি।

কবর থেকে উত্তর আসা ঃ কাযী আয়ায (র:) শিফা শরীফে হযরত হাসান বসরী (র:) থেকে বর্ণনা করেন, একজন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে এসে বলল, আমি আমার মেয়েকে অমুক উপত্যকায় কবর দিয়ে এসেছি। তিনি লোকটির সাথে ঐ উপত্যকায় তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেই মেয়েকে নাম ধরে ডাকলেন, হে অমুক! আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে যাও। সে লাব্বায়েক ওয়া সা'দায়েক বলতে বলতে কবর থেকে বের হয়ে আসল। তিনি সেই মেয়েকে বললেন, তোমার পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি তুমি চাও তবে তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। মেয়ে উত্তরে বলল, তাদের আর প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহ তায়ালাকে তাদের চেয়ে উত্তম পেয়েছি।" ইউসূফ নাবহানী (রহ:), হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামীন, দিল্লী, ভারত, পৃ. ৭৮, ৭৯

"রাসূল (সা.) চাইলে মৃতকে জীবিত করতে পারেন ঃ হযরত আবু নঈম (রহ:) হযরত যমরাহ (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির নিকট কিছু বকরী ছিল। সে যখন দুধ দোহন করত, তখন সে দুধের পেয়ালা নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে আসত। কিছুদিন যাবৎ সে দুধ নিয়ে আসেনি। তার পিতা এসে তাঁকে জানাল যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি চাও, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তোমার ছেলে জীবিত হয়ে যায়, নাকি ধৈর্য্যধারণ করবে আর কিয়ামত দিবসে তোমার ছেলে তোমাকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে? ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য কে এমন করবে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার জন্য তোমার ছেলে করবে, আর প্রত্যেক মু'মিনের ছেলে পিতার জন্য এমন করবে।" ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রাহ.), *আল খাসায়েসুল কুবরা,* আল-মাকতাবা আল-তাওফিকিয়্যাহ, কায়রো, মিশর, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৮৯

"ভূনা ছাগলের দাঁড়িয়ে কথা বলা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার পথে আমার প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছিল। ইত্যবসরে একজন ইহুদী মহিলা সম্মুখ থেকে আমার সাক্ষাত হল। তার মাথায় বড় একটি থলি যাতে ভূনা ছাগলের বাচ্চা ছিল এবং হাতে সামান্য চিনিও ছিল। সে বলতে লাগল, মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি আপনাকে নিরাপদে মদীনায় পৌছে দেন। আল্লাহর জন্য আমি মানত করেছি যে, আপনি যদি নিরাপদে ফিরে আসেন তবে আমি এ ছাগল যবেহ করে ভূনা করে আপনাকে খাওয়াব। আল্লাহ তায়ালা ছাগলকে বাক শক্তি দান করলেন আর সেই

Dhaka University Institutional Repository

সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে মৃত পাখীকে ডাক দিলে সেটা জীবিত হয়ে উড়তে শুরু করে। সায়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালামও পরম করুণাময়ের নির্দেশে মৃতকে জীবিত করতেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতগণকে আল্লাহ এ সকল ক্ষমতা দান করেছেন- যা আগেকার উম্মতের নবী রাসূলগণকে দিয়েছেন। কারো মতে মৃত অন্তরকে জীবিত করার কথা এখানে বলা হয়েছে।

وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ أَوْ دُهُوْرٌ   تَمُرُّ وَتَنْقَضَي إِلاَّ أَتَالِي   (১৬)

অনুবাদ ঃ "অতীত হওয়া মাস, যুগ কিংবা যা এখন অতিবাহিত হচ্ছে সেগুলো আমার কাছে উপস্থিত হয়।"

ইংরেজি অনুবাদ :

There are no months or ages, which flow but with my knowledge.

কাব্যানুবাদ (১) : নাহি হেন কাল অথবা এমন নাহি কোন মাস
আসে যায় চ'লে, আসে নাকো যেবা মোর সন্নিধান।[২৫১]

কাব্যানুবাদ (২) : কালের* মাঝে নেইতো কোনো এমন মাস কি যুগ এমন
হচ্ছে গত, আর বিগত, আসেনা-যে মোর সদন?[২৫২]

* আরবী "মিনহা" শব্দের অর্থ হিসেবে কেউ কেউ "সৃষ্টি মাঝে" ব্যবহার করেছেন।

কাব্যানুবাদ (৩) : বর্ষ আর মাহিনার, যত কাল যায়
তারি বুকে যত কিছু, আমারে জানায়।[২৫৩]

কাব্যানুবাদ (৪) : আল্লাহ পাকের কুদরতে নেই এমন কোন মাস বা কাল
অতিক্রম আর হচ্ছে অতীত আসা ভিন্ন মোর নাগাল।[২৫৪]

বিশ্লেষণ ঃ তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে অতীতকাল ও ভবিষ্যত কালের জ্ঞান দান করেছেন। সে হিসাবে অতীতকালে যা কিছু ঘটেছিল তা আমার সামনে হাজির হয় এবং সেগুলো

ভূনা ছাগল জীবিত হয়ে চার পায়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! (সা.) আমাকে খাবেন না, কেননা আমি বিষমিশ্রিত।" আবু নঈম ইস্পাহানী (রহ:), দালায়েলুন নবুয়ত, দিল্লী, ভারত, প্র. ১৯৯৮খ্রি., পৃ. ১১২

[২৫১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯-১০

[২৫২] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[২৫৩] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

[২৫৪] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পছন্দের বান্দাদের জন্য সৃষ্টিজগত কে অনুকুল গোলাম বানিয়ে দেন। মালিক যার উপর খুশী হয়, অন্যান্য সৃষ্টি তাঁর অধীনস্থ হয়ে যায়। Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam and some Qadiri walis গ্রন্থে এসেছে যে, "Every lunar month (i.e. probably some angel representing it) used to wait upon the Hazrat in the guise of an Arab and place inits course. In 560 A.H. the month of Ramzan appeared before the Hazrat and bade farewell to him. this was an indication that Hazrat was not to see the next Ramza. From the beginning of Rabi ll, of 561 A.H, the illness of the Hazrat began to grow worse daily, It then became evident that his end was drawing nigh. Hazrat Abdul Wahhab, a son of the Hazrat, therefore, requested his noble father to give his last counsel and communicate his last will. In response to the request, the Hazrat said."[২৫৫]

وَتُخْبِرُنِيْ بِمَا يَأْتِيْ وَيَجْرِيْ   وَتُعَلِّمُنِيْ فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي   (১৭)

অনুবাদ ঃ "তারা আমাকে ঘটিত এবং ঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে; সুতরাং হে কারামত অস্বীকারকারীরা! আমার সম্বন্ধে বিতর্ক করা থেকে বিরত থাক।"

ইংরেজি অনুবাদ :

And they acquaint me with the present and the future, and they give me information, and so, will you terminate your wrangles with me.

কাব্যানুবাদ (১) : খবর শোনায়, জানায় আমারে যত ভবিষ্যৎ,
থামাও তোমার গন্ডগোল যদি হও বুদ্ধিমান্।[২৫৬]

কাব্যানুবাদ (২) : আমায় তারা যায় যে বলে আসছে কী আর ঘটবে পরে,
মোর সাথে তাই তর্ক* ছাড়ো, দূর তফাতে যাওরে সরে।[২৫৭]

*পাঠান্তরে "জেদা-লী স্থলে "জালা-লী পাওয়া যায়। তখন লাইনটির অনুবাদ হবে ঃ "মোর মহিমার নিকট থেকে দূর তফাতে যাওরে সরে"।

---

[২৫৫] Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 52

[২৫৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[২৫৭] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (৩) : যাহা কিছু আসে যায়, জ্ঞাত করে মোরে
জালাল করিও কম, বলে সে আমারে।[২৫৮]

কাব্যানুবাদ (৪) : ঘটছে এবং ঘটবে যা খবর জানায় সময় মোরে
আমার সনে তদ বিষয়ে তর্ক ছেড়ে যাও সুদূরে।[২৫৯]

একথার সপক্ষে শায়খ আত-তাদিফি বর্ণনা করেন। যেমন,

"He used to say- the sun does not rise ntil it has salutd me with the greeting of peace, nor does the year begin, nor the month, nor any of the days, without first giving me that greeting, and informing me of what is to happen in them. The wretched and the fortunate are paraded before me in review. My eye is upon the well-kept Tablet l(al-lawh al-Mahfuz)."[২৬০]

বিশ্লেষণ ঃ হে কারামাত অস্বীকারকারী! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত জ্ঞান আমার নিকট আছে। তুমি মিছামিছি ঝগড়া করছ। তা ছেড়ে দাও। কারণ এমন ঝগড়া শুধু ক্ষতিই ডেকে আনে। প্রতিটি মাস প্রতিটি সময় নিজেরা এসে তাদের সম্পর্কে আমাকে অবগত করে যায়। অস্বাভাবিক ঘটনা নবী রাসূলগণ থেকে হলে মু'জিযাহ আর ওলীগণ থেকে হলে তাকে কারামত বলে।

(১৮) مُرِيْدِيْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَنِّي وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالإِسْمُ عَالِ

অনুবাদ ঃ "হে আমার মুরীদ! খোদা প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে খুশী হও, নিশ্চয় এর মধ্যেই থাকো, আশংকামুক্ত হও এবং আনন্দের গান গাইতে থাকো। যা ইচ্ছা কর, আমার নাম অত্যন্ত উচুঁ।"

ইংরেজি অনুবাদ :

Be courageous my disciple, be cheerful and sing, in ecstasy and act without restraint, for his name is exalted.

কাব্যানুবাদ (১) : মুরীদ আমার, কর উৎসাহ মনে হও খুশী,
কর যাহা খুশী, জানিও নামটি আমার মহান্।[২৬১]

---

[২৫৮] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
[২৫৯] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
[২৬০] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 111
[২৬১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (২) : মুরীদ আমার, সাহস রাখো, তুষ্ট থাকো, ঘুরো, গাও,
নাম্ যে আমার* উচ্চ মহান, যেমন খুশী করে যাও।[২৬২]

*আরবীতে 'আমার' কথাটা উহ্য রয়েছে। কারো কারো মতে 'ইস্ম' শব্দের অর্থ 'নাম যে আমার' স্থলে 'নাম যে তাঁর' অর্থাৎ আল্লাহর হবে।

কাব্যানুবাদ (৩) : হে মুরীদ, পান কর প্রেম সুরা, খোশ রহ মনে
কর যাহা ইচ্ছা হয়, সেই মস্তি সনে।[২৬৩]

কাব্যানুবাদ (৪) : তুষ্ট সাহস পোক্ত সজাগ মুরিদ আমার হও বলীয়ান
যেমন পারো তা'রিফ করো নামটি রবের বেশ মহীয়ান।[২৬৪]

বিশ্লেষণ ঃ হে আমার মুরীদ! পরিচ্ছন্ন ইচ্ছা পোষণ কর। আর খুশীতে ফুরফুরে থাকো। নিগুঢ় তত্ত্বের রহস্য উদঘাটন করো, কোন পরোয়া করবে না। কেউ তোমার প্রতিবন্ধকও হতে পারবেনা। আল্লাহ আমার নাম কে অনেক বুলন্দ করে দিয়েছেন। মুরীদ সূফীবাদের মতে, যে লোক আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার ইচ্ছা করে তাকে মুরীদ বলে। এবং মুরীদ সেই লক্ষ্যে একজন আল্লাহর ওলীর হাতে শপথ গ্রহণ করে। অতপর সেই অনুযায়ী কাজ করতে থাকে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যা কিছু হয় তার সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। এখানে অন্য কারো দখল নেই। সে কারণে তাদের চাওয়া আল্লাহর চাওয়ার অনুগত হয়। তখন তারা নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতিমুর্তি হয়ে যায়, "আল্লাহ যা চায় তারা শুধু তাই চায়।"[২৬৫]

তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, আপনার মুরীদ বলতে কি বুঝানো হচ্ছে? তিনি বলেন, যে লোক আমার জীবিত কিংবা মরণের পর আমার সাথে ঐকান্তিক ভালবাসা রাখে, সে বিশেষ বা সাধারণ যাই হোক, সে আমার মুরীদ হিসাবে পরিগণিত হবে। তিনি বলেন, আমার মুরীদ উৎকৃষ্ট না হোক, আমাকে তো আল্লাহ পাক উৎকৃষ্ট করেছেন। আমার মুরীদ যদি পরিচ্ছন্ন অন্তরের না হয়ে অধম হয়, তাহলে আমি তাকে আল্লাহর রহমতে পরিচ্ছন্ন অন্তর ও উত্তম করে দেই। সাগরের স্রোত আর ঢেউ যেভাবে জলরাশিকে নির্মল করে, আমিও তদ্রুপ তার দায়িত্বশীল হয়ে যাই যে আমার আকাঙ্ক্ষা করে। যদি তার আদর্শ ও স্বভাব অশোভন হয় আমাকে তা শোভন ও মার্জিত করে দেওয়ার ক্ষমতা

---

২৬২ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২৬৩ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
২৬৪ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২৬৫ وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهِ আল কুরআন, ৮১ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ দিয়েছেন। কিন্তু তাকে শরয়ী বিধান মেনে চলতে হবে এবং শিরক, কুফর থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যে লোক শরয়ী বিধানের অনুসারী হবেনা, সে আমার মুরীদ নয়।

এ লাইন দুটিতে সূফীবাদের কতিপয় পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যথা- 'হীমান' এটা খোদা প্রেমের স্তর। এ স্তরে প্রবেশের জন্য শরয়ী বিধানের অনুসারী হওয়া এবং তাকওয়া অবলম্বন করা নেহায়েত জরুরী। এটা ব্যতীত খোদা প্রেম অর্জনই হবে না।
এ স্তরে প্রবেশের সাথে সাথে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইচ্ছা আর আগ্রহ তীব্রভাবে বেড়ে যায়। ফলে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। স্থিরতা আদৌ থাকে না। এ কারণে উন্মাদনা ও অস্বাভাবিকতা প্রবল হয়। আরেকটি হচ্ছে 'ত্বীব' এটি হচ্ছে হীমানের স্তর অতিক্রম করার পর যখন তার মধ্যে স্থিরতা এবং স্বাভাবিকতা চলে আসে, তখন এটা হলো মাকামে ত্বীব। এ স্তরে উন্নীত হয়ে সে তার প্রেমাষ্পদকে দেখতে পায়। তখন সে খুশী হয়ে যায় এবং স্থিরতার ফল স্বরূপ তার মধ্যে বিস্ময়কর এক বিহ্বল ভাব এসে যায়।

'শতহ' ঃ সূফীবাদে শতহ এমন একটি স্তরকে বলে, যেখানে উন্নীত হলে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যেন তার মুখ দিয়ে আত্মম্ভরিতা, অহংকার ও দম্ভ শব্দ বের হচ্ছে এবং সে শব্দমালার অর্থের সম্পর্ক তার নিজের দিকে সম্পৃক্ত হয়। বাস্তবেও এ ধরণের কাজ করার ক্ষমতা তার মধ্যে এসে যায়। মূলত এগুলো বলতে তাঁরা আদেশপ্রাপ্ত হয়।
'গিনা' ঃ এটা আরো উন্নত স্তর। এ স্তরে উপনীত হলে তার সত্তা আল্লাহর সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। তখন ওই লোকের কোন ধরনের ভয় থাকে না। শত্রু বা শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। সূফীবাদের এ স্তরসমূহ উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমাদের নেই। বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা এসব উপলব্ধি করা যায় না। আবার এগুলোকে দলীল প্রমাণ দিয়েও প্রমাণ করার সুযোগ খুব কম।

مُرِيْدِيْ لاَتَخَفْ اَللهُ رَبِّيْ   عَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ الْمَنَالِي   (১৯)

অনুবাদ ঃ "হে আমার মুরীদ! কাউকে এবং কিছুকে ভয় করবে না, আল্লাহই আমার প্রভূ। তিনি আমাকে এমন উন্নতি দান করেছেন, যেখান থেকে আমি আমার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে নিয়েছি।"
ইংরেজি অনুবাদ :

Do not be frightened, my disciple, Allah is my Sustainer he has granted me the status through which I have attained high eminence.

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (১) : মুরীদ আমার, ক'রো নাকো ভয়, প্রভূ মোর খোদা,
দিয়াছেন মোরে উন্নতি, হয়েছি মহাভাগ্যবান্।"[২৬৬]

কাব্যানুবাদ (২) : মুরীদ আমার, ভয় করোনা, আল্লাহ্ প্রতিপালক মম;
উর্দ্ধে আমায় দিলেন ঠাঁই, পেলাম পাওয়া উচ্চতম।[২৬৭]

কাব্যানুবাদ (৩) : ভয় নাই, হে মুরীদ, খোদা প্রভূ যার
দিছে মোর উচ্চাসন, উপরে সবার।[২৬৮]

কাব্যানুবাদ (৪) : ভক্ত আশেক ভয় পেওনা আল্লাহই মোর মহান রব
দান করেছেন উচ্চ আসন পেয়েছি আপন প্রাপ্তি সব।[২৬৯]

বিশ্লেষণ ঃ গাউসে পাক আবদুল কাদির (রাহ.) তাঁর মুরীদদেরকে সান্তনা দিয়ে বলেছেন, তোমাদের কোন প্রকারের ভয়-ভীতি নাই। কারণ তিনি এমন স্থানে উন্নীত হয়ে তাদের তদারক করছেন। সুতরাং কেউ তাদেরকে বিভ্রান্তও করতে পারবেনা এবং কোন প্রকারের কষ্টও দিতে পারবেনা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এই জন্যই তিনি তাঁর মুরীদদের কে নিশ্চিন্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি ভরসা রেখে শরয়ী আইন মেনে চলে নিশ্চিন্ত থাকার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন।

طُبُولِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دَقَّتْ   وَشَاءُوسُ السُّعَادَةُ قَدْ بَدَالِي   (২০)

অনুবাদ ঃ "আমার নামের ডঙ্কা আসমান-জমিনে বাজানো হচ্ছে। সৌভাগ্যের আভা আমার জন্য প্রস্ফুটিত হচ্ছে।"

ইংরেজি অনুবাদ :

My drums have been beaten in the heavens and earth, and I have been given the rank of Good Luck.

কাব্যানুবাদ (১) : জমি আসমানে বাজিছে আমার বিজয় দামামা,
নসীব আমার হয়েছে চৌদিকে জাজ্জ্বল্যমান্।[২৭০]

---

২৬৬ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯-১০

২৬৭ এ শ্লোকের শেষ শব্দটি আরবীতে পাঠান্তরে "মানালী" স্থলে "মাআলী" দেখানো হয়েছে। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

২৬৮ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

২৬৯ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (২) : বাজিছেরে মোর দামামা আসমানে আর ভূবন ভরে,
সৌভাগ্যের উচ্ছলতা* উঠলো ফুটে আমার তরে।[২৭১]

কাব্যানুবাদ (৩) : আমার নামের ডঙ্কা, আকাশে বাতাসে
বাজিছে নিয়ত হেথা, ভাগ্য দূববাসে।

কাব্যানুবাদ (৪) : আকাশ জমিন ব্যাপ্ত করে বাজলো আমার তবলা সবি
আমার তরে হইলো শুরু উতলে উঠা খোশ নসিবি।[২৭২]

বিশ্লেষণ ঃ তিনি বলেন, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের কারণে সৌভাগ্য আমার লাভ হয়েছে। নববী দ্যূতি আমার পথের দিশা। এর কারণে আসমান-জমিনে আমার ডঙ্কা বাজছে। মহান আল্লাহই আমার নাম কে উঁচু করে দিয়েছেন। তিনিই আসমান যমিনে আমার নামের জয়গান বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনিই নিজ করুণা বলে আসমান জমিনে বেলায়াতের ডঙ্কা আমার হাতে দিয়েছেন।

(২১) بِلَادُ اللهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِيْ وَوَقْتِيْ قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَالِي

অনুবাদ ঃ "আল্লাহ তা'আলার সকল শহর আমার মালিকানাধীন। সেখানে আমার শাসন চলে। আমার রুহানী অবস্থা আমার শরীর সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই পরিচছন্ন ছিল।"

ইংরেজি অনুবাদ :

The empire of Allah is under my Command, and my time has been purified before birth.

কাব্যানুবাদ (১) : খোদার দুনিয়া মূলুক আমার, মোর তাবেদার,
আদি কাল হ'তে ছিল মোর কাল মহাজ্যোতিষ্মান

কাব্যানুবাদ (২) : খোদার রাজ্য মুলুক্ আমার, মোর হুকুমের সব্ তাবেদার।
মোর জনমের পূর্ব থেকে সাফ, ছিল হাল্ মোর যমানারা।[২৭৩]

কাব্যানুবাদ (৩) : খোদার বিশাল রাজ্য, মম আজ্ঞা বহে
কালে আর ভয় কেন, অজানা সে নহে।[২৭৪]

---

[২৭০] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[২৭১] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[২৭২] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[২৭৩] পাঠান্তরে 'কব্লা কল্বি' স্থলে 'কব্লা কব্লি' দৃষ্ট হয়, তখন লাইনটির অনুবাদ হবে ঃ পূর্বেরও মোর পর্ব থেকে। সাফ্ অর্থ পরিষ্কার, পরিশুদ্ধ। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (৪) : রাজ্য খোদার স্বদেশ আমার মোর হুকুমের সব অধীন
জনম পূর্ব মোর জমানা শুভ্র-সফেদ নয় মলিন।[২৭৫]

বিশ্লেষণ ঃ উঁচু পদমর্যাদা লাভ, সৃষ্টির বশ্যতা অর্জন এবং শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচায়ে মহান আল্লাহ পাক তাঁকে এই পদমর্যাদা দিয়েছেন। 'ওয়াকত'[২৭৬] শাব্দিক অর্থ- সময়। আল্লামা কুশাইরি (রাহ.) বলেন যে, আমি উসতায আবু আলী আদ্ দাক্কাককে (রাহ.) বলতে শুনেছি, 'ওয়াকত' সেটাই, যার মধ্যে তুমি আছ। তুমি যদি দুনিয়ায় থাক, তবে তোমার ওয়াকত দুনিয়া। তুমি যদি আখিরাতে থাক, তবে তোমার ওয়াকত আখিরাত। তুমি যদি আনন্দে থাক, তবে তোমার ওয়াকত আনন্দ। তুমি যদি দুঃখে থাক, তবে তোমার ওয়াকত দুঃখ। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, মানুষের উপর যেটা প্রবল হয়ে ওঠে সেটাই 'ওয়াকত'। ব্যক্তি যে সময়ের মধ্যে আছে, ওয়াকত দিয়ে সেটাকেও উদ্দশ্যে করা হয়। একদল বলেন, দুটি কালের মাঝে অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে যা আছে, তাই 'ওয়াকত'। সূফী স্বীয় যুগের সন্তান। সূফীরা বর্তমানে যে ইবাদত করা উত্তম, সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন এবং সেই মুহূর্তে তার কাচে যেটা তলব করা হয়েছে, সেটাই পালন করেন। দরবেশকে তার সময়ের অতীত বা ভবিষ্যত চিন্তিত করে না, বরং তিনি যে সময়ের মধ্যে আছেন, সেটাই তাকে চিন্তিত করে। সূফীরা কখনো কখনো ওয়াকত দিয়ে আল্লাহর ফয়সালা বুঝিয়ে থাকেন, যা তাঁদের উপর আকস্মিকভাবে তাঁদের ইচ্ছে ছাড়াই এসে পড়ে। তাঁরা বলেন, অমুক ওয়াকতের হুকুমের অধীনে আছে। এর অর্থ নিজের কোনো ইচ্ছাশক্তি ছাড়াই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে যা প্রকাশিত হচ্ছে, সে তাতে আত্মসমর্পণকারী।[২৭৭]

এ শ্লোকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার হয়েছে আর তা হচ্ছে 'কাল্ব'
কাল্ব ঃ এটা মূলতঃ খোদায়ী রহস্য। এই রহস্য হলো মানুষের আসল অবস্থা। মানুষের শরীরের একটি অংশ 'কালব'[২৭৮]। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন-

---

[২৭৪] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
[২৭৫] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
[২৭৬] সময়ের যে অংশ কোন কাজের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে ওয়াকত বলে। সূফীবাদে 'ওয়াকত' অনেক সময় একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ মানুষের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত বর্তমানকে ওয়াকত (হাল) বলে। যা অতীত ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। যে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নূর অন্তরে আবর্তিত হয় সেটা নূরী হাল। তাই আবার আধ্যাত্মিক বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের নামকেও হাল বলে।
[২৭৭] ইমাম আবুল কাসিম আবদুল কারীম ইবন হাওয়াযিন আল কুশায়রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
[২৭৮] 'ক্বালব' এটি মানুষের দশটি লতিফার একটি। এটি প্রত্যেক মানুষের বুকের বাম দিকে কিছুটা নিচে অবস্থিত। তরিকতের শায়খগণ তাদের শিষ্যদের আত্মশুদ্ধির জন্য এই স্থানে আল্লাহর পাকের যিকির জারি করার ব্যাপারে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

"কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।"[২৭৯]
মানুষের শরীরের অঙ্গসমূহ কাল্‌বের অধীন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন- "নিশ্চয় শরীরে গোশতের এমন এক টুকরা আছে, যা সংশোধিত হলে সমস্ত অঙ্গ সংশোধিত হয়, আর নষ্ট হলে সমস্ত অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান! সেই টুকরাটা হলো কাল্‌ব।"[২৮০]

কারো যদি মারাত্মক ব্যাধি হয়, তাহলে প্রথমে তাকে চিন্তা করতে হবে রোগটা কি ধরণের এবং এ রোগের বিশেষজ্ঞ কে? সে নিজে না চিনলেও অপর কোন লোকের সাহায্যে হলেও নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞের নিকট গিয়ে রোগের চিকিৎসা করতে হবে। তা না হলে রোগ ভাল হবে না। আমাদের দেহ ও কাল্‌ব এ দুয়ের সমন্বয়ই জীবন। জীবনকে সুস্থ, সুখময়, শান্তিময় করতে হলে দেহের ব্যাধির যেমন চিকিৎসা প্রয়োজন তেমনি আত্মা রুগ্ন হলে তারও সুচিকিৎসা অত্যাবশ্যকীয়। ষড়রিপু অর্থাৎ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, যশখ্যাতি ও কৃতিত্বের মোহ এসবই আত্মার এক একটি রোগ। এ সকল রোগের যথাযথ চিকৎসা না হলে মানুষের আত্মা ও দিল ক্রমশ দূর্বল ও শেষ পর্যন্ত মুর্দা হয়ে যায়। আর মুর্দা দিল হক-বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেনা। এমতাবস্থায় সে অন্ধ অথচ তার চোখ আছে। সে বধির অথচ তার কান আছে। সে নির্বোধ, বিবেক-বুদ্ধিহীন অথচ তার অন্তর আছে। এ পর্যায়ে সে চতুস্পদ জন্তুর তুল্য বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট । তাই দেহের জঠিল রোগের জন্য যেমন বিশেষজ্ঞ চিকিৎক প্রয়োজন তেমনি রুগ্ন আত্মার এ নানাবিধ জটিল রোগের জন্য আত্মার সু-চিকিৎসক হলেন ওলিআল্লাহ বা মুর্শিদে কামিল। কুরআন মাজিদে ঘোষণা হচ্ছে- "এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।"[২৮১]

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রাহ.) এই আয়াতে বর্ণিত 'কাল্‌ব' শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে, "অন্তর যে কোনো পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র থাকার যোগ্যতা রাখে। আরো যোগ্যতা রাখে সেইসব গুণীয় সৌন্দর্য অর্জনের যা বর্ণ ও বর্ণনায় বোঝানো সম্ভব নয়। অন্যান্য সবকিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে শুধু এক আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়ার ক্ষমতা আছে তার। এ কথার সমর্থন যোগায় একটি হাদীসে কুদসী, যাতে আল্লাহ পাক নিজে বলেন, আমি না জমিনে সংকুলান হই, না

---

২৭৯ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَي قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ আল কুরআন, ৮৩ : ১৪
২৮০ সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩
২৮১ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ আল কুরআন, ৫০ : ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

আসমানে। তবে সংকুলান হতে পারি মুমিনের অন্তরে। সূফীদের কপালে এ মর্যাদা জুটে আল্লাহর প্রেমে পুরোপুরি বিলীণ হয়ে যাওয়ার পরে।”[২৮২]

পবিত্র কুরআনের আরেক জায়গায় ঘোষণা হচ্ছে-
“যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না, কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।”[২৮৩]
হযরত মাইমূন ইবনে মেহরান (রাহ.) বলেন, “তখন তুমি দেখবে, মুমিনের দিল আয়নার মতো চমকাবে।” মুমিনের অন্তর যখন সাধনার মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন তা ঐশী আলোর অবতরণের জায়গা হতে পারে।[২৮৪]

এ কবিতায় তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যে পূর্ণতা দান করেছেন সেটা তার রূহ সৃষ্টি করার সময়ই দিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাবত দুনিয়ার মালিকানা আমার অধীন করে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে নবুয়ত দান করা হয় সেটা তাঁকে তার চল্লিশ বছর পূর্তির পর দেয়া হয়নি, বরং এই সময়ের আগেই দেয়া হয়েছে। মানব পিতা সায়্যিদুনা আদম আলাইহিস সালামের শারীরিক উপাদান যখন পানি আর কাদায় ছিলেন তখনই দেয়া হয়েছিল। পবিত্র হাদীসে এসেছে- “আদম আলাইহিস সালামের শারীরিক উপাদান যখন পানি আর কাদায় ছিলেন তখনও আমি নবী ছিলাম।”[২৮৫]

(২২) نَظَرْتُ إِلَي بِلاَدِ اللهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَي حُكْمِ اِتِّصَالِ

অনুবাদ ঃ “আমি আল্লাহ তা‘আলার পুরো সাম্রাজ্যকে এক সাথে দেখি, সেটা যেন আমার চোখে একটি সরিষার দানা বলে মনে হয়।”
ইংরেজি অনুবাদ :

---

[২৮২] হযরত ছানাউল্লাহ পানিপথি (রাহ.), *তাফসীরে মাযহারী*, দিল্লী, খণ্ড- ৯ম, পৃ. ৭৫
[২৮৩] يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ আল কুরআন, ২৬ : ৮৮-৮৯
[২৮৪] আল্লামা ড. তাহের আল কাদরী, *হাকিকতে তাসাউফ*, (অনুবাদ- মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, *তাসাউফের আসল রূপ*), সানজরী পাবলিকেশন, ১ জানু,-২০০৯ খ্রি., পৃ. ৫৫-৫৭
[২৮৫] كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ. আল্লামা শায়খ ইউসুফ নাবহানী, *যাওয়াহিরুল বিহার*, কায়রো, মিশর, খ. ০৪, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

I cast a glance at the entire Empire of Allah, It is like a mustard seed alongside my sovereignty.

কাব্যানুবাদ (১) : মানস-নয়নে খোদার দুনিয়া দেখিনু সকল,
মিলন-আলোকে মনে হ'ল সব অণুর সমান।"[২৮৬]

কাব্যানুবাদ (২) : আল্লার এ-যে নিখিল ধরা ক্ষুদ্র হেরি সর্ষেসম,
মিলন ক্ষনের আবেশ বশে যখন ক্ষেপি দৃষ্টি মম।[২৮৭]

কাব্যানুবাদ (৩) : খোদার রাজত্বে মমদৃষ্টি যবে প'ল
ক্ষুদ্র এক দানাসম প্রতিভাত হল।[২৮৮]

কাব্যানুবাদ (৪) : আল্লাহ পাকের রাজ্য পানে তাকাই যখন ভাবুক মনা
পাক মিলনের হুকুম মাফিক বিশাল ভূবন সর্ষে কণা।[২৮৯]

বিশ্লেষণ ঃ গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্বক বলছেন যে, তিনি পুরো দুনিয়ার মালিকানা আমার অধীন করে দিয়েছেন। তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার দৃষ্টিতে এমন শক্তি দিয়েছেন যে এই সাম্রাজ্য আমার কাছে সরিষার দানার সমান (ক্ষুদ্রতার ভিত্তিতে) বলে মনে হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, এই পার্থিব সাম্রাজ্য আখিরাতের তুলনায় আমার কাছে মূল্যহীন হিসেবে একটি সরিষার দানার মতো মনে হয়েছে। প্রকৃত সত্য হলো, খোদার ইবাদতকারীদের কাছে দুনিয়া, অঢেল সম্পদ এবং বিত্ত-বৈভবের কোন মূল্য নেই। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে রাসূল! আপনি বলুন, দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ অতি অল্প।"[২৯০]

(২৩) دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّي صِرْتُ قُطْبًا وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَي الْمَوَالِي

অনুবাদ ঃ "আমি জ্ঞানার্জন করতে করতে কুতুব হয়ে যাই। এই সৌভাগ্য আমি সমস্ত অভিভাবকের অভিভাবক আল্লাহর নিকট থেকে অর্জন করেছি।"

---

২৮৬ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯-১০

২৮৭ 'হুক্‌মিত্‌ তেসালী' স্থলে হেকামিত্‌ তেসালী পড়লে ভাল হয় বলে অনেকে মত দিয়েছেন। তখন লাইনটির অর্থ হবে ঃ মিলন-ক্ষনের হিক্‌মতে। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৮৮ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২৮৯ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৯০ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ আল কুরআন, ০৪ : ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি অনুবাদ :

I acquired knowledge till I became a Polar-Star, and attained good luck through the great Lord.

কাব্যানুবাদ (১) : যত বিদ্যাজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া হইনু কুতব,
প্রভুর দয়ায় সৌভাগ্য লভিয়া হনু লাভবান্।"[২৯১]

কাব্যানুবাদ (২) : জ্ঞান-সাধনার মগ্ন ছিনু, তৎপরেতে "কুতুব" হলাম;
সকল প্রভুর প্রভু থেকে "খুশ্‌নসিবির্" এদান পেলাম।[২৯২]

কাব্যানুবাদ (৩) : বহু জ্ঞানে লভে পরে, মম প্রভূ হতে
হয়েছি কুতুব আমি, সৌভাগ্যের রাতে।[২৯৩]

কাব্যানুবাদ (৪) : জ্ঞান সাধনার শেষ বেলাতে পরিণত হই কুতুব নামে
রাজদি রাজের পক্ষে থেকে সুখধারা পাই ভাগ্য দামে।[২৯৪]

বিশ্লেষণ ঃ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেছেন, মা'রিফাত অর্জনের জন্য কুরআন-হাদীস এবং ঐশী জ্ঞানের উপর পান্ডিত্য অর্জন করতে হবে। সেই সাথে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমলও করতে হবে এবং সাথে পরম করুণাময়ের অনুগ্রহও থাকতে হবে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আমি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল জ্ঞান আহরণ করে সৌভাগ্যের ধাপসমূহ একের পর এক অতিক্রম করেছি এবং কুতবিয়তের স্তরে উন্নীত হয়েছি।

(২৪) رِجَالِي فِيْ هَوَاجِرِهِمْ صِيَامٌ وَفِي ظُلَمِ اللَّيَالِي كَالَّلآَلِي

অনুবাদ ঃ "আমার মুরীদরা তীব্র তাপদাহের সময় রোজা রাখে। সে ইবাদতের আলোকধারার বদৌলতে রাতের অন্ধকার মুক্তার ন্যায় ঝলমল করে জ্বলতে থাকে।"

ইংরেজি অনুবাদ :

They are companions remorseful like those who fast, And like pearls in the darkness of the nights.

কাব্যানুবাদ (১) : গ্রীষ্ম তাপের তপ্ত দিনে ভক্তেরা মোর "রোযা" রাখে;

---

[২৯১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯-১০
[২৯২] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
[২৯৩] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
[২৯৪] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

রাত্রে ওরা অন্ধকারে মুক্তাসম* জ্বল্‌তে থাকে।[২৯৫]

অন্ধকারে মুক্তাসম জ্বলতে থাকে "বাক্যটির অর্থ হচ্ছে ঃ গভীর রাত্রের অন্ধকারেও আমার ভক্তেরা আল্লার এবাদতে মশ্‌গুল থাকে, আর সেকারণে আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ময়তা লাভ করে।

কাব্যানুবাদ (২) : মোর লোকেরা দিনের বেলায় থাকে সবাই রোজাদার,
নিথীথ রাতের অন্ধকারে চমকে যেন মুক্তাহার।[২৯৬]

কাব্যানুবাদ (৩) : গ্রীষ্ম কালের তপ্ত রোদে রোযা রাখে ভক্ত মম
রাত আঁধারের মেহনতে হয় ফর্সা তারা মুক্তা সম।[২৯৭]

বিশ্লেষণ ঃ ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, সূফীতত্ত্বের চর্চা এবং আধ্যাত্মিক মর্যাদা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার দিকে এই শ্লোক দুটি অনুপ্রেরণা যোগায়। এই কবিতায় তিনি তাঁর মুরীদদের মর্যাদা বর্ণনা করছেন। গরম যতই প্রচন্ড হোক, তবুও আমার মুরীদরা মহান আল্লাহর জন্য রোজা রাখে। রাত যতই অন্ধকারময় হোক, তবুও আমার মুরীদরা রাতে মহান মা'বুদের প্রেমে তাহাজ্জুদ আদায় করে। অন্ধকারে তাদের কপালে খোদায়ী দ্যুতির আলোক বিচ্ছুরণ ঘটাতে থাকে।

وَكُلُّ وَلِيٍّ لَّهُ عَلَي قَدَمٍ وَإِنِّي   عَلَي قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ   (২৫)

অনুবাদ ঃ "প্রত্যেক ওলীর পৃথক স্তর বা পদমর্যাদা রয়েছে (অথবা প্রত্যেক ওলী আমার কদমের সাথে সম্পৃক্ত), কিন্তু আমার স্তর হলো পূর্ণিমার চাঁদ স্বরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের নিচে।"

ইংরেজি অনুবাদ :

Each Saint has a station, and I follow in the footsteps of the Prophet the Full Moon of Perfection.

কাব্যানুবাদ (১) : আউলিয়া যত আমার কদমে, আর আমি সেই,
কামাল-শশাঙ্ক নবীর কদমে চির সেবমান।[২৯৮]

কাব্যানুবাদ (২) : "হর ওলী তার পথেই চলে; আর-যে আমি চলছি ওরে
"কামালাতের" পূর্নশশী মোর নবিজির কদম্‌ 'পরে।[২৯৯]

---

[২৯৫] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[২৯৬] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

[২৯৭] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[২৯৮] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (৩) : চলেছে সকল অলী, মম পথ ধরে
চলিয়াছি আমি সেই, নবী পথ পরে।[৩০০]
কাব্যানুবাদ (৪) : সকল ওলি যাবেন চলি তাহার চলার পথটি ধরে
পূর্ণিমা চাঁদ নবির পথে আমিও যে চলছি ওরে।[৩০১]

কদম ঃ 'কদম' আরবী শব্দ। এর অর্থ পা। সূফীতত্ত্বে পা দ্বারা সৌভাগ্য বা পদমর্যাদা উদ্দেশ্য। সৌভাগ্য ও পদমর্যাদাই হলো প্রকৃত বা সূফীসাধনার প্রাপ্তি।
গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর বক্তব্য হলো, প্রত্যেক ওলীর একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। শেষ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি ওই মর্যাদার শীর্ষ আসনে অভিষিক্ত হয়েছি। অন্যান্য ওলীরা ওই মকাম লাভ করতে পারেনি, যদিও সৌভাগ্য সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। যেভাবে জ্ঞানের জগত সকল জ্ঞানীর জন্য উন্মুক্ত, কিন্তু সকল জ্ঞানী সমান জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন না। যারা প্রখর ধীশক্তির অধিকারী তারা দ্রুততার সাথে জ্ঞানের স্তরসমূহ অতিক্রম করতে পারেন। আর যারা কম স্মৃতি শক্তির অধিকারী তারা পেছনে পড়ে থাকেন। এভাবে মা'রিফাত অর্জনের ক্ষেত্রেও ভিন্ন হয়।
প্রিয় হাবীবের মা'রিফাত অর্জনের পথ হলো কাল্‌বকে মসৃণ করা। মসৃণ করার প্রথম ধাপ হলো কুপ্রবত্তির অনুসরণ থেকে মুক্তি অর্জন। শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করে তাওবা করা এবং আগামী সময়ে সে তাওবার উপর অটল থাকা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের উপর অবিচল থাকা। অতপর নফল ইবাদত ও যিকিরের মাধ্যমেও কাল্‌ব মসৃণ হয়। এরপর কাল্‌ব আল্লাহ দ্যুতিতে ভরে যাবে। এভাবে ইবাদত-রিয়াজতে রত থাকলে পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাহবুবে সুবহানী বলেন, এ সকল স্তর অতিক্রম করে আমি সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছি।

نَبِيٌّ هَاشَمِيٌّ مَكِّيٌّ حِجَازِيٌّ هُوَ جَدِّيْ بِهِ نِلْتُ الْمَوَالِي (২৬)

অনুবাদ ঃ "আমাদের প্রিয় নবী হলেন হাশেমী বংশীয়, মক্কায় জন্ম গ্রহণকারী, হিযাজের অধিবাসী। তিনি আমার উর্ধ্বতন পুরুষ। তাঁর দ্বারাই আমি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি।"
ইংরেজি অনুবাদ :

---

[২৯৯] মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
[৩০০] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭
[৩০১] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

He is a Prophet belonging to the family of Hashim and To Mecca and to Hijaz, He is my ancestor. I achieve my objects through him.

কাব্যানুবাদ (১) : আমার নবি হাশেমী তিনি, মক্কী তিনি, আর হেজাযী,
পেলাম সবি তাঁর কারণে, ছিলেন তিনি মোর দাদাজি।[৩০২]

কাব্যানুবাদ (২) : মক্কি হেজাযি হাশেমি নবি বংশ ধারার অগ্রজন
ওসিলাতে তার পেলাম আমি উচ্চ আসন মুক্ত মন।

বিশ্লেষণ ঃ কাসীদায়ে গাউসিয়া শরীফের অনেক কিতাবে এই কবিতাটি দেখা যায় না। অথচ এটা কাসীদায়ে গাউসিয়ার ত্রিশটি শ্লোকের একটি। এটা ছাড়া কাসীদায়ে গাউসিয়া পরিপূর্ণ ত্রিশ শ্লোকে হয় না। সায়্যিদুনা গাউসে পাক জিলানী (রাহ.) তাঁর রক্তধারার পরিচ্ছন্নতা, উন্নত ও অভিজাত হওয়ার বিষয়টি এই কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব এখানে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর যুগে ভ্রান্ত বিকৃতিকারীরা যে পরিহাস করে বেড়াত, সেটা রদ করে তিনি তার বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বংশ হাসেমী বংশের। তিনি নবী বংশের এক উজ্জলতম নক্ষত্র। যাকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বেলায়াতের সম্রাট বানিয়েছেন এবং সমস্ত ওলীদের মাথার উপর জায়গা করে দিয়েছেন।

(২৭) مُرِيْدِيْ لاَتَخَفْ وَاشٍ فَإِنِّي عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

অনুবাদ ঃ "হে আমার মুরীদ! কোন দুষ্টকে ভয় করবেনা। আমি তোমাদের জন্যে যুদ্ধে বীরদর্পে দৃঢ়প্রত্যয়ী ও শত্রু নিধনকারী।"

ইংরেজি অনুবাদ :

Do not be frightened, my Disciple, of a Slanderer, for I am a determined Combatant in battle.

কাব্যানুবাদ (১) : মুরীদ আমার, লোকের কথায় ক'রো নাকো ভয়,
রণ মাঝে আমি সেনানী সুদৃঢ় মহাবীর্যবান্।[৩০৩]

কাব্যানুবাদ (২) : মুরীদ আমার, ভয় করোনা, যতো সে হোক কুৎসা-গীর

---

[৩০২] হাশমী অর্থ হাশেমী বংশীয়। আরবী 'জাদ্দী' শব্দের অর্থ আমার পিতামহ বা আমার পূর্বপুরুষ দুইই হতে পারে। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৩০৩] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধকালে অটল আমি, হত্যাকারী যুদ্ধবীর।[৩০৪]

কাব্যানুবাদ (৩) : ভয় করোনা হে মুরীদ, মোনকেবের দলে
যোদ্ধা আমি কেটে চলি, ঘোর যুদ্ধ স্থলে।[৩০৫]

কাব্যানুবাদ (৪) : মুরিদ আমার ভয় করো না, হোক যতই কুৎসাগীর
অটল আমি যুদ্ধ মাঠে হত্যাকারী যোদ্ধা-বীর।[৩০৬]

বিশ্লেষণ ঃ গাউসে পাক (রাহ.) তাঁর মুরীদদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা আমার মুরীদ তাদের কোন রকমের ভয় করতে হবে না। দুশমন যত বড় ভয়ানক হোক আমার মুরীদদেরকে ক্ষতি করতে পারবেনা। আমার মুরীদ মা'রিফাতের স্তরসমূহ অতিক্রম করছে। সে পথে তাদের পাহারায় আমি নিয়োজিত আছি। শত্রুর সাথে আমি যুদ্ধ করছি এবং ইনশাআল্লাহ শত্রুকে নিধন করব।

(২৮) أَنَا الْجِيْلِيُّ مُحِيُ الدِّيْنِ إِسْمِى وَأَعْلاَمِىْ عَلَى رَأْسِ الجِبَالِ

অনুবাদ ঃ "আমি জিলান শহরের অধিবাসী। আমার নাম মুহিউদ্দীন। আমার ফয়েজ ও বিলায়াতের নিশান পাহাড়ের উঁচুতে সবার উপরে পত পত করে উড়ছে"।

ইংরেজি অনুবাদ :

I am Al Jilani; my name is Muhiyuddin, and my banners flutter on mountaintops.

কাব্যানুবাদ (১) : মুহ্‌য়ুদ্‌দীন জীলানী আমার নাম মুবারক,
সকল গিরির চূড়ায় উড্ডীন আমারি নিশান।[৩০৭]

কাব্যানুবাদ (২) : আমি হলাম "জিলান্" বাসী, "মুহীয়ুদ্দীন" খেতাব আমার,
উচ্চ গিরির চূড়ায় চূড়ায় চিহ্ন শোভে* মোর পতাকার।[৩০৮]

"মুহীয়ুদ্দীন" শব্দের অর্থ হচ্ছে ঃ "ধর্মের পুনরুজ্জীবন কারী"। "চিহ্ন শোভে" কথাটা মূল আরবীতে নেই।

কাব্যানুবাদ (৩) : জিলানী মহীউদ্দীন; চিন না আমারে?

---

৩০৪ পাঠান্তরে দু-এক জায়গায় 'আয়ুমুন' স্থলে 'উয়ুমুন' পাওয়া গেছে। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৩০৫ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩০৬ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩০৭ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৩০৮ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

পতাকা আমার উড়ে, গিরি শৃঙ্গ পরে।[৩০৯]

কাব্যানুবাদ (৪) : নামটা আমার মুহিউদ্দিন জন্ম সূত্রে জিলান বাসী
পাহাড়-গিরির শৃংগ-চূড়ায় মোর পতাকা উড়বে হাসি।[৩১০]

বিশ্লেষণ ঃ তিনি তার হিদায়তের নিশান সম্বন্ধে বলেন যে, এটা পাহাড়ের চূড়ায় উড়ছে। ফলে অনেক দূর থেকে বহু লোক একসাথে দেখতে পাচ্ছে। আরবের একটি প্রথা হলো মুসাফিরদেরকে পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানো হতো। তারা আগুনের বহ্নি শিখা দেখে সঠিক পথে চলতে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেত। এভাবে তিনি পথহারা লোকদের জন্য আলোকবর্তিকা ছিলেন। তাঁকে দেখে এবং তার আদর্শ অনুসরণ করে সত্যচ্যুত লোকেরা সত্যপথের সন্ধান পেতেন।

তিনি ইসলাম পুণরুজ্জীবিত করেন। তাই তাকে মুহীউদ্দীন তথা 'দ্বীন জীবিতকারী' উপাধী দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ওই উপাধী তাঁর নাম হয়ে যায়। তার আসল নাম আবদুল কাদির।

সত্য পথের দিশা এবং ইসলামের সঠিক আদর্শ তুলে ধরার কারণে রাফেজীরা তাঁর শানে বেয়াদবী ও কটুক্তি করত। সে কারণে তিনি বংশ, মর্যাদা ও উপাধির তাৎপর্য সবার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন।

أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمُخْدَعُ مَقَامِى   وَأَقْدَامِى عَلَى عُنُقِ الرِّجَالِ   (২৯)

অনুবাদ ঃ "আমি সায়্যিদুনা হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সন্তান। আমার একটি বিশেষ স্থান ও মাকাম আছে। আমার পা সমস্ত ওলীদের ঘাড়ের উপর।"

ইংরেজি অনুবাদ :

I am Hassani and my abode is my cell, and my feet are on the neck of each Saint.

কাব্যানুবাদ (১) : ইমাম হাসন বংশীয় আমি মুজ'দা মকাম,
সকল লোকের গ্রীবাদেশে মোর চরণ দু'খান।[৩১১]

কাব্যানুবাদ (২) : বংশে আমি হাসানী যে, আবাস আমার মুজ্‌দাআ'য়
সর্বজনের গ্রীবা; পরে কদম্‌ আমার আসন পায়।[৩১২]

---

[৩০৯] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[৩১০] মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৩১১] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৩১২] 'হাসানী' হযরত ইমাম হাসান (রা.) বংশধর। পাঠান্তরে 'মাজ্‌দাআ' এ 'মুখ্‌দাআ' পাওয়া যায়। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ (৩) : ‘মজদা’ মোকাম মম, আমি সে হাসানী
মম পদ কাঁধে ধরে, যত সাধু জ্ঞানী।[৩১৩]

কাব্যানুবাদ (৪) : ইমাম হাসানের বংশ ধারী বসত আমার মুজদা পাড়া
থাকবে কাঁধে সকল ওলির কদম আমার অটল খাড়া।[৩১৪]

বিশ্লেষণ ঃ ‘মাখদা’ সূফীবাদে মাখদা একটি স্তরের নাম। সে স্তরে কুতুবগণ অধিষ্ঠিত থাকেন। সাধারণতঃ বাদশাহ এবং তার উপদেষ্টারা যে স্থানে বসেন সেটাকে মাখদা বলা হয়।

وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ إِسْمِى وَجَدِّىْ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ (৩০)

অনুবাদ ঃ “আমার প্রসিদ্ধ নাম হলো আবদুল কাদির। আমার মহান নানা হলেন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি পূর্ণতার উৎস বা আধার।”

ইংরেজি অনুবাদ :

Abdul Qadir is my famous name, and my ancestor is one possessed of an insight perfect.

কাব্যানুবাদ (১) : ‘আবদুল কাদির জগদ্‌বিখ্যাত নামটি আমার,
দাদা হন মোর কামালের যিনি উৎস সমান।”[৩১৫]

কাব্যানুবাদ (২) : বিখ্যাত যে ভূবন মাঝে আব্‌দুল্‌ কাদের নামটি আমার
মোর দাদাজি উৎসধারী কামালাতের ঝরণা ধারার।[৩১৬]

কাব্যানুবাদ (৩) : ‘আবদুল কাদের’ নাম, বিশ্বে জানে সবে
দাদা মোর নবী শ্রেষ্ঠ, কেনা জানে ভবে।[৩১৭]

কাব্যানুবাদ (৪) : আব্দুল কাদির নামটি আমার প্রসিদ্ধ বেশ জগত সারা
পূর্ব পুরুষ নবিয়ে করিম ঝরণা মালিক পূর্ণ ধারা।[৩১৮]

---

৩১৩ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.-৯৯

৩১৪ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩১৫ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯-১০

৩১৬ মূল আরবীতে ‘ভূবন মাঝে’ কথাটা নেই। সাহেবুল আইনিল, ‘কামালী’ শব্দ-সমষ্টির অর্থ হচ্ছে কামালাতের ঝরনা বা উৎসের মালিক অর্থাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞান ও গুণের অধিকারী। মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৩১৭ চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৩১৮ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ ঃ এই কবিতায় তিনি নিজের উবূদিয়ত ও নম্রতা প্রকাশের সাথে সাথে তার মর্যাদাও তুলে ধরেছেন। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর বান্দা হওয়ার কারণে তিনি মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর শান বৃদ্ধি পেয়েছে। পিতা-মাতা তাঁর নাম রেখেছেন আবদুল কাদির। তাঁর নাম আবদুল কাদিরের মধ্যে এক প্রকারের পবিত্রতা ও শুচিতা পাওয়া যায়। এ কারণে ভক্তদের কাছে তিনি ইসমে আজমে পরিগণিত হন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণতার আধার আখ্যায়িত করে তাঁর সাথে নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এখানে পরিপূর্ণতার আধার বলতে বুঝায় এমন পরশ পাথরকে যার স্পর্শে লোহা পর্যন্ত স্বর্ণে পরিণত হয়ে যায়। এ সকল প্রশংসামূলক বাক্যের মাধ্যমে তিনি স্বীয় নানাজান রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ কীর্তন করেছেন।

كَذَا إِبْنُ الرِّفَاعِيْ كَانَ مِنِّيْ فَيَسْلُكُ فِيْ طَرِيْقِيْ وَاشْتِغَال (৩১)

অনুবাদ : "এমনিভাবে ইবনে রিফায়ীও ছিল আমার দলভুক্ত। অতপর সে আমার তরিকা অনুসরণ করেই চলে এবং তার মাঝেই ব্যাপৃত থাকে।"

ইংরেজি অনুবাদ : such way ibn Rifaee was one my pupil and he obey my school after making himself involved with it.

কাব্যানুবাদ (১) : এই ভবেতে মোর দলেতে ভুক্ত হলেন 'ইবনু' রাফাই,
মোর তরিকায় চলেন তিনি, নেন মেনে মোর কর্মধারাই।[৩১৯]

কাব্যানুবাদ (২) : এমনি ভাবে আমার দলে ইবনু রেফায়ি যুক্ত হলেন
কর্ম কাজে ব্যস্ত থেকে মোর তরিকার দিশায় চলেন।[৩২০]

বিশ্লেষণ : গাউছে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এই শ্লোকে বসরার বিখ্যাত ধর্মগুরু আহমদ আল রিফায়ী (রাহ.)-এর কথা বলছেন। যিনি হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর ছিলেন, জন্ম **১১১৮** খ্রি. ও ইন্তিকাল **১১৮৩** খ্রি.। তিনি হযরত গাউছে পাকের ভাবশিষ্য ছিলেন।

---

৩১৯ মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩২০ মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য কাসিদা

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুনলা (রাহ.) তাঁর ‘*কাসায়িদ লিল-কুতুব আল-জিলানী*’ গ্রন্থে ও সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসিমি তাঁর ‘*মাযহারে জামালে মুস্তাফা*’ গ্রন্থে গাউছে পাকের আরো কিছু কাসিদা বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে-

দ্বিতীয় কাসীদা

صلاتي وتسليمي وأزكي تحيتي على المصطفى المختار خير البرية

شَهِدْتُ بِاَنَّ اللّٰهَ وَالِى الْوِلاَيَةِ   وَقَدْ مَنَّ بِالصَّرِيْفِ فِى كُلِّ حَالَةِ

سَقَانِىْ رَبِّىْ مِنْ كَوُسِ شَرَابِهِ   وَاَسْكَرَنِىْ حَقًّا فَهِمْتُ بِسَكَرْتِىْ

وَمَلَّكَنِىْ جَمَعَ لِلْجِنَانِ وَمَا حَوَتْ   وَكُلُّ مُلُوْكِ الْعَالَمِيْنَ رَعِيَّتِىْ

وَفِىْ حَانِنَا فَاَدْخُلْ تَرَى الْكَاسَ دَائِرًا   وَمَا شَرِبَ الْعُشَّاقُ اِلاَّ بَقِيْتَتِي

رُفِعْتُ عَلَى مَنْ يَدَّعِى الحُبَّ فِى الْوَرَى   فَقَرَّبَنِي الْمَوْلَى وَفُزْتُ بِنَظْرَةِ

وَجَالَتْ خُيُوْلِى فِى الْاَرَاَضِىْ جَمِيْعِهَا   وَدُقَّتُ لِىَ الْكَاسَاتُ مِنْ كُلِّ وِجْهَةِ

وَدُقَّتْ لِىَ الْكَاسَاتُ فِى الْاَرْضِ وَالسَّمَآ   وَاَهْلُ السَّمَا وَالْاَرْضِ تَعْلَمُ سَطْوَتِىْ

وَشَاوُسُ مُلْكِىْ سَارَ شَرْقًا وَمَغْرِبًا   وَصِرْتُ لِاَهْلِ الْكَرْبِ غَرْثًا وَرَحْمَةِ

وَمَنْ كَانَ قَبْلِىْ يَدَّعِىْ فِيْكُمُ الْهَوَاي   يُطَاوِلُنِىْ اِنْ كَانَ يَقْوَى لِسَطْوَتِىْ

شَرِبْتُ بِكَاسَاتِ الْغَرَامِ سُلاَفَةً   بِهَا اَنْعَشْتُ قَلْبِى سَجِسْمِىْ وَمَهْجَتِىْ

وَقَفْتُ بِبَابِ اللّٰهِ وَحْدِىْ مُوَحِّدًا   وَنُوْدِيْتُ يَا جِيْلاَنِىْ ادْخُلْ لِحَضْرَتِىْ

وَنُوْدِيْتُ يَا جِيْلاَنِى ادْخُلْ وَلاَ تَخَفْ   عُطِيْتُ الِّوَى مِنْ قَبْلِ اَهْلِ الْعِنَايَةِ

ذِرَاعِىْ مِنْ فَوْقِ الشَّمَاوَاتِ كُلِّهَا   وَمَنْ تَحْتِ بَطْنِ الْحُوْتِ اَمْدَدْتُ رَاحَتِىْ

وَنُوْدِيْتُ يَا جِيْلاَنِىْ ادْخُلْ وَلاَ تَخَفْ   وَاَعْلَمُ رَمْلَ الْاَرْضِ كَمْ هُوْرَمْلَةِ

وَاَعْلَمُ عِلْمِ اللّٰهِ اُحْصِىْ حُرُوْفَهُ   وَاَعْلَمُ مَوْجِ الْبَحْرِكَمْ هُوَ مَوْجَةِ

وَلِىَ نَشْأَةٌ فِى لِلْحُبِّ مِنْ قَبْلِ آدَمِ   وَسَرِّى سَرَى فِى الْكَوْتِ مِنْ قَبْلِ نَشْأَتِىْ

وَسَرِّى فِى الْعُلْيَا بِنُوْرِ مُحَمَّدٍ   فَكُنَّا بِسِرِّ اللّٰهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

مَلَكَتْ بِلاَ دَاللّٰهِ شَرْقًا وَمَغْرِبًا   وَاِنْ شِئْتُ اَفْنَيْتُ الْاَمَامِ بِحَلَطْتِىْ

Dhaka University Institutional Repository

وَقَالُوْ فَانْتَ الْقُطْبُ مُشَاهِدًا   وَأَتْلُوْ كِتَابَ اللهِ فِى كُلِّ سَاعَةِ
وَنَاظِرُ مَا فِى اللَّوْحِ مِنْ كُلِّ آيَةٍ   وَمَا قَدْ رَأَيْتُ مِنْ شُهُوْدٍ بِمُقْلَةِ
فَمَنْ كَانَ يَهْوَانَا يَجِئُ لِمَحِلِّنَا   وَيَدْخُلْ حِىَ السَّادَاتِ يَلْقِى الْغِيْنَمَةِ
وَقَالُوْا لِىَ يَا هَذَا تَرَكْتَ صَلاَتَكَ   وَلَمْ يَعْلَمُوْ اَنِّى أُصَلِّىْ بِمَكَّةِ
وَلاَ جَامِعٌ اِلاَّ وَلِىْ فِيْهِ مِنْبَرٌ   وَلاَ مِنْبَرٌ اِلاَّ وَلِىْ فِيْهِ خُطْبَتِىْ
وَلاَ عَالِمٌ اِلاَّ بِعِلْمِى عَالِمٌ   وَلاَ سَالِكٌ اِلاَّ بِفَرْضِىْ وَسُنَّتِىْ
وَلَوْلاَ رَسُوْلُ اللهِ بِالْعَهْدِ سَابِقًا   لاَغْلَقْتُ بُنْيَانَ الْجَحِيْمِ بِعَظْمَتِىْ
مُرِيْدِىْ لَكَ الْبُشْرَى تَكُوْتُ عَلَى الْوَفَا   اِذَا كُنْتُ فِى هَمٍّ أُغِثْكَ بِهِمَّتِىْ
مُرِيْدِىْ تَمَسَّكْ بِى وَكُنْ بِىْ وَاثِقًا   لِاَحْمِيْكَ فِى الدُّنيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
اَنَا لِمُرِيْدِىْ حَافِظٌ مَّا يَحَافُهُ   وَأُخْجِيْهِ مِنْ شَرِ الْأُمُوْرِ وَبَلْوَةِ
وَكُنْ يَا مُرِيْدِىْ حَافِظًا لِعُهُوْدِنَا   أَكُنْ حَاضِرَالْمِيْزَانِ يَوْمَ الْوَقِيْعَةِ
أَنَا كُنْتُ فِى الْعُلْيَا بِنُوْرِ مُحَمّدٍ   وَفِى قَابَ قَوْسَيْتِ اجْتِمَاعُ الْاَحِبَّةِ
أَنَا كُنْتُ مَعَ نُوْحٍ أَشَاهِدُ فِى الْوَرَاي   بِحَارًا وَطُوْفَانًا عَلَى كَفِّ قُدْرَتِىْ
وَكُنْتُ مَعَ اِبْرَاهِيْمَ مُلْقًى بِنَارِهِ   وَمَا بُرِّدَ النِّيْرَانَ اِلاَّ بِدَعْوَتِىْ
اَنَا كُنْتُ مَعَ رَاعِى الذَّبِيْحِ فِدَاءَهُ   وَمَا نَزَلَ الْكَبْشَانِ اِلاَّ بِفَتْوَتِىْ
أَنَا كُنْتُ مَعَ يَعْقُوْبَ فِى غَشْوِعَيْنَهِ   وَمَا بَرِئَتْ عَيْنَاهُ اِلاَّ بِتَّفْلَتِىْ
اَنَا كُنْتُ مَعَ اِدْرِيْسَ لَمَّا ارْتَقَى الْعَلاَ   وَاَقْعَدْتُهُ الْفِرْدَوْسَ اَحْسَنَ جَنَّتِىْ
اَنَا كُنْتُ مَعَ مُوْسَى مُنَاجَاةَ رَبِّهِ   وَمُوْسَى عَصَاهُ مِنْ عَصَاىَ اسْتَمَدَتِ
اَنَا كُنْتُ مَعَ أَيُّوْبَ فِى زَمَنِ الْبِلاَ   وَمَا بَرِئَتْ بَلْوَاهُ اِلاَّ بِدَعْوَتِىْ
اَنَا كُنْتُ مِعَ عِيْسِى وَفى الْمَهْدِ نَاطِقًا   وَاَعْطَيْتُ دَاؤدَا حَلاَوَةَ نَعْمَةِ
أَنَا الذَاكِرُ الْمَذْكُوْرُ ذِكْرًا لِذَاكِرٍ   اَنَا الشَّاكِرُ الْمَشْكُوْرُ شُكْرًا بِنِعْمَةِ
أَنَا الْعَاشِقُ الْمَعْشُوْقُ فِى كُلِّ مُضْمِرٍ   أَنَا السَّامِعُ الْمُسْمُوْع فِى كُلِّ نَعْمَةِ
أَنَا الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الْكَبِيْرُ بِذَايَهِ   أَنَا الْوَاصِفُ الْمَوْصُوْفُ شَيْخُ الطَّرِيْقَة
وَماَ قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ فَخْرًا وَّاِنَّمَا   اَتَى الْاِذْنُ حَتَّى يَعْرِفُوْتَ حَقِيْقَتِى
وَمَا قُلْتُ حَتَّى قِيْلَ لِى قُلْ وَلاَ تَخَفْ   فَاَنْتَ وَلِىّ فِى مَقَامِ الْوَلاَية
وَاِنْ شَحّتِ الْمِيْزَانُ وَاللهِ نَالَهَا   بِعَيْنِى عِنَايَاتِى وَلُطْفِ الْحَقِيْقَةِ
حَوَا بِحُكْمٍ مَقْضِيَّةٌ غَيْرَ اَنَّنِى   أُرِيْدُ كُمُو تَمْشُوْ طَرِيْقَ الْحَقِيْقَةِ
تُوصِّيْكُمُوْ كَسْرَ النُّفُوْسِ لِاَنَّهَا   مَرَاتِبُ عَزٍّ عِنْدَ اَهْلِ الطَّرِيْقَةِ
وَمَنْ حَدَّثَهُ نَفْسُهُ بِتَكَبُّرٍ   بَجِدْهُ صَغِيْرًا فِى الْعُيُوْنِ الْاَقِلَّةِ
وَمَنْ كَانَ يَخْشَعُ فِى الصَّلاَةِ تَوَاضُعًا   مَعَ اللهِ عَزَّتُهُ جَمِيْعُ الْبَرِيّةِ

Dhaka University Institutional Repository

فَجَدِّی رَسُوْلُ اللهِ طه مُحمدٌ　　　　أَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ شَيْخُ كُلِّ طَرِيْقَةِ[৩২১]

[৩২১] সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুনালা, *قصائد للقطب الجيلاني وأمداح قيلت فيه، السفينة القادرية*, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্র. ২০১১ খ্রি. পৃ. ২১৬, ২১৮; ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-১০৩; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১২৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় কাসীদা

على الأولياء القيت سري وبرهاني　　　فهاموا به في سر سري وإعلاني
فأسكرهم كأسي فهاموا بخمرتي　　　سكارى حيارى من وجود وعرفاني
أنا كنت قبل القبل قطباً مبجلاً　　　تطوف بي الأملاك والرب أسماني
خرقت جميع االحجب حتى وصلته　　　مقاماً قد كان جدي له داني
وقد كشف الأستار عن نوري وجهه　　　ومن خمرة التوحيد بالكاس أسقاني
نظرت إلى المحفوظ والعرش نظرة　　　فلاحت لي الأنوار والرب أعطاني
أنا قطب أقطاب الوجود بأسرها　　　أنا بازهم والكل يدعى بغلماني
ولو أنني ألقيت سرّي بدجلة　　　لغارت وراح الماء في سر إعلاني
ولو أنني ألقيت سري إلى لظى　　　لأخمدت النيران من عظم سلطاني
ولو أنني ألقيت سري لميت　　　لقام بإذن الله في الحال ناداني
سلوا عنِّي المسري سلوا عنِّيَ المنا　　　سلوا عنِّيَ القاصي سلوا عنِّيَ الداني
سلوا عني العليا سلوا عني الثرى　　　وما تحت تحت التحت والإنس والجان
فيا معشر الأقطاب لمّوا لحضربي　　　وطوفوا بخاناتي واسعوا لأركاني
وغوصوا بحاري تظفروا بجواهري　　　وتبري وياقوتي ودرِّي ومرجاني
وقفت على الأنجيل جمعاً شرحته　　　أخي ورفيقي كان موسى بن عمران
وفكّيت رمزاً كان عيسى يحله　　　به كان يحيي الموتى والرمز سرياني
وخضت بحور العلم من قبل نشأتي　　　فكَّيت في التوراة رمزة عبراني
فمن في رجال الله نال مكانتي　　　وجدي رسول الله في الأصل رباني
وجدتنا الزهراء بنت محمد　　　أبوها رسول الله عزّبهم شاني
أنا الكوكب الدري أنا شمس خانها　　　أنا الفرد قد ألبست في الحب تيجاني
أنا قادري الوقت عبد لقادر　　　واسمي محيي الدين والأصل جيلاني[৩২২]

---

[৩২২] সাইয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুনালা, *قصائد للقطب الجيلاني وأمداح قيلت فيه، السفينة القادرية*, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন, প্র. ২০১১ খ্রি. পৃ. ২১৮-২১৯; ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫-১৭৯; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

চতূর্থ কাসীদা

সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরি তার *"মাযহারে জামালে মুস্তফা"* গ্রন্থে গাউসে পাকের আরো কিছু কাসিদা উল্লেখ করেন। যেমন-

نَظَرْتُ بِعَيْنِ الْفِكْرِ فِيْ حَانِ حَضْرَتِىْ   حَبِيْبًا تَجَلَّى لِلْقُلُوْبِ فَحَنَّتِ
سَفقَانِىُ بِكَاْسٍ مِنْ مُدَامَتِهِ   فَكَانَ مِنَ السَّاقِىْ خُمَارِىْ وَسُكْرَتِىْ
يُنَادِ مُنَدِى فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ   وَمَازَالَ عَانِىْ بِعَيْنِ الْمَوَدَّةِ
ضَرِيحِيْ بَيْتُ اللهِ مَنْ جَاءَ زَارَهُ   يُهَرْوَلُ لَهُ يَحْظَى بِعِزٍّ وَرِفْعَةِ
وَسَرِّى سِرُّ اللهِ سَارٍ بِخَلْقِهِ   فَلُذْ بِجَنَابِىْ اِنْ اَرَدْتَ مَوَدَّتِىْ
وَاَمْرِىْ اَمْرُ اللهِ اِنْ قُلْتُ كُنْ يَكُنْ   وَكُلٌّ بِاَمْرِ اللهِ فَاَحْكُمْ بِقُدْرَتِىْ
وَاَصْبَحْتُ بِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ جَالِسًا   عَلى طُوْرِ سِيْنَا قَدْ سَمَعْوْتُ بِخِلْعَتِىْ
وَطَابَتْ لِىَ الْاِكْوَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ   فَصِرْتُ لَهَا اَمْلاً بِتَصْبِيْحِ نِيْتَتِىْ
فَلِىِّ عَلَمٌ عَلَى ذَرْوَةِ الْمَجْدِ قَائِمٌ   رَفِيْعُ الْبِنَا تَأْوِىْ لَهُ كُلُّ اُمَّةِ
فَلاَ عِلْمَ اِلاَّ مِنْ بِجَارٍ وَرَدْتُهَا   وَلاَ نَقْلَ اِلاَّ مِنْ صَحِيْحِ رِوَايَتِىْ
عَلَى الدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ كَانَ اجْتِمَاعُنَا   وَفِىْ قَابَ قَوْسَيْتِ اجْتِمَاعُ الاَحِبَّةِ
وَعَايَنَتْ اِسْرَافِيْلَ وَاللَّوْحَ وَالرِّضَا   وَشَاهَدْتُ اَنْوَارَ الْجَلاَلِ بِنَظَرْتِىْ
وَشَاهَدْتُ مَا فَوْقَ السَّمَاوَاتِ كُلِّهاَ   كَذَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِىُّ فِى طَىِّ قَبْضَتِىْ
وَكُلِّ بِلاَدُ اللهِ مُلْكِىْ حَقِيْقَةً   وَاَقْطَابُهَا مِنْ تَحْتِ حُكْمِىْ وَطَاعَتِىْ
وَجُوْدِىْ سَرَى فِى سِرِّ سِرِّ الْحَقِيْقَةِ   وَمَرْتَبَتِىْ فَاقَتْ عَلَى كُلِّ رُتْبَةِ
وَذِكْرِى جَلاَ اَلْاَبْصَارَ بَعْدِ غَشَائِهَا   وَاَحْيَا فُوَادَ الصَّبِّ بَعْدَ القَطِيْعَدِّ
حَفِظْتُ جَمِيْعَ الْعِلْمِ صِرْتُ طِرَازَهُ   عَلَى خِلْعَةِ التَّشْرِيْفِ فِى حُسْنِ طَلْعَةِ
قَطَعْتُ جَمِيْعَ الْحُجْبِ لِلّٰهِ صَاعِدَا   فَمَازِلْتُ قِى سَائِرًا فِى الْمَحَبَّةِ
تَجَلّى لِىَ السّاقِىُ قَالَ اِلَىَّ قُمْ   فَهَذَا شَرَابُ الْوَصْلِ فِىْ حَانِ حَضْرَتِىْ
تَقَدَّمْ وَلاَ تَخْشَى كَشَفْنَا حِجَابَنَا   تَمَلَّى هَنِيْئًا بِالشَّرَبِ وَرُؤْيَتِىْ
شَطَحْتُ بِهَا شَرْقًا وَغَرْبًا وَقِبْلَةً   وَبَرًّ وَبَحْرًا مِنْ نَفَائِسِ خَمْرَتِىْ
وَلاَحَتْ لِىَ الْاَسْرَارُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ   وَبَانَتْ لِىَ الْاَنْوَارُ مِنْ كُلِّ وِجْهَتِىْ
وَشَاهَدْتُ مَعْنًى لَوْبَدَ اكَشْفُ سِرِّهِ   بِصُمِّ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ لَدُكَّتِ
وَمَطْلَعَ شَمْسِ الْاُفِقِ ثُمَّ مُغِيْهَا   وَاَقْطَارَ اَرْضِ اللهِ فِى حَالِ خَطْوَتِىْ
اُقِّلبهَا فِى رَاحَتَىَّ كَكُوْرَةٍ   اَطُوْفُ بِهَا جَمْعًا عَلَى طُوْلِ لَمْحَتِى

Dhaka University Institutional Repository

اَنَا قُطْبُ اَقْطَابِ الْوَجُوْدِ حَقِيْقَةً   عَلَى سَائِرِ الْاَقْطَابِ عِزِّيَ وَحُرْمَتِىْ
تَوَسَّلْ بِنَا فِىْ كُلِّ هَوْلٍ وَشِدَّةٍ   اَغِيْثُكَ فِى الْاَشْيَاءِ طُرًّابِهِمَّتِى
أَنَا لِمُرِيْدِىْ فِظٌّ مَا يَخَافُهُ   وَاَحْرُسُهُ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَفِتْنَةِ
مُرِيْدِىْ اِذَا مَا كَانَ شَرْقًا وَمَغْرِبًا   أُغِثْهُ اِذَا مَا صَارَ فِىْ اَيِّ بَلْدَةِ
فَيَا مُنْشِدًا لِلنَّظْمِ قُلْهُ وَلاَ تَخَفْ   فَاِنَّكَ مَحْرُوْسٌ بِعَيْنِ الْعِنَايَةِ
فَكُنْ قَادِرِىَّ الْوَقْتِ لِلّٰهِ مُخْلِصًا   تَعِيْشُ سَعِيْدًا صَادِقًا لِلْمُحَبَّةِ
وَجَدِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَعْنِىْ مُحَمَّدًا   اَنَا عَبْدُ قَادِرٍ دَامَ عِزِّىْ وَرِفْعَتِىْ[৩২৩]

পঞ্চম কাসীদা

لِى هِمَّةٌ بَعْضُهَا تَعْلُوْ عَلَى الْهِمَمِ   وَلِىْ هَوًى قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ
وَلِىْ حَبِيْبٌ بِلاَ كَيْفٍ وَلاَ مَثَلٍ   وَلِىَ مَقَامٌ وَلِىْ رَبْعٌ وَلِىْ حَرَمِى
حُجُّوْ اِلَىَّ فَدَارِىْ كَعْبَةٌ نُصِبَتْ   وَصَاحِبُ الْبَيْتِ عِنْدِىْ وَالحَمِىَ حَرَمِى
لاَ تَسْتَقِرُّ وَلاَ تَضْحُوْ ضَمَائِرُهُ   مَا لَمْ يُلَوِّحْ لَهُ الْمَحْبُوْبُ كَالْعَلَمِ
وَجَدْتُ حَوْلَ الْحَمِىَ فُرْسَانَ مَعْرَكَةٍ   سُيُوْفُهُمْ مُشَهَّرَاتٌ قَصْدُهُمْ عَدَمِى
فَجُلْتُ فِيْهِمْ وَفِيْ اَيْدِىْ لَهُمْ بَتَرٌ   وَلَوْ هِزَامًا لِنَحْوِ الزَّعْمِ بَالْجِسْمِ
لِلْقَادِرِيَّةِ فُرْسَانٌ مُعَرْبِدَةٌ   بَيْنَ الْاَنَامِ وَسِرٌّ شَاعَ فِى الْقِدَمِ
غُصْتُ الْبِحَارَ وَقَدْ اَظْهَرْتُ جَوْهَرَهَا   فَلَمْ اَرَ قَدَمًا تَعْلُوْ عَلَى قَدَمِى
هَذِهِ عَصَانِىْ الَّتِىْ فِيْهَا مَآرِبُ لِىْ   وَقَدْ اَمُشُّ بِهَا يَوْمً عَلَى غَنَمِىْ
اِنْ اَلْقِهَا تَتَلَقَّفُ كُلَّ مَا صَنَوُا   اِذَا اَتَيْتُوْا بِسِحْرٍ مِنْ كَلاَمِهِمْ[৩২৪]

ষষ্ঠ কাসীদা

مَا فِى الصِّبَابَةِ مَنْهَلٌ مُسْتَعْذَبُ   اِلاَّ وَلِى فِيْهِ الْاَلَذُّ الْاَطْيَبُ

---

[৩২৩] ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১১৯

[৩২৪] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫, ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

اَوْفِى الْمَكَانِ مَكَانَةٌ مَخْصُوْصَةٌ   اِلاَّ وَمَنْزِ لَّتِىْ اَعَزُّ وَاَقْرَبُ
وَهَبَتْ لِىَ الْاَيَّامُ رَوْنَقَ صَفْوِهَا   فَحَلَتْ مَنَاهِلْهَا وَطَابَ الْمَشْرَبُ
وَغَدَوْتُ مَخْطُوْبًا لِكُلِّ كَرِيْمَةٍ   لاَيَهْتَدِىْ فِيْهَا اللَّبِيْبُ فَيَخْطُبُ
اَنَا مِنْ رِجَالٍ لاَ يَخَافُ جَلِيْسُهُمْ   رَيْبَ الزَّمَانِ وَلاَ يَرَى مَا يَرْهَبُ
قَوْمٌ لَهُمْ فِى كُلِّ مَجْدٍ رُتْبَةٌ   عُلْوِيَّةَ وَبِكُلِّ جِيْشٍ مَوْكِبُ
اَنَا بُلْبُلُ الْاَفْرَاحِ اَمْلاَ دَوْحِهَا   طَرَبًا وَفِى الْعُلْيَاءِ بَازًا اَشْهَبُ
اَضَحْتَ جُيُوْشُ الْحُبِّ تَحْتَ مَشِيْئَتِى   طُوْعًا وَمَهْمَا رُمْتُهُ لاَ يَعْزُبُ
اَصْبَحْتُ لاَ اَمَلاً وَلاَ اُمْنِيَّةً   اَرْجُوْ وَلاَ مَوْعُوْدَةً اَتَرَقَّبُ
مَازِلْتُ اَرْتَعُ فِى مَيَادِيْتِ الرِّضَا   حَتَّى وُهِبْتُ مَكَانَةً لاَ تُوْهَبُ
اَضَحى الزَّمَانُ كَحُلَّةٍ مَرْقُوْمَةٍ   تَزْهُوْ وَنَحْنُ لَهَا الطِّرَازُ الْمُذَهِّبُ
اَفَلَتْ شُمُوْسُ الْاَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا   اَبَدًا عَلَى فَلَكِ الْعُلَى لاَ تَغْرُبُ[৩২৫]

সপ্তম কাসীদা

طُفْ جَانِى سَبْعًا وَلُذْ بِذِمَامِى   وَتَجَرَّدْ لِزَوْ رَتِى كُلَّ عَامِ
اَنَا سِرُّ الْاَسْرَارِ مِنْ سِرِّ سِرِّى   كَعْبَتِىْ رَاحَتِى وَبَسْطِىْ مُدَامِى
اَنَا نَشْرُ الْعُلُوْمِ وَالدَّرْسُ شُغْلِى   اَنَا شَيْخُ الْوَرَى لِكُلِّ اِمَامِ
اَنَا فِى مَجْلِسِىْ اَرَى الْعَرْشَ حَقًّا   وَجَمِيْعُ الْمُلُوْكِ فِيْهِ قِيَامِى
قَالَتِ الْاَوْلِيَاءُ جَمْعًا بِعَزَمٍ   اَنْتَ قُطْبٌ عَلى جَمِيْعِ الْاَنَامِ
قُلْتُ كُفُّوْ ثُمَّ اسْمُعُوْ نَصَّ قَوْلِى   اِنَّمَا الْقُطْبُ خَادِمِىْ وَغُلاَمِىْ
كُلُّ قُطْبٍ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا   وَاَنَا الْبَيْتُ طَائِفٌ بِخِيَامِىْ
كَشَفَ الْحُجْبَ وَالسُّتُوْرَ لِعَيْنِىْ   وَدَعَانِىْ لِحَضْرَةٍ وَمَقَامِ
فَاخْتِرَاقُ السَّبْعِ السُّتُوْرِ جَمِيْعً   عِنْدَ عَرْشِ الْاِله كَانَ مَقَامِىْ
وَكَسَانِى بِتَاجِ تَشْرِيْفِ عِزٍّ   وَطِرَازٍ وَحُلَّةٍ بِاخْتِتَامِ
فَرَسُ الْعِزِّ تَحْتَ سَرْجِ جَوَادِىْ   وَرَكَابِى عَالٍ وَغَمْدِىْ مُحَامِى
وَاِذَا مَا جَذَبْتُ قَوْسَ مَرَامِى   كَانَ نَارُ الْجَحِيْمِ مِنْهَا سِهَامِى
سَائِرُ الْاَرْضِ كُلِّهَا تَحْتَ حُكْمِىْ   وَهِىَ فِى قَبْضَتِىْ كَفَرِخْ الْحِمَامِ

[৩২৫] ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮৩; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

مَطْلَعُ الشَّمْسِ لِلْغُرُوْبِ سُفْلاَ   خُطْوَتِىْ قَدْ قَطَعْتُهُ بِاهِتِمَامِ
يَا مُرِيْدِىْ لَكَ الْهَنَا بَدَوَامِىْ   عَيْشُ عِزٍّ وَرِفْعَةٍ وَاحْتِرَامِ
وَمُرِيْدِى اِذَا دَعَانِى بِشَرْقٍ   اَوْبِفَرْبٍ اَوْ نَازِلٍ بَحْرِطَامِى
فَاغِثْهُ اَوْ كَانَ فَوْقَ هَوَاءٍ   اَنَا سَيْفُ الْقَضَا لِكُلِّ خِصَامِ
آنَا فِى الْحَشْرُ شَافِعٌ لِمُرِيْدِىْ   عِنْدَ رَبِّى فَلاَ يُرَدُّ كَلاَمِىْ
اَنَا شَيْخٌ وَصَالِحٌ وَوَلِىٌّ   اَنَا قُطْبٌ وَقُدْوَةٌ لِلْاَنَمِ
اَنَا عَبْدٌ لِقَادِرٍ طَابَ وَقْنِىْ   جَدِّى الْمُصْطَفى وَحَسْبِى اِمَامِ
فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ فِى كُلِّ وَقْتٍ   وَعَلى آلهِ بِطُوْلِ الدَّوَام[৩২৬]

অষ্টম কাসীদা

سَقَانِى حَبِيْبِى مِنْ شَرَابِ ذَوِى الْجَدِ   فَاَسْكَرَنِى حَقًّا فَفِبتُ عَلَى وَجْدِىْ
وَاَجْلَسَنِىْ فِى قَوْسَيْنِ سَيِّدِىْ   عَلَى مِنْبَرِ التَّخْصِيْصِ فِى حُسْنِ مَقْعَدِىْ
حَضرتُ مَعَ الْاَقْطَابِ فِى حَضْرَةِ الِّقَا   فَفِيْتُ بَهِ عَنْهُمْ وَشَاهَدَتْهُ وَحْدِىْ
فَمَا شَرِبَ الْعُشَّاقُ اِلاَّ بَقِيَّتِى   وَفَضْلَةُ كَاسَاتِى بِهَا شَرِبُوْ بَعْدِى
وَلَوْ شَرِبُوْ مَا قَدْ شَرِبْتُ وَعَائنُوْ   مِنَ الْحَضْرَةِ الْعُلْيَاءِ صَافِى مَورِدِىْ
لَاَمْسُوْا سُكَارَى قَبْلَ اَنْ يَشْرَبُوْ الْمَدَمِ   وَاْسُوْا حَيَارَى مِنْ صَادِمَةِ الْوَرْدِ
اَنَا الْبَدْرُ فِى الدُّنْيَا وَغَيْرِىْ كَوَاكِبٌ   وَكُلُّ فَتًى يَهْوِىْ فَذَا لَكُمْ عَبْدِىْ
وَبَحْرِىْ مُحِيْطٌ بِالْبِحَارِ بِاَسْرَهَا   وَعَلى حَوَى مَاكَانَ قَبْلِى وَمَا بَعْدِىْ
وَسَرِّ فِى الْاَسْرَارِ يَزْجُرُ فِى الزِّجْرِ   كَزَجْرِ سَحَابِ الْاُفْقِ مِنْ مَلِكِ الرَّعْدِ
فَيَا مَادِحِي قُلْ مَا تَشَاءُ وَلاَتَخَفْ   لَكَ الأَمْنُ فِي الدُّنْيَا لَكَ الأَمْنُ فِي غَدِ
فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَحْظَي بِعِزٍّ وَقُرْبَةٍ   فَدَاوِمْ عَلي حُبِّي وَحَافِظْ عَلي عَهدِي[৩২৭]

আসমাউল হুসনা দিয়ে তাঁর কাসিদা

شَرَعْتُ بِتَوْحِيْدِ الْاِلهِ مُبَسْمِلاَ   سَاَخْتِمُ بِالذِّكْرِ الْحَمِيْدِ مُجَمِّلاً

[৩২৬] ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৬; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪১
[৩২৭] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২; ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

وَاشْهدُ اَنَّ اللهَ لاَ رَبَّ غَيْرُهُ   تَنَزَّهَ عَنْ حَصْرِ الْعُقُوْلِ تَكَمَّلاَ
وَاَرْسَلَ فِيْنَا اَحْمَدَ الْحَقَّ فَيِّدًا   نَبِيًّا بِهِ قَامَ الْوُجُوْدُ قَدْ خَلاَ
فَعَلَّمْنَا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ مُؤَيِّدٍ   وَاَظْهَرَ فِيْنَا الْحِلْمَ وَالْعِلْمِ وَالْوَلاَ
فَيَا طَالِبًا عِزًّا وَكَنْزًا وَرِفْعَةً   مِنَ اللهِ فَادْعُوْهُ بِاَسْمَائِدِ الْعُلاَ
فَقُلْ بِاِنْكِسَارٍ بَعْدَ طُهْرٍ وَقُرْبَةٍ   فَاسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ نَصْرًا مُعَجَّلاَ
بِحَقِّكَ يَا رَحْمَانُ بِالرَّحْمَةِ الَّتِىْ   اَحَاطَتْ فَكُنْ لِىَ يَا رَحِيْمُ مُجَمِّلاً
وَيَامَلِكٌ قُدُّوْسُ قَدِّسْ سَرِيْرَتِىْ   وَسَلِّمْ وُجُوْدِىْ يَا سَلاَمُ مِنَ الْبِلاَ
وَيَامُوْمِنٌ هَبْ لِىْ اَمَانًا مُحَقَّقًا   وَسِتْرًا جِمِيْلاً يَا مُهَيْمِنُ مُسْبِلاً
عَزِيْزٌ اَزِلْ عَنْ نَفْسِنَى الذُّلَّ وَاحْمِنِىْ   بِعِزِّكَ يَا جَبَّارُ مِنْ كُلِّ مُعْضِلاً
وَضَعْ جُمْلَةَ الْاَعْدَاءِ يَا مُتَكَبِّرٌ   وَيَا خَالِقُ لِىْ عَنِ الشَّرِّ مَعْزِلاَ
وَيَا بَارِئَ النَّعْمَاءِ زِدْ فَيْضَ نِعْمَةٍ   وَلِلرِّزْقِ يَا رَزَّاقُ كُنْ لِىْ مُسَهِّلاَ
وَبِالْفَتْحِ يَا فَتَّاحُ نَوِّرْ بَصِيْرَتِىْ   بِقَهْرِكَ يَا قَهَّارُ شَيْطَانِىَ اخْذُلاَ
بِحَقِّكَ يَا وَهَّابُ عِلْمًا وَحِكْمَةً   وَلِلرِّزْقِ يَا رَزَّاقُ كُنْ لِىْ مُسَهِّلاَ
وَبِالْفَتْحِ يَا فَتَّاحُ نَوِّرْ بَصِيْرَتِىْ   وَبِا لْعِلْمْ نِلْنِىْ يَا عَلِيْمُ تَفَضُّلاَ
وَيَا قَابِضُ اقْبِضْ قَلْبِ كُلِّ مَعَانِدٍ   وَيَابَاسِطُ ابْسُطْنِى بِاَسْرَرِكَ الْعُلاَ
وَيَا خَافِضُ اخْفِضْ قَدْرَ كُلِّ مُنَافِقٍ   وَيَا رَافِعُ ارْفَعْنِىْ بِرُوْحِكَ اَثْقَلاَ
سَأَلْتُكَ عِزًّا يَا مُعِزُّ لِاَهْلِهِ   مُذِلٌ فَذِلَّ الظَّالِمِيْنَ مُنَكِلاَ
فَعِلْمُكَ كَافٍ يَا سَمِيْعُ فَكُنْ اِذَا   بَصِيْرًا جَالِىْ مُصْلِحًا مُتَقَبِّلاَ
فَيَا حَكَمٌ عَدَلٌ لَطِيْفٌ بِخَلْقِهِ   خَبِيْرٌ بِمَا يَخْفَى وَمَا هُوَ مُجْتَلاَ
فَحِلْمُكَ قَصْدِىْ يَا حَلِيْمُ وَعُمْدَتِىْ   وَاَنْتَ عَظِيْمُ عُظْمُ جُوْدِكَ قَدْعَلاَ
غَفُوْرٌ وَسَتَّارٌ عَلَى كُلِّ مُذْنِبٍ   شَكُوْرٌ عَلَى اَحْبَابِهِ وَمُوَصِّلاَ
عَلِيٌّ وَقَدْ اَعْلَى مَقَامَ حَبِيْبِهِ   كَبِيْرٌ كَثِيْرٌ الْخَيْرِ وَالْجُوْدِ مُجْزِلاَ
حَفِيْظٌ فَلاَ شَىْءٌ يَفُوْتُ لِعِلْمِهِ   مُقِيْتٌ نَقِيْبٌ الْخَلْقِ اَعْلَى واَسْفَلاَ
فَحُكْمُكَ حَسْبِىْ يَا حَسِيْبُ تَوَلَّنِى   وَاَنْتَ جَلِيْلٌ كُنْ لِغَمِّى مُنْكِّلاَ
اِلَهِى كَرِيْمٌ اَنْتَ فَاَكْرِمْ مَوَاهِبِى   وَكُنْ لِعَدُوِّىْ يَا رَقِيْبُ مُجَنْدِلاَ
دَعْوَتُكَ يَا مَوْلَى مُجِيْبًا لِمَنْ دَعَا   قَدِيْمَ الْعَطَا يَا وَاسِعَ الْجُوْدِ فِى الْمَلاَ
اِلَهِى حَكِيْمٌ اَنْتَ فَاَحْكُمْ مَشَاهِدِى   فَوُدُّكَ عِنْدِى يَا وَدُوْدُ تَنَزِّلاَ
مَجِيْدٌ فَهَبْ لِى الْمَجْدَ وَالسَّعْدَ وَالْوِلاَ   وَيَا بَاعِثُ ابْعَثْ نَصْرَ حِيْشَىْ مُهَرْوِلاَ
شَهِيْدٌ عَلَى الْاَشْيَاءِ طِيِّبْ مَشَاهِدِىْ   وَحَقِّقْ لِىْ حَقَّ الْوَارِدِ مَنْهَلاَ

Dhaka University Institutional Repository

اِلَهِى وَكِيْلٌ اَنْتَ فَاقْضِ حَوَاجِئ　　وَتَكْفِىْ اِذَا كَانَ الْقَوِيُّ مُوَكَّلاَ
مَتِيْنٌ فَمَتِّنْ ضُعْفَ حَوْلِى وَقُوَّتِى　　اَغِثْ يَا وَلِى عَبْدًا دَعَاكَ نَبَتَّلاَ
حَمَدْتُكَ يَا مَوْلَى حِمِيْدًا مُوَحِّدًا　　وَمُحْصِى زَلاَّتِ الْوَرَى وَمَعَدِّلاَ
اِلَهِى مُبْدِىَ الْفَتْحَ لِىَ اَنْتَ وَالْهُدَى　　مُعِيْدٌ لِمَا فِىْ الكَوْنِ اِنْ بَادَ اَوْخَلاَ
سَاَلْتُكَ يَا مُحْىِ حَيَاةً هَنِيْئَةً　　اَمِتْ يَا مُمِيْتُ اَعْدَاءَ دِيْنِىْ مُعَجِّلاَ
يَا حَىَّ اَحْىِ مَيْتَ قَلْبِى بِذِكْرِكَ　　اَلْقَدِيْمِ فَكُنْ قَيُّوْمَ سِرِّىْ مُوَصِّلاَ
وَيَا وَاجِدَا الْاَنْوَارِ اَوْجِدُ مَسَرَتِىْ　　وَيَا مَاجِدَ الْاَنْوَارِ كُنْ لِىْ مُعَوِّلاَ
وَيَا وَاحِدٌ مَا ثَمَّ اِلاَّ وُجُوْدُهُ　　وَيَا صَمَدٌ قَامَ الْوُجُوْدُ بِهِ عَلاَ
وَ يَا قَادِرٌ ذَالْبَطْشِ اَهْلِكَ عَدُوَّنَا　　وَمُقْتَدِرٌ قَدِّرْ لُحِسَّادِنَا الْبَلاَ
وَقَدِّمْ لِسِرِّىْ يَا مُقَدِّمُ عَافِنِىْ　　مِنَ الضُّرِّ فَضْلاً يَا مُؤَخِّرُ ذَا الْعُلاَ
وَاَسْبِقُ لَنَا الْخَيْرَاتِ اَوَّلَ اَوَّلاَ　　وَياَ آخِرُ اخْتِمْ لِى اَمُوْتُ مُهَلِّلاَ
وَيَا ظَاهِرُ اظْهِرْ لِى مَعَارِفَكَ الَّتِىْ　　بِبَاطِنِ غَيْبِ الْغَيِبِ يَا بَاطِنًا وَلاَ
وَيَا وَاللِى اَوْلِ اَمْرِنَا كُلَّ نَاصِيْحٍ　　وَ يَا مَتَعَالِ ارْشِدْ وَاصْلِحْ لَهُ الْوَلاَ
وَيَا بَرُّ يَا رَبَّ الْبَرَا يَا وَمُوْهِبَ　　الْعَطَا يَا وَيَا تَوَّابُ تُبْ وَتَقَبَّلاَ
وَمُنْتَقِمٌ مِنْ ظَالِمِىَّ نُفُوْسِهِمْ　　كَذَاكَ عَفُوٌ اَنْتَ فَاعْطِفْ تَفَضُّلاَ
عَطُوْفٌ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ وَمُسْعِفٌ　　لِمَنْ قَدْ دَعَا يَا مَالِكَ الْمُلْكِ مَعْقِلاَ
فَاَلْبِسْ لَنَا يَا ذَالْجَلاَلِ جَلاَلَةً　　فَجُوْدُكَ وَالْاِكْرَامُ مَازَالَ مُهْطِلاَ
وَيَا مُقْسِطٌ ثَبِّتْ عَلَى الْحَقِّ مُهْجَتِىْ　　وَيَا جَامِعُ اجْمَعْ لِىْ الكَمَالاَتِ فِى الْمَلاَ
اِلَهِىْ غَنِىٌّ اَنْتَ فَاذْهَبْ لِفَاقَتِىْ　　وَمُغْنٍ فَاغْنِ فَقْرَ نَفْسِىْ لِمَا خَلاَ
وَيَا مَانِعُ امْنَعْنِىْ مِنَ الذَّنْبِ فَاشْفِنْىْ　　عَنِ السُّوْءِ مِمَّا قَدْ جَنَيْتُ تَعَمُّلاَ
وَيَا ضَارُّ كُنْ لِلْحَاسِدِيْنَ مُوَجِّخًا　　وَيَا نَافِعُ انْفَعْنِى بِرُوْحٍ مُحَصَّلاً
وَيَا نُوْرُ اَنْتَ النُّوْرُ فِى كُلِّ مَابَدَا　　وَيَاهَادِ كُنْ لِلنُّوْرِ فِى القَلْبِ مُثْمِلاَ
بَدِيْعَ الْبَرَا يَ اَرْجُوْا مِنْ فَيْضِ لُطْفِهِ　　وَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَنْتَ بَاقِى لَهُ الْوَلاَ
وَيَا وَارِثُ اجْعَلْنِى لِعِلْمِكَ وَارِثًا　　وَرُشْدًا اَنِلْنِى يَا رَشِيْدُ تَجَمُّلاَ
صَبُوْرٌ وَ سَتَّارٌ فَوَفِّقْ عِزِيْمَتِىْ　　عَلَى الصَّبْرِ وَاجْعَلْ لِى اخْتِيَارَ مُزَمِّلاَ
بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنَى دَعْوَاتُكَ سَيِّدِيْ　　وَاَيَاتِكَ الْعُظْمَى ابْتَهَلْتُ تَوَسُّلاَ
فَاَسْئَلُكَ الَّهُمَّ رَبِّىْ بِفَضْلِهَا　　فَهَيِّئْ لَنَا مِنْكَ الْكَمَالُ مُكَمِّلاَ
وَقَابِلْ رَجَائى بِالرِّضَا عَنْكَ وَاكْفِنِىْ　　صُرُوْفَ زَمَانٍ صِرْتُ فِيْهِ مُحَوَّلاَ
أَغِثْ وَاشْفِنِىْ مِنْ دَاءِ نَفْسِىْ وَاهْدِنِىْ　　اِلَى الْخَيْرِ وَاصْلِحْ مَا بِعَقْلِى تَخَلَّلاَ

Dhaka University Institutional Repository

اِلَهِىْ فَارْحَمْ وَالِدَىَّ وَاِخْوَتِى   وِمِنْ هَذِهِ الْاَسْمَاءِ يَدْعُوْا مُرَتِّلاَ
أَنَا قَادِرِىُّ الْحَسَنِىُّ عَبْدُ الْقَادِرِ   دُعِيْتُ بِمُحْيِ الدِّيْنِ فِى دَوْحَةِ الْعَلاَ
وَصَلاِّ عَلَى جَدِّى الْحَبِيْبِ مُحَمَّدٍ   بِاَحْلِىْ سَلاَمٍ فِى الْوُجُوْدِ وَاَكْمَلاَ
مَعَ الْاَلِ وَالْاَصْحَابِ جَمْعًا مَؤَيَّدًا   وَبَعْدُ فَحَمْدُ اللهِ خَتْمًا وَ اَوَّلاَ[৩২৮]

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর *সিররুল আসরার* গ্রন্থে তাঁর লিখিত আরো কিছু কাসিদা পাওয়া যায়। যেমন-

خُذْ بِلُطْفِكَ يَا إِلَهِى مَنْ لَهُ زَادٌ قَلِيْلِ
مُفْلِسٌ بَالسِّدْقِ يَأْتِى عِنْدَ بَابِكَ يَا جَلِيْل
ذَنْبُهُ ذُنْبًا عَظِيْمًا فَاغْفِرِ الذَّنْبَ العَظِيْم
إِنَّهُ شَخْصٌ غَرِيْبٌ مُذْنِبٌ عَبْدٌ ذَلِيْل
مِنْكَ إِحْسَانٌ وَفَضْلٌ بَعْدَ إِعْطَاءِ الجِزِيل
فَاعْفُ عَنِّى كُلَّ ذَنْبِ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِيْل
قُل لِنَارٍ أبْرُدِى يَا رَبِّ فِى حَقِى كَمَا
قُلْتَ قُلْ يَا نَارُ كُوْنِى أنْتَ فِى حَقِّ الخَلِيل
كَيْفَ حَالِى يَا إِلَهِى لَيْسَ لِى خَيْرُ العَمَل
سُوءُ أَعْمَالِى كَثِيْرٌ زَادُ طَاعَاتِى قَلِيْل
أَنْتَ شَافِى أَنْتَ كَافِى فِى مُهِمَّاتِ الأُمُوْر
أَنْتَ حَسْبِى أَنْتَ رَبِّ أَنْتَ لِى نِعْمَ الوَكِيْل
عَافِنِى مِنْ كلِّ دَاءٍ فَاقْضِ عَنِّى حَاجَتِى
إِنَّ لِى قَلبًا سَقِيْمًا أَنْتَ مَنْ يَشْفِى العَلِيْل
هَبْ لَنَا مُلْكًا كَبِيْرًا نَجِّنَا مِمَّا نَخَاف
رَبُّنَا إِذْ أَنْتَ قَاضٍ وَالمُنَادِى جِبْرِئِيْل
رَبِّ هَبْ لِى كَنْزَ فَضْلٍ أَنْتَ وَهَّابٌ كَرِيْم
أَعْطِنِى مَا فِى الضَّمِيْرِ دُلَّنِى خَيْرَ الدَّلِيْل

---

[৩২৮] আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৬; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭-৩৬১; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১৩২; ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৪১

Dhaka University Institutional Repository

أَيْنَ مُوْسَى أَيْنَ عِيْسَى أَيْنَ يَحْيَى أَيْنَ نُوْح

أَنْتَ يَا صَدِيْقُ عَاصٍ تُبْ إِلَى المَوْلِى الجَلِيْل[৩২৯]

[৩২৯] সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*, মাকতাবাতে উম্মুল কোরা, কায়রো, মিশর, পৃ. ২১৯-২২০

Dhaka University Institutional Repository

দিওয়ানে গাউসিয়া

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) ফার্সী ভাষায় এক অনবদ্য দিওয়ান রচনা করেন। যা পরবর্তীকালে "দিওয়ানে গাউছিয়া" নামে সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর এ গ্রন্থের মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। আরবি এবং ফার্সীতে তাঁর ছিল সমান দক্ষতা। এখানে আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে লক্ষণীয় যে, এ দিওয়ানের মাধ্যমে গাউছে পাকের কাব্য প্রতিভা সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যিকরা তাঁর সাহিত্য গুণ দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান। কত উচুঁ ছিল তাঁর কাব্য প্রতিভা! এ ফার্সী দিওয়ানের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ করেন মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এ.বি. মাহমুদ হুসেন। তার অনুবাদ গ্রন্থটি আমি সংগ্রহ করি যেখানে তিনি মূল ফার্সী কাসীদাগুলো উল্লেখ করে বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ সংযোজন করেন। গাউসে পাক তার "দিওয়ান" কে মোট ৮৩ টি ভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগের শিরোনামে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন। প্রতি ভাগের সর্বশেষ শ্লোকে তিনি "ও মুহি" বলে নিজেকে সম্বোধন করেছেন। নিচে বিচারপতি সৈয়দ এ.বি. মাহমুদ হুসেন এর অনুবাদ গ্রন্থের ভাষারীতি অপরিবর্তীত রেখে বেশকিছু ভাগ থেকে শ্লোকসমূহ তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম।

১ম ভাগ

এখানে কবরের আজাব হতে মুক্তি পাওয়া সম্পর্কিত বলে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বর্ণনা করেছেন।

৫নং শ্লোক

با أحد در لحد تنگ بگوئیم کہ دوست　　　آشنائیم توئی غیر تو بیگانہ صا

বাংলা অনুবাদ : "আল্লাহ তায়ালার সহিত ছোট কবরে থাকিয়া বলিব, হে দুস্ত, তুমি আপন এবং অন্য সকল পর।"

ইংরেজি অনুবাদ : By remaining with Ahad (Allah) in the small grave I address to Ahad `Friend' I am lover of your own self, and all besides yourself are strangers.[৩৩০]

৩৩০ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *দিওয়ানে গওছিয়া*, (অনুবাদ- সৈয়দ এ.বি. মাহমুদ হুসেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ), শাহ সাহেব লেন, ঢাকা, প্রকাশকাল- মার্চ ১৯৭৬ খ্রি., পৃ. ০২

Dhaka University Institutional Repository

৬নং শ্লোক

گر فکیر آید وپرسد کـه بگو رب تو کیست   گویم آنکس کـه ربود أین دل دیوأنه صا

বাংলা অনুবাদ : "যদি নকির আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে তোমার প্রভু কে? তখন বলিব ঐ ব্যক্তি (আল্লাহ) যিনি এই পাগলের দিল নিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজি অনুবাদ : If Nakir comes and asks me' Who is your Lord I would reply; It is he who has captured my distracted heart[৩৩১]

৩য় ভাগ

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এটি ধর্মীয় জিনিসের প্রাপ্তি ও দুঃখ মোচন সম্পর্কিত।

৩নং শ্লোক

بردلم باری حوالت کن غم واندوه خود   چون تو انکردن کرکردی غمگسار دل مرا[৩৩২]

বাংলা অনুবাদ : "একবার আমার প্রাণে তোমার বিরহ চিন্তা অর্পন কর যেহেতু তুমি আমার দিলকে বিরহানলে রাখিয়াছ।"

ইংরেজি অনুবাদ : Please bestow your own grief in my heart because you have already made my heart grief stricken.[৩৩৩]

৪নং শ্লোক

صاهی کوبرکنار افتند زدیا چون بود   همچنان باشد بلادو أز کنار دل مرا[৩৩৪]

বাংলা অনুবাদ : "সাগর হইতে মাছ পারে পড়িলে যাহা হয়, বিরহ দূরীভূত হইলে আমার প্রাণও ঐরূপ হইবে।"

ইংরেজি অনুবাদ : Like the fate of the fish out of the river the fate of my heart will be similar when grief is removed out of my heart.[৩৩৫]

৭নং শ্লোক

اینکه صاصرهم صدارا صیکنم أزبهر تست   وریه کی پر وأ بود أز تول بدگویان صرا

---

৩৩১ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০২

৩৩২ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, *دیوان شریف*, নয়াবাজার, দাহবানাদ, বিহার, পৃ. ০৫

৩৩৩ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

৩৩৪ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫

৩৩৫ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ : "তোমার কারণে লোক সমাজে মেলামেশা করিতেছি, নচেৎ বদনাম কারীদের কথায় কোন পরোয়া করিতাম না।"

ইংরেজি অনুবাদ : It is for you that I tolerate the talk of men around me; otherwise I do not care for the talks of ill-speakers.[৩৩৬]

৫ম ভাগ : সরাবে তহুর পান করার আশা।

২নং শ্লোক

زان مئی قتال که دارد خدا   ازدل شب ریخته درجام صا[৩৩৭]

বাংলা অনুবাদ : "প্রাণবধকারী সেই সরাব মধ্যরাত্রে আমার মুখে আল্লাহ ঢালিয়া দিয়াছেন।"

ইংরেজি অনুবাদ : That killing (intoxicating spiritual) wine which is with Allah is poured in my goblet (cup) by the mid-night.[৩৩৮]

৯নং শ্লোক

از عذابهم چند سائی بگوی   دوست هرگز دوست راکرده عذاب

বাংলা অনুবাদ : "আমার শাস্তির এত ভয় কেন? বল দেখি, বন্ধু কি কখনও বন্ধু কে শাস্তি দেয়?"

ইংরেজি অনুবাদ : Why so much you keep yourself under fear of my punishment? Has a friend ever given punishment to his friend?[৩৩৯]

৮ম ভাগ : পরহেযগারীতা অর্জন।

১নং শ্লোক

ازجمال لا یرالی بر ند اری گر نقاب   عاشقان لا ابالی را بماند دل کباب[৩৪০]

বাংলা অনুবাদ : "হে আল্লাহ তোমার স্থায়ী সুন্দর্য্যতার (জামাল) পরদা যদি না উঠাও বেপরওয়া প্রেমিকগণের প্রাণ কাবাব হইয়া যাইবে।"

---

৩৩৬ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৩৩৭ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯
৩৩৮ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৩৩৯ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৩৪০ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি অনুবাদ : If you do not lift the veil from your eternal Jamal (beauty) the careless lovers will have their heart burnt like kabab (roast).[৩৪১]

৫নং শ্লোক

پردۂ محشر بد رند عاشقان چون أز لحد   سر برآر ند بادل پرآنتش وچشم پرآب[৩৪২]

বাংলা অনুবাদ : "আশেকান যখন কবর হইতে হাসরের মাঠে উঠিবে, তখন তাহাদের প্রাণে আগুন ও চোখ ভরা পানি থাকিবে।"

ইংরেজি অনুবাদ : When the lovers rise from their graves on the day of judgment; their hearts will be in fire and their eyes will be full of tears.[৩৪৩]

৯ম ভাগ : আল্লাহ তা'আলার সাথে দীদারের আশা বিষয়ক।

২নং শ্লোক

حق تعالى چون دهد بر بند گان جام طهور   كاسه بستا نيم وبا ان كاسه ده خوا نيم هشت[৩৪৪]

বাংলা অনুবাদ : "যখন আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দাগণকে পবিত্র সরাবের পিয়ালা (তওহিদ) দান করিবেন, তখন আমি একটা পেয়ালা নিয়া পেয়ালার পর পেয়ালা পান করিতে থাকিব।"

ইংরেজি অনুবাদ : When Allah gives jam-Tahur (Cup of pure wine) to his devotees I shall hold a cup and go on drinking one after another.[৩৪৫]

৭নং শ্লোক

نار درزخ چه كند با تو چرا ترسى ازو   ظاهر وباطن تو چون همه ازنور خدا ست

বাংলা অনুবাদ : "দোজখের আগুন কে কেন ভয় কর, সে তোমার কি করিতে পারে যখন তোমার বাহির ও বাতিন (অন্তর) আল্লাহ তা'আলার নুরে ভরপুর।"

---

৩৪১ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৩৪২ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩৪৩ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩৪৪ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৩৪৫ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি অনুবাদ : The fire of hell cannot do any harm to you and so why you are afraid, your outward as well as inward self is full of Allah's light.[৩৪৬]

১০নং শ্লোক

من عطا کرده ام ایمان عطا کردۂ خویش　　کی ستانم زگد ای که براو صدقه رواست

বাংলা অনুবাদ : "আমি তোমাকে পয়দা (সৃষ্টি) করিয়াছি এবং তোমাকে ঈমান দান করিয়াছি ফকিরকে কোন কিছু দিয়া পুনরায় কাড়িয়া লওয়া যায় কি?"

ইংরেজি অনুবাদ : I have made the special gift of Iman (Faith) to you, I can not take the Sadqua (Charity) which have bestowed on the beggar (you).[৩৪৭]

১১তম ভাগ : গুনাহ মাফ সম্পর্কিত।

২নং শ্লোক

جام مئی عشق حق در کش قو اگر مردے　　تامست خدا میری در گوررو ے سر مست[৩৪৮]

বাংলা অনুবাদ : "যদি সাহসি হও তবে আল্লাহ তা'আলার প্রেমের সরাব পান কর যাহাতে আল্লাহ তা'আলার প্রেমে মরিতে পার এবং তদবস্থায় কবরে যাইতে পার।"

ইংরেজি অনুবাদ : If you are courageous drink the cup of Allah's love, so that you may die in love of Allah and may go in the grave intoxicated (with love off Allah).[৩৪৯]

১৩তম ভাগ : মাফের জন্য তাওবাহ এবং কবুলিয়্যাত।

৪নং শ্লোক

نفش های کنه گار ان تائب　　مرا خوشبوی تراز مشک خوشبوست[৩৫০]

---

৩৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৪৮ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩৪৯ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৩৫০ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ : "তওবাকারী পাপীর নিঃশ্বাস আমার নিকট মেশক আম্বরের চেয়েও অধিক খুসবু।"
ইংরেজি অনুবাদ : Breathings of the repentant sinners are more pleasant smelling to me than musk.[৩৫১]

১০নং শ্লোক

محئی هوکس در جهان کرد است کاری اختیار   کار در ویشان بدر گاه خدا شین الله است

বাংলা অনুবাদ : "হে মুহয়ী প্রত্যেকেই এই দুনিয়ার একটি কাজ নিয়া থাকে কিন্তু ফকিরদের কাজ শুধু আল্লাহ তা'আলার মধ্যে ডুবিয়া থাকা।"
ইংরেজি অনুবাদ : O, "Muhi," everyone has adopted some profession in the world, but the profession of a pious man is only communion with Allah.[৩৫২]

১৬তম ভাগ : পাপ মোচন।

৫নং শ্লোক

صا بد یها را به نیکو ئی بدل خوا هیم ساخت   کارصا با بند گان بد بجر این رنگ نیست[৩৫৩]

বাংলা অনুবাদ : "গুনাহসমূহকে আমি নেকী দ্বারা বদল করিতে চাই, গুনাহগার বান্দাদের সাথে ইহা ছাড়া আমার অন্য কোন রূপ নাই।"
ইংরেজি অনুবাদ : I Will turn your evils into good. My dealings with bad servants are nothing but turning evils into good.[৩৫৪]

১৮তম ভাগ : তিনি বর্ণনা করেন এটি আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রশংসার উপযোগী হওয়া সম্পর্কিত।

২নং শ্লোক

گفتا چه پیشه داری کغتم که عشقبا زے   گفتم که حالت چیست گفتم غم وملامت[৩৫৫]

---

৩৫১ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৩৫২ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩৫৩ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
৩৫৪ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৩৫৫ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ : "তিনি বলিলেন, তোমার পেশা কি? বলিলাম "এশকের খেলা" তিনি বলিলেন, তোমার হালত কি? বলিলাম-"দুঃখ ও গঞ্জনা।"

ইংরেজি অনুবাদ : He asked what was my profession and I replied that my profession was love-making, then He asked in what condition I was I replied that I was in sorrow and repentance,[৩৫৬]

৪নং শ্লোক

گفتا زمن چه خواهی کعتم که درد بیحد گفتا که درد تاکی گفتم که تا قیامت[৩৫৭]

বাংলা অনুবাদ : "তিনি বলিলেন, "আমার কাছে কি চাও? বলিলাম, সীমাহীন দরদ ও জ্বালা। বলিলেন, কতকাল চাও সে বেদনা? বলিলাম- কিয়ামত পর্যন্ত।"

ইংরেজি অনুবাদ : He asked me then what I wanted form Him, and I replied that I wanted excessive pain, then He asked how long I wanted the pain, and I replied that I wanted it till the day of judgment.[৩৫৮]

১৯তম ভাগ, ৪নং শ্লোক

غم مخوری که حق ترا از حلق همه خلق برکزید این زجمل اوست که زکمال خدمت ست[৩৫৯]

বাংলা অনুবাদ : "গম করিওনা- আল্লাহ তোমাকে যে সৃষ্টির সেরা করিয়াছেন, ইহা তাহার সীমাহীন মেহেরবাণী, তোমার ইবাদতের গুণে নয়।"

ইংরেজি অনুবাদ : Don't be sorry because Allah raised you over all creation (persons), this is His grace and not for your services.[৩৬০]

২০তম ভাগ : শরাবে কাউসার পাওয়া।

১২নং শ্লোক

---

৩৫৬ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৩৫৭ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৩৫৮ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৩৫৯ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৩৬০ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

شراب عشق چند ان خور که سرا زچئی نشناسی که سر مستان خضرت را ز هشیا ری بسی عارست[৩৬১]

বাংলা অনুবাদ : "এশকের শরাব এই পরিমাণ পান কর যে, আপাদমস্তক ভুলিয়া যাও। কেননা এশকে মত্ত ব্যক্তিগণের নিকট সচেতন একটি দোষনীয় বিষয়।"

ইংরেজি অনুবাদ : Take wine so much that you may not distinguish between head and foot, for those who are intoxicated with the wine of My love do not like to remain in sense.[৩৬২]

১৫নং শ্লোক

ترا یک حج بود سالی ولی در کوئی یا رصا گزار د ههر زمان حجی کسی کو عاشق زا راست [৩৬৩]

বাংলা অনুবাদ : "বছরে তুমি একটিই মাত্র হজ করিতে পার, কিন্তু এশকে মুগ্ধ ব্যক্তি আমার আশিকের গলিতে সর্বদাই হজ করিতে পারে।"

ইংরেজি অনুবাদ : To you one Haj is in one year, but in the path of My love, one who is a devoted lover performs one Haj every moment.[৩৬৪]

২২তম ভাগ : বিপদে ধৈর্যধারণ।

৪নং শ্লোক

کر فنک خوا هد که سازد خا فه مر دهم خراب گو مکش زحمت که کاری چشم گریان منست[৩৬৫]

"যদি আসমান এই সৃষ্টিকে ধ্বংস করিতে চায়, তুমি বল কষ্ট করার প্রয়োজন নাই। কেননা আমার চোখের পানিই সে কাজ করিবে।"

ইংরেজি অনুবাদ : If the sky wants to destroy a man's house, tell it not to take trouble, for this is the work of my weeping eyes.[৩৬৬]

---

৩৬১ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩৬২ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৩৬৩ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৩৬৪ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৩৬৫ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৩৬৬ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

১১নং শ্লোক

پیش تا بو تم منادی کن بگو این بندة ایست گو کنه بسیار کر ده بر خدا کرد اعتماد

বাংলা অনুবাদ : "আমার জানাজার খাটের সম্মুখে ঘোষণা করিয়া দাও যে যদিও বহু গুনাহ করিয়াছি তথাপি আল্লাহর প্রতি তাহার ভরসা ছিল।"

ইংরেজি অনুবাদ : Declare over my coffin that here is servant who although committed many sins, had faith in Allah.[৩৬৭]

১২নং শ্লোক

یا رب آنکس را بیا مرزی که بعد از مرگ صا روح صارا اویه تکبیری کنئ که گاه یاد

বাংলা অনুবাদ : "হে আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দাও, যে তোমার তকবীর দ্বারা কোন সময় আমাদিগকে ইয়াদ করিবে।"

ইংরেজি অনুবাদ : O, Allah pardon that person who after my death, blesses my soul now and then invoking your great name.[৩৬৮]

২৫তম ভাগ : শারীরিক অসুস্থতা দূর করা।

১নং শ্লোক

زسرتا پاتن کر همه اند وه غم باشد هنو ز اینچنین در رے که دارم از توکم باشد[৩৬৯]

বাংলা অনুবাদ : "আমার আপাদ মস্তকও যদি ব্যথা-বেদনায় জর্জরিত থাকে, কিন্তু উহা তোমার জন্য আমার যে বেদনা উহা হইতে কম।"

ইংরেজি অনুবাদ : If I become all grief and sorrow from head to foot, even then it is less than what I have with you (in your love).[৩৭০]

২৭তম ভাগ : বিপদের সময় অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হওয়া সম্পর্কিত।

---

৩৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৩৬৮ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৩৬৯ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৩৭০ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

১নং শ্লোক

کسد کو یار خود دا رد چرا بر دیکری بیند   حرا مش باو عشق آنکس که هام بر دیگری بیند[৩৭১]

বাংলা অনুবাদ : "যাহার নিজের মাশুক রহিয়াছে সে কেন অন্যের দিকে দৃষ্টি করিবে, নিজ মাশুক ছাড়া যে অন্যের দিকে নযর করে, তাহার জন্য ইশক নিষিদ্ধ।"

ইংরেজি অনুবাদ : Why, one who has own friend, should look towards others, his would be haram (forbidden) on him who also looks towards other.[৩৭২]

২৮তম ভাগ : হিংসাকারীদের অনিষ্ট হতে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত।

২নং শ্লোক

دور ازو بیطا قتنی باشد که روزی چند بار   محنت دوری وداغ انتظا رم صیکشد[৩৭৩]

বাংলা অনুবাদ : "তাহার নিকট হইতে প্রত্যহ কয়েকবার দূর হওয়া আমার সাধ্যের বাহিরে, তাহার বিচ্ছিন্নতার ব্যথা এবং প্রতীক্ষার ক্ষতই আমাকে পীড়ন করিতেছে।"

ইংরেজি অনুবাদ : Living far from Him makes me so weak that several times during the day, the hardship of distance and pain of waiting kill me.[৩৭৪]

২৯তম ভাগ : আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী পাওয়া।

৬নং শ্লোক

آرزو دارم که در عشقت تن بیمار صم   خالی ازا فغان ذو اری فارغ از شیون صباد

বাংলা অনুবাদ : "তোমার ইশক আমার দেহের ব্যাধি হউক, ইহাই আমার আরজু, যেন কখনও বিলাপ কান্না ও রোনাজারী হইতে সে মুক্ত না হয়।"

ইংরেজি অনুবাদ : It is my longing that in your love this sick body of mine should not be empty of laments and griefs.[৩৭৫]

---

৩৭১ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৩৭২ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
৩৭৩ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩৭৪ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
৩৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

৩৫তম ভাগ : মুছিবতের সময় ধৈর্য্য এখতিয়ার সম্পর্কিত।

৩নং শ্লোক

مجلس عاشقان مست خدا   سر خوش اینجا نمی تو ان آمد[৩৭৬]

বাংলা অনুবাদ : "ইহা হইতেছে খোদা প্রেমে আত্মহারাগণের মাহফিল, মদ-মাতালগণ এখানে ঢুকিতে পারে না।"

ইংরেজি অনুবাদ : This is the audience of lovers who are intoxieated with the love of Allah, wine- intoxicated persons cannot come here.[৩৭৭]

৩৬তম ভাগ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত ও খতমে নুবয়াত সম্পর্কিত।

১নং শ্লোক

اے قسر رسالت از توصعبور   میشور لطافت از تو مشهور[৩৭৮]

বাংলা অনুবাদ : "নবুয়তীর মসনদ তোমার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, করুণার দফতর তোমার দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছে।"

ইংরেজি অনুবাদ : The palace of prophetship has been raised through you, The Royal order spreads widely through you.[৩৭৯]

৩নং শ্লোক

در جمدۂ کا ئنات کو یند   صلوات تو تاد مبدین صور[৩৮০]

"সারাজাহান (ইস্রাফিল কর্তৃক সিংগা ফুঁক পর্যন্ত) তোমারই দরূদ পাঠ করিতেছে।"

ইংরেজি অনুবাদ : In the whole universes you will continue to be eulogised till the soor is blown (blowing horn by angel Israfil for the end of the world.[৩৮১]

---

৩৭৬ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
৩৭৭ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৩৭৮ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৩৭৯ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৩৮০ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৩৮১ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৫নং শ্লোক

هم حلقه بکوش تست غلمان   هم بندۂ کمترین تو حور[৩৮২]

বাংলা অনুবাদ : "সকলেই আপনার গোলাম, হুর গেলমান সকলেই সেখানে অতি নগণ্য গোলাম।"

ইংরেজি অনুবাদ : All Gilman (beautiful young boys of heaven) are your slaves so also all Hoors (beautiful young girls of heaven) are your humble servers.[৩৮৩]

৬নং শ্লোক

بنوشته خدای پیش از آدم   ازبهر رسالت تو منشور[৩৮৪]

বাংলা অনুবাদ : "হজরত আদমের সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ আপনার নাম নবুয়তীর দফতরে লিখিয়াছেন।"

ইংরেজি অনুবাদ : Allah put down in his record, your name as Nabi before Adam's birth.[৩৮৫]

১০নং শ্লোক

کل از عرق تو یا فته بوی   شد شهد در اند رون زبنور[৩৮৬]

বাংলা অনুবাদ : "আপনারই ঘামে গোলাপের সুঘ্রাণ, আর মৌমাছির মধু।"

ইংরেজি অনুবাদ : Rose flowers got fragrance from your perspiration (and) bees got honey inside themselves.[৩৮৭]

১১নং শ্লোক

هر کس بجهان کنا هگا رست   کشته بشغاعت تو مغفور[৩৮৮]

---

[৩৮২] আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
[৩৮৩] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
[৩৮৪] আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
[৩৮৫] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
[৩৮৬] আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
[৩৮৭] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
[৩৮৮] আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ : "দুনিয়ার সব গুনাহগার আপনারই সুপারিশে ক্ষমা লাভ করিবে।"

ইংরেজি অনুবাদ : Everybody in the world is sinful, but he will get pardon through your commendation.[৩৮৯]

৩৭তম ভাগ : দিল হতে দুনিয়ার মহব্বত দূর হওয়া বিষয়ক।

৩নং শ্লোক

عابد ان فظاره نتوان کرد یکحور بهشت گر بدا رد عاشقان مست را در انتظار[৩৯০]

বাংলা অনুবাদ : "একজন ধার্মিক ব্যক্তি বেহেশতের হুরকে দেখিবে না যখন সে খোদা প্রেমে মত্ত আশেকগণকে দেখিতে পাইবে।"

ইংরেজি অনুবাদ : Pious men cannot see the face of a `hoor' if she keeps the intoxicated lovers in waiting.[৩৯১]

৩৯তম ভাগ : সাধনায় আনন্দিত হওয়া।

৬নং শ্লোক

ساقیا زا صی که گفتی میدهم در آخر کم نخوا هد شد که در دنیا کنی جامے نثار[৩৯২]

বাংলা অনুবাদ : "হে ছাকী! (শরাবের পেয়ালাবাহী) যে শরাব তুমি আমাকে আখেরাতে দিবার ওয়াদা করিয়াছ, যদি দুনিয়াতে তাহার এক পেয়ালা দান কর তবে উহাতে কম পড়িবে না।"

ইংরেজি অনুবাদ : O Cup-bearer (Allah), out of that wine which You have promised to give me in Akharat (next world) give me but a cup in this world, and it will not abate.[৩৯৩]

১২নং শ্লোক

گر تما شای جمال حقتعالی با یدت در صیان عاشقان انداز خود را روز بار

[৩৮৯] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
[৩৯০] আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
[৩৯১] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
[৩৯২] আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
[৩৯৩] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ : "যদি আল্লাহর রহমতের তামাসা দেখিতে চাও তবে কেয়ামতে নিজকে আশেকদের মধ্যে নিক্ষেপ কর।"

ইংরেজি অনুবাদ : If you want to see the scene of Allah's effulgence, throw yourself in the midst of lovers on the Day of Judgment.[৩৯৪]

১৪নং শ্লোক

گر رسم روزے بد وزخ قصۂ خود کو یمش   تا بگر ید برصن بیچاره آتش[৩৯৫]

বাংলা অনুবাদ : "যদি আমি কোন দিন দোজখে যাই তাহাকে আমার কাহিনী বলিব। সুতরাং অসহায় দোজখ আমার কাহিনী শুনিয়া আকুল হইবে।"

ইংরেজি অনুবাদ : If I go to hell some day I will tell it my story. So that the helpless fire may weep and weep.[৩৯৬]

৪০তম ভাগ : আল্লাহর মেহেরবানী পাওয়া সম্পর্কিত।

১২নং শ্লোক

گر چه تو قصر بهشت کردۂ عنمر سرست   از جکر سو خته صےے برهم انجا بخور[৩৯৭]

বাংলা অনুবাদ : "যদিও তুমি তোমার বেহেশতের বালাখানা মেশকের সুঘ্রাণে পূর্ণ করিয়াছ, আমি সেখানে আমার বিদগ্ধ কলিজার সুঘ্রাণ নিয়া যাইব।"

ইংরেজি অনুবাদ : Although you have made the palace of paradise amber-lavoured, I will take there the smoke of fragrance of my roasting liver.[৩৯৮]

৪৩তম ভাগ : দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত পাওয়া বিষয়ক।

১৩নং শ্লোক

همدم صا مشو ای محیی که در اخر کار   بی کنه کشتن وا ویختن است بر سردار[৩৯৯]

---

৩৯৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৩৯৫ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৩৯৬ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৩৯৭ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৩৯৮ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৩৯৯ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ : "হে মুহয়ী আমার সংগী হইতে চেষ্টা করিও না, কেননা এখানে বিনা অপরাধে হত্যা এবং ফাসী হয় (আল্লাহর ভক্ত প্রেমিকের জন্য)।"

ইংরেজি অনুবাদ : O, Muhi don't try to be My (Allah) companion for afterall, there is killing and hanging without fault (for a devoted lover of Allah).[৪০০]

৪৪তম ভাগ : আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার তওফীক ও আল্লাহ তায়ালার ইশক অর্জন।

৩নং শ্লোক

خیز وترک خواب کن تانیم شب صاؤ تو با یک دگر گو ئیم راز[৪০১]

বাংলা অনুবাদ : "ঘুমাইও না, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জাগরিত থাক, যেন তুমি আর আমি গোপনে কথা বলিতে পারি।"

ইংরেজি অনুবাদ : Rise and keep waking till mid-night, (so that) I and you may speak out secrets.[৪০২]

৪৫তম ভাগ : আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে মাগফিরাত (গুনাহ মাফ) পাওয়া সম্পর্কিত।

৪নং শ্লোক

من با توا م ای عاشق تو نیز بما صیباش هر گز چو نشايئ دوست از دوست جداهر[৪০৩]

বাংলা অনুবাদ : "হে আশেক! আমি (খোদা) তোমার সাথেই আছি এবং তুমিও (আমার সাথে) থাক, বন্ধু কখনও বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হইনা।"

ইংরেজি অনুবাদ : O, lover, I (Allah) am with you, so you too. remain with me. friend should never part with friend.[৪০৪]

৫১তম ভাগ : দুই জগতের বাদশাহর নিকট হতে সাফায়াত পাওয়া সম্পর্কিত।

৩নং শ্লোক

---

৪০০ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৪০১ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪০২ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৪০৩ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৪০৪ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

هرکه او اصروز صالد روی بر خاک درت آن صبارک روئ فر دا کی درآید در فلک[৪০৫]
বাংলা অনুবাদ : "তাইতো যে আজ আপনার দরজার ধূলি নিজ চেহারায় মাখে আগামীকাল যে বেহেশতে অনুপম চেহারা নিয়া উপস্থিত হইবে।"
ইংরেজি অনুবাদ : Why a person who rubs his face of the dust of your door: will care to come to heaven with such an auspicious face tomorrow.[৪০৬]

৫নং শ্লোক

در مقام قاب قوسینت خدا کرده سلام تو رسا نید ے سلام حق به اصت یک بیک[৪০৭]
বাংলা অনুবাদ : "কাবা কাওসাইন (আসমান রাজ্যের সর্বোচ্চ স্থান) আল্লাহ তা'হাকে সালাম দিলেন তিনি সেই সালাম উম্মতের প্রত্যেককে পৌঁছাইলেন।"
ইংরেজি অনুবাদ : At the place of Qaba Qausain (the highist place in heaven) Allah offered him (prophet Mohammad peace be him) Salaam: and you (Prophet) conveyed the Salaam of Allah to each and all Ummat (prophet's followers).[৪০৮]

৬নং শ্লোক

محیی صلوات آن شفیع آن نبی بسیار گو زا نکه داری تو بدی بسیا ر ونیکو ئی تلک[৪০৯]
বাংলা অনুবাদ : "হে মুহয়ী সেই শাফায়াতকারী সেই নবীর প্রতি অসংখ্য দরূদ পাঠ কর, যেহেতু তোমার গুনাহ বহু এবং নেকী কম।"
ইংরেজি অনুবাদ : O, Muhi, recite prayers for that Shafi-Nabi (Pardon-seeker and Prophet) in abundance: because You have many bad deeds and little good deeds (in record).[৪১০]

৫২তম ভাগ, ৭নং শ্লোক

---

৪০৫ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৪০৬ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৪০৭ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
৪০৮ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৪০৯ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
৪১০ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

Dhaka University Institutional Repository

گر جمال حق تعالی آرزو داود کسی   کو برد آئینه دل را بزن صیقل ززفگ[৪১১]

বাংলা অনুবাদ : "যদি কেহ বন্ধুর রূপ (খোদার) দেখিতে বাসনা করে সে যেন তাহার দেলের আয়নার ময়লা (মরিচা) পরিষ্কার করে।"

ইংরেজি অনুবাদ : If any one is eager to see beauty of Friend (Allah): he should be told to clean the rust of his heart's mirror.[৪১২]

৮নং শ্লোক

صلح کن یا رب بمن آندم که در خاکم نهند   باگع ای عاجزے سلطان کجا کرد است جنگ

বাংলা অনুবাদ : "হে খোদা! আমি যখন কবরে রক্ষিত হইব তখন আমাকে শান্তিতে থাকিতে দিও; বাদশাহ কখনও এক অসহায় ভিক্ষুকের সাথে কলহ করে না।"

ইংরেজি অনুবাদ : O, Allah, give me peace when I am placed in the grave: the king does not quarrel with a helpless beggar.[৪১৩]

৫৬তম ভাগ : সারওয়ারে কায়েনাত হতে শাফায়াত পাওয়া সম্পর্কিত।

৩নং শ্লোক

زغبر ال نبی حاجتے اگر طلبم   رو اصد ا ریکے از هز ا ر حاجاتم[৪১৪]

বাংলা অনুবাদ : "যদি আমি নবীর আল আওলাদ ব্যতীত আমায় হাজত তলব করি, হাজার হাজতের মধ্যে একটিও তুমি পূরণ করিও না।"

ইংরেজি অনুবাদ : If I seek fulfilment of my want from anyone else (other than the descandants of Rasul): don't fulfil any want of mine out of one thousands.[৪১৫]

৫নং শ্লোক

چو ذره ذره شود این تنم بخاک لحد   تو بشنوی صلوات از جمیع ذراقم[৪১৬]

---

৪১১ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৪১২ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

৪১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৪১৪ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪১৫ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

৪১৬ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ : "কবরে আমার দেহ যখন ধুলাকণায় পরিণত হইবে তুমি সেই প্রত্যেকটি ধুলাকণা হইতে দরূদ শুনিতে পাইবে।"
ইংরেজি অনুবাদ : When my body will become particles of dust in grave: you (Rasul) will hear your praise from all the particles.[৪১৭]

৫৭তম ভাগ : আল্লাহর দীদার পাওয়া সম্পর্কিত।
৮নং শ্লোক
آب حوض کو ثر اندر سایۂ طوبی اعطش   کی نشا ندی گر نبودی از سر کویت نسیم[৪১৮]
বাংলা অনুবাদ : "তুবা বৃক্ষের ছায়ায় হাওজে কওছর রহিয়াছে ইহাতে পিপাসা নিবৃত্ত হইবে না, যদি না তোমার গলি হইতে শীতল হাওয়া প্রবাহিত হয়।"
ইংরেজি অনুবাদ : The water of the Raservoir of Kausar (holy waters) under the shade of Tuba (the Heavenly tree) would not quench thirst: if breeze from Your lane does not flow.[৪১৯]

৫৮তম ভাগ : আল্লাহর দীদার পাওয়া সম্পর্কিত।
৩নং শ্লোক
هرچه میخوا هی تو ازوی مید هد بیشک قرا   دست خالی کی رود سایل زد رگاه کریم[৪২০]
বাংলা অনুবাদ : "তিনি (খোদা) অবশ্যই তুমি যাহা চাও তাহা তোমাকে দেন। ভিক্ষুক কিরূপে মহান আল্লাহর দুয়ার হইতে খালি হাতে ফিরিয়া যাইবে পারে?"
ইংরেজি অনুবাদ : He (Allah) undoubtedly gives you whatever you want: how can a beggar go empty handed from the door of the Beneficent (Allah).[৪২১]

৫৯তম ভাগ : কবরের আজাব হতে বাঁচা সম্পর্কিত।

---
[৪১৭] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭
[৪১৮] আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
[৪১৯] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
[৪২০] আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
[৪২১] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

২নং শ্লোক

حئر ریبا روی را خواهیم دادن سه طلاق　　گرنه رود ر نور روی حضرت بیچون کنم[৪২২]

বাংলা অনুবাদ : "আমি হুরগণকে তিন তালাক দিব যদি আমি খোদার চেহেরার রুপ দর্শন করিতে না পাই।"

ইংরেজি অনুবাদ : I will give there divorces to the beautiful, huris" if I cannot see the light of Allah's face.[৪২৩]

৬১তম ভাগ : আল্লাহ তায়ালার দিদার পাওয়া সম্পর্কিত।

১০নং শ্লোক

دولت دیدار میخواهیم در جنات عدن　　قانه آنجا از برائے زیور زر میرویم[৪২৪]

বাংলা অনুবাদ : "আমি আল্লাহর দীদারের দৌলতই বেহেশত চাই, আমি সেখানে হিরা মানিক ও স্বর্ণের জন্য যাইতেছি না।"

ইংরেজি অনুবাদ : I want the teasure of Allah's sight in the paradise: I do not go there for jewellery and gold.[৪২৫]

৭৬তম ভাগ : আল্লাহ তা'আলার মারিফত পাওয়া সম্পর্কিত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

৩নং শ্লোক

توجنت رابه نیکان ده من بدرا بد وزخ بر　　که بس باشد مرا انجا تمنا ئی وصال تو[৪২৬]

বাংলা অনুবাদ : "যেহেতু আমি পাগল। আমি দোজখে সন্তুষ্ট থাকিব, যদি তুমি একবার মাত্র জিজ্ঞাসা কর হে মজনুন তুমি কেমন আছ?"

ইংরেজি অনুবাদ : Mad as I am I will remain happy in hell under Your bond: if once You ask, "how are you Majnun (mad lover)?"[৪২৭]

৩নং শ্লোক

---

৪২২ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
৪২৩ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৪২৪ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
৪২৫ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫
৪২৬ আলহাজ্ব আব্দুল কাদির ফিদায়ি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৪২৭ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

چو نتو گاهی میکنی پرسش مریض خویش را   دائما چون دل تنم بیمار بود ے کاشکے
বাংলা অনুবাদ : "তুমি কখনও কখনও তোমার রোগীর কথা জিজ্ঞাসা কর, সুতরাং আমার দেহ যদি চিরকালের জন্য রুগ্ন হইত আমার অন্তরের ন্যায়।"

ইংরেজি অনুবাদ : You sometimes enquire about Your patient (myself): So I wish my entire body would have been sick for good like my heart.[৪২৮]

[৪২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ইলমে দ্বীনের খেদমত

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) ৯১ বছর বয়সের মধ্যে একাধারে ৫০ বছর জ্ঞান অর্জনসহ ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, মোরাকাবা, মোশাহাদা ও জাহের-বাতেন উভয়দিকে কামালিয়্যত বা পূর্ণতা অর্জনে ব্রতী ছিলেন। অবশিষ্ট ৪১ বছরের মধ্যে একাধারে ৩৩ বৎসর ইলমে দ্বীনের প্রচার প্রসারকল্পে শিক্ষকতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ইলমে দ্বীন অর্জনের দ্বারা আমি বেলায়তের উচ্চ মর্যাদা কুতবীয়তের সোপানে উন্নীত হয়েছি এবং মহীয়ান স্রষ্টার সৌভাগ্য তথা কল্যাণ অর্জন করেছি।"[৪২৯]

অমুসলিমদের ইসলামে দীক্ষিতকরণ

বাগদাদে অনেক আরব খৃষ্টান ছিল। একদিন ১৩ জন খৃষ্টান পাদ্রী এসে তাঁর সাথে ধর্মীয় বিতর্কে লিপ্ত হল। তারা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর শ্রেষ্ঠত্য প্রমাণ করার জন্য বলল, আমাদের যিশু মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। কাজেই তিনি খোদার পুত্র। ইসলামের নবীর এমন কোন গুন ছিল না (নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং আমাদের নবীই সর্বশ্রেষ্ঠ। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর তাদের মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের যিশু কিভাবে মৃতকে জীবিত করতেন? তারা বলল, 'কুম বি-ইজনিল্লাহ্' বলে। হযরত বড়পীর সাহেব বললেন, দেখ! আমরা মুসলমানরা সকল নবীকেই স্বীকার করি এবং শ্রদ্ধা করি। এক একজনকে আল্লাহ একেকটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। এটার দ্বারাই তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবীর হাজার হাজার মু'যিজা রয়েছে। তিনিও অনেক মৃতকে জীবিত করেছেন। যেমন- হযরত জাবেরের দুই ছেলেকে তিনি জীবিত করেছেন। বিতর্কের খাতিরে বলতে হচ্ছে 'কুম বি-ইজনিল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর হুকুমে তুমি জীবিত হয়ে যাও'– বলে তোমাদের পয়গম্বর মৃতকে জীবিত করতে পারতেন বলে তোমরা তাকে খোদার পুত্র বলছো। আমাদের প্রিয় নবীর আমি একজন অধম সেবক। আমি মৃতকে 'কুম-বি-ইজনী' অর্থাৎ 'আমার হুকুমে জীবিত হয়ে যাও' বলেই আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে জীবিত করতে পারি ইনশা আল্লাহ। আমাদের নবীর শ্রেষ্ঠত্ব, ফলে পরিচয়। শুধু তাই নয়, আমি নির্দেশ করলে জীবিত ব্যক্তিও মরে যায়। এটা খোদার দান।

---

৪২৯ ورست اعلم صرت قطبا   ونلت السعد من مولی الموال

কাব্যানুবাদ ঃ "জ্ঞান সাধনায় মগ্ন ছিলাম- তৎপরেতে কুতুব হলাম,
সকল প্রভুর প্রভু থেকে খোশ নসীবীর এ দান পেলাম।" মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

এই বলে তিনি ১৩ জন খৃষ্টান পাদ্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার নির্দেশে মরে যাও। এ কথা বলার সাথে সাথে তারা ঢলে পড়ল। কিছুক্ষণ পর হযরত বড়পীর সাহেব বললেন, আমার হুকুমে তোমরা পুনরায় জীবিত হয়ে যাও। তারা জীবিত হয়ে বলল, আপনিই বড় খোদা (নাউজুবিল্লাহ)। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বললেন, আমি নবীজীর একজন সামান্য গোলাম মাত্র। তোমরা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠী ধরে রেখেছ জীবিত ও মৃত হয়ে যাওয়ার মধ্যে। অথচ মহান আল্লাহ ইচ্ছে অনুযায়ী যাকে চান তাঁর মাধ্যমেই এটি করতে পারেন। খৃষ্টান পাদ্রীগণ হযরত বড়পীর সাহেবের এ আশ্চর্য কারামত দর্শনে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের দেখে শত শত খৃষ্টান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।[৪৩০]

তুর্কীস্থানের খ্রীষ্টান আবদালে পরিণত

হযরত আবুল হাসান বাগদাদী বলেন, আমি বাগদাদ মাদরাসায় হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাছে পড়তাম। প্রায় রাতে আমি জাগ্রত থাকতাম, যেন হুযূরের কোন প্রয়োজনে সাহায্য করতে পারি। এক রাতে তিনি ঘর থেকে বাইরে বের হলেন। আমি তাঁকে পানির লোটা দিলাম। কিন্তু তিনি নিলেন না। তিনি মাদরাসার ফটকে পৌঁছতেই তা অবলীলায় খুলে গেল। যখন তিনি বাইরে তাশরীফ নিয়ে যান, আমিও নিশ্চুপে তাঁর পিছু নিলাম। আমার মনে হলো, তিনি আমার সম্পর্কে জানেন না। যখন তিনি শহরের ফটকে পৌঁছলেন, তাও অবলীলায় খুলে গেল। আমরা কিছু দুর গেলে একটি শহর দেখতে পেলাম। এ শহর ছিল আমার কাছে অচেনা। আমরা একটি ঘরের নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। দেখি ঘরের আঙ্গিনায় ৬ (ছয়) জন লোক বসা। তাঁরা হুযূরকে দেখামাত্রই সালাম করলেন। আমি ঘরের একটি পিলার ঘেষে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম যা অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। ওই মুহূর্তে একজন কান্নার শব্দের দিকে এগিয়ে গিয়ে অপর এক লোককে কাঁধে করে বাইরে নিয়ে আসল। বড় বড় গোঁফধারী এক ব্যক্তি বাহির থেকে এসে তাঁর সামনে দু'জানু হয়ে বসে পড়লেন। হুযুর তাকে কালেমা শরীফ পড়ালেন এবং লম্বা গোঁফ পরিষ্কার করিয়ে খিরকা পরিধান করালেন এবং তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ। আর বললেন, আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, ইনি মৃত ব্যক্তির আবদাল হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। সে বলল, মাথা পেতে মেনে নিলাম। তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সেখানে থেকে বের

[৪৩০] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১; মাও. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *মাসিক তরজুমান*, ফেব্রুয়ারী- ২০১৩ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে আসলেন। আমিও হুযুরের পিছু নিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা বাগদাদে এসে পৌঁছলাম। আমি মাদরাসায় চলে গেলাম। তিনি নিজ ঘরে চলে গেলেন। পরের দিন যখন পাঠের আসরে বসলাম, তাঁর রূহানী প্রভাবের ফলে পড়তে পারছিলাম না। তিনি আমাকে বললেন, বৎস ভয় করো না। পড়তে থাক। আমি তাঁকে শপথ দিয়ে রাতের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি যে শহরে গেছ, তা হচ্ছে নিহাওয়ান্দ। ওই ছয় জন লোক ছিল আবদাল। আর ক্রন্দনকারী ছিল ৭ম আবদাল। তাঁর ওফাতের সময় হওয়াতে আমাকে সেখানে যেতে হয়েছে। আর যে তাকে কাঁধে নিয়েছে, সে হচ্ছে হযরত খিযির। তিনি তাকে দাফন করেছেন। আর যে লোককে আমি কালিমা শরীফ পড়িয়েছি সে হচ্ছে তুর্কীস্তানের একজন খ্রিষ্টান। আমি নির্দেশ দিয়েছি, ওই ওফাতপ্রাপ্ত আবদালের ইনি স্থালভিষিক্ত হবেন।[৪৩১] সে আমার কাছে তাওবা করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন সেও তাঁদের সাথে আছে। এখন তুমি কথা দাও, যেন এ ঘটনা আমার জীবদ্দশায় কাউকে বলবে না।[৪৩২]

বক্তৃতার প্রভাবে ইহুদী-নাসারাদের ইসলাম গ্রহণ

হযরতের ওয়াযে প্রভাবিত হয়ে পাঁচ শতাধিক ইহুদী নাসারা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, কোন কোন কিতাবে এই সংখ্যাটি এক হাজার বলেও উল্লেখ আছে। লক্ষাধিক পথভ্রষ্ট মুসলমান তওবা করে সৎপথে ফিরে আসে। এরকম কখনো ঘটেনি যে, তাঁর মজলিসে ইহুদি-নাসারা উপস্থিত রয়েছে অথচ ইসলাম গ্রহণ করেনি।[৪৩৩]

---

[৪৩১] শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন-

فأخذ عليه الشيخ الشهادتين وقص شعر رأسه وشاربه، وألبسه طاقية وسماه محمداً، وقال لأولئك النفر: قد أمرت أن يكون هذا بدلاً عن البيت، قالوا: سمعاً وطاعة، ثم خرج الشيخ وتركهم، وخرجت معه ومشينا غير بعيد، وإذا نحن عند باب بغداد كأول مرة، ثم أتى المدرسة فانفتح بابها أيضاً، ودخل داره، فلما كان الغد جلست بين يديه أقرأ على عادتي، فلم استطع من هيبته، فقال: أي بني اقرأ فلا عليك، فأقسمت عليه أن يُبين لي ما رأيت؟ فقال: أما البلد فنهاوند، وأما الستة الذين رأيتهم فهم الابدال النجباء، وأما صاحب الأنين الذي سمعته فهو سابعهم كان مريضاً، فلما حضرت وفاته جئت أحضره، وأما الرجل الذي خرج يحمل شخصاً على عاتقه فأبو العباس الخضر عليه السلام، ذهب ليتولى أمره، وأما الرجل الذي أخذت عليه الشهادتين فرجل من أهل القسطينية كان نصرانياً فأمرت أن يكون بدلاً عمن توفي، فأتي به، وأسلم على يدي وهو الآن معهم، وأخذ الشيخ عليّ العهد أن لا أحدث أحداً بذلك وهو حي. আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

[৪৩২] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

[৪৩৩] "After the delivery of each sermon a number of Jews and Christians used to profess to him their faith in Islam. In this way about 500 Jews and Christians became Muslims and over a lac of murdenrers. robbers and evil doers repented their past sins and reformed themselves." Saiyed

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে,

وتاب على يديه أهل بغداد وأسلم أكثر اليهود والنصارى[৪৩৪]

ড. সৈয়দ মুহাম্মদ ফাযিল জিলানী বলেন,

وتاب علي يده معظم أهل بغداد، وأسلم معظم اليهود والنصاري وغيرهم علي يديه-[৪৩৫]

শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন-

أنه قال: أتمنى أن أكون في الصحارى والبراري كما كنت أولاً، لا أري الخلق ولا يرونني. ثم قال: أراد الله عزاوجلا مني منفعة الخلق، فإنه قد أسلم على يدي أكثر من خمسمائة من اليهود والنصارى، وتاب على يدي من العيارين والمسالمة أكثر من مائة ألف، وهذا خير كثير.[৪৩৬]

শায়খ ইবনে ইয়াহইয়া আত-তাদিফি তাঁর গ্রন্থে বলেন যে,

It was sheikh ‘Umar al Kimani who said: “the public sessions (majalis) of our master, sheikh ‘Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him), were not devoid of Jews and Christians who came two embrace islam, nor of repentant criminals, such as former highway robbers, murderers and perpetrators of their forms of wickeness, nor of converts form some heretical doctrine. A Christian monk once came to him and accepted Islam at his hands, in the course of his public session. He then turned to the people of Yemen. The seed of islam became planted in my soul, and I developed a strong determination to declare myself a Muslim.[৪৩৭]

গ্রন্থটিতে আরো উল্লেখ আছে যে,

“on another occasion, thirteen men from the Christian community came to him and embraced Islam at his hands, in the course of his discourse of exhortation.[৪৩৮]

Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 20; ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪৩৪ ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে ‘আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৪৩৫ শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৪৩৬ আস-সাইয়্যিদ মি‘আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

৪৩৭ Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 75

৪৩৮ Ibid, p. 76

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা আলী কারী (রাহ.) বলেন যে, “হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রাহ.) বলেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমি জীবনের প্রাথমিক অবস্থার মতো নির্জন মরুভূমি ও জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, যাতে কোন লোককে আমি না দেখি এবং তারাও আমাকে না দেখে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা হচ্ছে, আমার দ্বারা লোকদের উপকার করা। এ সফরে আমার কাছে পাঁচ শতকেরও বেশি ইয়াহুদী ও নাসারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং এক লাখের চেয়েও বেশি দস্যু ও দুশ্চরিত্র লোক সাচ্ছা মুসলমানে পরিণত হয়েছে।”[৪৩৯]

তাতারী শাহযাদার ইসলাম গ্রহণ

তাতারীদের ইসলাম গ্রহণও কম কৌতুহলের নয়। সিলসিলাহ-ই আলিয়া কাদেরিয়ার এক খোরাসানী বুযুর্গ অদৃশ্য ইঙ্গিত পেয়ে হালাকু খানের পুত্র তাগুদার খানের নিকট পৌঁছলেন। ঐ সময় সে শিকার করে ফিরছিল। তার মহলের দরজায় এ দরবেশকে দেখে সে ঠাট্রাচ্ছলে ও ঘৃণাভরে বলতে লাগল, ‘হে দরবেশ! তোমার দাড়িরূপী লোমগুলো উত্তম, তা কি আমার কুকুরের লেজের লোমগুলোর মত? তিনি তদুত্তরে বললেন, ‘আমিও আমার মালিকের কুকুর। যদি আমি আমার প্রাণপথ ত্যাগ ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁকে খুশি করতে পারি, তাহলেই আমার দাড়ির লোমগুলো উত্তম। অন্যথায় আপনার কুকুরের লেজই উত্তম, যে আপনার নির্দেশ মেনে চলে এবং আপনার জন্য শিকারের কাজ সমাধা করে।

এ বুযুর্গের বর্ণনাভঙ্গি হালাকু খানের পুত্রের খুব পছন্দ হল এবং তার মনে রেখাপাত করল। সে তাঁকে নিজের নিকট মেহমান হিসেবে রেখে তাঁর শিক্ষা ও প্রচারে প্রভাবিত হয়ে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু এটা মনে করে প্রকাশ করেনি যে, হয়তো সে এ নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে বলে জনসাধারণ তাকে মেনে নেবে না। ওই দরবেশ এতটুকু খিদমত আঞ্জাম দিয়ে নিজ মাতৃভূমিতে চলে গেলেন। কারণ, তাঁর জীবনেরও শেষমহূর্ত ঘনিয়ে আসছিল। বুযুর্গের ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র দ্বীন প্রচারে অবশিষ্ট কাজ সমাধা করলেন।

কিছুদিন পর ওই বুযুর্গের সাহেবযাদা পিতার জায়গায় তাঁর ওসীয়ত অনুসারে তাগুদার খানের নিকট চলে গেলেন। তাগুদার তাঁকে বললেন, সম্প্রদায়ের সর্দারগণ তো প্রায় সবাই ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কিন্তু একজন সর্দার, যার পেছনে যথেষ্ট পরিমাণে লোকও রয়েছে, রাজি হচ্ছে না।

[৪৩৯] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭; মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

দরবেশপুত্র তাগুদার খানের পরামর্শক্রমে তাকে ডাকলেন এবং দ্বীনের বাণী পৌঁছালেন। কিন্তু সে বলল, আমি একজন সৈনিক। আমি শুধু দৈহিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। গোটা জীবন আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত করেছি। আমি আপনার ঈমানী শক্তিকে দৈহিক শক্তির নিরিখে যাচাই করতে চাই। আমার একজন পালোয়ান আছে, তাকে যদি আপনি ধরাশায়ী করতে পারেন, তবেই আমি মুসলমান হব। দরবেশ তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাগুদার খান নিষেধ করলেন। কারণ একজন তাতারী নওজোয়ান পালোয়ানের সাথে একজন সরল-সোজা বয়স্ক দরবেশকে মোকাবেলায় অবতীর্ণ করা একজনকে আত্মহত্যা করতে এগিয়ে দেওয়ারই নামান্তর। কিন্তু প্রতিপক্ষ সর্দার যেমন তার সিদ্ধান্তে অটল, তেমনি দরবেশও মোকাবেলা না করে পিছু হটার পাত্র নন।

সুতরাং দিন-তারিখ ঠিক হল। ঘোষণা করা হল মোকাবেলার। হাজার-হাজার মানুষের সমাগম হল। মোকাবেলার জন্য তাতারী পালোয়ান বীরদর্পে এগিয়ে আসছিল দরবেশের দিকে। পালোয়ান হাতের নাগালে আসতেই তার মুখের উপর দরবেশ এত জোড়ে একটা চপেটাঘাত করলেন যে, এর চোটে পালোয়ানের মাথার খুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সবাই হতভম্ব! এ কী হল! তারা কি জানে- এ দরবেশ কার পালোয়ান? সর্দার তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এগিয়ে গেল এবং দরবেশের হাতে চুমু খেয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষনা করল। তখন তার অনুসরণে অধিকাংশ দর্শকও ঐদিন ইসলাম গ্রহণ করল।

তাগুদার খানও তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। আর নিজের নাম রাখলেন 'আহমদ'। ইতিহাসে তাগুদার এ নামেই প্রসিদ্ধ। তাগুদার খান ইসলাম গ্রহণ করে মিসরের সুলতানদের সাথে সম্পর্ক কায়েম করে ইসলামী শক্তিকে আরো সুসংহত করার চেষ্টা করেন। ইতিহাসে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ, পিতা হালাকু খান ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছিল। আর তারই পুত্র মুসলমান হয়ে ইসলামী শক্তিকে সুসংহত করতে সচেষ্ট হল। এটাও ছিল নিঃসন্দেহে হুযুর গাউসে পাকের ফয়েয ও গাউসিয়াতের প্রভাব। এ প্রভাব এতই সুদূর প্রসারী ছিল যে, তাগুদার খানের উত্তরসূরিরাও ইসলাম গ্রহণ করে মধ্য এশিয়ার তাতারী শাসনকে ইসলামী তাতারী শাসনে পরিণত করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াজ-মাহফিল

রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে ওয়াজ-নসীহত

আবদুল ওয়াহ্হাব, ইমরান কীমাতী ও হযরত বায্যার। তাঁরা সবাই বলেছেন, আমরা শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে ৫৫৩ হিজরীতে বলতে শুনেছি। তিনি কুরসীর উপর বসে বলছিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ১৬ শাওয়াল, ৫২১ হিজরী, মঙ্গলবার জোহরের পূর্বে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আমার বৎস! ওয়ায-নসীহত করছো না কেন? আমি বললাম, হে আমার পিতা (পিতামহ)! আমি একজন আজমী লোক। বাগদাদের আরবি ভাষাবিশারদদের সামনে কিভাবে তাকরীর করব? তিনি আমাকে বললেন, তুমি মুখ খোল!' আমি আমার মুখ খুললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াত সাতবার পাঠ করে আমার মুখে ফুঁক দিলেন।" আয়াতটি হলো, "হিকমতের সাথে এবং উত্তম নসীহত দ্বারা আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান কর"[৪৪০]। অতপর আমি যোহরের নামায পড়লাম এবং বসলাম। আমার নিকট অনেক লোক আসল এবং আমার নিকট তারা কথাবার্তায় মশগুল হল। তখন আমি হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু করীমকে দেখলাম। তিনি আমার সামনে মজলিসে দণ্ডায়মান। তিনি বলছিলেন, হে বৎস! তুমি কেন ওয়ায করছ না? আমি বললাম, আব্বাজান! লোকেরা আমার সামনে শোর-চিৎকার করছে। অতপর তিনি বললেন, তোমার মুখ খোল। আমি মুখ খুললে তিনি আমার মুখে ছয়বার থু-থু মুবারক দিলেন। আমি বললাম, পূর্ণ সাতবার কেন দিলেন না? তিনি বললেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আদবের কারণে। অতপর তিনি আমার নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"[৪৪১]

---

[৪৪০] ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ আল কুরআন, ১৬ : ১২৫

[৪৪১] "open your mouth, he said, I did. He blew his breath seven times in my mouth and said, Go, address mandkind and invite them to the path of your lord with wise and beautiful words." Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.20; professor Shetha al-Dargazelli and Dr. louay Fatoohi, Ibid, p.8

শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন-

وقيل في بداية أمره لم يجلس إلى الإمام عبد القادر الكيلاني، وفي هذه المدرسة بدأ الإمام في خلوة طويلة، واشترط على نفسة أن لا يعظ، إلا بعد إذن، وفي هذه السنة أي ٥٢١ عاد إلى الوعظ بعد رؤيته للرسول الكريم

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা বলেন, এটা হচ্ছে শায়খের প্রথম ওয়ায, যা তিনি কুরসীর উপর বসে লোকদের উদ্দেশ্যে করেছেন।[৪৪২]

আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান বলেছেন-

کس گلستان کونہیں ؟ فصل بہاری نیاز
کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا

"হে গাউসে পাক! আপনি হলেন বসন্তকাল। আর কোন বাগান, অর্থাৎ দুনিয়ার কোন ওলী এমন নেই, যাঁরা আপনার তাওয়াজ্জুহ্ এর বসন্ত ঋতুর প্রয়োজন হয়নি। আর সমস্ত তরীকতের সিলসিলাহ্- ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া ইত্যাদি এ সবকটিতে আপনার ফয়েয ও কল্যাণধারা কার্যকর রয়েছে।"[৪৪৩]

صلى الله عليه وسلم আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 53;

"One day before the mid-day prayers, Saiyedina Ghaus-ul-Azam saw in a dream the prophet who inquired why the Hazrat did not preach to the public. the Hazrat replied that he was an Ajami (i.e., foreigner). How he could dare speak in the presence of the orators of Baghdad? the prophet then spat seven times in the Hazrat's mouth. He asked him thence-forward to preach and give wise counsels to the people. After the prayers when the Hazrat sat down a crowd assembled round him. He felt nervous' Then he saw Hazrat Ali before him in the plane of spirits. Hazrat Ali spat in his mouth six times. On inquiry why he did not spit seven times, he replied that out of respect for the Prophet he did not equal his number. Thereafter precious and valuable thoughts relating to gnosis and haqiqat (the truth) began to rise in the mind of Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam. Later as his fame spread crowds began to flock to hear his sermons. For want of sufficient space people had to sit outside the Madrasa on the road. As the audience further increasd. adjacent houses were acquired and the Madrasa was extended. Still the extended Madrasa could not hold the increasing audience. Every Wednesday morning. the platform for sermons of His Holiness. used to be placed in the ldgah in Bab-ul-Halbah. And when the audience further increased the platform was removed of Monastery was built for him at the place. It was also known as Musafir khana." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 19

[৪৪২] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩

[৪৪৩] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

বক্তৃতার সময়সূচী

তিনি প্রতি সপ্তাহে মোট তিনবার বক্তৃতা করতেন। শুক্রবার সকালে এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর মাদরাসায় বক্তৃতা করতেন এবং রবিবার তিনি তাঁর অতিথি ভবনে অসংখ্য বিজ্ঞজনদের সামনে বক্তৃতা করতেন।[৪৪৪]

ওয়াজ-মাহফিলের প্রকৃতি

তাঁর সূক্ষ্ম, তত্ত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যে শ্রোতাদের প্রাণ-মন আকুল করে তুলতো এবং বহু চিরবিরহী চিত্ত আধ্যাত্মিক প্রেমের গুপ্ত শান্তিধারায় বিলীন হওয়ার জন চঞ্চল হয়ে উঠতো। কেউ কেউ প্রেমোচ্ছ্বাসে অজ্ঞান হয়ে পড়ত, কেউ বিস্ময়াবিভূত হয়ে নিশ্চলভাবে বসে থাকত, কেউ কেউ আবার অস্থির ও অবশ হয়ে পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করতে করতে বিলাপ করতে থাকত। অনেকে আবার তাঁর বক্তব্যে প্রেমাস্পদের নূরের রশ্মি সহ্য করতে না পেরে শাহাদাত বরণ করত।

---

[৪৪৪] এ ব্যাপারে আত-তাদিফি বলেন-

Shaikh 'Abd al-Wahhab (may Allah bestow His mercy upon him), who said: "My father [Shaikh 'Abd-al Qadir] used to give lectures three times a week: twice at the schoolhouse [madrasa]-early in the morning on Friday, and in the evening on Tuesday- and once in the guesthouse attended by the religious scholars ['ulama'], the jurists [fuqaha'] and the Shiakhs, as well as many others. His public speaking was maintained for a period of forty years, starting in the Year [A.H.] 521, and ending in the year [A.H.] 561." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 20

Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam and some Qadiri walis গ্রন্থে ও বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে,

"The Hazrat used to deliver sermons thrice a week, once in the morning of Friday, once in the night of Tues day in his own Madrasa and once in his guest house in the morning of Wednesdays. He carried on this self imposed duty for a period of 40 years from 521 A.H. to 561 A.H. the year of his translation to heaven. Among the audience there used to be a large number of savants. faqihs (doctors of religious laws) and shaikhs (i.e. saints). amirs (rich persons), high officials, Khalifs, rijal-ul-ghaib (i.e. persons who fly in the air and live in the mountains of Qaf and away from human habitations). jinn. angels and souls of departed prophets." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 74; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল লতীফ ইবনে আহমদ বলেন, একদিন হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বক্তৃতা করছিলেন, তখন শ্রোতাদের অমনোযোগিতা প্রকাশ পেলে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন,

لاَ نَسِقْنِي وَحْدِي فَمَا عَرَّوْتَنِيْ إِنِّي اَشَحُّ بِهَا عَلَي جَدَّسِي
أَنْتَ الْكَرِيْمُ وَهَلْ خَلِيْقُ تَكَرُّمَا إِنِّي يَعْبُرُ اللهُ مَاءَ وَذْالِكَاسِ

'আমি একাকী মহব্বতের শুরা পান করতে চাই না এবং আমার সাথে উপবেশনকারীদের মধ্যে কৃপণতার স্বভাব সৃষ্টি করো না। তুমি দয়াময়, তোমার দয়ার দাবী হচ্ছে- কোন উপবেশনকারী মহব্বতের এ শুরা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়।[৪৪৫]

এ কবিতা তিনি এমন দরদ ভরা কণ্ঠ পড়লেন যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে 'ওয়াজদ' সৃষ্টি হয় এবং কয়েকজন শ্রোতা এ ভাব সহ্য করতে না পেরে ওই জায়গায় মারা যায়।

চারশত লেখক থাকতো তাঁর বক্তৃতার

তাঁর ওয়ায-নসীহত লিপিবদ্ধ করার জন্যে মজলিসে চারশত লিপিকার উপস্থিত থাকতেন।[৪৪৬] যা কিছুই তিনি বলতেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নোট করে নিতেন। এ ব্যাপারে আত-তাদিফি বলেন-

Four hundred ink wells were used, by learned men and others, to write down what he was saying in his discourse."[৪৪৭]

সত্তর হাজারের অধিক শ্রোতা

শ্রোতাদের ভীড়ে মজলিস এভাবেই উপচে উঠতো যে তিল ধারণের ঠাঁই সেখানে হতো না। কোন কোন সময় তাঁর মজলিসে সত্তর হাজারেরও অধিক শ্রোতা উপস্থিত থাকতেন।[৪৪৮] লোকজন আগের রাতেই এসে তাদের নিজ নিজ জায়গা দখল করে নিত, যেন পরের দিন বক্তব্য শুনতে সহজ হয়। আর যারা দূর থেকে উঠ বা সাওয়ারী হয়ে আসতেন, তারা তাদের উঠের উপরই বসে শুনতেন।[৪৪৯] অদৃশ্য জগতের সৃষ্টিকুলের উপস্থিতির তো কোন কথাই নেই।

---

[৪৪৫] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

[৪৪৬] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.০৩; ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৪৪৭] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 75

[৪৪৮] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

[৪৪৯] "At times about 70000 persons used to assemble to hear the sermons. People from neighbouring villages used to come at night to select and occupy their places in the assembly in

Dhaka University Institutional Repository

বক্তৃতায় শ্রোতার বিহবলতা ও প্রভাব

শরীফ মুহাম্মদ ইবনে আযহার হুসাইনী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাহ.)'র মজলিসে ইরাকের প্রথম সারীর শায়খ-ই তরিকত ও আলিমগণ উপস্থিত থাকতেন।[৪৫০] তাঁদের মধ্যে শায়খ বাকা,[৪৫১] শায়খ আলী ইবনে হায়তী, শায়খ আবুন নজীব সোহরাওয়ার্দি[৪৫২] (রাহ.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাতহ্ হারভী বর্ণনা করেন, একবার হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র মজলিসে বক্তব্য শুনার আমার সৌভাগ্য হয়। এক পর্যায়ে তিনি স্বীয় হালের মধ্যে বিভোর হয়ে বললেন, যদি আল্লাহ চান আমার বক্তব্য শুনার জন্য এক সবুজ পাখি প্রেরণ করতে পারেন। এটা বলতেই একটি সুন্দর রংয়ের পাখি তাঁর জামার আস্তিনে ঢুকে পড়ল, বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা আর বের হল না।

বর্ণনাকারী আরো বলেন, আরেকদিন আমার হুযূরের বক্তব্য শুনার সুযোগ হয়। আমি দেখলাম, মজলিসে লোকদের মধ্যে কিছুটা শৈতল্যভাব দেখা দিল। তখন তিনি বললেন, যদি আল্লাহ চান তো আমার মজলিসে অনেক সবুজ পাখি প্রেরণ করতে পারেন। একথা বলতেই অনেক সবুজ পাখি এসে হাজির, যেগুলো উপস্থিত সকলে দেখেছেন।

একদিন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিষয়ক বক্তব্য রাখছিলেন। উপস্থিত লোকদের মাঝে তাঁর বক্তব্যের প্রভাব বিস্তার করছিল। এমন সময় এক আজব ধরনের পাখি মজলিসের উপর দিয়ে উড়ে যায়। কিছু লোক ওই দিকে মনোনিবেশ করলে তিনি ইরশাদ করলেন, মহান রবের

---

the morning. Others would come on mules and camels. They would remain seated on their animals on the skirt of the assembly." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 22

[৪৫০] মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

[৪৫১] শায়খ বাকা ইবনে বতূ (রাহ.) বড় সাহেবই কাশ্ফ ছিল। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মজলিসে থেকে ফয়েজ (আধ্যাত্ম শিক্ষা) অর্জন করেন। তিনি শায়খ আবুল ওয়াফার মুরীদ ছিলেন। হযরত গাউসুল আ'যমকে তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। তিনি ৫৫৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। 'বাব-ই-নুস' গ্রামে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত।

[৪৫২] শায়খ আবুন নাজীব আবদুল কাহির এর উপাধি ছিল যিয়া উদ্দীন। তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.)'র সাথে মিলিত হয়। তরিকতের সিলসিলা ইমাম গায্যালীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। সোহরাওয়ার্দি তরিকার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হযরত গাউসুল আ'যমের শিক্ষা মজলিস থেকে তিনি বেশ উপকৃত হন। তিনি বড় লেখক ছিলেন। ১২ জুমাদিউল আখির ৫৬৩ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। বাগদাদে তাঁর মাযার বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

ইয্যতের শপথ! যদি আমি ওই পাখির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতাম, তবে তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মরে যেত। দেখা গেল তখনো তিনি ওই বাক্য শেষ করেননি, অথচ পাখিটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে মরে গেল।

মজলিসে ওলামা ও মাশায়িখের উপস্থিতি

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আযহারী হুসাইনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)-এর মজলিসে ইরাকের শীর্ষস্থানীয় মাশায়েখ, প্রসিদ্ধ ওলামা এবং বড় বড় মুফতীগণ উপস্থিত হতেন, যেমন শায়খ বাক্কা ইবনে বতূ, শায়খ আবূ সা'দ কায়লুভী, শায়খ আলী ইবনে হায়তী, শায়খ নজীবুদ্দীন আবদুল কাহির সোহরাওয়ার্দী, শায়খ আবূ হাকীম ইবনে দীনার, শায়খ মাজিদ কুর্দী, শায়খ মত্বর বাযরানী, কাযী আবূ ইয়া'লা মুহাম্মদ ইবনে ফাররা, কাযী আবুল হাসান আলী ইবনে দামেগানী, ইমাম আবুল ফাতহ ইবনে মুসন্না প্রমুখ। বস্তুত বাগদাদে এমন কোন প্রসিদ্ধ শায়খ প্রবেশ করতেন না, যিনি তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতেন না। আমি শায়খ আবদুর রহমান তাফসুনজীকে কয়েকবার দেখেছি যে, তিনি অনেক্ষণ যাবত চুপচাপ বসে থাকতেন আর বলতেন, "আমি এ জন্য চুপ থাকি যেন শায়খ আবদুল কাদিরের বক্তৃতা শুনি।"[৪৫৩]

তাঁর ওয়াযে মজলিসে বড় বড় এবং প্রসিদ্ধ ওলামা মূফ্তীগণ হাযির থাকতেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ওলামায়ে কেরামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১) কাযী আবদুল মালেক ইব্নে ঈসা
২) শায়খ ইব্রাহীম ইব্নে আবদুল ওয়াহেদ আল-মোকাদ্দেসী আল-হাম্বলী
৩) শায়খ আলী ইব্নে আহ্মদ ইব্নে ওয়াহাব আদ্দারাজী
৪) শায়খ ওসমান
৫) শায়খ আবদুল জাব্বার ইব্নে আবুল ফযল আল-কাফাছ
৬) শায়খ আবদুল গণি ইব্নে আবদুল ওয়াহেদ আল্-মুকাদ্দিস আল্-হাফেয
৭) শায়খ আবদুল্লাহ্ ইব্নে নাছার ইব্নে হামযা আল্-বিকরী
৮) শায়খ ফকীহ্ আবুল ফাতাহ্
৯) ইমাম আবু ওমর ওসমান আল্মূলাক্কাব
১০) শায়খ ইব্নুল কানীরানী
১১) শায়খ আবু মোহাম্মদ মাস্উদ

[৪৫৩] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪১-৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

১২) শায়খ আবু মোহাম্মদ আল্ ফারসী
১৩) শায়খ আবদুর রহমান ইব্নে আহ্মদ ইব্নে কারামাতুল মুকাদ্দেস আল-হাম্বলী
১৪) শায়খ আবদুর রহমান ইব্নে ওসমান
১৫) শায়খ আহ্মদ ইব্নে সাআদ
১৬) শায়খ হাসান ইব্নে আবদুল্লাহ্ বাকে আল- আনছারী
১৭) শায়খ মোহাম্মদ ইব্নে কায়েদ আল-আওয়ানী
১৮) শায়খ আবদুল্লাহ্ ইব্নে সেনান আররাবীনী
১৯) শায়খ ফকীহ্ রাস্লাস আবদুল্লাহ্ ইব্নে শা'বান
২০) শায়খ তাল্হা
২১) শায়খ ইব্নে আযহার আছছায়রাফী
২২) শায়খ ইয়াহ্য়া আল্ বারকাহ্ মাহ্ফুয আল্ বাইস্বাক্কী।

ওয়াজের অবস্থা

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ওয়াযে বিদ্যমান থাকতো আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে উদিত ভাব, আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্হাম, আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ এবং হেদায়েতের অকুল সমুদ্র। সে সমুদ্রে যখন তরঙ্গ উঠত তখন শ্রোতামণ্ডলী, আমীর, ফকীর, আলিম, নেককার, জাহেল, দুর্বল, সবল, পীর, মুরীদ, সাধারণ কিংবা বিশিষ্ট, সকলেই অস্থির হয়ে পড়ত।[৪৫৪] যখন হিক্মত এবং জ্ঞানের মেঘ হতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যেত, তখন কারো 'ওয়াজদ' এসে পড়ত, কেউ কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিত, কেউ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যেত, কেউ অস্থির ও আত্মাহারা হয়ে পড়ত এবং চীৎকার করত।[৪৫৫] প্রতি মজলিসে বক্তব্যের পর আধ্যাত্মিক এমন অবস্থা তৈরি হত।

কাহারও অন্তরে এমন অসহনীয় ধাক্কা লাগত, যার ফলে তার কলিজা ফেটে যেত এবং সে মহব্বতের তলোয়ারে আহত হয়ে শহীদ হয়ে যেত। "হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) একবার বক্তব্যের পরে যখন নেমে গেলেন, তাঁর ছেলে শ্রোতাদের এমন অবস্থা সৃষ্টি হবার কারণ বাবার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। গাউসে পাক বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নুরের তাজাল্লী আমার

---

[৪৫৪] মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৪৫৫] "Then the Shaikh would say: Now the talking [qul] is over, and we are ready to receive the spiritual state [hal]! The people present would immediately feel an intense vibration, and they would experience the spiritual state and the rapture of ecstasy [wajd]." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p.322

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরে আসে এবং সেটি বিস্তার লাভ করে। সে অবস্থায় আমি কম বলি কিন্তু তার অবস্থা ও প্রভাব তুমি নিজ চোখে যা দেখেছ।”[৪৫৬]

ওয়ায শেষে যখন শ্রোতামণ্ডলী উঠে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তেন, তখন দেখা যেত যে, আজ এতজন লোক ইশ্‌কে মাওলার তলোয়ারে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের লাশ সমাহিত করতে হবে। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সাহেবযাদা হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহ্‌হাব বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর প্রত্যেকটি মজলিসে দুই-চারজন শ্রোতা অবশ্যই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করত। তাঁর ওয়ায সাধারণতঃ হিকমত এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ হত।

তিনি কারো দিকে লক্ষ্য না করে সত্য কথা পরিষ্কার শব্দে বর্ণনা করে যেতেন। আল্লাহ্ তা‘আলার দেওয়া ধর্মকে উঁচু করে ধরার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও নির্ভীক ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা এবং মুক্তকণ্ঠধারী ছিলেন। কোন বিশিষ্ট মুরীদকে সম্বোধনে ‘ইয়া গোলাম!’ অর্থাৎ হে বৎস! বলে সম্বোধন করতেন। বিরাট জনতাকে সম্বোধনে ‘ইয়া কাওম!’ বলে সম্বোধন করতেন। ওয়াযের সময় তাঁর পবিত্র মুখ হতে যেন মণিমুক্তা ঝরে পড়ত। তাঁর কথাগুলো মোতি ও হীরা-যহরতের মালার মত মনে হত। নদীর স্রোতের মত তিনি অনর্গল বলে যেতেন।

তিনি যখন আসন অলংকৃত করতেন, তখন তাঁর ভয়ে কেউ থুথুও ফেলত না, নাক পরিষ্কার করত না, কথাও বলত না, কিংবা উঠে মজলিসের মধ্যস্থলের দিকেও যেত না। তিনি শ্রোতামণ্ডলীর মনে উদিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য করে ওয়ায করতেন। প্রত্যেকেই মনে করত, যেন তার মনের কথাই বলছেন।

সভায় প্রায়ই সত্তর-আশি হাজার লোক উপস্থিত থাকতেন। গাউসে পাকের বক্তৃতা এতই জনপ্রিয় ছিল যে, লোক সকল উপত্যকা ভূমিতে কুরসি স্থাপন করে তার উপর স্থান দখল করত। বহু দূরদূরান্ত হতে লোকসকল উট বা ঘোড়ায় চড়ে এমনকি সওয়ারী গাড়ীতে করেও স্ত্রী-পুরুষ হযরতের

---

[৪৫৬] “Hazrat's spiritual powers would influence his audience. When the Hazrat got down. his son inquired what was the reason for the reason for the incident. The Hazrat replied, "You were proud of your travels, though you had not travelled to the sky, pointing out the sky to him. When I ascended on the platfrom an electric spark from God flashed in my heart and expanded it. in that state I spoke a few words. the result was what you had seen.” Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 23

Dhaka University Institutional Repository

বক্তৃতা শুনতে আসতেন। সকালে বক্তৃতা হওয়ার কথা থাকলে সমস্ত লোক রাত্রেই মোমবাতি বা মশাল প্রভৃতি জ্বালিয়ে নিজ নিজ বসবার স্থান ঠিক করে নিতেন।[৪৫৭]

আল্লামা আবুল হাসান সাদুল খায়ের আন্ছারী আনদালুসী বলেন, "আমি ৫২৯ হিজরীতে সাইয়্যিদুনা মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র মজলিসে উপস্থিত হয়ে সর্বশেষ সারিতে বসলাম। তিনি তখন 'যোহোদ' অর্থাৎ সংসার-বিরাগ সম্বন্ধে ওয়ায করছিলেন। আমি মনে মনে কল্পনা করলাম, আহা! তিনি যদি মা'রেফাত সম্বন্ধে ওয়ায করতেন! তৎক্ষণাৎ তিনি বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে মা'রেফাত সম্বন্ধে এমন ওয়ায করলেন, যা জীবনে আর কখনও আমি শ্রবণ করি নাই। অতপর আমি মনে মনে কল্পনা করলাম, কি ভাল হত যদি তিনি 'শাওক' সম্বন্ধে ওয়ায করতেন! তৎক্ষণাৎ তিনি মা'রেফাতের বিষয়টি ত্যাগ করে 'শাওক' সম্বন্ধে ওয়ায করতে আরম্ভ করলেন এবং এমনভাবে বর্ণনা করলেন, যা জীবনে আমি কখনও শুনি নাই। আবার আমার অন্তরে কল্পনায় উদয় হল যে, খুবই ভাল হত, যদি তিনি 'ফানা' এবং 'বাকা' সম্বন্ধে ওয়ায করতেন! সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শাওকের বর্ণনা ত্যাগ করে ফানা এবং বাক্বা সম্বন্ধে এমন ওয়ায করলেন, যা আজ পর্যন্ত আমি কোন দিনই শুনি নাই। তারপর আমার মনে কল্পনা হল, আহা যদি তিনি গায়েব ও হাযিরের ইল্‌ম সম্বন্ধে ওয়ায করতেন! সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফানা এবং বাকার বিষয়টি ত্যাগ করে আমার কল্পিত বিষয়টি সম্বন্ধে ওয়ায আরম্ভ করে দিলেন। এই বিষয়টির বর্ণনা শেষ করে তিনি বললেন, আবুল হাসান! এতটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট। ইহা শুনে আর আমি স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। আমি আমার কাপড় ছিঁড়ে ফেললাম। ওয়াজদের অবস্থা আমার উপর প্রবল হল। আমি চিৎকার আরম্ভ করে দিলাম।[৪৫৮]

সর্বদা তাঁর মজলিসে উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ পাঠকারী দুইজন কারী থাকতেন। তাঁরা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তাঁর এমন কোন মজলিসই হতো না, যেখানে অমুসলিম ইসলাম ধর্ম কবুল করতো না। চোর, হত্যাকারী, ডাকাত, ফাসেক, গুনাহ্‌গার মূলহেদ এবং খারাপ ই'তেকাদের লোকদের এক বিরাট দল প্রত্যেক মজলিসে তাঁর হাতে তওবা করত।

ওয়াজের মাধ্যমে তাবলীগ

ইমাম শারানী (রাহ.) লিখেন, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তিনি সর্বদাই তাঁর ওয়াজে বলতেন, হে লোকসকল! তোমরা সর্বদাই কুরআন ও হাদীসের ওপর আমল কর, আর বিদ্‌আত

---

[৪৫৭] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[৪৫৮] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আবিষ্কার করে কাউকে বিভ্রান্ত করো না। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ মেনে চলো আর তাঁদের অবাধ্যাচরণ করো না। ধৈর্যধারণ করো, নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর রহমতের আশা থেকে বিফল মনোরথ হয়ো না। ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস কর, পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়ো না, পাপকর্ম থেকে তওবা কর, আল্লাহকে সর্বদাই স্মরণ কর, তাঁর থেকে কোনো অবস্থাতেই বিস্তৃত হয়ো না; নিজের প্রভুর দরজা থেকে সরে যেও না; নিজের অন্তরের সদাকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখ; যে আল্লাহ্ অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করার অধিকার দিয়েছেন, অন্তরে কেবলমাত্র তাকেই স্থান দিও। আর যাকে অন্তরে জায়গা দিতে নিষেধ করেছেন, তাকে সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। হযরত গাউসে পাক সাধারণত একটি পদ বলে নসীহত করতেন। যার কাব্যনুবাদ হলঃ

“শায়খের মধ্যে পাঁচটি বস্তু জানিও যদি না থাকে।
শায়খ সে নয়কো; বিপথগামী দাজ্জাল জেনো তাকে।”

১. শায়খ প্রকাশ্যে একজন আলিম হবেন। অর্থাৎ, কুরআন ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ হবেন; আর সেই সাথে তিনি তার প্রকৃত অনুসারী হবেন।

২.তিনি ইলমে হকীকতের ক্ষেত্রে একজন পাক্কা আলিম হবেন; এবং তিনি তার ইলম দিয়ে জনসাধারণকে সুপথ দেখাবেন।

৩. যে ব্যক্তি তার সাথে দেখা করতে আসবে তার সাথে সততা ও আনন্দের সাথে সাক্ষাৎ করবেন; তার মেহমানদারী করবেন এবং তাকে ভালমত পানাহার করাবেন।

৪. দীন-দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষীদের সাথে সর্বদাই সদাচারিতা ও বিনয়ের সাথে কাজ করতে হবে। ইনি হবেন সেই শায়খ, যিনি হবেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং হারাম হালাল সম্পর্কে সাবধানী হবেন।

৫. অন্যকে তালিম ও তরবিয়াত দেওয়ার পূর্বে তাকে তা করে দেখিয়ে দিতে হবে। (অর্থাৎ, সৎকর্ম ও সদাচারিতার শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজে তা করে দেখিয়ে দিতে হবে- আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও।[৪৫৯] এ হল পাঁচটি বিশেষ যোগ্যতা, যা শায়খদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যার মধ্যে এই গুণ বা যোগ্যতাগুলি নেই, সে হল দাজ্জালের ন্যায় বিপথগামী ও পথভ্রষ্টকারী।

পিছনের ব্যক্তিরা সমানভাবে বক্তব্য শুনতে পেত

[৪৫৯] ড. কাওসার ইয়াজদানী , প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কণ্ঠে এক অদ্ভুত কারামত ছিল। তাঁর আওয়াজ যেমন কাছের মানুষেরা শুনতে পেত, তেমনই দূরের মানুষেরাও শুনতে পেত।[৪৬০] ৭০ হাজার লোকের সমাগম হলেও পিছনের মানুষের জন্য বক্তব্য শুনতে কোন অসুবিধা হতো না।

লোকেরা দূর দেশ থেকে তাঁর ওয়াজ শুনতে পেতেন

দূরবর্তী স্থানে থেকেও যে লোক তাঁর বক্তৃতা শুনতে পেতেন সে বিষয়ে একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য। হযরত আদী ইবনে মুসাফির[৪৬১] একজন সমসাময়িক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি বাগদাদ শরীফ থেকে বহু দূরবর্তী স্থানে বাস করতেন। হযরত গাউসে পাকের বক্তৃতার নির্দ্ধারিত সময়ের কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁর হুজরা হতে বের হয়ে এসে পাহাড়ের নিকটবর্তী একস্থানে গিয়ে তাঁর লাঠি দ্বারা মাটিতে একটি বৃত্ত অঙ্কন করতেন এবং স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দকে বাগদাদবাসী হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণের জন্যে বৃত্তমধ্যে আহবান করতেন। হযরত আদী সাহেবের সকল শিষ্য বৃত্তের মধ্যে উপবেশন করে বক্তৃতা শুনতেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই তারিখসহ বক্তৃতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন যে, বিভিন্ন লোকের লিখিত বক্তৃতা হুবহু মিলে গেছে।[৪৬২] এমন আরো ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্থ থেকে ঘটতো বলে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.)-এর গ্রন্থসহ[৪৬৩] বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

---

[৪৬০] "No account of his charismatic talents [karamat]] would be complete, if if failed to mention the fact that his voice was always perfectly audible, so that those at the very back of the audience could hear it as clearly as those sitting to him, despite the vast size of the gathering." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 322

[৪৬১] শায়খ আদী ইবনে মুসাফির শামী (রাহ.) কারামাত সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। হযরত গাউসুল আ'যমের পীর-মুরশিদ শায়খ হাম্মাদ দাববাস ও শায়খ আকীল সখী থেকে ফয়েয লাভ করেন। তিনি সিরিয়ায় আম-খাস সকলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মাওসিলে তার খানকা ছিল রূহায়ানীতের কেন্দ্র। সেখানে বসেই তিনি বাগদাদে প্রদত্ত গাউসুল আ'যমের বক্তব্য ও দরস শুনতেন। তিনি হযরত গাউসুল আ'যমের হজ্জের প্রথম সফর সঙ্গী হন। কা'বা শরীফ পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি ৫৫৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। হানাকারীর পাহাড়ে তাঁর মাযার বিদ্যমান।

[৪৬২] "It was one of the miracles of the Hazrat that the persons sitting far away would hear the sermons as clearly as those sitting near him would. Hazrat Adi bin Musafir used to live at a place far from Baghdad. At the appointed time of sermons he would walk out of his closet towards the mountain and mark out a ciruit with his stick. He would then invite persons to sit inside the circuit to hear the sermon of Hazrat Ghaus-ul-Azam. The principal disciples of Hazrat Adi would sit inside ihe circuit and hear it. Some of them would record it with date. Aferwards when the

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর সমসাময়িক বুযুর্গ যথাক্রমে হযরত শায়খ আবদুর রহমান তাফসুনূযী (রাহ.) ও শায়খ আদি বিন মুসাফির (রাহ.) প্রমুখ নিজ নিজ শহরে একই সময়ে স্বীয় ভক্ত-অনুরক্তদের সাথে নিয়ে বৃত্তাকারে গাউসে পাকের ওয়াজ শ্রবনের জন্য বসে যেতেন। অনেক দূরত্বের ব্যবধান থেকেও খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতায় তাঁরা গাউসে পাকের ওয়াজ শুনতে পেতেন। শুধু তাই নয়, বরং গাউসে পাকের তাক্বরীরসমূহ লিখেও নিতেন। তাঁদের যখন বাগদাদে আসার সুযোগ হত, লিখিত আলোচনাগুলো সাথে নিয়ে আসতেন। গাউসে পাকের মজলিসে উপস্থাপিত আলোচনার সাথে মিলিয়ে দেখলে বিন্দুমাত্র তারতম্য পরিলক্ষিত হতো না।[৪৬৪]

তাঁর নিকটে বসে শ্রোতারা যেরূপ শুনতে পারতেন সবচেয়ে দূরবর্তী শ্রোতারাও ঠিক তদ্রুপই স্পষ্টরুপে শুনতে ও বুঝতে পারতেন।[৪৬৫] নিকটবর্তী ও দূরবর্তী শুধুমাত্র স্থানের ব্যবধানে বুঝাচ্ছে না বরং সময়ের ব্যবধানও বুঝাচ্ছে। কেননা, তাঁর বহু বক্তৃতা লিখিত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে আছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, বহু বছর ও কালের ব্যবধানে থেকেও আমরা তাঁর পবিত্র বাণী শুনতে ও বুঝতে পারছি।

বর্তমান যুগে নভোচারীদের কথোকপথনে ও ক্রিয়াকলাপ সুদূর চাঁদ থেকেও এই পৃথিবীর মানুষ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যেখানে শ্রবণ ও অবলোকন করতে পারে সেখানে আল্লাহর বৈজ্ঞানিক অলিগণ কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে শব্দ আদান-প্রদান করবেন বা একই সময়ে দূরদূরান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কি থাকতে পারে। ফার্সী ভাষাই সুন্দর একটি

---

recordad sermon would be compared with that recorded in Baghdad. these would agree.” Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 23

[৪৬৩] قال محمد بن الخضر السنجاري: سمعت أبي يقول: كان يعد من كرامات الشيخ عبد القادر أن من في أقصى مجلسه يسمع كلامه كما يسمع أدناهم مع كثرتهم، وكان يتكلم على خواطر أهل مجلسه ويواجههم بالكشف وإذا قام قامو إجلالاً له، وإذا قال لهم: اسكتوا، لم يسمع لهم حس سوى أنفاسهم. وذكر أن منهم من كان يضع يده في مجلسه فيدرك بالمس من لا يراه وربما سمعوا وجبة عظيمة من الجو إلى أرض المجلس ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে ‘আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[৪৬৪] মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩-২৪

[৪৬৫] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫; মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

শ্লোক হল- “আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে সিদ্ধ পুরুষগণ অলৌকিক শক্তি লাভ করে থাকেন। এমনকি ধনুক হতে নিক্ষিপ্ত তীরকেও তাঁরা মধ্যপথ হতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।”[৪৬৬]

হযরত গাউসে পাক তাঁর এই উপদেশ বা বক্তৃতা বিতরণের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, আমি বাগদাদবাসীদের অবস্থা দেখে মনে করলাম, এদেরকে উপদেশ দিলে কোন ফল হবে না, বের হয়ে গেলাম, একবার নয়, দু'বার। কিন্তু মহান আল্লাহ আমার অন্তরে দু'বারই বলে দিলেন, না তুমি বের হয়ে যেও না, বাগদাদবাসীরা তোমার দ্বারা উপকৃত হওয়ার দাবীদার এবং উপকৃত হবে। তাদেরকে উপদেশ দাও।

মজলিসে অদৃশ্যদের উপস্থিতি

গাউসে পাকের মজলিশে অদৃশ্য লোকের উপস্থিতি অনুভব করা যেত বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এমনকি তাদের চলাফেরা ও কান্নার আওয়াজও পাওয়া যেত। এ ব্যাপারে শায়খ আত-তাদিফি বলেন, “উপস্থিত লোকেরা কিছু অদৃশ্য লোকের স্পর্শ পর্যন্ত টের পেত কিন্তু কাউকে দেখতে পেত না। যখন গাউসে পাক বক্তব্য রাখতেন তখন কান্নার আওয়াজ হতো, এমনকি অদৃশ্য থেকে জুব্বা হঠাৎ তাদের সামনে পড়েছে বলে মনে হত।”[৪৬৭]

বক্তব্যে আলিমদের প্রশ্নের সুযোগ

আবু মুহাম্মদ মুফাররাহ ইবনে বাহনান ইবনে বারাকতা শায়বানী (রাহ.) বলেন, যখন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর প্রসিদ্ধি বাগদাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন বাগদাদের

---

[৪৬৬] “আউলিয়ারা হাসতে কুদরত আজ্ এলাহ, তীরে জাস্তা বাজ্ গারদানাদ্ যে রাহ্।” চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[৪৬৭] “When people tried to lower their, in the course of his session, they sometimes found themselves touching men who were present in their midst, although they could not see them. while the Shaikh was speaking, they would sometimes hear a gasp of a cry, swish of a loose robe [jubba], as its invisible wearer fell from the air and landed on the floor of the meeting place. Those sounds were made by the men of the Unseen [rijal al-Ghaib] and other mysterious visitors.” Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 323; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

একদল আলিম তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য পালাক্রমে নানা প্রশ্ন নিয়ে তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতো এবং তাঁকে প্রশ্ন করত।[৪৬৮] একবার ঐ মজলিসে আমিও হাজির ছিলাম। কিছু আলিম মজলিসে এসে বসলেন। আমি দেখলাম, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র সিনা থেকে নূরের এক রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। ওই রশ্মির আলোতে ওই সম্মানিত আলিমগণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন, নিজেদের শরীরের কাপড় ছিড়তে লাগলেন, মাথার পাগড়ী মাটিতে ঝুঁকিয়ে দিলেন। আর মিম্বরের পাশে গিয়ে তাঁর কদমে নিজেদের মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন। এ ঘটনা সারা বাগদাদে ছড়িয়ে পড়ল। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁদের প্রত্যেককে নিজের সিনার সাথে লাগালেন, তারপর তাদের প্রত্যেকেকে বললেন, তোমার প্রশ্ন হচ্ছে এই আর তার জবাব হচ্ছে এই। যখন সভা সমাপ্ত হল, আমি কিছু আলিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কি হলো? তাঁরা বললেন, যখন আমরা মজলিসে বসলাম, তখন মনে হয়েছিলো, আমরা ইলম থেকে একেবারে অজ্ঞ এবং যা কিছু শিখেছিলাম তা সবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারপর যখন তিনি আমাদেরকে তাঁর সিনার সাথে লাগালেন তখন ইলমের রশ্মি ফেরত পেলাম। আমাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি যা কিছু ইরশাদ করেছেন, ইতোপূর্বে এমন সুন্দর উত্তর আমরা শুনেনি।

বক্তব্যের প্রভাবে আবদুর রায্যাক (রাহ.)-এর মূর্চা যাওয়া

আবু যুর'আহ তাহির মুকাদ্দসী বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, আমার আজকের আলোচনা ঐসব লোকের জন্য, যারা কাফ পর্বতের অপর পার্শ্ব থেকে এসে মজলিসে উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের কদম বাতাসের উপর এবং তাঁদের অন্তর কুদ্স এ রয়েছে। হতে পারে যে, আনন্দের অতিশয্যে তাঁদের টুপি ও নাক জ্বলে যাবে। তাঁর সাহেবজাদা সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাক ওই সময় মিম্বরের খুটির পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। স্বীয় মাথা আসমানের দিকে উঠালেন। কিছুক্ষণ পর বেহুশ হয়ে ঢলে পড়লেন। এবং তাঁর নাক জ্বলে উঠলো। হুযূর মিম্বার থেকে নিচে নেমে আগুন নিভিয়ে দিলেন। আর বললেন, আবদুর রায্যাক! তুমিও তাঁদের অন্তর্ভূক্ত।

আবু যুর'আহ বলেন, আমি আবদুর রায্যাককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি সংজ্ঞাহীন হয়ে কেন পড়লেন। তিনি বললেন, আমি যখন আসমানের দিকে দেখলাম, হাজার হাজার লোক মাথা ঝুঁকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। ওই সব বুযুর্গদের সিলসিলা পরম্পরা দিগন্তের

[৪৬৮] মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁদের কাউকে আনন্দ প্রকাশার্থে এদিক সেদিক দৌড়াতে দেখছিলাম। অধিকন্তু অধিকাংশ নিজ আসনে কাঁপছিল।[৪৬৯]

সন্তান মারা যাওয়ার খবরেও বক্তৃতা বন্ধ না করা

তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ ইন্তিকাল করলে তিনি তাঁর ওয়াজ বা বক্তব্যের মজলিস বন্ধ করতেন না। বরং চেয়ারের উপর বসে মানুষদের উদ্দেশ্যে জ্ঞানের কথা বলে যেতেন। বক্তব্যের মাঝখানে তিনি বলে দিতেন যে, তোমরা আনুসাঙ্গিক সমস্ত কাজ শেষ করে আমাকে জানাযার আগে ডাক দিও। যখন জানাযা উপস্থিত হতো তখন নেমে আসতেন ও জানাযার নামায পড়তেন।[৪৭০]

ড. আবদুর রাযাযাক তার কিতাবে এ প্রসঙ্গে গাউছে পাকের এক ছাত্রের বিবৃতি তুলে ধরেন যে,
قال الجبائ: لذلك كان يموت من أولاده الذكور والاناث ليلة مجلس فلا ينقطع المجلس، ويصعد علي الكرسي ويعظ الناس، والغاسل يغسل الميت فاذا فرغوا من غسله جاءوا به الي المجلس فينزل الشيخ ويصلي عليه رضي الله عنه[৪৭১]

বাগদাদে শিক্ষকতা

হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদান নিজেই শুরু করেন। পাশাপাশি ওয়ায-নসীহত ও ইসলাম প্রচারের কর্মসূচীও চালু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীরা এতে ছুটে আসতে লাগল। এ পর্যায়ে আবু সাঈদ মুখার্রামী (রাহ.)-এর মাদরাসার নামকরণও শায়খের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে ‘মাদরাসায়ে কাদেরিয়া’ হয়ে গেল।[৪৭২]

---

[৪৬৯] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৪৭০] “It happened several times, that the death of one of his children, sometimes a boy and sometimes a girl, occurred on the night of his regular public session [majlis], but he never once interrupted his session. He would climb the steps up to the lectern, and address the people in his audience, while the ritual washing [gasil] was busy washing the corpse, When the ritual washing had been duly completed, they would bring the body to the session. The Shaikh would thereupon descend from the lectern, and perform the funeral prayer over his deceased son or daughter.” Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 175; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

[৪৭১] ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

[৪৭২] মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

তিনি “কাসিদায়ে গাউসিয়ায়” বলেন- “আমি শিক্ষার্জন কিংবা শিক্ষাদান করতে করতে বেলায়াতের উচ্চতর স্তর, ‘কুতুব’ এর মর্যাদায় পৌছে গেছি। আর মহান মুনিব আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আমি এ সৌভাগ্য লাভ করেছি।”[৪৭৩]

হযরত শায়খ জিলানীর শিক্ষকতার জীবন ছিল ৫২৫ থেকে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত মোট ৩৬ বছর। তিনি দিনের প্রথম ভাগে তাফসীর ও হাদীস, যোহরের পর পবিত্র কোরআন, আর অন্যান্য সময় ফিকহ, উসুল ইত্যাদি বিষয়ের পাঠদান করতেন। আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক জ্ঞান ও বিদ্যায় তাঁকে এতই ব্যুৎপত্তি দান করেছিলেন যে, যখন ফতোয়া লিখতেন তখন কোন উৎস বা সহায়ক গ্রন্থ দেখার প্রয়োজন হত না, কাগজ কলম দিয়ে কোনরূপ চিন্ত-ভাবনা ছাড়াই উপস্থিত তিনি যা লিখতেন সমকালীন জ্ঞানীগুণী ও আলেম সমাজ একেই দলীলস্বরূপ মনে করতেন।

হযরত গাউসে পাক (রাহ.)’র বক্তৃতায় সকল শ্রেণির মন পরিতৃপ্ত হত এবং তাঁর সভামঞ্চে ফকির-দরবেশ, আমির-উমারা, রাজা-বাদশা, ধনী-গরিব, আলেম-ফাযেল, মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের বিপুল সমাগম হত। লোক সমাগমের আধিক্যের দরুণ বিরাট ঈদগাহ্ ময়দানে তাঁর জন্য বক্তৃতা মঞ্চ তৈরী করা হয়। বিদেশাগত লোকের জন্য ঈদগাহের পাশে একটি মুসাফিরখানাও নির্মিত হয়। সকলেই তাঁর হিতোপদেশ শ্রবণ করে নিজ নিজ আত্মশুদ্ধির কাজে তৎপর হত। শত শত অমুসলিম ইহুদি-খ্রিস্টান নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যারা ইসলামের শাশ্বত রূপ ভুলে গিয়ে ধর্মকে প্রাণহীন আচারে পরিণত করেছিলেন, তারা ধর্মের প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান লাভ করে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর দরবারে পৌঁছতে পেরেছিলেন। মূলত হযরত গাউসে পাক (রাহ.) সকল প্রকার কুসংস্কার, অনাচার, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল হযরত গাউসে পাক (রাহ.) এমন ওয়াজ-নসীহত এবং শিক্ষা-দীক্ষার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।[৪৭৪] মানুষসহ অগণিত জ্বীন এবং ফেরেশতারাও তাঁর পাঠদানের ক্লাসে আগমন করতেন। নবীগণের আত্মিক উপস্থিতিতে তাঁর মজলিস সাফল্যমন্ডিত ও গৌরবান্বিত হয়ে উঠত।[৪৭৫]

মাদরাসার অধ্যক্ষ

---

[৪৭৩] دَرَسْتُ العِلْمَ حَتَّي صِرْتُ قُطْبًا - وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَي الْمَوَالِي মাও. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *মাসিক তরজুমান*, ফেব্রুয়ারী- ২০১৩খ্রি. সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৪৭৪] وكان يذكر في مدرسته درساً من المذهب ودرسانمت من الخلاف، وكان يقرأ عليه طرفي النهار التفسير وعلوم الحديث والمذهب والخلاف والأصول والنحو. وكان يقرئ القران العزيز بالقراءات بعد الظهر শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

[৪৭৫] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭; মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *মাসিক তরজুমান*, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রকাশিত, জানু.- ২০১৬ সংখ্যা, রবিউস সানি ১৪৩৭হি. পৃ. ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু সাঈদ মাখযুমী (রাহ.) কর্তৃক তাঁর মাদ্‌রাসায় অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) উচ্চ পর্যায়ের যোগ্যতা ও অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা প্রদান করতে লাগলেন। ৫১৩ হিজরী হতে আরম্ভ করে ৫৬১ হিজরীতে ইনতিকাল সময় পর্যন্ত গাউসে পাক উক্ত মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন।[৪৭৬] তাঁর সুনিপুণ শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতির খ্যাতি সারা বাগদাদ নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল।

গাউসে পাক বলেন, "আমার এ মাদরাসার পাশ দিয়ে যারা অতিক্রম করবে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের পরকালের শাস্তি কমিয়ে দিবেন।"[৪৭৭]
ক্রমশঃ তালিবে-ইল্‌মগণের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, মাদ্‌রাসা গৃহে তাদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে স্থান খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। তিনি সারাদিন তফ্‌সীর, হাদীস, ইল্‌মে নাহু, ইল্‌মে ছরফ এবং উসুলে ফিক্‌হ্‌র তালীম প্রদানে মশগুল থাকতেন। যোহরের নামাযের পর পবিত্র কুরআন শরীফের তরজমা পড়াতেন। অবস্থা এমন ছিল যে, যে সমস্ত ছাত্র মাদ্‌রাসায় স্থান পেত না, তারা মাদ্‌রাসা সংলগ্ন বাজারে এবং সড়কের উপর বসে ঐ সমস্ত বক্তৃতা শ্রবণ করত, পাঠ প্রদানের সময় তিনি যা বলতেন, বাইরের ছাত্রগণ সেখান থেকে তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করে ঠিক ততটুকু লাভবান হত, যতটুকু লাভবান একজন সুযোগ্য শিক্ষকের সামনে বসে তাঁর তাক্‌রীর মুখোমুখি শ্রবণ করে হওয়া যায়। মাদ্‌রাসা যখন এ পর্যায়ে এসে পৌঁছল, তখন বাগদাদের কোন কোন ধর্মপ্রাণ আলিম লোক সৎসাহসের সাথে অগ্রসর হয়ে মাদরাসা সংলগ্ন আশেপাশের ঘরগুলি খরিদ করে মাদ্‌রাসা গৃহের সাথে যুক্ত করে দিলেন। ফলে মাদ্‌রাসা গৃহটির পরিসর বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।

ছাত্রবৃন্দ

বাগদাদে তাঁর মাদরাসা ও খানকা থেকে প্রতিবছর তিন হাজারের মতো ছাত্র ও মুরিদ ফারেগ হতেন। এ হিসেবে তেত্রিশ বছরের শিক্ষকতায় তাঁর কাছ থেকে আনুমানিক এক লক্ষ মুরিদ ও ছাত্র বেরিয়েছেন। ইলমের প্রায় সমস্ত বিষয়ে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিতেন। তাঁর এ সমস্ত ছাত্ররা পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর থেকে লব্ধ জ্ঞান মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন। এখানে আমি তাঁর কয়েকজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করছি।

১. শায়খ আল-ইমাম আল-কুদওয়া আবু আমর উসমান ইবন মারযুক ইবন হামিদ ইবন সালামা আল কুরাইশি
১. শায়খ আল-ফক্বিহ [আইনবিদ] আবুল-ফাতহ নাসর আল-মান্নী

---

[৪৭৬] অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৪৭৭] "On one occasion the Hazrat said that God would lessen the punishment of a man if he had at any time simply passed by the Hazrat's Madrasa." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 34

Dhaka University Institutional Repository

২. শায়খ আল-ইমাম আবু হাফস উমর ইবনে আলী আল-গার্জালী
৩. শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-হাসান আল-ফার্সী
৪. শায়খ আব্দুলাহ ইবনে আহমাদ আল-খাশশাব
৫. শায়খ আল ইমাম 'আমর' উছমান, যা ছিল তার সম্মানসূচক ডাকনাম
৬. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আল-কিযান
৭. শায়খ আল-ফিক্বহ রেসালানি ইবনে 'আবদিল্লা ইবনে শা'বান
৮. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ক্বা'ইদ আল-আউয়ানি
৯. শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবনে সিনান আর রুদাইনি
১০. শায়খ আল- হাসান ইবনে 'আবদিল্লাহ ইবনে রাফি আল-আনসারি
১১. শায়খ তালহা ইবনে মুজাফফার ইবনে গানিম আল-'আথমি
১২. শায়খ আহমাদ ইবনে সা'দি ইবনে ওহাবি ইবনে আলি আল-হারায়ী
১৩. শায়খ মুহাম্মদ ইবন আল-আযহার আস-সিরাফি
১৪. শায়খ ইয়াহিয়া ইবনে আল-বারাকা মাহফুজ আদ-দিবাক্বি
১৫. শায়খ আলি ইবনে আহমাদ ইবনে ওহাব আল-আজজামী।
১৬. শায়খ ক্বাদিল-ক্কুদাহ [প্রধান বিচারক] 'আবদ আল-মালিক ইবনে ইসা ইবনে হিরাবস আল-মারা'ই, এবং তার ভাই 'উছমান, এবং তার ছেলে 'আবদুর-রাহমান
১৭. শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবনে নাসর ইবনে হামজা আল-বাকরী
১৮. শায়খ 'আবদ আল-জাব্বার ইবনে আবিল-ফাদ আল-কাফাসি
১৯. শায়খ 'আলি ইবনে আবি জাহাইর আল-আনসারি
২০. শায়খ 'আবদ আল-গানি ইবনে আবদ আল-ওয়াহিদ আল-মাকদিসি আল-হাফিজ
২১. শায়খ আল-ইমাম মুওয়াফফাক্ব আদ-দিন 'আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ক্কুদামা আল-মাক্বদিসি আল-হাম্বলি
২২. শায়খ ইবরাহীম ইবনে আবদ আল-ওয়াহিদ আল-মাক্বদিসি আল-হাম্বলি
২৩. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে বখতিয়া
২৪. শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবিল-হাসান আল-জিবানি
২৫. শায়খ খালাফি ইবনে আব্বাস আল-মিসরী
২৬. শায়খ আবদ আল-মাম 'ইমি ইবনে 'আলি আল হাররানি
২৭. শায়খ ইবরাহীম আল-হাদ্দাদ আল-ইয়ামানি
২৮. শায়খ আবদুল্লাহ আল-আসাদি আল-ইয়ামানি
২৯. শায়খ আতিফ ইবনে জিয়াদ আল-ইয়ামানি
৩০. শায়খ উমর ইবনে আহমাদ আল-ইয়ামানী আল-হাজারী
৩১. শায়খ মুদাফি ইবনে আহমাদ
৩২. শায়খ ইবরাহীম ইবনে বিশারাত আল-'আদল

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. শায়খ উমর ইবনে মাসু'দ আল-বাজ্জাজ, এবং তার শিক্ষক মির ইবনে মুহাম্মদ আল-জিলানী
৩৪. শায়খ আবদুল্লাহ আল-বাতা'ইহি
৩৫. শায়খ মাক্কি ইবনে আবি উছমান আস-সা'দি, এবং তার ছেলেদ্বয় 'আবদুর রাহমান এবং সালিহ
৩৬. শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবনে আল-হাসান ইবনে আল-আকবারি
৩৭. শায়খ আবুল-ক্বাসিম ইবনে আবি বাকর আহমাদ, এবং তার ভাই আহমাদ এবং 'আতিক
৩৮. শায়খ 'আবদ আল-'আজিজ ইবনে আবি নাসর আল-জুনাইদি
৩৯. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবিল-মাকারিম আল-হুজ্জা আল-ইয়া'ক্কুবি
৪০. শায়খ 'আবদ আল-মালিকি ইবনে দাইয়াল, এবং তার ছেলে আবুল-ফারাজ
৪১. শায়খ আবু আহমাদ আল-ফাদিলা
৪২. শায়খ আবদুর রাহমান ইবনে নাজম আল-খাজরাজি
৪৩. শায়খ ইয়াহহা আত-তাকরিনি
৪৪. শায়খ হেলালি ইবনে উমাইয়া আল-'আদানি
৪৫. শায়খ ইউসুফ মুজাফফার আল-'আক্বলি
৪৬. শায়খ আহমাদ ইবনে ইসমা'ঈল ইবনে হামজা
৪৭. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে আল-মানসুরি সাদন্নাত আস-সিরাফিনি
৪৮. শায়খ উছমান আল-বাসিরি
৪৯. শায়খ মুহাম্মদ আল-ওয়ালিজ আল-খাইয়াত
৫০. শায়খ তাজ আদ-দিন ইবনে বাত্তা
৫১. শায়খ 'উছমান ইবনে মাদায়িনী
৫২. শায়খ 'আবদুর-রাহমান ইবনে বাক্বা
৫৩. শায়খ মুহাম্মদ আন-নাখখাল
৫৪. শায়খ 'আবদ আল-'আজিজ ইবনে কালাফ
৫৫. শায়খ 'আবদ আল-কারিম ইবনে মুহাম্মদ আল-মিসরী
৫৬. শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল ওয়ালিদ
৫৭. শায়খ 'আবদ আল-মুহসিন ইবনে আদ-দুয়াইরা
৫৮. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবিল-হুসাইন
৫৯. শায়খ দালিফ আল-হুরাইমি
৬০. শায়খ আহমাদ ইবনে আদ-দাবাকি
৬১. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মু'আদ্বদ্বিন
৬২. শায়খ ইউসুফ ইবনে হিবাতুল্লাহ আদ-দিমাশকি
৬৩. শায়খ আহমাদ ইবনে মুতি
৬৪. শায়খ আলি ইবনে আন-নাফিস আল-মা'মুনি
৬৫. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আল-লাইথ আদ-দারির

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. শায়খ আশ-শারিফ আহমাদ ইবনে মানসুর
৬৭. শায়খ 'আলি ইবনে আবি বাকর ইবনে ইদরিস
৬৮. শায়খ মুহাম্মদ ইবনে নাসরা
৬৯. শায়খ 'আবদ আল-লাতিফ ইবনে মুহাম্মদ আল-হাররানি।[৪৭৮]

ছাত্রদের জন্য তিনি ছিলেন এক আস্থার জায়গা। একজন শিক্ষার্থীর জন্য সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন তিনি।[৪৭৯]

ছাত্রদের প্রতি মানবিক অবদান

যে সমস্ত ছাত্রের কিতাবাদি থাকত না বা দুস্প্রাপ্য ছিল হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) নিজের পবিত্র হাতে তাদের সে সমস্ত কিতাব লিখে দিতেন। সে কিতাব যত মোটা বা বড়ই হোক না কেন। বলাবাহুল্য, এর জন্যে তিনি কোন মূল্য কখনও গ্রহণ করতেন না।[৪৮০] বাস্তবিক পক্ষে একজন প্রকৃত উপযুক্ত শিক্ষকের নীতিও তাঁর কাছে হার মানতো।

---

[৪৭৮] ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬; ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 19-21

[৪৭৯] "Shaikh, Muwaffaq ad-Din ibn Qudama, say: We entered Baghdad in the year [A.H.] 561, and we found that leadership there had accrued to Shaikh 'Abd al-Qadir, in the domains of religious knowledge and practice, spirituality [hal], and legal consultation [istifta'], to such a degree that no seeker of knowledge would need to go looking for anyone other than him. This was due to his mastery of a vast array of the sciences, his inexhaustible patience with serious students." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 22-23

[৪৮০] ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী জ্ঞানে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অবদান

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন

এক আয়াতের চল্লিশ তাফসীর

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফকীহ আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফাতহ দাউদ ইবনে আহমদ কুরশী আযজী। তিনি বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল মুহিউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ ইয়ূসুফ ইবনে ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনুল জাওযী। তিনি বলেন, আমাকে হাফিয আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আহমদ বাগদাদী বান্দলজী বলেছেন, "আমি ও তোমার পিতা একদিন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)'র মজলিসে হাযির হয়েছি। তখন ক্বারী একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। আর শায়খ এর তাফসীরে একটি অর্থ বর্ণনা করলেন। আমি তোমার পিতাকে বললাম, আপনি কি এ অর্থ জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতপর তিনি (শায়খ) আরেকটি অর্থ বললেন। অতপর আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি এ অর্থ জানেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতপর শায়খ এভাবে এগারটি অর্থ বর্ণনা করলেন আর আমি তোমার পিতাকে প্রত্যেকবার বলছিলাম, আপনি কি এ অর্থ জানেন? তখন তিনি বলছিলেন, হ্যাঁ। অতপর তিনি (শায়খ) আরো একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন। আমি তোমার পিতাকে বললাম, আপনি কি এ অর্থ জানেন? তিনি এবার বললেন, না। শেষ পর্যন্ত শায়খ পূর্ণ চল্লিশটি অর্থ বর্ণনা করেছেন, যেগুলো অতি উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী অর্থ ছিল। আর তাঁর প্রতিটি অর্থ সেটার বক্তার দিকে সম্পৃক্ত করছিলেন। এ দিকে তোমার পিতা বলছিলেন, আমি এ অর্থ জানি না। শায়খের ইলমের প্রশস্ততা দেখে তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। অতপর তিনি গাউসে পাক বললেন, আমি কথা ছেড়ে 'হাল' (বিশেষ অবস্থা)'র দিকে রুজূ' হলাম। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তখন লোকেরা অত্যন্ত অস্থির হয়ে গেল এবং তোমার পিতা তো কাপড়ই ছিঁড়ে ফেলেছেন।"[৪৮১]

---

[৪৮১] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৪১১; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.০৮; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, পৃ.৭১-৭২; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

"Once shaikh Jamaluddin bin Jawzi, a great savant and a prolific writer of his time. was present when the Hazrat was teaching the Quran. When a verse was read out, the Hazrat began to explain the different aspects or meanings of the verse and also named the persons who had orginaly propounded the explaintions. As each explanations. As each explanation was being given a companion of Ibn Jawzi inquired from him whether he knew it. Up to the 11th explanation, he replied in the affirmative. Beyond that number he invariably answered in the negative. The

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহ শরীফের প্রথম অক্ষর (ب) এর বিশ্লেষণ

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর তাফসীর গ্রন্থে বিসমিল্লাহ শরীফের প্রথম অক্ষর কে তিনি অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ ব্যাপারে আবু বকর রায্যাক[৪৮২] গাউসে পাকের ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, এই বিসমিল্লাহ শরীফের প্রথম অক্ষর 'বা' এর ছয়টি মাহাত্ম আছে।

ক) তিনি আল্লাহ হচ্ছেন 'বারিয়ুন' باري
যেমন কুরআন পাকে ঘোষণা হচ্ছে-

هو الخالق الباريء[৪৮৩]

খ) তিনি আল্লাহ পাক হচ্ছেন 'বাসিরুন' بصير
যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে

والله بصير بما تعلمون[৪৮৪]

গ) তিনি আল্লাহ হচ্ছেন 'বাসিতুন' باسط
যেমন কুরআন পাকে ঘোষণা হচ্ছে-

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر[৪৮৫]

ঘ) তিনি আল্লাহ হচ্ছেন 'বাকি' باقي
যেমন কুরআন পাকে ঘোষণা হচ্ছে-

كل من عليها فان، ويبقي وجه ربك ذو الجلال والاكرام[৪৮৬]

ঙ) তিনি আল্লাহ হচ্ছেন 'বায়িসুন' باعث
যেমন কুরআন পাকে ঘোষণা হচ্ছে-

وأنّ الله يبعث من في القبور[৪৮৭]

Hazrat gave 40 different explanations of the verse and then said, "I, now give up speech and turn to Hal (state)." Ibn Jawzi, who had already been wonder struck by the depth of the Hazrat's learning, cried out and began to tear his garments. This incident had a tremendous effect on the persons who had assembled there, because, Ibn Jawzi had previously written against the walis and denounced them ina strong language. He did not even spare the Hazrat." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 12; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

৪৮২ ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

৪৮৩ আল কুরআন, ৫৯ : ২৪

৪৮৪ আল কুরআন, ৪৯ : ১৮

৪৮৫ আল কুরআন, ১৩ : ২৬

৪৮৬ আল কুরআন, ৫৫ : ২৬

Dhaka University Institutional Repository

চ) তিনি আল্লাহ হচ্ছেন ‘বার্‌রুন’ بار
যেমন কুরআন পাকে ঘোষণা হচ্ছে-

هو البر الرحيم[৪৮৮]

তাফসীরে জিলানী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর তাফসির

গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) পবিত্র কুরআন মাজিদের এক অনবদ্য তাফসির গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, যা পরবর্তীতে তাফসীরে জিলানী নামে প্রসিদ্ধতা লাভ করে। পবিত্র কুরআনের তাফসিরে তিনি এতটাই পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন যে, শুধু “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম”-এর তাফসির করেছেন ১১৩ রকমের। পবিত্র কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা। অর্থাৎ প্রতিটি সূরার শুরুতে তিনি এটির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেহেতু সূরা আত-তাওবার শুরুতে তাসমিয়াহ নাই তাই সেখানে এর ব্যাখ্যা তিনি করেননি।

বিসমিল্লাহ্ শব্দের তাফসির “ بِسْمِ اللهِ ”

গাউসে পাক (রাহ.)-এর তাফসীরে জিলানীর প্রথম সূরা থেকে সূরার ক্রমধারা অনুযায়ী উল্লেখিত বিসমিল্লাহ শব্দের তাফসীর আমার গবেষণায় সংযোজন করছি।

১) المعبر بها عن الذات الأحدية، باعتبار تنزلها عن تلك المرتبه، إذ لا يمكن التعبير عنها باعتبار تلك المرتبة أصلاً، وباعتبار شمولها وإحاطتها جميع الأسماء والصفات الإلهية المستندة إليها المظاهر كلها المعبر عنها أرباب المكاشفة بالأعيان الثابتة، وفي لسان الشرع باللوح المحفوظ والكتاب المبين
২) المتوحد المتفرد المستغني بذاته عن جميع الأكوان الملتبس بواسطة أسمائه وصفاته ملابس الحدوث والإمكان
৩) الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل إرشادًا لعموم العباد إلى طريق المعاد
৪) الذي أظهرعلى من استخلفه بجميع كما لاته إظهارًا لقدرته

[৪৮৭] আল কুরআন, ২২ : ০৭
[৪৮৮] আল কুরআন, ৫২ : ২৮

Dhaka University Institutional Repository

৫) المستوي على عروشه بالعدل القويم
৬) المسعغني بذاته عن جميع الأكوان
৭) المنزه في ذاته عن النقص والاستكمال
৮) المقسم لأرزاق عباده على العمل القويم
৯) الذي ظهر على ما ظهر بمقتضى أوصافه وأسمائه الكامنة في وحدة ذاته فيتراءى متكثرة بكثرة أسمائه وصفاته
১০) الذي أحكم آيات كتابه الدالة على توحيد ذاته لتكون موصلة إليه سبحانه لمن تمسك بها
১১) المتجلي بكمالاته على حضرة الخيال
১২) المتجلي على ظواهر الكائنات بأنواع التدبيرات
১৩) المتجلي بالكمالات اللائقة على صدور أنبيائه لتكميل من آمن لهم من عباده وإهدائهم إلى طريق توحيده
১৪) الموفق لعباده على مقتضى مشيئته ومراده
১৫) الذي تجلى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا على ما تجلى من مظاهره ومصنوعاته بلا سبق زمان ومكان
১৬) الذي تجلى لحبيبه على مقتضى ذاته المستجمع بجميع أوصافه لذلك صار مرتبته جامعةٌ لجميع المراتب وغايةٌ لجميع شؤن الحق وتطوراته
১৭) الذي تحلى بذاته باعتبار اتصافه بجميع أوصاف الكمال لعبده الذى انتخبه واصطفاه من بين عباده على مقتضى الكرم والإفضال
১৮) الذي تجلى على أنبيائه ورسله ببدائع الكمالات الخارقة للعادات
১৯) المتجلي بجميع أسمائه وصفاته المترتبة عليها جميع مراتب الوجود في المرتبة الجامعة المحمدية، التي منها ظهور الكل، وإليها رجوعه
২০) الذي ظهر في النشأة الأولى والأخرى على العدل القويم
২১) المدبر لأمور عباده بأحسن التدبير
২২) الذي أفاض على أرباب الإيمان بعد رسوخهم وتمكنهم فيه كرامة التوحيد والعرفان من
২৩) الذي أظهر نوع الإنسان لخلافته وأنعم عليهم التخلق بأخلاقه والتصاف بأوصافه
২৪) الذي أنزل الكتاب على عبده ليبين للناس أحوال مبدئهم ومعادهم وينبه عليهم طريق التفرقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد
২৫) المصلح المدبر لمفاسد عباده على مقتضى إرادته واختياره
২৬) الذي تجلى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا على ما ظهر وبطن من الأشياء

Dhaka University Institutional Repository

৬৭) المتجلي بجمعيته في الأكوان على مقتضى الأوصاف والأسماء
৬৮) الذي كلف عباده بما كلف ليتأدبوا بآداب العبودية حتى يستعدوا ليضان آثار الربوبية
৬৯) المتجلي على مقتضى جماله وجلاله حسب إردته واختياره
৭০) الذي أنشأ ينابيع الحكمة من قلوب أنبيائه وأوليائه، وأجرى على ألسنتهم أنهار المعارف والحقائق منتشئة منها إرشادًا لعموم عباده
৭১) الذي أنزل على عبده الكتاب ليبين لهم طريق الصدق والصواب في سلوك سبيل التوحيد والعرفان
৭২) الذي اصطفى حبيبه صلى الله عليه وسلم من بين البرايا بالخلق العظيم
৭৩) المتجلي على جميع ما ظهر وبطن من مظاهره
৭৪) الذي تجلى على ما تجلى باعتبار أوصافه الكاملة وأسمائه الشاملة
৭৫) الذي تجلى على حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم باسمه الجامع
৭৬) الذي تجلى على ملائكته الحافين بذاته، الصافين حول عرشه العظيم
৭৭) الذي تجلى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بمقتضى عموم أسمائه وصفاته، فأرسله إلى عموم البرايا وكافة الأمم، وختم ببعثته أمر التشريع والتكميل
৭৮) الذي أنزل كتابه معربًا فصله في حضرة علمه ولوح قضائه
৭৯) المفصح المعرب عن الذات الأحدية باعتبار التسمية ونشأة العبارة.
৮০) المدبر لأمور عموم مظاهره بمقتضى استعدادتها الفائضة عليها حسب جوده،
৮১) الذي ظهر على ما ظهر وبطن بصرافة وحدته الذاتية المحيطة بالكل،
৮২) المنزل للرسل والكتب للهداية والإرشاد وتبيين طريق الرشاد ومن السداد لعموم عباده،
৮৩) الذي تجلى على ما تجلى،
৮৪) الذي ظهر على ما ظهر بمقتضى حكمته
৮৫) المنزل للكلم مفصحًا عما عليه قضاؤه وإرادته
৮৬) الذي تجلى المرتبه الختمية المحمدية بعموم أسمائه الحسنى وصفاته العليا
৮৭) الذي فتح على خلّص عباده أبواب المعارف واليقين
৮৮) المراقب لأحوال عباده
৮৯) المرسل للرسل المنزل للكتب لتبيين طريق توحيده
৯০) المتجلي في الرياح المروِّحة لنفوس أرباب الطلب والإرادة شوقًا إلى لقائه
৯১) الذي تجلى في ما تجلى حسب أسمائه الحسنى وأوصافه العليا
৯২) المتجلي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا على حبيبه صلى الله عليه وسلم

Dhaka University Institutional Repository

৫৩) المتتجلى بالقدرة الكاملة على عموم مقدوراته

৫৪) الذي ظهر على قلب الإنسان لينكشف له ذاته سبحانه وكمال أسمائه وصفاته

৫৫) القادر المقتدر على إبداء عموم ما بدأ في النشأة والأولى

৫৬) الذي ظهر على ما ظهر وبطن بمقتضى التجلى الجبي

৫৭) المتجلي بكمالاته على قلوب المخلصين

৫৮) الذي ظهر على عموم ما ظهر وبطن بالحكمة المتقنة العلية

৫৯) المصلح لأحوال عباده في كل حالٍ

৬০) الذي تجلى على ما تجلى بمقتضى العدالة

৬১) الذي أظهر جميع الأشياء بكمال قدرته من كتم العدم بلا سبق مادةٍ ومدةٍ

৬২) الذي أحاط علمه بما لا يتناهى من المعلومات

৬৩) الذي تجلى فيما تجلى بمقتضى سعة رحمته وجوده

৬৪) الذي أحكم مطلق الأحكام الشرعية على مقتضى الحكمة والعدالة

৬৫) الذي دبّر مصالح عباده على الوجه الأبلغ الأحكم

৬৬) الذي ظهر على ما ظهر وبطن بعموم أسمائه وصفاته التي لا تعد ولا تحصى

৬৭) المطلع على عموم ما في استعدادات عباده من الفضائل والكمالات

৬৮) الذي ظهر على عموم ما ظهر وبطن إظهارًا للقدرة الغالبة

৬৯) الذي كشف ذاته على أرباب المحبة والولاء بعد رفع الحجب والغطاء

৭০) الذي تجلى على أنبيائه ورسله بعموم أسمائه وصفاته ليستخلفهم عن ذاته

৭১) الذي تجلى في ما تجلى بمقتضى جوده

৭২) المتجلي بعموم كمالاته على من اختاره لرسالته واصطفاه لخلافته

৭৩) الذي ربى حبيبه محمدًا صلى الله عليه وسلم على فطرة المعرفة والتوحيد

৭৪) الذي استغنى عن عموم مظاهره ومصنوعاته بمقتضى ذاته

৭৫) المتجلي بمقتضى عموم أسمائه الحسنى وصفاته العليا في مظهر الأنسان

৭৬) المظهِر لعموم عباده بامتداد أظلاله المترتبة على أوصافه الذاتية وأسمائه

৭৭) الذي ظهر على ما ظهر وبطن حسب النشأتين

৭৮) المقدِّر لأمور عباده حسب ما اقتضته حكمته ومصلحته

৭৯) الذي ظهر على قلوب أوليائه بمقتضى سعة رحمته

৮০) المتجلي بعموم كمالاته في النشأتين

৮১) الذي ظهر على ما ظهر وبطن حسب قدرته الغالبة

Dhaka University Institutional Repository

৮২) المستوي على صراط العدالة والتقويم

৮৩) الذي ظهر على عموم ما ظهر في بدء الوجود بمقتضى الجود

৮৪) المتجلى في عموم المجالي بمقتضى أسمائه وصفاته، إظهارًا للقدرة الكاملة

৮৫) المرراقب لأحوال عباده كيلا يوسوس في صدورهم الشيطانُ

৮৬) المتعالي ذاته عن أحلام الأنام وأفهام الخواص والعوام

৮৭) القادر اللمقتدر على عموم مقدوراته حسب النشأتين

৮৮) المدبر لأمور عباده ليخرجهم من ظلمات الطبيعة إلى نور الحقيقة

৮৯) الذي اختار لنفسه بيتًا صوريًا ليكُون قبلةً لأصحاب الصورة، وبيتًا معنويًا ليكُوْن وجهةً لأرباب القلوب

৯০) المنزه عن الظهور والبطوت بحسب ذاته

৯১) المتجلي على عموم شؤونه المترتبة على أسمائه الغير المحصورة

৯২) الذي ظهر على حبيبه صلى الله عليه وسلم حتى أخرجه عن مضيق الناسوت، مهاجرًا إلى فضاء اللاهوت

৯৩) الذي شرح صدور عباده لقبول سرائر المعرفة واليقين

৯৪) الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم

৯৫) الذي أمر الإنسان بإحسن التدبير

৯৬) الذي قدّر عموم المقادير في حضرة علمه ولوح قضائه

৯৭) المظهِر لطريق الحق بإرسال الرسل وإنزال الآيات

৯৮) المدبر لأمور عباده حسب النشأتين

৯৯) المدبِّر لأمور الإنسان حتى أوصله إلى مرتبة اليقين والعرفان

১০০) المتصف بالقهر واللطف حسب النشأتين

১০১) المتجلي بكمالاته في الإنسان، ليربيه على نشأة الإيمان والعرفان

১০২) الذي خلق الإنسان على صورته ليتخلق بأخلاقه

১০৩) المتجلي بكمالاته في نوع الإنسان

১০৪) القادر المقتدر على كل دخل في حيطة علمه وإرادته

১০৫) المظهر للكل من كتم العدم

১০৬) الذي وضع الدين بين الأنام ليهديهم إلى دار السلام

১০৭) المتجلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم بعموم كما لاته: ليكون مرآةً يتراءى منه صلى الله

Dhaka University Institutional Repository

১০৮) المطلعِ لما في ضمائر عموم عباده من الهداية والضلال

১০৯) المدبِّر لأمور حبيبه صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل الأحكم

১১০) الغني بذاته عن عموم مظاهره ومصنوعاته

১১১) الذي لا يُكتنه ذاته بمدارك مظاهره ومصنو عاته مطلقًا

১১২) المراقب على محافظه خلّص عباده من جميع ما يضرهم ويؤذيهم بعد ما رجعوا إليه، وتعوذوا به مخلصين

১১৩) المدبِّر لمصالح عباده بمقتضى جوده[৪৮৯]

আর-রাহমান'র তাফসির " الرَّحْمنِ "

গাউসে পাক অনুরূপ বিসমিল্লাহ শরীফের অন্তর্গত 'আর রাহমান' শব্দের ১১৩টি তাফসির করেন।

১) المعبر بها عن الذات الأحدية باعتبار تجلياتها على صفحات الأكوان وتطوراتها في ملابس الوجوب والإمكان وتنزلاتها عن المرتبة الأحدية إلى مراتب العددية وتعيناتها بالتشخصات العلمية والعينية وانصباغها بالصبغ الكيانية

২) لعباده الذين هم مظاهر أسمائه وصفاته، برش نوره عليهم ومدّ ظله إليهم في معاشهم

৩) عليهم بأنزال المحكمات المعدة لفيضان اليقين والعرفان

৪) عليه بنشر رتبه وتوريت مرتبته

৫) لعباده بإهدائهم إلى صراطٍ مستقيمٍ

৬) عليها بإفاضة نور الوجود من محض الجود والامتنان

৭) لعباده بالتكميل لأن يصلوا إلى درجات القرب والكمال

৮) لهم بإصلاح ما ظهر بينهم من المخالففة والنزاع بإغواء الشيطان الرجيم

৯) على جميع مظاهره بالإمداد الدائم المتجدد وحسب تجدد تجلياته الذاتية الحبية

১০) على عباده بتفصيل تلك الأيات تسهيلاً عليهم وتوضيحاً

১১) لعبادة بالعبور عنها على صور الهياكل العينية والتمثال

---

[৪৮৯] সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *تفسير الجيلاني*, মারকায আল-জিলানী লিল বুহুছ আল-ইলমিয়্যাহ, ইস্তাম্বুল, দার আল-নিল, কায়রো, মিশর, প্র. ২০০৯ খ্রি., খণ্ড ১, পৃ. ৩৬, ৪৪, ২৪৮, ৩৬২, ৪৭৬; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬, ৭১, ৮৭, ১৮৭, ৩১৩, ৪২৯, ৪৮৯; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬, ৩৪, ১৭১, ২৩৭, ২৭৯, ৩২৭, ৩৮০, ৪২৯, ৪৭০; চর্তূথ খণ্ড, পৃ. ৬, ৫২, ১০৯, ১৫৯, ২২১, ২৫৩, ২৮৪; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬, ৫৬, ৯৮, ১৪১, ১৮৮, ২২১, ২৫৩, ২৮৪, ৩০১, ৩১৮, ৩৪০ ৩৬০, ৩৭৯, ৩৯৩, ৪১০, ৪২৮, ৪৪২, ৪৫৮, ৪৭৪, ৪৯৩; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫, ২৬, ৪৩, ৫৯, ৬০, ৭১, ৭২, ৮২, ৮৯, ৯৭, ১০৯, ১১৯, ১৩০, ১৪৩, ১৫৭, ১৭০, ১৮০, ১৯০, ২১০, ২১৪, ২৩১, ২৪২, ২৫৬, ২৬৮, ২৭৯, ২৯১, ২৯৯, ৩০৭, ৩১৩, ৩২৪, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৬১, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯৩, ৪০২, ৪০৫, ৪১০, ৪১৪, ৪১৮, ৪২১, ৪২৪, ৪২৭, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১২) لعموم عباده في النشأة الأولى بوفور العطيات
১৩) لهم بإرسال من هو من جنسهم، ليسهل لهم الاستفادة والاسترشاد منه بلا كلفة
১৪) لهم بتبيين دلائل دينه على مقتضى استعداداتهم وقابليّاتهم
১৫) أمور عباده على مقتضى مراده بأحسن التدبير في مبدئهم ومعادهم بلا مشاركة ظهير ومشير
১৬) له يوصله إلى ذروة معارج عنايته ظاهرًا
১৭) لعموم عباده بإرسال هذا العبد رسولاً إليهم، هاديًا لهم إلى درجات الكمال
১৮) لهم يفتح عليهم أبواب المرادات بأسباب السعادة
১৯) بإظهار الكل منها في النشأة الأولى
২০) لعموم عباده بالدعوة إلى دار السلام وجنة النعيم
২১) عليهم يحفظهم عن الخطر ويعطيهم الخير الكثير
২২) عليهم يوفقهم على أنواع الطاعات وأصناف الخيرات والمبرات الموصلة إلى درجات الإحسان
২৩) عليهم حيث أظهرهم بأحسن التقويم وأعدله
২৪) عليهم بإرسال الرسول المبين لهم ما هو الأصلح لحالهم من السداد والرشاد
২৫) عليهم بإفاضته الوجود، وليتنبهوا بربوبيته ويو اظبوا على إطاعته وعبوديته
২৬) لعموم عباده بالرزق الأوفى
২৭) لعموم المكونات بإفاضة الوجود على سبيل الاستواء بلا تفاوت في خلقه وإظهاره
২৮) عليهم بإفاضة ما يصلحهم عما هم عليه من المفاسد البشرية
২৯) لعموم عباده بسعة رحمته وسبقها على غضبه
৩০) عليهم بإرسال الرسل المؤيدين من عنده بنزول الكتب والصحف تتميماً لمكارم أخلاقهم ومحاسن أطوارهم وشيمهم، ليستعدوا بقول دلائل التوحيد ونزول سلطان الوحدة على قلوبهم
৩১) لهم بإرسال الرسول الهادي إلى دار السلام وطريق الجنان
৩২) عليه في النشأة الأولى بإفاضة أنواع الكمالات اللائقة له على سبيل التبجيل والتكريم
৩৩) على عموم مصنوعاته بإفاضة رشحات وجوده عليهم
৩৪) لعموم مظاهره ومصنوعاته بإفاضة نور الوجود عليهم على مقتضى الفضل والجود
৩৫) على عموم عبادة بإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم إليهم وبعثه عليهم
৩৬) عليهم بعموم فيضه وشمول رحمته

Dhaka University Institutional Repository

৩৭) عليهم بجعله وإرساله رحمةً للعالمين

৩৮) لعموم عباده بإنزال الكتاب إليهم، ليهديهم إلى درجات جنانه

৩৯) الدالِّ على ثبوت عموم الأسماء والصفات لتلك الذات المؤثرت بها آثارًا لا تعدُّ ولا تحصى.

৪০) عليها بإخراجها عن مكمن العدم إلى فضاء الوجود،

৪১) على جميع الكائنات بإفاضة الوجود الذي هو منبع عموم الكمالات،

৪২) عليهم بإرسال رسولِ كل قوم من جنسهم، وإنزال الكتاب عليهم على لغتهم،

৪৩) لعموم مظاهره بإفاضة الوجود والرزق الأوفى بمقتضى الكرم والجود

৪৪) لعموم بريته بسعة رحمته

৪৫) لعموم عباده يصلح أحوالهم على مقتضى حكمته

৪৬) لعموم عباده بإظهار مرتبته صلى الله عليه وسلم، لتكون قبلة جميع مراتبهم ومشاربهم

৪৭) عليهم بإفاضة العقل المتشعب من حضرة علمه ليهديهم إلى صراط مستقيم

৪৮) عليهم بتعليم الأدب إياهم

৪৯) بعموم عباده يدعوهم إلى دار السلام

৫০) لهم يو قظهم من سِنة الغفلة

৫১) عليهم بالرزق الأوفى

৫২) لعموم عباده بإظهار مرتبته صلى الله عليه سلم فيما بينهم

৫৩) بجميع مخلوقاته في النشأة الأولى، بإفاضة الوجود عليهم بمقتضى الجود

৫৪) عليه جمان اللسان والبيان المعرِب عما في قلبه ليرشد غيره بما هو عنده ويسترشد منه

৫৫) بِإظهاره من كتم العدم فيها برشِّ أنواره، ومد أظلاله

৫৬) عليها لسعة رحمته ووفور جوده وإحسانه

৫৭) عليهم يوفقهم على الإخلاص في مطلق العزائم المهمة لهم المتعلقة بدينهم

৫৮) بجميع مظاهره بإفاضة الجود المتجلية على الصور البديعة

৫৯) عليهم يحفظهم من سوء الأخلاق والأعمال

৬০) عليهم بوضع الميزان الموصِل لهم إلى طريق الجنان

৬১) على عموم الأكوان ببعث الرسل من نوع الإنسان المصوَّر بصورة الرحمن

৬২) على عموم عباده بأمر المعروف ونهي المنكرات

৬৩) على عموم المظاهر والأكوان بالإمداد عليها في كل آنٍ وشأنٍ

৬৪) لعموم عباده بوضع الحدود الشرعية بينهم

Dhaka University Institutional Repository

৬৫) عليهم حيث لا يكفهم بما ليس في وسعهم

৬৬) لعموم مظاهره بالرزق الأوفى

৬৭) لهم يهديهم إلى سبيل الخيرات

৬৮) عليه بامتداد أظلاله لظهور والبروز

৬৯) عليهم يوفقهم بالصعود إلى عالم الأوصاف والأسماء

৭০) على عموم مظاهره بإظهار مرتبة الخلافة والنيابة بينهم

৭১) لعموم عباده بدعوتهم إلى الإيمان

৭২) لعموم عباده بإرسال الرسل ووضع الشرع والدين القويم في ما بينهم

৭৩) عليه، إذ أخرجه عن مضيق الإمكان المستلزم لأنواع التخمين والتقليد

৭৪) عليها بإظهارها حسب آثار أسمائه وصفاته في النشأة الأولى

৭৫) عليه بأنواع التربية والأحسان، حتى أوصله وهداه إلى طريق الإيمان والعرفان

৭৬) عليهم بإفاضة نسمات روحه ونفسات رحمته

৭৭) للكل حسب النشأة الأولى

৭৮) عليهم في النشأة الأولى، ينبههم عن سنَة الغفلة

৭৯) عليهم بحفظ مرتبتهم

৮০) في النشأة الأولى لانبساط وبسط ظلاله على عموم الأشياء

৮১) على عموم مظاهره بإعطاء الوجودات الإضافية

৮২) لعموم عباده بوضع القسطاس المستقيم القويم

৮৩) عليها بإمدادها وإبقائها إلى اليوم الموعود

৮৪) للكل تتميمًا لتربيته

৮৫) عليهم يحفظهم عن موجبات الندامة والخذلان

৮৬) لعموم مظاهره يدعوهم إلى دار السلام

৮৭) على عموم عباده يبههم نحو المرجع والمعاد

৮৮) عليهم بوضع التكاليف الشاقة القالعة لعرق الإلف والعادة الموروثة لهم من مقتضيات عالم الناسوت

৮৯) لعباده حيث يدعوهم إلى كعبة المقصود

৯০) أي وحقِّ شمس الذات الأحدية لإظهار كمالات أسمائه وصفاته

৯১) لجميع مظاهره، حيث يطلعها على ذاته، ليتوجه الكل نحوه طوعًا

৯২) لعموم عباده حيث أرسل حبيبه صلى الله عليه وسلم إليهم رحمةً للعَالمين

Dhaka University Institutional Repository

৯৩) عليهم بدفع الأوزار والأثقال المانعة عن القبول، بعد ما هداهم إلى الطريق المستبين
৯৪) عليه بأنواع التعظيم والتكريم
৯৫) عليه حيث سوَّاه أحسن التصوير
৯৬) لعباده بإنزال القرآن المنبِّه لهم طريقَ المعرفة والإيمان
৯৭) لعموم عباده بإيضاح البينات
৯৮) عليهم في النشأة الأولى، حيث وضع التكاليف المثمرة لهم خير الجزاء
৯৯) عليه بخلقه على صورته ليليق بخلافته
১০০) على عموم المطيعين من عباده في النشأة الأولى
১০১) عليه بأنواع اللطف والإحسان، ليتوجه نحوه في عموم الأحيان
১০২) عليه حيث أظهره من كتم العدم وربَّاه بأنواع اللطف والكرم
১০৩) عليه بأنواع اللطف والإحسان
১০৪) لعموم عباده حيث دبَّر أمورهم مقتضى الحكمة المتقنة البالغة
১০৫) على الكل بأنواع الكرم
১০৬) عليهم بإنزال التكاليف والأحكام
১০৭) على عموم الأنام ببعثته صلى الله عليه وسلم حين يهديهم إلى دار السلام
১০৮) عليهم بإرسال الرسل يدعوهم إلى سبيل السلامة والرشاد
১০৯) عليه لنصر أوليائه وقهر أعدائه
১১০) عليهم بإفاضة الوجود
১১১) عليهم بتوصيف ذاته إياهم
১১২) عليهم بإنزال الرُّقى وتلقين الدعاء
১১৩) عليهم لخفظهم عما يتعدى بهم عن كنف حفظه[৪৯০]

আর-রাহিম'র তাফসির "الرَّحِيمِ "

[৪৯০] সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *تفسير الجيلاني*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৪, ২৪৮, ৩৬২, ৪৭৬; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬, ৩৬, ৭১, ৮৭, ১৮৭, ৩১৩, ৪২৯, ৪৮৯, ৫১৫; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬, ৩৪, ১০৪, ১৭১, ২৩৭, ২৭৯, ৩২৭, ৩৮০, ৪২৯, ৪৭০; চর্তূথ খণ্ড, পৃ. ৬, ৫২, ১০৯, ১৫৯, ২১৪, ২৬১, ৩০০, ৩২৮, ৩৪৫, ৪০৩, ৪৪৪, ৪২৯, ৪৭০, ৪৮০; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬, ৫৬, ৯৮, ১৪১, ১৮৮, ২২১, ২৫৩, ২৮৪, ৩০১, ৩১৮, ৩৪০, ৩৬০, ৩৭৯, ৩৯৩, ৪১০, ৪২৮, ৪৪২, ৪৫৮, ৪৭৪, ৪৯৩; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫, ২৬, ৪৩, ৫৯, ৬০, ৭১, ৭২, ৮২, ৮৯, ৯৭, ১০৯, ১১৯, ১৩০, ১৪৩, ১৫৭, ১৭০, ১৮০, ১৯০, ২০১, ২১৪, ২৩১, ২৪২, ২৫৬, ২৬৮, ২৭৯, ২৯১, ২৯৯, ৩০৭, ৩১৩, ৩২৪, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৬১, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯৩, ৪০২, ৪০৫, ৪১০, ৪০৪, ৪১৮, ৪২১, ৪২৪, ৪২৭, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ 'আর-রাহিম' শব্দের ১১৩টি ব্যাখ্যা তিনি তাঁর তাফসির গ্রন্থে করেন।

১) المعبر بها عن الذات الأحدية باعتبار توحيدها بعد تكثيرها، وجمعها بعد تفرقها، وطيها بعد نشرها، ورفعها بعد خفضها، وتجريدها بعد تقييدها

২) لهم في معادهم ينجيهم عن ظلمة الإمكان المعبر بلسان الشرع بالسعير والجحيهم ويهديهم إلى روضة الرضا وجنة التسليم

৩) عليهم بأنزال المتشابهات المتضمنة بسبب التوحيد عند أهل التحقيق والإيقان

৪) عليه بإهدائه مبدأه ومعاده.

৫) لهم بإيصالهم إلى روضة الرضا وجنة التسليم.

৬) بإقدارها على مواظبة الحمد والثناء له أداءً لحق الإنعام والإحسان.

৭) لهم بإنزال القرآن الهادي إلى سرادقات الز والجلال.

৮) لهم يوفقهم على ازدياد الإيمان والتصديق، سيما بأحكام كتابه الكريم.

৯) على خلاصة مظاهره وزبدة مكوناته التي هي الإنسان الجامع لجميع مراتب المظاهر بالنبوة العامة والولاية التامة الشاملة لكلتا مرتبتي الأول والآخر، والظاهر والباطن، في المبدأ والمعاد باعتبار النشأتين

১০) لهم يأمرهم بالعبادة والتذلل ليتحققوا بمرتبة حق اليقين الذي هو الصراط المستقيم.

১১) إلى كيفية ظهوره بالتفصيل والإجمال.

১২) لهم في النشأة الأخرى بأعظم المثوبات وأرفع الدرجات.

১৩) لهم بإنزال الكتاب الجامع لجميع شعائر سلوكهم في مبدئهم ومعادهم ليدوم فيما بينهم

১৪) لهم يوفقهم على الاتصاف به وقبوله.

১৫) الذي هداهم إلى سبيل توحيده بالإنذار والتبشير، وأرسل إليهم الأنبياء ليبينوا لهم طريق الرشد ويجنبوهم (في المخفوط) عن الغي والضلال، وأنرل عليهم الكتب المبينة القارقة بين الحق والباطل، للجراء والسؤال عما جرى عليهم في النشأة الأولى من الأحوال، فلهم أن يصدفو ويؤمنواله، ولا يسألوا عن وقت قيامه، بل يهيئوا الزاد لأجله، ويشمروا الذيل لوقوعة تعبدًا وانقيادًا

১৬) له يخررجه عن بقعة الإمكان ويهديه إلى فضاء الوجوب باطناً.

১৭) لهم يوصلهم بإرشاد حبيبه صلى الله عليه وسلم إلى زلال الوصول.

১৮) لهم يوصلهم إلى أقصى المقامات وأعلى الكرامات

১৯) بإعادتها إليها في النشأة الأخرى.

২০) لخواص عباده بالفوز إلى شرف اللقاء وأنواع التعظيم والتكريم

Dhaka University Institutional Repository

২১) لهم يسهل عليهم كل عسير

২২) لهم ينجيهم عن دركات النيران ويوصلهم إلى أعلى طبقات الجنان.

২৩) عليهم بإصلاح مفاسدهم وتحسين مقابحهم لئلا ينحطوا عن رتبة خلافته ونيابته. هذه

২৪) لهم يوصلهم إلى مرتبة التوحيد الذاتي بعد رفع الحجب بلا ميل وإلحادٍ

২৫) لهم يوصلهم إلى فضاء توحيده، بعدما أخلصوا التوجه نحوه، وأتَوا بالأعمال الصالحة طلباً لمرضاته.

২৬) لخواصهم بالمثوبة االعظمى والدرجة العليا والترقي من أرض الطبيعة إلى سموات الصفات والأسماء اللحوق بالملأ الأعلى والوصول إلى سدرة المنتهى

২৭) لخواص عباده يوصلهم إلى توحيد ذاته بإفاضة أنواع الرشد وأصناف من الهدى.

২৮) لهم يوصلهم بعد ما امتثلوا بما أمروا إلى أقصى ما هيأ لهم من الدرجات العلية والمقامات السنية

২৯) لخواصهم بدوام الرحمة عليهم والرضا عنهم والبسط معهم بلا تخلل الغضب والقبض

৩০) لهم يوصلهم إلى مبدئهم الأصلي ومنشئهم الحقيقي بعد رفع تعيناتهم ونفي هوياتهم الباطلة.

৩১) لهم يوصلهم فيها إلى لقاء الرحمن

৩২) له في النشأة الأخرى بتمكينه في مقعد الصدق والمقام المحمود الذي هو مقام الرضا والتسليم.

৩৩) على خواص عباده بإفاضة العقل المنشعب من حضرة علمه إليهم، ليدركوا به أحوال مبدئهم ومعادهم

৩৪) لخواص عباده باطلاعهم على منشأ الوجود ومنبع خزائن الفيض والجود

৩৫) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث جعله مستوياً على صراطٍ مستقيم هو صراط توحيده الذاتي

৩৬) لهم يأمرهم بعكوف بابه وبقربهم عند جنابه.

৩৭) عليه صلى الله عليه وسلم بخلقه وإيجاده على الخُلق العظيم.

৩৮) لخواصهم، يوصلهم إلى وحدة ذاته، بعد ما أفناهم عن مقتضيات تعيناتهم المقتضية للكثرة.

৩৯) الدال على رجوع الكل إليها رجوع الأظلال إلى الضواء.

৪০) لخواص عباده بإيصالهم إلى الحوض المورود والمقام المحمود.

Dhaka University Institutional Repository

৪১) على خواصها وخلاصتها بالإيصال إلى منبع ماء الحياة الذي هو وحدة الذات المسقطة لمطلق الإضافات.

৪২) لهم يو صلهم بتبليغ الرسل وتبيين الكتب إلى مبدئهم ومعادهم

৪৩) لخواصهم بإيصالهم إلى سدرة المنتهى والمقام المحمود.

৪৪) لخواصهم بمزيد عطيته التي هي وصولهم إلى ينبوع وحدته.

৪৫) لهم يوصلهم إلى منبع رحمته وفضاء وحدته.

৪৬) لهم يوصلهم إلى وحدة ذاته، لهدايته وإرشاده صلى الله عليه وسلم.

৪৭) عليهم يوصلهم إلى مقر التوحيد، لمتمكنوا في جنة الرضا وروضة التسليم

৪৮) لهم بتلقين الرضا والتسليم

৪৯) لخواصهم يوصلهم إلى أعلى المقام بأنواع الإنعام والإكرام

৫০) لهم يوصلهم إلى فضاء الوحدة.

৫১) لهم يوصلهم إلى سدرة المنتهى.

৫২) لخواصهم، المهتدين بهدايته وإرشاده، يوصلهم إلى مرتبت حق اليقين.

৫৩) لنوع الإنسان ينقذهم من منام الغفلة، ويوصلهم إلى مقام الوحدة، ويطلعهم على قيام الساعة والطامة الكبرى التي انقهرت دونها نفوس الأغيار والسوى مطلقًا.

৫৪) المنزل عليه القرآن المبين له طريق توحيد الحق وعرفانه.

৫৫) بإعادته في النشأة الأخرى بقبض أظلال أسمائه وصفاته نحو ذاته.

৫৬) لخواص عباده، يوصلهم إلى فضاء توحيده.

৫৭) لهم يوصلهم إلى ما وفقهم عليه

৫৮) لهم بالإعادة والإرجاع إلى الفطرة الاصلية والمبدأ الحقيقي.

৫৯) لهم يوقظهم عن منام الغفلة ويوصلهم إلى فضاء الوصال

৬০) لهم يوصلهم إلى فضاء الوجوب بعد انخلاعهم عن لوازم الإمكان

৬১) لهم، يهديهم إلى روض الجنان، ويشوقهم بلقاء الجنان.

৬২) لهم يهديهم إلى سبيل السلامة وطريق النجاة.

৬৩) على نوع الإنسان حيث أطلعه على سرائر توحيده، وصوَّره بصورته.

৬৪) لخواصهم، ينبههم على سرائر تكاليفه وحِكَم حدوده المتفرعة على حكمته البالغة ومصلحته الكاملة.

৬৫) لهم ينبههم عن زلاتهم بعد ما صدرت عنهم، ويعلمهم التدارك والتلافي بالتوبة

৬৬) لخواصهم يوصلهم إلى جنة المأوى وسدرة المنتهى

Dhaka University Institutional Repository

৬৭) لهم يوصلهم إلى أعلى الدراجات وأرفع المقامات

৬৮) عليه يقبضها إلى ذاته للخفاء والبطون

৬৯) لهم يوصلهم إلى مرتبة البقاء بعد الفناء.

৭০) لهم يوصلهم بإرشاد الأنبياء وإهدائهم إلى زلال توحيده

৭১) لخواصهم يوصلهم إلى مرتبة اليقين والعرفان.

৭২) لخواصهم يوصلهم إلى سرائر التكاليف الواقعة في طريق التوحيد واليقين

৭৩) عليه يوصله إلى سماء التجريد، ويمكِّنه في فضاء التفريد

৭৪) عليها حسب انقهار الكل في وحدة ذاته وإفنائه في هويته الذاتية في النشأة الأخرى

৭৫) عليه يوصله إلى مرتبه الكشف والعيان

৭৬) عليهم يوصلهم إلى فضاء وحدته بإرسال شمائم روحه وراحته

৭৭) لهم أيضًا حسب النشأة الأخرى

৭৮) في النشأة الأخرى يخلصهم عن سجن الطبيعة

৭৯) عليهم يوقظهم عن غفلتهم

৮০) في النشأة الأخرى لقبضه الكل إلى ما منه بدأ.

৮১) عليها بخلْعها عنها عند ظهور الوحدة الذاتية على صرافتها

৮২) لخواصهم يهديهم إلى صراطٍ مستقيمٍ.

৮৩) على خواص عباده يوصلهم إلى مرتبة الكشف والشهود.

৮৪) لنوع الإنسان تعظيمًا لحكمته ومصلحته المودّعة في نشأته.

৮৫) لهم يهديهم إلى طريق الجنان.

৮৬) لخواصهم يهديهم إلى أرفع المكانة وأعلى المقام

৮৭) لخواصهم يهديهم إلى سبيل الرشاد

৮৮) لهم يميتهم بالموب الإرادي عن لوازم بشريتهم ولوا حق هو يتهم الباطلة الإمكانية

৮৯) لهم يوصلهم إلى عرفات الوحدة وبيت معمور الوجود

৯০) بإخفائها في وحدة ذاته

৯১) لنوع الإنسان حيث نبه عليه سر سريان وحدته الذاتية على صحائف الكثرات المترتبة

৯২) لخواصهم يرشدهم بمتابعته إلى روضة الرضا وجنة التسليم

৯৩) لهم يُعليهم ويرفع ذكرهم، بعد ما أخرجهم عن مقتضيات بشريتهم إلى أعلى عليين

৯৪) عليه يوصله إلى روضات النعيم

৯৫) عليه حيث هداه إلى خير منقلبٍ ومصير

Dhaka University Institutional Repository

৯৬) لهم يوقظهم عن نوم الغفلة ورقود النسيان

৯৭) لخواصهم بإيصالهم إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات

৯৮) لخواصهم في النشأة الأخرى، يجزيهم الجزاء الأوفى

৯৯) له يربيه ويهديه إلى حيث يوصله إلى بحر وحلته

১০০) على المخلصين منهم في النشأة الأخرى، يوصلهم إلى أقصى درجات النعيم

১০১) له يهديه إلى مرتبة الكشف والعيان

১০২) عليه يهديه إلى صراط مستقيمٍ موصلٍ إلى توحيده

১০৩) لخواص عباده حيث خلّقهم بأخلاقه

১০৪) لهم يوصلهم إلى الدرجة الرفيعة اللاهوتية

১০৫) عليهم بإلزام العبودية والذمم. تعجبوا أيها المعتبرون

১০৬) عليهم يوصلهم إلى أعلى المكانة وأرفع اللمقام

১০৭) للخواص منهم، يرشدهم إلى التوحيد الذاتي هو المنجي عن ظلمات الأوهام

১০৮) لهم يوصلهم إلى خير المنقلب والمآب

১০৯) له فتح له ابواب الفتوحات الغيبية والشهادية، والفيوضات اللدنيه الفائضة عليه من عالم اللاهوت

১১০) عليهم يوصلهم إلى مرتبة الكشف والشهود في اليوم الموعود، لو أخلصوا في الطاعة والتوجه نحو الخلاق الودود

১১১) لخواصهم يهديهم إلى سرائر معرفته وتوحيده

১১২) لهم يبرؤهم ويشفيهم، بعد ما أخلصوا في التعوذ والالتجاء

১১৩) عليهم ينبّههم على ما يضرهم، ويغويهم ليتمكنوا على الديم القويم، ويترسَّخُوا على الصراط المستقيم[৪৯১]

প্রত্যেক সূরায় ভূমিকা ও উপসংহার

---

[৪৯১] সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *تفسير الجيلاني*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৪, ২৪৮, ৩৬২, ৪৭৬; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬, ৩৬, ৭১, ৮৭, ১৮৭, ৩১৩, ৪২৯, ৪৮৯, ৫১৫; তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬, ৩৪, ১০৪, ১৭১, ২৩৭, ২৭৯, ৩২৭, ৪২৯, ৪৭০; চর্তূথ খণ্ড, পৃ. ৬, ৫২, ১০৯, ১৫৯, ২১৪, ২৬১, ৩০০, ৩২৮, ৩৪৫, ৪০৩, ৪৪৪, ৪২৯, ৪৭০, ৪৮০; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬, ৫৬, ৯৮, ১৪১, ১৮৮, ২২১, ২৫৩, ২৮৪, ৩০১, ৩১৮, ৩৪০, ৩৬০, ৩৭৯, ৩৯৩, ৪১০, ৪২৮, ৪৪২, ৪৫৮, ৪৭৪, ৪৯৩; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫, ২৬, ৪৩, ৫৯, ৬০, ৭১, ৭২, ৮২, ৮৯, ৯৭, ১০৯, ১১৯, ১৩০, ১৪৩, ১৫৭, ১৭০, ১৮০, ১৯০, ২০১, ২১৪, ২৩১, ২৪২, ২৫৬, ২৬৮, ২৭৯, ২৯১, ২৯৯, ৩০৭, ৩১৩, ৩২৪, ৩৩২, ৩৪০, ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৬১, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯৩, ৪০২, ৪০৫, ৪১০, ৪০৪, ৪১৮, ৪২১, ৪২৪, ৪২৭, ৪৩১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'তাফসীরে জিলানী'তে প্রতিটি সূরার শুরুতে উক্ত সূরার একটি ভূমিকা লিখেছেন। পাশাপাশি তিনি ঐ সূরার শেষে আবার একটি খাতেমা বা উপসংহার সংযোজন করেছেন। আমি তন্মধ্যে একটি সূরার ভূমিকা ও খাতেমা উল্লেখ করছি।

فاتحة سورة الإخلاص

لا يخفى على من اتصف بالمعرفة الإلهية وانكشف بو حدثه واستقلاله سبحانه في الوجود والوجوب الذاتي واستغنائه سبحانه في ذاته عن عموم المظاهر والمجالي وتعاليه عن لو زام الافتقار والاحتياج المؤدي إلى وصمة الإمكان وسمة الاستكمال والنقصان: أن الذات الأحدية منزهةٌ عن مطلق التحديد والتوصيف الذي يصف به الواصفون ذاتَه عن عموم المظاهر والمجالي وعراءٌ عن لوازم الافتقار الوحتياج المؤدي إلى بعض الإمكان. لذالك بين سبحانه ذاته في هذه السورة ووصفه الذاتي بمقتضى علمه الحضوري بذاته تنبيهاً وتعليماً على عباده وإرشادًا لهم فقال بعد التيمن:

خاتمة السورة

عليك أيها الموحِّد المحمدي المنكشف بالتوحيد الذاتي، مكَّنك الله في مقر عزك وتمكينك: أن تصرف عنان عزمك وهمتك، بعد ما كوشفت بتوحيده الذاتي وكمالات أسمائه وصفاته نحو سوابغ آلائه ونعمائه الفائضة منه سبحانه حسب رقائق أسمائه الحسنى وأوصافه العظمى، وتشاهدَ آثار قدرته الغالبة التي تتحير منه العقول والآراء.

واياك إياك أن تغفل عن الله طرفةً فإنها تورثك حسرةً طويلةً، إذ كُلُّ نفس من النفسات الإلهية التي جرت عليك في أوقات حياتك مشتملةٌ على عجائب صنع الله وبدائع حكمته المتقنة البالغة، بحيث ما مضى مثلها أزلا ولا سيأتي شبهها أبداً. فعليك أن تغتنم الفرصة وتتعرض للنفحات الإليه، ولا يشغلك شيء منها. جعلنا الله من المتعرضين بنفحات الحق، المستنشقين من نسمات روحه وراحته بمنِّه وجوده.[৪৯২]

আল-হাদীস

গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) যখন বক্তব্য দিতেন, তখন প্রচুর হাদীস শরীফ বলতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী তুলে ধরে সেখান থেকে বর্ণনা করে মানুষের চরিত্র ঠিক করার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে হাদীসের প্রচুর রেফারেন্স

---

[৪৯২] সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *تفسير الجيلاني*, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৫৩

Dhaka University Institutional Repository

দেখতে পাই। যেমন, ‘সিররুল আসরার’ গ্রন্থে প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রায় প্রতিটি কথার ক্ষেত্রেই তিনি হাদীসের প্রমাণ দেখিয়েছেন। যা পরবর্তীতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

আল-ফিক্‌হ

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ফাত্‌ওয়া

শরীয়তের জটিল প্রশ্ন দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রায়ই সমাজে সমস্যার সৃষ্টি করে। এজন্যে শরীয়তের বিধানমতে তার সুষ্ঠু সমাধানের আশু প্রয়োজন। শরীয়তের জগতবরেণ্য আলেমগণ জটিল প্রশ্নের শরীয়ত সঙ্গত সমাধান করে পবিত্র কুরআন ও হাদীস মোতাবেক যে মতামত লিপিবদ্ধ করেন, তাকেই ‘ফাত্‌ওয়া’ নামে অভিহিত করা হয়।

হযরত গাউসে পাকের অন্যতম পুত্র আবদুর রাজ্জাক (রাহ.) লিখেছেন- “আমার মহামান্য পিতা ৫২৮ হিজরী হতে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত ফাতোয়া লিখে দিতেন এবং ছাত্রগণকে পাঠদানে ব্রতী ছিলেন। দিবসের প্রথমভাগে মাদরাসায় কুরআন ও হাদীস পড়ানো হতো। জোহরের নামাজের পর কুরআনের ব্যাখ্যা বা তাফসীর পড়ানো হতো। অবশিষ্ট দিবাভাগে তিনি ‘ফিক্‌হ’ শিক্ষা দিতেন। ফাত্‌ওয়া লিখার কাজ তিনি এই সময়ের মধ্যেই করতেন। মাসয়ালা-মাসায়েল তাঁর এতই স্মরণ ছিল যে, তিনি কোন চিন্তা না করে, লিখা হতে কলম না তুলে, অতি অল্প সময়ে ও কথায় ফাত্‌ওয়া লিখে দিতেন। সে ফাত্‌ওয়া যত কঠিন বিষয়েই হউক না কেন। ফাত্‌ওয়ায় তাঁর গভীর জ্ঞান ও সুদৃঢ় উচ্চ অভিমত দেখে সর্বসাধারণ চমৎকৃত হতেন। কোন ফাতোয়া লিখে দিতে তিনি একদিনও বিলম্ব করতেন না। দিনের পর দিন ফাতোয়া লিখে দেওয়ার তাঁর রীতি ছিল। কোন ফাত্‌ওয়ায় তাঁর নাম স্বাক্ষর দেখলে অন্য আলেমগণ চোখ বুজে তাতে নিজ স্বাক্ষর দিতেন। কোন আপত্তি করতেন না। তিনি বেশীর ভাগ ফাত্‌ওয়া হযরত ইমাম শাফেয়ীর (রাহ.) মতানুযায়ী দিতেন। কখনও কখনও হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) -এর অভিমত অনুসারে ফাত্‌ওয়া দিতেন।

তিনি একদা হযরত ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) কে স্বপ্নযোগে দর্শন করেন। তদবধি তিনি তাঁরই অভিমত অনুসারে ফাত্‌ওয়া লিখতে থাকেন। হযরত বড়পীর সাহেব প্রায়ই বলতেন, “হাম্বলী

Dhaka University Institutional Repository

মজহাব বড়ই গরীব-অর্থাৎ লোকসংখ্যা অতি অল্প। আমি এ সম্প্রদায়ের মতানুসারে না চললে এই সম্প্রদায় লোপ পাবে।"[৪৯৩]

তিনি বাস্তবিক পক্ষে সার্বজনীন লোক শিক্ষার উপযুক্ত পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হুজুর গাউসে পাকের পাঠদান প্রণালী এমন ছিল যে, ছাত্ররা তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও বিশালতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। তিনি পাঠের বিষয়বস্তু অন্তরে এমন নিবিড়ভাবে অঙ্কিত করে দিতেন যে, তা কখনই তাদের মন হতে মুছে যেত না।[৪৯৪] আবার তিনি হাম্বলী হলেও অনেক সময় চার মাযহাবের ফাত্ওয়া দিতেন।[৪৯৫]

কঠিন মাস'আলার সহজ সমাধান

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফকীহ আলিম আবিদ আফীফ উদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুস সালাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাযরূ' মিশরী, বসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ সায়ফ উদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে কাযিউল কোযাত (প্রধান বিচারপতি) আবূ সালিহ নসর। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনেছি, তিনি তাঁর পিতা আবদুর রায্যাক্ব থেকে বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন, আজম থেকে একটি ফাতোয়া বাগদাদে আসল। এটা ইতোপূর্বে ইরাকের আরবীয় ও অনারবীয় ভূ-খন্ডের আলিমদের নিকট পেশ করা হয়েছিল; কিন্তু তাঁদের মধ্যে কারো নিকট শান্তনাদায়ক জবাব মিলেনি।

মাসআলা ছিল, এক ব্যক্তি তিন তালাকের উপর এমন শপথ করল যে, সে অবশ্যই এমন ইবাদত করবে যে ঐ সময় সমগ্র দুনিয়ার মানুষ থেকে একাকী ভিন্ন ইবাদত করবে, এখন সে কোন ইবাদত করবে? তিনি বললেন, এ ফাতোয়া আমার পিতার নিকট পেশ করা হল। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এ ফাতোয়ার জবাব লিখে দিলেন। তা হচ্ছে এই যে, ঐ ব্যক্তি মক্কা শরীফে যাবে। আর 'মাতাফ' তার

---

[৪৯৩] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৪৯৪] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

[৪৯৫] ولا يخفى إن الشيخ حنبلى المذهب في أصل بيانه، وكان يفتي في المذاهب الأربعة من زمانه আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

জন্য খালি করে দেওয়া হবে। সে একাকী সাত চক্কর তাওয়াফ করবে এবং ক্বসম পূর্ণ করবে। তখন ঐ লোক বাগদাদে একটি রাতও অবস্থান করেনি। জবাব পেয়ে চলে গেছে।[৪৯৬]

ঘটনাটি মোল্লা আলী কারী (রাহ.) তাঁর *নুযহাতুল খাতির* গ্রন্থে আরেকটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, 'যখন ঐ যুগের বাদশাহ খলীফা মাহদী মক্কায় এসে কা'বা শরীফের একাকী তাওয়াফ করার জন্য তাওয়াফের আঙ্গিনা থেকে সকল লোককে বের করে দেন। তখন ঐ যুগের মহান ইমাম বড় সাহসীকতার সাথে এটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষকে সরিয়ে দিয়ে একাকী কা'বার তাওয়াফ করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছেন? সাধারণ লোক এবং বায়তুল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে আপনাকে কে অনুমতি দিয়েছেন? তিনি জবাবে শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর (রাহ.) নাম উচ্চারণ করলেন। তখন তিনি চুপ হয়ে গেলেন।'[৪৯৭]

হাম্বলী ও শাফি'ঈ মাযহাব অনুসারে ফাতোয়া প্রদান

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ হাশেমী বাগদাদী। তিনি বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন ও শায়খ সাইফুদ্দীন বলেছেন, আমাদেরকে আমাদের পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবদুর রায্‌যাক্ব ও আমার চাচা আবদুল ওয়াহ্‌হাব এবং আবুল হাসান বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল কাসিম ওমর বায্‌যার। তাঁরা বলেছেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)-এর দরবারে ইরাক ও অন্যান্য দেশ থেকে ফাত্‌ওয়া চাওয়া হতো। আমি কখনো এমনি দেখিনি যে, তাঁর নিকট রাতে ফাতোয়াগুলো থাকত, আর তিনি পাঠ-পর্যালোচনা করতেন কিংবা চিন্তা-ভাবনা করবেন। বরং প্রশ্ন পড়ার পরপরই জবাব লিখে দিয়ে দিতেন। উল্লেখ্য তিনি ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মাযহাব অনুসারে ফাত্‌ওয়া দিতেন। তাঁর প্রদত্ত ফাতোয়া ইরাকের আলিমদের সামনে পেশ করা হতো। তখন তাঁরা তাঁর সঠিক জবাব দানের জন্য ততটুকু আশ্চর্যবোধ করতেন না, যতটুকু আশ্চর্যবোধ করতেন অতি শীঘ্র জবাব লিখে দেয়ার

[৪৯৬] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩; ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩-৪১৪; ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

[৪৯৭] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

জন্য। আর যে ব্যক্তি তাঁর নিকট কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতেন, তাঁর প্রতি তাঁর বড় বড় সমসাময়িক লোকেরা মুখাপেক্ষী হতেন।[৪৯৮]

তবে মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) বলেন যে, "হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) যদিও মাযহাবগত 'হাম্বলী' ছিলেন কিন্তু স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ চার মাযহাব হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী এর উপর ফাত্ওয়া প্রদান করতেন"।[৪৯৯]

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) আরো বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন বিজ্ঞ ফকীহ আবূ মুহাম্মদ আল হাসান ইবনে ফকীহ-ই জলীল আবূ ইমরান মূসা ইবনে আহমদ খালেদী। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রাহমান ইবনে ইমাম আবুল 'উলা নাজমুদ্দীন ইবনে হাম্বলীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (রাহ.) কে বলতে শুনেছি। শায়খ মুহউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর প্রতি ইরাকে তাঁর সময়ে ইলমে ফাতোয়া অর্পিত হয়েছিল।

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) আরো বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শায়খুশ্ শুয়ূখ শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ মুকাদ্দাসী (রাহ.)। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ ইমাম মুয়াফ্ফাক্ব উদ্দীন ইবনে কোদামাহ (রাহ.) কে বলতে শুনেছি, আমরা ৫৬১ হিজরীতে বাগদাদে প্রবেশ করলাম। তখন দেখতে পেলাম শায়খ ইমাম মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) এমন মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁকে ইলম, আমল, হাল ও ফাতোয়া প্রণয়নের নেতৃত্ব দান করা হয়েছে। কোন ছাত্র অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছা এজন্য করত না যে, তিনি প্রচুর ইলমের ধারক। তিনি ঐসব ছাত্রকে পড়ানোর ক্ষেত্রে, যারা তাঁর নিকট পড়ত, ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট ও চোখ জুড়ানো বদান্যতার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে সুন্দর গুণাবলী ও প্রিয় অবস্থাদির সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। আমি তাঁর পর অন্য কাউকে তেমন দেখি নি। বস্তুত বড় থেকে

---

[৪৯৮] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২-৪১২; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩
قال دكتور عبد الرزاق في كتابه الامام الزاهد القدوة، وقال عمرالبزاز كانت الفتاوي تأتي سيدي الشيخ عبد القادر من بلاد العراق وغيره، فلا تبيت عنده فتوي، وكان يفتي علي مذهب الامامين الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما، وكانت تعرض فتاواه علي علماء العراق فيعجبون منها ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
[৪৯৯] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চতর চাহিদাও তাঁর দরবারে পূরণ হয়ে যেত। তাছাড়া যে তাঁর নিকট অবস্থান করতেন তার মনে অন্য কারো দিকে যাবার ইচ্ছাও জন্মাত না।

আরবী গ্রামারে দক্ষতা

শায়খ আত-তাদিফি তার *'কালায়েদ আল-জাওয়াহের'* গ্রন্থে গাউসে পাকের আরবি গ্রামারের ব্যাপারে দক্ষতার বিষয়টি তুলে ধরেন।[৫০০] তিনি বলেন, ফার্সী ভাষাভাষী হবার পরেও গাউসে পাক আরবী গ্রামারে খুব দক্ষ ছিলেন। বিভিন্ন সময় ছাত্ররা তাঁর থেকে আরবী গ্রামার শিক্ষা করতে আসতো।

ফার্সী ভাষা ও না'তে রাসূল (সা.) এ পান্ডিত্য

তরীকতের সম্রাট, ওলীকুল শিরোমণি, মাহ্বুবে সুবহানী, কুতুবে রাব্বানী, হায়কালে নূরানী, পীরে পীরাঁ, মীরে মীঁরা, শাহেন শাহে বাগদাদ বড় পীর শায়খ সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী আল-হাসানী ওয়াল হুসায়নী (রাহ.)-এর অসাধারণ পান্ডিত্য ও মাহাত্মের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ গভীরভাবে পরিচিত। তাঁর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে খুব কম লোকেই জানেন। বিশেষ করে ফার্সী কাব্য সাহিত্যে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর *'দিওয়ানে গাউসিয়া'* কাব্যগ্রন্থে ৮১ টি ফার্সী কবিতা স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতাগুলো আধ্যাত্মিক রসে পরিপূর্ণ। তা থেকে একটির কাব্যানুবাদ নিম্নে দেওয়া হল :

---

[৫০০] "Abdu'llah al-Jubba'i has told us: "I once heard 'Abd al-'Aziz ibn Tamim ash-Shaibani say: 'I heard 'Abd al-Ghani ibn 'Abd al-Wahid say: "I heard Abu Muhammad al-Khashshab an-Nahwi [the Grammarian] say: As a young man, I used to take lesson in Arabic grammar [nahw]. I often heard people describing Shaikh 'Abd al-Qadir, and they never failed to mention the fine quality of his speech, in the discourses he delivered at his regular sessions [majalis]. I felt a keen desire to hear him for myself, but I could never find the time to spare. Then an opportunity presented itself one day, so I was finally able to and he said: " O you there! We have now become your helper, your Sibawaih!" Well, by Allah, I attached myself closely to him, and derived considerable benefit from him. I acquired a firm and thorough grasp of the principles and rules of Arabic grammar, as well other sciences ['ulum], both intellectual and traditional ['aqliyya wa naqliyya]. I learned things that I had hardly been aware of until then, and that I had never heard from any other teacher. I received more from him, in less than a year, than I had gathered in the whole of my life up to that point. I simply forgot whatever I had received from anyone other than him." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 132-133

Dhaka University Institutional Repository

হে মহান রিসালাতের প্রাসাদ,
আপনিই করেছেন পরিপূর্ণ আবাদ,
আপনার দেয়া সৌহার্দ্যের ঘোষণা চির অম্লান।
খসরু, কায়কোবাদ ও ফাগফুর,
আপনারই পায়ে হয়েছে অবনত।
যতদিন এ বিশ্বলোকে শিঙ্গার ধ্বনি বেজে না উঠবে,
ততদিন এ বিশ্বলোক থাকবে,
আপনারই গুণগানে মুখর।
কা'বা কাওসায়ন পর্যন্ত ছিল আপনার অবাধ গতি,
যার থেকে জিব্রাইলও ছিল যোজন যোজন দূরে,
আপনার অস্তিত্বের আলোয়,
আলোকিত উভয় জাহান,
জাহির বাতিন আপনার,
সবই তো অনন্য নূর হে মহান।
হে নবীকুল সম্রাট,
হে রাসূলদের মাথার মুকুট,
আপনারই পরশে পৃথিবীর তুচ্ছ মানব,
মৌমাছিদের মত মধু আহরণে,
ধন্য করে তাদের মানব জীবন।

কাব্য প্রতিভা

আল্লামা আব্দুল কাদির আরবুলী কৃত *'তাফরীহুল খাতির ফী মানাকিবিশ শায়খি আবদিল কাদির'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, একদিন হুযুর সাইয়্যিদুনা গাউসে পাক (রাহ.) মদীনা মুনাওয়ারায় প্রিয় রাসূলের রওযা আকদাসের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দু'টি কবিতা আবৃত্তি পূর্বক প্রিয় রাসূলের দিদার লাভের আকুতি প্রকাশ করলেন যে,

ফী হালাতিল বু'দি রূহী কুন্‌তু উর্‌সিলুহা,
তুকাবিলুল আর্‌দা আন্নী ওয়া হিয়া নায়িবাতী।
ওয়া হাযি-হি নাওবাতুল আশ্‌বাহি কাদ্‌ হাদার্‌তু,
ফাম্‌দুধ্‌ ইয়ামীনাকা কায় তাহ্‌যা বিহা শাফাতী।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যানুবাদ[৫০১]

যখন আমি দূরে থাকতাম পাঠিয়ে দিতাম এ হৃদয়,
আমার হয়ে চুমতো সে, এ চরণ ধূলি সেই সময়।
এখন আমি স্বয়ং এসে, আপনার দ্বারে এই হাজির,
করকমলে চুমবে এ ঠোঁট নসীব যেন বুলন্দ হয়।

এ কবিতা পাঠ করা মাত্র রওযা শরীফ হতে প্রিয় নবীর হাত মুবারক বের হয়ে আসে এবং গাউসে পাক (রাহ.) সে হাত মুবারকে মুসাফাহা ও চুম্বন করলেন এবং নিজ মাথা মুবারকে রাখলেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে বিখ্যাত ওলী শায়খ সাইয়্যিদ আহ্মাদ কবির রেফাঈ (রাহ.) রওযা আকদাসে যিয়ারত করতে গেলে তিনিও গাউসে পাকের অনুসরণ করতে গিয়ে উক্ত কবিতা পাঠ করে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিদার লাভের প্রত্যাশা করলে, তিনিও ওই বিরল সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) কৃত *'তানভীরুল মালাক্ বি রুয়াতিন নবী ওয়াল মালাক্'* গ্রন্থে এ ঘটনা বিধৃত করেন। তাছাড়া শায়খ আহ্মাদ কবির রেফাঈ (রাহ.)-এর প্রায় সকল চরিতকার তাঁর কারামাত বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা করেছেন। যাতে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই।[৫০২]

ফার্সী কবিতা

গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। একাধারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর গভীর পান্ডিত্য ছিল যা তাঁর লিখনীতে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারি। সাহিত্যের উপর তাঁর লিখা বিভিন্ন পদ্য, কবিতা, কাসিদা ও উক্তি তো আজও সালেক বা খোদা অন্বেষণকারীদের নিকট অতি মূল্যবান সুধার মতো হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের পুরোধা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার এক বইয়ে গাউসে পাকের ফার্সী কবিতার কিছু লাইন অনুবাদ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে,

"তাঁর (আব্দুল কাদির জিলানী রাহ.)-এর একটি ফার্সী কবিতায় তাঁর খোদা-প্রেমের জ্বলন্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

---

[৫০১] অনুবাদ করেছেন হাফেজ মাওলানা আসিসুজ্জমান, চট্টগ্রাম।

[৫০২] শায়খ আহমদ কবীর আল-হুসায়নী, *আল-বুরহানুল মুশায়্যাদ*, (অনুবাদ- আবদুল খালেক), প্রকাশক-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে-১৯৮৬, পৃ. ১৪-১৫; শাহ আহমদ কবীর রেফায়ী, *আল বুরহানুল মুআইয়্যাদ*, (অনুবাদ- মাওঃ মাহমুদুল হাসান,) মযলিসে ইলমী, ঢাকা; মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও মুহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩৩-৬৩৪

Dhaka University Institutional Repository

বে হিজাবানহ্ দর্আ আয্ দরে কাশান-ই-মা,
কি কসে নীস্ত ব-জুয্ দর্দ্-ই-তূ দর খান-ই-মা।
ফিত্ নঃ আন্গেয্ মশও কাকল-ই-মুশ্কী মুকশাঈ,
তাবঁ-ই-যন্জীর ন দারদ দিল্-ই-দীওআন-ই-মা।
মুর্গ-ই-বাগ-ই মলকূতেম্ দরীঁ দয়র-ই-খরাব্,
মী শওদ নূর-ই-তজল্লা-ই-খুদা দানা-ই-মা।
বা আহদ্ দর্ লহ্দ-ই-তঙ্গ ব-গোএম কি দোস্ত,
আশ্নাঈ তূঈ গয়র-ই-তূ বেগান-ই-মা।
গর্ নকীব্ আয়দ ও পুর্সদ্ কি বোগো রব্ব-ই-তূ কীস্ত,
গোয়ম আঁ কস্ কি রবূদ ঈঁ দিল-ই-দীওআন-ই-মা।
শুক্র লিল্লাহ্ কি ন মুর্দেম্ ও রসীদেম ব-দোস্ত,
আফ্রীঁ বাদ্ বরী হিম্মত-ই-মর্দান-ই-মা।
মুহ্য়ি, বর্ শম্‘ই তজল্লা-ই-জমালশ্ কী সোখ্ত,
দোস্ত মী গোফ্ত যিহে হিম্মদ-ই-মর্দান-ই-মা।[৫০৩]

গদ্যানুবাদ

ভিতরে এস বেপর্দা অবস্থায় আমার কুটীরের দোর দিয়ে,
তোমার বিরহদুঃখ ভিন্ন আমার ঘরে আর কেউ নেই।
আমাকে বিপদে ফেলো না, তোমার বাবরি চুল খুলো না,
আমার পাগল হিয়া তোমার শিকলের দুঃখ সইতে পারে না।
আধ্যাত্মিক বাগিচার পাখী আমি, এই নির্জন প্রদেশে,
খোদার বিরাজের জ্যোতিই (নূরে তজল্লী) আমার দানা।
সংকীর্ণ গোরের মধ্যে খোদাকে বলব, হে দোস্ত!
একা তুমি আমার আপন, আর সব আমার পর।
কবরে যখন মনকির নকীর বলবে, বল তোমার প্রভু কে?
তখন বলব, তিনিই যিনি আমার পাগল দিল্খানা চুরি করেছেন।
আল্লাহের শোকর, আমি মরি নাই, দোস্তের কাছে পৌঁছেছি।

[৫০৩] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক লিখিত বানান যথারীতি রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধন্য আমার পুরুষোচিত অধ্যবসায়।

মুহ্য়ি, তাঁর সৌন্দর্য্যের তজল্লী (বিরাজের) দীপ তোমাকে পোড়াচ্ছে।

দোস্ত বল্লেন, সাবাশ আমার পুরুষোচিত অধ্যবসায়।"[৫০৪]

শিক্ষার্থীদের প্রতি সহিষ্ণুতা

উবাই নামে এক পারসিয়ান ছাত্র ছিল গাউছে পাকের ইসলামিক আইনের পাঠকক্ষে। যে কিনা অধিকাংশ সময় আলোচনার সময় সোরগোল করতো। তারপরেও গাউছে পাক এই উবাই এর প্রতি রাগান্বিত হননি। বরং তার ব্যাপারে ইবনে আস-সামহাল নামে একজনের প্রশ্নের উত্তরে গাউসে পাক বলেছিলেন যে, উবাইর ব্যাপারে আমার পরিশ্রম খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। উপস্থিত সবাই গাউসে পাকের এই উত্তরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। আর এক সপ্তাহ পরেই সে মারা যায়। কালায়েদ আল-জাওয়াহের সহ বিভিন্ন কিতাবে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে।[৫০৫]

জ্ঞানের তের বিষয়ে আলোচনা

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাদ্বির হোসাইনী মসূলী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) তেরটি জ্ঞানগত বিষয়ে আলোচনা করতেন। আর আপন মাদ্রাসায় তাফসীর, হাদীস, মাযহাব ও অন্যান্য বিষয়ে দরস দিতেন। সকাল ও সন্ধ্যায় লোকেরা তাফসীর, হাদীস, মাযহাব, বিতর্কিত বিষয়াদি, উসূল ও নাহু পড়তেন। যোহরের পর 'একাধিক ক্বিরাত' বা কুরআনের পঠন পদ্ধতি এ কুরআন পড়াতেন।[৫০৬]

ইলমের গভীরতা

---

[৫০৪] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

[৫০৫] "among those who took tuition in Islamic jurisprudence from sheikh 'Abd al-Qadir' there was a Persian called Ubay. he could hardly understand a thing, except after wearisome trouble and toil. He was there in our class one day, reading aloud to the sheikh. Ibn as sambal turned to the sheikh and said- 'I am truly astonished by your patience. Sheikh replied: 'my tiresome labor with him will be soon be over. Before the week is out, he will have passed on to Allah." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 30

[৫০৬] وقال محمد بن الحسيني الموصلي : سمعت أبي يقول كان سيدنا الشيخ عبد القادر يتكلم في ثلاثة عشر علماً শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন বিজ্ঞ শায়খ ও আলিম জামাল উদ্দীন আবু আমর ওসমান ইবনে শায়খ আবুল হেরম মক্কী ইবনে ইমাম আবু আমর ওসমান ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম সা'দী শারেঈ[৫০৭]। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ বদীউদ্দীন আবুল কাসিম খালাফ ইবনে আইয়্যাশ শারেঈ বদী'উদ্দীন আবুল ক্বাসিম খালাফ ইবনে আইয়্যাশ শারে'ঈ শাফে'ঈ। তিনি বলেন আমাকে যুগের শায়খ-ই শাফে'ঈ আবূ আমর ওসমান ইসমাঈল সা'দী বাগদাদের দিকে এ জন্য প্রেরণ করেছেন যেন আমি তাঁর জন্য '*মুসনাদে-ই ইমাম আহমদ*'র একটি কপি নিয়ে আসি। আমি যখন বাগদাদে এলাম তখন লোকজনকে দেখলাম, তাঁরা শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)'র প্রশংসা খুবই আগ্রহ সহকারে করছেন। আমি মনে মনে বললাম, যদি সত্যিই এ বুযুর্গ লোকটি এমন হয়ে থাকেন যেমন লোকেরা তাঁর সম্পর্কে বলছেন, তাহলে আমি আমার হৃদয়ে সাক্ষাতের যে আকৃতিটা কল্পনা করব তা কি উনি প্রকাশ করতে পারবেন? অতপর আমি মনে মনে এমন সাক্ষাতের একটি ধরণ কল্পনা করলাম যা স্বাভাবিক ছিল না। আর মনে মনে বললাম যে, যখন আমি তাঁর দরবারে যাব এবং তাঁকে সালাম করব, তখন তিনি আমার সালামের জবাব দেবেন না। তাঁর চেহারা আমার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিবেন। তাঁর খাদেমকে বলবেন, এ আগন্তুক ব্যক্তির মাথা বরাবর খেজুর নাও এবং এক পাত্র মধু নাও এমনভাবে যে, একটি দানাও কম বেশি হবে না। অতপর যখন ঐসব দ্রব্য নিয়ে আসবেন, তখন আমাকে তাঁর টুপীটা পরিয়ে দেবেন আমি চাওয়ার পূর্বেই। অতপর আমার সালামের উত্তর দেবেন।

অতপর আমি দ্রুত এগুলাম এবং তাঁর মাদরাসায় আসলাম। তখন তাঁকে মিহরাবে উপবিষ্ট অবস্থায় পেলাম। তিনি আমার দিকে তাকালেন। তখন আমি বুঝলাম যে, তিনি আমার অন্তরের সব কথা বুঝে নিয়েছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দেননি। আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তাঁর খাদেমকে বললেন, এতটুকু খেজুর নাও যেন আগন্তুক ব্যক্তির মাথার সমান হয় এবং মধুর একটি পাত্র নাও, যাতে একটি দানাও কম-বেশি না হয়। আল্লাহরই শপথ! তিনি ঐ শব্দ বললেন যা আমার অন্তরে এসেছিল। একটি কথাও তা থেকে কম-বেশি করলেন না। যখন তাঁর খাদিম আসলেন, তখন তিনি আমার টুপি নিলেন এবং এতে খেজুর এমনভাবে ভর্তি করে দিলেন যেন সেটা সেগুলোর সমপরিমানের ছিল। অতপর শায়খ এগিয়ে এলেন এবং আমাকে তাঁর টুপি যা তাঁর মাথায় ছিল তা পরিয়ে দিলেন এবং আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমাকে বললেন, হে আমার উত্তরসূরী! তুমি তো মনে মনে এসব ইচ্ছাই পোষণ করেছ!"

[৫০৭] তিনি শাফেঈ ও বিশিষ্ট ওয়াইয ছিলেন। ওফাত ৬৫৯ হিজরীর মুহাররমের ১০ তারিখ।

Dhaka University Institutional Repository

অতপর আমি তাঁর দরবারে অবস্থান করলাম এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করলাম। তাঁর থেকে হাদীস শুনলাম।

আর এ শায়খ বদী'উদ্দীন, আলিম, সালিহ এবং মুহাদ্দিসের অন্যতম ছিলেন। মিশরে বসবাস করতে লাগলেন এবং একদিন সেখানকার শীর্ষস্থানীয় শায়খদের কাদেরিয়া তরিকার খিরকা পরিধান করান। আর শায়খ আমর হাদীস শুনাতে থাকলেন এবং জ্ঞান দান করতে থাকেন এ পর্যন্ত যে, তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং কায়রোর কেন্দ্রস্থলের মহাসড়কস্থ বাসস্থানে তিনি ইনতিকাল করেন।

আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ আবদুস সালাম[৫০৮] ইবনে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আবদুস সালাম বসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী[৫০৯] ইবনে সুলায়মান বাগদাদী নানবাঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে দু'জন শায়খ খবর দিয়েছেন ঃ শায়খ আবুল কাসিম ওমর[৫১০] ইবনে মাস'উদ বায্যার এবং শায়খ আবু হাফস ওমর কীমাতী। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদের শায়খ হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর মজলিসে উপস্থিত লোকজনের মাথার উপর বাতাসে উড়ে চলতেন। তিনি নিজে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি হওয়ার ব্যাপারেও কিছু বলেছেন। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলতেন, "সূর্য উদিত হওয়ার আগে আমাকে সালাম দেয়। বছর আমার কাছে আসে এবং আমাকে সালাম দেয় আর আমাকে ঐসব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করে, যেগুলো তাতে সংঘটিত হবে। মাস আমার কাছে আসে আর আমাকে সালাম দেয় এবং আমাকে বলে যায় যা কিছু তাতে সংঘটিত হবে। সপ্তাহ আমার কাছে আসে আর আমাকে সালাম দেয় এবং আমাকে খবর দিয়ে যায় যা তাতে সংঘটিত হবে। দিনও আমার কাছে আসে আর আমাকে সালাম দেয় এবং ঐদিনে যা সংঘটিত হবে তার সংবাদ প্রদান করে। আমার রবের ইজ্জতের শপথ! সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মপরায়ণ লোকদের ব্যাপারে আমার সম্মুখে লওহে মাখফূযে পেশ করা হয়। আমি আল্লাহর জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণে ডুব দেই। আমি তোমাদের সবার উপর আল্লাহ তা'আলার দলীল আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নায়েব ও তাঁর ওয়ারিস।"[৫১১]

---

৫০৮ যিনি জন্ম ও বাসস্থানসূত্রে বাগদাদী, ওফাত ৬৭১ হিজরীতে।

৫০৯ ওফাত ৬৩৩ হিজরীতে।

৫১০ ওফাত বাগদাদে ৫৯১ হিজরীতে।

৫১১ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ ইবনে জারীর লাখমী শাত্বনূফী শাফেঈ (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তওবা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য

গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাওবা সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, তাওবার হাকিকি অর্থ হচ্ছে- 'ফিরে আসা'। যেমন বলা হয় যে, অমুক ফিরে এসেছে। তাওবা হচ্ছে শরীয়ত নির্দেশিত অন্যায় কাজ থেকে প্রশংসিত জায়গায় ফিরে আসা। তিনি আরো বলেন যে, একনিষ্ঠতা ছাড়া তাওবা হচ্ছে, আগুন আর কয়লা ছাড়া লোহা থেকে ময়লা পরিস্কার করার জন্য প্রহার করা। গাউসে পাক বলেন,

"التوبة بلا اخلاص كالضرب علي الحديد البارد بلا كير ولانار- اذا تبت وأخلصت في توبتك وثبت عليها وعملت بشرائطها، نقلك من العلوم الي الخواص- قال الشيخ الجيلاني : وحقيقة التوبة في اللغة : الرجوع، يقال : تاب عن كذا : أي رجع عنه، فالتوبة الرجوع عما كان مذموماً في الشرع الي ما هو محمود في الشرع والعلم"[৫১২]

শায়খ আত-তাদিফি তাঁর গ্রন্থে গাউসে পাকের এতদ সংক্রান্ত আরো বক্তব্য তুলে ধরেন যে,

"Repentance is the process whereby the Lord of Truth (Exalted is He) looks toward His ancient and predestined providence ['inaya] for His servant, directs that providence toward His servant's heart, and tenderly detaches it, by attracting it toward Him and grasping it, When this takes place, the heart is drawn toward Him, away from corrupt ambition. The spirit obediently complies, the heart and the mind follow suit, repentance [tawba] is truly accomplished, and the whole affair becomes proper to Allah (Exalted is He)."[৫১৩]

তাসাওউফ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য

নিজের ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করে মহান আল্লাহর ইচ্ছাকেই একমাত্র ব্রতী ও প্রাধান্য যারা দেন তারাই সূফী। গাউসে পাক এই সূফীবাদ বা তাসাওউফ সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন। যা শায়খ আত তাদিফির গ্রন্থের ভাষায় তুলে ধরছি।

"The Sufi is someone who makes that which the Lord of Truth wishes from him the object of his own wish. He renounces this world. so it

---

[৫১২] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১; ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০, ৫১

[৫১৩] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 310

Dhaka University Institutional Repository

serves him, and his allotted shares [aqsam] coincide with his needs. He achieves his purpose in this world, before the Hereafter, for his well-being is ensured by his Lord."[৫১৪]

গাউসে পাক বলেন, "তুমি মানুষের সাথে এতট শিষ্টতা রক্ষা করে চল যে, বেয়াদবী হওয়ার ভয়ে কেউ তোমার গলার স্বর পর্যন্ত শুনতে না পায়। অথচ তুমি প্রকাশ্যে আল্লাহর অবাদ্য এবং তার কাজের সমালোচনা কর যে, আল্লাহ কেন এমন করলেন আর কেন এমন করলেন না। তোমার অবস্থা কত জঘন্য যে, তুমি সমস্ত দুনিয়ার নিকট অজ্ঞ। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের নাফস, স্বভাব এবং কামনা বাসনার উপর আল্লাহকে স্থান দেয় সে কতই না ভাল।[৫১৫]

কৃতজ্ঞতার তিন ব্যাখ্যা

গাউসে পাক কৃতজ্ঞতার তিনটি ব্যাখ্যা করে সে ব্যাপারে শ্লোক আকারে বলেন যে-

وَبِالفِعْلِ شُكْرُ العَابِدينَ لِرَبِّهِمْ   وَبِالقَوْلِ شُكْرُ الْعَالِمِيْنَ تَرَقُّقَا
وَبِالقَلْبِ شُكْرُ العَارِفِيْنَ لِأَنَّهُ   اعْتِرَافٌ لِمَوْلاَهُمْ بِحَقٍّ تَحَقُّقَا
وَلَمَّا اسْتَقَامُوا كَانَ ذلك شُكْرَهُمْ   لِنِعْمَةِ مَنْ انْعَامُهُ قَدْ تَدَفَّقَا[৫১৬]

নৈতিকতার প্রতি তাঁর বক্তব্য

নৈতিকতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন ইস্পাত অটল। ছাত্রদেরকেও তা শিক্ষা দিতেন এর বিপরীতে কোন কাজ তিনি মেনে নিতেন না। এ ব্যাপারে বক্তৃতাও করতেন। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ শায়খ তাদিফির ভাষায় তুলে ধরলাম।

"What is signifies is that you are not affected by the rudeness of creatures [khalq], once you have become acquainted with the Truth [Haqq]. It means that you belittle your own lower self [nafs] and whatever arises from in full recognition of its faults. It means that you honor your fellow creatures, and what arises form them, by showing respect for what has been entrusted to them, in the way of faith and

---

৫১৪ Ibid, p. 310-311

৫১৫ ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২; হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৫১৬ শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

wisdom. That is the most excellent of all the virtues of the servant [of the Lord], and the jewels of the men of valor become manifest therein."[৫১৭]

আল্লাহর পবিত্রতা প্রসঙ্গে বক্তব্য

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, গাউসে পাক আল্লাহর পবিত্রতা প্রসঙ্গে বলেছেন- "আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা। তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদা হওয়া সত্ত্বেও তিনি অতি নিকটে এবং তিনি একেবারে নিকটে হওয়া সত্ত্বেও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আপন ক্ষমতায় সৃষ্টির স্রষ্টা। আপন প্রজ্ঞায় বিষয়াদির পরিমাণ নির্ণয়কারী। আপন জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। তাঁর কালিমা পরিপূর্ণ। তাঁর রহমত ব্যাপক। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ দাঁড় করায় এবং যে ব্যাক্তি তাঁর জন্য শরীক আছে বলে দাবী করে অথবা তাঁর জন্য কোন সমকক্ষ, সমতুল্য ও একই মর্যাদায় সমমানের আছে বলে বিশ্বাস করে, তারা সবাই মিথ্যুক। আল্লাহরই পবিত্রতা, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা, আরশের ওজন ও ব্যাপকতা অনেক বেশি। তিনি যা চান তাই পয়দা করেন কিংবা যমীন থেকে উৎপন্ন করেন। তিনি অদৃশ্য দৃশ্য সবই জানেন।

তিনি পরম দয়ালু, মালিক, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, একক, এক, অনন্য, অমুখাপেক্ষী। না তাঁর কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তাঁর মতো কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। না তাঁর কোন সদৃশ আছে, না উপমা, না আছে সাহায্যকারী, না পৃষ্ঠপোষক, না আছে শরীক, না আছে উজির, না আছে প্রতিপক্ষ, না উপদেষ্টা। তিনি দেহ বিশিষ্ট নন যে, তাঁকে স্পর্শ করা যায়, তিনি না এমন বস্তু যাকে ইন্দ্রীয় দিয়ে অনুভব করা যায়, অস্থায়ী বস্তুও নন যে বিলীন হয়ে যাবেন। মিশ্রিতও নন যে, তাঁকে অংশ অংশ করা যাবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট নন যে, তাঁর আকৃতি থাকবে। তাঁর মিশ্রণ নেই যে, তাঁর অবস্থা বর্ণনা করা যাবে। তিনি এমন সত্তাও নন যে, ধারণা-কল্পনায় আসতে পারেন। তাঁর কোন সীমাও বর্ণনা করা যাবে না। না কোন ধরা ছোয়ার মতো স্বাভাবিক সত্তাও নন। না এমন অন্ধকার যে, প্রকাশিত হয়। না এমন আলো যে, কখনো আলোকিত হয়।

---

[৫১৭] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 313

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্রবল, হুকুমদাতা, সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ক্ষমাশীল, দোষত্রুটি গোপনকানী ও স্রষ্টা, একক, উপাস্য, চিরঞ্জীব, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি অনাদি, কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন না। তাঁর রাজত্ব অনন্ত। তাঁর অসীম ক্ষমতা চিরস্থায়ী। তিনি অপরকেও প্রতিষ্ঠাকারী, কখনো ঘুমান না, বিজয়ী। তাঁর উপর কেউ যুলম করতে পারে না। তিনি আপন ইচ্ছায় অটল, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।"[৫১৮]

তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, তাঁর গুণাবলী উচুঁ উচুঁ। তাঁর সর্বোচ্চ গুণাবলী ও মর্যাদা চিরস্থায়ী। কল্পানাদি তাঁকে কল্পনা করতে পারে না। বুঝশক্তিগুলো তাঁকে অনুমান করতে পারে না। 'কিয়াস' দ্বারা তাঁকে জানা যায় না। মানুষের সাথে তাকে উপমা দেওয়া যায় না। বিবেকগুলো তাঁর অবস্থা বর্ণনা করতে পারে না। বুদ্ধিমত্তা তাঁকে নির্দ্ধারণ করতে পারে না। তিনি এ কথার বহু ঊর্ধ্বে যে, তাঁকে ঐ জিনিসের সাথে উপমা দেওয়া যাবে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন; কিংবা না তার দিকে তাঁকে সম্পৃক্ত করা যাবে যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসগুলোকেও গণনাকারী। প্রতিটি বান্দার আমলকে স্থায়িত্বদাতা। তিনি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উত্তমরূপে গণনা করে নিয়েছেন; তাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে গুণে নিয়েছেন। ঐসবই তাঁর সামনে ক্বিয়ামত দিবসে একেকটি করে আসবে। তিনি খাবার প্রদান করেন; তাঁর নিজের খাদ্যের কোন প্রয়োজন হয় না। তিনি রিয্‌ক দেন, তাঁর কোন রিযিকের প্রয়োজন হয় না। তিনি আশ্রয় দেন। তাঁকে কেউ আশ্রয় দেয় না। যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা না তাঁর কোন উপকারের জন্য, না তাঁর কোন অনিষ্ট দূর করার জন্য। যা কিছু তিনি পয়দা করেছেন বরং তা না কারো নাড়া দেয়ার কারণে, না কারো চিন্তা-ভাবনার ফলে করেছেন বরং নিজেরই ইচ্ছায় পয়দা করেছেন, যা পরিবর্তন ও নতুন করে পয়দা হওয়া থেকে পবিত্র।

তিনি সমগ্র সৃষ্টি-জগতকে সৃষ্টি করা, অনিষ্ট দুরীভূত করা, বালা-মুসীবতকে অপসারিত করা, সৃষ্টি-জগতকে পরিবর্তন করা ও অবস্থাদিতে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে আপন কুদরতে স্বতন্ত্র। যা কিছু তিনি নির্ধারণ করেছেন, একটা সময় পর্যন্ত সেটাকে টেনে আনেন। তাঁর বিশ্বরাজ্যের ব্যবস্থাপনায় কেউ তাঁর সাহায্যকারী নেই। তিনি এমন জীবন দ্বারা জীবিত, যা অর্জন করা যায় না। তিনি এমন ক্ষমতায় সর্বশক্তিমান, যার সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। তিনি এমন ইচ্ছা দ্বারা ব্যবস্থাপনাকারী, যা না নতুন সৃষ্ট না প্রতিরোধ্য। তিনি বড় রক্ষাকারী, যিনি কখনো ভুলে যান না। নিজে চিরস্থায়ী ও অন্যকেও কায়েম রাখেন, কখনো ভুল করেন না। মহারক্ষক, কখনো উদাসীন হন না। তিনি

[৫১৮] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭০-১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সংকোচন ও প্রশস্ত করেন। সন্তুষ্ট হন ও ক্রোধান্বিত হন। ক্ষমা করেন ও দয়া করেন। সৃষ্টি করেন ও বিলীন করেন। সুতরাং তিনি এর উপযোগী যে, তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হবে। আপন সৃষ্টিকুলের রোগ-ব্যাধি দুরীভূত করেন এবং তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ গুণে গুনান্বিত করে প্রকাশ করেন।

সুতরাং তিনি এর উপযোগি যে, তাঁকে 'রব' বলা হবে। আপন বান্দাদের কার্যাদি আপন ইচ্ছানুসারে তাদের দ্বারা সম্পন্ন করান। সুতরাং তিনি এর উপযোগি যে, তাঁকে 'উপাস্য' বলা হবে। তাঁর জ্ঞান এমন নয় যে, তা তাঁর চিরস্থায়ী জ্ঞানের পরিপন্থী হবে। এ কারণে তিনি এরই উপযোগি যে, তাঁকে প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ বলা যাবে। কোন সত্তা ও গুণ তাঁর সত্তা ও গুণের সাথে সদৃশ নয়। সুতরাং এখন অনিবার্য ও আবশ্যকভাবে একথা বলা যাবে যে, তাঁর মতো কিছুই নেই। প্রতিটি বস্তু, যা কায়েম রয়েছে, সেটার কায়েম থাকা আল্লাহর অনাদি স্থায়িত্বের গুণেই। প্রত্যেক জীবিত জিনিসের জীবন তাঁর নির্দেশ থেকে লাভ করেছে। যদি বিবেক তাঁর সম্মানের উদাহরণ দেয় কিংবা জ্ঞান তার মহত্ব সম্পর্কে বদানুবাদ করতে থাকে তাহলে তার বুঁঝশক্তি বেহুঁশ হয়ে রুখে যাবে এবং চিন্তাশক্তি ক্লান্ত হয়ে চৈতন্যহীন হয়ে পড়বে।

পবিত্রতা বর্ণনার বাহিনী সামনে এসে হাযির হয়েছে। একাকীত্বের পথগুলোতে বিনয় সহকারে পথ চলছে। বিবেকগুলো তাঁর সত্তার হাকীকৃত সম্পর্কে জানা থেকে অপারগ হয়ে তাঁর মহত্বের চাদরগুলোর পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে। চক্ষুগুলো তাঁর একত্বের হাকীকত অনুধাবন করা থেকে তাঁর স্থায়িত্বের নূরের কারণে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে।

আরো রয়েছে এমন মহত্ব, যার ধরন ও আকৃতি থাকাকে অস্বীকার করে। আরো রয়েছে পূর্ণতা, যা উদাহরণ-উপমাকে বিলুপ্ত করে। আরো আছে এমন গুণ, যা এককত্বকে অপরিহার্য করে। আরো রয়েছে এমন কুদরত, যা রাজ্যকে প্রশস্ত করে এবং রয়েছে আভিজাত্যও, যার বর্ণনা দেয়া যায় না। তাঁর রয়েছে এমন জ্ঞান, যা ঐসব বস্তুকে পরিবেষ্টন করে, যেগুলো আসমানসমূহ, যমীন এবং দু'এর মধ্যখানে রয়েছে, যেগুলো যমীনের নিচে রয়েছে, সমুদ্রের গভীরতায় রয়েছে, যা প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক লোমের গোড়ায় রয়েছে, যা প্রত্যেক পাতা পতিত হবার স্থানে রয়েছে, আর কঙ্করসমূহ এবং বালু, পাহাড় ও সমুদ্রের ওজন, বান্দাদের যেসব আমল ও নিদর্শন আর শ্বাস-প্রশ্বাসে রয়েছে। তিনি আপন সৃষ্টি থেকে পৃথক। কোন স্থান তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তখন তারা এমতাবস্থায় ফিরে আসে যে, তাদের জন্য তাঁর একত্বের সত্যায়ন ও একথার স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান থাকে না যে, তাঁর অনাদিত্বের স্থায়িত্ব ছাড়া কোন প্রথম নেই, তাঁর অনন্তত্বের স্থায়িত্ব ছাড়া কোন শেষ নেই; কোন

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থা ও উপমা তাঁর স্বাধিষ্টতায় প্রবেশ করে না। তাঁর গুণাবলীই একথা বলে দেয় যে, তিনি এক, তিনি মওজুদ আছেন, তিনি উপমাহীন। ঈমান এসব বিষয়কে নিশ্চিত জ্ঞান সহকারে সত্যরূপে প্রমাণিত করে। ওই জ্ঞান সম্পর্কে জানার, যার হাকীকত অদৃশ্য এবং বিবেকের জন্য তা অনুধাবন করার অবকাশ করে অথবা বিবেক তাকে কল্পনা করে অথবা বুদ্ধিমত্তা তার কথা কল্পনা করে, তখন তা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব, মহত্ব ও মহানত্বের বিপরীত বলে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে, তিনি প্রথম, তিনি সর্বশেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য, তিনি সবকিছু জানেন।

আশা বিষয়ক বক্তব্য

গাউসে পাক আশার ব্যাপারে শ্লোক আকারে বলেন-

وَأَمَّا الرِّضَا قَدْ قِيْلَ حَالٌ وَقِيْلَ بَلْ مَقَامٌ أَضْحَي التَّوَكُّلُ لَهْ مَسْلَقَا[৫১৯]

আশা কে গাউসে পাক বলেছেন যে, মহান প্রভুর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা, নিরাশ না হওয়া এবং তাঁর প্রতি ভরসা থাকা। নির্ভর করা।

ভয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য

খাওফ বা ভয় সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন খাওফ বা ভয় কয়েক প্রকার। যেমন-

ক) খাওফে মুযনেবীন বা গুনাহগারদের ভয়। তাদের ভয় হচ্ছে আল্লাহর আযাবের ভয়।
খ) খাওফে আবেদীন বা ইবাদতকারী বান্দাগণের ভয়। তাদের ভয় হচ্ছে ইবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়া বা ছুটে যাওয়ার ভয়।
গ) খাওফে আলেমীন বা আলেমদের ভয়। তাঁদের ভয় হচ্ছে ইবাদতে শিরকে খফীর ভয়।
ঘ) খাওফে মুহিব্বীন বা খোদা প্রেমিকদের ভয়। তাঁদের ভয় হচ্ছে, আল্লাহর দর্শন বা দিদার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়।
ঙ) খাওফে আরেফিন। তাঁদের ভয় হচ্ছে আল্লাহ পাকের আযমত ও হায়বতের ভয়। এটাই সবচেয়ে কঠিন। এ ভয় সব সময় তাদের অন্তরে বিরাজ করে।[৫২০]

---

[৫১৯] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 316-317

[৫২০] فقال الخوف علي انواع فالخوف للمذنبين والوهبة للعارفين- فخوف اللمذنبين عن العقوبات وخوف العابدين من فوت العبادات وخوف العالمين من الشرك الخفي في الطاعات وخوف المحبين فوت اللقاء وخوف العرفين الهيبة والتعظيم وهو اشد الخوف لانه لايزال ابدا ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, পাগুক্ত, পৃ. ১৩৫, ১৩৬;

Dhaka University Institutional Repository

গাউসে পাক ভয় বিষয়ে শ্লোক আকারেও বলেন-

الدائرة علي الخوف من الله عز وجل والخشية له،

اذا لم يكن لك خوف منه فلا أمن لك في الدنيا والاخرة[৫২১]

লজ্জা বিষয়ক বক্তব্য

গাউসে পাক লজ্জার ব্যাপারে ছন্দ আকারে বলেন-

وأمَّا مَقَامُ الخَوْفُ فَالخَوْفُ وَحْشَةٌ   وَبُعْدٌ عِنِ الْأُنْسِ الْمَحَبَّبِ لِلِّقَا

وَخَشْيَةُ تَعْذِيبٍ وَبُغْيَةُ رَاحَةٍ   وَعَجْزٌ عَنِ البَلْوَي وَمَيْلٌ اِلي الوِقَا[৫২২]

তিনি বলেন, বান্দাহ সব সময় লজ্জিত হবে তার মনিবের কাছে তার কর্তব্য যথাযথ পালন করতে না পারার কারণে এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে না পারার কারণে। আর লজ্জিত বান্দাহকে আল্লাহ মাফ করে দেন। বান্দাহর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

মা'রিফতের বর্ণনা

একদিন কোন এক ব্যাক্তির জানাযা নিয়ে আসলে হযরত গাউসে পাক (রাহ.) বললেন- এ মৃত ব্যক্তির অবস্থা তোমরা দেখছো কি? মৃত্যু আসার সাথে সাথে তার হুশ-জ্ঞান বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছিল। নিজের আত্মীয়-স্বজন কাউকেও সে চিনতে পারেনি। ঠিক এ অবস্থা মারিফাতের! মারিফাত যখন কোন ব্যক্তির অন্তরে স্থান লাভ করে তখন সে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেই চিনতে পারে না।[৫২৩] গাউসে পাককে মা'রিফত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন যে, "সৃষ্টিরাজির গোপন তথ্যাদির উপর আস্থা স্থাপন করা। প্রতিটি প্রামাণ্য বিষয়ে সত্যের সাক্ষ্য দেয়া। একত্ববাদের অর্থবহ প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অন্তর চোখে দৃষ্টিপাত করা।"[৫২৪]

---

[৫২১] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, পাগুক্ত, পৃ. ১৩৫, ১৩৬; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 317

[৫২২] পাগুক্ত, পৃ. ১৩৫; Ibid, p. 317

[৫২৩] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫; আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬; হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

[৫২৪] "وسئل رضى الله عنة عن المعرفة فقال هى الاطاعة على معانى حفاياه عن المكنونات وشواهد الحق فى جميع البينات تلميخ كل شئ منها على معانى وحدانية مع النظر الى الحق القلب"

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু স্রষ্টার অস্তিত্বের দলীল স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কবি আবুল আতাহিয়া বলেন- "প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আল্লাহর নিদর্শন বিদ্যমান। যা তিনি একক, অদ্বিতীয় হবার প্রমাণ বহন করে।"[৫২৫]

প্রেম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য

গাউসে পাক বলেন যে, 'তোমাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি দুনিয়া হতে দূরে থাক এবং আল্লাহর দরবারে যাবার দৃঢ় সংকল্প কর। তোমার পক্ষে ওলীদের মধ্যে পরিগণিত হওয়া মোটেই বিস্ময়কর কিছু নয়। আল্লাহ তোমাকে পার্থিব স্বাদ আহলাদ হতে ফিরিয়ে রাখবেন। ফলে তোমার অন্তকরণ দুনিয়ার স্বাদ আহলাদ হতে বিমুখ হয়ে যাবে। এমনকি তুমি তাদের কথা পর্যন্ত ভুলে যাবে। বরং তুমি তাদেরকে ভুলে গেছ এজন্য তারাই বিলাপ করবে। তাদের ভালাবাসার স্থানে আসল বাদশাহর মুহাব্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এমন কি খোদা প্রেমে তোমার অন্তকরণ আপ্লুত হয়ে যাবে।'[৫২৬] আল্লামা শায়খ ফাদিল জিলানী তাঁর গ্রন্থে গাউসে পাকের প্রেম বিষয়ক বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন।[৫২৭] শায়খ আত-তাদিফিও তাঁর গ্রন্থে গাউসে পাকের এতদ সংক্রান্ত বর্ণনা তুলে ধরেন।[৫২৮]

বিবেক কে নূর অভিহিতকরণ

শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) 'আক্বল' ও 'শরীয়ত' সম্পর্কে বলেছেন- 'আক্বল' হচ্ছে একটি চমকদার আলো, যা চিন্তা-ভাবনার শেষ সীমানার অপর দিক থেকেও দানের দিগন্ত থেকে

---

[৫২৫] وفى كل شئ له اية- تدل على انة الواحد মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৫২৬] হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

[৫২৭] يا مريداً للحق لافلاح لك وفي قلبك محبة مخلوق أو بغضه، خذ من فضل الله من الله وهو ما لايريبك
শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, পাগুক্ত, পৃ. ৭৯, ৮০

[৫২৮] "When asked about love [mahabba], the Shaikh (may Allah be well pleased with him) said: "it is a disturbance [tashwish] that affects the heart: It is inspired by the Beloved [Mahbub], by contrast with Whom this world comes to be like the ring of a seal, or a funeral wake. Love is an intoxication that has no corresponding sobriety. It is total devotion to the Beloved, in every respect, both in private and in public, with a self-effacing predilection. It is a natural impulse, not an affectation. Love is blindness to everything other than Beloved, due to solicitude for Him. It is also blindness to the Beloved Himself, due to a profound respect for Him. It is therefore total blindness. Lovers [muhibbun] are too drunk to get sober, except through direct vision of the Beloved. They are too sick to be cured, except by the sight of the One they seek. They are too distressed to be consoled, except by their Master [Mawla]. They can find no refuge, except in the remembrance of Him. They do not respond to anyone, except to His summoner." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 306

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলিত হয়। হিদায়তের আয়না পরিষ্কার করার জন্য সেটার আলোকরশ্মিগুলো সম্মুখীন হয়। তখন বিবেকবান লোকটি বিষয়গুলোর অন্ধকাররাশি ও সৃষ্টিজগতের অন্ধকাররাশিতে সেটার ঝলমলে আলো থেকে আলো অর্জন করে। শেষ পর্যন্ত তার অন্বেষণের পাখীগুলোর সাফল্যের ডানা বের হয়। আর সাফল্যের ভোর তার মনযোগের চেহারার সামনে আলোকিত হয়।

এক অদৃশ্য পাখি, যাকে অনাদি আল্লাহর দানের জাল ব্যতীত শিকার করা যায় না। আর এটা হচ্ছে খোদায়ী অতিথি, যা নি'য়ামাতদাতার জান্নাতগুলো ব্যতীত অন্য কিছু থেকে অবতরণ করেনা। সেটার রয়েছে মুক্তারূপী গুণাবলী ও নূরানী সত্তা। সেটা তোমার পবিত্র রূহের প্রাণ ও তোমার হৃদয়ের জিব্রাঈল। তোমার রবের নিকট থেকে অদৃশ্যের তোহফা নিয়ে অবতরণ করে। তারপর তোমার জড়তাপূর্ণ গুণকে সুক্ষ্ম করে দেয়। তোমার জ্ঞানের ঝিনুককে মণিমুক্তা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়। এটা ন্যায়ের নিক্তি, মর্যাদা বা অনুগ্রহের রসনা, বদান্যতার বিধান, হিকমত বা প্রজ্ঞাসমূহের খনি, নি'য়ামাতরাজির অবস্থানস্থল, চিন্তা-ভাবনার স্তম্ভ, বুঝশক্তির প্রমাণ এবং হৃদয়-মনের মুখপাত্র। আর শরীয়ত হচ্ছে- অকাট্য মীমাংসাপূর্ণ নির্দেশ। সেটাকে রিসালাতের হাকিমই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। শরীয়তের বাদশাহগণ তাঁর মহত্বের ভয়ের কারণে অনুগত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

ধৈর্য বিষয়ক বক্তব্য

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে, "যারা ধৈর্য্যশীল, মহান আল্লাহ তাদেরকে ইহলোকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকেন, পরলোকেও তাদের জন্য গণণাতীত পুরস্কার বিদ্যমান আছে। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট কিছুমাত্র গোপন থাকেন না। মহান আল্লাহ পাকের প্রতি অন্তত এক ঘন্টাকালের জন্য ধৈর্য্যশীল হও, কেননা বহু বছর যাবত তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর পুরস্কার তুমি উপভোগ করেছ। অল্প সময়ের জন্যে ধৈর্য্যধারণ করাও বীরত্বের লক্ষণ। আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে থাকেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধৈর্য্যশীল হও, এ বিষয়ে অবহিত, সজাগ এবং সতর্ক থাক। তাহলেই তোমাকে অসতর্কের যন্ত্রনা পোহাতে হবে না। মৃত্যুর পরবর্তী সতর্ক হবার প্রতি অপেক্ষা করো না। কারণ তখনকার সতর্কতা দ্বারা তোমার কিছুমাত্র কল্যাণ সাধিত হবে না। অতএব মরণের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন কর। যে সময়ে তোমার আখি আপনা-আপনি খুলে সতর্ক হয়। মৃত্যুর পর লজ্জাবোধ করলে কি আর তোমার লাভ হবে? সুতরাং এখনই তোমার মনকে সংশোধিত করে হৃদয়কে পরিপূর্ণ কর। তোমার হৃদয় যখন পূর্ণতা লাভ করবে, তখন তোমার সকল অবস্থাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।"[৫২৯]

---

[৫২৯] চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়ের সংশোধন মানে সকল কাজে সরলতা প্রদর্শন। এই সকল গুণ যদি হৃদয়ের মধ্যে না থাকে, তবে তার অবস্থা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। হৃদয় হচ্ছে দেহ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় অথবা একটি বাক্সে রক্ষিত মুক্তার ন্যায় অথবা সুরক্ষিত গৃহে রক্ষিত ধনদৌলতের ন্যায়। পাখি না থাকলে খাঁচার প্রয়োজন নেই। মুক্তা না থাকলে বাক্সের দরকার নেই, ধনদৌলত না থাকলে সুরক্ষিত গৃহের প্রয়োজন নেই। হে খোদা, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তোমার এবাদতে নিয়োজিত কর- আমাদের হৃদয় মন তোমার মশগুল রাখ। দিবারাত্রি সারাজীবন আমাদের এভাবেই প্রমত্ত রাখ। আমায় সেই সাধু সজ্জনদের সঙ্গী কর, যারা পূর্বযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ দান করেছিলেন, সেই অনুগ্রহ আমাকেও দান কর। তাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন, আমার প্রতিও সে ব্যবহার কর।

হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য

আবুল কাসিম বায্যার বলেন, হযরত আবদুল কাদির (রাহ.) বলতেন, হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজ[৫৩০] থেকে লাগযিশ বা অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছিল। ঐ যুগে তাঁকে রক্ষা করার মত কেউ ছিল না। যদি আমি ওই যুগে থাকতাম তবে অবশ্যই সাহায্য করতাম। আমি মহান আল্লাহর মেহেরবাণীতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাহায্য করতে থাকব, যার হাত আমার কোন প্রিয় মুরিদের হাতে রেখেছে। তিনি আরো বলেছেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরো নৈকট্য দান করতেন, তবে আমি মহান রবের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতাম যে, তিনি যেন আমার প্রত্যেক মুরিদের তাওবাহ কবুল করেন।[৫৩১]

---

[৫৩০] হযরত শায়খ হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজ-এর উপনাম হচ্ছে আবূল গায়স। তাঁর মাতৃভূমি পারস্যের 'বায়দা' এলাকায়। তাঁর মধ্যে সর্বদা 'জয্ব' বিদ্যমান থাকত। তাঁর বেলায়তের মর্যাদা ও মকাম সম্পর্কে তরিকতের শায়খদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। শায়খ শিবলী, হযরত আত্তার, শায়খ আবদুল্লাহ, খাফীফ, শায়খ আবুল কাসেম নাসীরাবাদী, শায়খ আবূল খায়ের, শায়খুল ইসলাম খাজা আবদুল্লাহ আনসারী, শায়খ আবূল কাসিম গারগানী, মাওলানা রুমী, শায়খ মাখদুম আলী হাজভিরী প্রমূখ তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর 'আনাল হক' উক্তির জন্য তাঁরা তাকে মাজযূব মনে করতেন। হযরত দাতা গঞ্জবখশ 'কাশফুল মাহজূব' এ লিখেছেন, "আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করি। সে সাথে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তাঁর উক্তিগুলো তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত নয়। হযরত খাজা ফারিসা (রাহ.) 'ফাসলুল খিতাব' এ লিখেছেন, হযরত জুনাইদ বাগদাদীকে হযরত মানসূর হাল্লাজের হত্যার ফতোয়া দাতাদের মধ্যে গণ্য করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, হযরত জুনাইদ বাগদাদী তাঁর হত্যার নির্দেশের ১২ বছর পূর্বে ওফাত বরণ করেছেন। তাঁর প্রতি যা কিছু অতিবাহিত হয়েছে তা তাঁর ইশকের জযবাহ্ প্রকাশ করার ফলশ্রুতিই ছিল। তাকে বাগদাদের 'বাবুত তাক্' এ ২৫ জিলহাজ্জ ২০৯ হিজরী হত্যা করা হয়।

[৫৩১] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সংস্কার ও চিন্তাধারা

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার ও চিন্তাধারা

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আদর্শ হচ্ছে সার্বজনীন জনসেবা

আজকাল সারা বিশ্বে সভ্য সমাজে জনশিক্ষার সাড়া পড়ে গেছে। কোটি কোটি টাকা ব্যায় হচ্ছে জনশিক্ষার খাতে। প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিক্ষার অঙ্গন বিস্তৃতি লাভ করছে। তাই আজও প্রতিটি শিক্ষিত ব্যাক্তি জনশিক্ষা প্রচারকেই শিক্ষিত জীবনের প্রধান সাফল্য বলে মনে করছেন। কোন লোককে আহার দিয়ে বাঁচানোর চেয়ে তাকে জ্ঞান দিয়ে বাঁচানো প্রধান কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করা, তাকে পশু জীবন হতে মনুষ্য জীবনযাপনে সহায়তা করা বর্তমানে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলে পরিগণিত হচ্ছে।

প্রায় হাজার বছর পূর্বে হযরত গাউসে পাক জনশিক্ষার মাধ্যমে সার্বজনীন জনসেবার এ মহান ব্রত বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর বহু ক্লেশ অর্জিত শরীয়ত জ্ঞান এবং অমানুষিক কষ্টার্জিত অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি জনসেবায় নিয়োগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর খিদমতে খাল্‌ক বা জনসেবা পবিত্র জনশিক্ষা প্রচারে স্বতঃস্ফুর্ততা লাভ করে। সাধারণতঃ তিনি দুটি প্রধান উপায়ে তার জনশিক্ষা উদযাপন করেন। “প্রথমটি তাঁর পবিত্র বক্তৃতা তথা মহাবাণী, দ্বিতীয়টি তাঁর অক্লান্ত লেখনী কর্ম দ্বারা।”[৫৩২]

প্রেরণাময়ী বক্তৃতা দ্বারা তিনি তাঁর সমসাময়িক জনসাধারণকে বিশেষ করে তাঁর প্রিয় ছাত্র ও শিষ্যবৃন্দকে মনুষ্যত্বলাভে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করে যেন তাঁর ছাত্ররা ও শিষ্যবৃন্দ স্বদেশে গিয়ে শিক্ষা প্রয়োগে ব্রতী হন, সে মর্মে তিনি তাঁদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রগণ সাধারণতঃ দু‘ভাবে বিভক্ত ছিলেন। কেউ কেউ কিতাব নিয়ে শিক্ষা করতেন, আবার কেউবা বিনা কিতাবেই শরীয়ত ও মারিফত শিক্ষা করতেন। যাঁরা তার নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাঁদের জন্যে এবং অনাগত জগতবাসীর জন্যে তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর শক্তিশালী অমর গ্রন্থাবলী এবং কিছু চিঠিপত্র বা মাকতুবাত্। তাঁর বহু বক্তৃতা লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায়। যা সারা বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারে সর্বযুগের সর্বকালের সভ্যসমাজে

[৫৩২] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

অমর সম্পদরুপে অতি ভক্তির সাথে সমাদৃত হয়ে আছে। মহাপুরুষের জ্ঞান ও আদর্শ কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র মানবজাতি সে জ্ঞান ও আদর্শের দাবীদার।

হুজুর গাউসে পাক তাঁর বক্তৃতা দ্বারা কিভাবে মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে, মনুষ্যত্বের দিকে আকর্ষণ করতে প্রয়াসী ছিলেন তার কিছু বর্ণনা আমি ইতোপূর্বে দিয়েছি। কর্মজীবনের প্রারম্ভ থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর অনন্য সাধারণ জ্ঞান ও শক্তি সহকারে জনশিক্ষা প্রচারে মহান ব্রত অবলম্বন করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যে মানুষকে উৎসাহিত করতে পারলেই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধন করা হয়, এ ছিল হযরতের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এটাই ছিল সমস্ত পয়গম্বরের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। সুতরাং হযরত গাউসে পাক তাঁর জীবনে পয়গম্বরগণের পবিত্র আদর্শ অনুসরণ করে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে গিয়েছেন, যার তুলনা ইতিহাসে বিরল।

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আদর্শের প্রভাব

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণকেও এ মহান আদর্শে ব্রতী করেন। দেশ-বিদেশের বহু প্রতিভাশালী বিজ্ঞ ব্যাক্তিবর্গ ও আলেম তাঁর ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই অতি উচ্চপদের সাধক পুরুষ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন, সকলেই আজীবন জনশিক্ষা প্রচারে আত্মানিয়োগ করেন এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসা দ্বারা জনসাধারণের পরম ভক্তিভাজন রূপে বিরাজ করেন। তাঁরা প্রত্যেকে হযরত গাউসে পাক কে এত অধিক ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভালবাসতেন যে, তাঁরা প্রীতিশ্রদ্ধাসূচক শব্দ দ্বারা হযরতের বিষয় উল্লেখ করতেন। যথাঃ- ‘জুলবায়ালায়েন’ অর্থাৎ দ্বিবিধ বর্ণনাকারী। হযরত গাউসে পাক আরবী ও ফারসী এই দুই ভাষায় বক্তৃতা করতেন বলে তাকে ঐ নামে ভূষিত করা হয়। যার জন্য তাঁকে- কবিমোত্তরফায়েন, অল্‌জদ্দায়েন, সাহেবুল বোরহানায়েন, ইমামোল ফোরকায়েন, অওরফায়েন, জুচ্ছেরাজায়েন অল মিনহাজায়িন ইত্যাদি বহু ভাবগম্ভীর বিশেষণ দ্বারা তাঁর নাম নেওয়া হত।

নিত্য নতুন জ্ঞানলাভ করে তাঁর ছাত্রগণ তাঁর প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাবান ছিলেন যে, তা উক্ত নামকরণ হতে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারা যায়। “গাউসুল আযম তাঁর সার্বজনীন উপাধি। এর অর্থ মহান আশ্রয়। তাঁর ওসিলা সত্যিকারভাবে ধরলে যে কোন মানুষের যে কোন মনস্কামনা আল্লাহ পাক পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

করে দেন। এজন্যেই তাঁর নাম হয়েছে গাউসুল আযম" ।[৫৩৩] সে যুগের অতি বড় বড় আলেম ও সিদ্ধ পুরুষগণ হযরত গাউসে পাকের ছাত্র ছিলেন বলেই খলিফা ও বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের সভায় হুজুর গাউসে পাকের এত অধিক সম্মান, সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল। যার কোন সীমা নির্ধারণ করা কঠিন ছিল।

অমুসলমানদের প্রতি প্রভাব ও অসাম্প্রদায়িক মানবতা

তিনি যেখানেই মুসলমানদের মধ্যে তাবলীগের কর্তব্য ও কর্ম বিষয়ে উপদেশাবলী দান করেছেন, সেখানে অমুসলমানদের প্রতিও কিছু বলেছেন। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ও নৈতিক আদর্শের জন্য অমুসলমানরাও তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করত, তাঁর পবিত্র মজলিসে অংশগ্রহণ করত, অগণিত ইহুদি ও খ্রিস্টানও তাঁর বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে আসত, তাদের সন্তানদের অসুখ-বিসুখ হলে তাদের জন্য দু'আ করানোর জন্য তাঁর সমীপে উপস্থিত হত। তিনি ঐ বাচ্চাদের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের সুস্থ্যতার জন্য দু'আ করতেন। "একবার এক ইহুদির সন্তান কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সমস্ত রকম চিকিৎসায়ও তার নিরাময়ের আশা না দেখে সে তাঁর খিদমতে এসে উপস্থিত হয়। তিনি বাচ্চাটির মাথায় হাত রাখেন এবং নিজের মুখে খেজুর চিবিয়ে সেই বাচ্চাটির গায়ে তুলে দেন। আল্লাহর আদেশে ঐ শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠল। ইহুদি এতে খুবই খুশি হল এবং কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাঁর হাতে হাত রেখে পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করল।"[৫৩৪]

নামাযের সময় অমুসলমানরা আসত এবং তাঁর ওজুর পানি নিয়ে চলে যেত। ফজর নামাযের পরে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা পানিভর্তি পাত্র নিয়ে তাঁর সমীপে উপস্থিত হত, তাতে হাত ডুবিয়ে দিলে সে পানি খেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীও সুস্থ হয়ে উঠত। যার ফলের বাগান ছিল, সে তাঁর ওজুর পানি নিয়ে বাগানে গাছের গোড়ায় দিত, তার বরকতে সে সব গাছ ফুলে-ফলে ভরে উঠত। তিনি যখন মাথা আঁচড়াতেন, তখন চিরুনীর সাথে চুল ঝড়ে পড়লে লোকেরা তা নিয়ে সংরক্ষিত করে রাখত। অমুসলমানরা তাকে দেখলে তাঁর প্রতি সম্মানবশত নিজেদের মাথা ঝুকিয়ে অভিবাদন জানাত এবং সওয়ারীর উপরে আসীন থাকলে তা থেকে নেমে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত।

---

[৫৩৩] আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮-৬৯

[৫৩৪] ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

একবার তিনি পায়ে হেঁটে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ইহুদি সওয়ারী তাঁকে দেখে সম্মানবশত সওয়ার থেকে নেমে এল এবং তাঁর কাছে সবিনয়ে নিবেদন করল যে, এতে আপনি সওয়ারী হোন। তিনি বললেন, আমি পায়ে হেঁটে চলা পছন্দ করি।

ফজর নামাযের পরে ইহুদি ও অমুসলিমরা আসত এবং তাঁর হাতে চুমু দিত। অনেকেই 'বাবুশ শায়খ'-এ এসে মাদরাসা ঝাড়ু দিতেন। তিনি কোথাও গেলে তাদের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দু'আ করতেন। তিনি যখন বাহির থেকে আসতেন তখন তারা বাইরে গিয়ে তাঁর সেই আসার-পথটি চেয়ে চেয়ে দেখত। বাগদাদ থেকে যারা দূরে বসবাস করত, তারা শুক্রবার ও রবিবার দিনে তাঁর কাছে আসত। তাঁর পবিত্র মজলিসে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি যে, কোনো না কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান ঈমান আনে নি।

আধ্যাত্মিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

বাগদাদের ধনীরা গাউসে পাকের মাদরাসায় আর্থিক সহযোগিতা করত। আর গরিব লোকেরা তাদের শরীরের শ্রম দিয়ে হুযুর গাউসে পাকের বক্তৃতার জায়গাটি নির্মান করে দেন। বাগদাদের প্রায় সব বয়সের লোক তাঁর এ মহৎ কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করত। আত তাদিফি বলেন- "এক মহিলা তার স্বামীকে সাথে নিয়ে এসে গাউসে পাক (রাহ.) কে বললেন, এ হল আমার স্বামী যে এখনো আমার বিয়ের মোহর দিয়ে শেষ করেনি। তার কাছে আমি আমার ২০ দিনার স্বর্ণ মুদ্রা মোহর পাওনা আছি। আমি তাকে এ মোহরের অর্ধেক মাফ করে দিয়েছি তবে এ শর্তে যে সে আপনার খানকায় কাজ করবে। স্বামী চুক্তি মেনে নিল এবং মহিলাটি সে চুক্তির লিখিত কপিটি গাউসে পাকের কাছে জমা দিল। এরপর থেকে লোকটি গাউসে পাকের খানকায় দ্বীনের খেদমতে লেগে গেলেন। তারপরেও প্রতিদিন কাজ করার পর গাউসে পাক তাকে মুজুরি দিয়ে দিতেন কারণ সে ছিল গরিব। পাঁচ দিনারের কাজ হওয়ার আগেই গাউসে পাক তার হাতে চুক্তিনামা দিয়ে বললেন যাও আজ থেকে তুমি মুক্ত।"[৫৩৫] এ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র সম্পর্কে শায়খ ইবনে ইয়াহইয়া আত-তাদিফি আরো বলেন যে,

"The reconstructed schoolhouse was completed in the year [A.H] 528. It came to be Known as Shaikh 'Abd al-Qadir's College, and he presided over its use for purposes of educational instruction, the formulation of

---

[৫৩৫] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p.16; ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

legal opinion [fatwa], and religious exhortation, along with the exercise of independent judgment [ijtihad] in matters of knowledge and practice. There he received visits and pledges of material support from all the towns and countries, near and far. A congregation of the scholars and the righteous gathered in his practical burdens, and listened to what he had to say. The situation developed to the point where he was in charge of the training of all the spiritual seekers [murid] in 'Iraq."[৫৩৬]

সংস্কারমূলক উপদেশাবলী

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর বক্তব্যের ভিতরে এবং বাহিরে মানুষদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে কিছু নিচে উল্লেখ করছি।

১. তাওবার দরজাকে গণীমত মনে করো, খোলা থাকতেই তার মধ্যে প্রবেশ কর।

২. জীবনের দরজাকে গণীমত বলে জানিও, যতদিন তা খোলা আছে ততদিন বেশি বেশি পুণ্যকর্ম করে নাও। এ জন্য যে, সে দরজা একদিন চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

৩. তাকদীর এর সাথে ঝগড়া-লড়াই ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করো না, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রতিটি ব্যাপারেই সন্তুষ্ট থাক।

৪. অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে দৃষ্টিও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, আর অন্তর আলোকিত হয়ে গেলে বান্দাহ আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যায়।

৫. বান্দাহ তার প্রভুর নৈকট্য তখনই লাভ করে যখন তাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা নেওয়া হয়।

৬. আগে নিজেকে শোধরাও তারপর অন্যকে শোধরানোর জন্য চেষ্টা করবে। এমন যেন কখনো না হয় যে, তোমার কুঅভ্যাস অন্যের উপর প্রভাব ফেলে।

৭. মোটা-মোটা কাপড় পরিধানের মাধ্যমে বুযুর্গি হাসিল হয় না, আসল বুযুর্গি তো অন্তরের। তারপর বাইরে তার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৮. ইলমবিহীন আমলে কোনো সুফল নেই। আল্লাহর কালাম পাঠ করো। তাঁর কালো অক্ষরের নীচে যে আলো লুকিয়ে রয়েছে সে আলো তোমার পাপের কালিমা দূর করে দিয়ে তোমার অন্তরকে আলোকিত করে তুলবে।

---

[৫৩৬] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 17; মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *মাসিক তরজুমান*, জানু.- ২০১৬ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

৯. সূফী হবার জন্য প্রয়োজন হল দ্বীন-দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অন্তর থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলা, বিষয়-চিন্তাকে অন্তর থেকে একেবারে বের করে দিয়ে সে অন্তরকে কেবল আল্লাহর জন্য খালি রাখা।

১০. ইলম হল জীবন আর জাহিলিয়াত হল মৃত্যু।

১১. যখন তুমি ইলমকে তোমার সবকিছু সঁপে দেবে তখন সে তার নিজের ভাগ তোমাকে দিয়ে দেবে।

১২. যে আল্লাহকে ভালোবাসে তুমিও তাকে ভালোবাস, যে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে, তুমিও তার সাথে শত্রুতা করবে। তা সে তোমার যত অন্তরঙ্গ বন্ধুই হোক না কেন।

১৩. এ দুনিয়া পরকালের শস্যক্ষেত্র, যদি তুমি এখানে ভালমতো পরিশ্রম কর তাহলে সেখানে তার ভাল পারিশ্রমিক পাবে।

১৪. আল্লাহ ছাড়া সমস্ত বস্তু থেকে তোমার হৃদয়কে পবিত্র রাখ এবং তাঁরই দরজায় ইখলাস ও তাওহীদের সততার তলোয়ার নিয়ে উপবেশন করো। আর আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য তা খুলিও না।[৫৩৭]

খলিফা, মন্ত্রী, বিচারক সবাইকে সৎকাজের উপদেশ

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সে সময়কার বাগদাদের খলিফা, উযির-নাযির, বিচারক ও রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ ব্যাক্তিবর্গ সহ সকল ধরণের মানুষকে সৎপথে চলার আদেশ দিতেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। এ ক্ষেত্রে তিনি সংকোচবোধ করতেন না। ইবনে ইয়াহইয়া আত-তাদিফি বলেন,

“According to al-Hafiz 'Imam ad-Din ibn Kathir, in his Ta'rikh [History]. He had an excellent bearing, and he normally maintained a dignified silence, except when it came to enjoining what is right and fair, and forbidding what is wrong and unfair [al-amr bi'l-ma ruf wa 'n-nahy 'ani 'l-munkar]. He never restrained his tongue from enjoining what is right and fair, and fobiddiing what is wrong and unfair, whether his targets were the Caliphs, the Viziers, the Sultans, the judges, the privileged few, of the people at large. He used to address them openly

---

৫৩৭ ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

and frankly on such matters, in public situations, from them pulpits [of the mosques], and at special gatherings and receptions."[৫৩৮]

খলিফাকে দূর্নীতি প্রতিরোদে উপদেশ

হুজুর গাউসে পাক সর্বদায় নির্ভয়ে অত্যাচারী খলিফাদের তীব্র সমালোচনা করতেন। তাঁদের ক্রিয়াকলাপের প্রবল প্রতিবাদ করতেন অত্যন্ত প্রকাশ্যভাবে। তার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হলো, খলিফা মোক্তাফি বি আম্‌রিল্লাহ সর্বজন বিদিত অসৎ অত্যাচারী আবুল ওফা এয়াহিয়াকে কাজীর পদে নিযুক্ত করায় হযরত তীব্র ভাষায় খলিফার কাজের প্রতিবাদ করে বলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর অন্যায় কাজের জন্যে অসীম করুণাময় খোদা তায়ালার সম্মুখে তিনি কি প্রকারে জবাবদিহি করবেন। খলিফা হযরতের এ প্রতিবাদ শুনে ভয়ে কম্পিত হয়ে ঐ অত্যাচারী কাজীকে অনতিবিলম্বে বরখাস্ত করেন। বক্তৃতা প্রাঙ্গণের একটি খেজুর গাছকে খলিফার সঙ্গে তুলনা করে হযরত বলেছিলেন যে, ঔদ্ধত্যের জন্য এর মাথা ছেদন করা কর্তব্য। তৎশ্রবণে খলিফা তার মন্ত্রী ইবনে হাবিরাকে হযরতের নিকট গোপনে নিবেদন করতে হুকুম করেন যে, হযরতের খলিফার বিরোধিতা করা অনুচিত, কারণ খলিফার অসীম ক্ষমতা তাঁর অবহিত নয়। ইবনে হাবিরা হযরতের সমীপে উপস্থিত হয়ে বহু লোককে তথায় হাজির দেখে খলিফার আরজ গোপনে পেশ করার সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন। এমন সময় হযরত কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ বলে উঠলেন, তাঁর মাথা নিশ্চয়ই ছেদন করা উচিত। বিচক্ষণ মন্ত্রী খলিফার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, হযরত সদুদ্দেশ্যে এবং সরলান্তঃকরণে এমন উক্তি করেছেন। অতঃপর খলিফা স্বয়ং হযরতের সমীপে হাজির হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে বসে রইলেন। হযরত তাঁকে তীব্রভাবে পুনরায় ভৎর্সনা করলে পরে খলিফা আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। হযরত তারপর তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছিলেন। হযরতের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি বশত: উক্ত তিরস্কার সুফল লাভ করেছিল।[৫৩৯] ঘটনাটি শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল তাদিফী এর গ্রন্থসহ অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থেও এসেছে।[৫৪০]

---

[৫৩৮] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 28

[৫৩৯] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৫৪০] "When al-Muqtafi bi-Abri'llah, the Commander of the Believers [Amir al-Mu'minin], appointed Abu 'l-Wafa Yahya ibn Sa'id ibn al-Muzaffar, commonly known as Ibn al-Mizham az-Zalim [Son of Push-and Shove, the Tyrant], to the office of judge, the Shaikh addressed him from the pulpit, saying: 'You have set in authority over the Muslims the most tyrannical of tyrants. What explanation will you give tomorrow [on the Day of Resurrection], in the presence

Dhaka University Institutional Repository

আমীর, খলিফা, বাদশাহ শ্রেণিভুক্ত ব্যাক্তিগণের প্রতি তাঁর আচরণ

কোন বাদশাহ নবাব, খলিফা, উজির বা আমীর-ওমরাহ যে কেউ বা সদল বলে হুজুর গাউসে পাকের দরবার অভিমুখে আসতে থাকলে তাঁদেরকে যেন উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান না দেখাতে হয় তার জন্যে হুজুর নিজে পূর্বেই অন্দরে প্রবেশ করতেন। এ বিষয়টি শায়খ আত-তাদিফিও তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন।[৫৪১]

এসব ধনী ও তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে হুজুর অত্যন্ত মামুলী ব্যবহার করতেন। তাঁদের মধ্যে কারো কোন দোষ ক্রটি ধরা পড়লে হযরত তখনি সর্বসমক্ষে তাঁদেরকে উপদেশ দিতেন। কোন খলিফার নিকট পত্র লিখার প্রয়োজন হলে তিনি নিম্নরূপ ভাষা ব্যবহার করতেন।

"আবদুল কাদির তোমাকে আদেশ করছে, তুমি তাঁর আজ্ঞাবহ, তাঁর আদেশ তোমার পক্ষে মাননীয়। তিনি তোমার অগ্রণী।"[৫৪২]

এমন পত্র পেয়ে খলিফাগণ মোটেই অসন্তুষ্ট হতেন না, বরং পত্রখানি পরম শ্রদ্ধাভরে চুমু দিয়ে সযত্নে তুলে রাখতেন।

হযরত গাউসে পাক কোন আমীর-ওমরাহ বা রাজা-বাদশাহর দরবারে উঠা-বসা করা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাদের দর্প, তেজ বা ঐশ্বর্য্যকে যেমন ভয় করতেন না, তেমনি ঈর্ষান্বিতও হতেন না। কোন বাদশাহ বা উযির তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলে দেখা না দিয়েই বিদায় দেওয়ার চেষ্টা করতেন। একান্ত দেখা করতে হলে, তাদের মন রাখা কোন কথা না বলে রাজনীতি-সম্বন্ধে উপদেশ

---

of the Lord of All the Worlds, the Most Merciful of the merciful?' On hearing this, the Caliph shook and trembled, then burst into tears, He promptly dismissed the judge concerned." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 23; Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p. 21

[৫৪১] "when he heard that the king and the vizier and other dignitaries were coming to visit him, while he was holding a session, he would get up and slip into his private apartement. Then, when they had already taken their seats, the shaikh would come back out from his private apartment. He thereby avoided having to stand up in their horror. He would use coarse language when speaking to them, and deliver his admonition to them in exaggerated terms, while they would kiss his hand, and sit in his presence with an affected air of modest humility and self-belittlement." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 82

[৫৪২] "when he engaged in correspondence with the caliph, he would write to him: 'Abd al-Qadir commands you to do such and such. As you must surely know, his command is imperative upon you and obedience to him is obligatory for you. Then having read his sheet of paper, the caliph would kiss it, saying 'the shaikh has told the truth." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 82

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে বিদায় করতেন। বড়লোকদের দেওয়া টাকা পয়সা বা পুরস্কারের প্রতি তাঁর কোনরূপ লোভ বা মোহ না থাকায় তিনি সর্বতোভাবে তাঁদের সংস্রব পরিত্যাগ করতেন।

তিনি লোকদের উপদেশ দিতে গিয়ে এক সময় বলেন, হে লোক সকল! তোমরা কখনই জীবিকার জন্য চিন্তা করো না। যিনি জীবন দান করেছে, জীবিকাও তাঁর হাতেই আছে। অত্যাচারী বা ক্ষমতাশালী রাজা বাদশাহ প্রভৃতিকে ভয় করো না, অন্যায়কে ভয় কর।[৫৪৩]

শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী গাউসে পাকের এক খাদেমের উদ্বৃতি তুলে ধরে বলেন, ”وعن الشريف الحسيني الموصلي قال: خدمت الشيخ ثلاث عشرة سنة، فما رأيته قط منها ذي سلطان ولا جلس على بساط ولا جلس على بساطه ولا أكل من طعامه، وكان يرى الجلوس على بساط الملوك ومن يليهم من العقوبات المعجلة. وكان يأتيه الخليفة أو الوزير أو نحو هما، وهو جالس فيقوم ويدخل داره، فإذا جاء خرج الشيخ من دار لئلا يقوم له“.[৫৪৪]

শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ

আবু মোহাম্মদ আল খাশশাব ছিলেন একজন স্বনামধন্য বৈয়াকরনিক। তিনি ছাত্রজীবনে একদা হযরত বড় পীর সাহেবের মাদরাসায় গিয়ে হুজুর পাকের পাঠদান শুনতে থাকেন। হুজুর গাউসে পাক তাঁকে কিছুদিন তাঁর মাদরাসায় শিক্ষালাভ করার জন্যে উপদেশ দিলেন। আবু মোহাম্মদ তাই করলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্যাকারণ শাস্ত্রের এত নতুন বিষয় শিক্ষালাভ করলেন যে ইতিপূর্বে বহু বছর চেষ্টা করেও তিনি তা আয়ত্ব করতে পারেন নি।[৫৪৫]

হুজুর গাউসে পাকের পবিত্র মাদরাসায় ছাত্রগণের আর একটি সুবিধা এই ছিল যে, জ্ঞানলাভের সঙ্গে তাঁরা খোদাভক্তি, ধর্মানুরাগ, সাধুতা, দানশীলতা স্বাবলম্বন, অল্পে তুষ্টি, লোভশূণ্যতা প্রভৃতি যাবতীয় সদগুণের জীবনাদর্শ তাঁরা সামনেই পেতেন। যার ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ মনুষত্বলাভের প্রেরণা ও সুযোগ পেতেন। শিক্ষাগ্রহণ শেষে তাঁরা স্বদেশে গিয়ে তথায় লোকশিক্ষা প্রচারের জন্য বিদ্যাপীঠ স্থাপন করে তথায় শিক্ষাদান চালু রাখতেন। এরকম সমগ্র আরবে ও ইরাকে ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শের উজ্জ্বল বর্তিকা প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছিল। দিকে দিকে জ্ঞানলাভের ও জ্ঞান

[৫৪৩] মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

[৫৪৪] আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

[৫৪৫] মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সারা ইসলামী জগতের জ্ঞানসমুদ্রে যেন এক নবতরঙ্গের হিল্লোল উঠেছিল।

সুন্নতের উপর আমল

হযরত গাউসে পাক (রাহ.) কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ আমলকারী ছিলেন। সুন্নতের বিরুদ্ধে কাউকে কোন কিছু করতে দেখলে সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন। সুন্নত থেকে মুস্তাহাব পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে তিনি নিজে আমল করতেন এবং গৃহবাসীদেরও তা আমল করার আদেশ দিতেন।

আল্লামা শারানী (রাহ.) "*তাবকাতে শারানী*" তে লিখেছেন যে, শায়খ আলী হাইসামী তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "হযরত গাউসে আ'যম তাঁর সমস্ত কাজেই আল্লাহর ওপর নির্ভর করতেন, তাঁর সত্তার উপর ভরসা রাখতেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর রাজি থাকতেন।"[৫৪৬]

হযরত শায়খ আদী ইবনে মুসাফির (রাহ.) বলেন, তাঁর তরিকা ছিল 'তাকদিরে ইলাহী মান্য করে চলা এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং জাহির ও বাতিন উভয়েরই অনুসরণ করা।

অমনোযোগীদের প্রতি তাঁর চিন্তাধারা

গাউসে পাক বলেন যে, যতক্ষণ তুমি আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসো, কেবল আল্লাহ তায়ালার জন্যেই সকল কাজ কর, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চল, ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালার কাজে সমালোচনা করবার তোমার কোন শক্তি থাকবে না, ইচ্ছা জাগবে না। হৃদয় পবিত্র করতে পারলে তবেই তোমার মাঝে উক্ত অবস্থা ঘটবে। শুধু মুখের কথায় তা ঘটেনা। নির্জন বনে ও নীরবতার দ্বারা ঐ প্রকার অবস্থা লাভ হয়। খ্যাতিলাভের চেষ্টায় থাকলে, তা লাভ হয় না। গৃহের দ্বারে তাওহিদ কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরে শির্‌ক, এটাই ভন্ডামী। হায়! হায়! বাক্যলাপে তুমি সাধুপুরুষ, ধার্মিক পুরুষ, কিন্তু কার্যত তুমি পাপিষ্ট। তুমি মৌখিকভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কর বটে, কিন্তু মনে মনে তুমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিরক্ত, অসন্তুষ্ট! মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ হে আদম সন্তানগণ! আমার নিকট হতে তোমাদের প্রতি সর্বপ্রকার কল্যাণ উপস্থিত হয়, আর অকল্যাণ আসে তোমাদের নিজেদের নিকট হতে। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমরা দাবী কর তোমরা আল্লাহর বান্দা কিন্তু দাসত্ব কর অপরের। যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর বান্দা হতে, তবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি তোমাদের শুধু প্রীতিভাবই বিদ্যমান থাকত, শত্রুভাব কখনই থাকত না।

---

[৫৪৬] ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সত্যিকার মুমিন কখনই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয় না। শয়তানের গোলামী করে না, প্রলোভনে বশীভূত হয় না। তেমন ব্যক্তি কোন বিষয়েই শয়তানের ধার ধারে না। খোদা তায়ালার আনুগত্যই তাঁর জীবনের একমাত্র সারকার্য, পৃথিবীকে তিনি থোড়াই পরওয়া করেন। পার্থিব আমোদ-প্রমোদের জন্যে তিনি কিছুমাত্র লালায়িত নন। আমোদ-প্রমোদকে তিনি হীন কাজ বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে তিনি পরজগতের ঐশ্বর্য্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত। পারলৌকিক সম্পদ লাভ ঘটলে, তাও তিনি পরিত্যাগ করে মহাপ্রভূর সঙ্গে নিজেকে সম্মিলিত করেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহর উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন কাজের আদেশ তাদের প্রতি করা হয় নি। তাঁরা প্রতিনিয়তই কেবল আল্লাহ তায়ালাতেই মশগুল থাকেন। তাঁরা শিরক ত্যাগ করেন। আল্লাহ তায়ালাকে 'এক' বলে বিশ্বাস করেন, তাঁকে বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতের একমাত্র প্রভু বলেই মনে করেন। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অপর কারো নিকট যারা কোন জিনিস পেতে চায়, তারা নির্বোধ। জগতে এমন কী জিনিস আছে যা আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত ভান্ডারে নেই? এমন পদার্থই তো নাই।

হে খোদার বান্দা! আল্লাহ পাকের বিধানে নিশ্চিন্ত থাকো। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং আল্লাহপাকের বিধানে পরিতুষ্টির সজ্জায় সজ্জিত হয়ে পুরস্কারের প্রত্যাশায় বিশ্রাম কর। এভাবে যদি অনুপ্রাণিত হতে পার তবে এমন সব জিনিস তুমি আল্লাহ তায়ালার দিক হতে লাভ করতে থাকবে, যা হয়ত তাঁর কাছে তুমি ঠিকভাবে প্রার্থনা করতে পারতে না।[৫৪৭] তাওবার বক্তৃতা বা সুসংবাদের আলোচনা করার সময় কেউ অমনোযোগী হলে তিনি তাকেই উদ্দেশ্য করে যা বলতেন, তা শায়খ আত-তাদিফি তার গ্রন্থে এভাবে তুলে ধরেন যে,

"If someone got up to leave his session, while that person was still guilty of breaking oaths or violating repentance, the Shaikh (may Allah be well pleased with him) would say:

- Hey, you there! We offered you an opportunity, but you did not respond. We tried many times to restrain you, but you would not refrain. we tried many times to make you act quickly, but you would not take prompt action. We tried many times to reprimand you, but you would not be put to shame. We have tried many times to expose you, for you know that we can see through you. We have

[৫৪৭] মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬-৭৭

Dhaka University Institutional Repository

granted you respite time and time again. for many days and months. We have welcomed you for years and endless ages, but you have grown in nothing but estrangement, and you show us nothing but iniquity.

- Hey, you there! If you were honest and truthful, You would relate harmoniously. If you were sociable and friendly, you would not enter into conflict. If you were one of our loving friends, you would not depart from our door, and you would take positive delight in our castigation!
- Hey you there! If only you had never been created! But since you have been created, if only you understood the purpose for which in you were created!
- O sleeper, wake up! Open your eyes and look to your front, for the armies of doom have come to seize you, and you would deservedly suffer the torment they bring, but for the tender grace of the All-Generous Giver [al-Karim al-Wahhab]."[৫৪৮]

সার্বক্ষণিক আল্লাহতে ভরসার শিক্ষাদান

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর বক্তৃতায় এ বিষয়ে যা আলোচনা করতেন তা হল, ওহে বিমুখ ব্যক্তি! আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। এটা যদি দূর্ভাগ্য-নিকেতনে আমার নাম শোনার অবস্থা! তাহলে সাক্ষাতের সময় অবস্থা কেমন হবে! এটা তো দুঃখ-কষ্টের গৃহই! তাহলে নি'মাতের গৃহে কী অবস্থা হবে! এটা আমার নাম আর তুমি আমার দরজায়। অতপর কী অবস্থা হবে যখন পর্দা বা অন্তরাল তুলে নেয়া হবে!

এটা তো আমার আহ্বানের মুহূর্ত। ওই সময়টা কেমন হবে, যখন আমি নিজেকে প্রকাশ করব! আশেকের অবস্থা ওই পাখীর মত, যা বৃক্ষসমূহের মধ্যে শয়ন করে নিদ্রা-বিভোর থাকেনা; নিজ বন্ধুর সাথে রাতের শেষ ভাগে নির্জনতার মধ্যে কথা বলে। তাদের অন্তরসমূহের উপর নৈকট্যের বাতাস প্রবাহিত হয়। অতপর তারা আপন রব আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আসক্ত হয়। তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে পূর্ণ সোপর্দ হয়ে স্মরণ কর! আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম ইচ্ছার সাথে

[৫৪৮] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 225-253

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণ করবেন। এর বর্ণনা আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে রয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাহলে তিনি (আল্লাহ) তার জন্য যথেষ্ট হন।"[৫৪৯]

আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) উপরোক্ত আয়াতে কারিমার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলেন- "তোমরা আমাকে আগ্রহ ও ভালবাসা সহকারে স্মরণ কর। আমি তোমাদের মিলন ও নৈকট্যের সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে হাম্‌দ ও স্তুতি সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদের অনুগ্রহ ও প্রতিদান সহকারে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে তাওবা সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদের গুনাহ্‌র ক্ষমার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমার কাছে দো'আ-প্রার্থনা সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদের দান সহকারে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে বাঞ্ছা সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদের দান করার সাথে স্মরণ করব। তোমরা নিরলসভাবে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে অনবরত স্মরণ করব। তোমরা আমাকে লজ্জার সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে বদান্যতা সহকারে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে ক্ষমা-প্রার্থনার সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদের মাগফিরাতের সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে ইচ্ছা সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে উপকৃত করার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে নিষ্ঠার সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে মুক্তিদানের সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে আমার অনুগ্রহের বর্ণনা সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফযীলত মন্ডিত করার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে আন্তরিকভাবে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের পেরেশানী দূর করার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে মুখে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে তোমাদের অভাব প্রকাশের সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমতা দানের সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে অপরাগতা প্রকাশ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে স্মরণ করে, আমি তোমাদেরকে রহমত এবং ক্ষমা করার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে ঈমান সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে জান্নাত দানের সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে ইসলাম সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে সম্মান দানের সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে অন্তর দ্বারা স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে হিজাব দূরীকরণের মাধ্যমে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে অস্থায়ীভাবে যিক্‌র সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্থায়ী যিকরের সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে অনুনয়-বিনয় সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদের মেহেরবানী সহকারে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে তোমাদের লাঞ্ছনা প্রকাশের সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি (গুনাহ) কে ক্ষমা সহকারে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে তোমাদের

[৫৪৯] আল কুরআন, ৬৫ : ৩

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধের স্বীকারোক্তি সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে তোমাদের পাপাচারাদি নিশ্চিহ্ন করার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে অন্তরের স্বচ্ছতার সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে খাঁটি নেকীর সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে সততার সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে নম্রতার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে পরিচ্ছন্নতা সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে সম্মানের সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমার সাথে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে সম্মানের সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ইজ্জত দান সহকারে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে তাক্‌বীরের মাধ্যমে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে দোযখ থেকে নাজাতের মাধ্যমে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে পাপাচার বর্জনের সাথে স্মরণ কর, আমি তোমাদের সংরক্ষণ ও পুরোপুরি প্রতিদান সহকারে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে ক্রটিবর্জন সহকারে স্মরণ কর, আমি তোমাদের বিভিন্ন দানের মাধ্যমে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে খিদমতের প্রচেষ্টার মাধ্যমে স্মরণ কর, আমি তোমাদের পূর্ণ নি'য়ামাত প্রদানের মাধ্যমে স্মরণ করব। তোমরা আমাকে তোমাদের যোগ্যতা অনুসারে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে আমার মতো করে স্মরণ করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকির মহান।"[৫৫০]

সৎ কাজের প্রতি তাঁর আদেশ

সত্য কথা ও সৎ কাজের প্রতি তাঁর ছাত্রসহ সকলকে তিনি উৎসাহ দিতেন। তিনি আদেশ করতেন যে, অবশ্যই তোমরা সৎকাজে ব্রতী হবে। কারণ যে ব্যাক্তি সৃষ্টির প্রতি সত্য হয়, তাকে আল্লাহ পাকের কাছে সত্যবাদী হিসেব পরিগণিত করা হয়। গাউসে পাক বলেন যে,

"عليكَ بالصدق في الأقوالِ والأفعالِ، خلوةً وجلوَة، سِرّاً وعلانيةً، مَعَ الله ومَعَ خلقِهِ كَتَبَكَ الله عنده صادقاُ- اترك الكذب مع الله ومع خلقه، فانك اذا متّ علي الكذب كتبكَ الله عز وجل عنده كاذباً"[৫৫১]

প্রতারণা থেকে মুক্তির উপায়

এই শেষযুগে ভণ্ডামী এবং মিথ্যা প্রবলাকার ধারণ করেছে। অতএব ভণ্ড, মিথ্যাবাদী এবং প্রতারকের সাথী হয়ো না। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমার প্রবৃত্তি মিথ্যাচারী মুর্তিপূজক এবং

---

[৫৫০] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, পাগুক্ত, পৃ. ৪০; ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮, ২৫০; আল্লামা নূর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসূফ শাত্বনুফী, (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬-২৩৮

[৫৫১] শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *نصائح الجيلاني*, পাগুক্ত, পৃ. ৩৪, ৩৫; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 254

Dhaka University Institutional Repository

আশাবাদী। তুমি এ কেমন করে সহ্য কর। তোমরা এ প্রকার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ কর। প্রবৃত্তির আদেশ কখনও মান্য করো না। তোমার প্রবৃত্তিকে বন্দী কর, তাকে মুক্ত রেখো না। যেমন ব্যবহার তার সঙ্গে করা উচিত তেমন ব্যবহার কর। কঠোর সাধনা দ্বারা প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন সম্ভব। তোমার মনে যে সকল কুপ্রবৃত্তি আছে সেগুলিকে দমন কর, তারা যেন তোমার উপর জয়যুক্ত হতে না পারে। তোমরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দাসত্ব করো না। ওটা অতি সামান্য জিনিষ। তার বিবেক বলে কোন জিনিস নেই। অতএব তার দাসত্ব করে মহান বস্তু কেমন করে লাভ করবে? শয়তান তোমাদের আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.) এর যেমন পরম শত্রু ছিল, তোমাদের তেমনই পরম শত্রু। তেমন পরম শত্রুর দিকে কেমন করে ঝুঁকে পড়বে? সুতরাং কোন সাহসে তার দাসত্ব বরণ করবে? তোমার এবং শয়তানের মধ্যে পূর্বশত্রুতা বিদ্যমান, অতএব তুমি কি করে তাকে ভুলবে? সে তোমার পূর্বপুরুষ হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়ার সর্বনাশ করেছিল। তোমাকে জয় করলে তোমারও সর্বনাশ করবে। ধর্ম-পরায়ণতা তোমার বর্ম। তাওহিদ, আধ্যাত্মিক চিন্তা, ধর্মানুরাগিতা, নির্জনবাসের চিন্তা এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাকে তোমরা স্মরণ কর। উক্ত বর্ম এবং স্মরণ শয়তানকে এবং তার সৈন্যগণকে পরাস্ত করতে সক্ষম। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন তবে কেন শয়তানের উপর জয়যুক্ত হতে পারবে না?

ইন্তিকালের পূর্বমুহূর্তে সন্তান আব্দুল ওহাব (রাহ.)-এর প্রতি উপদেশ

ইন্তিকালের পূর্বে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর পুত্র হযরত আবদুল ওয়াহাব (রাহ.) কে কিছু উপদেশ দিয়ে যান, "আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয়ের ব্যাপারে নিয়মিত হও এবং আল্লাহর উপাসনা একান্ত কর্তব্য মনে করবে। কাউকেই ভয় করবে না। কারো থেকে কিছু আশা করবে না। সমস্ত অভাব অভিযোগ, বাসনা-কামনা আল্লাহ তায়ালার নিকট নিবেদন করবে। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তাঁর নিকট হতে প্রাপ্তির আশা করবে যিনি গৌরবান্বিত ও ক্ষমতাবান। তাঁর উপর ভিন্ন অন্য করো উপর নির্ভর করিও না।"[৫৫২]

[৫৫২] "Be constant in the fear of God and his worship; do not fear any one else, nor expect anything from them: for all your necessities depend upon God, the Majestic and the Omnipotent: beg of Him for the things. Affirm the oneness of God; oneness of God is the sum total of all things."Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 52-53: শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী, *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ মোল্লা আলী কারী (রাহ.) তাঁর *‘নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির’* গ্রন্থেও এ উপদেশের কথাগুলো বর্ণনা করেছেন।[৫৫৩]

দ্বীন-এর নাজুক অবস্থা

হিজরি পঞ্চম শতাব্দিতে উম্মতের উপর স্টীম রোলার চলছিল। ওই যুগে সাধারণভাবে ইসলামের অবনতির সূচনা হয়েছিল। যদিও বাহ্যত ইসলামী সালতানাতের শাসনের পরম্পরা স্পেন থেকে আরম্ভ করে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে অবস্থা ছিল অতি মাত্রায় নাজুক। ইসলামী দুনিয়ার কেন্দ্রীয় শক্তি অর্থাৎ বাগদাদের খিলাফত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আর চতুর্দিকে ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়। শিবলী নো'মানী ও সৈয়দ সোলায়মান নদভী তাদের ইতিহাসগ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে জওযী তাঁর ‘মুনায্‌যাম’-এ ওই সময়কার ইসলামী রাষ্ট্রের যে অবস্থান বর্ণনা করেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, অপকর্ম, ব্যভিচার, পাপাচার, রাজনৈতিক বিপর্যয় এবং চারিত্রিক অধঃপতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল।

ইসলামি জগত এর পুনর্জীবন লাভ

মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ পাকের খাস রহমত হল। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি ও তাঁদের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে পুনরায় তাদের সাফল্য ও হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি হুযুর শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (রাহ.)-এর শুভ আবির্ভাব ঘটালেন। এজন্য তাঁকে দিলেন সার্বিক যোগ্যতা আর অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা। আল্লাহ পাক তাঁকে মাতৃগর্ভ থেকে বিলায়ত দিলেন। শৈশব থেকে গায়েবী আহ্বানের মাধ্যমে ‘গাউসিয়াতে কুব্‌রা’র সুউচ্চ আসনে আসীন করালেন। তারপর তাকে বাগদাদে নিয়ে আত্মনিয়োগ করালেন মুসলিম সমাজ সংস্কারে।

বস্তুত শৈশব থেকেই তাঁর সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের কল্যাণ সাধন আরম্ভ হয়। তাঁর লেখনীগুলো আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজ তথা মানব জাতির জন্য হিদায়তের আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। তাঁর কাদেরীয়া তরীকার সিল্‌সিলা বিশ্বব্যাপী চালু হয়েছে। বস্তুত পরবর্তীতে আরো কতিপয় প্রসিদ্ধ সিল্‌সিলা চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, নকশেবন্দীয়া ইত্যাদির উৎসও হচ্ছে হুযুর গাউসে

---

[৫৫৩] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

পাকের কাদেরিয়া তরীকাহ্। এ তরীকাহ্গুলোর শায়খগণ এবং এগুলোর ফয়েযপ্রাপ্তগণ আজও গোটা বিশ্বে মুসলমানদের সঠিক কল্যাণ সাধন করে যাচ্ছেন।[৫৫৪]

হুযুর গাউসে পাক ও তাঁর ফয়েযপ্রাপ্তদের অসাধারণ কারামাতগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিশ্বে অগণিত মানুষ ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হলো। তদসঙ্গে পথহারা শাসকমণ্ডলী এবং সমাজের দাপুটে গোঁয়রদের পর্যন্ত তিনি সঠিক পথের অনুসারী করেছেন। তাঁর অসাধারণ কারামাত দেখে অগণিত অমুসলামন, যারা ইসলামের জন্য হুমকি ছিল, তারাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের গৌরবকে বৃদ্ধি করলো। তাঁর প্রভাবে ক্রমশ সৃষ্টি হলেন ইসলামী যোদ্ধা, শাসক এবং দিক-বিজেতাও। সুতরাং দেখতে দেখতে গোটা মুসলিম বিশ্বে ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হল। শক্তিশালী হয়ে উঠলো মুসলিম দেশগুলো; পক্ষান্তরে দমিত কিংবা অস্তমিত হতে লাগল বাতিল শক্তিগুলো।

[৫৫৪] মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১; *মাসিক তরজুমান*, মার্চ- ২০১২ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৯

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের গৌরবময় অবস্থান গড়ে উঠার নমুনাসমূহ

মিসর ও বায়তুল মুকাদ্দাস

যে ফির্কা-ই-বাতেনিয়া মিসরে এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, তা হুযুর গাউসে পাক (রাহ.)-এর সময়ে পতন হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ৫৬৭ হিজরিতে, অর্থাৎ হুযুর গাউসে পাকের ওফাতের পর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ঘূর্ণাক্ষরের মত অস্তিত্বের পাতা থেকে মুছে গেল। তদস্থলে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী, অতঃপর সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ূবী রাজনৈতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করলেন। যাঁরা কেন্দ্রীয় খিলাফতের সাথে সম্পর্ক কায়েম করে আপন সালতানাতকে ইসলামী ঐক্যের সাথে গেঁথে নিলেন। তাঁরা পুনরায় আব্বাসীয় খলীফার নামে খোতবা পড়তে আরম্ভ করলেন। আর আপন আপন যুগে ইউরোপের সম্মিলিত তথাকথিত ক্রুসেড যোদ্ধাদের শক্তিকে কয়েকটা লড়াইয়ে পরাজিত করে বায়তুল মুকাদ্দাসকে আযাদ করে নিয়েছিলেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর দর্শনের প্রভাব

হযরত মাওলানা আবুদল কাদির ইরবিলী (রাহ.) বলেন, "শায়খ নূরুল্লাহ্ ফকীহ শায়খ হাসান কুতুবীর 'হাফীদুল লাতাইফিল কাদেরিয়া'য় লিখেছেন, শায়খুল ওয়াসিলীন মুঈনুল হক ওয়াদ্দীন কুদ্দিসা সির্রুহুল হুযুর গাউসে আ'যম (রাহ.)'র নিকট ইরাক চাইলেন। তখন তিনি বললেন, এটা তো আমি শিহাবউদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে দিয়েছি, আপনাকে হিন্দুস্তান দিচ্ছি।"[৫৫৫]
এর প্রভাব খেয়াল করলে দেখা যায় যে, এর ফলে ইরাকে সোহরাওয়ার্দীয়া সিলসিলা এবং হিন্দুস্তানে চিশতিয়া তরীকার প্রসার বেশি হয়েছে।

অনুরুপ নকশ্বন্দিয়া তরীকার উপরও হুযুর গাউসে পাকের ফয়েয প্রতিফলিত হয়েছে। সিলসিলাহ-ই-কাদেরিয়া আদ্যোপান্ত ফয়যে ভরপুর। যে যা পেয়েছেন এ দরজা থেকেই পেয়েছেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহ.) বলেন- "জল-স্থল, নগর-গ্রাম, নরমভূমি-পর্বতমালা, মরুভূমি-

---

[৫৫৫] হযরত মাওলানা আবুদল কাদির ইরবিলী (রাহ.), *তাফরীহুল খাতির ফী মানাকিবিশ্ শায়খ আবদুল কাদির জিলানী*, মাকাতাবাতে তাওফিকী, প্র. ১৯৯৮খ্রি. কায়রো, মিশর, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

মরুদ্যান, এমন কোন স্থান বা ভূখণ্ড কি রয়েছে, যেখানে আপনার বেলায়তী ক্ষমতার ছোঁয়া লাগেনি?”[৫৫৬]

হুযুর গাউসে পাক হলেন গোটা মুসলিম জাহানের জন্য পুনরায় জাগ্রত হয়ে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রেরণার শক্তিশালী উৎস। তাঁর তরীকা ও আদর্শ হচ্ছে আত্মশুদ্ধি ও কামিল ইনসান হবার অব্যর্থ মাধ্যম।

মুহিউদ্দিন উপাধি লাভ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানব জাতির হিদায়তের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটলেও হিদায়তের দ্বার সদা উন্মোচিত ছিল, কখনও বন্ধ হয়নি। আওলাদে রাসূল, আউলিয়া কেরাম ও সত্যিকারের নায়েবে রাসূল ওলামাগণ কাল-কালান্তরে হিদায়তের প্রজ্জ্বলিত এ মশাল কে সদা অনির্বাণ রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং আছেন। পাশাপাশি মহান আল্লাহ্ এ দ্বীনের সংস্কারের জন্য প্রতি শতাব্দীতে একজন করে মুজাদ্দিদ বা দ্বীনের সংস্কারকও প্রেরণ করে থাকেন।

আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জল পুরুষ শায়খ জুনায়েদ বাগদাদী (রাহ.) একবার বলেন যে, ‘হিজরী ৫ম শতাব্দীর শেষে সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী নামে একজন জগত বিখ্যাত মুজাদ্দিদ পৃথিবীতে আগমন করবেন। তিনি হবেন পারস্যের অন্তর্গত জিলানের অধিবাসী এবং মুহিউদ্দিন উপাধিতে তিনি ভূষিত হবেন।”[৫৫৭]

কাজী আবু সাঈদ মুবারক বিন আলী মোখররামী (রাহ.) গাউসে পাকের ফিক্‌হের উস্তাদ ছিলেন। এ উস্তাদ শিক্ষাদান কালে প্রায়ই বলতেন- “হে আবদুল কাদির! সে সময় অতি নিকটবর্তী যখন তোমার আস্তানায় বিশ্বাসীগণ মৌমাছির ন্যায় ভিড় জমাতে থাকবে এবং তুমি ইসলাম ধর্মকে নব জীবন দান করবে এবং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি তোমার দ্বারা মহিমা ও গরিমা হাসিল করবে।”[৫৫৮]

---

[৫৫৬] بحر وبر شہر سہل ی دشت وچمن   کون سے چک چہ چنہچا نہیں دعوای تیرا
মাসিক তরজুমান, মার্চ- ২০১২ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২৩

[৫৫৭] মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৫৫৮] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাকারীদের সনদ উল্লেখ পূর্বক ইমাম শাতনূফী (রাহ.) এই বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন- আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ফক্বীহ আবুল ফারাজ আবদুস সামী'[৫৫৯] ইবনে আলী ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম বাগদাদী বসরী হাররী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন দু'জন শায়খ- শায়খই শরীফ আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ, ওরফে ইবনে মানসূরী ও শায়খ আবুল হাসান আলী[৫৬০] ইবনে সুলায়মান ওরফে নানাবাঈ। আর আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ বলেছেন, আমাদেরকে দু'জন শায়খ খবর দিয়েছেন ঃ শায়খ আবুস্ সা'ঊদ আহমদ ইবনে আবূ বরক হারীমী ওরফে মুদাল্লাল, বাগদাদে ও শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে কাইদুল আওয়ানী। এবং শায়খ আবুল হাসান বলেছেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন দু'জন শায়খ-ইমরান কীমাতী ও বায্যার। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, "আমাদের শায়খ ইমাম মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) কে বলা হল- এমতাবস্থায় যে, আমরা তাঁর নিকট ছিলাম, আপনার নাম 'মুহিউদ্দীন' হবার কারণ কি? তিনি বললেন, আমি একবার আমার কোন সফর থেকে ৫১১ হিজরীতে জুমু'আর দিনে বাগদাদে খোলা পায়ে ফিরে আসছিলাম। তখন এক রুগ্ন ব্যক্তির পাশ দিয়ে, যার রং বিগড়ে গেছে, শরীর ক্ষীণ হয়ে গেছে। তখন সে আমাকে দেখে বলল, আসসালামু আলায়কা ইয়া আবদাল কাদির! তার সালামের জবাব দিলাম। সে বলল, আপনি আমাকে বসিয়ে দিন। আমি তাকে বসিয়ে দিলাম। তখনই তার দেহ সুস্থ হয়ে বাড়তে লাগল। তার আকৃতি সুন্দর ও সুঠাম হয়ে গেল। তার গায়ের রং পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি তাতে ভয় পেয়ে গেলাম। তখন সে বলতে লাগল, আপনি কি আমাকে চিনেন? আমি বললাম, না তো। সে বলল, আমি হলাম দ্বীন ইসলাম। আমাকে আপনি যেমন দেখেছিলেন, আমি তেমনি দুরবস্থার শিকার হয়ে গিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার মাধ্যমে পুনর্জীবিত করে দিয়েছেন। আর আপনি হলেন 'মুহিউদ্দীন'। আমি তাকে রেখে জামে মসজিদের দিকে এলাম। তখন আমি এক ব্যাক্তির সাক্ষাৎ পেলাম। সে আমার জন্য জুতো এনে রাখলো আর বলতে লাগল, 'হে আমার সরদার মুহিউদ্দীন।' আমি যখন নামায সমাপ্ত করলাম, তখন লোকেরা আমার দিকে ছুটে আসল, আমার হাতে চুমু খাচ্ছিল, আর বলছিল, 'হে মুহিউদ্দীন!' ইতোপূর্বে আমাকে যে নামে ডাকা হতো না।"[৫৬১]

---

[৫৫৯] ওফাত কায়রোতে ৬৬৯ হি.।

[৫৬০] রুটি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা। ওফাত বাগদাদে ৬৩৩ হি.।

[৫৬১] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪, ১৮৫; মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪; মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫; শায়খ তাদিফী (রাহ.) বলেন, "I felt afraid of him, but he said, 'do you know who I am? When I replied. O Allah I do not. He said, I am the

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ উপরোক্ত ঘটনাটিকে গাউসে পাক স্বপ্নে দেখেছেন বলে মতামত দিয়েছেন।[৫৬২] আবার অন্য বহু গ্রন্থে এই ঘটনাটিকে বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে বলে জোরালো মন্তব্য করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.) এর '*নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির*' অন্যতম।[৫৬৩] জগৎবিখ্যাত উলামায়ে কিরামদের কিতাবসমূহে উক্ত ঘটনাটিকে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবেই সংঘটিত হয়েছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে উক্ত দিনটি ছিল **৫১১** হিজরীর শুক্রবার। তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং যাওয়ার পথেই উপরোক্ত বিষয়টি তাঁর সাথে ঘটে। এরপর তিনি ঐ দিনেই জুমার নামায পড়াতে গেলে উপস্থিত মুসল্লিগণ তাঁকে 'মুহিউদ্দিন' বলে সম্বোধন করতে থাকে।[৫৬৪]

Religion. I had already died and been forgotten, but then, through you Allah (Exalted is He) restored me to life after my death. When I was about to perform the ritual prayer the people came rushing up to me, kissing my hand and saying, O Muhyi'd-Din!" Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 237-238;
"On a Friday in 511 A.H., the Hazrat was coming bare footed to Baghbad. On the way a sick and lean person accosted the Hazrat with the customary exclamation of "peace be on you." When the Hazrat gave the usual reply of . 'peace be on you also,' the person requested the Hazrat to help him to sit up. after the necessary help had been given the person began to grow big in stature. The Hazrat became a little frightened. The person asked the Hazrat if he said. 'I am the religion of your grandfather. I become diseaseed and miserable. God has revived me through your help." After this incident the Hazrat proceeded to the Juma mosque to say his prayers. A person came to him and gave him a pair of shoes addressing him as Muhyiuddin (reviver of religion). After the prayers many persons came to him, kissed his hands and called him Hazrat Muhyiuddin. Before this period none had called him by that time." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 18;
শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন-
هذا وقد قيل للشيخ ما سبب تلقبك بمحي الدين، قال: رجعت من بعض سياحاتي مرة في يوم الجمعة ففي سنة إحدى عشرة وخمسمائة إلى بغداد حافياً، فمررت بشخص مريض متغير اللون نحيف البدن، فقالل لي: السلام عليك يا عبد القادر، فرددت عليه, فقال لي: ادن مني، فدنوت منه، فقال أجلسني فأجلسه، فنما جسده وحسنت صورته وصفا لونه، فخفت منه، فقال: أتعرفني، قلت: لا، قال: أنا الدين كنت قد دثرت كما رايتني وقد أحياني الله أنت محيي الدين، وما دعيت بها من قبل আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৫৬২] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৫৬৩] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

[৫৬৪] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫; সূফি সৈয়দ নাসীর উদ্দীন হাশেমী ক্বাদেরী, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন শেখ সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কেবল দ্বীনের সংস্কারক ছিলেন না বরং ইসলাম বা দ্বীন ইসলামের একজন পুনরুজ্জীবনকারীও ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সে দায়িত্ব দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই তিনি 'মুহিউদ্দীন' বা দ্বীনের পুনরুজ্জীবনকারী হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। কারন তিনি এমন যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হন যখন ভিন্নধর্মী দর্শন মুসলিম শিক্ষা ও চিন্তার জগতকে দারুণভাবে বিভ্রান্তির কালো থাবায় বিস্তার করে ফেলছিল। শিরক, কুফর ও বিদআত নিত্য নবরূপে সঞ্চারিত হচ্ছিল মুসলিম মননে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। তাওহীদ ও রিসালাতের পথ থেকে কেউ কেউ ছিটকে পড়ার উপক্রম হচ্ছিল।

অন্যদিকে খ্রিস্টান জগত তদানীন্তন মুসলিম দুনিয়াকে ধবংস করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সে সময় উম্মতে মুহাম্মদী ও ইসলাম কে সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য তাঁর মত একজন মুজাদ্দিদের, একজন পথ প্রদর্শকের, একজন মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। একজন মহান গাউস, একজন দ্বীনকে পুনর্জীবিতকারী তথা মুহিউদ্দীন হয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন। এমনি সময়ে তিনি সঠিক ইসলামের পথে মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন তাই তিনি 'মুহিউদ্দীন' উপাধিতে ভূষিত হন।[৫৬৫]

ভারতীয় উপমহাদেশের অসংখ্য আলেমের উস্তাদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রাহ.) তাঁর স্বীয় রচনা '*শামায়েলে এমদাদীয়া*'য় আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে 'দ্বীনের ডুবন্ত জাহাজ উদ্ধারকারী' বলে উল্লেখ করেন।[৫৬৬]
গাউসে পাক নিজে কাসিদার মধ্যে বলেন যে,

أَنَا الحَسَنِيُّ الأَصْلِ عَبْدٌ لِقَادِرٍ   دُعِيْتُ بِمُحْيِي الدِّينِ في دَوْحَةِ العُلَا[৫৬৭]

ধর্মের পূণর্জীবন বিষয়ে খাজা মুঈনুদ্দিন সানজারী (রাহ.)-এর অভিমত

হযরত খাজা গরীব নাওয়ায বলেছেন- "যদি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম মৃতকে জীবিত করে থাকেন, তবে (হে গাউসে আ'যম!) আপনি হুযুর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনে প্রাণের সঞ্চার করেছেন। সমগ্র বিশ্ব আপনাকে 'মুহিউদ্দীন' (দ্বীন ইসলামকে

---

৫৬৫ মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; সৈয়দ মাও. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আযহারী, *মাসিক তরজুমান*, ফেব্রুয়ারী-২০১৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৫৬৬ মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৫৬৭ ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

পুনরুজ্জীবিতকারী) বলে স্মরণ করে! ওগো গাউসে আ'যম! আপনার সৌন্দর্য্যের প্রতি তারা প্রাণোৎসর্গকারী।"[৫৬৮]

সপ্তম অধ্যায়

আধ্যাত্মবাদে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অবদান

[৫৬৮] মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২; *মাসিক তরজুমান*, মার্চ- ২০১২ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মবাদে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অবদান

আধ্যাত্মিকতার পরিচয় ও বিকাশধারা

আধ্যাত্মিকতার পরিচয় সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ট আলেমগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন,

১. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রাহ.) বলেন "ইলমুত তাসাওউফ এর অর্থ আল্লাহর জন্য হৃদয়কে শূন্য করা এবং তাঁকে ছাড়া সবকিছু তুচ্ছ জ্ঞান করা।"[৫৬৯]
২. জুনাইদ বাগদাদী বলেন, "তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিকতার মানে হল, হক তোমার থেকে সকল প্রকার কুকর্মকে মেরে ফেলবে এবং সত্যেও জন্যই তুমি বেঁচে থাকবে।"[৫৭০]
৩. ইবনে খালদুন বলেন, "তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিকতা হলো শুধু আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হওয়া ও দুনিয়ার প্রতি বিরাগভাজন হওয়া। আর এ তাসাওউফের প্রকাশ সাহাবি ও তাবেঈনের যুগে হয়েছিল।"[৫৭১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদুনের যুগ অতিবাহিত হলে মানুষ ক্রমে ক্রমে আল্লাহর রাস্তা হতে দূরে সরে পড়ে। তখন মুসলিম সমাজে এমন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের প্রয়োজন দেখা দেয়, যাঁরা তাদেরকে পুনরায় আল্লাহর রাস্তায় ধাবিত করবেন। আল্লাহর অসীম রহমতে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়। এরাই ছিলেন বিখ্যাত সেসব সুফিসাধক। এদের ইখলাস ও রিয়াজতের ফলে পুনরায় মানব অন্তঃকরণ আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। পুনরায় সমাজে নবজাগরণ আসে। মুসলিমরা দুনিয়ার ভোগ লালসা ত্যাগ করে পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে লেগে যায়। প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মবাদ হলো ইসলামী শরীয়তের মগজ। এটি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আধ্যাত্মবাদ বা ইলমে মারিফত ছাড়া শরীয়ত অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। কুরআন-সুন্নাহ থেকেই তাসাউওফের উৎপত্তি। মহান সূফী

[৫৬৯] تجريد القلب لله تعالي واحتقار ما سواة ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি, *ইতমামুদ দিরায়াহ লি কুরবাইন নিকায়াহ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ১৯৮৫ খ্রি., বৈরুত, লেবানন, পৃ. ২১১

[৫৭০] প্রফেসর ড. আবুল বয়ান মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, *তাসাউফ তরিকত উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ফেব্রু ২০১৮ খ্রি., ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৩

[৫৭১] ইবনে খালদুন, *মুকাদ্দিমাতু ইবনি খালদুন*, দার আল-কলম, ১৯৮১ খ্রি., বৈরুত, লেবানন, পৃ. ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

জুনাইদ বাগদাদী (রাহ.) বলেন, "যে কুরআন মুখস্থ করেনি, হাদিস লিখেনি- আধ্যাত্মবাদে তার অনুগামী হওয়া যাবে না। কারণ আমাদের এ জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ।"[৫৭২]

আধ্যাত্মবাদের অনুশীলন বা ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল সাহাবিদের যুগ থেকেই। তখন এটা তাযকিয়াতুন নাফস, যুহদ ও ইহসান নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এ ইলম ইলমুত তাসাউওফ বা আধ্যাত্মবাদ নাম পরিগ্রহ করে। সে যুগে আল্লাহর অভিমুখী মানুষদেরকে যাহিদ, আবিদ ও নাসিক ইত্যাদি বলা শুরু হয়। সাহাবিদের যুগে বিশিষ্ট সাহাবিগণ ও আসহাবে সুফফার সাহাবিগণের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আবিদ ও যাহিদ হিসেবে দেখা যায়।

এরপর তাবেঈদের মধ্যে এমন একদল মানুষের আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এরা শরীয়ত সম্পর্কে যেমন পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতেন, তেমনি নিখুঁতভাবে শরিয়তের আমলের ক্ষেত্রেও ছিলেন অতুলনীয়। তাদের মধ্যে ইবাদত, আল্লাহভীতি ও আল্লাহর জন্য সার্বক্ষণিক রোনাজারি ইত্যাদির প্রাধান্য দেখা দেয়। বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে সুফিয়ায়ে কিরামের ভূমিকা সর্বজনবিধিত। তাঁরা উন্নত চরিত্র, উদার ভাবধারায় এত সহজে মানুষের অন্তরকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা শক্তি ও তলোয়ারের মাধ্যমে সম্ভব হয়নি।

মানবজাতির হেদায়াতের ক্ষেত্রে তাঁদের দু'টি দিক সর্বাধিক প্রণিধানযোগ্য। একদিকে আদর্শ, উন্নত চরিত্র, উদারতা, সর্বসাধারণের সাথে মেলামেশা, বিনম্র মনোভাব, উত্তম মুয়ামালা ইত্যাদিতে তাঁরা ছিলেন অদ্বিতীয়, ফলে তাঁরা খুব সহজে খুব দূরের মানুষকে কাছে টানতে এবং শত্রুকেও বশ করতে সক্ষম ছিলেন। যেমনটি দেখা যায় হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর সাফল্যমণ্ডিত জীবনে।

অন্যদিকে তাঁদের ওয়াজ-নসিহতের মাহফিল ও বৈঠক, যাতে মুসলিম ও অমুসলিম সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল উন্মুক্ত। ফলে তাঁদের আলোচনা দ্বারা মানুষের জীবনে এক আমুল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতো। প্রাথমিকভাবে মজলিস আরম্ভ হতো দুই তিনজনকে নিয়ে, কিন্তু তাঁদের মধুরবাণী ও সুমিষ্ট ওয়াজ-নসিহতে মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক আসতে শুরু করত। এমনকি তাঁদের এক একটি মজলিসে হাজারেরও অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করত। তাঁদের মাদরাসাসমূহে বসার

---

[৫৭২] من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث لايقتدي به في هذا الامر لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة
প্রফেসর ড. আবুল বয়ান মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

জায়গা সংকুলান হতো না। তাঁরা শহর ও গ্রামের সড়ক-মহাসড়ক, বিভিন্ন জনপদে ওয়াজ-নসিহত করতেন। এভাবে তাঁরা বছরের পর বছর মানুষকে হেদায়াত করতেন। ফলে তাঁদের প্রায় এমন কোনো মজলিস থাকত না যেখানে অন্য ধর্মালম্বী ইসলাম গ্রহণ করত না। পাশাপাশি অসংখ্য ডাকাত, খুনি, পাপাচারী ও অপরাধী তো আছেই যারা তাঁদের হাতে তাওবা করত, সঠিক পথে ফিরে আসত।

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এমন সব আধ্যাত্ম সাধনা করেন, ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার। যিনি সারারাত এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা এক করেননি। আর লাগাতর পনেরো বছর ধরে প্রতিরাতেই নামাযের মধ্যে একখতম করে কুরআন পাঠ করেছেন। গাউসে পাক (রাহ.) বলেন, "এমনও সময় কেটেছে যে, তিন থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত না কোনো পানাহার করতে পেরেছি, আর না ঘুম বা বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ হয়েছে।"[৫৭৩]

অল্প কিছু যিকির-আযকার আর সাধনার পরই যেসব মূর্খ নামায বন্দেগী ছেড়ে দেয়, শরীয়তের সকল বিধান থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে। গাউসে পাক থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। যেসব অসাধু সাধক বলে বেড়ায় যে, আমাদের বাহ্যিক নামায মাফ হয়ে গেছে, তাদের এ ভণ্ডামী সম্পর্কেও আমরা সচেতন হতে পারি তাঁর কঠিন রিয়াজত দেখে। বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সাধনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তরীকতের কোন স্তরই শরীয়তের অনুসরণ ব্যতিরেকে অর্জিত হতে পারে না। নিজেকে শরীয়তের আওতামুক্ত করে মা'রিফতের ও তরীকতের সাধনার দাবিদার নিঃসন্দেহে কপট ও মিথ্যাচারী।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার পথে ত্যাগ-তিতীক্ষা

মানুষের নীচ প্রবৃত্তি বা নফস্ আম্মারা কে দমন করার জন্যে কঠোর তপস্যা হচ্ছে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের একটি সোপান বিশেষ। হুজুর গাউসে পাক পাঠ্যাবস্থাতেই সাধনা শুরু করেছিলেন। "কেননা একাদিক্রমে তিনি বহুদিন যাবৎ অনশনে দিন যাপন করেছেন, অথচ কারো নিকট থেকে কোনরূপ সাহায্য প্রত্যাশা করেননি।"[৫৭৪]

---

৫৭৩ শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬

৫৭৪ মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

শরীয়তের বিদ্যা পুরোপুরি সমাপ্ত করার পর তিনি বাগদাদ শরীফ ত্যাগ করার সংকল্প করেন। কারণ তৎকালে বাগদাদ ছিল বিলাসিতা বেশরা-বেশরীয়তি কার্যের লীলাভূমি। তখনকার ইতিহাস পড়লে জানা যায়, সমগ্র প্রাচ্যদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী ছিল এ বাগদাদ। এটি ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগম স্থল। সারাবিশ্বের শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সংস্পর্শের দরুণ ইসলাম ধর্ম তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও পবিত্রতা থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছিল। হযরত বড়পীর সাহেব বাগদাদ থেকে তাঁর পূণ্য জন্মভূমি জিলানের পথে রওনা হয়েছিলেন। হালবার দ্বারে উপস্থিত হওয়ার পর হঠাৎ কে যেন তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলল, আবদুল কাদির (রাহ.) বাগদাদ ত্যাগ করো না। তোমার দ্বারা বাগদাদবাসীগণ এবং ইসলাম ধর্ম নতুন জীবন লাভ করবে।

এ ঘটনার কিছুদিন পর হযরত এক যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা অনুভব করেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা জানান, যেন কোন ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি তাঁর নিকট এ অবস্থার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে দেন। পরদিন প্রত্যুষে সে উদ্দেশ্যে হযরত বাইরে বেরিয়ে দেখেন জনৈক ব্যক্তি আপন দ্বারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল তুমি কি জন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছ? কিন্তু হযরত তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান না করায় ঐ ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে দ্বার রুদ্ধ করেন। হযরত ঐ স্থান ত্যাগ করার পরপরই বুঝতে পারেন যে, ঐ ব্যক্তি একজন অলি আল্লাহ। কিন্তু পূনরায় সেখানে প্রত্যাবর্তন করলেও হযরত আর ঐ লোককে দরজায় দেখতে পাননি। পরে হযরত বড়পীর সাহেব ঐ ব্যক্তিকে হযরত হাম্মাদ আল-দাব্বাস বলে চিনতে পারেন, যিনি সে সময়ের একজন বিখ্যাত কুতুব ছিলেন এবং সরবত বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কথিত আছে, তাঁর সরবতে কখনও মাছি বসত না। এরপর হতেই হুজুর গাউসে পাক প্রায়ই হযরত হাম্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন, আমার মধ্যে আধ্যাত্মিক অবস্থা এমনভাবে জয়ী হল যে, আমি কিছুতেই সেগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারতাম না। আল্লাহর নিকট মনে প্রাণে প্রার্থনা করছিলাম, যদি আল্লাহ ঐ সকল বিষয়ের মীমাংসা করতে সক্ষম এমন একজন লোকের সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দেন, তাহলে ভাল হয়। সত্যি সত্যিই কিছু সময়ের মধ্যে পীর হাম্মাদ আল-দাব্বাসের সঙ্গে আল্লাহ আমার সম্মিলন ঘটিয়ে দিলেন। যার রহস্য বের করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়েছিল, তিনি তার রহস্য বা মর্ম আমার নিকট উৎঘাটন করেন। আমি বিদ্যাশিক্ষা করবার মানসে তাঁর নিকট থেকে দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে তিনি বলতেন, আমার কাছে কেন এসেছ? তুমি ফকিহগণের নিকট যাও। তা শুনেও আমি চুপ করে বসে থাকতাম। তিনি আমাকে বহু কষ্ট দিতেন, আমাকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রহার করতেন। বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়ে ফিরে আসলে, তিনি আমাকে বলতেন, 'আমার কাছে আজ বহু হালুয়া রুটি এসেছিল, আমি তা খেয়েছি তোমার জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখিনি। তিনি আমাকে কষ্ট দিতে থাকায় তাঁর দেখাদেখি তাঁর শিষ্যগণও এমন করলে তিনি তাদেরকে আমার অবর্তমানে বলতেন, 'হে কুকুর সকল। কেন তোমরা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছ, আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে তাঁর তুল্য কোন ব্যক্তি নেই। আমি তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে কষ্ট দিয়ে থাকি, তাঁকে আমি অটল পর্বতের মত দেখেছি। অবশেষে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) হযরত হাম্মাদ (রাহ.) কে তাঁর প্রধান শিক্ষকরুপে গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত বড়পীর সাহেব নিজের নফ্স বা রিপুকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বহুভাবে অনেক সময় নিজের নাফসকে কষ্ট দিয়েছেন। গায়ে একটি সামান্য পশমী লম্বা জামা বিশেষ ও মাথায় একখানা রুমাল দিয়ে খালি পায়ে কাঁটাবনের উপর দিয়ে চলতেন। পা জুতো পরার সাধ করে বলে তাকে শাস্তি দিতেন। কাঁটা, শাক-সবজির ছাল যা লোকে না খেয়ে ফেলে দেয়, নদী-উপনদী হতে ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে লালসা কে দমন করতেন। তিনি বলেছেন, যে পথ আমার কাছে ভয়ের বলে মনে হত, আমি ঐ পথেই চলতাম। নিজের রিপুকে দমন করার জন্যে কঠোর সাধনায় ফেলতাম। আল্লাহ তায়ালার দেওয়া আত্মা সম্বন্ধীয় অবস্থা আমার ওপর প্রভাব ফেলত, তাতে আমি আবিষ্ট হয়ে দিনরাত মাঠে গিয়ে চিৎকার করতাম। মুখ নীচু করে মাটিতে পড়ে থাকতাম। লোকের কাছে বোবা ও পাগল বলে প্রসিদ্ধ হতাম। কখনো দুনিয়ার খেয়াল আমার থাকত না। আমাকে মৃত মনে করে লোকজন হাসপাতালে নিয়ে আসত। তারপর কাফন ও গোসল প্রদানকারীকে ডেকে আনত গোসল দেওয়ার জন্যে। আমাকে জানাযার জন্য শোয়াত এবং সে বিশেষ অবস্থাও আমার থেকে চলে যেত। এবং আমি খেয়ালে ফিরে আসতাম।

নাফসের দমন

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন, আমি প্রথম জীবনে যে সাধনার পথেই নিজেকে সমর্পণ করতাম, তাতে অটল থেকে দৃঢ় আলিঙ্গনের সঙ্গে তা ধারণ করতাম। মাদায়ন[৫৭৫] নামক শহরের ধ্বংসস্তুপের ভিতর বাস করে নির্জন সাধনার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। যে সমস্ত জিনিস লোকে খায় ঐ সমস্ত জিনিসের খোসা, অখাদ্যাংশ, অর্থাৎ যা লোকে ফেলে দেয় এক বছর তাই

---

[৫৭৫] এটা বর্তমান বাগদাদ শরীফ থেকে পনের মাইল দূরবর্তী প্রাচীন নগর নওশেরওয়া, এজদেগান, কারখসরু প্রভৃতি পারস্য সম্রাটগণের ভূবন ভুলানো প্রাসাদপূর্ণ রাজধানী। এ নগর থেকে বহু সম্পদ সংগ্রহ করেই খলিফা আল মনসুর বর্তমান বাগদাদ নগরীর গোড়াপত্তন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

খেতাম। দ্বিতীয় বছর পানি পান করতাম না। খাদ্যবস্তুর পরিত্যক্ত অংশও খেতাম না। তৃতীয় বছর কোন প্রকার পান ও আহার করতাম না, ঘুমাতাম না।[৫৭৬] একদিন কঠোর শীতের রাতে খসরুর প্রাসাদে শুয়েছিলাম। কোন কুরিপু উত্তেজনা প্রকাশ করায় তাকে শাস্তি দেওয়ার মানসে একই রাতে চল্লিশবার উপনদীতে গোসল করে নিদ্রা আসার ভয়ে ওপর তলায় স্থান নিয়েছিলাম।

আমি বাগদাদের বাইরে বিভিন্ন স্থানে কয়েক বছর ছিলাম, তখন 'বোরদী' শাক ও 'কোন্দল'[৫৭৭] ছাড়া অন্য কিছুই খাইনি। প্রবাসে আমার সাধনার প্রথম অবস্থায় আত্মা সম্বন্ধীয় হাল বা বিশেষ অবস্থা আমাকে বেষ্টন করত। আমি তা নিজের দখলে আনতাম। নিজেকে ভুলে যেতাম। অচৈতন্য হয়ে রেগে ছুটে যেতাম। যখন আমার নিজের প্রতি খেয়াল আসত তখন দেখতাম অনেক দূরে এসে পড়েছি। কখনো আবার আমি বাগদাদের উৎপন্ন স্থানে ছিলাম, এ অবস্থায় আত্মিক হাল জাগ্রত হওয়ায় আত্মবিস্মৃতি ঘটে, আমি বেগে ক্ষণকাল মাত্র চললাম। আত্মস্মৃতি জাগবার পর দেখি, বাগদাদ হতে বার দিনের পথ দূরবর্তী 'শোস্তার' শহরে এসে পড়েছি।

আমি বাগদাদে না থেকে বাগদাদের নির্জন স্থানে দিবারাত্রি বসে থাকতাম। সাধনার প্রথমে পাপরিপু দলে দলে নানা প্রলোভনরূপ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আমার নিকট হাজির হল, আমি কঠিন দৃঢ়তার সাথে তাদের পরাজিত করলাম। সংসারে আবদ্ধ করবার মত সাংসারিক ষড়যন্ত্রের জাল, চক্রান্ত ও ছলনা পদ্ধতি সকল আমার সম্মুখে হাজির হল। এক বছর কঠিন সাধনার দ্বারা সেগুলি বিনাশ করলাম। তারপর আমার কাছে অন্তরের অবস্থা প্রকাশিত হল। আমি অন্তরকে বাসনা কামনা দ্বারা বহু সম্বন্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেখে, ঐগুলি থেকে মুক্ত হবার জন্য পরের বছর আত্মনিয়োগ করলাম। কঠিন সাধনায় আমার অন্তর সেগুলো থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত হল। এরপর রিপুর স্থায়ী ব্যাধিগুলি আমার কাছে মুক্ত হলে দেখতে পেলাম তার ভোগ বিলাসের লিপ্সাগুলো জীবিত। তারপরের বছর কঠিন সাধনায় রিপুর অন্তরের ব্যাধিগুলো দূরীভূত হল, কুরিপুগুলো বশ্যতা স্বীকার করল।

---

[৫৭৬] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 36

[৫৭৭] মৌলবী মোহাম্মদ স্বরচিত 'সীরাতে গাউসে আযম' নামক কিতাবে লিখেছেন যে, 'কোন্দল' এক প্রকার উদ্ভিদ বিশেষ। ইহা পানির কাছাকাছি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর পাতাগুলি পিঁয়াযের পাতার মত গোল, কিন্তু তা পিঁয়াযের পাতার চেয়ে অনেক বড় এবং ভিতরে ফাঁপা নয় বরং ভরাট। আরবী ভাষায় একে 'বার্দী'(بردى) এবং ফার্সী ভাষায় 'লাখ' (لخ) বলে, মুন্তখাবুল লোগাতে লেখা আছে, বার্দী (بردى) এক প্রকারের উদ্ভিদ, এর শাখা ও পাতা দ্বারা চাটাই বুনান হয়। ফার্সী ভাষায় এর নাম 'লাখ'। এটা মালয় অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। যেহেতু এর গোড়ার দিকের অংশ কিছু মিষ্ট; কাজেই গ্রামের লোকেরা একে ইক্ষুর মত চিবিয়ে খায়।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আমি খোদার ওপর নির্ভরশীলতার প্রতি আগ্রহি হলাম। যে দরজা দিয়ে গমন করলে মহান আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করার শক্তি পাওয়া যায়, সে দরজায় উপস্থিত হয়ে অসংখ্য বাঁধা-বিপত্তি দেখতে পেলাম। কিন্তু সমস্ত বাঁধা-বিঘ্নই দৃঢ় সাধনার দ্বারা অতিক্রম করলাম। তারপর আমি সম্পদসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দরজায় উন্নীত হয়ে তথাকার বাঁধা-বিঘ্ন অতিক্রম করলাম এবং নিরাকাঙ্ক্ষী হওয়ার দ্বারে উপনীত হলাম। লক্ষ্যস্থানে যাওয়ার জন্যে উক্ত দ্বারের বাধাগুলোও বিনাশ করলাম। অতঃপর ধীরে ধীরে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের সকল বাঁধা ধ্বংস করে তাঁর সাথে ‘মোশাহিদার’ জন্য অর্থাৎ মিলন পথের বাধাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলাম এবং যথা সময়ে বাঁধা অতিক্রম করে আত্মা-পরমাত্মা মিলন লাভ করলাম।

সমস্ত কিছু দূর হবার পর দারিদ্রতার দ্বারে এসে দেখলাম, এখানে কোন বাঁধা নেই। এ পথে বেশ সরলভাবেই প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ করে দেখি, কি মনোহর! আমি আরামদায়ক যা কিছু ত্যাগ করে এসেছিলাম, সবই এখানে আছে। আমার সামনে মহা ধনভান্ডার খোলা রয়েছে। আমি তার ভিতর শ্রেষ্ঠতম সম্ভ্রম, অনন্ত নিরাকাঙ্ক্ষা ও বিশুদ্ধ স্বাধীনতা পেলাম। মানবীয় ভাব-স্বভাব দূরীভূত হল এবং দ্বিতীয় ও নতুন এক অস্তিত্ব পেলাম।

সাধনায় রাত্রি জাগরণ

শায়খ আবুল আব্বাস আহ্মদ ইব্নে ইয়াহ্য়া আল বাগদাদী, যিনি ইব্নুল আবহাকী নামে পরিচিত। তিনি বর্ণনা করেন, “আমি হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী হতে শ্রবণ করেছি, তিনি বলতেন যে, “আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছি।[৫৭৮] এ ব্যাপারে শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে, “আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) ৪০ বছর ইশার ওযু দিয়ে ফজর নামায পড়তেন, কারণ তিনি ওযুর পরে ইশা পড়তে ঢুকতেন ফযর হবার পূর্ব পর্যন্ত বের হতেন না।”[৫৭৯] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.)ও এ বিষয়টি বর্ণনা করেন।[৫৮০]

---

[৫৭৮] “I would perform the dawn prayer (subh)with the ritual ablution (wudu) of the late evening prayer (isha).” Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 76; For about 25 years the Hazrat travelled alone in the deserts and ruins of Iraq and for about 40 years he performed morning (Fajer) prayers with the ablution of night (Isha) prayers, Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, *Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam and some Qadiri walis,* Ibid, p. 16; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৬; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯;

[৫৭৯] وذكر الشطنوفي من طريق أبي عبد الله بن أبي الفتح قال: خدمت الشيخ عبد القادر أربعين سنة فكان يصلي الصبح بوضوء العشاء ويدخل الليل خلوته بعد العشاء فلا يخرج إلا عند طلوع الفجر، قال: وبت عنده فكان يصلى أول الليل شيئاً يسيراً ثم يذكر إلى الثلث الأول ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن ناظري، ثم

Dhaka University Institutional Repository

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে কঠোর পরিশ্রম

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কঠোর সাধনা এবং তরীকতের পথে অক্লান্ত রিয়াযত সম্বন্ধে বিস্ময়কর কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, আমি একাকী নির্জনে ইরাকের প্রাচীন ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাসমূহে, অরণ্যে, প্রান্তরে ও বিরান বাড়ীসমূহে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমিও কাউকে চিনতাম না, আমাকেও কেউ চিনতো না। এ সময়ে আমার নিকট গায়েবী জগতের বাসিন্দা এবং জিনসমূহ আসত। আমি তাদেরকে তরীকতের ইল্ম এবং আল্লাহ্ পাকের দরবার পর্যন্ত পৌঁছার পথ শিক্ষা দিতাম। হযরত পীর দাস্তগীর সাহেবের এই সময়টি প্রায় পঁচিশ বছর। অনেকের মতে সেটি ১৫ বছর।[৫৮১] তিনি বলেন, আমি ইরাকে অবস্থানকালে প্রথম প্রথম আমার নিকট হযরত খিযির (আ.) আগমন করতেন এবং আমার সাথে অবস্থান করতেন। প্রথমে আমি তাঁকে চিনতে পারি নাই। তিনি আমার নিকট হতে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি পুনরায় ফিরে আসা পর্যন্ত আমি এখানেই অবস্থান করব। তিনি নিজের গন্তব্যস্থানের দিকে চলে গেলেন এবং নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একাধারে পূর্ণ তিন বৎসর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলাম।

তিনি বলেন, এ সময়ের মধ্যে দুনিয়া এবং তার ভোগবিলাস ও কামনা বাসনাসমূহ বিভিন্ন মূর্তি ধারণপূর্বক বিভিন্ন আকারে আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হত। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম করুণা বলে সে সমস্ত কামনা-বাসনা ও ভোগ-লালসা হতে আমাকে রক্ষা করেছেন। অতপর শয়তান তার নিজস্ব ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণপূর্বক আমাকে ভীতি প্রদর্শন করত। সে তার সর্বপ্রকারে ও চরম শক্তি প্রয়োগে আমার সাথে যুদ্ধ করত। সে সমস্ত যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ মেহেরবানীর ফলে আমি জয়ী হতাম। আবার প্রবৃত্তিও তার নিজস্ব রূপ ধারণপূর্বক নিজের কুস্বভাব পূর্ণ করার জন্য আমার নিকট কাকুতি-মিনতি করত। কোন কোন সময় আমার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাবস্থায় আমাকে নাফ্সের নিকট পরাজয় করা হতে রক্ষা করেছেন।

يصلي قائماً ويطيل السجود ثم يجلس متوجهاً مراقباً ويغشاه نور يكاد يذهب البصر. ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[৫৮০] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[৫৮১] "Shaikh Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) told us, ' I spent fifteen long years in complete isolation, wandering about in the deserts and wasterlands of Iraq. Throughout all of forty years." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 76

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন পাঠে সাধনা

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে, কোন এক রাতে আমি সিঁড়ি বেয়ে ঘরের ছাদে উঠছিলাম, তখন নফ্‌স আমাকে বলল, কি ভাল হত! যদি তুমি এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠতে এবং কিছুক্ষণ আরাম করে উঠার পর নতুন উদ্যমে ইবাদত করতে। যখনই এমন কল্পনা আমার মনে উদিত হল, তৎক্ষণাৎ আমি আর এক কদম অগ্রসর না হয়ে সেখানেই থেমে গেলাম এবং এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত আরম্ভ করে দিলাম। এমন কি দণ্ডায়মান অবস্থায়ই পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করলাম।

তিনি এভাবে সারারাত ব্যাপী ঘুমিয়ে না যাওয়ার আশংকায় এক পায়ে দাড়িয়ে নামায আদায় করতেন এবং সে নামাযে পুরো কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত শেষ করতেন, আর ততক্ষণে ফযরের সময় হয়ে যেত।[৫৮২] শায়খ তাদিফি (রাহ.)ও তাঁর গ্রন্থে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।[৫৮৩]

সাধনায় শয়তানের মোকাবেলা

আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে, শয়তানরা বিভিন্ন আকার ধারণ করে আমার নিকট আসত এবং নানা প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রসহ পদাতিক কিংবা আরোহী সৈন্যের ন্যায় সারি বেঁধে দাড়িয়ে যেত আর আমার সাথে যুদ্ধ করত এবং আমার দিকে অগ্নির তীর ছুড়ত। এতে আমার মনে যে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হতাম তা বর্ণনা করতে অক্ষম এবং আমি আমার অন্তর হতে একজন সম্বোধনকারীর শব্দ শুনতে পেতাম। তিনি বলতেন হে আবদুল কাদির! অটল থাক, নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার সাহায্য দ্বারা ধৈর্য্য দান করিয়েছি। কখনো আবার তাদের মধ্যে কেউ একাকী আমার নিকট আসত এবং বলতো উঠ, এখান হতে চলে যাও, নতুবা তোমাকে এটা করব, ওটা করব। এসব বলে আমাকে অতিশয় ভয় দেখাত। এতে আমি তার গালের উপর চড় মারতাম। চড় মারার পর আমার নিকট থেকে পালিয়ে যেত। আমি নিচের লাইনটুকু পড়লে সে জ্বলে যেত।

لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

---

[৫৮২] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[৫৮৩] "I would recite the Quran from the opening Sura- standing perched on one leg, and with my hand in a socket knocked into the wall, for fear of falling asleep- until I came to the end of the Quran, around the approach of daybreak (sahar)." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 76

Dhaka University Institutional Repository

একদিন দেখলাম শয়তান আমার থেকে দূরে বসে কাঁদছে এবং নিজের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করছে আর বলছে, হে আবদুল কাদির! আমি তোমার থেকে নিরাশ হয়েছি। আমি বললাম, দূর হও হে অভিশাপগ্রস্থ! আমি তোমার থেকে ভীত থাকি। সে বলল, এটা আমার প্রতি অতি শক্ত কথা।[৫৮৪] এভাবে শয়তান তাঁর রিয়াজত ও সাধনার পথে বাঁধা প্রদানের উদ্দেশে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমতে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এদের কুমন্ত্রনা থেকে রক্ষা পেতেন এবং খুব ভালভাবেই প্রতিহত করতেন।

সন্তানের মোহ থেকে অন্তরকে হিফাজত

সৈয়দ আবুল মাহাসিন ফাদলুল্লাহ ইবনে শায়খ আবদুর রাযযাক, যিনি প্রধান বিচারপতি আবু সালিহ নাসর এর চাচা ছিলেন, তিনি বলেন- আমি আমার চাচা সৈয়দ আবু আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহাব থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, "যখন হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ঔরসে কোন সন্তান ভূমিষ্ট হত তখন তিনি কোলে নিয়ে বলতেন 'এতো মৃত'। এভাবে নবজাতকের মহব্বত তাঁর অন্তর থেকে চলে যেত। যেন অন্তরে আল্লাহ পাকের মহব্বত ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির প্রতি কোন মোহ কাজ না করে। ফলে ঐ সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য তাঁর অন্তরে কোন প্রভাব পড়তো না এবং মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার ক্ষেত্রেও কোন বাঁধা সৃষ্টি হতো না। কারণ ভূমিষ্ট হতেই অন্তর থেকে সে মহব্বত খালি করে নিতেন।"[৫৮৫]

দুনিয়ার মোহ ও লোভহীনতা

শরীফ হুসাইন মুসলী বলেন, আমি হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ১৩ বছর খিদমত করেছি। এ সুদীর্ঘ সময়ে আমি তাঁর শরীরে মাছি বসতে দেখেনি। আর না তিনি কোনদিন নাক ঝেড়েছেন, না কোন বড় লোকের সম্মানে দাঁড়িয়েছেন, আর না কোন বাদশার কাছে গেছেন। কোন বিচারকের বিছানায় তিনি কোনদিন বসেন নি। কোন বাদশার ভোজসভায় যোগ দেননি। তিনি বাদশা ও বড়লোকদের বিছানায় আরাম করাকে শাস্তির কারণ মনে করতেন। অনেক সময় বড় বড় মন্ত্রী ও আমীর তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য আসতেন। তিনি তখন ঘরের ভেতর চলে যেতেন। যখন তারা এসে বসে পড়ত, তখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, যাতে দুনিয়া পূজারীর জন্য দাঁড়াতে না হয়।[৫৮৬]

---

৫৮৪ শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

৫৮৫ মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫৮৬ ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন, "ওহে প্রবৃত্তির কামনা এবং ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা! তোমরা ভাল করে শুনে রাখ যদি তোমরা আল্লাহকে এক জেনে সৃষ্টি হতে পৃথকতা অবলম্বন কর, আল্লাহর রশিকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর, সৃষ্টির প্রতি খেয়াল না করে সন্তুষ্ট থাক যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কারোও নিকট কিছুই প্রত্যাশি হবো না তবে আমি তোমাদের হক আদায় করতে প্রস্তুত আছি। অন্যথায় আমি শপথ করব যে, আমি কিছুই পানাহার করব না। যখন তোমরা ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে মারা যাবে তখন আমি গোপন পথে আল্লাহর নিকট চলে যাব।"[৫৮৭]

[৫৮৭] মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫; হাফেয মাও. শিবলী আহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিকতা প্রচার

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাছ থেকে হাজারো সূফী দার্শনিকগণ সরাসরী তরীকতের শিক্ষা, ফয়েজ ও বরকত অর্জন করেছেন। আর তাঁর পরোক্ষ প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী লাখো বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে সক্ষম হয়েছেন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের বেলায়েত প্রাপ্তির কথা নিচে উল্লেখ করছি।

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.)-এর বিলায়াত প্রাপ্তি

আজমীর শরীফের বিখ্যাত পীর হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাহ.) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর বদৌলতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় পীর ওসমান হারূনী (রাহ.)-এর সাথে মদিনা মোনাওয়ারায় হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক যিয়ারতে ছিলেন। খাজা ওসমান হারুনি (রাহ.) তাঁকে হিন্দুস্থানের বেলায়াত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদানপূর্বক বললেন- তুমি হিন্দুস্থানে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই বাগদাদ শরীফ গিয়ে হযরত সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাঁর খেদমত করবে। নির্দেশ মোতাবেক তিনি সাথী কুতুবুদ্দিন বখতীয়ার কাকী (রাহ.) কে নিয়ে বাগদাদ শরীফ গমন করেন এবং আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাছে ০৩ মাস অবস্থান করে ফয়েয বরকত হাসিল করেন। এবং ৪০ দিন পর্যন্ত নিরবে চিল্লা করেন।

আবার ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.) তাঁর সঙ্গে জূদী পাহাড়ে মিলিত হন এবং তাঁর সাথে করে জীলানে আসেন। তারপর বগ্‌দাদে এসে ৫৭ দিন তাঁর খেদমত করেন। এর ফলে তিনি কামালিয়্যত বা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করেন। তখন তিনি বড় পীরের নিকট 'ইরাকের আধ্যাত্মিক অধিকার বা বিলায়াত ব্যাপারে আবদার করেন। তাতে বড় পীর সাহেব বলেন, "ইরাকের বিলায়াত শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দেয়া হয়েছে; তোমাকে হিন্দুস্তানের বিলায়ত দান করা হল। তুমি সেখানে যাও।"[৫৮৮]

[৫৮৮] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রাহ.)-এর বিলায়াত প্রাপ্তি

সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার ইমাম শেখ শিহাবুদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রাহ.) বলেন যে, আমার প্রথম যৌবনে আমি নকলী বিষয়কে আকলী দলীলে প্রমান করা বা তর্ক শাস্ত্র শিক্ষায় লিপ্ত ছিলাম এবং ঐ বিষয়ে অনেক পুস্তক মুখস্ত করেছিলাম। আমার পিতৃব্য শেখ আবুন্নযীব সোহরাওয়ার্দী আমাকে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করতে নিষেধ করতেন এবং তা হতে বিমুখ রাখার চেষ্টা করতেন কিন্তু আমি বিমুখ থাকতাম না। একবার আমি তাঁর সাথে হযরত শেখ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম। তখন শেখ আবুন্নযীব বললেন, 'হে ওমর! আমরা একজন মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হচ্ছি। যার অন্তরে খোদা তায়ালা সংবাদ জানিয়ে দেন। সুতরাং সাবধান! তুমি এভাবে তাঁর সামনে বসবে যেন তাঁর সাক্ষাতে বরকত লাভ কর। আমরা জিলানী হুযুরের দিকে মুখ করে বসলাম। আমার চাচা বললেন, হে সাইয়্যিদী এ ছেলেটি আমার ভ্রাতুস্পুত্র, মানতিক বা যুক্তিতর্ক বিদ্যা শিক্ষায় তার বেশি ঝোঁক। তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে আমার কথায় কর্ণপাত করে না। অতপর হযরত আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি কোন কোন কিতাব মুখস্থ করেছ? আমি উত্তরে বললাম, অমুক অমুক কিতাব। তখন তিনি তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকে কিছুক্ষণ রাখলেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি তিনি যখনই হাত রাখলেন আমি সাথে সাথে সমস্ত কিতাব ভুলে গেলাম এবং আমার অন্তর আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পূর্ণ করে দিলেন। আমি সমস্ত অদৃশ্য জগত দেখতে লাগলাম। আমার সামনে সব উন্মুক্ত হয়ে গেল। তিনি আমাকে বললেন হে শিহাবউদ্দিন ওমর তুমি একদিন ইরাকের একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক হবে।"[৫৮৯]

---

[৫৮৯] "My uncle to the Shaikh: 'O my master, this is my brother's son. He is actively engaged in the study of Islamic theology ['ilm al-kalam], and despite my having forbidden him to pursue it, he refuses to give it up.' The Shaikh then asked me: 'O 'Umar, which book on the subject have you committed to memory?' I said: 'The book entitled such-and-such, and the book entitled such-and-such...' When I came to the end of the list, he placed his blessed hand on my breast, and-by Allah!-once he had withdrawn it, I could not remember a single sentence out of all those books. Allah had made me forget all the topics discussed therein, and Allah had implanted esoteric knowledge ['ilm laduni] in my breast, all in an instant. I stood up in front of the Shaikh, and found myself uttering words of wisdom! 'O 'Umar.' He said to me: 'You are the last of those to acquite in 'Iraq." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 122; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

"Shaykh Shahabuddin Omar Suhrawardy Once his uncle took him to the Hazrat and complained that he devoted all his time to scholasticism. The Hazrat questioned Shaykh Shahabuddin what books he had read on the subject. On getting a reply, the Hazrat, put the palm of his hand on the chest of the Shaykh. As soon as the palm was removed. the Shaykh forgot all he knew of scholastcism. instead his mind was filled with the knowledge which is with God. Later he

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাটি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, জিলানী হুযুর তাঁর একটি হাত আমার বুকের উপর রাখলেন, এতে আমি অনুভব করলাম যে, আমার সমস্ত জ্ঞান যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারপর তিনি আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন অথচ এগুলো আমি একটিরও উত্তর দিতে পারলাম না। তারপর তিনি আবার তাঁর হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। পরক্ষণেই আমি আমার সমস্ত জ্ঞান ফিরে পেলাম এবং এবার আল্লাহর কুদরতী রহস্যাদি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সবকিছু দেখতে লাগলাম। আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) আধ্যাত্মিক জগতের সুলতান বা সম্রাট ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমতে তিনি সৃষ্টিকুলের উপর প্রভাবকারী ছিলেন।

বাহাউদ্দিন নকশেবন্দি (রাহ.)-এর বিলায়াত প্রাপ্তি

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) একবার বুখারার দিকে রুজু হয়ে শুঁকে বললেন যে, আমার ওফাতের ১৬০ বছর পর একজন পুরুষ আসবে। তার নাম হবে বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নকশেবন্দী, যে আমার বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে।

পরবর্তীতে হযরত বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী (রাহ.)-এর পীর সৈয়দ আমির কালাল (রাহ.) তাঁকে আদেশ দিলেন আল্লাহর পবিত্র ইসমে আ'যমের নকশা নিজের সিনায় অঙ্কন করতে। কিন্তু কিছুতেই বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী (রাহ.) তা করতে পারছিলেন না। এতে তিনি খুব পেরেশান হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে খিজির (আ.)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে খবর দেন যে, আমি ইসমে আ'যম হুযুর গাউসে পাক (রাহ.) থেকে পয়েছি। আপনিও তাঁর দিকে মনোনিবেশ হউন। দ্বিতীয় রাতে স্বপ্নে খাজা বাহাউদ্দিন (রাহ.) হুযুর আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সাক্ষাৎ পান। গাউসে পাক তাঁর হাত মুবারক খাজা বাহাউদ্দিন (রাহ.)-এর বুকের উপর রাখেন। আর এতে করে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে গাউসে পাকের হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ লেগে আল্লাহ পবিত্র জাত শব্দের নকশা তাঁর বুকে অঙ্কিত হয়ে যায়। এ ঘটনার পর থেকে খাজা বাহাউদ্দিন (রাহ.) তিনি নকশেবন্দী উপাধীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাতের এ ঘটনার পর তিনি লোকজনকে বলতেন যে, "ঐ রাতে গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ফয়েয ও বরকতেই আমার এমনটা হয়েছে।"[৫৯০]

---

became the Imam of persons treading the path of God. He wrote a famous book on Sufism named Awariful-Maarif." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 30-31

[৫৯০] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

তরীকতের তালিম ও দীক্ষা

কাশ্‌ফ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য

তরীকতের তালিম ও দীক্ষা দিতে গিয়ে হযরত শায়খ (রাহ.) 'কাশ্‌ফ'[৫৯১] ও 'মুশাহাদাহ'র প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কার্যাদি থেকে আউলিয়া ও আবদালের সামনে ঐসব বিষয় প্রকাশ পায়, যেগুলোর কারণে বিবেকসমূহ হতভম্ব হয়ে যায় এবং অভ্যাস ও প্রথা-প্রচলনের নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যায়। আর তা দু'প্রকার ঃ জালাল বা মহত্ব ও জামাল বা স্নিগ্ধতাপূর্ণ সৌন্দর্য। জালাল ও আযমত (মহত্ব ও বড়ত্ব)-এর কারণে এমন ভয় পয়দা হয়, যার কারণে মন ঘাবড়ে যায় ও বিচলিত হয়ে যায়। আর হৃদয়ের উপর এক কঠোর অবস্থা এসে যায়, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর প্রকাশ পায়।

বাহজাতুল আসরার এর লেখক ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আপন বক্ষ শরীফ থেকে নামাযে এমন আওয়াজ শুনা যেত যেন আওয়াজ ডেকসীতে ফুটন্ত পানি থেকে আসছে। কেননা তিনি মহামহিম আল্লাহর 'জালাল' দেখতে পেতেন এবং তাঁর মহত্ব হুযুর করীমের সামনে উদ্ভাসিত হতো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক্ব (রা.) থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। আর 'জামাল' এর দর্শন হচ্ছে- ওই সমস্ত হৃদয়ের উপর নূররাশি, আনন্দ, দয়া, মিষ্টি কথা, পছন্দনীয় বাণী, বড় বড় দানসমূহ, উঁচু উঁচু মর্যাদা এবং আল্লাহ্ মহামহিমের নৈকট্যের সুসংবাদের তাজাল্লী। আর অনাদিকালেই তাদের জন্য সৌভাগ্য। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহর প্রতি আগ্রহের প্রচণ্ডতা ও ভালবাসার আতিশায্যের কারণে তাদের হৃদযন্ত্র ফেটে গিয়ে তারা মারা যান এবং আল্লাহর বাহ্যিক ইবাদতপরায়ণ বান্দা হিসেবে কায়েম থাকতে অক্ষম ও দুর্বল হয়ে যান। এভাবে শেষ পর্যন্ত তাদের উপর মৃত্যু আসবে। সুতরাং তাদের সাথে এ আচরণ দয়া-করুণা ও প্রতিষেধক। তিনি আল্লাহ নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, দয়াবান এবং তাদের ওপর দয়ার্দ্র ও দয়ালু। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল মুআযযিন (রা.)'র উদ্দেশ্যে ঘোষণা করতেন, "হি বিলাল! আমাদেরকে আরাম দাও; অর্থাৎ

[৫৯১] খোদাপ্রদত্ত শক্তিবলে অন্তরদৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করা।

Dhaka University Institutional Repository

ইক্বামতে, যাতে আমরা নামাযে প্রবেশ করি। ফলে আমরা আল্লাহর 'জামাল' (স্নিগ্ধতাপূর্ণ সৌন্দর্য)-এর দর্শন করি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, "নামাযে আমার চোখকে শীতল করা হয়।"[৫৯২]

তাকওয়ার চর্চা

হযরত শায়খ জিলানী (রাহ.) 'তাকওয়া' সম্পর্কে বলেছেন, 'তাকওয়া' কয়েক প্রকার ঃ সাধারণ লোকদের তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক পরিত্যাগ করা। খা্স লোকদের তাকওয়া হচ্ছে নাফসের প্রবৃত্তি এবং গুনাহ্সমূহ পরিত্যাগ করা ও সকল অবস্থায় নাফসের কুপবৃত্তির বিরোধিতা করা। আরেকটি তাকওয়া হচ্ছে খাস্সুল খাওয়াসের তাকওয়া, তাঁরা হলেন আল্লাহর ওলী। আর তা হচ্ছে- সকল বস্তুতে ইচ্ছা বর্জন করা এবং নফলী ইবাদতসমূহ অবলম্বন করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঝোঁক পরিত্যাগ করা; বরং 'হাল' ও 'মকাম' এবং ওইসব বিষয়ে ফরযের বিধানাবলী পালন করাকে অপরিহার্য করে নেয়া।

নবীগণ আলায়হিমুস সালাম-এর তাকওয়া এমন যে, কোন জিনিসের অদৃশ্য অবস্থা তাদেরকে এড়িয়ে যায় না। অতএব তাঁরা আল্লাহ ত'আলার পক্ষ থেকেই নিষেধ করেন, তাঁদেরকে পবিত্র করেন, তাঁদের সাথে কথা বলেন, বাণী প্রদান করেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেন, হিদায়াত দান করেন, নিয়ামাত দান করেন, মর্যাদা দান করেন, সম্মানিত করেন, অবগত করেন এবং তাঁদেরকে সাহায্য করেন। তাতে আক্বল বা মানুষের বিবেক এর কোন অবকাশ নেই। তাঁরা মানব জাতি থেকে বরং সকল ফিরিশতা থেকেও স্বতন্ত্র; কিন্তু জাহেরী নির্দেশ এবং সুস্পষ্ট বিষয়গুলো আলাদা, যা উম্মত এবং সাধারণ মু'মিনদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। কেননা তাঁরা এ ব্যাপারেই সৃষ্টির সাথে অংশীদার হন। আর এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে তাদের থেকে পৃথক থাকেন। আর কখনো এসব গুণের কিছুটা বড় বড় আবদাল এবং বিশেষ ওলীগণকে প্রদান করেন। এগুলোর বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। অতএব তা মাওজূদ বা অস্তিত্ব জগতের প্রতি প্রকাশ করা হয় না এবং না শ্রবণশক্তি ও অনুভূতি দ্বারা জানা যায়।

তাকওয়ার ওপর তিনটি বিষয় দ্বারা প্রমাণ স্থাপন করা যায় ঃ যেসব বস্তু পাওয়া যায় না সেগুলোর ব্যাপারে উত্তম তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা, আর যেসব বস্তু পাওয়া যায় তাতে সুন্দরভাবে সন্তুষ্ট থাকা এবং যেসব জিনিস হাতছাড়া হয়ে যায় সেগুলোর ব্যাপারে উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করা। যে ব্যক্তি ও

---

[৫৯২] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩, ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

খোদা তা'আলার মধ্যখানে তাকওয়া ও মর্যাদার নির্দেশ দেয়া হয় না, সে কাশফ ও মোশাহাদা বা অন্তর্দৃষ্টিতে দর্শন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

তাকওয়ার প্রথম পদ্ধতি হলো বান্দাদের জুলুম-অত্যাচার ও হকসমূহ এবং সকল বড় বড় গুনাহ ও ছোট ছোট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অতঃপর অন্তরের গুনাহসমূহকে, যেগুলো সকল পাপের মূল ও উৎস তা পরিত্যাগ করা। যেগুলো থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ বের হয় অর্থাৎ রিয়া, নিফাক, অহংকার, লোভ-লালসা, সৃষ্টিকে ভয় করা, তাদের থেকে আশা করা, মর্যাদা ও নেতৃত্ব তালাশ করা এবং আপন স্বজাতীয় সন্তানগণ ইত্যাদির উপর প্রাধান্য চাওয়া। আর এগুলোর মধ্যে সবার ওপর শক্তি পাওয়া যায় প্রবৃত্তিরই বিরোধিতা থেকে; অতঃপর এ বিরোধীতার ইচ্ছার প্রতি লিপ্ত হয়ে যাওয়া।

সে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কোন বস্তুকে ইখতিয়ার করেনা, তাঁর ব্যবস্থাপনার সাথে নিজের তদবীর করেনা, তাঁর ওপর কোন বস্তুকে পছন্দ করেনা, স্বীয় জীবিকার ক্ষেত্রে কোন দিক ও মাধ্যমের দিকে দৃষ্টি দেয় না, আর আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের ওপর যে নির্দেশ দেন, তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করে না; বরং সবকিছুকে তাঁরই প্রতি সোপর্দ করে দেয় আর তারই সম্মুখে মেনে নেয় এবং তাঁর নিকট নিজেকে অর্পণ করে দেয়। অতএব সে তখন আল্লাহর কুদরতের হাতে তেমনি হয়ে যায়, যেমন একটি দুগ্ধপায়ী শিশু স্বীয় স্তন্যদাত্রীর হাতে থাকে এবং যেভাবে মৃত ব্যক্তি স্বীয় গোসলদাতার হাতে থাকে। তার নিজস্ব কোন ইখতিয়ার থাকে না এবং সে তাঁর ইচ্ছা থেকে বের হয়ে যায়। তার মুক্তি তাতেই রয়েছে।

তাকওয়া অর্জন করার উপায়

তাকওয়া অর্জন করার পদ্ধতি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আয্যা ওয়াযাল্লার দিকে সত্য পন্থায় আশ্রয় নেয়া, তাঁরই দিকে অন্য কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, তাঁর নির্দেশাবলী অনুসারে চলা, তাঁর নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকা, তাঁর নির্দ্ধারিত অদৃষ্টকে মেনে নেয়া। তাকওয়াবান হচ্ছে যে ব্যাক্তি অঙ্গীকার পূরণের প্রতি যত্নবান হবে, লজ্জাবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে, খাঁটি সন্তুষ্টি অবলম্বন করবে এবং দুনিয়া থেকে সত্যি সত্যি পৃথক হয়ে যাবে। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে বড় হিজাব বা অন্তরাল। এর দ্বারা সমাজ থেকে খাঁটি ও ভেজালও প্রকাশ পেয়ে যায়।

সচ্চরিত্র ও সদাচারের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিতা

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন যে,

قال الشيخ العمر المعروف بجواده: ما رأت عيناي أحسن خلقاً ولا أوسع صدراً ولا أكرم نفساً ولا أعطف قلباً ولا أحفظ عهداً من الشيخ عبد القادر، وكان مع جلالة قدره وعلوّ منزلته وسعة علمه يقف مع الصغير ويوقر الكبير ويبدأ بالسلام ويجالس الضعيف ويتواضع للفقراء.[৫৯৩]

কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করলে তিনি তাকে কঠোরভাবে ধমক দিতেন। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারীদের তিনি খুব ভালবাসতেন। তিনি বলতেন, "প্রতিটি ওলী কোনো না কোনো নবীর পায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত; আর আমি স্বয়ং জাদ্দে পাক মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"[৫৯৪]

তিন বলতেন আমি সেই সময়ে খাই, যখন আমার জন্য খাবার আদেশ হয়। আমি ঐ সময়ে পান করি যখন আমাকে পান করার আদেশ দেয়া হয়। কোনো এক মুরীদ তাকে প্রশ্ন করেন- আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বা বুজুর্গী কীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত? তিনি বলেন- সততার উপর। আমি কখনোই মিথ্যা কথা বলিনি। এমনকি শৈশবকালে যখন মাদ্‌রাসায় পড়তাম তখনও মিথ্যা বলিনি।

তিনি স্বয়ং বাজার থেকে দ্রব্যসামগ্রী কিনে নিয়ে আসতেন। গৃহ পরিচারিকা অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজহাতে আটা পিষে রুটি তৈরি করে গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। তিনি তাঁর মুরীদদের কাছে বসে তাদের পাঠদান করতেন। তিনি পাঠদানের সময় নীরবতা পছন্দ করতেন। পবিত্র জুম'আর দিন ছাড়া বিনা প্রয়োজনে মাদ্‌রাসার বাইরে যেতেন না। জুমু'আর দিন তিনি মসজিদ বা মুসাফিরখানায় রওনা দিলে লোকেরা পথের পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে তাঁর কাছ থেকে বরকত হাসিলের জন্য দু'আ করিয়ে নিত।

বড় বড় সূফী ও বুজুর্গ ব্যক্তিরা তাঁর মাদ্‌রাসার দরজা ঝাড়ু দিতেন এবং পরিষ্কার করে দিতেন। তিনি তাঁর বাহনের জিনের ওপর হাত রেখে পথ চলতেন। যখন তাঁর আস্তানায় পৌঁছাতেন তখন তাঁরা গৃহের চৌকাঠে চুম্বন দিতেন। তিনি কখনোই রাজা-বাদশা ও আমীর-ওমরাহদের গৃহে প্রবেশ করেননি; তারা নিজেরাই হাজির হয়ে তাঁর হাত চুম্বন করতেন। তাঁর কাছে কোনো কিছু পাওয়ার আশায় আগত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। কোন কিছু না থাকলেও অন্ততপক্ষে নিজের পরিধেয় বস্ত্র দান করে তাকে বিদায় করতেন।

---

[৫৯৩] ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৫৯৪] وَكُلُّ وَلِيٍّ لَّهُ عَلَي قَدَمٍ وَإِنِّي عَلَي قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

Dhaka University Institutional Repository

তিনি শত শত দাস ক্রয় করে তাদের বাইয়াত করে মুক্ত করে দিতেন। প্রত্যেক দিন তাঁর দস্তরখানা বিছানো হত আর অভূক্তরা তাতে পানাহার করত। তাঁর সেবক মুজাফফর রুটির পাত্র নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত আর সেখান দিয়ে যাতায়াতরত ফকীর-মিসকিনদের দান করত। তিনি বলতেন, আমি সমস্ত রকমের সৎকর্মের পরখ করেছি কিন্তু ক্ষুধার্তকে অন্নদান আর সচ্চরিত্রের চেয়ে ভাল কিছু আমি পাইনি। যদি আমার হাতে দুনিয়ার সম্পদ তুলে দেয়া হত তাহলে আমি এ কাজটিই করতাম, আর তা হল ক্ষুধার্তকে অন্নদান করে যেতাম।

তাঁর এক টুকরো জমি ছিল, তাতে তাঁর শিষ্যরা চাষ করতেন। তা থেকে যা কিছু উৎপন্ন হত তা তাঁর জন্য রেখে দিতেন এবং তা থেকে প্রতি সন্ধ্যায় চারটি করে রুটি তৈরি করে তাঁর সেবায় পেশ করতেন। তিনি সেগুলোকে টুকরো-টুকরো করে উপস্থিত লোকদের দিতেন আর নিজে কিছুটা খেতেন। সাধারণত তাঁর খাবার তৈরি হত লবণ ছাড়া। প্রায় চার দিন অন্তর আহার করতেন; তিনি সাধারণত রোজা থাকতেন কিন্তু কেউ জানত না যে, তিনি রোজা আছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে শিক্ষাদান করতেন। তাঁর এমন ছয়শত শিক্ষার্থী ছিলেন যাদেরকে কেবল ‘ইলমে তাসাওউফ’ ও ‘ইলমে তাওহিদ’ এর শিক্ষা দান করতেন।[৫৯৫]

আল্লাহর যিকির

ইমাম শাতনুফী বলেন আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল ফুতুহ নসরুল্লাহ ইবনে আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনে খলীল আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযা আযাজী ওরফে ইবনুত ত্বাব্বাল। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবু মুযাফফার মানসুর ইবনুল মুবারক ওয়াসেত্বী ওয়াইয ওরফে জারাদাহকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন যে, আমি শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে বলতে শুনেছি। তিনি যিকির সম্পর্কে বলেছেন, যে বড় মিষ্টি ঘাটে বিবেকরাজির পিপাসার্তরা আসে, তা হচ্ছে যিকির ও তাওহীদের ঘাট। আর সর্বাপেক্ষা বেশি খোশবুদার বাতাস যে হৃদয়গুলোর ওপর প্রবাহিত হয়, তা হচ্ছে- আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে ভালবাসার বাতাস। আল্লাহর দরবারে মুনাজাতের তৃপ্তি পাওয়া হচ্ছে রূহগুলোর আনন্দের পেয়ালাসমূহ। আর মহান আল্লাহর প্রশংসার মুক্তাগুলো দ্বারা ঐ মুকুটগুলোর কারুকার্য করা যেতে পারে, যেগুলো রহস্যাবলীর ওপর থাকে। তাঁর শোকরের রুহগুলোকে বন্ধ করে রাখা যায় না। তাঁর প্রশংসা ছাড়া তাঁর মু’মিন বান্দাদের রসনাগুলোর বৃক্ষে মুকুল জন্মায় না। যদি তুমি আপন রবের যিকির তাঁর উত্তম সৃষ্টিগুলোর ভাষায় কর, তবে তিনি খোদা তা‘আলা তোমার হৃদয়ের তালা খুলে দিবেন। আর যদি তুমি তাঁর নির্দেশের রহস্যাবলীর সুক্ষ্ম বিষয়গুলোর ভাষায় তাঁর যিকির

[৫৯৫] ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০, ৩২

Dhaka University Institutional Repository

কর, তবে তুমি বাস্তবিক পক্ষে যিকিরকারী। যদি তুমি তাঁর যিকির অন্তরের সাথে কর, তবে তিনি তোমাকে আপন রহমতের নিকটে নিবেন। যদি তুমি তোমার অন্তরের সাথে তাঁর যিকির কর, তবে তিনি তোমাকে পবিত্র জন্মভূমিরূপী প্রিয় স্থানগুলোর কাছাকাছি করে দিবেন। যদি তুমি তাঁর ভালবাসায় সত্যনিষ্ঠ হও, তবে তিনি তোমাকে আপন দয়ার ডানাগুলোতে আরোহণ করিয়ে সত্যতার স্তরে তুলে নিয়ে যাবেন।[৫৯৬]

তাঁর মহত্বের মর্যাদা ওই ব্যক্তিই চিনতে পেরেছে, যে তাঁর যিকির থেকে এক মুহুর্ত পরিমাণও উদাসীন হয় না, তাঁর অনাদি ওয়াহদানিয়াত তার দিকে তাকাবে না, যে আপন হৃদয়ের চক্ষু দ্বারা অপরের দিকে দেখে। যিকির হচ্ছে রহমতের দরবারের প্রশান্তি, যার বাতাস যিকিরকারীদের রূহের ওপর প্রবাহিত হয়। তখন সেটার নেশায় বিবেকগুলো আকৃতিসমূহের বাগানে নাচতে নাচতে দাঁড়িয়ে যায়। আর অস্তিত্বের জঙ্গলের দিকে রহস্যাবলী ক্লান্ত ও হতভম্ব হয়ে বের হয়ে যায়। নেশার বুলবুলি পাখীগুলো ঐসব বস্তু দ্বারা বলে ওঠে যেগুলো হৃদয়গুলোর কোণায় কোণায় থাকে। আশিক্ব আফসোসের আগুনে জ্বলে যায়। আগ্রহী আফসোসের কঠোরতার কারণে তাঁর নিজ সত্তার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওয়াজদ ওয়ালাদের রসনা খুশীতে আত্মহারা হয়ে ওয়াজদের নৈকট্য সহকারে বলে ওঠে, “নিশ্চয় আমি ইয়ূসুফের খুশবু পাচ্ছি।” তখন স্থায়ী জগতের সাজ-সজ্জাকারী নারীরা এমতাবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে যেমন মাহবুবের রহস্যাবলীর তাঁবুগুলোর নিচে প্রকাশ পায়। অতপর তাদের উপর অদৃশ্যের মহত্বপূর্ণ পর্দাগুলোর আঁচল ফেলে দেয়। তখন সেগুলো মহত্বের চাদর দ্বারা আবৃত হয়ে যায়।

ফকীরকে নিজের জামা খুলে দান করা

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শরীফ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাদ্বির হুসাইনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)-এর সাথে জামে মসজিদে জুম’আর দিন ছিলাম। তাঁর নিকট একজন সওদাগর এসে বলতে লাগল, আমার নিকট কিছু অর্থ-সম্পদ রয়েছে; আমি এগুলো ফকীর ও মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে চাই। আর এগুলো যাকাতের মাল নয়। আমি এগুলোর উপযোগী কাউকে পাইনি। আমি তা তাকেই দান করব যাকে আপনি দিতে বলবেন। তাকে শায়খ বললেন, “তা উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সবাইকে দিয়ে দাও। এরপর তিনি একজন ভগ্নহৃদয় ফকীরকে দেখলেন। অতঃপর তাকে বললেন, তোমার কী অবস্থা? সে বলল, আমি আজ নদীর তীরে গিয়েছি এবং নৌকার মাঝিকে বললাম আমাকে ওই তীরে নিয়ে যেতে। সে

[৫৯৬] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২, ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

অস্বীকৃতি জানাল। আমার অন্তর দরিদ্র হবার কারণে ভেঙ্গে গেছে। তখনো ফক্বীরের কথা শেষ হয়নি। এক ব্যক্তি প্রবেশ করল, যার নিকট একটি থলে ছিল, এবং সেখানে বিশটি দীনার ছিল। সে এগুলো শায়খের জন্য মান্নত হিসেবে এনেছিল। তারপর শায়খ ফক্বীরকে বললেন, এ থলেটি নিয়ে যাও এবং এটা নিয়ে মাঝিকে দিয়ে দাও এবং তাকে বলো, ফকীরকে কখনো ফিরিয়ে দিও না। আর শায়খ নিজের জামা খুলে ফকীরকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর আবার তার নিকট থেকে সেটি বিশ দিনারের বিনিময় ক্রয় করে নিলেন।"[৫৯৭]

[৫৯৭] ইমাম শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তরীকার পরিচয় ও কাদেরীয়া তরীকার ইতিহাস

তরীকতের সরুপ

তরীকা শব্দের অর্থ- চলার পথ, নির্দেশনা, জীবন পদ্ধতি, চলার জন্য রাস্তা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইহকাল ও পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহর প্রিয় আউলিয়ায়ে কিরামের অনুসরণকৃত পদ্ধতিকে তরীকা বলে। মনে রাখতে হবে সকল তরীকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক এবং তা হলো আল্লাহ্ প্রাপ্তি। বিভিন্ন ওলির তরীকা বা আল্লাহ্ প্রাপ্তির নিয়ম-কানুন বিভিন্ন, তবে সকল তরীকা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন।

আল-কুরআনের আলোকে তরীকত

আল কুরআনে এমন কতগুলো আয়াতে কারিমা বিদ্যমান, যেগুলোতে আল্লাহ্ প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন উপায় অনুসরণ-অনুকরণের ইংগিত রয়েছে। মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ বলেন, "তরীকত অবলম্বনের অপরিহার্যতার প্রমাণে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনাই মূলভিত্তি।"[৫৯৮] আর পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে আল্লাহর ওলিগণ মানবতার মুক্তির জন্য বিভিন্ন তরীকা প্রবর্তন করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে-

১. "যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।"[৫৯৯]
২. "আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন, তাদের পথে, যাদেরকে আপনি অনুগ্রহ করেছেন।[৬০০]
৩. "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তদীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুষ্মানদের জন্য অভিজ্ঞতা রয়েছে।"[৬০১]
৪. "যারা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা ঐসব লোকের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যাক্তিগণ।[৬০২]

---

[৫৯৮] মুহাম্মদ গাস্‌সান নুসুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; মাও. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, *মাসিক তরজুমান*, মার্চ- ২০১২ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭, ৩৮

[৫৯৯] وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ আল কুরআন, ৬৫ : ০৩

[৬০০] اِهْدِنَا الصِّرَاطَ المسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আল কুরআন, ০১ : ০৫

[৬০১] وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ আল কুরআন, ০৩ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

৫. “অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের জীবনসমূহের দ্বারা পরীক্ষিত হবে।”[৬০৩]

৬. “এবং তিনি (আল্লাহ্) নিজ হতে আত্মা (প্রেরণা-শক্তি) যোগে তাদেরকে (মুমিনদেরকে) শক্তিসম্পন্ন করেছেন।”[৬০৪]

৭. “হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন কর।[৬০৫]

৮. “অনন্তর যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংশোধিত হয়, তবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা।”[৬০৬]

৯. “যে ব্যাক্তি আমার দিকে রুজু হয়েছে তার পথকে অনুসরণ কর।”[৬০৭]

১০. “হে ঈমানদারগণ, তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর এবং সকাল বিকাল তার তাসবিহ পাঠ করতে থাক।”[৬০৮]

১১. “হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর দিকে ওসীলা অন্বেষণ কর।”[৬০৯]

১২. “এবং বিশ্বাসীবৃন্দ ও বিশ্বাসীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।”[৬১০]

১৩. “হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে প্রকৃতভাবে ভয় কর এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।”[৬১১]

১৪. “আর এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত নয় এবং নিশ্চয়ই পরকালের আলোই প্রকৃত জীবন।”[৬১২]

১৫. “এবং পরকালের পুরস্কার শ্রেষ্ঠতর।”[৬১৩]

---

৬০২ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ আল কুরআন, ০৪ : ৬৯

৬০৩ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ আল কুরআন, ০৩ : ১৮৬

৬০৪ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ আল কুরআন, ৫৮ : ২২

৬০৫ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اَتقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْن আল কুরআন, ০৯ : ১১৯

৬০৬ আল কুরআন, ০৬ : ৪৮

৬০৭ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ اِلَيَّ আল কুরআন, ৩১ : ১৫

৬০৮ আল কুরআন, ৩৩ : ৪১-৪২

৬০৯ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْه الْوَسِيْلَةَ আল কুরআন, ০৫ : ৩৫

৬১০ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض আল কুরআন, ০৯ : ৭১

৬১১ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون আল কুরআন, ০৩ : ১০২

৬১২ আল কুরআন, ২৯ : ৬৪

৬১৩ আল কুরআন, ০৩ : ১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

১৬. “আর তোমরা সুরম্য অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করেছ, (এটা ভেবে যে) যেন তোমরা সর্বদা অবস্থান করবেই।”[৬১৪]

১৭. “আল্লাহ পাক যাকে হিদায়াত করেন সে হিদায়াত পায় এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন ওলী-মুর্শীদ পাবে না।”[৬১৫]

আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) শরীয়তের বিভিন্ন ইল্‌ম পূর্ণরূপে শিক্ষা করে ইল্‌মে তরীকতের দিকে পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করলেন। এ তরীকতের ইল্‌ম তিনি অধিকাংশই হযরত আবুল খায়ের হাম্মাদ ইব্‌নে মুসলিম দাব্বাস হতে শিক্ষালাভ করেছিলেন, যে মহাপুরুষ বাগদাদ নগরীর বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ শায়খ ছিলেন।

প্রসিদ্ধ তরীকাসমূহ

আল্লাহর প্রিয় রাসূলের নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম যেমনিভাবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খোদা প্রাপ্তির জন্য ইজতিহাদমূলক বিভিন্ন পন্থাবলম্বন করেছেন, তেমনিভাবে আউলিয়ায়ে কিরামও বিভিন্ন পদ্ধতি এবং তরীকা অনুসরণ করেছেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ চারটি তরীকা হলো- ১. কাদেরীয়া তরীকা, প্রবর্তক- বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) ২. চিশতিয়া তরীকা, প্রবর্তক- খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতি (রাহ.) ৩. নক্‌শবন্দীয়া তরীকা বা মুজাদ্দেদীয়া তরীকা, প্রবর্তক- হযরত বাহাউদ্দীন নক্‌শবন্দ আল-বুখারী (রাহ.) ৪. সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকা, প্রবর্তক- হযরত শিহাব উদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রাহ.)।

এ সকল তরীকার অনুসরণ অনুকরণে আরো বহু তরীকা আল্লাহর ওলি-গাউস, কুতুবগণ পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছেন। সকল হাক্কানী, রাব্বানী বিশুদ্ধ আকিদার অনুসারী আউলিয়ায়ে কিরামের অনুসৃত তরীকা বর্তমান পৃথিবীর পথহারা মানুষকে মুক্তির উপায় করে দিতে কাজ করে যাচ্ছে।

কাদেরীয়া তরীকা প্রবর্তন ও প্রসার

তিনি কাদেরিয়া তরিকার ভিত্তি হিসেবে সাতটি বিষয় কে উল্লেখ করেছেন।

---

[৬১৪] আল কুরআন, ২৬ : ১২৯

[৬১৫] مَنْ يَّهْدِ اللهُ فَهُوَ المهْتَد وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدً আল কুরআন, ১৮ : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ক) তাওয়াক্কুল খ) হুসনুল খুল্‌ক্ বা সচ্চরিত্র
গ) শুকর বা কৃতজ্ঞতা ঘ) সবুর বা ধৈর্য ঙ) রেযা বা সন্তুষ্টি
চ) সিদক বা সত্যবাদিতা ছ) মুজাহিদা বা কঠোর পরিশ্রম।[৬১৬]

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, "আমার হাতে পাঁচ হাজারেরও অধিক ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করেছেন।"[৬১৭] কাদেরিয়া তরীকার অনুসারীদের অন্যতম ছিলেন বিজয়ী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, আবদুল কাদির জাজায়েরী, ওমর মুখতার, জেনারেল আবদুল রহমান, রফিক আলী আল জিলানীসহ এ উম্মতের গৌরব করার মত আরও অনেকেই। অসংখ্য আওলিয়া কিরাম তার শিষ্য ছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে বলেন,

ثم نقل عن عبد الله بن أبي الحسين الجنائي أنه قال: كان للشيخ تلميذ له عمر الحلاوي، فخرج من بغداد فغاب سنين فلما رجع قلت له: أين كنت؟ قال: طفت بلاد الشام ومصر والمغرب، وأظن أنه قال: وبلاد العجم، ولقيت ثلاثمائة وستين شيخاً من الأولياء فما منهم إلا قال الشيخ عبد القادر شيخا وطريقتنا إلى الله تعالى.[৬১৮]

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) শুধু উন্নত আদর্শ, উদারতা, মানবপ্রেম, ওয়াজ নসিহত ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেননি বরং বিশ্বব্যাপী ইসলামের আলো বিতরণ করার জন্য তাঁর খলীফা, মুরিদ ও শিষ্যদের নিয়ে এমন একটি জামাত গঠন করেন যারা দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। যাঁদের হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের একটি দল হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) জীবদ্দশায় ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেন। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর সরাসরি খলিফা হলেন হযরত বাবা আদম শহীদ (রাহ.) যিনি বড়পীর সাহেবের জীবদ্দশায় এবং তাঁরই নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং বাংলাদেশেই শাহাদাত বরণ করেন। ''তিনিই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম খানকায়ে কাদেরিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।''[৬১৯]

---

[৬১৬] ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

[৬১৭] মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬; ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাতনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

[৬১৮] ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৬১৯] সৈয়দ মাও. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২১

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ (রাহ.) যিনি হযরত বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর পৌত্র ছিলেন, তিনি রাজশাহীতে ইসলাম প্রচার করেন ।

দরূদ-এ কাদেরীয়া (দরূদে গাউসীয়া)

১. আল্লাহুম্মা সাল্লি ‘আলা সাইয়িদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন মা‘দানিল জূদি ওয়াল কারামি ওয়া আলিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

“ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে আকা ও মাওলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ প্রেরণ করুন, যিনি দান ও দয়ার ভান্ডার এবং তাঁর পবিত্র আওলাদ-এর উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত করুন।”

২. আল্লাহুম্মা সাল্লি ‘আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন সাইয়িদিল মুরসালিনা ওয়া ‘আলা আরশাদি আওলাদিহি আশ-শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী ইমামিত তারীকাতি ওয়াল্ আওলিয়াইল কামিলীন।

“ইয়া আল্লাহ! আমাদের আকা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম- এর ওপর দরূদ প্রেরণ করুন, যিনি সমস্ত নবীদের শিরোমণি এবং রহমত বর্ষিত করুন নবীজির আওলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানীর ওপর, যিনি তরীকত ও কামিল ওলীগণের ইমাম।”[৬২০]

কাদেরীয়া সিলসিলার ফযীলত

শায়খ আবূ মাস‘ঊদ আবদুল্লাহ শায়খ মুহাম্মদ আল-আওয়ালী, শায়খ ওমর আল্ বায্যার (রাহ.) বর্ণনা করেছেন- “আমাদের শায়খ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কিয়ামত পর্যন্ত আপন মুরীদদের এ কথার উপর জামিন যে, তাঁদের মধ্যে কেউ তাওবা করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে না।”[৬২১]

হুযুর শায়খ জিলানী (রাহ.) এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, “যদি কেউ তাঁর নিকট বায়’আত হয়নি, কিন্তু তাঁর প্রতি ভক্তি রাখে, নিজেকে কাদেরী বলে পরিচয় দেয়, সেও কাদেরিয়া তরীকার অন্তর্ভূক্ত এবং এর ফয়েয ও বরকত লাভ করবে।”[৬২২] হুযুর শায়খ জিলানী (রাহ.) আরো বলেছেন, “আমার মহান রব আপন করুণায় ওয়াদা করেছেন, আমার সমস্ত সহচর, আমার মাযহাবের অনুসারী, আমার

---

৬২০ মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও মুহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০০২-১০০৩

৬২১ ضَمِنَ الشَّيْخُ مُحِىُ الدِّيْنُ عَبْدُ الْقَادِرُ ر لِمُرِيْدِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَنْ لاَّيَمُوْتَ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اِلاَّ عَلَى تَوْبَةٍ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 16-17

৬২২ শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 161

Dhaka University Institutional Repository

তরীকাহ-ই কাদেরিয়ার অনুসরণকারী এবং আমাকে যারা ভালবাসে তাদের সবাইকে বেহেশতে স্থান দেবেন।”[৬২৩]

এ কারণে আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা বেরলভী (রাহ.) এটা প্রত্যেহ পাঠ করার শিক্ষা দিতেন- “হে আল্লাহ! আমাকে কাদেরী কর, কাদেরী হিসেবে রাখ! কিয়ামতে কাদেরীদের মধ্যে উত্থিত কর; হযরত শায়খ আবদুল কাদির'র মর্যাদা হচ্ছে- তিনি আল্লাহর বিশেষ কুদরতের প্রকাশস্থল; তাঁরই ওসীলায় আমার ফরিয়াদ কবুল কর।”[৬২৪]

ফেরেশতা, মানুষ, জিন সবার শায়খ

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে, “মানবজাতির শায়খ বা পীর আছে, জ্বীন জাতির পীর আছে, ফিরিশতাদের পীর আছে আর আমি এদের সকলের পীর।”[৬২৫] এ বক্তব্যটি রইসুল মোহাদ্দিসীন হযরত মোল্লা আলী কারী (রাহ.) তাঁর *‘নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির’* গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন।[৬২৬]

জিনদের তরীকত শিক্ষা

মানুষদের পাশাপাশী আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) জিনদেরও তরীকত-মারিফত শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে তিনি যখন আধ্যাত্মিক বিশেষ অবস্থায় বাগদাদের বাহিরে ইরাকের বিভিন্ন মরুভূমি ও বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, তখন সেখানে তিনি কোন মানুষের খোঁজ পেতেন না। না কেউ তাঁর খোঁজ পেত। শায়খ জিলানী সে সময়গুলোতে জীনদের তরীকত শিক্ষা দিতেন। তারা দলে দলে তাঁর কাছে আসত এবং সবক নিয়ে চলে যেত।[৬২৭]

---

৬২৩ Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 162

৬২৪ قادری کر قادری رکھ قادر یوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے

৬২৫ "He once said (may Allah be well pleased with him): 'I am the Shaikh of the angels, of human beings and of the jinn.” Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 111; Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, *The Pre-eminence of Sayyid `Abd al-Qadir Jilani (R.) over Sayyid Ahmad Kabir al-Rifa`I (R.),* translated by abu Muhammad Abd al-Hadi qadri, Imam Ahmad Rida Academy, Durban, South Africa, October 2005, p.34; আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী, *তারদুল আফায়ি আন হামায়ি হাদিন রাফ'য়ুর রিফায়ী*, অনুবাদ- মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ‘গাউসুল আজম ও গাউসিয়াত’, সনজরী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১০ ফেব্রু. ২০১০ খ্রি., পৃ. ৩৭

৬২৬ মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), পৃ. ৭১

৬২৭ “While the Hazrat was in the deserts of Iraq, he never met any human being. He used to teach the Jinn (who came to him at the time) the right path leading to God.” Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, p. 16

Dhaka University Institutional Repository

কাদেরীয়া তরীকার অনুসারীদের মর্যাদা

কাদেরী ব্যবহারকারী ও তাঁকে মুহব্বতকারী সবাই মুরিদ

শেখ আবুল কাসেম ওমর বজ্জাজ বলেন যে, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে জিজ্ঞেস করা হল, যদি কেউ আপনার নাম স্মরণ করে অথচ আপনার হাত ধরে মুরীদ হয় নাই বা আপনার থেকে কোন খিরকা পরে নাই, তাকে আপনার সহচরের মধ্যে গণ্য করা হবে কিনা? তিনি বললেন, "যদি কেউ আমার প্রতি ভালবাসা রাখে, আমার নাম উচ্চারণ করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে গ্রহণ করেন এবং তার কৃতপাপের ক্ষমা প্রার্থনা কবুল করেন। সেই ব্যাক্তিও আমার সমস্ত আসহাবের মধ্যে গণ্য হবে।"[৬২৮]

গাউসে পাকের মুরিদের মর্যাদা

হুযুর গাউছে পাক (রাহ.) বলেন, "যদি আমার কোনো মুরিদ পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান করে এবং তাঁর সতর খুলে যায়, আর এ অবস্থায় আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থান করি, তাহলে আমি সেখানে থেকেই তার সতর ঢেকে দিই।"[৬২৯]

---

[৬২৮] "Shaikh 'Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) was once asked: 'What view would you take of a man who called himself a Qadiri, though without receiving instruction from you, and without wearing a tattered robe [Khirqa][33] conferred by you? Would he actually be counted as one of your companions?' To this the Shaikh replied: 'If someone adopts my name [by calling himself a Qadiri], or otherwise professes his affiliation to me, Allah (Exalted is He) will accept him, even if he happens to be on a reprehensible course, for he is a member of the troop of my companions." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 61-62;
"The Hazrat was once asked, "What is the status of a man who recites your name but has not actually become your murid nor has taken a khirqa (garment) from you." The Hazrat replied, "The man wouuld be my muride, though that process of becoming a muride was not a good one." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 34; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

[৬২৯] لَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَة لِمُرِيْدِىْ بِالْمَغْرِبِ وَاَنَا بِالْمَشْرِقِ لَسَتَرْتُهَا আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী, *মাসিক তরজুমান*, মার্চ-এপ্রিল ২০১০ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২; ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) আরো বলতেন যে, "এ হাত আমার মুরিদের ওপর তেমন, যেমনি করে পৃথিবীর ওপর আসমান।"[৬৩০]
শায়খ জিলানী (রাহ.) একদিন বলেন যে, "আল্লাহ তাঁকে তাঁর অনুসারী এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর তরীকার সমস্ত মুরীদের নামের ক্রমধারা দেখিয়েছেন।"[৬৩১]

তাঁর খানকার পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীর জন্য সুসংবাদ

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর খানকার পাশ দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে অথবা তাঁর সিলসিলায় মুরিদ বা প্রেম রাখলে ঐ লোকের জন্য শায়খ জিলানী (রাহ.)ওয়াদা করেছেন। এ ব্যাপারে আত-তাদিফি বলেন-

"Shaikh 'Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) also said: For any Muslim who steps across the threshold of my schoolhouse door, the torment of the Day of Resurrection [Yawm al-Qiyama] will be alleviated."[৬৩২]

আল্লাহর ওয়াদা

শায়খ জিলানী (রাহ.)-এর তরীকায় বা সিলসিলায় মুরিদ বা প্রেম রাখলে ঐ লোকের জন্য আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন বলে তিনি জানান। শায়খ জিলানী (রাহ.) বলেন যে, "নিশ্চয়ই আমার

---

[৬৩০] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৪; "It is a doctrine of Sufism, that a person after his attainment of walayet (state of wali) need not devote himself to non-obligatory prayers. Thenceforward his heart would always remain with God, whether he is asleep of awake. It was not necessary for the Hazrat to spend his nights in prayer for his own sake. His holiness used to do this for the benifit of his murids (disciples). He used to say that this hands were upon his murids us the sky was upon the earth. His Holyness would also say that if he were in the west and any of his muride in the east would be uncovered he would cover him." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 34

[৬৩১] Once the Hazrat said that God has shown him a list off all his companions and his murids up to the end of the world. He further said that none of his murids, would die without repentance. His murids and his murid's murids to the seventh degree would gain paradise." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 33-34

[৬৩২] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 61-62

Dhaka University Institutional Repository

পালনকর্তা আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে আমার ভক্তগণকে, আমার মাযহাবের লোকদেরকে এবং যারা আমাকে ভালবাসে তাদের সবাইকে বেহেস্তে স্থান দান করবেন।"[৬৩৩]

শায়খ আবুল ফাতাহ বলেন, আমি হযরত শায়খ আলী বিন হায়তিকে বলতে শুনেছি "কোন শায়খের মুরিদ হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রাহ.)-এর মুরিদগণের শায়খ থেকে মর্যাদাবান ও সৌভাগ্যবান হতে পারে না।"[৬৩৪] শায়খুল মুহাক্কেকিন হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি (রাহ.) বলেন যে, "বিভিন্ন মাশায়েখ একদা হযরত শায়খ জিলানী দস্তগীর (রাহ.) থেকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি কোন ব্যক্তি যিনি আপনার থেকে বায়আত গ্রহণ করেননি কিন্তু আপনার ভক্ত এবং নিজেকে আপনার দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে সেও কি আপনার মুরিদের মধ্যে গণ্য হবে। তখন তিনি বলেন- যে ব্যক্তি নিজেকে আমার দিকে সম্পৃক্ত করেছে এবং আমার ভক্তবৃন্দের মধ্যে শামিল হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কবুল করে নেন এবং তাঁর উপর রহমত নাযিল করেন। আর আমার পারওয়ারদিগার স্বীয় কৃপা ও দয়ায় আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে মুরিদ, ভক্ত, অনুসারী এবং আমার তরিকা গ্রহণকারীদের আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে স্থান করে দেবেন।"[৬৩৫]

এ সিলসিলার বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সমগ্র কায়েনাতে যখনই কাউকে বেলায়তের পদে অধিষ্ঠিত করা হয় তখন এ সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতার সন্তুষ্টি ও অনুমতি প্রয়োজন। তাঁর সন্তুষ্টি ও মাধ্যম ছাড়া কেউ বেলায়াত প্রাপ্ত হয় না।

আব্দুল কাদির ইরবিলি '*তাফরিহুল খাতির*' গ্রন্থে লিখেছেন "আল্লাহ তায়ালা যখন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে কাউকে ওলী বানাতে চান তখন নির্দেশ দান করেন, তাঁকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হয়।[৬৩৬] তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাকে আমার বেটা আব্দুল কাদিরের নিকট নিয়ে যাও, যেন সে তার যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখে এবং এটাও দেখে যে, সে এ পদবি ও মর্তবার উপযোগী কিনা? হুযুরের নির্দেশ মতে তাঁকে গাউসে

---

[৬৩৩] "The Shaikh (may Allah be well pleased with him) then said: 'My Lord (Almighty and Glorious is He) has promised me that He will alleviate the torment for everyone, from among the Muslims, who has ever stepped across the threshold of my schoolhouse door." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 61-62; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

[৬৩৪] لا مريدين بشيخهم اسعد من مريدى الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه

[৬৩৫] আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

[৬৩৬] ان يأخذوه بحضور المصطفى صلى الله عليه وسلم

Dhaka University Institutional Repository

পাকের খেদমতে পেশ করা হয়। তিনি তাকে এ পদের উপযোগী কিনা তা পরীক্ষা করে উপযুক্ত হলে তাঁর নাম বেলায়তে মুহাম্মদীর দপ্তরে লিখে স্বাক্ষর করেন। অতঃপর তাঁকে হুযুর নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খেদমতে পেশ করা হয়। গাউসে পাকের মূল্যায়ন মোতাবেক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হয়। তাকে বেলায়তের খুলআত দ্বারা অবগত করানো হয়, যা তাকে গাউসের হাত দ্বারা দান করা হয় এবং ঐ ব্যক্তি এ খুলআতটি পরিধান করে নেয় এবং আলমে গায়িব এবং আলমে শাহাদাতে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত হয়ে যায়।”[৬৩৭]

গ্রন্থাকার আরো বলেন, “গাউসে পাক (রাহ.) এ পদে কিয়ামত পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকবেন। আর এ মাকামে কোনো ওলী তাঁর সমকক্ষ হবে না। প্রত্যেক যুগে এবং প্রতি মুহূর্তে কুতুব, গাউস ও সকল ওলী তাঁর পবিত্র সত্তা থেকে ফয়েজ লাভ করবেন।”[৬৩৮]

মুরিদদের তওবাসহ মৃত্যু হবার স্বীকৃতি

শায়খ জিলানী (রাহ.)-এর মুরিদ কখনো তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে না। ইন্তেকাল করবার আগে অবশ্যই তার ভাগ্যে তাওবা নসীব হবে বলে বহু কিতাবে বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু তাই নই, শায়খ জিলানী (রাহ.)'র একজন খাটি মুরিদ বা অনুসারী তাঁর সাতজন গোনাহগার ভাইকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাচানোর সুযোগ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিবেন বলে কিতাবে পাওয়া যায়। সির্রুল আসরার এর ইংরেজি অনুবাদ The secret of secrets এর ভূমিকাতে উল্লেখ আছে যে,

“None of my followers will die before they repent. They will all die as faithful servants of Allah. Each of my good followers will save seven of his sinful brothers from hellfire.”[৬৩৯]

---

[৬৩৭] خذوه الى والدى السيد عبد القادر يرى لياقته واستحاق بمنصب الولاية فيطلع خلعة الولاية فتعطى بيد الغوث فيوصلها اليه ففى عالم الغيب والشهادة يكون ذالك الولى مقبولا ومسلما আব্দুল কাদির ইরবিলি, *তাফরিহুল খাতির*, করাচি ২০০৭ খ্রি., পৃ.৩৮

[৬৩৮] فهذه العهدة متعلقة بحضرت الغوث الى يوم القيامة وليس لاحد من الاولياء الكرام مماثلة ومشاكة مع الغوث فى هذه المقام ففى كل عصر وزمان تستفيض من حضرته الاقطاب আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৬৩৯] Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.26

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে আত-তাদিফি বলেন-

“They are the blissfully happy ones in the world and the Hereafter. Not one of them will die without being in a state of repentance [tawba].”[৬৪০]

শায়খ জিলানী (রাহ.)’র এ ঘোষনার পর তাঁর শিক্ষক জগতের বিখ্যাত মনিষী শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.) এই ঘোষনার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর তা আত-তাদিফি এভাবে বর্ণনা করেন যে,

Shaikh 'Abd al-Qadir said: 'If Allah (Exalted is He) grants me a station of honor in His sight, I shall obtain from my Lord (Blessed and Exalted is He) a covenant on behalf of my pupils, binding until the Day of Resurrection, to the effect that not one of them will die without being in a state of repentance, and that I must be guarantor for them in that regard.' Shaikh Hammad then said: 'I bear witness that Allah will surely grant him that commitment, and that he will spread the shade of his noble dignity over them.”[৬৪১]

শায়খ জিলানী (রাহ.)’র মুরিদের মুরিদও তাওবা ছাড়া মৃত্যু হবে না। সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরি বলেন-

آپ نماز سے فارغ ہوتے تویہ دعا پڑھی بعینی اے میرے پروردگار میں تیری درگاہ میں تیرے محبوب اور بہترین خلا ئق حضرت محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو وصیلہ بناکر دعا کرتاہوں کی میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو کہ میری طرف منسوب ہوں روح قبض نہ فرما گر توبہ پر حضرت سہل فرما تے ہیں کےسی نی آپ کی دعا پر فرشتوں کے ایک مبت بڑے مگر توته وہ کو آمین کتےنا- جب آپ دعا ختی کر حکپے تو پھرہم نے یہ ند اسنی کري تم کوخوش خبری ہو کےہم نے تمہاری دعا قبول کرلی ہے[৬৪২]

শায়খ জিলানী (রাহ.)’র মুরিদ জান্নাতে যাবার স্বীকৃতি

[৬৪০] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 61

[৬৪১] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 64

[৬৪২] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯, ৫০

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন, 'আমাকে দীর্ঘ একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসহাবগণের ও মুরীদদের নাম লেখা আছে এবং আমাকে বলা হয়েছে যে নিশ্চয় তোমার খাতিরে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। দোজখের ফিরিশতা মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নিকট আমার সাথীদের মধ্যে কেউ আছ কি? তিনি বললেন 'না'।[৬৪৩]

মুরিদ ও খলীফাবৃন্দ

খিরকাহ ও জ্ঞানার্জনকারী ফকীহ এবং আলিম

১. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে মারযূক ইবনে হুমায়দ ইবনে সালমাহ করশী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ সা'দ আবদুল গালিব ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল-হাশেমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবূ সালিহ নসর। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবদুর রায্যাককে বলতে শুনেছি, "যখন আমার পিতা ঐ বছর হজ্জ করলেন, যে বছর আমি তাঁর সাথে ছিলাম, তখন তাঁর সাথে আরাফাতে শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে মারযূক এবং শায়খ আবূ মাদয়ান মিলিত হন। তাঁরা উভয়ে গাউসে পাক থেকে বরকতের খিরকাহ[৬৪৪] পরিধান করেছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীস ও রেওয়াতসমূহ শ্রবণ করেছিলেন। উভয়ে তাঁর সামনে বসেছিলেন।"

২. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ সা'দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনে আহমদ রিব'ঈ ফারেকী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আবূ মানসূর আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ হাফিয। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন

---

[৬৪৩] It was Shaikh 'Ali-Gharthani (may Allah be well with him) who said: "Shaikh 'Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) once told me: 'I asked Malik, the custodian of the Fire of Hell: "Do you have any single one of my companions in your custody?" Malik said: "No, by Allah's Might and Glory!"' The Shaikh went on to say: 'My hand over my pupils is like the sky over the earth. If one of my pupils is not perfectly fine, wehereas I am perfectly fine- by the might and Glory of my Lord!-my feet will not move from standing in the presence of my Lord (Almighty and Glorious is He), until He transports me, and all of you, to the Garden of Paradise!" Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 61

[৬৪৪] বায়'আত গ্রহণের বিশেষ পোষাক।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে আখদ্বার হাফিয। তিনি বলেন, “আমি কাযী আবূ ইয়া’লা মুহাম্মদ ইবনে ফাররাকে বলতে শুনেছি, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রা.)’র মজলিসে (জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে) অনেকবার বসেছি।”

৩. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ বকর ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক ইবনে মক্কী ইবনে সালিহ করশী মিশরী। তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই ওয়াজীহ দাঊদ ইবনে সালিহ মুক্বরী কে বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি বাগদাদে শায়খ ইমাম-ই যাহিদ আবুল ফাতহ ইবনুল মুসান্নার নিকটি বারবার আসতাম। আমি তাঁকে শুনেছি। নিশ্চয়ই তিনি শায়খ আবদুল কাদিরের কথা উল্লেখ করেছেন যে, “আমাদের শায়খ এবং শায়খুল ইসলাম, আমাদের বরকাত, আমাদের পেশওয়া! আমরা তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছি।”

৪. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ গালিব মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আলী লাখমী বাগদাদী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবূ সুলায়মান দাঊদ ইবনে শায়খ আবুল ফাতহ সুলায়মান ইবনে শায়খ আবূ আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহহাব আপন পিতা থেকে। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবদুল ওয়াহহাবকে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, আমি শায়খ মাহমূদ[৬৪৫] ও শায়খ ওমর গায্যাল, শায়খ আবুল হাসান ফারেসী, শায়খ আবদুল করিম ফারেসী এবং শায়খ আবুল ফাদ্বল আহমদ ইবনে সালিহ ইবনে শাফি’ জীলী হাফিযকে শুনেছি। তাঁরা সবাই আমার পিতা আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মুরীদ ছিলেন। আর তাঁরা তাঁর কারামাতগুলোও উল্লেখ করেছেন।

৫. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ গালিব আহমদ ইবনে আবূ জা’ফর ইবনে আবূর রাদ্বা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, যাঁর দাদা ‘মুফীদ’ নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন, আবূ মুহাম্মদ ইবনে খাশশাব নাহভী শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)’র সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর থেকে বর্ণনা করতেন। আর হাফেয আবুল ইয্য আবদুল মুগীস ইবনে যাহর ইবনে যাররাদ ইবনে আলাভী হারীমী আপন যুগে ইরাকের হাফিয। আমাকে খবর দিয়েছেন আবূ যাররাদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন ফকীহ-ই ফাদ্বিল মুহিউদ্দীন ইয়ূসুফ ইবনে ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জূযী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন-আবূ

---

[৬৪৫] যিনি পেশায় একজন জুতা বিক্রেতা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

হোরায়রা মুহাম্মদ ইবনে লায়স দীনারী[৬৪৬]। তিনি বলেন, হাফেয আবুল ইযয আবদুল মুগীস শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (রা.)'র সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং তাঁর কথা আলোচনা করার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন।

৬. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আমর ওসমান। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা আবুল হারীম মক্কী। তিনি বলেন, আমার পিতা, তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)'র নিকট থেকে 'খিরকাহ' অর্জন করেছিলেন, গাউসে পাকের ছাত্রত্ব অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর দিক থেকে প্রচারক ছিলেন।

৭. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ তালিব আবদুল আযীয ইবনে সালিম ইবনে খালাফ মিশরী মুকরী[৬৪৭]। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই বুযুর্গ আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে ইব্রাহীম ইবনে আবদুল্লাহ[৬৪৮] ওরফে হিকমত। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ ঃ শায়খ আবুল ফদ্বল ওমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে হিবাতুল্লাহ আসকালানী আদল এবং শায়খ আবূল মানসূর যাফির ইবনে তারখান ইবনে জাওয়াব গাসসানী। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, শায়খ আবূ আবদুল্লাহ ইবনে কীযানী এবং ফকীহ রাসলান (রাহ.) তাসাওফের 'খিরকাহ' শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (রা.) থেকে নিয়েছেন এবং তাঁরা তাঁর কারামাতসমূহ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ে যখন কাউকে খিরকাহ পরাতেন, তখন তাকে বলতেন, আমাদের ও তোমার শায়খ (পীর) হলেন শায়খ আবদুল কাদির (রা.)। আবুস সা'ঊদ আহমদ ইবনে আবূ বকর হারীমী 'আত্তার হলেন সিরাজুল আউলিয়া। তিনি গাউসে পাকের সাহচর্যে ছিলেন, তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন ।

৮. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাকে খবর দিয়েছেন ফকীহ আবূ মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার ইবনে মুহাম্মদ আলী করশী মিশরী মু'আদ্দাব। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছন শায়খ আবুর রাবী' সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আলী সা'দী ওরফে ইবনুল মুগারবিল। তিনি বলেন, আমাদের সরদার শায়খ রাদীনী শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (রা.)'র সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। যখন তাঁর প্রশংসা করা হতো, তখন নিম্নলিখিত পংক্তি পড়তেন-

---

৬৪৬ যিনি অন্ধ ছিলেন।

৬৪৭ ইলমে ক্বিরআতের ওস্তাদ।

৬৪৮ যিনি ছিলেন খেজুর বিক্রেতা ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস।

Dhaka University Institutional Repository

حسنك لا تنقصى عجائبه كالبحر حدث عنه ولا حرج[৬৪৯]

৯. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ ত্বালহা ইবনে ওয়াযীন ইবনে আবদুর রাহীম জযরী মিশরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল করীম ইবনে মুহাম্মদ মুক্বরী ওরফে ইবনুল ইয়াসমীনী। তিনি বলেন, আবূ আলী কাসসার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রা.)'র দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন। আর লোকজনকেও তাঁর দিকে সম্পৃক্ত হবার জন্য ডাকতেন। তাঁকে আমি কয়েকবার শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, ঈমান, ইসলাম, কিতাব ও সুন্নাহ। এবং সাথে সাথে আমরা শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রা.)-এর প্রেমিকদের অন্তর্ভূক্ত।

১০. আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আলী হুসাঈন ইবনে সুলায়মান তামীমী হারীমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ ইয়ূসূফ ইবনে হাসান আলাসী মুকরী। তিনি বলেন, শায়খ তালহা আলাসী শায়খ আবদুল কাদির (রা.)-এর শাগরিদ ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর যুগের অন্যান্য মাশায়িখের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

১১. শায়খ আবূ খলীল আহমদ ইবনে আস'সাদ ইবনে ওয়াহব ইবনে আলী বাগদাদী আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার চাচা শায়খ আবুল গানাইম রিয্কুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী। তিনি বলেন, আমি ইমাম আল-মানসূর আবদুস্ সালাম ইবনে ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমাকে মহান শায়খ আহমদ ইবনে আস্'সাদ বলেছেন, তোমার ওপর আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মাধ্যমে দয়া করেছেন তোমার দাদার সাহচর্যের কারণে এবং এ কারণে যে, আমি তাঁর নিকট থেকে খিরকাহ ও ইলম অর্জন করেছি, তদুপরি তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা ছিল।

১২. শায়খ-ই ফাদ্বিল আবুল বাকা মুহাম্মদ আযহারী সরীফীনী (রাহ.) ও মহান শায়খ আবূ আহমদ ইয়াহিয়া ইবনে বারাকাহ ইবনে মাহফূয দীবাকী বসরী। তাঁরা উভয়ে গাউসে পাকের দিকে সম্পৃক্ত এবং তাঁর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন ও তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন। ইমাম শাতনূফী বলেন যে, এটা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ফকীহ আবূ নসর গানিম ইবনে গানা-ইম ইবনে ফাতহ ইবনে ইয়ূসুফ হাশেমী করখী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ

[৬৪৯] "আপনার সৌন্দর্যের আশ্চর্যজনক বিষয়াদি খতম হয় না। তাঁর উপমা সমুদ্রের ন্যায়, তাঁর কথা বলো। এর ফলে কোন ক্ষতি হবে না।"

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন শরীফ আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনে মানসূরী আল-খাতীব অতঃপর তিনি তাঁর উল্লেখ করেছেন। আর শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ ইবনে ওয়াহব আযাজী ‘রাঈসুল আস্হাব’ গাউসে পাকের সাহচর্যে ছিলেন, তাঁর নিকট কাজে রত ছিলেন। তাঁকে বলতে শুনেছেন।

১৩. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আহমদ আবদুল মালিক ইবনে ফিতিয়ান ইবনে ঈসা করশী আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ আবুল হাসান হাসান আলী ইবনুন নাফীস ইবনে নূরুদ্দীন ইবনে বূরাদমার মামূতী। তিনি বলেন, উভয় কাযী আবুল হাসান ও তাঁর ভাই আবূ মুহাম্মদ হাসান, দামেগানীর সন্তান পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী। তাঁরা সবাই শায়খ আবদুল কাদির (রাহ.)-এর সাথে তাঁদের সম্পর্কের কথা এবং তাঁর সাথে তাঁদের সাহচর্যের কথা উল্লেখ করতেন।

১৪. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ তালিব আবদুল আযীয ইবনে সালিম মিশরী মুকরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল আযীয ইবনে ইব্রাহীম[৬৫০]। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল ফদ্বল আহমদ ইবনে আবদুল আযীয আসক্বালানী আল-আদল। তিনি বলেন, ক্বাযী আবুল কাসিম ইবনে দরবাস ও তাঁর পুত্র উভয়ে শায়খ আবদুল কাদির (রা.)’র দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁরা উভয়েই তাঁর কারামাতগুলো লিখেছেন। শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ ইমাম রাসলান ইবনে আবদুল্লাহ ফকীহ, আর তাঁর পুত্র শায়খ আবুল কাসিম আবদুর রাহমান হলেন ফকীহ। তাঁরা সবাই শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রা.)’র সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁরা তাঁর নিকট থেকে খিরকাহ নিয়েছেন। এবং এটা তাঁরা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে করেছেন।

১৫. ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফকীহ-ই মুকরী আবুল মূহাম্মদ সারিম ইবনে খালাফ ইবনে আলী আনসারী। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবুস্ সানা আহমদ ইবনে মায়সারাহ ইবনে আহমদ মিশরীকে শুনেছি। অতঃপর তিনি এটা উল্লেখ করেছেন, শায়খ-ই আলিম আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে নসর ইবনে হামযাহ তামীমী বাকারী সানদীকী বাগদাদী, মুফতী-ই ইরাক এবং পেশোয়া-ই সালিকীন খিরকাহ ও ইলম গাউসে পাক থেকে হাসিল করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যে রয়েছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর থেকে শুনেছেন। আমি একথা তাঁর কিতাবে পড়েছি; যার নাম ‘*আনওয়ারুন না-যির ফী মা’রিফাতি আখবারিশ্ শায়খ আবদিল কাদির (রাহ.)*।

---

৬৫০ তিনি ছিলেন খেজুর বিক্রেতা ও মুহাদ্দিস।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাকে খবর দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি শামুসদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ মাকদেসী (রাহ.)। তিনি বলেন, আমি আমাদের শায়খ আলিম-ই রাব্বানী মুয়াফ্ফাক উদ্দীন ইবনে কোদমাহকে বলতে শুনেছি, আমি ও হাফেয আবদুল গণী শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (রা)'র হাত থেকে হাদীস শুনেছি। তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করে উপকৃত হয়েছি। সর্বোপরি, তাঁর জীবদ্দশা থেকে আমরা পঞ্চাশ রাত থেকে বেশি পায়নি। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, আমি এটাই জানি যে, আমার পিতা ও শায়খ আবূ আমর শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রা.)'র দিকেই সম্পৃক্ত।

১৭. ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল জা'দ নসর ইবনে মিফতাহ ইবনে সাখার ইবনে মুসাদ্দাদ আলাভী কারখী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ তালিব আবদুর রাহমান ইবনে আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সামী' হাশেমী ওয়াসেতী আল-আদল। তিনি বলেন, আমি কাযী আবুল ফাতহ ইবনে মানদাঈ থেকে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) আমাদের সরদার ও শায়খ এবং ওই ব্যক্তির শায়খ, যে এ যুগে এ বিষয় অর্জন করেছে। তিনি তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করতেন। আর মহান শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে হোসাঈন ইবনে আবুল ফাদ্বল জাবাঈ হলেন শায়খুল মুসনাদীন ওয়াল ফুকাহা। তিনি গাউসে পাকের সাহচর্যে ছিলেন, তাঁর ছাত্র ছিলেন, তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর নিকট ফিকহ পড়েছেন।

১৮. ইমাম শাতনুফী বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন ফকীহ আবুল ইয়ূম্ন বরকাত ইবনে শায়খ-ই আরিফ আবূ মুহাম্মদ আত্বীফ ইবনে যিয়াদ মুক্বরী ইয়ামনী। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, আমাকে শায়খ আবদুল্লাহ আসাদী বলেছেন, যখন আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রা.)'র বিষয় ইয়ামেন প্রসিদ্ধতা লাভ করল, তখন আমি শায়খ আলী ইবনে হাদ্দাদ থেকে খিরক্বাহ পরেছি। তিনি গাউসে পাকের নিকট থেকে খিরকাহ নিয়েছিলেন। তাঁরই নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং ইয়ামনবাসীদেরকে তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত হবার জন্য আহ্বান করেছেন। তারপর ইয়ামনে খবর আসলে যে, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) ঐ বছর হজ্জে রওয়ানা হয়েছেন। অতঃপর আমিও হজ্জ করেছি যেন তাঁকেও দেখি। সুতরাং আমি তাঁকে আরাফাতে পেলাম। তখন তাঁর নিকট থেকে খিরকাহ নিলাম। তাঁর নিকট থেকে কিছু হাদীস-ই নববী শুনলাম। তাঁরই কারণে আমি ওই দিনকে প্রসিদ্ধ করলাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ইমাম শাতনুফী বলেন, আমাকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ মাকদেসী (রাহ.) যে, তিনি শায়খ ওমর বায্যারের ফাত্ওয়া বাগদাদে দেখেছেন এবং তাঁর সম্পর্কের প্রসিদ্ধি এমনই যে, তা দলীল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়। আর শায়খ-ই সালিহ আবূ আবদুল্লাহ শাহ মীর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নো'মান জীলানী হলেন ফকীহ, আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর নিকট থেকে ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেছেন। তাঁর নিকট থেকে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও অর্জন করেছেন এবং তাঁরই দিকে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এ খবর আমাকে আবূ মূসা ঈসা ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসহাক করশী ইবনে কাইদুল আওয়ানী দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ[৬৫১] ইবনে মুহাম্মদ আল-হাসান বাদরানী। অতঃপর তিনি এর উল্লেখ করেছেন যে, আবূ আবদুল্লাহ বাত্বাইহী বা'লাবাকের অধিবাসী হলেন ওলী এবং ফক্বীহ। যিনি গাউসে পাকের নিকট থেকে খিরকাহ ও জ্ঞানার্জন করেছেন। সিরিয়ার শায়খগণকে তিনি খিরকাহ পরিয়েছেন। তিনি সিরিয়ার ব্যাঘ্রতুল্য ব্যক্তিদের শায়খ। তাঁর সম্পর্কে শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রা.)'র সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আর শায়খ ইমাম আবুল হেরম মক্কী ইবনে ইমাম আবূ আমর ওসমান ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম সাদী; যিনি আলিম, মুহাদ্দিস ও মুত্তাকী। তাঁর সাহেবযাদা শায়খ মুয়াফ্ফাক উদ্দীন আবুল কাসিম আবদুর রাহমান হলেন আলিম ও ওলীগণের সরদার, গদ্য ও পদ্যাকারে বহু গ্রন্থের রচয়িতা। আর আবুল বাক্বা সালিহ বাহাউদ্দীন নূরুল ইসলাম ছিলেন বড় আলিম। আমাকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মানযূর কাতানী যে, শায়খ আবুল হেরম ও তাঁর সন্তান মুয়াফ্ফাকের এ অবস্থা ছিলো যে, যখন তাঁরা কারো নিকট থেকে তাসাওফে অঙ্গিকার নিতেন, তখন বলতেন, "আমাদের পেশওয়া ও তোমার পেশওয়া হলেন শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (রা.)।" ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমি তাঁদের উভয়ের চিঠি দু'জায়গায় দেখেছি, যে দু'টিতে উভয়ের বায়'আতের খিরকাহ ও সাহচর্যের সম্পর্ক শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)-এর দিকেই উল্লেখিত হয়।[৬৫২]

ইবনে তাইমিয়া কাদেরীয়া তরীকার অনুসারী

ইবনে তাইমিয়্যা তার তরীকায়ে কাদেরিয়া সিলসিলা কে সবচেয়ে মহৎ এবং গাউসে পাককে নিজের শায়খ উল্লেখ করে তাঁর জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেন যে,

"The greatest tariqa [ajallu-t-turuqi] is that of my master [sayyidi], 'Abdul Qadir al-Jili, may Allah have mercy on him."

---

[৬৫১] তিনি ছিলেন প্রধান বিচারপতি।

[৬৫২] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭, ৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কাদেরীয়া সিলসিলার সাথে ইবনে তাইমিয়্যার সম্পর্কের বিষয়টি শায়খ হিসাম মুহাম্মদ কাব্বানী এভাবে তুলে ধরেন যে,

“Additional evidence of Ibn Taymiyya's connection to the Qadiri silsila (lineage) is found in his lengthy commentary on the seminal Sufi work by his grand-shaikh, 'Abdul Qadir Jilani, entitled "Futuh al-Ghayb.”[৬৫৩]

ইবনে তাইমিয়ার কাদেরীয়া তরীকায় খিরকাহ গ্রহণ

ইবনে তাইমিয়্যা কাদেরিয়া তরিকার খিরকাহ গ্রহণ করেছিলেন এবং এ দায়িত্ব পালন সরুপ আরেকজন কে এ তরিকার খিরকাহ দিয়েছেন। শায়খ হিসাম মুহাম্মদ কাব্বানী তার এক প্রবন্ধে বলেন যে, হাম্বলী মাযহাবের আলিম শায়খ ইউসুফ বিন আব্দুল হাদী (ওফাত ৯০৯হি.) এর পাণ্ডুলিপি ‘*বাদ আল-উলা বি লাবস আল খিরকা*’ যা প্রিন্সটোন ও সিরিয়ার দামেস্কে পাওয়া যায়। তার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ইবনে তাইমিয়া আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর তরীকতের খিরকাহ গ্রহণ করেছেন। ইবনে তাইমিয়ার তরীকায়ে কাদরিয়ার সিলসিলা নিম্নে উল্লেখ করছি।

১) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) (ওফাত ৫৬১হি.)।
২) আবু উমর বিন কুদামা (ওফাত ৬০৭হি.)।
৩) মুওয়াফিক আদ-দিন বিন কুদামা (ওফাত ৬২০হি.)।
৪) ইবনে আবি উমর বিন কুদামা (ওফাত ৬৮২হি.)।
৫) ইবনে তাইমিয়্যা (ওফাত ৭২৮হি.)
৬) ইবনে কাইয়ুম আল জাওযিয়্যা (ওফাত ৭৫১হি.)।
৭) ইবনে রাযাব (ওফাত ৭৯৫)।

শায়খ হিসাম মুহাম্মদ কাব্বানী আরো বলেন যে, “আবু ওমর বিন কুদামা এবং তাঁর ভাই মুআফিক আদ-দিন বিন কুদামা দুজনই পৃথকভাবে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) থেকে খিরকাহ গ্রহণ করেছেন। ইবনে তাইমিয়া এ দুজনের কাছ থেকেই তরীকতের খিরকাহ গ্রহণ করেছেন। ফলশ্রুতিতে শায়খ জিলানী (রাহ.)-এর সাথে ইবনে তাইমিয়ার দুই দিকে দিয়ে তরীকতের সিলসিলা সংযুক্ত। ‘*আল মাসা‘আলা আত-তাবরিযিয়্যা*’ তে উল্লেখ আছে যে, ইবনে তাইমিয়া বলেন,

---

[৬৫৩] Shaikh Hisham Mohammed Kabbani, *Ibn taymiyya the suji shaikh*, Ibid. গাউসে পাকের ফুতুহুল গায়েবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ যা ইবনে তাইমিয়্যা লিখেছেন, সেটির আরবি পাণ্ডুলিপি প্রিন্সটোন ও ল্যাইপযিগ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে যা ‘*ফুতুহুল গায়েব হাকিন্দা ইউরাম*’ নামে তার্কিস ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

"লাবিসতু আল-খিরকাতা মুবারাকাতা লিশ-শায়খ আব্দুল কাদির ওয়া বাইনি ওয়া বাইনাহু"।"[৬৫৪]

পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম

৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৬৭ ইংরেজী ১১ই রবিউসসানী সোমবার পূর্ব রাত্রে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) ইনতিকাল করেন। এই পবিত্র তিরোধানকে চিরজাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বে প্রতি বৎসর ঐ তারিখে "ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম" পালন করা হয়। বাগদাদে ঐ দিন লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আশেকগণের ঢল নামে সেদিন বাগদাদে। হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশে এ তারিখে ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম ও উরস শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে যেন সরকারী কর্মচারীগণ "ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম" উদযাপনে শরীক হতে পারেন- সে উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার "বাংলার আইন পরিষদে" ঐ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন।[৬৫৫]

গিয়ারভী শরিফের ইতিহাস

উর্দু ভাষায় এগারকে 'গিয়ারাহ্' বলে। আর একাদশকে বলে 'গিয়ারভী'।[৬৫৬] সুতরাং মাসের এগার তারিখের ইবাদত বন্দেগীকে উদ্দেশ্য করে এই দিনটিকে 'গিয়ারভী শরীফ' বলা হয়।

মাওলানা গোলাম রাসূল গাওহার কসুরী বলেন যে, "কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইসালে সাওয়াবই হলো গিয়ারভী শরীফ। হুজুর আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র কারণে নামের পরিবর্তন

---

[৬৫৪] "Both Abu 'Umar b. Qudama and his brother Muwaffaq received the khirqa directly from Abdul Qadir Jilani himself. Further corroboration of two links separating him from 'Abdul Qadir Jilani comes from Ibn Taymiyya himself, as quoted in a manuscript of the work al-Mas'ala at-Tabriziyya (manuscript, Damascus, 1186 H). ibn taymiyya said, "labistu al-khirqata mubarakata lish-Shaikh 'Abdul Qadir wa bayni wa baynahu 'than I wore the blessed Sufi cloak of 'Abdul Qadir, there being between him and me two." Shaikh Hisham Mohammed Kabbani, *Ibn taymiyya the suji shaikh*, Ummah.com, the online muslim community. প্রিন্সটোন লাইব্রেরি, ডাবলিন ও দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল পাণ্ডুলিপিটি মওজুদ আছে। যা ৯৮৫হিজরীতে পাওয়া যায়।

[৬৫৫] মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[৬৫৬] হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রাহ.) স্বীয় রচিত তাফসীর গ্রন্থ 'আশরাফুত্ তাফসীর' বা তাফসীরে নঈমীর প্রথম পারা, সূরা বাকারা ২৭ নম্বর আয়াত, পৃ. ২৯৭ এ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর তাওবা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে গিয়ারভী শরীফের ভিত্তি ও ইতিকথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি প্রসিদ্ধ আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম-এর গিয়ারভী শরীফ পালনের ইতিকথাও বর্ণনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। কোন বিষয়ের নাম পরিবর্তন হলে তার হুকুম পরিবর্তন হয় না। যেমন- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল সুফফাহ। বর্তমানে এর পরিবর্তন হয়েছে মাদরাসা, মকতব, স্কুল ইত্যাদি।”[৬৫৭]

এ গিয়ারভী শরীফও ইসালে সাওয়াবই। প্রায় জায়গায় এর নিয়ম হলো আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর প্রেমিকেরা একাদশ তারিখে সমবেত হয় অথবা একাদশ তারিখের আগে পরে কোন একদিন সমবেত হয়। তারপর হামদ-নাত পড়ে কবিতা কিংবা গদ্যাকারে শায়খ জিলানী (রাহ.)’র প্রশংসা ও জীবনী আলোচনা করেন এবং কুরআন-হাদীস থেকে ওয়ায়েজীনরা ওয়াজ করেন। নাত খাঁরা নাত পড়েন। বেশি বেশি দুরুদ শরীফ পড়েন। অবশেষে তাবাররুক বিতরণ করেন। কখনো মাহফিল না করে খতম আদায় করেন। এটাও জায়েয। যেমন- হযরত আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) লিখেছেন যে ঃ “দ্বিতীয় নিয়ম হলো, অনেক পুরুষ জমায়েত হয়ে পবিত্র কুরআন খতম করা এবং খাবার কিংবা মিষ্টান্নদ্রব্য প্রস্তুত করে ফাতিহা পড়ে উপস্থিত লোকদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনদের যুগে এটির প্রচলন ছিল না। যদি কেউ এ পদ্ধতির অনুসরণ করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কারণ এখানে অনিষ্টের কিছু নেই। উপরন্তু জীবিত এবং মৃতদের উপকার রয়েছে।[৬৫৮]

কুরআন পাঠ, ওয়ায করা, খাবার খাওয়ানো, সদকা করা, না’ত শরীফ পড়া এ সকল বিষয় একাকী পড়া যেমন জায়েয এবং মুস্তাহাব, তখন নির্দিষ্ট একদিনে ও এক সময়ে সমবেত হয়ে পড়াও জায়েয, অবৈধ হওয়ার কোন বিষয় এখানে নেই। ফিকহি নিয়ম হলো যা কিছু একাকীভাবে করা জায়েয, তা সমবেতভাবে আদায় করাও জায়েয। হ্যাঁ, সমবেত হয়ে নাজায়েয হওয়ার উপর কোন দলীল পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। যেমন- বিশ্ববিখ্যাত ইসলামি দার্শনিক ইমাম গাযালী (রাহ.) বলেন-

أَنَّ أَفْرَادُ الْمُبَاحَاتِ إِذَا إِجْتَمَعَتْ كَانَا ذَالِكَ الَمَجْمَعُ مُبَاحٌ.

“মুবাহ কাজ যখন একাকী জায়েয, তাহলে সেটা সম্মিলিত ভাবেও জায়েয।[৬৫৯]

গিয়ারভী পালনে জীবিতদের উপকার হলো-

১. ওয়াজ শুনে হেদায়ত লাভের সুযোগ হয়।

---

[৬৫৭] মাওলানা গোলাম রাসূল গাওহার কসুরী মরহুম যিনি হযরত আমীরুল মিল্লাত সায়্যিদুনা পীর জামাত আলী শাহ সাহেব আলীপুরী (রাহ.)’র একনিষ্ঠ মুরীদ ছিলেন। তিনি নকশবন্দী তরীকার অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও হুজুর আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কে তার রচিত ‘আনওয়ারুস সুফীয়াহ’ গ্রন্থে বিশ্লেষণটির কিছু বিষয়ে লিখেছেন। সেখানে গিয়ারভী শরীফ সম্বন্ধেও লিখেছেন।

[৬৫৮] আবদুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.), *ফতওয়ায়ে আজীজি*, প্রকাশ ২০০২খ্রি., পৃ. ৪০

[৬৫৯] মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওআইসী রেজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

২. ইসলামের অজানা বহু কিছু জানা যায়।
৩. আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জীবনী শ্রবণের সুযোগ হয়।
৪. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও শ্রবণ করা যায়।
৫. নাত শুনার সুযোগ হয়।
৬. অন্তরে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) ও ওলীগণের ফয়েজ আসে।

গিয়ারভী পালনে মৃতদের জন্য উপকার হল-

১. কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত, নাত শরীফ, তাবাররুক ইত্যাদির সাওয়াব তাদের রুহে পৌঁছে।
২. উপরোক্ত ইবাদতের ফলে তাদের পাপের মার্জনা হয় এবং শান্তি নসীব হয়।
৩. সওয়াব প্রাপ্তির মাধ্যমে কবরে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। কিয়ামত দিবসে তারা নিষ্কলুষ হয়ে উঠবে।

গিয়ারভী শরীফ নবীগণের সুন্নাত

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর তরিকাভুক্ত মুরিদ ও ভক্তগণ প্রতি চন্দ্র মাসের **১১** তারিখে অত্যন্ত ভক্তির সাথে "গিয়ারভী শরীফ" যথানিয়মে পালন করে থাকেন।[৬৬০] তাফসীরে নাঈমীতে গিয়ারভী শরীফের ঐতিহাসিক ভিত্তি এভাবে প্রমাণ করা হয়েছে ঃ

"হযরত আদম (আ.)-এর তাওবা কবুল, নূহ (আ.)-এর কিস্তি দুনিয়াতে অবতরণ, ইবরাহীম (আ.)-এর নমরূদের অগ্নিকুন্ড হতে মুক্তি লাভ, আউয়ুব (আ.)-এর রোগ মুক্তি, মুছা (আ.)-এর নীল দরিয়া পার ও ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নিকট পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর প্রত্যাবর্তন এবং আমাদের প্রিয় নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কুরআন মাজিদের সূরা আল ফাতহ-এর আয়াত "লিয়াগফিরা লাকাল্লাহু মা তাক্বাদ্দামা মিন জামবিকা ওয়ামা তাআখ্যারা" নাজিল হওয়া। উপরোক্ত সব ঘটনা **১০**ই মহররম

[৬৬০] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

তারিখে সংঘটিত হয়েছিল এবং সকল নবীগণ ১১ই রাত্রে এর শুকরিয়া স্বরূপ ইবাদত বন্দেগী করতেন"।[৬৬১] সুতরাং গিয়ারভী শরীফ নবীগণেরই সুন্নাত।

'গিয়ারভী' নাম রাখার কারণ

হুজুর আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) প্রতি চন্দ্র মাসের একাদশ তারিখে হুজুর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরস উদযাপন করতেন। সে হিসাবে এটাকে আরবীতে আল হাদীউল আখির উর্দুতে গিয়ারভী এবং বাংলাতে একাদশ বলা হয়। এ অঞ্চলে উর্দুর প্রভাব বেশি ছিল বলে উর্দু নাম 'গিয়ারভী' অধিক পরিচিত। কোন পশু কিংবা বস্তুকে যখন আল্লাহর নামে উৎসর্গ করার ইচ্ছে করা হয়, যেমন- পীর সাহেবের ছাগল, ইসমাইলের মেষ, আবদুল জাব্বারের দুম্বা, গাউসে পাকের দুম্বা এবং গাউসে পাকের গিয়ারভী শরীফ ইত্যাদি বলে সেগুলো জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বললে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জবেহ করলে তা খাওয়া হালাল, পবিত্র ও শরীয়ত সম্মত। এমনকি সেগুলো বরকতপূর্ণ হয়ে যায়, রোগ ও বালা দূর করে এবং অসুস্থকে সুস্থ করে তোলে।

অবশ্যই কাফেররা তাদের প্রতিমা ও দেব দেবীর নামে যে গুলো জবেহ করে বা বলী দেয় সেগুলো হারাম। যেমন- বহীরা, ছাইবাহ, উসীলাহ ও হাম। এগুলো সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ রয়েছে। কারণ এগুলো দেব দেবীর নামে উৎসর্গিত এবং জবেহ কালে দেব দেবীর নামে জবেহ করা হয়। আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হলে হালাল ও পবিত্র তাই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে "যেগুলোতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তা তোমরা ভক্ষণ কর।"[৬৬২]

কিন্তু জবেহ করার সময় পীর সাহেব কিংবা ভূত, দেব-দেবীর নাম নিয়ে জবেহ করা হলে তা হারাম ও অবৈধ। পবিত্র কুরআনের বাণী- "যে পশুকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে সেগুলো ভক্ষণ করা হারাম।"[৬৬৩] পবিত্র কুরআনে অন্য আয়াতেও এমন বর্ণনা রয়েছে।[৬৬৪]

---

[৬৬১] আবুল হামিদ মুহাম্মদ দিয়াউল্লাহ কাদেরী, *غيار بي شريف*, কাদেরী কুতুবখানা, প্র. অ., শিয়ালকোট, পৃ. ২৩৪; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬, ৩৭

[৬৬২] فُكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ আল কুরআন, ০৬ : ১৪১

[৬৬৩] وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، আল কুরআন, ০২ : ১৭৩

[৬৬৪] وَمَا ذُبِحَ عَلَي النُّصُبِ আল কুরআন, ০৫ : ০৩

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বেরেলভীর মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ রেজা (রাহ.) গিয়ারভী শরীফের প্রতি দৃঢ় ভক্তি সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা অনুসরণযোগ। তিনি বলেন, "হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর ইন্তিকাল সোমবার রাতে ইশার নামাযের পর রবিউস সানীর একাদশ তারিখে ৫১৬ হিজরীতে হয়, সে তারিখে ইসালে সাওয়াব করলে কল্যাণ লাভ হয় এবং অধিক পরিমাণে নূর বর্ষিত হয়। কিন্তু অন্যদিনে তেমন কল্যাণ লাভ হয়না এবং নূর বর্ষে না। আল্লাহর ওলীগণ যেদিন পরপারে গমন করেন, সে দিনের কল্যাণ ও বরকত অন্যদিন অপেক্ষা বেশি হয়।"[৬৬৫]

গিয়ারভীওয়ালা হিসেবে পরিচিতি

হুজুর গাউসে পাক (রাহ.) একাদশ তারিখের দিবস ও দ্বাদশ তারিখের রাতের সামঞ্জস্যতার জন্য অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেয়ায রান্না করে ফকীর মিসকীনদেরকে খাওয়াতেন। সারা জীবন তিনি এই নিয়মটি আঁকড়ে ধরে রেখেছেন এবং নির্দেশ দিয়ে যান। সে হিসাবে গাউসে পাক তদানীন্তন লোকদের কাছে গিয়ারভী ওয়ালা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন এবং গিয়ারভী শরীফও সে নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

তাঁর ইন্তেকাল তারিখ ১১ হওয়ার রহস্য

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওফাত দিবস অসংখ্য বরকতে ভরপুর থাকে। আর পীরানে পীর সৈয়দ মুহীউদ্দিন দস্তগীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) তো সকল ওলীদের অগ্রপথিক। তাঁর ইন্তিকাল দিবসের বরকত তো অবশ্যই থাকবে। এ তারিখের কিছু বিস্ময়কর দূর্লভ তথ্য পেশ করছি।

১) পবিত্র হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, إِنَّ اللهَ وِتر يُحِبُّ الوِتْرِ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বেজোড়; তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন। সে হিসাবে একাদশ তারিখ বরকতপূর্ণ এবং আল্লাহর প্রিয় সংখ্যা।

২) ইউসুফ আলাইহিস সালাম এগারটি নক্ষত্র স্বপ্নে দেখতেন। তাঁর এগার ভাই তাঁকে কষ্ট দিতে চাইত। কিন্তু সংখ্যা এগারজন হওয়ায় তারা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। তাই তারা সফল হত না।

৩) আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কিতাব 'ফতহুর রব্বানী' মাজলিসের ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, সাজ্জাদ তথা অধিক অধিক সিজদাকারী হলো ১১ জন।

৪) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করা তাগা হল ১১টি। সে যাদু প্রতিরোধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এগারটি আয়াত অবতীর্ণ করেন।

[৬৬৫] মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওআইসী রেজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

৫) মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আ.) ১১ তারিখ বিশেষ শুকরিয়া সরুপ ইবাদত করেছিলেন।

৬) এ তারিখে অনেক নবী রাসূলের পদমর্যাদা উন্নীত হয়। এ তারিখে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে মনোনীত করা হয়।

৭) হযরত ইদরীস আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আসমানে তুলে নেওয়া হয়।

৮) দাউদ আলাইহিস সালামকে ১০ তারিখ দিন আর একাদশ তারিখ রাতে ক্ষমা করা হয়।

৯) সুলায়মান আলাইহিস সালামকে ১০ তারিখ দিন আর একাদশ তারিখ রাতে তাঁর হারানো রাজ্য ফেরত প্রদান করা হয়।

১০) খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেন দশ তারিখ দিনে আর একাদশ তারিখ রাতে।

১১) আসমান, জমিন, কলম, এবং আদম ও হাওয়াকেও দশ তারিখ দিনে আর একাদশ তারিখ রাতে সৃষ্টি করা হয়।[৬৬৬]

হযরত আদম (আ.) কর্তৃক গিয়ারভী শরীফ পালন

সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা ও আদি মাতা হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) বেহেশত হতে দুনিয়াতে আসার পর আল্লাহর নিষেধের কথা ভুলে যাবার জন্য অনুশোচনায় ৩৬০ বছর একাধারে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ছিলেন এবং তাওবা করেছিলেন। তাঁদের প্রথম আমল ছিল অনুতাপ ও তাওবা। তাই আল্লাহর নিকট বান্দার তাওবা ও চোখের পানি অতি প্রিয়। ৩৬০ বছর পর মহান আল্লাহ্ পাকের দয়া হলো। হযরত আদম (আ.)-এর অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় তাওবার বাক্য গোপনে ঢেলে দিলেন। আর হযরত আদম (আ.) সে সব দো'আ করলেন। তিনি মহান আল্লাহ্ পাকের আরশে আজীমের গায়ে লেখা নাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ওসীলা ধরে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা এতে খুশি হয়ে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-এর তাওবা কবুল করলেন। যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ ও তাওবা কবুল করলেন, ওই দিনটি ছিল আশুরা তথা মুহাররমের দশ তারিখ, শুক্রবার। এই মহাবিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) সে রাতে অর্থাৎ দশ তারিখ দিবাগত রাতে তাওবা কবুল ও বিপদ থেকে মুক্তির শুকরিয়া স্বরূপ বিশেষ ইবাদত করেছিলেন।

হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক পালন

হযরত নূহ্ (আ.) মহাপ্লাবনের সময় রজব মাসের ১০ তারিখ থেকে মুহাররম মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাস ৭২ জন সঙ্গী নিয়ে কিশতির মধ্যে ভাসমান অবস্থায় ছিলেন। গাছ-পালা, পাহাড়-

---

[৬৬৬] *নুযহাতুল মাজালিস*, খণ্ড ১, মিশর- ২০০৭ খ্রি., পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পর্বত সবকিছু পানির নিচে। অতঃপর আল্লাহর অশেষ রহমতে ৬ মাস পর হযরত নূহ (আ.) এর কিশতি বা নৌকা জুদী পাহাড়ের চূড়ায় এসে ঠেকলো। পানি কমে গেলে তিনি দুনিয়ায় নেমে আসেন। যে দিন নূহ্ (আ.) কিশতি থেকে অবতরণ করলেন সে দিন ছিল আশুরা তথা মুহাররমের দশ তারিখ। তিনি এই মহাবিপদ থেকে মহামুক্তি উপলক্ষে সকলকে নিয়ে ১০ তারিখ দিবাগত রাতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া স্বরূপ ইবাদত করেছিলেন। এটা ছিল হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এর গিয়ারভী।

হযরত ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক পালন

হযরত ইবরাহীম (আ.) কে কোন রকমেই তাঁর ইসলাম প্রচার থেকে বিরত করতে না পেরে এবং সকল বাহাস বিতর্কে পরাজিত হয়ে অবশেষে জালেম বাদশাহ্ নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.) কে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে আগুনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল এবং অগ্নিকুণ্ড ফুল বাগিচায় পরিণত হল। চল্লিশ দিন পর যে দিন হযরত ইবরাহীম (আ.) আগুন থেকে বের হয়ে আসলেন সে দিনটিও ছিল আশুরা তথা মুহাররমের ১০ তারিখ। তিনি এ মহামুক্তির শুকরিয়া আদায় করলেন ১০ তারিখের রাতে বিশেষ ইবাদতের মাধ্যমে। আর এটাই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গিয়ারভী।

হযরত ইয়াকুব (আ.) কর্তৃক পালন

হযরত ইয়াকুব (আ.) আপন প্রিয়তম পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) কে হারিয়ে চল্লিশ বছর একাধারে কান্নারত ছিলেন। পবিত্র কালামুল্লাহ্র ১২ পারা সূরা ইউসূফে বর্ণিত যে, বহু ঘটনার পর অবশেষে তিনি হারানো পুত্রকে ফিরে পেলেন এবং তাঁর অন্ধ চক্ষু হযরত ইউসুফ (আ.)'র জামার বরকতে ফিরে পেলেন। এ দীর্ঘ বিপদ মুক্তির দিনটিও ছিল আশুরার দিন। হযরত ইয়াকুব (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে ওই রাতে বিশেষ ইবাদত করেছিলেন। এটা ছিল হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম এর গিয়ারভী।

হযরত আইউব (আ.) কর্তৃক পালন

হযরত আইউব (আ.) মহান আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা স্বরূপ দীর্ঘ ১৮ বছর কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পোকা সমস্ত শরীরের মাংস খেয়ে শুধু হাড় বাকি রেখেছিল। অবশেষে হযরত আইউব (আ.) আমাদের দয়ালু নবীর ওসীলা নিয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দোয়া-মুনাজাত কবুল করেন এবং তাকে রোগমুক্তি দেন। তাঁর এ রোগমুক্তির দিনটিও ছিল

Dhaka University Institutional Repository

আশুরা তথা মুহাররমের ১০ তারিখ। তিনি ওই রোগমুক্তি ও ঈমানী পরীক্ষায় পাশের শুকরিয়া স্বরূপ সে ১০ তারিখ দিবাগত রাত ইবাদতে কাটালেন। এটা ছিল হযরত আইউব (আ.)-এর গিয়ারভী।

হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক পালন

হযরত মুসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলকে মিশরের বাদশাহ ফেরাউন বহু কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহর নবীর সাথে বেয়াদবী যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তার খোদায়ী দাবীর মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, তখন আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) শিশুসহ ১২ লক্ষ বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে বাঁধ সাধল লোহিত সাগর। আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির আঘাতে লোহিত সাগর মতান্তরে নীল নদের পানি দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে পাহাড়ের মত দেয়াল স্বরূপ দাঁড়িয়ে যায় এবং ১২টি শুকনো রাস্তা হয়ে যায়। প্রত্যেক রাস্তা দিয়ে ১ লক্ষ লোক খুব দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে নদীর অপর তীরে প্রবেশ করে। ফেরাউন তাদের পিছন ধাওয়া করতে গিয়ে দু'দিকের পাহাড় সম পানির নিচে সৈন্যসহ ডুবে মরে যায়। হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের এ মহামুক্তির দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তিনি সঙ্গীসহ এ আশুরা তথা মুহাররমের ১০ তারিখ দিবাগত রাত আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করার জন্য ইবাদতে মশগুল থাকেন। এটা ছিল হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর গিয়ারভী।

হযরত ইউনুস (আ.) কর্তৃক পালন

হযরত ইউনুস (আ.) দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর মাছের পেট থেকে 'মোসলের নাইনুওয়া' নামক স্থানে মুক্তি পেয়েছিলেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে কালিমার দাওয়াত দিতে গেলে তারা হযরত ইউনুস (আ.) কে উল্টো অত্যাচার, নির্যাতন করে ভীষণ কষ্ট দেয়। রাগে ক্ষোভে হযরত ইউনুস (আ.) দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে নদী পড়ে যায়। ওপারে যাওয়ার জন্য নদীতে নৌকায় চড়লেন। মাঝপথে তিনি নদীতে ঝাপ দিলে আল্লাহর কুদরতের পরীক্ষা স্বরূপ হযরত ইউনুছ (আ.) মাছের পেটে ঢুকে যান। তিনি যে দিন মাছের পেট থেকে মুক্তি পান সেদিনও ছিল আশুরা তথা মহাররমের ১০ তারিখ। তাই তিনি ওই ১০ তারিখ দিবাগত রাতে শারীরিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে বিশেষ ইবাদতে মশগুল ছিলেন। এটাই ছিল হযরত ইউনুস আলায়হিস্ সালামের গিয়ারভী।

হযরত দাউদ (আ.) কর্তৃক পালন

Dhaka University Institutional Repository

হযরত দাউদ (আ.) একশতম বিবাহের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিতে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে তাওবা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা খুশি হয়ে তাঁর তাওবা কবুল করেন। ওই দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তাই হযরত দাউদ (আ.) ওই রাতে ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। এটা ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর গিয়ারভী।

হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক পালন

হযরত সুলায়মান (আ.) একবার জিন জাতির কারণে রাজ্য ও সিংহাসন হারা হয়েছিলেন। জিন জাতি তাঁর মু'জিযার আংটি লুকিয়ে রেখেছিল। ফলে তার রাজ্য ও সিংহাসন হাতছাড়া হয়ে যায়। চল্লিশ দিন পর জিন জাতি কর্তৃক লুকায়িত তাঁর হারানো আংটি ফেরত পেয়ে তাঁর রাজ্য ও সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং জিন জাতিকে শাস্তি প্রদান করেন। সৌভাগ্যক্রমে হযরত সুলায়মান (আ.) হারানো নেয়ামতটি যে দিন ফেরত পেয়েছিলেন সে দিন ছিল মুহাররমের ১০ তারিখ। তিনি মহান আল্লাহ্র দরবারে এ নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ ওই রাতে ইবাদত-বন্দেগী করেন। এটা ছিল হযরত সুলায়মান (আ.)-এর গিয়ারভী।

হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক পালন

আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ.) কে ইয়াহুদি জাতি কখনো বরদাস্ত করতে পারেনি। ইয়াহুদি রাজা হেরোডোটাস গুপ্তচর মারফত হযরত ঈসা (আ.) কে গ্রেফতার ও শহীদ করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) কে জিবরাঈল ফিরিশতার মাধ্যমে ৪র্থ আসমানে তুলে নেন এবং ওই গুপ্তচরের আকৃতি পরিবর্তন করে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতির অনুরূপ করে দেন। অবশেষে হযরত ঈসা (আ.)'র শত্রুই ধৃত হয়ে শূলে বিদ্ধ হয়। হযরত ঈসা (আ.)-এর আসমানে উত্তোলনের দিনটিও ছিল আশুরার দিন। তিনি ওই মহাবিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে রাতে আকাশে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ইবাদতের মাধ্যমে। এটাই ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর গিয়ারভী।

নবীজী (সা.) কর্তৃক পালন

আকা ও মাওলা তাজেদারে মদীনা, শাফাআতের কাণ্ডারী, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ষষ্ঠ হিজরীতে চৌদ্দশত সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। কিন্তু মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক জায়গায় পৌঁছে মক্কার কুরাইশদের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হন। ১৯ দিন পর অবশেষে একটি চুক্তির মাধ্যমে তিনি সে বছর

Dhaka University Institutional Repository

ওমরাহ্ না করেই মদীনার পথে ফিরতি যাত্রা করেন। সাহাবায়ে কিরাম এটাকে গ্লানি মনে করে মনক্ষুণ্ন হলেও রাসূলে পাকের নির্দেশ নতশিরে মেনে নেন। মদীনার পথে কুরা গামীম নামক স্থানে পৌঁছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলেন। ওইখানে সূরা আল ফাতাহ্-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এতে মনক্ষুণ্ন সাহাবায়ে কিরামকে সান্তনা দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন, হে রাসূল (সা.) আমি আপনার কারণেই হুদায়বিয়ার সন্ধিকে একটি মহান বিজয় হিসেবে দান করেছি। আপনার ওসীলায় আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছি। যে দিন ওই সুসংবাদ সম্পন্ন আয়াত নাযিল হয়, সে দিনটি ছিল মুহাররমের ১০ তারিখ। মহাবিজয় ও গুনাহ্ মাগফিরাতের সুসংবাদ শ্রবণ করে সাহাবায়ে কিরাম হুদায়বিয়ার চুক্তির প্রকৃত রহস্য বুঝতে পারেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম ওই ১০ তারিখের রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেন। এটা ছিল হুজুর পাক সাল্লাল্মহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর গিয়ারভী।

এখানে সর্বমোট ১১ জন প্রসিদ্ধ নবী ও রাসূল (আ.)-এর গিয়ারভী শরীফের দলীল ও ইতিহাস তুলে ধরলাম। এভাবে পয়গাম্বরগণ প্রায় সকলেই গিয়ারভী শরীফ পালন করেছেন যার প্রমাণ কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিদ্যমান। গিয়ারভী শরীফের ভাবার্থ হচ্ছে প্রত্যেক চন্দ্রমাসের ১১ তারিখের রাতে কোন না কোন নবী রাসূল (আ.), মহান আল্লাহ্ পাকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শুকরিয়া স্বরূপ বিশেষ ইবাদত তথা, নামায, তাসবীহ্, তাহলীল, যিকির-আযকার, আল্লাহর কালাম, তিলাওয়াতসহ বিভিন্ন নফল ইবাদত করে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দয়া, অনুগ্রহ, করুনা, ক্ষমা ইত্যাদি পেয়ে তাঁরা প্রিয় পাত্র হয়েছেন। অতএব নবী রাসূলগণ যেহেতু সম্মানিত, সে হিসেবে আল্লাহ পাকের দেয়া আরবী মাস, তথা চন্দ্রমাসগুলো সম্মানিত, সে জন্য উক্ত তারিখের ইবাদতকে 'গিয়ারভী শরীফ' বা একাদশ শরীফও বলা হয়। আর এ একাদশ শরীফের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এগারজন নবী ও রাসূল আলায়হিমুস্ সালামগণের দলিল ও ইতিহাস তুলে ধরা হল।

গাউসে পাক এর গিয়ারভী প্রাপ্তি

'গিয়ারভী শরীফ' মূলত তাসবীহ-তাহলীল এর খতম ও দু'আ বিশেষ। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অনুকরণে প্রতি চান্দ্রমাসের ১১ তারিখের রাতে বা দিনে গাউছে পাকের পবিত্র রুহে ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামা ও পীর মাশায়েখ উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ারভী শরীফ বিশেষ নিয়মে খতমের মাধ্যমে পালন করে থাকেন। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কিভাবে এ গিয়ারভী শরীফ পেলেন?

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিলাদত দিবসে প্রতি বছর ১২ রবিউল আউয়াল তারিখটি নিয়মিতভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে পালন করতেন। একদিন স্বপ্নযোগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে বললেন- ১২ রবিউল আউয়াল আমার মিলাদ শরীফকে তুমি যেভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আমার মহব্বতে পালন করে এসেছো, এর বিনিময়ে আমি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে সম্মানিত নবীগণের 'গিয়ারভী শরীফ' দান করলাম। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর তরিকাসহ অন্যান্য তরিকার মাশায়িখও হযরত গাউসে পাকের অনুসরণে প্রতি চান্দ্র মাসের ১১ তারিখের রাতে বা দিনে বিশেষ নিয়মে এ গিয়ারভী শরীফ পালন করে থাকেন।[৬৬৭]

গিয়ারভী শরীফ সম্পর্কে শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভীর মতামত

তিনি মালফুজাতে আজীজির[৬৬৮] মধ্যে গিয়ারভী শরীফ সম্বন্ধে বলেন ঃ "হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র রওজা শরীফে একাদশ তারিখে বাদশাহ, শহরের শীর্ষস্থানীয় নাগরিক এবং গণ্যমান্য লোকেরা সমবেত হতেন। আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পযন্ত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা হতো। অতপর শায়খ জিলানী (রাহ.)'র প্রশংসা সূচক কবিতা, নাত ও গজল পাঠ করা হতো। মাগরিবের পর গদ্দিনশীন উপস্থিত হতেন এবং বৈঠকের মাঝে বসতেন। অন্যরা তাঁর চারপাশে বসে উচ্চস্বরে যিকির করতেন। এ অবস্থায় কারো কারো মধ্যে ওয়াজদ জারী হতো। সবশেষে খাবার, শিরনী, মিষ্টি ইত্যাদি বন্টন হতো। ইশার নামায আদায় করে সকলে বিদায় নিতেন।[৬৬৯]

---

[৬৬৭] মাও. মুহাম্মদ খোরশেদ আহমদ আলম আল-কাদরী, *মাসিক তরজুমান*, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রি. সংখ্যা, ১৪৩৫ হি., পৃ. ১৭-২০

[৬৬৮] তিনি আমাদের অগ্রদূত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংস্কারক। এটা পৃথিবীর অধিকাংশ আলেমগণই স্বীকার করেন। গায়রে মুকাল্লিদরাও তাঁকে তাদের অগ্রপথিক মানেন। *'হিন্দুস্থান মে আহলে হাদীস কী ইলমে খিদমাত'* গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.)-এর জ্ঞান এবং রুহানী জগতে অবদান বর্ণনা ও রচনার মধ্যে সীমিত নয়; বরং তা মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি স্তরে জড়িয়ে আছে। শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রচনাবলীর মধ্যে ১. *ফতওয়ায়ে আজীজ।* ২. *তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া এবং* ৩. *তাফসীরে আজীজী* উল্লেখযোগ্য।

[৬৬৯] *মালফুজাতে আজীজি* (ফার্সী), মিরঠ থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

একাধিক ‘*মালফুজাতে আজীজি*’র মধ্যে শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) বলেছেন, তিনি নিজে পবিত্র রমজান মাসে বড় আকারের উরসের[৬৭০] আয়োজন করতেন। রমজান শরীফের তৃতীয় তারিখে তিনি সাইয়িদাতুন নিসা (রা.)-এর পবিত্র উরস পালন করতেন। ১৬ রমজান শরীফে মুমিন জননী মা আয়েশা (রা.)-এর পবিত্র উরস পালন করতেন। ২১ রমজান শরীফে হযরত আলী (রা.)’র উরস পালন করতেন এবং একই তারিখে নাসীর উদ্দীন চেরাগে দেহলভী (রাহ.)’র উরস পালন করতেন।

আল্লামা মুল্লাজিওন (রাহ.)-এর অভিমত

আল্লামা ফয়েজ আলম ইবনে মুল্লাজিওন (রাহ.) বলেন ঃ “মুহাররম মাসের দশম তারিখে প্রিয় রাসূলের আদুরে নাতিদ্বয় শহীদ হাসান ও হোসাইন (রাহ.)’র ফাতিহা উপলক্ষে খাবার তৈরী করা হয়। তাঁদের পবিত্র আত্মায় পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর দরবারে সাওয়াব পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। গিয়ারভী শরীফের খাবারও একই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। এ তারিখে গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)’র উরস শরীফ হয়। অন্যান্য মাশায়িখে কিরামের উরস এক বছর পরপর হয় আর গাউসে পাকের উরস প্রতি মাসে হয়।”[৬৭১]

শাহ আবুল মুআলা (রা.)-এর অভিমত

তিনি গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর উরস মোবারক সম্বন্ধে লিখেছেন যে- “আল্লামা বর খারদার (রাহ.)’র আকিদা ‘নিবরাস’ গ্রন্থের প্রান্তটীকায় উনি বলেন, ভারত উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোতে গাউসে পাকের উরস শরীফ রবিউস সানীর একাদশ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল, খাবার এবং পানীয় আলেম, দরবেশ, ফকীর ও উপস্থিত লোকজনের মাঝে বিতরণ করা হয়। নাত, তিলাওয়াত ও ওয়াজ করা হয়। এ উরস শরীফে পূণ্যবান লোকদের পবিত্র আত্মাসমূহ উপস্থিত হন। যারা কাশফ-ইলহামের অধিকারী তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট আছে।”[৬৭২]

তিনি আরো বলেন, “গাউসে পাক জিলানী (রাহ.) একাদশ তারিখে সাইয়িদুল আম্বিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরস শরীফ করতেন। তাই গাউসে পাকের অনুসরণ করতে

---

৬৭০ উরশ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো ‘মিলন’। অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাকের বন্ধু যারা ইহকাল ত্যাগ করে ইন্তিকাল করে মহান প্রেমিকের সান্নিধ্য পেয়েছেন ঐদিনটিকে মানুষজন উরশ হিসেবে দোয়া-মাহফিলের মাধ্যমে পালন করে থাকেন।

৬৭১ মুহসিন মুনাওয়ার ইউসুফী, *محسین اعظم في مناقب غوث اعظم*, মাকতাবাতুল মুহসিন, প্র. ২০১৩খ্রি., লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ৭৮

৬৭২ শাহ আবুল মুআলা কাদেরী লাহোরী (রাহ.), *তুহফায়ে কাদেরী*, দিল্লী, প্র. ২০০৩খ্রি., পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ারভী শরীফ উদযাপিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে সেটা তাসবীহে ফাতিমার ন্যায় গাউসে পাকের গিয়ারভী হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।"[৬৭৩]

দারা শেকোহ এবং আল্লামা গোলাম সরওয়ার (রাহ.)-এর অভিমত

দারা শেকোহ এবং গোলাম সরওয়ার লাহোরী (রাহ.) তাঁদের স্ব-স্ব রচিত গ্রন্থে সাইয়্যিদুনা গাউছে পাক জিলানী (রাহ.)-এর উরস শরীফ ও গিয়ারভী শরীফের বৈধতা সম্বন্ধে লিখেছেন এবং এটাকে বৈধ বলে সওয়াবের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬৭৪]

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.)-এর অভিমত

দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) গিয়ারভী শরীফ এবং বুযুর্গদের উরস সম্বন্ধে লিখেছেন যে, "মৃতদের আত্মার প্রতি সাওয়াব পৌঁছানো নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতিতে ছকবদ্ধ নয়। সে হিসাবে গাউসে পাকের গিয়ারভী শরীফ, দশমী, বিংশী, চেহলাম, অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ইত্যাদি শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর তৌশাহ, শাহ বু-আলী কলন্দর (রাহ.)'র ছেহমুনা বিতরণ, শবে বরাতের মিষ্টি দ্রব্য এবং অন্যান্য পদ্ধতির ইসালে সাওয়াবের একই হুকুম।"[৬৭৫]

গিয়ারভী শরীফ সম্পর্কে অন্যান্য ওলামায়ে কিরামের অভিমত

অলীকুল সম্রাট হুযুর শাহেনশাহে বাগদাদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর যথার্থ মর্যাদা, শান-মান ও ব্যক্তিত্ব যেমনিভাবে মুসলিম বিশ্বের সাধারণ লোক থেকে আরম্ভ করে সর্বস্তরের আউলিয়ায়ে

---

৬৭৩ আল্লামা বর খারদার (রাহ.), *সীরাতে গাউসে আযম*, দিল্লী, পৃ. ২৭৬

৬৭৪ দারে শেকোহ, *সাফীনাতুল আউলিয়া*, করাচি, পৃ. ৭৬; আল্লামা গোলাম সারওয়ার, *খাযীনাতুল আসফিয়া* (ফার্সী ভাষায় রচিত), খণ্ড ১, পৃ. ৯৯

৬৭৫ এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রাহ.), *ফায়সালায়ে হাফতে মাসআলা*, দেওবন্দ প্রকাশ, ২০০২ খ্রি., পৃ. ০৮; পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত আহলে হাদীসের সাপ্তাহিক মুখপত্র '*আল ইতিসাম*' পত্রিকা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) কে ইসলামী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং সাহিত্য ও জ্ঞানের উঁচু স্থান অর্জনকারী ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করেছে। *আল ইতিসাম লাহোর*, সংখ্যা নবম, মার্চ ১৯৫৬ খ্রি., পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

কিরামের নিকট পরিচিত ও সমাদৃত তেমনিভাবে তাঁর স্মরণে আয়োজিত মাসিক গিয়ারভী শরীফও তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার এক অনুপম বহিঃপ্রকাশ।

ক) হযরত মোল্লাজিওন (রাহ.) এর সুযোগ্য ছাহেবজাদা মোল্লা মুহাম্মদ গিয়ারভী শরীফের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, অন্যান্য মাশায়িখের উরস শরীফ বৎসরান্তে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গাউসে পাকের মর্যাদার বৈশিষ্ট্য এই যে, বুজুর্গানে দ্বীন তাঁর স্মরণে গিয়ারভী শরীফ প্রতি মাসের **১১** তারিখ পালন করে থাকেন।

খ) শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাহ.) বলেন, আমার পিতা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ.) বাগদাদ শরীফে সরকারিভাবে গিয়ারভী শরীফ উদ্‌যাপন হবার কথা অধিক গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। রওজা শরীফে মাসের এগার তারিখে দেশের বাদশাহ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ও মন্ত্রীবর্গ উপস্থিত হতেন। আছরের নামাজের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত, কাসীদা পাঠ ও জীবনী আলোচনা করা হতো। এতে এক ধরণের ধ্যানমগ্নতা ও প্রচন্ড ব্যাকুলতা সৃষ্টি হতো। অতঃপর খাদ্য-দ্রব্য তাবারুক, শিরনী বিতরণ করা হতো। এশার নামাজ আদায়ের পর লোকজন বিদায় গ্রহণ করতেন।[৬৭৬]

গ) শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহ.) প্রখ্যাত অলীয়ে কামেল হযরত শায়খ আমান পানিপথি (রাহ.) সম্পর্কে বলেন, তিনি রবিউস সানির এগার তারিখে গাউসুস সাকালাঈনের উরস উদযাপন করতেন।

ঘ) শাহজাদা দারাশিকো, "*সফীনাতুল আউলিয়া*" গ্রন্থে হযরত শাহ আবদুল মায়ালী "*তোহফায়ে কাদেরীয়া*" গ্রন্থে এবং মুফতি গোলাম সরওয়ার লাহোরী, "*খাজীনাতুল আসফীয়া*" গ্রন্থে গিয়ারভী শরীফের উরস ও বরকতময় অনুষ্ঠানকে পূণ্যময় আমল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৬৭৭]

ঙ) হোসাইন আহমদ মদনীর অভিমত হলো, গিয়ারভী শরীফের জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে যদি নিয়ত করা হয় যে, এর এক অংশ ইসালে সওয়ারেব জন্য অপর অংশ পরিবারে

---

[৬৭৬] আল্লামা আব্দুর রহীম খান কাদেরী, *سیرت غوث اعظم*, মাকতাবাতে নববীয়া, প্র. ১৯৯০খ্রি., গঞ্জেবখস রোড, লাহোর, পৃ. ১০৮

[৬৭৭] আল্লামা মুনিরুল হক্ক ভিহিলপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিজনের জন্য, বন্ধু বান্ধবদের জন্য, তবে এ খাদ্য গরীব ফকির ভিন্ন অন্যদের জন্যও জায়েয হবে।[৬৭৮]

ইবনে তাইমিয়ার গিয়ারভী শরীফ পালন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বেশকিছু লোকজন এবং কতিপয় দেওবন্দী আলিমরা ইবনে তাইমিয়া[৬৭৯] কে শায়খুল ইসলাম হিসেবে মানেন। তিনিও গাউসিয়ার লঙ্গর খানার জন্য ত্রিশটি উঠ বাগদাদে পাঠাতেন। আল্লামা ইবরাহীম দাউরবী (রাহ.) লিখেন যে, "আল্লামা ইবনে তাইমিয়া সিরিয়া থেকে নজরানা স্বরূপ গাউসিয়া লঙ্গর খানার জন্য রবিউল আউয়ালের শেষের দিকে ত্রিশটি উঠ বাগদাদে পাঠাতেন।"[৬৮০]

---

৬৭৮ মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৮

৬৭৯ ইবনে তাইমিয়া গাউসে পাকের ইন্তিকালের পর সিরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। জীবদ্দশায় খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার পাঠানো এ সমস্ত আসবাবপত্র ছিল গিয়ারভী শরীফের জন্য। কেননা রবিউল আউয়ালের শেষ সপ্তাহে ত্রিশটি উঠের পাল সিরিয়ার দামেস্ক থেকে রওয়ানা দিয়ে রবিউস সানীর প্রথম সপ্তাহে পৌঁছাতে পারে। আর ওই সপ্তাহ জুড়ে গিয়ারভী শরীফের জন্য বাগদাদে রসদ সামগ্রী জমা করা হতো। দামেস্ক থেকে বাগদাদে সফরকারী পর্যটকরা আলোচ্য বক্তব্য অবশ্যই সমর্থন করবেন। মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওআইসী রেজভী বলেন যে, ১৪২১ হিজরির রবিউস সানী মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি নিজে এ পথ পাড়ি দিয়েছি। দামেস্ক থেকে বাগদাদ পর্যন্ত শুধুই মরু অঞ্চল। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাহনেও আমার এই সফর ছিল কষ্টকর। তাহলে শত শত বছর পূর্বে তাদের পদব্রজে ও বাহনে চড়ে সফর নিশ্চয় কঠিন ছিল। ইবনে তাইমিয়া মিষ্টি ও কড়া দুই মেজাজের লোক ছিলেন। ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে লিখে ফেলেছেন যে, হুজুর ছরকারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জুতা মুবারককে তুচ্ছ জ্ঞান করলে এবং মদীনা শরিফের ধূলিকণাকে হেয় করলে কুফরি হবে। যে এরূপ করে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হবে। এ বিষয়ে 'আস-সারিমুল মাসলুল' নামে বিরাট আকারের একটি বই লিখে ফেলেন। অতপর আবার কি চিন্তা করে লিখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজার শরিফ যিয়ারত করার নিয়ত করে সফর করা হারাম। তাঁর একথার জন্য ইসলামী জগতের আলেম ও আউলিয়াগণ কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেন। সরকার তাকে গ্রেপ্তার করেন এবং গ্রেপ্তার অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওআইসী রেজভী কর্তৃক লিখিত 'ইবনে তাইমিয়া ওয়া উলামায়ে মিল্লাত' বইটিতে। এহেন মিষ্টি-কড়া মেজাজের ফল হলো ঃ শুরুতে গিয়ারভী শরীফের ফাতিহার উদ্দেশ্যে গাউসিয়ার লঙ্গরখানায় উঠের পাল পাঠিয়ে দিতেন। আবার কি মনে করে 'আল ওসীলা' গ্রন্থ লিখে প্রমান করার চেষ্টা করেন যে, ওসীলা নেয়া শির্ক। জীবিত কিংবা মৃত কারো ওসীলা নেয়া যাবে না। মৃতরা নিজেরাই আমাদের দোয়ার মুখাপেক্ষী। সুতরাং তারা আমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করবেন?

৬৮০ মাওলানা মুহাম্মদ ফয়েজ আহমদ ওআইসী রেজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিকতার জন্য গ্রন্থ রচনা

আল-ফাতহুর রাব্বানী

এ গ্রন্থটি গাউসে পাক (রাহ.)-এর গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশাবলীর সঙ্কলন। বিশেষত তিনি অত্যাচারী শাসকবর্গের অন্যায় অনাচার জুলুম-নির্যাতন ও লৌকিকতা ইত্যাদি অপকর্মকে এতে কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। গাউসে পাক প্রদত্ত ৬২টি বিশাল সমাবেশের ৬২টি বক্তৃতার সংকলন। ৫৪৫ হিজরী সনের শাওয়াল মাস থেকে ৫৪৬ হিজরী সন পর্যন্ত ১ বছর ব্যাপী তাঁর প্রদত্ত ৬২টি ভাষণের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকলন গ্রন্থ। ১২০২ হিজরী সনে গ্রন্থটি সর্বপ্রথম মিশর থেকে প্রকাশিত হয়। উর্দু, ফার্সী, ইংরেজি ও বাংলা সহ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে গ্রন্থটি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে।[৬৮১] আমি নিম্নে সেখান থেকে কয়েকটি বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরে ব্যাখ্যা করছি-

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা

নফসের স্বভাবই হচ্ছে অমান্য করা ও তর্ক করা। তাই যে ব্যক্তি তার পরিশুদ্ধি চায়, তার কাজ হচ্ছে এরূপ সাধনা করা যাতে নফসের ক্ষতি থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারে, নফস তো সকল অকল্যাণের মূল। তবে যখন সাধনার দ্বারা তাকে বশ করা যায় তখন তার থেকে শুধু কল্যাণই আসে। তখন সে আনুগত্য পালন ও নাফরমানী বর্জনে সহায়ক হয়ে যায়। তখনই ঘোষণা হয়,

"হে প্রশান্ত প্রবৃত্তি! নিজ প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তুমি তাঁর উপর তুষ্ট এবং তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট।"[৬৮২] গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন, [৬৮৩]

---

[৬৮১] মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ.২২

[৬৮২] يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً আল কুরআন, ৮৯ : ২৭-২৮

[৬৮৩] "وأصلحوا قلوبكم فإنها إذا صلحت صلح لكم سائر أحوالكم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح لها سائر جسده فسدت فسد لها سائر جسده، ألا وهي القلب.
صلاح القلب بالتقموى والتوكل على الله عزوجل، والتوحيد له والإخلاص في الأعمال، وفساده بعدم ذلك، القلب طائر في قفص البنية كدرّة في حقة، كمالٍ في خزانة, فالاعتبار باطائر، لا بالقفص، بالدرة لا بالحقة، بالمال بالخزانة.

Dhaka University Institutional Repository

নিজ আত্মাকে বিশুদ্ধ করে নাও। কারণ আত্মা এমন জিনিস যা ঠিক হয়ে গেলে সব কিছুই ঠিক হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "বনী আদমের দেহাভ্যন্তরে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে। যখন সেটা ঠিক হয়ে যায় সমস্ত দেহ ঠিক হয়ে যায় আর যখন তা কুলুষিত হয়, সমস্ত দেহ কুলুষিত হয়। জেনে রাখ সেটা হচ্ছে কাল্‌ব বা হৃদপিণ্ড।"[৬৮৪]

সহচরবৃন্দ! সেভাবেই আল্লাহর হয়ে যাও, যেভাবে নেক বান্দারা তাঁর হয়ে গেছেন। এমনকি আল্লাহ যেন তোমাদের হয়ে যায় যেভাবে তাদের হয়ে গেছেন। যদি তুমি চাও যে, আল্লাহ তোমার হয়ে যাবেন, তাহলে ধৈর্যের সাথে তাঁর আনুগত্যে মশগুল থাক এবং তোমার ও অন্যান্যের বেলায় তাঁর যে ফায়সালা দেখা দেয়, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। তাঁরা ছিলেন দুনিয়াত্যাগী। তাঁরা নিজের যে অংশটুকু গ্রহণ করেছেন, তাকওয়া ও পরহেযগারীর সাথে গ্রহণ করেছেন। তা নিয়েই তারা আখেরাতের কাজে নিমগ্ন থেকেছেন এবং তাদের যা করণীয় তাই করেছেন। প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হননি। শুধু নিজ মহান প্রভুর আনুগত্য করেছেন। তারা আগে নিজেকে উপদেশ দিয়েছেন, তারপর অপরকে উপদেশ দিয়েছেন।

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে, যদি তুমি আল্লাহকে বন্ধু ভাব, শুধু তাঁরই জন্যে কাজ কর এবং কেবল তাঁকেই ভয় কর, তাহলে তাঁর কোন কার্যধারার উপর প্রশ্ন তুলো না। ভালবাসার ব্যাপারটির সম্পর্ক অন্তরের সাথে, মুখে বক বক করে তা প্রমাণ করার নয়। এ সম্পর্কটি নিঃসঙ্গতায় অর্জিত হয়, দরবার জমিয়ে নয়। তাওহীদ যদি থাকে ঘরের দুয়ারে আর শিরক যদি থাকে ঘরের ভেতরে তো সেটাই মোনাফিকী। আক্ষেপ! তোমার জিহ্বা তাকওয়ার ডাক দিচ্ছে আর তোমার

(**اللهم**) اشغل جوارحنا بطاعتك، وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم، وكن لنا كما كنت لهم!! آمين.

(**ياقوم**) كونوا الله عزوجل كما كان الصالحون له، حتى يكون لكم كما كان لهم، إن أردتم أن يكون الحق عزوجل لكم فاشتغلوا بطاعته والصبر معه، والرضا بأفعاله فيكم وفي غيركم، القوم زهدوا في الدنيا وأخذوا أقسامهم منها بيدي التقوى والورع، ثم طلبوا الآخرة وعملوا أعمالها، عصوا نفوسهم وأطاعوا ربهم عزوجل، وعظوا نفوسهم ثم وعظوا نفوس غيرهم সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৬৮৪] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুল ইমান, বাবে ফাদলু মিন ইসতাবরা লিদিনীহি, খ. ১, পৃ. ২৮; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, কিতাবুল মুসাক্কাত, বাবু আখাযার হালাল ওয়া তারকুশ শুবহাত, খ. ৩, পৃ. ১২১৯

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরে চলছে পাপাসক্তি। তেমনি তোমার জিহ্বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে আর তোমার অন্তরে বইছে আপত্তির ঝড়![৬৮৫]

বৎস! প্রবৃত্তি ও বাসনা-কামনার সাথী হয়ো না। এমনকি দুনিয়া, আখেরাতও চেয়ো না। এক কথায় আল্লাহ ছাড়া কিছুই চেয়ো না। তা হলেই এমন রত্নভাণ্ডার পাবে, যা কখনও লয় হবে না। তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এমন হেদায়ত নসীব হবে, যার পর আর গোমরাহী আসবে না। নিজ পাপ থেকে তওবা কর এবং নিজ মহান প্রভুর দিকে ছুটে আসো। যখন তওবা করবে, তখন জাহের ও বাতেন সব ক্ষেত্রেই তওবা করবে।[৬৮৬]

তিনি আরো বলেন যে, বৎস! যখন তুমি কোন রোগে আক্রান্ত হও, তখন ধৈর্যের সাথে সাদরে তাকে বরণ কর, চুপচুপ থাক। তারপর যখন দাওয়াই এসে যাবে সেটাও সাদরে বরণ কর কৃতজ্ঞ চিত্তে।বৎস! তোমার এ চিন্তা আসা উচিত নয় যে, কি পানাহার করবে আর কি পরিধান করবে কিংবা কোথায় থাকবে অথবা কাকে বিয়ে করবে আর কত জমা করবে? এ সব তো নফস ও তবিয়াতের চিন্তা। অন্তর ও আত্মার চিন্তা কোথায়? মানে, হক তা'আলার তলব কোথায়? তুমি তো সে সব চিন্তা কর, যা তোমাকে ব্যস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ করে। তাই এ দুনিয়ায় যা ছাড়বে আখেরাতে তার উত্তম বদল তোমার জন্যে তৈরী করা হবে।[৬৮৭]

---

[৬৮৫] " (يا غلام) لا كلام لك في تصرف الله عزوجل، وتحبه وتعمل له لا لغيره، وتخاف منه لا من غيره، هذا بالقلب يكون لا بقلقلة السان، هذا في الخلوةى يكون لا في الجلوة، إذا كان التوحيد بباب الدار والشرك دخل الدار فهو النفاق بعينه، ويحك أنت لسانك يتقي وقلبك يفجر، لسانك يشكر وقلبك ، আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) *الفتح الرباني والفيض الرحماني*، প্রাগুক্ত, পৃ. ০৮

[৬৮৬] "(يا غلام) اقرن بين الدنيا والآخرة، واجعلهما في موضع واحد، وانفرد بمولاك عزوجل عريانًا من حيث قلبك بلا دنيا ولا آخرة، لا تقبل عليه إلا مجرّدًا مما سواه، ولا تتقيد با لخق عن الخالق، اقطع هذه الأسباب واخلع هذه الأرباب، فإذا تمكنت فاجعل الدنيا لنفسك، والآخرة لقلبك، والمولى لسرِّك.
يا غلام) لا تكن مع النفس، ولا مع الهوى، ولا مع الدينا، ولا مع الآخرة، لا تتابع سوى الحق عزوجل، وقد وقعت بالكنز الذي لا يفنى أبدا، حينئذٍ تجيئك الهداية من الحق عزوجل التي لا ضلال بعدها، تب عن ذنوبك وهرول عنها إلى مولاك عزوجل، إذا تبت فليتب ظاهرك وباطنك، " সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৬৮৭] "(يا غلام) إذا جاءك الداء فاستقبله بيد الصبر، واسكن حتى يجيء الدواء، فإذا جاء الدواء فاستقبله بيد الشكر.
(يا غلام) لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع, كل هذا هم النفس والطبع، فأين همُّ القلب والسر وهو طلب الحق عزوجل، همك ما أهمك، فيكن همك ربك عزوجل وما عنده،

Dhaka University Institutional Repository

ধনৈশ্বর্যের প্রত্যাশী না হওয়া

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন- হে দরিদ্র! তুমি ধনী হবার আকাঙ্ক্ষা করো না। কে জানে, হয়ত সেটা তোমার ধ্বংসের কারণ হবে। হে রুগ্ন! তুমি সুস্থ হবার আকাঙ্ক্ষী হয়ো না। হয়ত সেটাই তোমার ধ্বংসের কারণ হবে। জ্ঞানী হও, নিজ অর্জিত ফসলের হেফাযত কর। তোমার পরিণতি শুভ হবে। তুমি যা পেয়েছ তার ওপর তুষ্ট থাক। তার চাইতে বেশী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী হয়ো না। যদি আল্লাহ তা'আলা থেকে তার দেয়া বস্তু থেকে বেশী চেয়ে নাও, তা অপবিত্র হবে। তুমি পাপের মার্জনা, উভয় জগতে ক্ষমা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের স্থায়ী অনুগ্রহের জন্যে অধিকাংশ সময়ে প্রার্থনা করতে থাক এবং এটা চাওয়ার ওপরই তৃপ্ত থাক।

আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমার খেয়াল খুশীর কিছু চেয়ো না, দাম্ভিক হয়ো না। তা হলে আল্লাহ তোমাকে চূর্ণ করবেন। নিজ যৌবন, শক্তি ও সম্পদের গর্বে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির ওপর দেমাগ দেখিও না। তা হলে তোমাকে সেভাবেই পাকড়াও করা হবে, যেভাবে অতীতের দাম্ভিকদের করা হয়েছে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও মর্মান্তিক। তোমার ওপর আক্ষেপ যে, তুমি মুখে মুসলমান, কিন্তু অন্তরে মুসলমান নও। তোমার কথা মুসলমানের, কিন্তু কাজ মুসলমানের নয়। তুমি মজলিসে মুসলমান, কিন্তু একান্তে মুসলমান নও। তোমার কি জানা নেই যে, তোমার নামায পড়া, রোযা রাখা ও অন্য সব নেক কাজ যদি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয়, তা হলে তুমি মোনাফেক? ফলে আল্লাহ পাক থেকে তুমি দূরে রয়েছ। এখন আল্লাহর সমীপে নিজের সব কাজকর্ম, কথাবার্তা ও অসদুদ্দেশ্যাবলী থেকে তওবা কর। কল্যাণ কেবল সে-ই পেতে পারে যার কাজের ভেতরে সৃষ্টিকে খুশী করার প্রবণতা না থাকে। তারাই প্রত্যয়ী, তাওহীদবাদী, নিঃস্বার্থ ও বিপদে ধৈর্যশীল।[৬৮৮]

الدنيا لها بدل وهوالآخرة، والخلق لهم بدل وهو الخالق عزوجل، كلما تركت شيئاً من هذا العاجل أحدث عوضه وخيرًا منه في الآجل সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী*, অনুবাদ- *ঐশী প্রেরণার অনন্ত উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ.২,৩,৭; সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী ওয়া আল ফায়জুর রাহমানী*, অনুবাদ- এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫

৬৮৮ " أيها الفقير لا تتمنَّ الغني، فلعله سبب هلاكك، وأنت أيها المريض لا تتمن العافية فلعلها سبب هلاكك كن عاقلاً، احفظ ثمرك يحمد أمرك، اقنع بهذا القدر الذي معك ولا تطلب زيادة عليه، كلّ ما يعطيك الحق عزوجل بسؤالك فيكون كدرًا وبغضة، قد جربت هذا إلا أن يؤمر العبد من يحث قلبه بالسؤال، فإذا أمر بالسؤال بورك فيما سأل وأزيلت الأقذار عنه، وليكن أكثر سؤالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اقنع بهذا فحسب، لا تتخير على الله عزوجل، ولا تتجبر فإنه يقصمك، لا تتجبر على الله عزوجل وعلى خلقه بشبابك وقوتك ومالك فإنه يبطش بك، ويأخذك أخذٌ من أخذه فإن أخذه أليم شديد، ويحك

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন যে, তোমার ওপর আক্ষেপ! তাড়াহুড়া কোরো না। তাড়াহুড়া যে করে সে হোঁচট খায় অথবা পদস্থলনের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। যে ব্যক্তি ধীরস্থিরভাবে চলে, সে পথপ্রাপ্ত হয়, কিংবা তার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তাড়াহুড়া শয়তানের কাজ। রাহমানুর রহীমের কাজ বুঝেশুনে করতে হয়। তোমার তাড়াহুড়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়া উপার্জনের লালসাই প্রেরণা জোগায়। অল্পে তুষ্টি অর্জন কর। নিজ বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ কর এবং যা আছে তা নিয়ে তৃপ্ত থাক এবং যা নেই তার আকাঙ্ক্ষী হতে যেও না। এর ওপর স্থির থাক, আর এভাবেই আল্লাহ পাকের মারিফাতের অধিকারী হয়ে যাও। তখন তুমি সবকিছু থেকেই নিস্পৃহ হয়ে যাবে। আত্মা তোমার আস্থাশীল হবে এবং অন্তর্জগত স্বচ্ছ হবে। তখন আল্লাহ পাক তোমাকে তা'লীম দেবেন। ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিতেও তোমার কাছে দুনিয়া তুচ্ছ বিবেচিত হবে। আর তোমার অর্ন্তদৃষ্টির সামনে আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে তুচ্ছ মনে হবে। তখন অন্তরে শুধু আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে। এ কারণে মানুষের কাছে তুমি শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত বলে বিবেচিত হবে।[৬৮৯]

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন

তিনটি স্বভাব তথা মৃত্যুকে স্মরণে রাখা, বিপদে ধৈর্য ধরা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা অপরিহার্য করে নাও। এ তিন স্বভাব তোমার পূর্ণতা পাবে, তখন তোমার হাতে বাদশাহী এসে যাবে। মরণকে স্মরণ রাখলে তোমার বৈরাগ্য সঠিক হয়ে যাবে। সবরের কারণে তুমি আল্লাহর কাছে যা চাবে, সফল হবে। তাওয়াক্কুলের কারণে তোমার অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ বিদায় নেবে এবং

لسانك مسلم أما قلبك فلا، قولك مسلم أما فعلك فلا، أنت في جلوتك مسلم أما في خلوتك فلا، أما تعلم أنك إذا صليت وصمت وفعلت جميع أفعال الخير إن لم ترد بهذه الأعمال وجه الله عزوجل فأنت منافق بعيد من الله عزوجل، تب الآن إلى الله عزوجل من جميع أفعالك وأقوالك مقاصدك الدَّنية، القوم ليس في أعمالهم ملق، هم الفائزون، هم الموقنون الموحدون المخلصون، الصابرون على بلاء الله عزوجل সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৬৮৯ لا تعجل، فإن من استعجل أخطأ أوكاد، ومن تأنى أصاب أو كاد أي: قارب أن يصيب، العجلة من الشيطان، والتؤدة من الرحمن، أكثر ما يحملك على العجلة الرص على جمع الدنيا، اقتع فإن القناعة كنز لا ينفد، كيف تطلب ما لا يقسم لك ولا يقع بيدك قط، امنع نفسك وارض به، وازهد في غيره، الزم حتى تصير عارفًا با لله عزوجل، فحينئذٍ تصير غنيّاً عن كل شيء، يثق قلبك ويصفو سرّك ويعلمك ربك عزوجل، فتهون الدنيا في رأسك، والآخرة في عيني قلبك، وما سوى الحق عزوجل في عيني سرك، لا يتعاظم عندك شيء الأشياء سوى الحق عزوجل، فحينئذ تعظم عند كل الخلق সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮, ২৩; সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী*, অনুবাদ- *ঐশী প্রেরণার অনন্ত উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫; সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী ওয়া আল ফায়জুর রাহমানী*, অনুবাদ- এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫

Dhaka University Institutional Repository

তোমার সম্পর্ক হয়ে যাবে মহান প্রতিপালকের সাথে। তুমি দুনিয়া ও আখেরাত সহ আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সব কিছু থেকে দূরে সরে যাবে। তখন তোমার কাছে চতুর্দিক থেকে শান্তি আসতে থাকবে এবং সবদিক থেকে তোমাকে রক্ষা করা হবে ও পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তোমার প্রভুই তোমাকে সব কিছু থেকে হেফাযত করবেন।

তোমার মিথ্যা দাবীর জন্যে তওবাহ কর। খোদাপ্রেম শুধু বাসনা, কামনা, মিথ্যা দাবী, নেফাক ও ভণ্ডামী দ্বারা অর্জিত হয় না। তাওবাহ কর এবং নিজ তওবার ওপর কায়েম থাক। কারণ, তাওবার কোন মর্যাদা নেই, মর্যাদা হল তওবার ওপর স্থির থাকার। গাছ লাগানোর চেয়ে মূল্য হল গাছের টিকে থাকা, শাখা-প্রশাখা ও ফুল ফলে সুশোভিত হওয়ার। আল্লাহর সাথে একমত থাকা অপরিহার্য করে নাও। দুঃখ ও কষ্টে, দারিদ্র ও ধনাঢ্যতায়, কাঠিন্য ও সুলভতায়, রুগ্ন ও সুস্থতায়, ভাল ও মন্দ অবস্থায় এবং দান প্রাপ্তি ও বঞ্চিত অবস্থায়।

সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছাধীন

হে উদাসীন সম্প্রদায়! ঔদাসীন্য ছেড়ে সচেতন হও। তোমার অন্তর যদি তাঁর দিকে এক পা এগোয় তো তাঁর ভালবাসা তোমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসবে। তিনি তাঁর প্রেমিকের সাথে সাক্ষাতের জন্যে প্রেমিকের চেয়েও বেশি আগ্রহী। মহান আল্লাহ বলেন, "তিনি যাকে চান বেহিসাব দেন।"[৬৯০] যখন বান্দা কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করে, তখন আল্লাহ্ তাঁর উপায় উপকরণ সরবরাহ করেন। এটা এমন এক ব্যাপার যেটা বাহ্যিক নয়, আধ্যাত্মিক। তা যখন পূর্ণতা পাবে তখনই দুনিয়া, আখেরাত ও গায়রুল্লাহ থেকে পূর্ণ বৈরাগ্য অর্জিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারো মঙ্গল চান, তখন তাকে লোকদের পথপ্রদর্শক, চিকিৎসক, শিক্ষক, সংস্কারক ও মুখপাত্র করে দেন। এমন কি তাদের ময়লা-পচা অবস্থা দূরকারী, আঁধারে চলার প্রদীপ ও সূর্যের ব্যবস্থা করে দেন। যদি কোন বান্দা দিয়ে তিনি কাজ নিতে চান, তাহলে এভাবেই নেন।[৬৯১]

কর্তব্যের প্রতি মনযোগ

---

[৬৯০] يَرْزُقُ مَن يَّشَاءِ بغير حِسَابٍ. আল কুরআন, ০২ : ২১২

[৬৯১] تنهبوا يا غفّل من غفلاتكم، يخطو قلبك إليه خطوة ويخطو حبه إليك خطوات، هو إلى لقاء المحبين أشوق منهم،
إذا أراد عبدٌ الأمر هيأه له،، هذا شيء يتعلق بالمعاني لا بالصور، إذا تمّ لعبد ما ذكرت صح زهده في الدنيا والآخرة وما سوى المولى সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তর স্বচ্ছ হয়, পবিত্র হয়, সৃষ্টিকে ভুলে যায়, স্রষ্টার স্মরণে নিমগ্ন হয়। দুনিয়া ভুলে যায় আখিরাতের ভাবনায় এবং তোমাদের কাছে পাওয়া অস্থায়ী বস্তু ভুলে যায় আল্লাহর কাছে পাওয়া স্থায়ী বস্তুর কামনায়। তোমরা তাঁর ও তিনি যা করেন সেই ব্যাপারে কিছুই জান না। তোমরা আখিরাত ছেড়ে নিজ পার্থিব কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক। তোমরা এমনকি তোমাদের প্রভুকে লজ্জা করাও ছেড়ে দিয়েছ। তাঁর ব্যাপারে তোমরা নির্লজ্জ হয়ে গেছ।[৬৯২]

দুনিয়ার চিন্তা বিমুক্ত হওয়া

তিনি বলেন, ধিক তোমাকে! অতীতের লোকদের সাথে দুনিয়া যা কিছু আচরণ করেছে, তা থেকে তুমি উপদেশ গ্রহণ করনি। দুনিয়া থেকে মুক্তি চাও। দেহ থেকে পার্থিব আবরণ ছুঁড়ে ফেল। ছুঁড়ে ফেল নফসের ভূষণ। আল্লাহ পাকের দুয়ারে ছুটে চল। যদি তুমি তোমার নফস থেকে মুক্ত হতে পার, তাহলে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে মুক্তি পাবে। কারণ আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই নফসের অনুগত। তুমি নিজ নফস থেকে মুক্তি পেলে তোমার প্রভুকে দেখতে পাবে। আত্মসমর্পণ কর, শান্তি ও নিরাপত্তা পাবে। খোদাপ্রাপ্তির জন্যে সাধনা কর, পথ পেয়ে যাবে। তাঁর কৃতজ্ঞ হও, তিনি সবকিছু বাড়িয়ে দেবেন। নিজকে ও অন্যদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ কর। নিজের কিংবা অন্যদের ব্যাপারে কোন অভিযোগ তুলো না। তিনি যা করেন তাতেই তুষ্ট থাক।

আল্লাহওয়ালারা আল্লাহর সাথে এমনভাবে থাকেন যে, তাদের না কোন ইচ্ছা থাকে, না কোন ক্ষমতা থাকে, না নিজের প্রাপ্য পার্থিব বস্তুর জন্যে কোন লালসা থাকে আর না দুনিয়ায় কি পেল বা না পেল তার দিকে কোন নজর থাকে। তাই যদি তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের দলভুক্ত হতে চাও, তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাজ, ইচ্ছা ও কথার ক্ষেত্রে তাঁরা যে পথ অনুসরণ করেছেনে, সে পথ ধরে চল।[৬৯৩]

---

[৬৯২] "قلوب القوم صافيه طاهرة، ناسية للخلق، ذاكرة لله عزوجل، ناسية للدنيا ذاكرة للآخرة، ناسية لما محجوبون عنهم وعن جميع ما هم فيه، مشغولون بدنياكم عن أخراكم، تاركون عندكم ذاكرة لما عنده، أنتم للحياء من ربكم عزوجل، متواقحون عليه." সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৬৯৩] (ويحك) أما تتعظ بما جرى على من تقدم من الخلق من هذه الدنيا؟ اطلب الخلاص منها، اخلع لباسها واهرب منها، اخلع النفوس وسر إلى باب الحق عزوجل، وإذا انخلعت من نفسك فقد انخلعت مما سوى الله عزوجل، وإن كان ما سواه تابعًا للنفس فنحٌ عن نفسك وقد زادك، سلّم إياك والخلق إليه، لا تتعرض عليه فيك ولا في غيرك، القوم لا يريدون مع الله عزوجل إرادة ولا يختارون معه اختيارًا، لا يحرصون على طلب إقسامهم، ولا ينظرون إلى أقسام غيرهم, إن أردت صحبة القوم دنيا وآخرة فوافقه في أقواله وأفعاله وإرادته

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ার শক্তভিত্তি না হওয়া

তোমাদের অধিকাংশই দুনিয়া চায়। কিছু সংখ্যক লোক আখিরাত চায়। কিছু লোক আছেন যারা দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিপালক মাওলাকে চান। তুমি তাঁদের সংশ্রব গ্রহণ কর। অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁদের সাহচর্যে থাক। যার সহচার্য নেবে, তাঁর সাথে মতান্তর রাখবে না, তর্ক করবে না, তাঁর অসম্মান হয় এমন কিছু করবে না। এ সব করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাঁর সাথে বেআদবী করলে ধবংস হবে।

তোমার কাজ-কর্মের মাধ্যমে তুমি আল্লাহর সাথে দুশমনী জাহির করছো। যদি তুমি একান্তে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আন্তরিক না হও, তাহলে আল্লাহর কাছে তোমার হাজারো আমল একটা মাছির পাখার গুরুত্বও পাবে না। সততা, আন্তরিকতা ও খোদাভীরুতার ভাণ্ডার কখনো শূন্য হয় না। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ কর। যথার্থ ঈমানদার হও। ঈমানই তোমাকে আল্লাহর ওলীর কাছে পৌঁছে দেবে। যদি তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে যাও, তা হলে তাঁর সামনে নিজেকে ঝুঁকিয়ে দাও। নিজের অবস্থা তাঁর হাতে সোপর্দ কর। তারপর তাঁর দেয়া প্রেসক্রিপশন নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে তদানুপাতে দাওয়াই সেবন কর। তাঁর সাথে কোন ব্যাপারে মতান্তর রেখ না। চুপচাপ তার সামনে বসে থাকো। কোনরূপ বেআদবী যেন না হয়। তাতে তিনি কষ্ট পাবেন। যে ব্যাপারে তোমার জানা নেই সে ব্যাপারে চুপ থাকাই তোমার জানার পথ। তেমনি যা বুঝা যায় না, তা মেনে নেয়ার নামই ইসলাম।

যদি তুমি খোদাপ্রেমিক হতে চাও, তা হলে তুমি অন্তর থেকে পার্থিব লাভ-লোকসান ও মানুষের মর্যাদা ও স্তর-ভেদ মুছে ফেল। সেই পথেই কেবল আল্লাহর মা'রেফাত অর্জিত হয়। পার্থিব সম্পদ হাতে রাখা বৈধ, পকেটে রাখা বৈধ, কোন নেক নিয়্যাতে জমানোও জায়েয, তবে তা অন্তরে রাখা জায়েয নয়, ধিক তোমাকে! যদি তুমি তা কর। তার দুয়ারে দাঁড়ানোর বৈধতা আছে, কিন্তু ঘরে ঢোকার বৈধতা নেই। তাতে তোমার কোন মর্যাদাও থাকতে পারে না। কোন বান্দা যখন তার অস্তিত্ব ও অন্যান্য সৃষ্টির অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়, তখন সে নিরুদ্দেশ ও অস্তিত্বহীন হয়। ফলে সে বিপদ

সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১; সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৮-১৭৯; সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী ওয়া আল ফায়জুর রাহমানী*, অনুবাদ- এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, প্রাগুক্ত, প ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

দেখে ঘাবড়ায় না। আল্লাহর হুকুমমাত্রই সে হাজির হয়ে যায়। তিনি যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকে। তার না কোন ইচ্ছা থাকে, না কোন লালসা। তখন তার অন্তরে সৃষ্টিরহস্য অবতীর্ণ করা হয় এবং দুনিয়ার বর্তমান বস্তুসমূহ তার কাছে সোপর্দ করা হয়।[৬৯৪]

ইলমের ব্যাপারে গাউসে পাক বলেন, হে মূর্খ! নিজ মূর্খতা ছেড়ে ইল্‌ম শেখ। তুমি শেখা ছেড়ে দিয়ে শেখানো শুরু করেছ। অহেতুক কষ্ট করো না। তোমার দ্বারা কিছু হবার নয়। তোমার হাত থেকে কেউ কল্যাণ পাবে না। কারণ যে ব্যক্তি নিজ নাফ্‌সকে শিক্ষা দিতে পারেনি, সে অন্য কাউকে শেখাতে পারে না।

সহচরবৃন্দ! আল্লাহর কুদরতকে খাটো ভেব না। তা ভাবলে কাফেরের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চল। এ আমলের বদৌলতে তোমার ইল্‌মে লাদুন্নী হাসিল হবে। যখন তোমার সে ইলম অর্জিত হবে, তখন কুদরতের লীলা দেখতে পাবে। তখনই তোমার অন্তর ও আত্মিক প্রক্রিয়ার হাতে জগত পরিচালনার অধিকার দেয়া হবে। যখন তোমার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে আত্মিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন পর্দা থাকবে না, তখন তিনি তোমাকে সৃষ্টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেবেন। এমনকি তিনি তোমাকে তাঁর রহস্যাবলীর ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং নিজ নৈকট্যের দস্তরখানে বসতে দেবেন। এ সব কিছুই হবে কুরআন হাদীসের উপর আমল করার সুফল। তাই সে দুটোর উপর আমল করতে থাক এবং তার বাইরে কখনো যেয়ো না।

---

[৬৯৪] اشدّ الأشياء على من عرف الله عزوجل: النطق مع الخلق والقعود معهم، ولهذا يكون ألف عارف والمتكلم فيهم واحد، إلا أنه يحتاج إلى قوّة الأنبياء عليهم السلام, وكيف لا يحتاج إلى قوّتهم وهو يريد أن يقعد بين أجناس الخلق يخالط من يعقل ومن لا يعقل، يقعد مع منافق ومؤمن، فهو على مقاساة عظيمة صابر على ما يكرّره، ومع ذالك فهو محفوظ فيما هو فيه مُعان عليه: لأنه ممتثل لأمر الحق عزوجل، في كلامه على الخلق لم يتكلم بنفسه وهواه واختياره وإرادته، إنما أجبر على الكلام فلا جرم يحفظ فيه، إن أردت أن تعرف الله عزوجل فأسقط قدر الخلق من قلبك فيما يلي الضرّ والنفع فإنك ما تعرفه إلا بذلك.

(ويحك) الدنيا في اليد يجوز، في الجيب يجوز، ادخارها السبب بنية صالحة يجوز، أما في القلب فلا يجوز، وقوفها على الباب يجوز. أما دخولها إلى ما وراء الباب فلا، ولا كرامة لك, إذا فنى هذا العبد عنه وعن الخلق صار كأنه مفقود ممحو, لا يتغير باطنه عند مجيء الآفات، يوجد عند مجيء أمر على شيء، يرد التكوين إلى قلبه، يسلم إليه تقليب الأعيان সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১, ২২২

Dhaka University Institutional Repository

ততক্ষণ তার উপর আমল করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লাহপাক তোমার কাছে আসেন এবং তোমাকে নিজের কাছে নিয়ে যান।[৬৯৫]

বিচার দিবস বিষয়ক

হে মূর্খের দল! আলেমদের সাথে ওঠ, বস, তাদের খেদমত কর এবং তাদের থেকে কিছু শিখে নাও। কারণ আল্লাহওয়ালার মুখ থেকেই ইলম হাসিল হয়। আলেমের সামনে আদব সহকারে বস। তাঁর উপর কোন প্রশ্ন তুলো না এবং তাঁর কাছে কোন পার্থিব স্বার্থও চেয়ো না। তাহলে তাঁর গভীর ইলমের ফয়েয লাভ করবে। ফলে ইলমের বরকত দেখা দেবে ও তার কল্যাণে ধন্য হতে পারবে। আধ্যাত্মিক বুযুর্গদের সামনে যখন বসবে, চুপচাপ থাকবে, ফয়েয পেতে থাকবে। কৃচ্ছ্রতানুসারী সাধকের সামনে যখন বসবে, তখন তাদের মত হবার বাসনা নিয়ে বসবে।[৬৯৬] যদি আদব-কায়দা অনুসরণ করে চল ও সব ব্যাপার আল্লাহকে মেনে নাও, তা হলে সেখানে বসতে দেয়া হবে এবং মর্যাদাও পাবে। আল্লাহকে যে ভালবাসে, সে আল্লাহর মেহমান। মেহমান তো খানাপিনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মেজবানের কাছে দাবী-দাওয়া তোলে না, বরং মেজবান তার সামনে যা যা হাজির করে, মেহমান তাই রাজী-খুশী হয়ে গ্রহণ করে। তখন তাকে এ কথা বলা জরুরী হয়ে যায় যে, সুসংবাদে ধন্য হও। কত কিছু দেখতে পাবে ও কত কিছু খেতে পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়, তার অন্তর থেকে দুনিয়া ও আখিরাত সহ আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে

---

[৬৯৫] يا جاهل تعلم من جهلك أنك قد تركت التعلم واشتغلت بالتعليم, لا تتعب ما يجيء منك شيء ولا يفلح على يديك أحد: لأن من لا يحسن أن يكون معلم نفسه فكيف يكون معلم غيره. (يا قوم) لا تعجزوا لله عزوجل قدره فتلحقوا بالكفار، اعملوا بالحُكم حتى يلحقهم ذلك العمل بالعلم، فإذا تحقق عندكم العمل رأيتم القدرة. فحينئذ يجعل التكوين في أيدي قلوبكم وأسراركم, إذًا لم يبق بينك وبين الله حجاب من حيث قلبك، قدرك على التكوين، وأطلعك على خزائن سرّه، وأطعمك طعام فضلة، وسقاك شراب الأنس، وأقعدك على مائدة القرب منه، وكل هذا ثمرة العلم بالكتاب والسنة، اعمل بهما ولا تخرج عنهما حتى يأتيك صاحب العلم الله عزوجل فيأخذك إليه সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩; সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫; *আল-ফাতহুর রাব্বানী ওয়া আল ফায়জুর রাহমানী*, অনুবাদ- এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

[৬৯৬] " يا جهال خالطوا العلماء واخدموهم وتعلموأ منهم. العلم يؤخذ من أفواه الرجال, جالسوا العلماء بحسن الإدب وترك الاعتراض عليهم وطلب الفائدة منهم لينالكم من علومهم وتعود عليكم بركاتهم وتشملكم فوائدهم، وجالسوا العارفين بالصمت وجالسوا الزاهدين بالرغبة فيهم সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। তোমার জন্য এটা অপরিহার্য যে, যা কিছু ওয়ায নসীহত করবে শুধু আল্লাহর জন্য করবে, অন্যথায় চুপ থাকবে। সেটাই তোমার জন্যে উত্তম।

প্রেমিক আল্লাহর নির্দেশে সন্তুষ্ট

গাউসে পাক বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহপ্রেমের দাবীদার এবং তাঁর কাছে তাঁকে ছাড়া অন্যকিছু চায়, সে মিথ্যা দাবীদার। হ্যাঁ, যখন সে আল্লাহকে পেয়ে যায় ও নৈকট্য লাভ করে, তখন যদি তিনি বলেন, কোন কিছু চাও এবং কি চাও তা বল, তখন হুকুম মানার জন্য কিছু চাইলে কোন দোষ নেই। প্রেমিকের অবস্থা হল অস্থিরতা এবং প্রেমাস্পদের অবস্থা হল স্থিরতা। ব্যর্থতা হয় প্রেমিকের অংশ এবং দান করা হচ্ছে প্রেমাস্পদের অংশ। বান্দা যতক্ষণ প্রেমিক থাকে, ততক্ষণ উদভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত ভগ্নহৃদয় ও রুজী-রোজগারে ব্যস্ত ও বিধ্বস্ত থাকে, কিন্তু যখন সে পরিবর্তন হয়ে প্রেমাস্পদ হয়, তখন তার ব্যাপারে আচরণও পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন তার ভাগ্যে দেখা দেয় গৌরব ও স্বচ্ছলতা, প্রশান্তি ও প্রশস্ততা, অঢেল রুজী ও মানুষের ভক্তি–ভালবাসা। এ সবই হয় প্রেমিক হয়ে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বনের বরকতে।[৬৯৭]

একনিষ্ঠতায় আমল করা

ইলম ও আমলের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, বৎস! ইলম শিখবে অথচ আমল করবে না, এ অবস্থা তোমার কতকাল চলবে? ইলমের কিতাব বিদায় দিয়ে এবার এখলাসের সাথে আমলের কিতাব খুলে বস। তা ছাড়া তোমার কল্যাণ নেই। তুমি শুধুই ইলম হাসিল করছো। অথচ তুমি বাজে কর্মে আল্লাহ পাকের উপর বড় বাহাদুরী দেখাচ্ছো। তুমি নিজের চোখে লজ্জার আবরণ রেখে ভাবছো আল্লাহ পাক তোমার সবকিছু দেখছেন না। মানুষের সামনে পাপ করতে তুমি লজ্জা পাচ্ছ; কিন্তু আল্লাহর সামনে পাচ্ছ না। তোমার লেন-দেন সহ সব কাজ-কর্মই হচ্ছে তোমার খেয়াল–খুশি মতে। তাই নিঃসন্দেহে তোমার খেয়াল–খুশি তোমাকে বরবাদ করছে। তোমার সর্ব অবস্থায় শরীয়াতের উপর আমল করবে, তখন শরীয়ত তোমাকে আল্লাহ পাকের মা'রেফাতের কাছে পৌঁছে

---

৬৯৭ من ادّعى محبة الله عزوجل وطلب منه غيره فقد كذب في محبته، أما إذا صار محبوبًا واصلاً ضيفًا مقرّبًا يقال له: اطلب وتشه وقل ما تريد فإنك ممكّن، المحب مقبوض والمحبوب مبسوط، الحرمان للمحبّ والعطاء للمحبوب، ما دام العبد محبّاً فهو في الهيمان والتقطع والتمزّق والكسب لأجل القوت، فإذا انقلبت التوبة فصار محبوبًا انقلب الأمر في حقه، فجاء الدلال والرفاهية والسكون وسعة الرزق وتسخير الخلق، كل هذا ببركة صبره وثباته في حال محبته সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫; সাইয়েদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *আল-ফাতহুর রাব্বানী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪; *আল-ফাতহুর রাব্বানী ওয়া আল ফায়জুর রাহমানী*, (অনুবাদ- এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী,) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

দেবে। হে আলেম! তুমি দুনিয়াদারদের হাতে নিজের ইল্‌মকে কলুষিত করো না। সম্মানিত বস্তুকে তুমি লাঞ্ছিত বস্তুর বদলে বিক্রি করো না। ইল্‌ম তো মর্যাদার বস্তু। নিকৃষ্ট বস্তু হল সেই পার্থিব সম্পদ যা দুনিয়াদারদের হাতে রয়েছে। যে বস্তু তোমার ভাগ্যলিপিতে নেই, তা দেবার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। তোমার বরাদ্দটা মানুষের মাধ্যমে পৌঁছানো হয় মাত্র। তুমি যখন ধৈর্য ধরে বসে যাবে, তখন তাদের হাতেই তোমার বরাদ্দ আসবে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে। তোমার উপর আক্ষেপ! যাদের রিযিক আসে অপরের কাছ থেকে তারা তোমাকে কিরূপে রিযিক দিতে পারে? যে নিজেই দানের মুখাপেক্ষী, সে কি করে অপরকে দান করবে?[৬৯৮]

আল্লাহওয়ালারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সুবাদে মরার পরেও বেঁচে থাকে। কারণ তাদের মরার আগেই কয়েকবার মরণ ঘটে। তাদের পয়লা মৃত্যু হারাম বস্তু বর্জনে, দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটে সন্দেহের বস্তু বর্জনে, তৃতীয় মৃত্যু ঘটে মোবাহ বস্তু বর্জনে, চতুর্থ মৃত্যু ঘটে খালেস হালাল বর্জনে এবং পঞ্চম মৃত্যু ঘটে আল্লাহ ছাড়া সব কিছু বিসর্জন দানে। সে ওসব বস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ মরে যায় যে, না সেগুলো কখনো চায় আর না তার ধারেকাছে কখনও পা রাখে। তার যেন কোন দেহ নেই, শুধু অন্তরাত্মা রয়েছে। অতপর আল্লাহ পাক তাকে নব জীবন দান করেন, ফলে তার চলা ও থেমে থাকা সবই আল্লাহর নামে হয়। অন্তরসমূহ যখন ভাগ্যলিপির সমুদ্রে ভাসতে থাকে তখন তার থামাটা আল্লাহ পাকের ইল্‌ম ও নৈকট্যের দুয়ারেই ঘটে থাকে, তার জাগ্রত অবস্থা কাটে খেদমতে ও আমলের মাঝে আর নিদ্রায় ঘটে বন্ধুর মিলন। তখন সে মিলনের স্বাদ গ্রহণ করে।

---

[৬৯৮] تتعلم العلم، كم تتعلم ولا تعمل، اطو ديوان العلم اشتغل بنشر ديوان العمل مع الإخلاص وإلا فلا فلاح لك، فحسب، أنت مجتر على الحق عزوجل بأفعالك، قد ألقيت جلباب الحياء من عينيك وقد جعلته أهون الناظرين إليك! أنت أخذ بهواك ومانع بهواك ومتحرّك بهواك: فلا جرم يهلك هواك، استح من الله عزوجل في جميع أحولك واعمل بحكمه، إذا عملت بظاهر الحكم أدناك العمل إلى العلم بالله عزوجل.يا عالمًا لا تدنش علمك عند أبناء الدنيا، الخلق لا يقدرون أن يعطوك ما العلم، والذليل هو الذي في أيدهم من الدنيا، الخلق لا يقدرون أن يعطوك ما ليس لك مقسوم، إنما قسمك يجري على أيديهم، فإذا صبرت جاء قسمك على أيدهم وأنت عزيز. (ويحك) من يُرزق لا يَرزق، من يُعطى لا يُعطِي সাইয়্যিদ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সিররুল আস্‌রার

এই গ্রন্থটির প্রথমেই জ্ঞান ও জ্ঞানীর ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রাক কথার মধ্যেই তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। জ্ঞানের মর্যাদা দিতে গিয়ে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে, ইলমের ফযীলত ও মর্যাদা সুউচ্চ। জ্ঞান খ্যাতি ও উপকারের প্রসবণ। জ্ঞানই আল্লাহর পরিচিতির মাধ্যম এবং সম্মানিত নবী ও রাসূলগণের সত্যায়নের ওসীলা। আর জ্ঞানীগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত। যাঁদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একত্ববাদের পথসমূহ উন্মুক্ত করার জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁর বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে পথনির্দেশ করেছেন। তিনি জ্ঞানীদেরকে অন্যান্য লোকদের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করে তাঁর নৈকট্য দানে ধন্য করেছেন।

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) নিম্নোক্ত হাদিসখানা উল্লেখ করেন- হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "আলিমগণই সম্মানিত নবীগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী। আকাশ জগতের উত্তম সৃষ্টি (ফেরেশতাকুল) ও সমুদ্রের মৎস্যকুল তাঁদের জন্য ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রার্থনা করতে থাকে।"[৬৯৯]

গ্রন্থটি ভূমিকা ছাড়াও চব্বিশটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত। তার মধ্য থেকে কিছু অধ্যায় আলোচনায় সরাসরি বিশ্লেষণ সহ তুলে নিয়ে আসবো। তিনি তাঁর বইয়ে লিখেন- আমি এই পুস্তক কালিমায়ে তায়্যিবার চব্বিশটি বর্ণ ও দিবারাত্রির চব্বিশ ঘন্টা অনুযায়ী একটি ভূমিকা ও চব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি।

কিতাবটির প্রারম্ভেই তিনি ইল্‌মকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, আমাদেরকে দু'প্রকারের জ্ঞান দান করা হয়েছে। তা হচ্ছে-১.জাহেরী বা শরীয়তের জ্ঞান। ২. বাতিনী বা মারিফতের জ্ঞান। শরীয়তের বিধান আমাদের জাহেরের উপর আর মারিফতের হুকুম বাতেনের উপর কার্যকর হয়। এ দ্বিবিধ ইলমের সংমিশ্রণের ফল হল ইলমে হাকীকত। আল্লাহ তা'আলার

---

[৬৯৯] اَلْعُلَمَاءَ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْعِلْمِ وَيُحُبُّهُمْ اَفْضَلُ السّمَاءِوَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْحِيْتَانُ فِيْ الْبَحْرِ ইমাম, তিরমিযি, *আস সুনান*, দিল্লী, ২০১০ খ্রি., খণ্ড-৯, পৃ. ২৯৬; আবূ দাউদ: *আস সুনান*, দিল্লী, ২০১২ খ্রি., খণ্ড- ১০, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

বাণী- "তিনি দু'টি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, যা দেখতে পরস্পর মিলিত আর এ দুইটির মধ্যে অন্তরায় রয়েছে যে, একটা অপরটিকে অতিক্রম করতে পারে না।"[৭০০]

শুধু জাহেরী জ্ঞান দ্বারা হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়, আর না লক্ষ্যস্থলে পৌঁছা যায়। ইবাদতের পূর্ণতার জন্য উভয় প্রকার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, যে কোন একটা যথেষ্ট নয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- "আমি জীন ও মানুষকে আমার ইবাদত-বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছি।"[৭০১] অর্থাৎ তারা আমার পরিচয় লাভের জন্য সচেষ্ট থাকবে। কারণ যে আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তার জ্ঞান রাখে না, সে তাঁর ইবাদত কিভাবে করবে? অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও হৃদয়ের দর্পণ থেকে প্রবৃত্তির তাড়নার মালিন্য ও কদর্যতা দূর করার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচিতি অর্জন করা যায়। আর যখন আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান লাভ হয়, তখন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার এর জ্যোতি দর্শন সম্ভবপর হয়। যেমন- হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- "আমি গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার ছিলাম। আর যখন আমি পরিচিত হওয়ার অভিপ্রায় করলাম তখন মাখলুক সৃষ্টি করলাম। যেন তারা আমার পরিচয় লাভ করে।"[৭০২]
সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর মা'রিফাত বা পরিচয় অবগত হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ আল্লাহর গোপন রহস্যের কেন্দ্র

মানুষ যে আল্লাহর গোপন রহস্যের কেন্দ্র তা তিনি প্রথম অধ্যায়ে আলোকপাত করেছেন, তিনি বলেন- "তাদের অন্তর তাওহীদের জ্যোতিতে সজীব থাকে এবং তাঁরা বাতিনী রসনা দ্বারা নিঃশব্দে সর্বদা আল্লাহর নামসমূহের যিকিরে ব্যাপৃত থাকেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে ঘোষণা করেন- "মানুষ আমার গুপ্তভেদ আর আমি তার গুঢ় রহস্য।"[৭০৩]

---

৭০০ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ, بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ আল কুরআন, ৫৫ : ১৯-২০

৭০১ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আল কুরআন, ৫১ : ৫৬

৭০২ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخُلْقَ মোল্লা আলী কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, খণ্ড-১, পৃ. ৪৪২; আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *সিররুল আসরার*, (অনুবাদ- মাও. আবদুল জলীল (রাহ.)), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; *সিররুল আসরার*, (অনুবাদ- মুহাম্মদ আবদুল মজিদ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৭০৩ اَلْاِنْسَانُ سِرِّيْ وَ اَنَا سِرُّهُ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، , প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; *The secret of secrets*, (interpreted by Shaykh Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti), Ibid, p.15

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসে কুদসীতে আরো ঘোষণা করেন- "বাতেনী ইলম আমার গুপ্তরহস্যেগুলোর মধ্যে একটি গুপ্তরহস্য, যা আমি আমার বিশেষ বান্দাদের অন্তকরণে রেখেছি, আর আমি ব্যতীত কেউ গুপ্তভেদ সম্পর্কে অবগত নয়।"[৭০৪]

খোদাতত্ত্বজ্ঞানী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এ উড্ডীয়ন বাতিনী জগতে হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাকেই মানুষ বলা হয়। সেই আল্লাহর প্রেমিক। সেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও 'আরূস' (عروس)। যেমন হযরত বায়েজীদ (রাহ.) বলেন, আহলুল্লাহগণই আল্লাহর আরূস বা নবদুলহান। একান্ত মুহরিম ব্যতীত যেমন আরূসকে কেউ চিনতে পারে না, তেমনি তাঁরাও মানবীয় পোশাকে আবৃত ও লুকায়িত থাকেন, তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউই জানে না। হাদীসে কুদসীতে ঘোষণা হয়েছে- "আমার ওলীগণ আমার কুদরতের চাদরের নীচে আবৃত, তাদেরকে আমি ব্যতীত কেউ চিনে না।"[৭০৫]

লোকেরা তো তাঁদের এ বাহ্যিক শোভা-সৌন্দর্য বৈ কিছুই দেখতে পায় না। হযরত ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- "আল্লাহর ওলী এ বিশ্ব বাগানের প্রস্ফুটিত পুষ্প, যার সৌরভ সিদ্দীকগণ লাভ করে।"[৭০৬]

যখন তাঁদের সুগন্ধি সিদ্দীকদের অন্তকরণে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাঁদের আবেগ ও আগ্রহ আল্লাহর প্রেমে ধাবিত ও আপ্লুত হয়ে আত্মহারা হয়ে যায়। আর তাঁদের ইবাদত তাঁদের চারিত্রিক উন্নতিও ফানা'র পদমর্যাদা অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আধ্যাত্মবাদে মোরাকাবা বা ধ্যান একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এ সম্পর্কে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস উল্লেখ করেন। যেমন- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন- "আল্লাহ তা'আলার

---

৭০৪ انَّ عِلْمَ الْبَاطِنِ سِرٌّمِّنْ سِرِّيْ اَجْعَلُهُ فِيْ قَلْبِ عِبَادِيْ وَلَا يَقِفُ عَلَيْهِ اَحَدٌ غَيْرِيْ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৭০৫ اَوْلِيَائِيْ تَحْتَ قُبَائِيْ لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِيْ মোল্লা আলী কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

৭০৬ اَلْوَلِيُّ رَيْحَانُ اللهِ فِيْ اَرْضِهِ يَشُمُّهُ الصَّدِيْقِوْنَ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

ধ্যানে নিমগ্ন একটি মুহূর্ত সত্তর বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"[৭০৭] তিনি তার আলোচনায় বারবার এক আধ্যাত্মিক অন্তর্নিহিত গুপ্তভেদের কথা বলেছেন।

ইলমের প্রকারভেদ

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন- "ইল্‌ম দু'প্রকার। এক প্রকার হল যার সম্বন্ধ রসনার সাথে। এটা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার দলীল স্বরূপ। দ্বিতীয় প্রকার ইল্‌ম যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে, এটা উপকারী ইল্‌ম। কেননা এর উপকারের পরিসীমা সু-প্রশস্ত।"[৭০৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ঘোষণা করেন- "কুরআনের বাহ্যিক শব্দ ও অর্থ যেমন রয়েছে তেমনি গোপন ও অন্তর্নিহিত মর্মার্থও রয়েছে। আর অন্তর্নিহিত অর্থে রয়েছে গুপ্তভেদ ও গূঢ় রহস্য।"[৭০৯]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে দশটি বাতিনী রহস্যের উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর এর প্রত্যেকটিই অত্যন্ত উপকারী। আর ঐসব নিগুঢ় রহস্য হল কুরআনের মগজ বা সারবস্তু।"[৭১০]

এ গ্রন্থে তিনি ইল্‌ম, রুহ, তাজাল্লী ও আকলকে বিভিন্নভাগে ভাগ করে বলেন যে, ইলম চার প্রকার।[৭১১] যথা-

১. ইলমে শরীয়াত। (knowledge of Allah's precepts)
২. ইলমে তরীকত। (knowledge of mystical)

---

[৭০৭] تَفَكَّرَ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَبْعِيْنَ سَنَةٌ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار،*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৭০৮] اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ عَلَى اللِّسانِ, وَذَلِكَ حُجَّةُ اللهِ تعالي علي ابْنِ ادَمَ وَعِلْمٌ بِالْجِنَانِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ - সুয়াবুল ঈমান, খন্ড- ৪, পৃ. ৩৪২; আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار،*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৭০৯] اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرً وَ بَطِنًا وَ لِبَطْنِهِ بَطْنًا اِلَى سَبْعَةِ اَبْطَنٌ ইমাম হক্কী, *তাফসীর-ই হক্কী*, দিল্লী, ২০০৬ খ্রি. খ. ১, পৃ. ৯১

[৭১০] " اِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الْقُرْانَ عَلَي عَشَرَةِ اَبْطَنٍ " আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار،*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৭১১] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار،*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১; *The secret of secrets*, Ibid, p.65-66

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইলমে মারিফাত। (knowledge of the spirit)
৪. ইলমে হাকীকত। (knowledge of truth)

একইভাবে রুহও চার প্রকার। যথা-

১. রুহে জিসমানী। (the material soul)
২. রুহে নূরানী। (the enlightened soul)
৩. রুহে সুলতানী। (the sultan soul)
৪. রুহে কুদসী। (the divine soul)

অনুরূপভাবে তাজাল্লীও চার প্রকার। যথা-

১. তাজাল্লীয়ে আছার। (manifestation in forms and shapes and clour)
২. তাজাল্লীয়ে আফআল। (masnifestation is in actions and interactions)
৩. তাজাল্লীয়ে সিফাত (manifestation on attributes, qualities, the character of things)
৪. তাজাল্লীয়ে জাত। (manifestation of His Essence)

এভাবে আকলও চার ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. আক্‌লে মা'আশ। (the intelligence which deals with worldly affairs of this life)
২. আক্‌লে মা'আদ। (the intelligence which considers and thinks of the hereafter)
৩. আক্‌লে রুহানী। (the intelligence of the soul, spiritual wisdom)
৪. আক্‌লে কুল। (the intelligence of total causal mind)

উল্লেখিত প্রত্যেকটি ইলম, রূহ, তাজাল্লী ও আকলের পর্যায় বিন্যাসের মধ্যে মানুষের এমন একটি দলও রয়েছে, যারা প্রথম ইলমের পরিসীমা অর্থাৎ ইলমে শরীয়ত, প্রথম রুহ অর্থাৎ জিসমানী, তাজাল্লীয়ে আছার ও প্রথম প্রকার আকল অর্থাৎ আকলে মা'আশ এর সাথে সম্পৃক্ত, তাদের চিন্তাধারা শুধু ইহজগত কেন্দ্রিক, তাদের এর পরবর্তী জগতের কোন চেতনাই নেই। তারপরও তাদের স্থান হল প্রথম জান্নাত অর্থাৎ জান্নাতুল মাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় দল হচ্ছে যারা দ্বিতীয় ইল্‌ম বা তরীকত, দ্বিতীয় রুহ বা রুহে নূরানী, দ্বিতীয় তাজাল্লী বা তাজাল্লীয়ে আফ'আল ও দ্বিতীয় আকল বা আকলে মা'আদ যেটার সম্বন্ধ পরজগতের সাথে সম্পৃক্ত। তারা এর পরবর্তী পর্যায়ে চিন্তা করে না। আর জান্নাতে তাদের অবস্থান জান্নাতুল নায়ীমে, যেটা দ্বিতীয় জান্নাত।

অতপর লোকদের তৃতীয় দল যাদের যোগ্যতা ইলমে মারিফাত, রুহে সুলতানী, তাজাল্লীয়ে সিফাত ও আকলে রুহানী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাদের তৃতীয় জান্নাত নসীব হবে, যেটাকে জান্নাতুল ফিরদাউস বলা হয়। এসব দল তাদের প্রাপ্ত ঐসব বস্তু ও যোগ্যতার হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। পক্ষান্তরে আরেফ ও ফকীরগণ এসব জান্নাতের কামনা-বাসনা থেকে বিমুখ থাকে। তারা তো হাকীকতের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও পরমসান্নিধ্যে মিলিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর ভালবাসা ব্যতীত অন্য কারো প্রেমে বন্দী হয়নি। বরং তারা আল্লাহর এ নির্দেশ "আল্লাহর দিকে ধাবিত ও অগ্রসর হও"[৭১২] এর ওপর আমল করেছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন- "ইহ ও পরজগত উভয়টিই আরিফদের জন্য হারাম।"[৭১৩] এখানে 'হারাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐসব লোকেরা স্বয়ং নিজেরাই আল্লাহর প্রেমে অন্যের অংশীদারীত্বকে হারাম করে নেয়। ইহ ও পরজগত খোজা হারাম নয়। কারণ মহান রব স্বয়ং উভয়টি অনুসন্ধানের জন্য প্রার্থনা পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন- "হে রব! আমাদেরকে ইহ ও পরজগতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"[৭১৪]

আরেফগণ বলেন, আমরাও নশ্বর, দুনিয়া এবং আখিরাতও নশ্বর, তাহলে নশ্বর থেকে নশ্বর কিভাবে অনুসন্ধান করা যায়। তাই এসব নশ্বর সৃষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক হল স্রষ্টাকেই অনুসন্ধান করা। যার মর্মার্থ হল, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট মুখাপেক্ষী না হওয়া, ঐ মহান সত্তার অনুসন্ধান ব্যতীত অন্য স্বাদ, কামনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বান্তকরণে বর্জন করা। যখন মানুষ এ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন এ অবস্থানকেই ফানা ফিল্লাহ বা আল্লাহর মধ্যে বিলীন বলা হয়। তখনই অংশীদারহীন একক সত্তা ব্যতীত অন্য কারো ধারণাও অবশিষ্ট থাকে না এবং অন্তরে আল্লাহর মহান সত্তা ছাড়া অন্য কারো স্থান থাকে না।

---

[৭১২] فَفِرُّو إِلَى اللهِ আল কুরআন, ৫১ : ৫০

[৭১৩] اَلدُّنْيَا وَ الْاَخِرَةُ حَرَامٌ عَلَي اَهْلِ اللهِ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সিলসিলাতুদ দয়ীফা*, খণ্ড-১, পৃ. ১০৯

[৭১৪] رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ আল কুরআন, ২ : ২০১

Dhaka University Institutional Repository

নাফ্স সম্পর্কে বর্ণনা

পঞ্চম অধ্যায়ে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) নফস সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থেকে তাওবাহর কথা বলেছেন। যেমন তিনি বলেন- "হযরত আলী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র খিদমতে অতি নৈকট্য এবং সর্বোত্তম ও সহজ তরীকতের শিক্ষা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামে প্রত্যাদেশের জন্য অপেক্ষার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) হুযুরের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তিন বার তাওহীদের বাণী শিক্ষা দিলেন এবং স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ.) সেটা পড়তে লাগলেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুরূপ আবৃত্তি করলেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে ঐ বাণী শিক্ষা দিলেন। এরপর সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন, আর তিনি তখন উপস্থিত সকলকে এটা শিখিয়ে দিলেন। অতপর ঘোষণা করলেন- "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদ (নফসের সাথে জিহাদ)'র দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।"[৭১৫]

এ ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীকে বললেন- "তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হল তোমার নফস (রিপু) যা তোমার দু'পার্শ্বদেশের মধ্যখানে রয়েছে।"[৭১৬] আল্লাহর ভালবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ হতে পারে না, যতক্ষণ অন্তস্থ শত্রু নফসে আম্মারা, নফসে লাওয়ামা ও নফসে মুলহিমার উপর বিজয় অর্জন করা না যায়। আর যখন মানুষ চরিত্রের কুস্বভাবসমূহ যেমন- মাত্রাধিক পানাহার, নিদ্রা, অনর্থক কাজে নিয়োজিত হওয়া ও শয়তানী গুণাবলী যেমন- অহংকার, ধোঁকা, খোদ পছন্দী, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে পবিত্র হয়ে যায় তখন সে স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাওবাহ

---

[৭১৫] "رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ اِلَي الْأَكْبَرِ, جِهَادِ النَّفْسِ" আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৭১৬] وَأَعْدى اَعدَائِكَ نَفْسِكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِيْكَ সিহাব উদ্দীন মুহাম্মদ আলুসী, *তাফসীরে আলুসী*, খ. ৩, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

এরপর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এই অধ্যায়ে তাওবাহর বর্ণনা দেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী- "নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের পছন্দ করেন।"[৭১৭]

যে শুধু জাহেরী (প্রকাশ্য) পাপ ও অন্যায় অন্যায় থেকে তাওবাহ করে, আর বাতিনী (অভ্যন্তরীণ) দিক থেকে তাওবাহ করে না, সে প্রকৃতার্থে এ আয়াতের ভাষ্যের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যদিও সে তাওবাকারী কিন্তু সে অধিক তাওবাকারীর পর্যায়ভুক্ত হবে না। 'তাওয়াব' শব্দটি মুবালাগা বা আধিক্য জ্ঞাপক শব্দ। তা দ্বারা বিশেষ লোকদের তাওবাহ উদ্দেশ্য। তথাপি ঐ ব্যক্তিও তার লক্ষ্য অর্জন করে যে প্রকাশ্য পাপ থেকে তাওবা করে নেয়। এর দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির কৃষি ক্ষেত্রের ন্যায় যে তার ক্ষেত থেকে আগাছা ইত্যাদি উপরিভাগ থেকে কেটে নেয় কিন্তু আগাছার মূলোৎপাটন করে না, যার ফলে তা পূর্বের চেয়ে শাখা-প্রশাখায় আরো অধিক পল্লবিত হয়ে যায়।

আর 'তাওয়াব' হল ঐ ব্যক্তি যে অকপট চিত্তে তাওবাহ করে। অর্থাৎ যেন সে ঐ ক্ষেত থেকে যাবতীয় আগাছা সমূলে উৎপাটন করে ফেলে দেয়। অতপর তা কখনো পুনর্বার গজাতে পারে না। তখন তার এ তাওবা এমন একটি হাতিয়ার মতো হয়ে যায়, যা খোদাভীরুদের হৃদয়পট থেকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সবকিছুকে পরিস্কার করে দেয়। আর যে ক্ষেতের আগাছা নির্মূল করে বৃক্ষ রোপন করবে না, সে ঐ ক্ষেত থেকে সুমিষ্ট ফল ও শস্য কিভাবে উৎপাদন করবে? হে জ্ঞানীগণ! এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। যেন তোমরা কৃতকার্য হতে পার এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পার। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী, "তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং পাপরাশি মার্জনা করে দেন।"[৭১৮]
তিনি রাব্বুল আলামিন আরো ঘোষণা করেন, "যারা তাওবাহ করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা ঐসব লোক যাদের পাপসমূহ আল্লাহ তা'আলা পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।"[৭১৯]

তাওবাহর প্রকারভেদ

তাওবাহকে আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন তিনি এ গ্রন্থের উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে, তাওবাহ দু'প্রকার।

---

৭১৭ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّبِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ আল কুরআন, ২ : ২২২

৭১৮ "وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ আল কুরআন, ৪২ : ২৫

৭১৯ إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَآئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ আল কুরআন, ২৫ : ৭০

Dhaka University Institutional Repository

যথা-১. তাওবায়ে আম বা সাধারণ তাওবাহ।
২. তাওবায়ে খাস বা বিশেষ তাওবাহ।

সাধারণ তাওবাহ

সাধারণ তাওবাহ হল যে, মানুষ পাপ থেকে তাওবাহ করার পর পুণ্যের প্রতি ধাবিত হওয়া, কু-স্বভাব বর্জন করে উত্তম স্বভাব গ্রহণ করা, দোযখ থেকে মুখ ফিরিয়ে জান্নাতের প্রতি অগ্রসর হওয়া এবং শারীরিক প্রশান্তি বর্জন করে নফস বা কুরিপুর সাথে জিহাদ করা।

বিশেষ তাওবাহ

যখন এ সাধারণ তাওবা হাসিল হবে, তারপর পুণ্যাত্মাদের পুণ্যরাশির মাধ্যমে খোদাতত্ত্ব জ্ঞান তথা আরিফের মর্যাদায়, তা থেকে নৈকট্যের পদমর্যাদার দিকে এবং কায়িক শান্তি থেকে আত্মিক প্রশান্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই হল তাওবায়ে খাস। অর্থাৎ তখন খোদা তা'আলার মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর ধারণাও অন্তরে আনবে না। এভাবে খোদাপ্রীতিকে অগ্রে রাখবে ও তাঁর মহান সত্তাকে দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে দেখবে।

সূফীদের সরুপ

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর এ গ্রন্থে সূফীদের সরূপ, তাঁদের কর্মপন্থা ও অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেন যে, সূফীদেরকে নিম্নোক্ত কারণে 'আহলে তাসাওউফ' বা সূফী সম্প্রদায় নামে নামকরণ করা হয়েছে।

১. তাওহীদ ও মারিফাতের নূর দ্বারা অন্তকরণকে প্রবৃত্তির কামনা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা।

২. আসহাবে সুফফার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া। আহলে সুফফা হলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐসব সাহাবী যাঁরা আজীবন মসজিদে-নববীকে জ্ঞানার্জনের কেন্দ্রস্থল বানিয়ে রেখেছিল।

৩. 'সাওফ' (صوف) বা পশমের তৈরী পোশাক পরিধানের কারণে। [বকরীর পশম দ্বারা তৈরীকৃত এ বস্ত্র অত্যন্ত মোটাও না আবার বেশি কোমল ও মোলায়েমও না] অর্থাৎ অমসৃণ মোটা পোশাক।

যারা তাসাওউফের স্তরসমূহ পরিভ্রমণ করে পূর্ণতাসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারা কোমল পশমের পোশাক পরিধান করে, অবশ্যই প্রায়ই এগুলো তালিযুক্ত হয়ে থাকে। আর তাদের অভ্যন্তরীণ

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থাও হাল অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং তাদের পানাহারও তাদের অবস্থান ও পদমর্যাদা অনুযায়ী হয়ে থাকে। যাহিদগণ, তারা মোটা অমসৃণ পোশাক পরিধান করবে ও সাধারণ আহার্য গ্রহণ করবে। আর আরেফগণ উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান ও উন্নতমানের পানাহার গ্রহণ করবে। মানুষের আপন মর্যাদা ও সাধ্য-সামর্থ অনুযায়ী কালাতিপাত করাই হল সুন্নাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেন কেউ আপন গতি ও পরিসীমা থেকে বেরিয়ে না যায়। আর তা এজন্য যে, আরিফগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

তাসাওউফ এর ব্যাখ্যা

তিনি তাসাওউফ শব্দের বর্ণতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি অক্ষরগুলোর বিশ্লেষণ করে বলেন যে, تصوف শব্দে চারটি বর্ণ রয়েছে- ت (তা), ص (সোয়াদ), و (ওয়া) ও ف ফা। এখন এ শব্দ চতুষ্টয়ের বিশ্লেষণ হচ্ছে-

১. ت (তা) মানে তাওবাহ[৭২০]

এটা দু'প্রকার। যথা- ক. তাওবা-ই জাহির এবং খ. তাওবা-ই বাতিন।

ক. জাহেরী তাওবাহ হল, কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম দ্বারা নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বপ্রকার পাপ ও মন্দ-কর্ম থেকে নিরাপদ রাখা এবং শরয়ী বিধি-বিধানের উপর আমল করা। শরয়ী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ না করা, এর প্রতিটি নির্দেশ পালন করা। আর যদি শরীয়াত পরিপন্থী কোন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে যায় তবে কালবিলম্ব না করে তাওবাহ করে নেয়া।

খ. বাতিনী তাওবাহ হল, মানুষ হৃদয়ের পঙ্কিলতা দূর করে যাবতীয় কদর্যতা থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ করা এবং ইখলাসের সাথে শরীয়াতের আজ্ঞা পালনে সদা প্রস্তুত থাকা। এমনকি এক পর্যায়ে পাপরাশি পুণ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তখন ت (তা) বর্ণের সমস্ত স্তর পরিপূর্ণ হবে। বলা চলে তখন তাওবাহ কবুলের সনদ প্রাপ্ত হবে।

২. ص (সোয়াদ) মানে صفا বা পবিত্রতা

এটাও দু'প্রকার- ক. কলবের পবিত্রতা এবং খ. লতীফায়ে সির'র পবিত্রতা।

---

৭২০ Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.41

Dhaka University Institutional Repository

ক. কলবের পবিত্রতা ঃ কলবের স্বচ্ছতা হল যে, সেটাকে মানবীয় দুর্বলতা, পঙ্কিলতা ও ক্লেদ থেকে পাক-পবিত্র করা যা সাধারণভাবে অন্তরে বিদ্যমান থাকে। যেমন- পানাহার, শয়ন, বাক্যালাপ করা ও শ্রবণের ইচ্ছা, তাছাড়া পার্থিব উপকারের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ বাণিজ্যের সমৃদ্ধ ও আর্থিক লেনদেন, বিলাসীতা, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে অধিক সঙ্গম, পরিবার-পরিজনের প্রতি সীমাতিত ভালবাসা প্রকাশ করা ইত্যাদি। উল্লেখিত নিন্দনীয় স্বভাবগুলো থেকে অন্তরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার একটিই মাত্র পন্থা রয়েছে আর তা হল প্রথমে কামিল মুর্শিদের নির্দেশানুযায়ী সরব যিকর (ذكر بالجهر) কে অপরিহার্য ওযীফারূপে গ্রহণ করা। অর্থাৎ উচ্চস্বরে যিকর-আযকার করতে থাকা। আর এটার মাধ্যমে লতীফায়ে সির'র গোপন যিকর (ذكر خفي) জারী হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা করেন- "নিশ্চয় তারাই পরিপূর্ণ ঈমানদার যে, যখন আল্লাহর জিকির করা হয় তখন তাদের ওয়াজদ (আধ্যাত্মিক অচৈতন্য অবস্থা)-এ এসে যায়।"[৭২১]

আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, তাদের হৃদয় আল্লাহর মহত্ত্বের ভয় ও প্রতাপের কারণে কম্পমান হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর মহত্ত্বের ভয় অন্তরে তখন সৃষ্টি হয় যখন অন্তর উদাসীনতা মুক্ত ও সজাগ থাকে এবং হৃদয়ের দর্পণ, ইবাদত ও সাধনার শুভ্রতায় এভাবে চমকিত হতে থাকে যে, তাতে ভাল-মন্দের পার্থক্য অদৃশ্য শক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "আলিম নকশাঙ্কিত করে আর আরিফ বার্নিশ করে।"[৭২২]
অর্থাৎ আলেমগণ ভাল-কর্মের গুণাগুণ ও মন্দ-কর্মের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখান আর আরিফগণ অন্তরের মরিচা পরিস্কার করে দেন।

খ. মাকামে সির'র পবিত্রতা ঃ এটা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে বিমুখ ও তাঁর প্রেমে উন্মুখ হওয়া এবং তাঁর নামসমূহ সির এর জিহ্বার স্থায়ী ওযীফা বানানোর মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষ যখন এ পদমর্যাদায় পরিপূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ص (সোয়াদ) বর্ণের মানযিল পরিপূর্ণ হয়।

---

[৭২১] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ আল কুরআন, ৮ : ২

[৭২২] "اَلْعَالِمُ يُنَقِّشُ وَالْعَارِفُ يُصَقِّلُ" আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

৩. و (ওয়াও) মানে বিলায়াত[৭২৩]
এটিও একটি আধ্যাত্মিক অবস্থান, যা আত্মার পরিশুদ্ধির পর লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী- "সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণ (ইহ ও পরজগতে) নির্ভয় ও সঙ্কাহীণ।"[৭২৪]

বিলায়াতের প্রতিফল হল যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহর চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি হওয়া। যেমন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন- "তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে যাও।"[৭২৫] অর্থাৎ মানবীয় পোশাক ছেড়ে আল্লাহর গুণাবলীর পোশাক পরিধান করা। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

,

"যখন আমি কোন বান্দাকে ভালবাসি তখন তার কান, চক্ষু, রসনা হাত ও পা আমার হয়ে যায়। অতপর সে আমারই প্রদত্ত ক্ষমতায় শ্রবণ করে, দেখে, বাক্যালাপ করে, পাকড়াও করে এবং চলাফেরা করে।"[৭২৬]

মানুষ যখন অন্যসব কিছু থেকে তার বাতিন বা অভ্যন্তরকে পবিত্র করে নেবে তখন শুধু সত্য ও ন্যায়ই দৃষ্ট হবে, অসত্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী- "হে হাবীব! আপনি বলে দিন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই ছিল।"[৭২৭]

৪. ف (ফা) মানে 'ফানা' (فنا) অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে বিলীন হওয়া।[৭২৮]
যখন মানবীয় গুণাবলী নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহর গুণাবলী যেগুলো অবিনশ্বর সেগুলো দৃষ্ট হবে। এজন্য যে, ঐ সত্তা চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। ক্ষয় ও লয়ের সাথে ঐ যাতের কোন সম্বন্ধ নেই। তাই নশ্বর বান্দা ও তার ধ্বংসশীল কায়ার ঐ মহান সত্তার প্রেম ও প্রীতির দ্বারা 'বাকা বিল্লাহ' বা

---

[৭২৩] Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.42

[৭২৪] أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ আল কুরআন, ১০ : ৬২

[৭২৫] تَخَلَّقُوا بِأَخْلاَقِ اللهِ تَعَالَى ইমাম রাযী, *তাফসীরে রাযী*, কায়রো, খন্ড-৪, পৃ. ৭

[৭২৬] اِذَا اَحْبَبْتُ عَبْدًا كُنْتُ لَهُ سَنْعًا وَّبَصْرًا وَّلِسَانًا وَّيَدًا وَّرِجَلاً, فَبِيْ يُسْمَعُ وَبِيْ يُبْصَرُ وَبِيْ يُنْطَقُ وَبِيْ يُنْطَشُ وَبِيْ يُمْشِيْ ইমাম হক্কী, *তাফসীরে হক্কী*, দিল্লী, ২০০৬ খ্রি. খণ্ড ৬, পৃ. ৪৮৮

[৭২৭] وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا আল কুরআন, ১৭ : ৮১

[৭২৮] Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.43

Dhaka University Institutional Repository

‘আল্লাহর মধ্যে তাঁর প্রেমে অনন্ত জীবন’-এর পদমর্যাদা নসীব হয় এবং ধ্বংসশীল আত্মার স্থায়ী লতীফায়ে সির’এর সাথে স্থায়ীত্ব লাভ হয়। যেমন মহান রবের পবিত্র বাণী- “প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল তবে তিনি ব্যতীত।”[৭২৯]

অতএব ওই শাশ্বত সত্তার সন্তোষ এবং সন্তুষ্টির জন্য যখন বান্দা সৎকর্ম করার কষ্ট সহ্য করে তখন মহামহিম রবের সন্তুষ্টি পেয়ে যায়। তখন সে আল্লাহর দরবারে মকবুল ও প্রিয় হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাথে সাথে অনন্ত জীবন এর মর্যাদা পেয়ে যায়। আর সৎকর্মের প্রতিফল হল যে, তা দ্বারা বান্দা বাতিনীভাবে ইনসানে হাকীকী বা প্রকৃত মানুষ হয়ে যায়। যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে ঘোষণা হয়েছে- “তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ সমুত্থিত হয়।”[৭৩০]
অর্থাৎ সৎকর্ম তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকে। প্রত্যেক ঐ আমল যাতে গাইরুল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ থাকে তা ধ্বংসের কারণ হয়। যখন বান্দা পরিপূর্ণভাবে ফানা’র মানযিল পেয়ে যায় তখন সে নৈকট্যের-জগতে স্থায়ীজীবন এর নেয়ামত প্রাপ্ত হয়। মহান রবের পবিত্র বাণী- “সত্যের মজলিসে মহা প্রতাপশালী বাদশাহ (আল্লাহ) এর নৈকট্যধন্য হয়ে থাকবে।”[৭৩১] এটাই লাহুতের পদমর্যাদা, যা সম্মানিত নবী ও রাসূলদের জন্য নির্ধারিত। যেমন মহান রবের পবিত্র বাণী- “আল্লাহ সত্যপন্থীদের সাথে রয়েছেন।”[৭৩২]
নশ্বর যখন কদীমের সাথে মিলিত হয় তখন সেটার অস্তিত্ব লীন হয়ে যায়। যখন ফকীরী পরিপূর্ণ হয় তখন সূফীর বাকা বিল্লাহ’র পদমর্যাদা লাভ হয়। মহান আল্লাহ তা’আলার বাণী- “জান্নাতবাসীগণ সেখানে চিরকাল থাকবে।”[৭৩৩]
তিনি রাব্বুল আলামিন আরো ঘোষণা করেছেন- “নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।”[৭৩৪]

যিক্‌র ও এর প্রকারভেদ

আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) আল্লাহর যিক্‌রের কিছু প্রকারভেদ তাঁর এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এবং সেগুলোর বর্ণনা তিনি এখানে বিস্তারিত দিয়েছেন। যেমন-

---

৭২৯ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আল কুরআন, ২৮ : ৮৮
৭৩০ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ আল কুরআন, ৩৫ : ১০
৭৩১ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ আল কুরআন, ৫৪ : ৫৫
৭৩২ أَنَّ اللهَ مَعَ الصَّادِقِيْنَ আল কুরআন, ৮ : ৬৬
৭৩৩ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ‘ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ আল কুরআন, ২ : ৮২
৭৩৪ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ আল কুরআন, ২ : ১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

জিহবার যিক্‌র ঃ জিহ্বার যিক্‌র হল, অন্তরকে রসনার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা সজীব করা যা সে ভুলে গিয়েছিল।

নাফসের যিক্‌র ঃ এমন যিক্‌রকে বলে যা বর্ণ ও ধ্বনিহীন হয়। এটা অত্যধিক গোপনীয়তার জগতে (অন্তরে) উপলব্ধি ও নড়াচড়ার মাধ্যমে শ্রবণ করা যায়।

কালবের যিক্‌র ঃ অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য দর্শন করা।

রুহের যিক্‌র ঃ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর জ্যোতি ও তাজাল্লি সমূহ দর্শন করা।

সির লতীফার যিক্‌র ঃ আল্লাহ তা'আলার অতি গোপন ও নিগুঢ় রহস্যাদি উন্মোচনের জন্য মোরাকাবা(ধ্যান)করা।

যিক্‌রে খফী ঃ ঐ মহা প্রতাপশালী সত্তার জ্যোতি ও তাজাল্লি সমূহ অন্তরের চক্ষু দ্বারা অবলোকন করা।

যিক্‌রে আখফাল খফী ঃ আল্লাহর জাতের হাকীকত অন্তরচক্ষু দ্বারা এভাবে অবলোকন করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর খবর থাকবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- "নিশ্চয় আল্লাহ গুপ্ত ও নিগুঢ় রহস্যাদি জানেন।"[৭৩৫] যিক্‌রে আখফাল খফী হল সমস্ত জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও সকল উদ্দেশ্যের পূর্ণতা। অনুবাদ গ্রন্থ '*The secret of secrets*' এভাবে এসেছে যে, "There are different levels of remembrance and each has different ways. Some are exposed outwardly with audible voice, some felt inwardly, silently, from the centre of the heart. At the beginning one should declare in words what one remembers. Then stage by stage the remembrance spreads throughout one's being- descending to the heart, then rising to the soul, then still further it reaches the realm of the secrets, further to the hidden, to the most hidden of the reaches, depends solely on the extent to which Allah in His bounty has guided one."[৭৩৬]

আল্লাহর দীদার

আল্লাহর দীদার নিয়ে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এক সুস্পষ্ট সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি এখানে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন উক্তি নিয়ে এসেছেন। তার বক্তব্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শনের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

---

৭৩৫ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى আল কুরআন, ২০ : ৭

৭৩৬ Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.45

Dhaka University Institutional Repository

১. আখিরাতে কোন প্রকার মধ্যস্থতা ব্যতীত হৃদয়দর্পনে আল্লাহর জামাল (সৌন্দর্য) অবলোকন করা।
২. পৃথিবীতে কোন মধ্যস্থতা দ্বারা অন্তরদর্পনে আল্লাহর গুণাবলীর দর্শন লাভ করা।

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব অন্তরদৃষ্টি দ্বারা দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- "যা তিনি দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি।"[৭৩৭] অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পবিত্র অন্তঃকরণে আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন তা মিথ্যা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন- "মুমিন মুমিনের দর্পণস্বরূপ।"[৭৩৮] এখানে প্রথম মুমিন দ্বারা বান্দার অন্তর ও দ্বিতীয় 'মুমিন' দ্বারা আল্লাহর মহান সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আল্লাহর সিফাতসমূহ দর্শন করেছে সে পরজগতে স্বয়ং আল্লাহর জাতকে আকারহীনভাবে দর্শন করবে। আউলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর সৌন্দর্যের গুণাবলী দর্শনের ব্যাপারে ঐরূপ বিভিন্ন দাবী করেছেন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম (রা.) বলেন- "আমার অন্তর আমার রবকে তাঁর জ্যোতি দ্বারা দর্শন করেছে।"[৭৩৯] হযরত আলী (রা.) বলেন, "আমি এমন রবের ইবাদত করি না যাকে আমি দেখিনা কিংবা আমি আমার রবের ইবাদত তাকে দেখে করি।"[৭৪০] এসব দর্শন মূলত আল্লাহর গুণাবলী অবলোকন প্রসঙ্গে। যেমন কেউ আলোক রশ্মি কিংবা জানালা দিয়ে সূর্যের আলোকচ্ছটা দেখে বলে আমি সূর্য দেখেছি। আল্লাহ তা'আলার কুরআন মাজীদে তাঁর গুণাবলীকে নূর বা জ্যোতি দ্বারা পরিচয় দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন- "আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের আলো। তাঁর আলোর উপমা এমনই যেমন একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ। ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ঐ ফানুস যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, তা প্রজ্জ্বলিত হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তূন দ্বারা।"[৭৪১]

এ আয়াতে 'দীপাধার' (مشكوة) মানে ঈমানদারের কালব, 'প্রদীপ' (مصباح) মানে রহস্যধারী অন্তর যাকে রূহে-সুলতানী বলা হয় ও 'ফানুস' (زجاجة) মানে জ্যোতির্ময় বাতিনী অন্তর। যেটাকে

---

৭৩৭ مَا كَذَبَ الْفُؤَادِ مَا رَأى আল কুরআন, ৫৩ : ১১

৭৩৮ اَلْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنُ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৭৩৯ رَايَ قَلْبِيْ رَبِّي بِنُوْرِ رَبَّيْ শায়খ আবদুল কাদির জিলানী, *সিররুল আসরার*, (অনুবাদ- মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৭৪০ 'لَمْ اَعْبُدُ رَبًّا لَمْ اَرَاهُ' প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৭৪১ اَللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُورِهِ، كَمِشْكَوَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ، الْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ، كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوْقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زُيْتُوْنَةٍ আল কুরআন, ২৪ : ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

অতি উজ্জ্বল্যের কারণে আলোক ও চমকদার মুক্ত দ্বারা উপমা দেয়া হয়েছে। তারপর জ্যোতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর সেটাকে জ্যোতির উৎস ও কেন্দ্র বলা হয়েছে।

গাউসে পাক (রাহ.) এ অধ্যায়ের শেষ ভাগে নবীজী (সা)-এর ব্যাপারে এ হাদীসে কুদসী উল্লেখ করেছেন। "হে হাবীব! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি এ বিশ্বজগতে সৃষ্টি করতাম না।"[৭৪২]

সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের নিদর্শন

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের কিছু নিদর্শন উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, হযরত শাকীক বলখী (রাহ.) বলেন, সৌভাগ্যের পাঁচটি নিদর্শন রয়েছে-১. হৃদয়ের কোমলতা, ২. অধিক রোদন, ৩. কামনাহীনতা ৪. স্বাদ পরিত্যাগ ৫. লজ্জাশীলতা।

তিনি আরো বলেন, দুর্ভাগ্যেরও পাঁচটি নিদর্শন রয়েছে। যথা- ১. হৃদয়ের কঠোরতা (অন্তর রুষ্ট ও পাষাণ হওয়া) ২. চক্ষুর শুষ্কতা (ক্রন্দন না করা ও অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া) ৩. পার্থিব আসক্তি ৪. দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা ৫. লজ্জার স্বল্পতা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, "সৌভাগ্যের চারটি নিদর্শন রয়েছে, (যে ব্যক্তির মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে সে ভাগ্যবান) সেগুলো হল-১. আমানত রাখা হলে তা ন্যায়ভাবে রক্ষা করবে ২. প্রতিশ্রুতি দিলে পূর্ণ করবে ৩. কথা বললে সত্য বলবে ৪. বিবাদের সময় অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করবে না।"[৭৪৩]

---

৭৪২ لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ- আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

The secret of secrets, Ibid, p.54; *সিররুল আসরার*, (অনুবাদ- মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; সিররুল আসরার, (অনুবাদ- মাও. আবদুল জলীল রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৬১

৭৪৩ عَلاَمَةُ السَّعِيْدِ اِذَا اَرْبَعَةٌ اِذَا أُوتُمِنَ عَدَلَ‘ وَاِذَا عَاهَدَ وُفَّي‘ وَاِذَا تَكَلَّمَ صَدَّقَ‘ وَاِذَا خَاصَمَ لَمْ يَشْتُمْ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো ঘোষণা করেন- "দুর্ভাগ্যেরও চারটি নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ- ১. তার নিকট আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে ২. যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে ৩. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ৪. যখন ঝগড়া-বিবাদ করে অশ্লীল কথা বলে।"[৭৪৪]

আর ইসলামী ভাইদের উদাসীনতাপূর্ণ কর্মকে ক্ষমা না করাও দুর্ভাগার লক্ষণ। অধিকিন্তু উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন ইসলামের মহান আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে ঘোষণা করেন- "হে প্রিয় হাবীব! ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকর্মের নির্দেশ দিন, আর মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।"[৭৪৫] এ আয়াতে কারীমায় শুধুমাত্র হুযুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই মার্জনার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং তাঁর সকল উম্মতের জন্য এ নির্দেশ প্রযোজ্য। এ ঘোষণা সার্বজনীন। কারণ যখন বাদশাহর পক্ষ থেকে কোন শাসনকর্তার প্রতি কোন নির্দেশ আরোপিত হয় তখন তাতে তার অধীনস্থ সকল প্রজাও অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও নির্দেশ গভর্ণর কিংবা প্রাদেশিক শাসককেই দেয়া হয়।

নামাযের হাকীকত

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) শরীয়তের নামাযের পাশাপাশী তরীকতের সার্বক্ষণিক নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, শরীয়তের নামায সম্পর্কে অবশ্যই তোমরা অবগত। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "নামাযসমূহের হিফাযত কর, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের।"[৭৪৬] শরীয়তের নামায হল প্রকাশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ও নড়াচড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন- দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, বৈঠক, কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি ও তাসবীহ ইত্যাদি আদায় করা, এজন্য উপরোক্ত আয়াত على الصلوت এ বহুবচনের শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

তরীকতের নামায হল সার্বক্ষণিক অন্তরের নামায। উপরোক্ত আয়াতে অনেক মুফাসিসর وسطى শব্দ দ্বারা কাল্‌ব বা অন্তকরণ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারণ কাল্‌ব শরীরের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্যমান। অর্থাৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের অন্তবর্তী স্থানে এর অবস্থান। যেমন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী- "নিশ্চয় আদম সন্তানের অন্তর বা কাল্‌ব আল্লাহ তা'আলার কুদরতী

---

[৭৪৪] عَلاَمَةُ الشَقِيِّ اَرْبَعَةٌ اِذَا اُوْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا عَاهَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا تَكَلَّمَ كَذَبَ وَاِذَا خَاصَمَ يَشْتُمُ النَّاسَ وَلَا يَعْفُوْ عَنْهُمْ
প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[৭৪৫] خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ আল কুরআন, ৭ : ১৯৯

[৭৪৬] حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاةِ الْوُسْطَى আল কুরআন, ২ : ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আঙ্গুলসমূহের দুটি আঙ্গুলের মধ্যখানে রয়েছে। আর তিনি আপন শান অনুযায়ী সেটা যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।"[৭৪৭]

দু'আঙ্গুল দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অনুগ্রহের গুণ। আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফের মাধ্যমে প্রতীয়মান যে, অন্তরের সংযোগসহ নামাযই হল প্রকৃত নামায। যখন মানুষ ঐ নামায থেকে উদাসীন হয় তখন তার নামায ভেঙ্গে যায়। আর যখন কাল্‌বের নামায ছুটে যাবে তখন জাহেরী তথা শরীয়তের নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন- "একাগ্রচিত্ত অর্থাৎ হুযুরী কাল্‌ব বা কালবের উপস্থিতি ব্যতীত নামাযই হয় না।" তিনি (সা.) আরো ঘোষণা করেন যে, "আদম সন্তানের শরীরে একখন্ড মাংসপিন্ড রয়েছে। যখন সেটা ঠিক থাকে মানুষের সমস্ত শরীর ঠিক থাকে। আর যখন সেটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন সমস্ত শরীর বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আর সেটা হল কাল্‌ব বা অন্তকরণ।"[৭৪৮]

কারণ নামাযে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়, তাঁকে আহ্বান করা হয়, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা হয়। আর প্রার্থনার মূলকেন্দ্রবিন্দু হল কাল্‌ব (অন্তর)। সুতরাং যখন কাল্‌বই উদাসীনতার শিকার হয়ে গেল, তখন তার বাতিনী নামায ভেঙ্গে গেল এবং একই সাথে তার জাহেরী নামাযও বিনষ্ট হয়ে গেল। কারণ প্রার্থনা তো অন্তর থেকেই করা হয়। কাল্‌ব প্রার্থনার মূলকেন্দ্র ও ভিত্তিস্বরূপ। আর অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেটার অনুগামী ও আজ্ঞাবহ।

শরীয়তের নামাযের জন্য দিন ও রাত পাঁচটি সময় নির্ধারিত রয়েছে। আর সুন্নাত হলো সেগুলো লৌকিকতা, আত্মপ্রদর্শন ও কপটতা বর্জন করে মসজিদে গিয়ে ইমামের পেছনে জামাত সহকারে আদায় করা। কিন্তু তরীকতের নামাযের জন্য কোন বিশেষ সময় নির্ধারিত নেই, তা সার্বক্ষণিকভাবে আদায় করা চায়। কারণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই গুরুত্বপূর্ণ। এ নামায আদায়ের মসজিদ হল অন্তর। এর জামাআত বাতিনী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেগুলো বাতিনী জিহ্বা দ্বারা আসমাউল হুসনার যিকিরে ব্যাপৃত থাকে। এসব বাতিনী অঙ্গ-প্রতঙ্গের ইমাম হল কালবের

---

৭৪৭ "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ" আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৭৪৮ " لاَ صَلَوةَ اِلاَّ بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ "

" أَنَّ فِيْ جَسَدِ اِبْنِ آدَمَ مُضْغَةٌ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ "
আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমাবেগ। এর কিবলা হল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁর অমুখাপেক্ষীতার সৌন্দর্য। যেটাকে কিবলায়ে হাকীকত নামে নামকরণ করা হয়। কাল্‌ব ও রুহ উভয়টিই সর্বক্ষণ এ নামাযে নিবীড়ভাবে তন্ময় থাকে। কাল্‌ব নিদ্রিত হয় না, মৃত্যবরণও করে না। বরং শয়নে-জাগরণে সর্বাবস্থায় বাতিনী নামায আদায়ে নিয়োজিত থাকে। বাতিনী কিংবা অন্তরের নামায আত্মার সজীবতার মধ্যে সম্পন্ন হয়। তাতে না শব্দ আছে আর না কিয়াম ও বেঠক বরং তাতে শুধু রাসূলে পাকের অনুকরণে অসীমগুণের আধার মহামহিম রবকে সম্বোধন করা হয়।

তবে হ্যা, যারা শুধু বাতেনী নামাযের কথা বলে জাহেরী রুকু সেজদার নামাযে অবহেলা প্রদর্শন করে তারা ভণ্ড ও প্রতারক। জামাতে নামায আদায় করার মাধ্যমেই বাতেনী কালবী নামাযকে জাগ্রত রাখতে হবে।

যাকাতের হাকীকত

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) যাকাতের মাধ্যমে কীভাবে আত্মা পবিত্র হয় তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাকাত সম্পর্কে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দুইটি দিক তুলে ধরে তিনি বলেন,

ক) **শরীয়তের যাকাত :** শরীয়তের যাকাত হল, যখন কোন লোকের পার্থিব ধন-সম্পদ নিসাব পরিমাণ হয় তখন তার ওপর যাকাত আদায় ফরয হয়ে যায়। আর তাকে প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময়ে শরীয়তের নির্ধারিত পরিমাণ অংশ যাকাতের হকদারকে প্রদান করতে হয়।

খ) **তরীকতের যাকাত :** এটি আখিরাতের উপার্জন থেকে দ্বীন ও ঈমানের দরিদ্র ও নিঃস্বদের মাঝে বন্টন করতে হয়। অর্থাৎ সৎ ও পুণ্যময় আমলের প্রচার করা, যাদের নিকট পরজগতের পাথেয় নেই তাদেরকে সৎআমলের দিশা দিয়ে পরকালীন পুঁজি সঞ্চয়ে সহায়তা করা। কুরআন মাজীদে যাকাতকে সদকা নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন কুরআনে ঘোষণা হয়েছে- "নিশ্চয়ই সাদকা দরিদ্রদের জন্য।"[৭৪৯]

কারণ ঐ সাদকা ফকীরদের হাতে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহর কুদরতী হাতে পৌঁছে যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তিই ঐ সাদকা নিঃস্বদেরকে প্রদানে হাত প্রসারিত করে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে নেন। তরীকতের যাকাত সার্বক্ষণিক দিতে হয়। যখন ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অভিপ্রায়ে স্বীয় সাদকার সওয়াব গুণাহগারদের আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, আল্লাহ

---

[৭৪৯] إِنَّ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء আল কুরআন, ৯ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলা তার শরয়ী অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেন। তখন সে এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, অন্যদেরকে সওয়াব প্রদান করতে করতে সে নিজেই নিঃস্ব হয়ে পরে। আর আল্লাহ তা'আলা এমন দানশীলতা ও নিঃস্বতাকে পছন্দ করেন। যেমন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন- "নিঃস্ব আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে।"[৭৫০]

হযরত রাবেয়া বসরী (রাহ.) বলেন, "হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমার জন্য নির্ধারিত অংশ কাফেরদেরকে এবং পরকালের অংশ ঈমানদারকে দান করে দাও। আমি দুনিয়াতে তোমার যিক্‌র ও স্মরণ ব্যতীত কিছু চাই না আর আখিরাতে তোমার দীদার ও দর্শন ব্যতীত আমার অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।" অতএব যে মানুষ তার জীবন ও সম্পদ মহান মনিবের জন্য উৎসর্গ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হাশরের দিন একটি পুণ্যের বিনিময়ে দশটি পুণ্য দান করবেন। যেমন-মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী, "যে বান্দা একটি পুণ্য নিয়ে আসে তার জন্য দশটি পুণ্য রয়েছে।"[৭৫১]

তরীকতের যাকাতের অর্থই হল আত্মাকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্র রাখা। মহান প্রতিপালক ইরশাদ করেন, "অতএব কেউ আছ, যে আল্লাহকে 'উত্তম কর্জ' দেবে? তবে আল্লাহ তার জন্য অনেক গুণ বর্ধিত করবেন।"[৭৫২] তিনি মহান রাব্বুল আলামিন আরো ঘোষণা করেন, "নিশ্চয় সেই কৃতকার্য হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে।"[৭৫৩]

উল্লোখিত পবিত্র আয়াতে কর্জ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর রাস্তায় কোন খোটা ও উপকারের আশা ব্যতীত শুধু ঐ মহান রবের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আপন সৎকর্ম থেকে আল্লাহর বান্দাকে সাওয়াব দান করতে থাকো। যেমন- পবিত্র কুরআনে আরো ঘোষণা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের দান-সাদকাসমূহ খোটা ও কষ্ট দিয়ে বিনষ্ট করো না।"[৭৫৪] অর্থাৎ তোমাদের দান-সাদকা দ্বারা পার্থিব ধন-সম্পদ ইত্যাদির আশা করো না। তাহলে তোমাদের এসব দান বৃথা যাবে।

---

৭৫০ اَلْمُفْلِسُ فِيْ أَمَنِ اللهِ মোল্লা আলী কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৭৫১ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا আল কুরআন, ৬ : ১৬০

৭৫২ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ‘ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةٌ আল কুরআন, ২ :২ ৪৫

৭৫৩ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا আল কুরআন, ৯১ : ৯

৭৫৪ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذَى আল কুরআন, ২ : ২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

অতএব এ প্রকারের ব্যয় অর্থাৎ এ সম্পদ যা আল্লাহর পথে খরচ করা হবে তা নিরেট আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হতে হবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের প্রিয়, পছন্দনীয় ও উৎকৃষ্ট বস্তু দান করবে।[৭৫৫] যেমন ঘোষণা হয়েছে- "তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ আল্লাহর পথে (তাঁর সন্তুষ্টির জন্য) আপন প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে না।"[৭৫৬]

রোযার হাকিকত

এ গ্রন্থে তিনি শরীয়ত ও তরীকতের রোযার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। রোযার মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহর দীদার পাওয়া যাবে তার পথ দেখিয়েছেন। তিনি বলেন- শরীয়তের রোযা হল, ঈমান সহকারে ইবাদতের নিয়তে সাহরী থেকে ইফতার পর্যন্ত পানাহার ও প্রবৃত্তির কামনা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। আর তরীকতের রোযা হল ঈমানদার ব্যক্তির প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে, দিনে ও রাতে সর্বাবস্থায় যাবতীয় হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকা। অহংকার, ধোঁকা, পরনিন্দাসহ সকল প্রকার অসৎকর্ম ও কু-স্বভাব থেকে বিরত থাকা এবং কোন প্রকার পাপকর্মে নিবিষ্ট না হওয়া। আর যদি এক মুহূর্তের জন্যও পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যায় তাহলে তরীকতের রোযা বিনষ্ট হয়ে যাবে। শরীয়তে রোযার সময় নির্ধারিত কিন্তু তরীকতের রোযা সার্বক্ষণিক এবং তা আজীবন রাখতে হয়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন, "অনেক রোযাদার এমনও রয়েছে যাদের রোযা থেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যতীত কিছুই অর্জিত হয় না।"[৭৫৭]

অনেক রোযাদার সত্যিকারার্থে রোযা রাখে এবং স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় অপকর্ম থেকে নিরাপদ রাখে। পক্ষান্তরে অনেক রোযাদার নামসর্বস্ব রোযা রাখে। রোযা পালন করা সত্ত্বেও তারা নিষিদ্ধ ও অবৈধ কার্যাদি থেকে নিজেকে সংবরণ করে না। তারা নিশ্চিতভাবে রোযার সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, "রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি নিজেই দেব।"[৭৫৮] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ঘোষণা

---

[৭৫৫] Hadrat Abdul Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.81

[৭৫৬] لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ تُحِبُّوْنَ আল কুরআন, ৩ : ৯২

[৭৫৭] رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صَوْمِهِ اِلاَّ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

"There are many of those who fast who get only huger and thirst for their efforts and no other benefit." Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.82

[৭৫৮] اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا أَجْزِيْ بِهِ ইমাম বোখারী, *আস সহীহ*, খণ্ড-২৩, পৃ. ১১; ইমাম মুসলিম, *আস সহীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; ইমাম নাসায়ী, সুনান, প্রাগুক্ত, খন্ড ৭, পৃ. ৩৯৪

Dhaka University Institutional Repository

করেন, "রোযাদারের জন্য দু'টি অনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে, একটি ইফতার তথা রোযা ভঙ্গের সময় আর অপরটি আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভের সময়।"[৭৫৯]

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীদারের মহান সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাঁর দীদারের মহান নিয়ামত দান করবেন। কিছূ আলিম বলেন, ইফতার দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূর্যাস্তের সময় রোযা ভঙ্গ করার মুহূর্ত আর (رويت) দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঈদের চাঁদ। অর্থাৎ ঈদের চাঁদ দেখে খুশী উদযাপন করা। কিন্তু তরীকতপন্থী আলিমগণ বলেন, ইফতার দ্বারা উদ্দেশ্য হল জান্নাতের প্রবেশের মুহূর্ত, যখন তরীকতের রোযা পালনকারীরা আনন্দে উৎফুল্ল হবে। কারণ তরীকতের রোযা স্থায়ী ছিল আর এখন জান্নাতে নেয়ামতরাজি প্রাপ্তির পর তাদের ইফতারের সময় হয়েছে। অতএব সেখানে তারা যেসব নেয়ামত প্রাপ্ত হবে তা দ্বারা তরীকতের রোযার ইফতার করবে। আর 'দেখা' (رويت) দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিয়ামত দিবসে 'লতীফায়ে সির'র সাহায্যে আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীদারের মহান সৌভাগ্য দান করুন। আমীন! হাকীকতের রোযা হল, অন্তরকে মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যসব কিছুর ধ্যান থেকে মুক্ত রাখা। আর আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অন্য কারোর দর্শন করা থেকে চোখকে বিরত রাখা জরুরী।

অতএব গুপ্তরহস্য হচ্ছে আল্লাহর জ্যোতি। সেটার প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার পর মানুষ অন্য কোন দিক নিবিষ্ট হতে পারে না। কারণ ইহ ও পরজগতে মহামহিম রব ব্যতীত কেউই প্রিয়, পছন্দনীয় ও কাম্য নয়। যদি মানুষ গায়রুল্লাহর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে যায় তখন তার হাকীকত ও তরীকতের রোযা বিনষ্ট হয়ে যায়। এ রোযার কাযা হল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে পার্থিব ও অপার্থিব বস্তু ও ভালবাসা দূর করে আল্লাহর প্রেমে একাগ্র হওয়া।

কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার উপায়

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সকল গুনাহ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার একাকীত্ব নিয়ে সেগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এ অধ্যায়ে সেগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, একাকীত্ব বা নির্জনতা দুই প্রকার। যথা-

[৭৫৯] لِلصَّائِمِ فَرَحْتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار،*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

১. জাহেরী নির্জনতা। (Exterior withdrawal)
২. বাতিনী নির্জনতা। (Interior withdrawal)

১. জাহেরী নির্জনতা

জাহেরী বা প্রকাশ্য নির্জনতা হল, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে দূরে থাকার জন্য জনসাধারণের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা যাতে লোকেরা তার কুপ্রভাব, মন্দ-আচরণ ও কষ্টদান থেকে নিরাপদ থাকে। আর নফসের জাহেরী ইন্দ্রিয়সমূহ বন্দী করে রাখা, যেন নিয়্যতের বিশুদ্ধতা, মৃত্যু ও স্মরণ, কবরের জগতে প্রবেশ ইত্যাদি চিন্তা দ্বারা বাতিনী ইন্দ্রিয় উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয়। নির্জনতার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি মূখ্য উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য।

এছাড়া ঈমানদারকে কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন- "সত্যিকার মুসলমান হল যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকবে।"[৭৬০] অর্থাৎ তার রসনা থেকে অশ্লীল ও অনর্থক বাক্য বের হবে না এবং তার হাত দ্বারা কেউ কষ্টের শিকার হবে না।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ঘোষণা করেন-"মানুষের নিরাপত্তা জিহ্বা দ্বারা থাকে। আর তিরস্কারও জিহ্বার কারণে হয়ে থাকে।"[৭৬১] অর্থাৎ রসনাই মানুষের মর্যাদা ও লাঞ্ছনার কারণ হয়ে থাকে। অতএব আপন চক্ষুযুগলকে খেয়ানত ও অবৈধ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বিরত রাখবে। একইভাবে উভয় পা ও কানকে ভ্রান্তপথে অগ্রসর হওয়া ও মন্দকথাবার্তা শ্রবণ থেকে নিরাপদ রাখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "চক্ষুদ্বয় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।"[৭৬২] আর এ ব্যভিচারের ফলশ্রুতিতে একজন কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ ভৃত্য মানবাকৃতিতে সৃষ্টি হয়, যে কিয়ামত দিবসে তার ব্যভিচারী পিতার সাথে দন্ডায়মান হবে এবং আল্লাহর দরবারে তার বিরুদ্ধে

---

[৭৬০] اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ইমাম বুখারী, *সহীহ*, খণ্ড-১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯; ইমাম তিরমিযী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

[৭৬১] سَلاَمَةُ الْاِنْسَانِ مِنْ قِبْلِ اللِّسَانِ وَمُلاَمَةِ الْاِنْسَانِ عَنْ قِبْلِ اللِّسَانِ وَكَفِّ عِيْنَيْهِ عَنِ الْخِيَانَةِ وَالنَّظْرُ اِلي الْحَرَامِ وَكَذَا كَفَّ رِجْلَيْهِ وَاُذْنَيْهِ *সিররুল আসরার*, (অনুবাদ- মুহাম্মদ আবদুল মজিদ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
"The salvation of man comes from his tonge. His villainy and disgrace come also from his tongue." Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.93

[৭৬২] اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, খণ্ড ৮, পৃ. ২৫২; ইবনে হাব্বান, *আস-সহীহ*, খণ্ড ১৮, পৃ. ৩৩৯
"The eyes can commit adultery" Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.94

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষ্য দেবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এরূপ পাপ থেকে তাওবা করবে না এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনবে না, জান্নাতকে তার আবাসস্থল রূপে পাবে না। মহামহিম আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র বাণী- "এবং যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার ঠিকানা জান্নাতই।"[৭৬৩]

তাওবার পর সৃষ্ট ঐ ভৃত্যকে অত্যন্ত সুন্দর ও লাবণ্যময় যুবকের আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। তখন ঐ সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। নির্জনবাস গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার নিরাপদ দূর্গ স্বরূপ। সেখানে ব্যক্তির সৎ-কার্যাবলীর ধারা স্থায়ী হবে এবং সে পুণ্যবানদের অধিভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী- "অতএব যে স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশী, তার উচিত সৎকর্ম করা ও তার রবের ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করা।"[৭৬৪]

২. বাতিনী নির্জনতা

বাতিনী বা অপ্রকাশ্য নির্জনতা হল যে, অন্তরকে শয়তানের প্ররোচনামূলক চিন্তাধারা থেকে পবিত্র রাখা। অর্থাৎ পানাহার, উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি পরিধান, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, মেষপাল, লাল রংয়ের ঘোড়া ইত্যাদি অনেক জিনিস যার প্রতি পার্থিব ভালবাসা জন্মায় তা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। যেমন হুযুর পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "যশ-খ্যাতি ও সেটার সরঞ্জামাদির অভিলাষ বিপদস্বরূপ। আর অখ্যাতি ও নির্জনতার আকাঙ্ক্ষাই প্রশান্তি।"[৭৬৫] নির্জনতা অবলম্বনকারীর জন্য আবশ্যক হল, যেন কুস্বভাবসমূহ যেমন- 'অহংকার, ধোঁকা, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, পরনিন্দা, চোগলখোরী, ক্রোধ ইত্যাদি তার অন্তরে প্রবেশ না করে।[৭৬৬]

যখন উক্ত দোষগুলো নির্জনতা অবলম্বনকারীর অন্তরে প্রবেশ করবে তখন তার নির্জনতা, তার অন্তর, তার সৎকর্ম ও পুণ্য সবকিছুই বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী- "আল্লাহ তা'আলা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না।"[৭৬৭] যে ব্যক্তি অন্তরে এরূপ বিপর্যয়

---

[৭৬৩] وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى আল কুরআন, ৭৯ : ৪০-৪১

[৭৬৪] فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا আল কুরআন, ১৮ : ১১০

[৭৬৫] اَلشَّهْرَةُ اَفَةٌ وَكُلُّ مَا يَتَمَنَّاهَا وَالْخُمُوْلُ رَاحَةٌ وَكُلُّ يَتَوَقَّاهَا আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৭৬৬] "He who intends to enter into inner seclusion has to lock out of his heart all pride, arrogance, vengeance, tyranny, anger, envy, intolerance, slander and thir like." Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.94

[৭৬৭] إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ আল কুরআন, ১০ : ৮১

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিকারী বস্তু স্থান করে নেবে সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যদিও সে বাহ্যিকভাবে বড় সংস্কারক দাবী করুক। হাদীস শরীফে রয়েছে- "অহংকার ও খোদ-পছন্দী ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।"[৭৬৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ঘোষণা করেন- "পরনিন্দা ব্যভিচারের চেয়েও নিকৃষ্ট।"[৭৬৯]

বর্তমান ইসলাম বিদ্বেষীরা নিজদেরকে মানাবাধিকার রক্ষার ঝাণ্ডাবাহী বলে দাবী করে কিন্তু মজলুম ও অসহায় রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠী যখন তাদের নায্য অধিকার আদায়ে জোরালো কণ্ঠে আওয়াজ তোলে তখন তাদেরকে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়ে ধ্বংস করে দিতে তারা দ্রুত এগিয়ে আসে। যেমন- বর্তমান বিশ্বের সকল ইসলামদ্রোহী অপশক্তি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন ও চেচনিয়ায় বর্ণনাতীত নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও বর্বরতার স্টীম রোলার চালিয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ নীরব ভূমিকায় তাদের অনুদানের ঝুলি ভর্তিতে সচেষ্ট হয়ে গোলামীর পরিচয় দিয়েছে। যা ইসলামের ইতিহাসে একটি ন্যাক্কারজনক ও লাঞ্ছনাদায়ক অধ্যায় সূচিত করেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা যেন তিনি ইসলামী বিশ্বকে একজন দুর্বার ও সাহসী সিপাহসালার দান করেন, যিনি অত্যাচারি বাতিল পরাশক্তির দূর্গে আঘাত হেনে ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও বিজয় শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ফরমান-"হিংসা পুণ্যসমূহকে তেমনি ধ্বংস করে দেয় যেমন আগুন কাঠকে ভক্ষণ করে।"[৭৭০] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ঘোষণা করেন- "যে সুপ্ত ফিৎনাকে জাগ্রত করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অভিসম্পাত করেন।"[৭৭১] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও ঘোষণা করেন- "কৃপন ব্যাক্তি আবেদ হলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৭৭২]

---

[৭৬৮] اَلْكِبْرُ وَ الْعُجْبُ يُفْسِدَانِ الْاِيْمَانَ শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *সিররুল আসরার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[৭৬৯] اَلْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "Pride and arrogance corrupt faith. Slander and backbiting are worse sins than adultery." Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani, *The secret of secrets*, Ibid, p.95

[৭৭০] اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبِ ইমাম আবূ দাউদ, *আস সুনান*, খণ্ড-১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬; ইবনে মাযাহ, *আস সুনান*, খণ্ড-১২, পৃ. ২৫৩

[৭৭১] اَلْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللهُ مَنْ اَيْقَظَهَا আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৭৭২] اَلْبَخِيْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا وَزَاهِدًا প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "লৌকিকতা (রিয়া) গোপন শির্ক। তার শির্ক হচ্ছে কুফর।"[৭৭৩]

কুস্বভাব সম্বন্ধে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সতর্কতামূলক মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। তরীকতের সিলসিলাসমূহ ও সূফীতত্ত্বে চাহিদা থেকে বাঁচিয়ে রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব যে ব্যক্তি নির্জনবাস, সংযম, নীরবতা ও পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে সর্বদা যিকির করে খোদাপ্রীতি, তাওবাহ, অকপটতা ও বিশুদ্ধ আকীদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে ইযাম ও সৎকর্মশীলদের নির্দেশিত পথে উপনীত হবে। এ ছাড়া সে যদি সম্মানিত মাশায়েখ, সত্যিকার আলেম ও শরীয়াতের পুরোধাদের অনুসরণের মাধ্যমে কু-প্রবৃত্তিকে চূর্ণ করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নেয় এবং সৎমুমিনরূপে তাওবাহ-তালকীন ও উল্লেখিত প্রশংসিত গুণাবলী সহকারে নির্জনতায় ব্যাপৃত হয়ে যায় তখন তার জ্ঞান ও আমল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই বিশেষিত হয়ে যায়। তার কাল্ব জ্যোতির্ময়, দেহ কোমল ও রসনা পবিত্র হয়ে যায়। তার জাহেরী ও বাতিনী ইন্দ্রিয় একাকার হয়ে যায় এবং তার সৎকর্ম আল্লাহর মহান দরবারে কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত হয়। তার দোয়া গৃহীত হয়। তার ইবাদত, সাধনা, গুণগান, প্রার্থনা ও রোদন কবুল হয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য ও কবুলিয়তের সনদ দান করেন। তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-"পবিত্র বাণীসমূহ তার নিকট পৌঁছে থাকে (অর্থাৎ তাঁর দরবারে কবুল হয়ে থাকে) এবং সৎকর্ম পুণ্যবানদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয়।"[৭৭৪] পবিত্র বাণীসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল যখন জিহ্বা আল্লাহ তা'আলার যিকির ও তাঁর একত্ববাদ প্রকাশের যন্ত্র হয়ে যায় তখন মানুষের উচিত যাবতীয় অযথা ও অনর্থক থেকে রসনাকে সংযত রাখা। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী-"নিশ্চয় ঐসব ঈমানদর সফলকাম হয়েছে যারা আপন নামাযসমূহ একাগ্রতা ও মনোসংযোগ সহকারে আদায় করেছে এবং যারা অযথা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে।"[৭৭৫]

এমন ঈমানদারের ইল্ম ও আমলকে আল্লাহ তা'আলা কবুলিয়তের মর্যাদা দান করেন এবং এর উপর আমলকারীকে তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি দ্বারা বিশেষ অনুগ্রহ, নৈকট্য ও সুউচ্চ পদমর্যাদায় ভূষিত করেন। যখন নির্জনবাসকারীর এ পদমর্যাদা অর্জিত হয়ে যায় তখন তার অন্তকরণ উদারতার মহা সমুদ্রে পরিণত হয়। অতপর সে লোকদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অনুভবও করে না। যেমন রাসূল

---

[৭৭৩] اَلرِّيَاءُ شِرْكٌ وَشِرْكُهُ كُفْرٌ মোল্লা আলী কারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড-১০, পৃ. ২৫৩

[৭৭৪] أَلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ আল কুরআন, ৩৫ : ১০

[৭৭৫] قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ‘ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ‘ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ আল কুরআন, ২৩ : ১-৩

Dhaka University Institutional Repository

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন-"হে লোক সকল! তোমরা সমুদ্রের ন্যায় (উদার) হয়ে যাও, তোমাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।"[৭৭৬] কু-প্রবৃত্তির বনভূমি ও মরুপ্রান্তর তাতে বিলীন হয়ে যাবে। যেভাবে ফিরআউন ও তার সঙ্গীরা নীল নদে একত্রে ডুবে মরেছে। তখন শরীয়তের তরী অন্তরে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে চলতে থাকবে। অতপর রূহে-কুদসী ঐ সমুদ্রে ডুব দিয়ে হাকীকতের দরিয়ায় পৌঁছে যাবে এবং মারিফাতের মোতি, মণি-মাণিক্য ও সূক্ষ্ম-জ্ঞানের জাবাররুদ তুলে আনে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী-"ঐ সমুদ্রদ্বয় থেকে মোতি ও মারজান বের হবে।"[৭৭৭]

ঐ সমুদ্রের অধিকারী তো ঐ ব্যাক্তিই হতে পারবে যে ঐ জাহের ও বাতিনের সমুদ্রদ্বয়কে অর্থ্যাৎ শরীয়ত ও হাকীকতের সমুদ্র মিলিত ও একত্রিত করতে পারবে। এটা অর্জনের পর কাল্‌বের সমুদ্রে কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তির বিপর্যয়ের প্লাবন আঘাত হানার আশঙ্কা থাকবে না। তার তাওবাহ খাঁটি, তার ইল্‌ম উপকারী এবং আমল সৎ ও পবিত্র হবে। সে পুনরায় নিষিদ্ধ কর্মে অগ্রসর হবে না। যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েও যায় তবে দ্রুত তাওবাহ, ইস্তিগফার ও অনুতপ্ত হওয়ার মাধ্যমে পবিত্র করে দেয়া হবে। অর্থাৎ তার তাওবাহ কবুল হয়ে যাবে।

---

৭৭৬ كُنْ بَحْرًا لاَ تَتَغَيَّرُ *সিররুল আসরার*, (অনুবাদ- মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৭৭৭ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ আল কুরআন, ৫৫ : ২২

Dhaka University Institutional Repository

কারামতের সরুপ

কারামত হচ্ছে ওলীর হৃদয়ের ওপর খোদার নূরের প্রতিবিম্বের প্রভাব, সামগ্রিক নূরের দীপ্তির ঝর্ণা থেকে আল্লাহর ফয়েয বা কল্যাণধারার রশ্মির মাধ্যম। আর এ বিষয়টি ওলীর ওপর তাঁর ইচ্ছা ব্যতীতই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আল্লাহর ওলীগণ বিশেষিত হন নবীর ইঙ্গিতসমূহ, প্রকৃত অবহিতকরণ, নূরী রূহ, পবিত্র রূহস্যাবলী, রূহানী শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রত্যক্ষদর্শনসমূহ ইত্যাদি দ্বারা।

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন, "বিভিন্ন ধরনের হিকমত বা প্রজ্ঞার উপমাদি ও তাকদীরের রহস্যাবলী তাঁদের সামনে প্রকাশ পেতে থাকে।"[৭৭৮]

পবিত্র কুরআন মাজিদে বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া এমন সব ব্যাক্তির কারামতের ঘটনা বর্ণিত আছে যারা নবী বা রাসূল ছিলেন না। যেমন পবিত্র কুরআনে হযরত মরিয়ম (আ.) এর কাছে ঐশ্বরীক ভাবে খাবার আসার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন-

১) كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا[৭৭৯]

২) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا[৭৮০]

তাছাড়াও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত

ক) রানী বিলকীস এর সিংহাসন চোখের পলকে একজন পূণ্যবান ব্যাক্তি কর্তৃক নিয়ে আসার ঘটনা;

খ) গুহাবাসীর ঘটনা তাদের কুকুর সহ। যাকে কেন্দ্র করে 'সূরা আল-কাহাফ' নামে একটি সূরার নামকরণই করা হয়;

গ) বাদশাহ যুল কারনাইন এর ঘটনা;

ঘ) সায়্যিদুনা মুসা (আ.) এর সাথে হযরত খযির (আ.) এর ঘটনা।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি কারামত পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত[৭৮১]

কারামতের সংজ্ঞায় ইবনে তাইমিয়া বলেন-

---

৭৭৮ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯, ১৩০

৭৭৯ আল কুরআন, ০৩ : ৩৭

৭৮০ আল কুরআন, ১৯ : ২৫

৭৮১ ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

Dhaka University Institutional Repository

"what is considered as a miracle for a saint is that sometimes the saint might hear something that others do not hear and they see something that others do not see, while not in a sleeping state, but in a wakened state of vision. And he can know something that others cannot know, through revelation or inspiration. "Allah Almighty will unveil to his saints states that have never been given before and give them support without measure. If that saint will begin to speak from the things of the unseen, past or present or future it is considered from "Bab al'ilm al-khaariq" the miraculous unseen knowledge. Anything that a saint does which is from unveiling to people or to listeners or curing or healing or teaching knowledge, it is accepted. and we have to thank Allah for it."[৭৮২]

একবার শায়খ আবদুর রাহমান তাফসুনজী, আবুল হাসান কে বললেন, আপনার পীর কে? তিনি বললেন, আমার পীর হলেন শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)। তিনি বললেন, আমি শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর নাম পৃথিবীতে শুনেছি। আর আমার চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, আমি কুদরতের দরজায় স্তরগুলোতে রয়েছি অথচ আমি তাঁকে ওখানে দেখিনি! অতপর স্বীয় মুরীদদের মধ্যে একটি দলকে বললেন, তোমরা বাগদাদে শায়খ আবদুল কাদির জিলানীর নিকট যাও এবং তাঁকে বলো, আপনাকে আবদুর রহমান সালাম দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, কুদরতের দরজায় তার চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু তিনি আপনাকে এর ভেতরে ও বাইরে কোথাও দেখেননি। এদিকে তখনই শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) উপস্থিত আবিদ বান্দাদেরকে এবং আবদুল হক হারীমী ও ওসমান সরীফীনীকে বললেন, তোমরা তাফসুনজীর প্রেরিত দলটির দিকে যাও। রাস্তায় তোমাদের সাথে এমনই একদল লোকের দেখা হবে, যারা শায়খ আবদুর রাহমান তাফসুনজীর মুরীদদের অন্তর্ভূক্ত। তাদেরকে তিনি এ পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি পয়গামের কথাও তাদের নিকট উল্লেখ করলেন। অতপর যখন তোমরা তাঁদের সাথে মিলিত হবে, তখন তোমরা তাদেরকে তোমাদের সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর যখন তোমরা সবাই শায়খ আবদুর রহমান তাফসুনজীর নিকট পৌঁছবে, তখন তাঁকে বলবে যে, আবদুল কাদির আপনাকে সালাম বলেছেন। আর তিনি আপনার উদ্দেশে বলেছেন, আপনি তো কুদরতের দরজার প্রান্তের স্তরগুলোতে রয়ে

---

[৭৮২] ইবনে তাইমিয়া, *মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া*, খণ্ড ১১, পৃ. ৭০৪; Shaikh Hisham Mohammed Kabbani, *Ibn taymiyya the suji shaikh*, Ummah.com, the online muslim community.

Dhaka University Institutional Repository

গেছেন। যিনি প্রান্তগুলোতে থাকেন, তিনি নৈকট্যের খাস দরবারে যিনি উপস্থিত থাকেন, তাঁকে দেখতে পান না। আর যিনি এ খাস দরবারে উপস্থিত থাকেন তিনি 'মাখদা'য় অবস্থানকারীকে দেখেন না। আমি আছি 'মাখদা'তে। আমি রহস্যের দরজা দিয়ে প্রবেশ করি ও বের হই। তাও এমনভাবে যে, আপনি আমাকে দেখতে পান না।"[৭৮৩]

তাঁর কারামতের আধিক্য সম্পর্কে আলিমদের মতামত

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর থেকে এত বেশি কারামত প্রকাশ পেয়েছে যা অন্য কারো বেলায় ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন যে,

قال الذهبي في تاريخ الإسلام: أنبأنا أبو بكر بن طرخان أن الشيخ الموفق أخبرهم قال: ولم أسمع أحداً يحكي عنه من الكرامات أكثر منه ولا رأيت أحد يعظم من أجل الدين أكثر منه فهذا السند إلى الموفق موفق[৭৮৪]

মোল্লা আলী কারী (রাহ.) গাউসে পাকের কারামাত কে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় 'মুতাওয়াতির বর্ণনা' এবং অন্যান্য সূফীর চেয়ে অধিক কারামতওয়ালা বলে মত দিয়েছেন।

وأما كراماته فقد قاربت التواتر، ومعلوم بالاتفاق أنه لم يظهر ظهور كراماته وخوارق عاداته لغيره من شيوج الافاق،[৭৮৫]

ডক্টর আব্দুর রায্যাক কিলানী বলেন যে,

قال الشيخ الموفق بن قدامة: لم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يحكى عنه ولا رأيت أحد يعظمة الناس من أجل الدين أكثر منه. أن الحافظ شمس الدين الذهبي قال: أجاز لنا غير مرة عن أبيه، سمعت الحافظ شرف الدين اليونيف، سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر إلا الشيخ عبد القادر، فان كرامته نقلت بالتواتر[৭৮৬]

ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে আরো উল্লেখ করেন যে,

وقال الحافظ محب الدين بن النجار في ذيل تاريخ ببغداد: عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوست الزاهد، أحد أئمة الإسلام العاملين بعلمهم وصاحب الكرامات الظاهرة،[৭৮৭]

---

[৭৮৩] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭, ৮৮

[৭৮৪] ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[৭৮৫] মোল্লা আলী কারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[৭৮৬] ড. আব্দুর রাযযাক আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

[৭৮৭] ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইজ্জুদ্দিন ইবনে আব্দুস সালাম, ইবনে তাইমিয়্যার বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, "শায়খ আব্দুল কাদির এর মতো এমন মুতাওয়াতির রিওয়াতের মাধ্যমে অন্য কারো কারামত আমাদের নিকট পৌছায়নি এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাও এমনটাই মত দিয়েছেন।"[৭৮৮]

মৌলিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রসিদ্ধ কিছু কারামত

নির্ভরযোগ্য লেখক দ্বারা মৌলিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে এমন প্রসিদ্ধ কিছু কারামত নিচে উল্লেখ করছি।

গাউসে পাকের দো'আয় ব্যবসায়ীর তাকদীর পরিবর্তন

শায়খ আবু সা'উদ আহমদ ইবনে আবূ বকর হারীমী[৭৮৯]। তিনি বলেন, আবুল মুযাফ্ফর হাসান ইবনে নাজ্ম ইবনে আহমদ তাজির যিনি একজন ব্যবসায়ী। একবার শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.) এর দরবারে ৫২১ হিজরীতে হাযির হন এবং তাঁকে বললেন, হে আমার সরদার! আমি সিরিয়া যাওয়ার জন্য কাফেলা তৈরী করেছি, কারণ সাতশত দিনারের সওদা রয়েছে। তা শুনে শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.) বললেন, যদি তুমি এ বছর সফর কর, তাহলে তুমি নিহত হবে এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন ব্যবসায়ী তাঁর নিকট থেকে চিন্তিত মনে বেরিয়ে এলেন এবং শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর সাক্ষাত পেলেন। যখন শায়খ জিলানী যুবক ছিলেন। শায়খ হাম্মাদকে যা বলেছিলেন ব্যবসায়ী তাঁকেও সেগুলো বললেন। শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁকে বললেন, তুমি সফরে যাও। তুমি নিরাপদে যাবে এবং আরো মাল-সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসবে। আমি এর জামিনদার।

এরপর ব্যবসায়ী সিরিয়া সফরে গেলেন এবং হাজার দিনারের বিনিময়ে মালামাল বিক্রয় করলেন। তার তিনশ' দিনার লাভও হল। একদিন তিনি শৌচাগারে প্রকৃতির প্রয়োজনে প্রবেশ করলেন এবং এক হাজার দিনার ভিতরে ভুলবশত রেখে বেরিয়ে আসলেন। নিজের তাঁবুতে এসে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখছেন তিনি যেন এক কাফেলায় আছেন, যাকে আরবীয় ডাকাতরা লুণ্ঠন করার জন্য দৌড়ে এসেছে এবং লুণ্ঠন করে সবকিছু নিয়ে গেল। কাফেলার সবাইকে হত্যা করল। তাদের

---

[৭৮৮] وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ إِبْن تَيْمِيّة مَا نُقِلَتْ إِلَيْنَا كَرَامَاتُ أَحَد بِالتَّوَاتُر إِلَّا الشَّيخ عَبد القَادِر খালিদ আল-যারয়ি ও আবদ -আল নাসির সারয়ি, *جلاء الخاطر*, প্র. ২০০২ খ্রি.দমেশক, সিরিয়া, পৃ. ১৩ মুহাম্মদ গাস্সান নুসুখ আয্যা কাওল, *رسالة في الاسماء العظيمة للطريق إلي الل*, দার আল-সানাবিল, দামেশক, সিরিয়া, পৃ. ১৯

[৭৮৯] ওফাত বাগদাদে ৫৮০ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

একজন এসে তাঁকেও বর্শা মেরে হত্যা করে ফেলল। তখন তিনি ভীত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ালেন। রক্তের দাগ গর্দানের উপর দেখতে পেলেন এবং আঘাতের ব্যথাও অনুভব করলেন।

তার দিনারের থলের কথা স্মরণে আসতেই দ্রুত এগিয়ে গেলেন। শৌচাগারে গিয়ে দেখলেন তাঁর দিনারের থলে ওখানেই পড়ে আছে। তিনি ওগুলো নিয়ে নিলেন এবং বাগদাদে ফিরে আসলেন। যখন বাগদাদে ফিরে আসলেন তখন মনে মনে বলতে লাগলেন, যদি আমি প্রথম শায়খ হাম্মাদের (রাহ.) দরবারে যাই, তবে তাও সমীচীন হবে। কেননা তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও বয়োপ্রাপ্ত বুযুর্গ। আর যদি শায়খ আবদুল কাদিরের (রাহ.) দরবারে যাই তবে তাও সমীচীন হবে। কেননা তাঁর কথাই সঠিক হয়েছে।

পথিমধ্যে ব্যবসায়ী সুলতানী বাজারে শায়খ হাম্মাদের (রাহ.) সাক্ষাত পেয়ে গেলেন এবং তিনি বললেন, হে আবুল মোযাফ্ফর! তুমি প্রথমে শায়খ আবদুল কাদিরের (রাহ.) দরবারে যাও। কেননা তিনি আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি। তিনি তোমার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সতেরবার দো'আ-প্রার্থনা করেছেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য জাগ্রতাবস্থায় যে হত্যা লিখে ছিলেন তা স্বপ্নে বদলে দিয়েছেন। আর তোমার যেই অর্থকুড়ি লুণ্ঠিত হওয়া ও তোমার দরিদ্রতা লিখেছিলেন তা তোমার ওই ভুলে যাবার মধ্যে স্থানান্তরিত করে দিয়েছেন।

তিনি শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র দরবারে আসলেন। কিন্তু তার কিছু বলার আগেই গাউসে পাক বলে দিয়েছেন, তোমাকে তো শায়খ হাম্মাদ (রাহ.) বলেই দিয়েছেন যে, আমি তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে সতের থেকে সত্তরবার দো'আ করেছি। অবশেষে তিনি যে হত্যা তোমার জন্য তোমার জাগ্রতাবস্থায় নির্ধারণ করেছিলেন, সেটা স্বপ্নে সংঘটিত করে দিয়েছেন। আর যে মাল লুণ্ঠিত হওয়া নির্ধারণ করেছিলেন, তা ভুল ও বিস্মৃতিতে পরিবর্তন করে দিয়েছেন।[৭৯০]

তাঁর নিকট মাসসমূহের আগমন

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে আবুল কাসিম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আবুল কাসিম দালাফ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বাগদাদী হারিমী।[৭৯১] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার দাদা মুহাম্মদ[৭৯২]।

---

৭৯০ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪, ৯৫

৭৯১ যাঁর দাদা 'ইবনে কোক্কা' নামে বিখ্যাত ছিলেন। ওফাত কায়রো ৬৬৬ হিজরীতে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল কাসিম দালাফ। আবুল ক্বাসিম দালাফ। তিনি বলেন, আমি ও আবূ সা'ঈদ আবূ বকর হাউদ্বী, শায়খ আবুল খায়ের বিশর ইবনে মাহফূয ইবনে গনীমাহ্, শায়খ আবূ হাফস ওমর কীমাতী, শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইসকাফী, শায়খ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে শায়খ আবদুল কাদির সবাই আমাদের শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) নিকট জুমু'আর দিনের শেষ ভাগে, ৩০ রবিউল আখির ৫৬০ হিজরীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাদেরকে ওয়ায শোনাচ্ছিলেন। তখন একজন সুশ্রী যুবক এসে শায়খের নিকট একপাশে বসে গেল আর বলল, হে আল্লাহর ওলী আপনাকে সালাম। আমি রজব মাস। আপনার নিকট এজন্য এসেছি যে, আপনাকে সুসংবাদ শোনাব এবং আপনাকে জানাব যে ঘটনাবলী আমার মধ্যে সংঘটিত হবে। এ মাস লোকদের জন্য ব্যাপকভাবে ভাল যাবে।

বর্ণনাকারী বলেন, এ রজবে ভাল ছাড়া লোকেরা অন্য কিছু দেখেনি। যখন ওই মাসের শেষ রবিবার আসল তখন কুৎসিৎ এক লোক আসল। ওই সময়ও আমরা তাঁর নিকট ছিলাম। সে বলল, "হে আল্লাহর ওলী! আপনাকে সালাম। আমি শা'বান মাস। আমি এসেছি আপনাকে অভিবাদন জানানোর জন্য, আর ঐসব ঘটনা সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করার জন্য, যেগুলো আমার মধ্যে বাগদাদের আশেপাশে সংঘটিত হবে। বাগদাদে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করবে, হিযাযে দুর্মূল্য দেখা দিবে আর খোরাসানে তলোয়ার চলবে অর্থাৎ যুদ্ধ হবে।"[৭৯৩]

বর্ণনাকারী বলেন, ঐ মাসে ওই সব ঘটনায় সংঘটিত হয়েছে। বাগদাদে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক লোক মারা গেছে। সংবাদ এসেছে যে, হিযাযে মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং খোরাসানে তরবারি চলেছে বা যুদ্ধ হয়েছে। শায়খও রমযান শরীফে কয়েকদিন অসুস্থ ছিলেন, যখন পরবর্তী সোমবার ২৯ রমযান এলো, তখন আমরাও তাঁর নিকট ছিলাম। ঐদিন শায়খের নিকট শায়খ আলী ইবনুল হায়তী, শায়খ নজীব উদ্দীন আবদুর কাহির সোহরাওয়ার্দী, শায়খ আবুল হাসান জাওসাকী এবং কাযী আবূ ইয়া'লা মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ বারা উপস্থিত ছিলেন। তখন এক সুশ্রী ও ভাব-গম্ভীর লোক আসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর ওলী! আপনাকে সালাম। আমি পবিত্র রমযান মাস। আপনার দরবারে এক বিষয়ে ওযর পেশ করার জন্য এসেছি, যা আমার মধ্যে আপনার জন্য নির্ধারিত হয়েছে এবং আমি আপনার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। এটা আপনার সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। অতপর লোকটি চলে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং শায়খ পরবর্তী

---

[৭৯২] ওফাত বাগদাদে ৬২৫ হিজরীতে।

[৭৯৩] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

বছরের রবিউল আখির মাসে ইনতিকাল করেন এবং তিনি পরবর্তী রমযান শরীফ আপন জীবদ্দশায় পাননি।[৭৯৪]

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে কুরসীর উপর বসে বারবার এ কথা বলতে শুনেছি, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যাঁদের কাছে রমযান মাস আগমন করে এবং ওযর পেশ করে। যদি তাঁরা সেটার দিনগুলোতে অসুস্থ হয়ে পড়েন, অথবা তাঁদের উপর অনাহারের পালা পড়ে, তবে সেটা তাঁদেরকে বলে, আপনারা কেমন আছেন? আপনাদের উপর আমার মধ্যে কী অবস্থা অতিবাহিত হয়েছে?

বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে তাঁর সাহেবযাদা সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্হাব (রাহ.) বলেন, "কোন মাস এমন ছিল না, যা চাঁদ উদিত হয়ে আগমনের পূর্বে তাঁর নিকট আসতো না। সুতরাং যদি আল্লাহ তা'আলা এতে কোন মন্দ ও দুঃখ নির্দ্ধারণ করতেন তাহলে সেটা মন্দ আকৃতিতে আসতো, আর যদি তাতে নি'য়ামাত, কল্যাণ. বরকত ও শান্তি নির্ধারণ করতেন, তাহলে সেটা সুশ্রী আকৃতিতে আসতো।"[৭৯৫]

বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে তাঁর দুই সাহেবযাদা শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব ও শায়খ আবদুল রাযযাক বলেন, শায়খের দরবারে যখন কোন মানুষ আসত তিনি তাকে দূর থেকে দেখতেন এবং তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে এত আস্তে বলতেন যে, সে শুনতো না। তিনি বলতেন, আল্লাহর বন্ধুকে মারহাবা। তখন আমরা ওই ব্যক্তির উপর কল্যাণ এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করার নির্দেশনাদি দেখতাম, যা দ্বারা তাঁর বাণীর সত্যায়নের প্রমাণ অনুমান করা যেত।[৭৯৬]

---

[৭৯৪] "In 560 A.H. the month of Ramzan appeared before the Hazrat and bade farewell to him. this was an indication that Hazrat was not to see the next Ramza. From the beginning of Rabi ll, of 561 A.H, the illness of the Hazrat began to grow worse daily, It then became evident that his end was drawing nigh." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 52; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 111

[৭৯৫] "Every lunar month (i.e. probably some angel representing it) used to wait upon the Hazrat in the guise of an Arab and inform him of the good as well as bad events, that would take place inits course." শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮, ১২৯; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

[৭৯৬] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮, ৭০

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল লতীফ ইবনে আবূ তাহের আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিবাতুল্লাহ তিরমিসী[৭৯৭]। তিনি বলেন, আমাদের শায়খ হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতেন, তখন কথা বলার পরে বলতেন, তোমাদেরকে আল্লাহরই শপথ! এটা বল যে, আপনি সত্য বলেছেন। কেননা আমি নিশ্চিত কথাই বলি তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আমার মাধ্যমে বলানো হলে আমি বলি, আমাকে দান করা হলে আমি বন্টন করি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হলে আমি তা পালন করি। করুণার দায়িত্ব তারই, যিনি আমাকে নির্দেশ দেন। তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তোমাদের দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর এবং তোমাদের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস হয়ে যাবারই কারণ। আমি তলোয়ার উঁচিয়ে থাকি, আমি যোদ্ধা। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিজের সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। যদি আমার মুখে শরীয়াতের লাগাম না থাকতো, তাহলে আমি তোমাদের বলে দিতাম যা তোমরা আহার কর এবং যা তোমরা ঘরে জমা রাখ। তোমরা আমার সম্মুখে আয়নার মতো, যাতে তোমাদের যাহির ও বাতিনে (বাহিরে ও ভিতরে) যা রয়েছে তা দেখা যায়। যদি মুখে নির্দেশের লাগাম না থাকতো তাহলে, নিশ্চয়ই হযরত ইউসুফ (আ.) এর সা'[৭৯৮] ওই কথা বলে দিত যা তাতে ছিল। কিন্তু সাধারণ লোক জ্ঞানীর আঁচলে আশ্রয় নিয়ে থাকে, যেন তার গুপ্ত রহস্য প্রকাশ না পায়।"[৭৯৯]

আসমান থেকে খাদ্যভর্তি ঝুড়ি অবতীর্ণ

শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (রাহ.) কে বাগদাদে ৫৫৯ হিজরীতে বলেছেন, "আমি প্রথমে যে হজ্জ করেছিলাম, তা ৫০৯ হিজরীতে করেছিলাম। তখন আমি যুবক ছিলাম। আমি একাকী চলছিলাম। যখন আমি ওই মিনারার পাশে ছিলাম, যা উম্মুল কুরূন নামে প্রসিদ্ধ, তখন আমি শায়খ আদী ইবনে মুসাফিরের সাথে একাকী সাক্ষাৎ করেছি। তিনিও যুবক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, মক্কা মু'আয্যামায় যাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমার কি কোন সাথী আছে? আমি বললাম, আমি তো একাকীই চলছি। তিনি বললেন, আমিও তোমার মতো। তখন আমরা উভয়ে চলতে লাগলাম। যখন কিছুপথ অতিক্রম করলাম, তখন আমরা হঠাৎ এক হাবশী ক্রীতদাসী দেখলাম, যে ক্ষীণকায় ও বোরকা পরিহিতা ছিল। সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং আমার দিকে চোখের কোণায় দেখতে লাগল। আর বলতে লাগল, হে যুবক! তুমি

---

৭৯৭ বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন, মাযহাব ছিল হাম্বলী। তাঁর ওফাত বাগদাদে ৫৭১ হিজরীতে।

৭৯৮ পরিমাপক পাত্র।

৭৯৯ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬; মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী খান, *فتواي كرامة غوثية*, প্র. রবিউল আখির, ১৩১০হি., লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

কোত্থেকে এসেছ? আমি বললাম, আজম থেকে। সে বলল, তুমি আজ আমাকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলেছ। আমি বললাম, তা কিভাবে? সে বলল, আমি হাবশা[৮০০] রাজ্যে ছিলাম। আমি জানতে পারলাম যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমার হৃদয়ের ওপর আলো বিচ্ছুরিত করেছেন। আর তোমাকে আপন মিলন থেকে হিস্সা দিয়েছেন, আমার যতটুকু জ্ঞান আছে এমনটি অন্য কাউকে দেননি। তখন আমি চাইলাম আমি এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব। তারপর বলল, আমি আজ তোমরা দু'জনের সফরসঙ্গী হয়ে থাকবো এবং রাতে তোমাদের সাথে 'ইফতার' করব। অতঃপর সে উপত্যাকার এক পাশ বেয়ে চলতে লাগল। আর আমরা অপর পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম। যখন সন্ধ্যা হলো, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আসমানের দিক থেকে একটি খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ হচ্ছে! যখন তা আমাদের সামনে এসে থেমে গেল, তখন আমরা তাতে ছয়টি রুটি ও সিরকা দেখতে পেলাম।

হাবশী দাসীটি বলতে লাগল, আল্লাহরই শোকর! তিনি আমায় ও আমার মেহমানদের সম্মান দান করেছেন, আমার নিকট প্রত্যেক রাতে দু'টি করে রুটি আসতো। আজ ছয়টি এসেছে। তখন আমাদের প্রত্যেকে দু'টি করে রুটি খেলাম। তারপর আমাদের উপর তিনটি পানির পাত্র অবতীর্ণ হলো। আমরা তা থেকে ওই পানি পান করলাম, যা স্বাদ ও তৃপ্তিতে দুনিয়ার পানির সদৃশ ছিল না। অতঃপর সে ওই রাতেই আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমরা মক্কা শরীফ চলে এলাম।

অতপর যখন আমরা তাওয়াফরত ছিলাম, তখন আল্লাহ তা'আলা শায়খ আদীর উপর আপন নূররাশির মর্যাদাদি দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। এমনকি কেউ কেউ বলছিলেন, তিনি মারা গেছেন। আর হঠাৎ দেখলাম দাসীটি বলছিল, ঐ খোদা তোমাকে জীবিত করবেন। ক্রীতদাসীটি আমাকে বলল, আমি জানিনা, হে যুবক! আজ তোমার কী শান! নিশ্চয় তোমার উপর একটা নূরের তাঁবূ খাটানো হয়েছে। তোমাকে ফিরিশতাগণ আসমান পর্যন্ত ঘিরে ধরেছে। আর ওলীগণের চক্ষুগুলো আপন আপন স্থানে তোমার দিকে গভীরভাবে দেখছে। আশাগুলো ওই জিনিষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা তোমাকে দেওয়া হয়েছে। তারপর সে চলে গেল। এরপর আমি তাকে আর দেখিনি।"[৮০১]

---

[৮০০] বর্তমানে এটি তিউনিসিয়া।

[৮০১] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০

Dhaka University Institutional Repository

শায়খের বরকতে শুকনো খেজুর গাছ তাজা ও সজীব হয়ে যায়

ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবদুল ওয়াহিদ ইবনে সালেহ ইবনে ইয়াহিয়া কুরশী বাগদাদী। তিনি বলেন, আদেরকে খবর দিয়েছেন শায়খ আবুল ফারাজ হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ দুভায়রাহ বসরী। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুত্বী ইবনে আহমদ বাজস্রানীকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি শায়খ-ই সালিহ আবুল মুযাফ্ফর ইসমাঈল ইবনে আলী ইবনে সিতান হিময়ারী যারীরানী থেকে শুনেছি। তিনি একজন অতি নেককার শায়খ ছিলেন। আর আলী ইবনুল হায়তী (রাহ.)'র সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, আমার সরদার শায়খ আলী ইবনে হায়তী যখন অসুস্থ হতেন তখন প্রায়ই আমার মালিকানায় জমির দিকে যা যারীরানে ছিল সেখানে তাশরীফ আনতেন এবং সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম নিতেন। একদিন তিনি ওখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর নিকট আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বাগদাদ থেকে তাঁকে দেখার জন্য তাশরীফ আনলেন। উভয় হযরত আমার জমিতে একত্রিত হলেন। তাতে এমন দু'টি খেজুর গাছ ছিল যেগুলো চার বছর যাবত শুষ্ক হয়ে পড়েছিল, সেগুলোতে ফল আসত না। আমরা ওগুলো কেটে ফেলার ইচ্ছা করলাম।

তখন শায়খ আবদুল কাদির (রাহ.) দাঁড়ালেন এবং ঐ দু'টির একটির নিচে ওযূ করলেন। আর অন্যটির নিচে দু'রাক'আত নফল নামায পড়লেন। তখন ওগুলো সজীব হয়ে গেল এবং সেগুলো থেকে পাতা বের হল। আর ঐ সপ্তাহে গাছগুলোতে ফল এসেছে অথচ তখন খেজুরের ফল আসার সময় হয়নি। আমি আমার জমির কিছু খেজুর নিয়ে হযরত শায়খ জিলানী (রাহ.)-এর দরবারে হাযির করলাম এবং তাঁর দরবারে পেশ করলাম। তিনি তা থেকে আহার করলেন। আর আমার উদ্দেশে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমার জমি, তোমার দিরহাম, তোমার সা' এবং তোমার পশুর স্তনে বরকত দিন।"

তিনি বলেন আমার জমিতে ঐ বছর থেকে স্বাভাবিক নিয়ম অপেক্ষা দ্বিগুণ ফল জন্মাতে আরম্ভ করল। আমার অবস্থাও এমন হল যে, যখন আমি এক দিরহাম খরচ করতাম তখন সেটার বিনিময়ে আমার নিকট বহুগুণ বেশি এসে যেত। যখন আমি গমের একশত বস্তা কোন স্থানে রাখতাম, অতপর তা থেকে পঞ্চাশ বস্তা খরচ করে ফেলতাম আর অবশিষ্টগুলো থেকে আহার করতাম তখন দেখতাম যে, সেখানে একশত বস্তা পুরোটাই মওজুদ আছে। আমার পশুগুলো এত বেশি বাচ্চা জন্ম

Dhaka University Institutional Repository

দিত যে, আমি সেগুলোর সংখ্যা মনে রাখতে পারতাম না। আর এই অবস্থা শায়খের দো'আর বরকতে এখনো রয়েছে।[৮০২]

তাঁর বক্ষ থেকে নূরের বিজলী

ইমাম শাতনুফী (রাহ.) শুনেছেন হযরত আবু হায়স ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওমর দানীসরী ওরফে ইবনে মুযাহিম[৮০৩] থেকে। তিনি শুনেছেন আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আবু বকর ইবনে ইদরীস রুহানী ইয়াকুবী (রাহ.) থেকে। তিনি বলেন আমার সরদার শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনুল হায়তী (রাহ.) আমার হাত আপন মুঠোয় নিলেন এবং আমাকে আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর দরবারে ৫৫০ হিজরীতে নিয়ে এলেন। ওখানে গিয়ে তাঁকে বললেন, সে আমার ছেলে। তখন তিনি নিজের গায়ের কাপড় খুলে আমাকে পরিয়ে দিলেন। আর আমাকে বললেন হে আলী! তুমি সুস্থতা বা আরামের জামা পরে নিয়েছ। আবু মুহাম্মদ বলেন, আমি ঐ পোশাক পরেছি পঁয়ষট্টি বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে আমি আমার শরীরে এমন কোন ব্যাথা অনুভব করিনি যার আমি অভিযোগ করব। আর বললেন, ইবনুল হায়তী আমাকে ৫৬০ হিজরীতেও তাঁর দরবারে এনেছেন এবং বলেছিলেন, আমি তার জন্য বাত্বেনী পোশাক প্রার্থনা করছি। তখন শায়খ জিলানী কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে রাখলেন। হঠাৎ আমি একটি নূরের বিজলী দেখতে পেলাম যা তাঁর বক্ষ মুবারক থেকে বের হয়ে আমার সাথে মিলিত হল। আমি তখনই কবরবাসীদের অবস্থাদি আর ফিরিশতাদেরকে তাঁদের 'মাক্বাম' এ দেখেছি। বিভিন্ন ভাষায় তাঁদের তাসবীহগুলো শুনেছি। প্রত্যেক মানুষের কপালের উপর লিপিবদ্ধ বিষয় আমি পড়েছি। আর বড় বড় বিষয়ের কাশফ আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে।

অতপর আমাকে শায়খ জিলানী (রাহ.) বলেছেন, ঐগুলো নাও! ভয় করনা! তাঁকে আমার সরদার আলী বললেন, আমি তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবার আশঙ্ক করছি। তখন তিনি আপন হাত দ্বারা আমার বক্ষের উপর মৃদু আঘাত করলেন। আমি আমার অভ্যন্তরে 'নেহাই'[৮০৪] এর মতো এক বস্তু দেখতে পেলাম যার ফলে পরবর্তীতে আমি কোন এমন বস্তুকে যাকে আমি দেখেছি কিংবা শুনেছি,

---

[৮০২] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৯, ১৫০; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১; মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

[৮০৩] ওফাত কায়রোতে ৬৭০ হিজরী।

[৮০৪] ঐ লৌহ খন্ড যার উপর কামারগণ লোহা পিটায়।

Dhaka University Institutional Repository

কখনো ভয় করিনি। আমি এখন পর্যন্ত ঐ বিজলীর নূর দ্বারা উর্ধ্বজগতের পথগুলোতে আলো পেয়ে থাকি।

তিনি আরো বলেন, আমি সর্বপ্রথম যখন বাগদাদে প্রবেশ করেছিলাম, তখন কোন মানুষ ও কোন স্থান সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। আমি এক সুন্দর মাদ্‌রাসায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তা ছিল শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)'র মাদরাসা। ঐ মুহূর্তে আমি ব্যতীত আর কেউ ছিল না। আমি ঘরের ভিতর থেকে এক বক্তা কাউকে বলতে শুনলাম- তিনি বলছিলেন, হে আবদুর রায্‌যাক! বের হও এবং বাহিরে কে এসেছে গিয়ে দেখ! অতপর একজন বের হলেন, আর আমাকে দেখে ভিতরে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, সেখানে একটি মাত্র সুদানী ছেলে আছে। শায়খ জিলানী (রাহ.) বললেন, এ ছেলের বড় মর্যাদা হবে। তারপর শায়খ নিজেই বের হলেন। সাথে তার রুটি ও খাবার ছিল। আমি ইতোপূর্বে তাঁকে দেখিনি। তখন আমি তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আলী! তুমি এখানে থাকো! তিনি আমার সামনে খাদ্য রেখে দিলেন। আর আমাকে বললেন, খোদা তোমার দ্বারা উপকার করুন! খোদা তোমার মাধ্যমে উপকার করুন! খোদা তোমার দ্বারা উপকার করুন! একটি সময় আসবে যখন লোকেরা তোমার মুখাপেক্ষী হবে। তোমার মর্যাদা উঁচু হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী প্রায়ই বলতেন যে, "আমিতো শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)'ই দো'আর ফসল।"[৮০৫]

অবাধ্য খাদেমের পরিণতি

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শায়খ-ই আসীল আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে শায়খ আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে্ আলী।[৮০৬] তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আমার পিতা আহমাদ জুভায়। আর শায়খ নুরউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ জীলী জন্মগতভাবে কাযভীনী। তিনি বলেন, তাঁরা উভয়ে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

যখন শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.)-এর বেলায়াতের খবর শহরগুলোতে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তখন জীলানের তিনজন শায়খ তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মনস্থ করলেন। যখন তাঁরা বাগদাদে আসলেন এবং তাঁর মাদ্‌রাসায় পৌঁছলেন তখন অনুমতি নিয়ে দরবারে হাযির হলেন। তারা শায়খ

---

৮০৫ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাতনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪, ১৬৫

৮০৬ ত্বাবারী বংশোদ্ভূত, জুভায় জন্মগ্রহণকারী ও বসবাসকারী, ওফাত ৬৬৯ হিজরী কায়রোতে।

Dhaka University Institutional Repository

জিলানী (রাহ.) কে উপবিষ্ট অবস্থায় পেলেন। এমতবস্থায় তাঁর হাতে একটি কিতাব ছিল। তিনি তাঁর লোটাটি কিবলার বিপরীত দিকে ফেরানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। খাদিম তাঁর সামনে দন্ডায়মান ছিলেন। তখন লোটার অবস্থান এবং খাদিমের অলসতার কারণে খাদিমের দিকে বিরক্তির সাথে একটু নজর দিলেন আর শায়খ জিলানী কিতাবটা তাঁর হাত থেকে রেখে দিলেন এবং তাদের দিকে এক নজর দেখলেন আর খাদিমের দিকেও গভীরভাবে তাকালেন। তখন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আর লোটার দিকে দেখলে সেটা কেবলার দিকে ঘুরে গেল।

তাঁর আরেকটি কারামত বর্ণনা করে বর্ণনাকারী উভয়ে বলেছেন যে, তাঁর দরবারে বাগদাদের মাদ্‌রাসায় ৫৪৬ হিজরীতে শায়খ বাকা ইবনে বত্তূ, শায়খ আলী ইবেন হায়তী, সাইয়্যেদ শরীফ আবূ সা'দ কায়লুভী এবং শায়খ মাজেদ কুর্দী (রাহ.) হাযির হলেন। তখন শায়খ জিলানী খাদিমকে নির্দেশ দিলেন- দস্তরখানা বিছিয়ে দাও। যখন দস্তরখানা বিছানো হল এবং তাঁরা আহার করতে লাগলেন তখন তিনি খাদিমকে বললেন, তুমি বসো ও খাও। সে বলল, আমি রোযাদার। সে পুনরায় বলল, আমি রোযাদার। তিনি বললেন, খাও, তুমি এক সপ্তাহের রোযার সাওয়াব পেয়ে যাবে। সে পুনরায় বলল, আমি রোযাদার। তিনি বললেন, খাও তুমি এক মাসকাল রোযার সাওয়াব পেয়ে যাবে। সে পুনরায় বলল, আমি রোযাদার। তিনি বললেন, খাও তুমি গোটা বছরের রোযার সাওয়াব পেয়ে যাবে। সে বলল আমি রোযাদার। তিনি বললেন, খাও, তুমি পুরো যমানার রোযার সাওয়াব পাবে। সে আবারো বলল, আমি রোযাদার। তখন তিনি তার দিকে ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখলেন। সাথে সাথেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং তার দেহ ফুলে গেল। তা থেকে পুঁজ ও রক্ত বের হতে লাগল। তখন উপস্থিত শায়খগণ তার পক্ষে সুপারিশ করলেন এবং তাঁর কঠিন অবস্থাকে প্রশমিত করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন আর সে পূর্বে যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। যেন তার কোন কষ্টই হয়নি।"[৮০৭]

আমরা এ ঘটনা দ্বারা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি বাধ্য ও অনুগত হওয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে।

অদৃশ্য থেকে আপেল ও খলিফা কে শিক্ষা

[৮০৭] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাতনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আল্লামা শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস খাদ্বির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহিয়া আল হাসানী মুসেলী[৮০৮] থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা[৮০৯] খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন আমরা একরাতে আমাদের শায়খ হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানী (রাহ.)'র মাদরাসায় বাগদাদে ছিলাম। তখন তাঁর দরবারে খলীফা আল মুস্তান্জিদ বিল্লাহ আবুল মুযাফফর ইয়ূসুফ হাযির হলেন তিনি তাঁকে সালাম বললেন এবং আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে আরয করলেন, আমি কিছু কারামত দেখতে চাই, যাতে আমার হৃদয় শান্তনা পায়। তিনি শায়খ জিলানী (রাহ.) বললেন, তুমি কি দেখতে চাও? খলিফা বললেন, আমি অদৃশ্য থেকে আপেল চাই। ওই মৌসুমে সমগ্র ইরাকে কোথাও আপেল ছিল না। তিনি শূন্যে হাত বাড়ালেন। তখন দু'টি আপেল তাঁর হাতের মধ্যে এসে গেল। তিনি একটি আপেল খলীফাকে দিলেন আর তাঁর হাতে যেই আপেলটি ছিল তা তিনি ভাঙ্গলেন। দেখা গেল সেটা এক সুন্দর রঙ্গের। তা থেকে মুশকের মত খুশবু প্রবাহিত হচ্ছিল। আর খলীফা মুসতানজিদ তার হাতে যেটা ছিলো তা ভাঙ্গলেন। কিন্তু দেখা গেল তাতে কীট কিলবিল করছিল। খলীফা বললেন, এ কি ব্যাপার? আপনার হাতেরটি তো আমি ভালো দেখছি? তিনি বললেন, হে আবুল মুযাফ্ফর! ওই আপেল যুলমের হাত লেগেছে। তাই তাতে কীট এসে গেছে।[৮১০]

ভূনা মুরগী পূনরায় জীবিত

ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে সালিহ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে মুহাম্মদ করশী বাগদাদী।[৮১১] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে সুলায়মান।[৮১২] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ইমরান কীমাতী এবং বাযযার। আর আমদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফুতূহ মুহাম্মদ ইবনে আবুদুল্লাহ ইবনে আবুল মাহাসিন ইসমাঈল ক্বরশী তামীমী কুতফিনী।[৮১৩] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ ঃ শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে শায়খ আবুল মাজদ ইবনুল মুবারক ইবনে যাহেরী হারীমী এবং শায়খ আবুল হাসান ওরফে 'কাফফাফ'[৮১৪] বাগদাদী।[৮১৫]

---

[৮০৮] ওফাত কায়রোতে ৬৭০ হি.।

[৮০৯] ওফাত মসূলে ৬২৩ হি.।

[৮১০] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮; ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাতনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮; মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[৮১১] ৬৭৩ হিজরীতে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন।

[৮১২] তিনি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী, যিনি নানবাঈ বা রুটিওয়ালা হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ওফাত বাগদাদে ৬৪১ হিজরী।

[৮১৩] ৬৬৯ হিজরীতে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন।

[৮১৪] তিনি পেশায় ছিলেন একজন মোজা বিক্রেতা।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ হযরত আবুস সা'উদ ওরফে মুদাল্লাল।[৮১৬] তিনি বলেন আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর আবহুরী বাগদাদী।[৮১৭] তাঁরা উভয়ে বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবু তাহের খলীল ইবনে আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী সরসরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা এবং আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবনে যাকারিয়া ইবনে ইয়াহিয়া আবুল কাসিম আযাজী।[৮১৮] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন দু'জন শায়খ ঃ প্রধান বিচারপতি আবু সালিহ নসর ইবনে হাফেয আবু বকর আবদুর রাযযাক ও শায়খ আবুল ফদল ইসহাক ইবনে আহমদ আলাসী।[৮১৯] তাঁরা উভয়ে বলেছেন যে, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন হাফেয আবু বকর আবদুর রাযযাক।[৮২০] আর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ ইমাম শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে শায়খ আল্লামা ইমাদ উদ্দীন আবু ইসাহাক ইব্রাহীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ মুকাদ্দাসী হাম্বলী।[৮২১] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই শরীফ আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ওরফে ইবনে মানসূরী।[৮২২] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন প্রসিদ্ধ শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে কাইদুল আওয়ানী। তিনি বলেন যে, এক মহিলা শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র পবিত্র দরবারে তার ছেলেকে নিয়ে আসলেন এবং আরয করলেন, আমি আমার এ ছেলেকে দেখছি যে, সে আপনার প্রতি খুবই আন্তরিক। আমি আল্লাহর জন্য আপনার কাছে আমার সবটুকু পরিত্যাগ করছি। তখন শায়খ তাকে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে সালফ-ই সালেহীনের কঠোর সাধনার পথে চলার নির্দেশ দিলেন। অতপর একদিন তার মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলেন এবং দেখলেন সে ক্ষুধা এবং রাত্রি জাগরণের কারণে অত্যন্ত দুর্বল ও হলদে রংয়ের হয়ে গেছে। আরো দেখলেন যে, সে যবের রুটির টুকরো খাচ্ছে। তখন তিনি শায়খের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁর সামনে একটি পাত্র দেখতে পেলেন, যাতে মুরগীর হাড় পড়ে রয়েছে, যা তিনি এখনই খেয়ে রেখেছেন। মহিলাটি বললেন, হে আমার সরদার! আপনি তো নিজে মুরগী খাচ্ছেন আর আমার ছেলে খাচ্ছে যবের রুটি। তখন তিনি তাঁর হাত মুবারক ঐসব হাড্ডির উপর রাখলেন আর বললেন, ঐ মহান আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে

---

[৮১৫] বাগদাদে ওফাত হয় ৬২০ হিজরীতে।
[৮১৬] বাগদাদে ইন্তিকাল করেন ৫৭৯ হিজরীতে।
[৮১৭] কায়রোতে ৬৭০ হিজরী ইন্তিকাল করেন।
[৮১৮] কায়রোতে ওফাত হয় ৬৭১ হিজরীতে।
[৮১৯] বাগদাদে ৬৩২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
[৮২০] বাগদাদে ওফাত হয় ৬০১ হিজরীতে।
[৮২১] কায়রোতে ইন্তিকাল করেন ৬৭৪ হিজরীতে।
[৮২২] বাগদাদে ইন্তিকাল করেন ৬৩১ হিজরীতে।

Dhaka University Institutional Repository

যা, যিনি এই হাড্ডিগুলোকে জীবিত করবেন, যেগুলো পুরনো হয়ে যাবে। ওই সময় মুরগীটি জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অতপর ডাক দিতে লাগল। তখন শায়খ বললেন, যখন তোমার ছেলে এ স্তরে পৌঁছবে, তখন যা ইচ্ছা তা খাবে।[৮২৩] মোল্লা আলী কারী তাঁর কিতাবে বলেন যে,

وقال : قومي باذن الله الذي يحيي العظام وهي رميم، فقامت الدجاجة وصاحت، فقال الشيخ: اذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء-[৮২৪]

চিল মরে পূনরায় জীবিত

একদিন তীব্র বাতাস বইতে লাগল। তখন একটি চিল আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মজলিসের উপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল; যা শুনে উপস্থিত সকলে বিরক্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, হে বাতাস! তার মাথা ছিঁড়ে নাও! তখনই চিলটি জমিতে একদিকে পড়ে গেল এবং সেটার মাথা অন্যদিকে গিয়ে পড়ল। শায়খ কুরসী শরীফ থেকে নেমে আসলেন এবং সেটাকে নিজের এক হাতে নিলেন এবং অন্য হাতটি সেটার উপর বুলিয়ে দিলেন। আর বললেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সেটা আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে উড়ে গেল। উপস্থিত সকল লোক এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন।[৮২৫]

শায়খের গায়েবানা সাহায্য প্রদান

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল আফাফ মূসা ইবনে শায়খ-ই আরিফ আবুল মা'আলী ওসমান ইবনে মূসা আল-বুকাঈ।[৮২৬] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা।[৮২৭] তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন দু'জন শায়খ ঃ শায়খ আবু আমর ওসমান সরীফীনী এবং শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল হক হারীমী।[৮২৮] তাঁরা উভয়ে বলেছেন,

---

[৮২৩] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩; ড. কাওসার ইয়াজদানী, পৃ. ৪৮, ৪৯; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 153; Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p. 22

[৮২৪] মোল্লা আলী কারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

[৮২৫] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৩; ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮; Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p. 22, 23

[৮২৬] ওফাত কায়রোতে ৬৩৩ হিজরী।

[৮২৭] ওফাত দামেস্কে ৬১৪ হিজরী।

[৮২৮] ওফাত বাগদাদে ৫৬৯ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা আমাদের শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানীর সামনে মাদরাসায় রবিবার, ৩ সফর, ৫৫৫ হিজরীতে ছিলাম। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খড়মযুগল[৮২৯] পরিহিত অবস্থায় ওযূ করতে লাগলেন এবং দু'রাকাত নামায পড়লেন। যখন নামায দু'রাক'আত শেষ করে সালাম ফেরালেন, তখন তিনি তিনি খুব জোরে চিৎকার করলেন এবং তাঁর খড়ম দু'টি নিয়ে পরপর আকাশে নিক্ষেপ করলেন। খড়ম তো আমাদের দৃষ্টির আড়ালে বাতাসে উড়ে গেল। অতপর তিনি বসে পড়লেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। অতপর তেইশদিন পর অনারবীয় দেশ থেকে একটি কাফেলা আসল। তারা বলল, আমাদের কাছে শায়খের জন্য কিছু মান্নত রয়েছে। আমরা তাঁর কাছে সেগুলো গ্রহণ করার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, তাদের কাছ থেকে সেগুলো গ্রহণ কর। তখন তারা আমাদেরকে রেশমী ও ওলের তৈরী কাপড়, স্বর্ণ এবং শায়খের ওই খড়ম যুগল, যা তিনি ওইদিন নিক্ষেপ করেছিলেন তা দিলেন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এ খড়ম কোত্থেকে নিয়েছ। তারা বলল, আমরা ৩ সফর রবিবার সফর করছিলাম। হঠাৎ আমাদের সম্মুখে আরবের একটি ডাকাত দল এসে পড়ল। তাদের দু'জন সরদার ছিল। তারা আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করল এবং আমাদের কয়েজনকে হত্যাও করে ফেলল। অতপর তারা উপত্যকার জঙ্গলে গিয়ে লুণ্ঠিত মালগুলো তাদের মধ্যে বন্টন করতে শুরু করল।

আমরা উপত্যকার একপাশে গেলাম এবং বললাম, আহা! আমরা যদি এখন শায়খ আবদুল কাদির জীলানীকে স্মরণ করি! তাহলে উত্তম হবে। তাঁর জন্য কিছু মাল মান্নত করলাম এ মর্মে যে, যদি আমরা বেঁচে যাই তাহলে ওইগুলো তাঁকে দেব। অতপর আমরা তাঁকে স্মরণ করতে লাগলাম। তখনই আমরা এমন দুটি আওয়াজ শুনলাম, যা দ্বারা পুরো জঙ্গল গর্জে উঠল। আমরা দেখলাম ডাকাতদল ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে গেছে। আমরা ধারণা করলাম হয়তো তাদের উপর আরবের অন্য দল এসে পড়েছে। অতপর তাদের একজন আমাদের কাছে এসে বলতে লাগল যে, এসো তোমাদের মালগুলো নিয়ে যাও এবং দেখ আমাদের উপর কী বিপদ এসে পড়েছে। তারা আমাদেরকে তাদের সরদার দু'জনের কাছে নিয়ে গেল। আমরা তাদের উভয়কে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাদের প্রত্যেকের নিকট একেকটি খড়ম পড়ে আছে, যা পানিতে ভেজা ছিল। অতপর তারা আমাদের সমস্ত মাল সামগ্রী ফিরিয়ে দিল এবং বলল, এটা একটা অতি বিস্ময়কর ঘটনা।[৮৩০]

---

[৮২৯] কাঠের তৈরী এক ধরণের জুতা বিশেষ।

[৮৩০] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬; মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭; নু'মান কাদির মুস্তফা, *غوث الوري*, সিরাতে মুস্তাকিম পাবলিকেশন্স, লাহোর, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন শাস্ত্রের কিতাব '*ফাযাইলে কুরআন*' এ পরিণত

ইমাম শাতনুফী বলেন আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল ফুতুহ নসরুল্লাহ ইবনে আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনে খলীল আযাজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযা আযাজী ওরফে ইবনুত তাব্বাল। তিনি বলেন, আমি শায়খ আবু মুযাফফার মানসুর ইবনুল মুবারক ওয়াসেতী ওয়াইয ওরফে জারাদাহকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, আমি যুবকাবস্থায় শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানীর (রাহ.) দরবারে হাজির হলাম। আমার কাছে দর্শন শাস্ত্রের একটা কিতাব ছিল। তার মধ্যে রুহানিয়্যাতের জ্ঞানও ছিল। তিনি মজলিসেই আমাকে বললেন, তিনি তখনো কিতাবটি দেখেন নি এবং এটা জিজ্ঞাসাও করেন নি যে কিতাবটিতে কি আছে? হে মানসুর তোমার এ কিতাব তোমার মন্দ সাথী। উঠো এবং সেটাকে ধুয়ে নাও। আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমি তাঁর সামনে থেকে উঠে গিয়ে কিতাবটি আমার ঘরে রেখে আসবো। তারপর শায়খের ভয়ের কারণে তার সামনে এই কিতাবটি আর আনবো না। আমার মন একথা বরদাশত করলো না যে, সেটা ধুয়ে ফেলব। কেননা সেটার প্রতি আমার ভালবাসা ছিল। কিতাবটির কিছু কিছু মাসাইল আমার অন্তরের স্থান করে নিয়েছিল।

তখন আমি ঐ ইচ্ছায় উঠতে চাইলাম। শায়খ আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালেন। আর এদিকে আমি উঠতেই পারলাম না। আমার এ অবস্থা হল যেন আমি সেখানেই বন্দি হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, আমাকে তোমার কিতাবটি দাও। আমি কিতাবটি খুলতেই দেখলাম সেটার পাতাগুলো সাদা কাগজ মাত্র। তাতে একটি বর্ণও লিপিবদ্ধ ছিল না। আমি সেটা তাঁকে দিলাম। তিনি কিতাবটির পাতাগুলো উল্টে উল্টে দেখলেন। অতপর বললেন, এ কিতাব পবিত্র কুরআনের ফাজাইলেরই, যার লেখক হলেন- 'মুহাম্মদ ইবনে দোরাইস'। আর তিনি সেটা আমাকে দিলেন। দেখলাম কিতাবটি সত্যিই ইবনে দোরাইস লিখিত '*ফাজাইলে কুরআন*' যা সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত। অতপর শায়খ জিলানী (রাহ.) আমাকে বললেন, যা তোমার অন্তরে নেই তা মুখে বলবে না মর্মে তাওবা করবে কি? আমি বললাম হ্যা, হে আমার সরদার। অতপর তিনি বললেন, তুমি উঠে দাঁড়াও। আমি দাঁড়ালাম। তখন আমার হৃদয় মন থেকে দর্শন ও রুহানিয়্যাতের ঐসব মাসআলা, যেগুলো আমি মুখস্থ করেছিলাম তা সব ভুলে গেছি। ঐগুলো আমার বক্ষ থেকে এভাবে বিলীন হতে লাগল যেন তখন পর্যন্ত কখনো ঐগুলো আমার স্মৃতিপটের ধারে কাছেও আসেনি।[৮৩১]

---

[৮৩১] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬০, ১৬১; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০; ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যদ্বাণী করা

হযরত শায়খ আফীফুদ্দীন বাগদাদী (রাহ.) বর্ণনা করেছেন, আমি একবার হযরত গাউসে পাকের সমীপে উপস্থিত হই। আমি মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলাম যে, শায়খ যদি আজ একটা কারামাত দেখাতেন, তাহলে বড়ই ভাল হত। একথা মনে জাগতেই হযরত আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, হে আফীফ! পাঁচজন মেহমান এখনই আমার কাছে এসে পৌঁছাবেন। এদের একজন হবে অনারব, যার গায়ের রঙ লালচে ফরসা, তার গালের ডানদিকে একটি দাগ আছে, তার মাত্র ন'মাস আয়ু বাকী আছে এবং অমুক জঙ্গলে এক বাঘ তাকে মেরে ফেলবে। দ্বিতীয় মেহমান একজন ইরাকী। তার গায়ের রঙ ফরসা, তার দু'চোখে কিছুটা ত্রুটি আছে। তার পা খোঁড়া। এ ব্যক্তি আমাদের এখানে একদিন মাত্র অবস্থান করবে, তারপর সে মরে যাবে। তৃতীয় মেহমান মিসরী, তার গায়ের রঙ শ্যামলা এবং তার বাম হাতে দু'টি আঙ্গুল আছে আর বাম জংঘায় বল্লমের আঘাতজনিত একটি ক্ষতের চিহ্ন আছে, যা ত্রিশ বছর আগে তার লেগেছিল। চতুর্থ মেহমান একজন সিরীয়, তার গায়ের রঙ শ্যামলা, এ ব্যক্তি ছয় বছর পরে মারা যাবে। পঞ্চম মেহমান একজন ইয়েমেনী, সে এক খ্রিস্টান, তার কাছে ক্রুশচিহ্নও থাকবে আর সে সবাইকে পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছে। তারপর তিনি বললেন, অনারব রান্না করা গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করে, ইরাকী ভাতের সাথে মুরগি খেতে পছন্দ করে, মিসরী ঘি ও মধু খেতে পছন্দ করে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের রুচি ও আকাঙ্ক্ষানুযায়ী আমার কাছে তাদের রিযিকও পাঠিয়ে দিবেন।

শায়খ আফীফুদ্দীন (রাহ.) বলেন, কিছু সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই ঐ পাঁচ ব্যক্তি হযরতের খানকায় এসে পৌঁছলেন। হযরত প্রবেশের অনুমতি দিলেন। সেই সত্তার কসম, যাঁর অধীন আমার জীবন-মরণ, আমি দেখলাম, যে বর্ণনা হযরত দিয়েছিলেন, সে বর্ণনার সাথে এদের চেহারার বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নেই। আমি মিসরীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার রানের আঘাতের অবস্থা কি? আমার কথা শুনে তিনি বিস্ময় হতবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার আঘাতের কথা আপনি কীভাবে জানলেন? আমি তো এখানে আর কখনো আসিনি! আমরা সবাই এসব নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় সেবক এসে নিবেদন করল- হুজুর! খাবার প্রস্তুত! হযরত মেহমানদের হাত ধোয়ানোর আদেশ দিলেন। সেবক খাবারের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আর তিনি বলে চলেছিলেন, অমুক জায়গায় অমুক পাত্রটি রাখো, অমুক জায়গায় অমুক পাত্র। হযরতের এ কারামাত দেখে সমস্ত মেহমান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ইয়েমেনী মেহমানকে শায়খ বললেন, তুমি খ্রিস্টান। তোমার জামার নিচে ক্রুশচিহ্ন রয়েছে! খ্রিস্টান মেহমান এ কারামাত দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ কর তাঁর একনিষ্ঠ মুরীদ হয়ে গেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শায়খ আফীফুদ্দীন (রাহ.) লিখেন, ঐ মেহমানদের ব্যাপারে হযরত যা কিছু বলেছিলেন,তা সম্পূর্ণ নির্ভূল ও সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। ইরাকী মেহমান এক মাস খানকায় অবস্থানের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন, আমি তাঁর জানাজায় শরীকও হয়েছিলাম। সিরীয় মেহমান সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি পুরো সাত বছর পরে মারা যান। এরকম অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল, হযরত যা বলেছিলেন।[৮৩২]

অভিশপ্ত শয়তানের পরাজয়

হযরতের পুত্র শায়খ মূসা (রাহ.) পিতার জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত শায়খ জিলানী (রাহ.) বলেছেন, একবার আমি এমন এক বিজন প্রান্তরে অবস্থান করছিলাম যেখানে খাদ্য বা পানীয় বলতে কিছুই ছিল না। কয়েকদিন আমি সেখানে রইলাম, এক তিল পরিমাণ পানাহারও আমার জুটলো না। তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। হঠাৎ করে আকাশে একখন্ড মেঘ এলো এবং প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। আমি তৃষ্ণা নিবারণ করে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করলাম। এ মেঘখন্ডে আমি এমন এক তীব্র জ্যোতি দেখতে পেলাম যা মেঘখন্ড থেকে চারপাশে বিচ্ছুরিত হয়ে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। সেখান থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো যে, হে আবদুল কাদির! আমি হলাম তোমার প্রভূ। এখন আমি তোমার ইবাদত ও সাধনায় সন্তুষ্ট। তোমার জন্যে আমি প্রতিটি হারামকে হালাল করে দিলাম। আমি এ কথা শুনে 'আউযুবিল্লাহ' পড়ে বললাম, ওহে মরদূদ, তুই দূর হ! অভিশপ্তটা কেমন কথা বলছে! মেঘটা ঢাকা পড়ে গেল। এবার আওয়াজ এলো, হে আবদুল কাদির! তুমি আজ তোমার ইলম ও তত্ত্বজ্ঞানের কারণে রক্ষা পেলে, আর নয়তো এমনভাবেই আমি তোমার ন্যায় সত্তরজন সাধককে পথভ্রষ্ট করে ছেড়েছি। আমি জবাব দিলাম, 'হে মালঊন, তুই পুনরায় আমাকে বিভ্রান্ত করছিস! আমি তো ইলম ও ফিকহের মাধ্যমে নয়, আমি রক্ষা পেয়েছি আমার আল্লাহর কৃপা, করুণা ও তাঁর বিশেষ তত্ত্বাবধানের ফলে। হযরত শায়খ জিলানী (রাহ.) কে কেউ একজন প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি কী করে বুঝলেন যে এটা শয়তানের কাজ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ পাক কখনোই হারাম কাজের হুকুম করেন না, আর হারাম কাজ তার পছন্দও নয়। অতএব, 'তোমার জন্যে আমি প্রতিটি হারামকে হালাল করে দিলাম' এ কথাটা শুনেই আমি বুঝেছি যে, এ আওয়াজ শয়তানের এক হীন কৌশল।[৮৩৩]

ব্যবসায়ীর পায়ে অদৃশ্য পেরেক

[৮৩২] ড. কাওসার ইয়াজদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১, ৪২; নু'মান কাদির মুস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

[৮৩৩] নু'মান কাদির মুস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; আল্লামা আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল মাকারিম খলীফা ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী হাররানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ তালেব আবদুল লতীফ ইবনে মুহাম্মদ কুনাইতী হাররানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফাদ্বল আহমদ ইবনে কাসিম ইবনে আবদান করশী বাগদাদী। আবুল ফাদ্বল আহমদ ইবনে কাসিম ইবনে আবদান করশী বাগদাদী বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) চাদর পরিধান করতেন এবং আলিমদের লেবাস পরিধান করতেন। অবশ্য উন্নতমানের সুতার জামা পরতেন। আমার নিকট তাঁর খাদিম ৫৫৮ হিজরীতে কিছু স্বর্ণ আনলেন এবং বললেন, আমি এমন কাপড় চাই যার প্রতি গজের মূল্য এক দিনার হয়; এর চেয়ে যেন এক পয়সাও কমবেশি না হয়। আমি তাকে কাপড় দিলাম এবং বললাম, এটা কার জন্য নিচ্ছ? তিনি বললেন, আমার সরদার শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জীলানীর জন্য। আমি মনে মনে ভাবলাম, হযরত শায়খ তো খলীফার জন্যও কোন কাপড় অবশিষ্ট রাখলেন না। এ কথা তখনো আমার মনে পূর্ণভাবে আসেনি, এদিকে দেখলাম আমার পায়ে একটি পেরেক ঢুকে গেছে। এর ব্যথায় আমার মৃত্যুকে মনে হয় সন্নিকটেই দেখতে পাচ্ছিলাম। সকল লোক আমার পা থেকে সেটা বের করার জন্য জড়ো হয়ে গেল; কিন্তু তারা সেটা বের করতে পারল না। আমি বললাম, আমাকে বহন করে শায়খের বরকতময় দরবারে নিয়ে চল।

অতপর যখন আমাকে শায়খের সামনে রাখা হল, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবুল ফদ্বল! তুমি মনে মনে কেন আমার সম্পর্কে আপত্তি করেছ? মা'বূদের সম্মানের শপথ! আমি কখনো ওই জামা পরিধান করিনি, যতক্ষণ না আমাকে বলা হয় যে, আমার সত্যতার শপথ! তুমি এমন জামা পরিধান কর, যার প্রতি গজের মূল্য এক দিনার হয়। হে আবুল ফদ্বল! এটা হল কাফন। আর মৃত ব্যক্তির কাফন উত্তমই হওয়া চাই। অতপর তিনি আমার পায়ের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তখনই ওই পেরেক সরে গেল এবং ব্যথাও চলে গেল। আল্লাহরই শপথ! তারপর আমার অনুভবই হয়নি যে, সেটা কোত্থেকে আসলো আর কোথায় চলে গেল। আর সেটা অন্য কোথাও দেখতে পায়নি। আমি সাথে সাথেই চলাফেরা করতে লাগলাম। তখন শায়খ বললেন, আমার উপর তোমার এ আপত্তি তোমার জন্য পেরেকের আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে।[৮৩৪]

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নূরানী হাতে চুম্বন

---

[৮৩৪] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৫, ৩৪৬; ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

হিজরি ৫০৯ সাল। হুযুর গাউছে পাকের বয়স তখন ৩৮ বছর। তিনি হজ্জ পালন করতে গেলেন। সে সফরে মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফের পাশে দাঁড়ালেন, আর নিম্নলিখিত দু'টি পংক্তি আবৃত্তি করলেন-

فِىْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِىْ كُنْتُ أُرْسِلُهَا
نَآئِبَتِىْ وَهِىَ عَنِّىْ الْاَرْضَ تُقَبِّلُ
وَهَذِه نَوْبَةُ الْاَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ
فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تُحْظِي بِهَا شَفَتِيْ

অর্থাৎ: "দূরে অবস্থানরত অবস্থায় আমি প্রেরণ করতাম। আর সেটা আমার পক্ষ থেকে আমার প্রতিনিধি হয়ে এ পবিত্র যমীন চুম্বন করতো। এখন শরীরের পালা। আমি সশরীরে এসে হাযির হয়েছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সদয় হয়ে আপন ডান হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন, যাতে আমার ওষ্ঠ ওই হাত মুবারক চুম্বন করে ধন্য হয়।"

এ পংক্তি দু'টি আবৃত্তি করার সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন নূরানী হাত মুবারক বের করে দিলেন। তখন গাউসে পাক (রাহ.) হুযুর করীমের হাত মুবারকে চুম্বন করে ধন্য হন।[৮৩৫] ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রাহ.) তাঁর "তানভীরুল মুলক বিরুইয়াতিন নবী ওয়াল মালাক" গ্রন্থে এমন ঘটনা শেখ সাইয়্যিদ আহমদ কবীর রেফায়ী (রাহ.) এর সাথেও ৫৫৫ হিজরীতে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

চোর বুযুর্গে পরিণত হওয়া

পবিত্র বাগদাদ নগরীতে এক পাকা চোর ছিল। সে বহু আমির উমরাহের বাসায় চুরি করেছে। কিন্তু কোন দিন কেউ তাকে ধরতে পারেনি। সে মনে মনে খেয়াল করল হযরত বড়পীর সাহেবের নিকট অনেকেই মূল্যবান হাদিয়া নিয়ে আসে। তাঁর ঘরে চুরি করতে পারলেই একরাত্রে বড়লোক হয়ে যেতে পারব। সত্যিই সে একদিন গভীর রাতে হযরত গাউসে পাকের ঘরে ঢুকল। তখন গাউসে পাক (রাহ.) ঘরের এক কোণে রাত্রির ইবাদত ও মোরাকাবায় মশগুল ছিলেন। চোর ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে তালাশ করল। কিন্তু খুব কিছু একটা পেলনা। অবশেষে নিরাশ হয়ে সে ঘরের এক কোণে

---

[৮৩৫] Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p. 11,12; শায়খ মুহাম্মদ সাদিক সিহাব আস সাঈদিল কাদরী, *المناقب الغوثية في فضيلة الطريقة القادرية*, সন-অনুল্লেখিত, লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ২৫৬; *মাসিক তরজুমান*, এপ্রিল-মে ২০০৮ সংখ্যা, রবীউস সানী ১৪২৯ হি., পৃ. ৩২; মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

চুপ করে বসে রইল। আশা! ভোরের আলো দেখা দিলে হয়তো দেখতে পারবে এবং বের হয়ে যেতে সক্ষম হবে। সে ঘরে বসে বসে দুশ্চিন্তা করতে লাগল।

এমন সময় হযরত খিজির আলাইহিস সালাম ঘরে প্রবেশ করে হযরত বড়পীর সাহেবকে বললেনঃ আজ নেহাওান্দ[৮৩৬] শহরের কুতুব ইনতিকাল করেছেন। আপনি আজ রাত্রের মধ্যেই একজনকে ঐ শহরের কুতুব নিয়োগ করে পাঠিয়ে দিন। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে গাউস, কুতুব, আবদাল, আওতাদ, আবরার শ্রেণির আউলিয়াগণের নিয়োগদান হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অধীনে ন্যাস্ত। তাঁরই অনুমোদনক্রমে তাঁর নীচের গাউস এবং কুতুবুল আকাতাবগণও নিয়োগ হয়ে থাকে। মোল্লা আলী ক্বারী *'নুজহাতুল খাতির'* গ্রন্থে লিখেন যে, কেয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র গাউসুল আ'যম হচ্ছেন হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)।

হযরত বড়পীর গাউসে পাক তাঁর খাদেমকে ডেকে বললেন, আমার ঘরের কোণে একজন লোক চুপ করে বসে আছে। তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। খাদেম লোকটিকে ধরে নিয়ে আসল। চোর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করল। সে কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগল যে, হুযুর! আমি চুরি করে কোন দিন ধরা পড়িনি আজ আপনার কাছে ধরে পড়ে গেলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। কোনদিন আর চুরি করব না! দয়ার সাগর হযরত (রাহ.) বললেনঃ তুমি আমার ঘরে বড় আশা করে ঢুকেছ। তোমাকে খালী হাতে বিদায় দিতে আমার শরম লাগে। এসো! কাছে এসো! আজ তোমাকে এমন দৌলত দেয়া হবে, যা তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ বানিয়ে দেবে। অতঃপর গাউসে পাক চোরকে তওবা করায়ে এমন জামালী ফয়েজের দৃষ্টি দিলেন যে, এক মুহূর্তে সে যাবতীয় মারেফাত তত্ত্ব ও গুপ্ত রহস্যের অধিকারী হয়ে শহর কুতুবে পরিণত হল।[৮৩৭]

তরিকত ও মারিফত বিদ্যায় ১০ নম্বর পদে উন্নীত হলে তাকে কুতুব বলা হয়। এর উপরে রয়েছে কুতুবুল আকতাবের পদ, এর উপরে আছে গাউসের পদ এবং এর উপরে গাউসুল আ'যমের স্তর। হযরত গাউসুল আ'যমের এক ফয়েজের দৃষ্টিতে চোরের ভাগ্য খুলে গেল। বিনা পরিশ্রমে দো'আর বরকতে সে কুতুবের মর্যাদা লাভ করল।

---

[৮৩৬] যা বর্তমান ইরানে অবস্থিত।

[৮৩৭] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; ড. ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২ অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

Dhaka University Institutional Repository

বিলায়াত লাভ হয় তিনটি পদ্ধতিতে। যথাঃ

(১) বিলায়াতে আতায়ী বা গর্ভকালীন অলী

(২) বিলায়াতে ফয়জী বা ফয়েজ প্রাপ্ত অলী

(৩) বিলায়াতে কছবী বা সাধনার বলে অলী।

মসনবীর মাওলানা রুমী (রাহ.) বলেন,

"এক মুহুর্ত অলীগণের সান্নিধ্য লাভ করা ৬০ বৎসরের অকৃত্রিম ইবাদতের চেয়েও অধিক মূল্যবান।"[৮৩৮]

অন্তরের গোপন ইচ্ছা বুঝা

আল্লামা ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল ফাত্হ আবদুর রাহমান ইবনে শায়খ সালিহ আবুল ফারাজ তাওবা ইবনে ইব্রাহীম ইবনে সুলতান বাকরী সিদ্দীক্বী বাগদাদী। তিনি বলেন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন আমি মহান শায়খ মাকরিম নাহর খালেসী (রাহ.) কে বলতে শুনেছি যে, আমি একদিন শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সামনে তাঁর মাদ্‌রাসাতে যা বাগদাদে বাবুল আযাজে অবস্থিত সেখানে বসেছিলাম। তখন আমাদের সম্মুখ দিয়ে শূন্যে একটি তিতির পাখি উড়ে গেল। আমার মনে হল যে, আমি সেটাকে 'কুশক'[৮৩৯] বা যবের পানি দিয়ে আহার করতে চাই। আর সেটা শুধু আল্লাহ জানেন কেননা আমি মুখে তা প্রকাশ করিনি।

তখন শায়খ আমার দিকে হেসে তাকালেন এবং আকাশের দিকে দেখলেন। সাথে সাথে ওই তিতির পাখি মাদ্‌রাসার আঙ্গিনায় পড়ে গেল। আর সেটা দৌঁড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেটা দীর্ঘ এক ঘন্টা যাবত আমার রানের উপর বসে রইল। শায়খ জিলানী (রাহ.) বললেন, হে মাকারিম! নাও যা চেয়েছ অথবা আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর থেকে তিতির পাখি ও 'কুশ্‌ক' খাওয়ার আগ্রহ দূরীভূত করে দিবেন। শায়খ মাকারিম বললেন, ওই সময় থেকে এখন পর্যন্ত আমার মনে তিতির পাখি ও কুশকের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হল। সেটা যদিও আমার সামনে ভুনা কিংবা রান্নাকৃত অবস্থায় রাখা হয় তবুও আমি সেটার খুশবু অপছন্দ করার কারণে সহ্য করতে পারি না। অথচ ইতোপূর্বে

[৮৩৮] اِيَك زَمَانَه صُحْبَتِ بَا اَوْلِيَاء بِهْتَرِ اَزْصَدْ سَالِ طَاعَت بريا

মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

[৮৩৯] যাকে সির্কা কিংবা দুধ দিয়ে সিদ্ধ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমি সেটা অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশি চাইতাম। তিনি আরো বলেছেন যে, একবার শায়খ জিলানী (রাহ.) তাঁর মজলিসে হাযির হলেন। তখন তিনি ওয়াসিল[৮৪০] বান্দাদের স্তরগুলো এবং আরিফ বান্দাদের মুশাহাদাহ বা দর্শনের কথা বলছিলেন। এমনকি প্রত্যেকে যারা হাযির ছিল, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আগ্রহী হয়ে গেলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহ তা'আলার দিকে যাবার এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাসিল করার পদ্ধতি কি? তখনই তিনি কথা কেটে আমার দিকে ফিরলেন আর বললেন, হে মাকারিম! তোমার ও তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাসিল করার মধ্যে মাত্র দু'কদমের ব্যবধান বিদ্যমান। এক কদমে দুনিয়াকে আর দ্বিতীয় কদমে আপন নাফসকে অতিক্রম করবে। তারপর তুমি আর তোমার রবই।[৮৪১]

খলিফা মুসতানজিদের উপহারে জনগনের রক্ত দেখানো

খলিফা মুস্তানজিদ বিল্লাহ আবু মোজাফফর ইউসুফ বিন মোকতাজীল আমরুল্লাহ হযরত গাউসে পাকের সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণে অনেক জ্ঞান লাভ করেন এবং বিদায়কালে দশ তোড়া মুদ্রা নজরানা স্বরুপ হযরতের সম্মুখে হাজির করেন। হযরত তা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় খলিফা মনঃক্ষুন্ন হন। এতদৃশ্যে হযরত তখন দুই হাতে দুটি তোড়া তুলে নিয়ে খলিফাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ হে খলিফা, তুমি অন্যায় পূর্বক মানুষকে খুন কর, তুমি জোর পূর্বক পরস্বার্থহরণ কর, আমাকে অর্থদান করে সে পাপ থেকে মুক্তি পেতে চাও। দেখ তোমার অর্থ আমার হাতে এসে কিরুপ পরিগ্রহ করে। এই পর্যন্ত বলে হযরত তোড়া দুটি মাটিতে রাখেন। সাথে সাথে তোড়া দুটি হতে তাজা রক্ত ফিনকি দিয়ে নির্গত হতে থাকে। হযরত বললেনঃ মানুষের বুকের রক্ত কেড়ে নিয়ে আমাকে দান করতে এসেছ? আল্লাহ তায়ালার কাছে কি জবাব দিবে? খলিফা এসব দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন। হযরতের মনে দয়ার উদ্রেক হল। তিনি বললেনঃ ভয় নেই খলিফা। তাওবা কর, কারো প্রতি অবিচার করো না। খোদাকে ভয় কর, এই অর্থ অভাবগ্রস্থকে দান কর, তবেই মুক্তি পাবে।[৮৪২]

ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে বলেন যে,

وعن الخضر بن عبد الله بن يحيى الموصلي: أنبأنا أبي قال: كنا بمدرسة الشيخ فدخل عليه الخليفة المستنجد فاسترضاه ووضع بين يديه عشرة أكياس يحملها عشرة، فأبى أن يقبلها وقال:

---

৮৪০ যারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছেন এমন।

৮৪১ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাতনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭; মাওলানা ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

৮৪২ প্রাগুক্ত, পৃ.২০৭; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩; মুহাম্মদ যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭, ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

لا حاجة لي فيها، فألح عليه القول فأخذ منها كيساً بيمينه وكيساً بيساره وعصرهما بيده فسالا دماً فقال له: يا أبا المظفر أما تستحي تأخذ دماء الناس تقابلني بها، فغشي عليه فقال: لولا حرمة اتصالك برسول الله صلى الله عليه وسلم لتركت الدم يجري إلى منزلك.[৮৪৩]

শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানীও তাঁর গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণনা করেন।[৮৪৪]

কারামত দেখে ভয়ে তিন জনের মৃত্যু

শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন-"একবার কিছু দুষ্ট প্রকৃতির শিয়া তাঁর কাছে মুখ বন্ধ দু'টি ঝুড়ি নিয়ে এসে বলল, বলুন তো এ ঝুড়ি দুটির মধ্যে কী আছে? তিনি চেয়ার থেকে নেমে আসলেন এবং একটি ঝুড়ির উপর হাত রেখে বললেন, এতে একজন প্রতিবন্ধী (পা খোড়া) ছেলে রয়েছে। নিজ সাহেবজাদা সাইয়্যিদ আবদুর রায্যাককে বললেন, এটার মুখ খোল এবং ওই ছেলেকে দাঁড়াতে বল। তিনি ওই প্রতিবন্ধী ছেলেকে দাঁড়াতে বলতেই ছেলেটি দৌড়াতে লাগল। অপর ঝুড়ির উপর হাত রেখে বললেন, এতে একজন সুস্থ ছেলে রয়েছে। ঝুড়ির মুখ খোলে তাকে নির্দেশ দিলেন, ঝুড়ি থেকে বের হয়ে বসে পড়তে। যখন ছেলেটি বসে পড়লো তখন সমস্ত শিয়া তাওবা করলেন। ওই দিন তাঁর মজলিসে ভয়ে তিনজন লোক মারা যায়।"[৮৪৫] ঘটনাটি হযরত মোল্লা আলী কারী (রাহ.) তাঁর '*নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির*' গ্রন্থে সহ অন্যান্য ওলামায়ে কিরামও তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[৮৪৬]

তাঁর আগমনে আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ.) কবর থেকে বের হলেন

---

[৮৪৩] ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৮৪৪] وعن الشيخ أبي العباس الحسني الموصلي، قال كنا ليلة في مدرسة شيخنا الشيخ محيي الدين عبد القادر ببغداد، فجاء الأمام المستنجد بالله أبو المظفر يوسف، وسلم عليه واستوصاه، ووضع بين يديه مالاً في عشرة أكياس يحملها منها في يمينه وآخر في يساره، وعصرهما بيده فسالا دماً، فقال له: يا أبا المظفر ما تستحي من الله تعالى، أن تأخذ دماء الناس وتقابلني بها، فغشي عليه فقال الشيخ: وعزة المعبود، لولا حرمة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم، لتركت الدم يجري إلى منزله আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

[৮৪৫] " وقد أتاه جمع من على بقفتين مخيطتين مختو متين، وقالوا له: قل لنا ما في هاتين القفتين؟ فنزل من على الكرسي ورفع يده على أحداهما، وقال: في هذه صبي مقعد، وأمر ابنه عبد الرزاق بفتحها ففتها فأذا فيها صبي مقعد، فأمسك يده وقال له: قم، فقام يعدو، ووضع يده على الأخرى، وقال: في هذه صبي لا عاهة به، فأمر ابنه بفبحها، فأذا فيها صبي فقام يمشي، فأمسك بناصيته وقال له: اقعد فقعد، فتابوا على يده. ومات في المجلس يومئذ ثلاثة " আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

[৮৪৬] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

হাইবতীর পুত্র শেখ কুদওয়া আবুল হাসান আলী জানান যে, আমি একবার আমাদের সৈয়দ শেখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) এবং বতুর পুত্র শেখ বকার সঙ্গে ইমাম আহমদ হাম্বল (রাহ.)-এর কবর যিয়ারত করতে যাই। তথায় দেখতে পেলাম যে, ইমাম আহমদ (রাহ.) কবর হতে বের হয়ে গেলেন এবং আমাদের সর্দার শেখ আবদুল কাদির (রাহ.) কে স্বীয় বক্ষে মিলালেন এবং তাঁকে 'খিলআত' বা সম্মানিত জামা পরিয়ে বললেন, হে শেখ আবদুল কাদির (রাহ.)! লোকদেরকে আপনার নিকট শরীয়তের ও তরীকতের এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার ও কাজের বিদ্যার নিমিত্তে অভাবাপন্ন করা হয়েছে।[৮৪৭] হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে বহুবার এভাবে বলেছেন যে, 'আমাদের ইমাম আহমদ (রাহ.)' এবং তাঁর প্রশংসাও করতেন। এ ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে,

وعن الشيخ علي: زرت قبر الإمام أحمد رضي الله عنه فخرج من القبر وضمّ الشيخ إلى صدره وألبسه خلعة ثم قال له: قد افتقروا إليك في علم الشريعة وفي علم الحقيقة[৮৪৮]

শায়খ মা'রূফ কারখী কবর থেকে তাঁকে জবাব

শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনুল হায়তী যারীরানী।[৮৪৯] তিনি বলেন, আমি শায়খ আবদুল কাদির (রাহ.)-এর সাথে শায়খ মা'রূফ কারখী (রাহ.)-এর মাযারের যিয়ারত করেছি। যিয়ারতে গাউসে পাক বলেন- হে শায়খ মা'রূফ! আপনাকে সালাম। আপনি আমাদের চেয়ে আরো এক স্তর আগে চলে গেছেন।[৮৫০] কিছুদিন পর দ্বিতীয়বার তিনি মাযার যিয়ারত করলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে শায়খ মা'রূফ! আপনাকে সালাম। এখন আমরা আপনার চেয়ে দু'স্তর উপরে চলে গিয়েছি। তখন শায়খ মা'রূফ কারখী কবর থেকে উত্তর দিলেন-

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا سَيِّدَ اَهْلِ زَمَانِهِ

আল্লামা ইমামা শাতনুফী (রাহ.) বলেন, তিনি নিজ ভক্ত মুরীদদের বলেছেন, আমাকে ইরাক অর্পণ করা হয়েছে। এর কিছুদিন পর তাঁদেরকে তিনি বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ইতোপূর্বে বলেছিলাম, আমাকে ইরাক অর্পণ করা হয়েছে। আর এখন বলছি- আমাকে সমগ্র পৃথিবী, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, সেটার ময়দান, আবাদী-অনাবাদী, স্থল, সমুদ্র, নরম জমি এবং পাহাড়ী জমিও আমাকে অর্পণ

---

৮৪৭ শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৭২; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৮৪৮ ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৮৪৯ ওফাত বাগদাদে ৫৬৩ হিজরী।

৮৫০ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا شَيْخُ مَعْرُوْفُ عَبَرْتَنَا بَدَرُجَةٍ শায়খ মুহাম্মদ সাদিক সিহাব আস সাঈদিল কাদরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭; ড.ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; নু'মান কাদির মুস্তফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, কোন ওলী ওই সময় এমন ছিলেন না, যিনি তাঁর নিকট আসেন নি এবং তাঁর কুতুবিয়াতের কারণে তাঁকে সালাম বলেন নি।[৮৫১]

অতি উচ্চাঙ্গীয় অলৌকিক উক্তি

আবদুর কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কারামতের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাময় যেটি তা হলো- বেলায়াতের জগতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্যের ঘোষণা। তিনি ৫৫৯ হিজরীতে এক রাতে বক্তৃতা করছিলেন। সে রাতে বহু সংখ্যক নামকরা সাধক উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যের মাঝে তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে ২ (দুই) সহস্র শ্রোতার সামনে তাঁর বেলায়াতের মহানত্বের কথা প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন-

قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَي رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ.

"আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীদের গর্দানের উপর।"[৮৫২]

এই মহাবাণী উচ্চারণের সাথে সাথে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পৃথিবীর সমস্ত ওলী নিজ নিজ কাধঁ নত করে দেন এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেন। সে সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে আধ্যাত্মিকভাবে একটি নূরানী পোষাক পরিয়ে দেন বলে বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৮৫৩]

তাঁর উক্তি 'আমার কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের ওপর'

ইমাম 'আলী শাতনূফী (রাহ.) বলেন, আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু মুহাম্মদ সালিম দিমইয়াতি, তিনি বলেন, আমাকে ইরাকের ছয়জন শায়খ, হযরত আবূ তাহির ইবনে আহমদ সরসরী, আবূল হাসান হাফ্ফাফ বাগদাদী, শায়খ আবূল হাফস উমর বুরায়দী, শায়খ আবুল কাসিম 'উমর দানী, আবূল ওয়ালিদ যায়িদ ইবনে সা'ঈদ ও আবূ আমর উসমান ইবনে সুলায়মান প্রমূখ খবর দিয়েছেন। তাঁরা সকলে বলেন, আমাদেরকে হযরত আহমদ কবীর রিফা'ঈ (রাহ.)-এর দু'ভাগিনা- আবূল ফরাজ আবদুর রহীম ও আবূল হাসান আলী খবর দিয়েছেন, তাঁরা উভয়ে বলেন, "আমরা আমাদের শায়খ (পীর) হযরত রিফা'ঈর নিকট তাঁর উম্মে উবায়দাস্থ খান্‌কা শরীফে উপস্থিত ছিলাম। হযরত রিফা'ঈ স্বীয় গর্দান সামনে ঝুঁকালেন এবং বললেন, আমার গর্দানের ওপর। আমরা এর কারণ

---

[৮৫১] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪

[৮৫২] শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[৮৫৩] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯; অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, ঢাকা, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ওই সময় আবদুল কাদির জিলানী বাগদাদে বলেছেন, আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর।"[৮৫৪]

উক্তির তাত্ত্বিক পটভূমি ও ব্যাখ্যা

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর বেলায়াতের এ ঘোষণার ধারাবাহিক পটভূমি ও ব্যাখ্যা আমি নিচে তুলে ধরছি।

মিরাজে নবীজীর (সা.)-এর কদম গাউছে পাকের (রাহ.) গর্দানে

মিরাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোরাক নামক বাহন দিয়ে এ পৃথিবী থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌছান। এরপর শুরু হয় নূরের জগত। সিদরাতুল মুনতাহা গিয়ে জিবরাঈল ফিরিশতা আর সামনে অগ্রসর হতে পারবে না মর্মে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে বিদায় নেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিতে আসে 'রফরফ' নামক এক বাহন। এই রফরফ বাহন এক পর্যায়ে গিয়ে থেমে যায়। তারপর শুরু হয় 'লা মাকান' অর্থাৎ যেখানে সৃষ্টির সীমানা শেষ। মহান আল্লাহ পাকের কুদরতী জগত শুরু। সেখানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাওয়ার করে নিতে আসে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রা.)-এর পবিত্র রুহ মুবারক। তাঁর রুহ সেখানে এসে কুদরতিভাবে প্রেমিক আকৃতিতে নিজের কাঁধ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পায়ের নিচে রাখেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কদম মুবারক হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর রুহের কাঁধে উঠে রাব্বুল আলামিনের খাছ সান্নিধ্যে কুরআনে বর্ণিত 'কাবা কাউসাইনে' পৌছান। তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করে বলেছিলেন যে, "ওগো আবদুল কাদির তোমার কাঁধে যেহেতু আমার কদম লেগেছে তাই দুনিয়ার সমস্ত ওলীদের কাঁধে পড়বে তোমার কদম।"[৮৫৫] এই ঘটনাটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বর্ষিয়ান অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. রইছ উদ্দিন স্যারের মুখে বহুবার শুনেছি।

আমি আমার নানার পবিত্র পদাঙ্কের ওপর আছি

---

[৮৫৪] كُنَّا عِنْدَ شَيْخَ أَحْمَدَ بْنَ الرَّفَاعِيَّ بِزَاوِيَتِهِ بِأُمِّ عُبَيْدَةَ فَمَدَّ عُنُقَهُ وَقَالَ عَلَي رَقَبَتِيْ، فَسَئَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ : قَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُالْقَادِرِ ألاَنَ بَغْدَادِ قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَي رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাহ.), *গাউসুল আ'যম ও গাউসিয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

[৮৫৫] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩, ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ-ই পেশওয়া শিহাব উদ্দীন আবূ হাফস ওমর ইবনে আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, ওফাত বাগদাদে ৬২৪ হিজরীতে। তিনি বলেন, আমি শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাহ.) কে তাঁর মাদরাসায় কুরসীতে বসা অবস্থায় বলতে শুনেছি, "প্রত্যেক ওলী কোন নবীর কদমে থাকেন। আর আমি আমার নানা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নুরানী কদমে রয়েছি।"[৮৫৬]

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) আদিষ্ট হয়ে এ ঘোষণা দেন

'আমার কদম সকল ওলীর কাঁধে রয়েছে' এ মহাবাণীর মধ্যে হযরতের আত্ম অহংকারের কোন গন্ধ বিন্দু পরিমান পর্যন্ত নেই। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়ত তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি আত্মগৌরব প্রকাশ করার জন্যে এমন বাণী উচ্চারণ করেননি। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনের জন্যে তাঁর প্রদর্শিত পথ ও পন্থা, শিক্ষা ও জ্ঞান হবে সহজ সরল ও সাবলীল। সেজন্য সকলের অবগতির জন্যে তিনি এ মহাবাণী ঘোষণা করেন। আমরা দেখেছি হুজুর গাউসে পাক কেমন কঠোর সাধনা ও রিয়াজতের দ্বারা আপন নফ্স বা রিপুর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা যে ওলীর আসন লাভ করা যায়, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কেবল সে ধরনের ওলীই ছিলেন না। বরং তিনি সাধনা ও অধ্যাবসায়ের ক্ষেত্রে সকলের শিরোমণি ছিলেন। আমি আত্মশুদ্ধিতা অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা তুলে ধরেছি। অতএব এমন মহাপুরুষের তথা মহাওলীর দ্বারা নিশ্চয়ই অহংকারের প্রশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েই এ বাণী করেছিলেন। আবু হামিদ মুহাম্মদ আহমদ রিদা কাদরী (রাহ.) বলেন যে,

"Imam ibn Hajr then comments that shaykh najibuddin suhrawardi, shaykh al-rifai, shaykh abu madyan and shaykh abd al rahim qanawi and many other exalted arifin elaborated that sayyiduna shaykh abd al-qadir jilani (R.) did not make this statement on his own accord but he was commanded by Almighty Allah to do so. Therefore no wali had the courage to disobey this command. Hence, they bent their heads and gladly took of the Ghawth on their necks."[৮৫৭]

---

৮৫৬ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

৮৫৭ Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p.47

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য খোদা প্রশংসিত গুণের কথা বলা যেতে পারে। খোদা তায়ালা নিজে যে প্রশংসা মহানবীর জন্যে করেছেন, সেগুলোই আবার নবীজীর বাচনিক দ্বারা জনসাধারণের মাঝে প্রচার ও প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্যে মানবজাতি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিপূর্ণ মুনষ্যত্বের সন্ধান লাভ করুক। উদ্দেশ্য এমন নিশ্চয়ই ছিল না যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মগরিমা সূচক বাণী প্রচার হোক।(নাউযুবিল্লাহ)

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁর কাসিদায় বলেন যে,

وَمَا قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ فَخْراً وَإِنَّمَا　　　أَتَي الإِذْنُ حَتَّي تُعْرِفُوا مِنْ حَقِيْقَتِي

"এসমস্ত বক্তব্যে আমি যা বলি তা আত্ম অহংকার নয় বরং নিশ্চয় আমাকে আদেশ করা হয় বলার জন্য যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার হাকিকত বিদৃত হয়।"[৮৫৮]

ড. ইউসুফ যায়দান বলেন যে, "আল-ইযন শব্দটি কুরআনীক শব্দ। মহান আল্লাহ পাকের আদেশ বুঝাতে এটি কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হয়েছে। যেমন- সূরা গাফের : ৭৮, মুযাদিলা : ১০, হাসর : ০৫, আত-তাগাবুন : ১১, আল কাদর : ০৪। যেমনি করে ইলম ও ই'লাম এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়েছে যেমন- সূরা আল বাকারাহ : ২১৩, আল আহযাব : ৪৬, আল হাজ্জ : ২৭, আল আ'রাফ : ১৬৭।"[৮৫৯]

তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ নেতারূপে হযরত বড়পীর সাহেবকে লোকে জানুক এবং তদ্রূপ মান্য করুক এবং তাঁর সহায়তায় সত্তর ও সহজভাবে আল্লাহ প্রাপ্তি পথে পূর্ণতা লাভ করুক এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। যার ফলে হযরত এমন মহাবাণী ঘোষণা করেছিলেন। তথা সারা বিশ্বের মানব, দানব ও জ্বীনদের প্রতি প্রভুত কল্যাণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আত তাদিফি বলেন,

"'More than on of them asserted that Shaikh 'Abd al-Qadir did not utter this declaration without having received a command [from the Lord] to do so. Among those who made this assertion are:

---

[৮৫৮] ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

[৮৫৯] "الإذن كلمة قرانية، وردت بمعني الأمر الإلهي سورة غافر- ٧٨، المجادلة- ١٠، الحشر- ٠٥، التغابن- ١١، القدر- ٠٤، كما وردت بمعني العلم والإعلام البقرة- ٢١٣، الأحجاب- ٤٦، الحج- ٢٧، الاعراف- ١٦٧
ড. ইউসুফ যায়দান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

- Shaikh 'Adi ibn Musafir.
- Shaikh Abu Sa'id al-Qailawi.
- Shaikh 'Ali ibn al-Hiti.
- Shaikh Ahmad ibn ar-Rifa'i.
- Shaikh Abu 'l-Qasim al-Basri.
- Shaikh Hayat al-Harrani.

"'They also maintained that he was given permission to dismiss [from their position of sainthood] any of the declaration."[৮৬০]

হুজুর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) প্রায়ই বলতেন, আমার বক্তৃতা তোমাদের বক্তৃতার ন্যায় ইচ্ছাকৃত কিম্বা স্ববুদ্ধি প্রণোদিত নয়। আমি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছামতই কথা বলি। যারা শূণ্য মণ্ডলে আছে এবং অদৃশ্য লোকদের সঙ্গেও আমি কথা বলি।

আদিষ্ট হয়ে বলার পক্ষে ইমাম আহমদ রিফায়ী (রাহ.)-এর সত্যায়ন

রিফায়ী তরীকার ইমাম শায়খ আহমদ কবীর রিফায়ী (রাহ.) কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এ ঘোষণা নিজ থেকে দেন নাকি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে দেন। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, গাউসে পাক এ ঘোষণা আদিষ্ট হয়ে দেন। এই অংশটুকু ‘খোলাসাতুল মাফাহির’ গ্রন্থে এভাবে এসেছে যে,

الشيخ أحمد بن أبى الحسن الرفاعي قيل له: هل قال الشيخ عبد القادر: قدمي هذا على رقبة كل ولي لله بأمر أو بلا أمر؟ قال: بلى قالها بأمر[৮৬১]

আদিষ্ট হয়ে বলার পক্ষে শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.)-এর সত্যায়ন

আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এ ঘোষণা করেছিলেন এটির সত্যায়ন তাঁর সম্মানিত শিক্ষক শায়খ হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.) নিজেই দিচ্ছেন। তিনি বলেন-

ولَيُؤمرنَّ أن يقول: قدمي هذه على رقبة كل وليٍّ لله، وليقولنَّ، ولتوضعنَّ له رقاب الأولياء في زمانه[৮৬২]

---

[৮৬০] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 105

[৮৬১] আব্দুল্লাহ ইবনে আস‘আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

[৮৬২] عبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي، *خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر رضي الله عنه*، نفس المرجع، ص২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণার মজলিসে উপস্থিত প্রসিদ্ধ মাশায়িখ কিরাম

মুহিউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী জাওযী[৮৬৩]। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ হোরায়রা মুহাম্মদ ইবনে আবুল ফুতুহ্ লাইস ইবনে সুজা' ইবনে মাস'ঊদ ইবনে আবুল ফদ্বল বাগদাদী আযাজী।[৮৬৪] তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাফেয আবুল 'ইয আবদুল মুগীস ইবনে আবূ হার্‌ব যুহায়র ইবনে যুহায়র ইবনে আলাভী বাগদাদী জাওবী[৮৬৫]। তাঁরা বলেন, শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির ইবনে আবূ সালিহ জীলী (রাহ.)-এর মাহফিলে বাগদাদে হালবার খানকায় উপস্থিত ছিলাম। সে সময় তাঁর মজলিসে ইরাকের শায়খগণ ব্যাপকভাবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় শায়খ হলেন ঃ

১. শায়খ আলী ইবনে হায়তী যারীরানী
২. শায়খ বকা ইবনে বত্তু নহর মুলকী
৩. শায়খ শরীফ আবূ সা'ঈদ কায়লুভী
৪. শায়খ মূসা ইবনে মাহীন যাওলী, যিনি সেদিনই হজ্ব করে বাগদাদে এসেছিলেন।
৫. শায়খ আবূ নজীব আবদুল কাদির ইবনে আবদুল্লাহ্ সোহরাওয়ার্দী
৬. শায়খ আবুল করম আল-মু'আম্মার
৭. শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী জাওসাকী সরসরী
৮. শায়খ মাদিজ কুর্দী
৯. শায়খ আবূ হাকাম ইবনে ইব্রাহীম ইবনে দীনার নাহরাওয়ানী
১০. শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে মাওযূক্ব করশী, যিনি সে দিনই বাগদাদে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন
১১. শায়খ মাকারিমুল আবকর
১২. শায়খ মাত্বার বাদরানী
১৩. শায়খ জাকীর
১৪. শায়খ খলীফা ইবনে মূসা আকবর
১৫. শায়খ সাদকাহ ইবনে মুহাম্মদ বাগদাদী
১৬. শায়খ ইয়াহিয়া ইবনে মুহাম্মদ দাওরী মুরতা'ইশ
১৭. শায়খ যিয়াউদ্দীন ইব্রাহীম ইবনে আবূ আবদুল্লাহ ইবনে আলী জাওনী

---

[৮৬৩] তিনি ছিলেন ফকীহ-ই হাম্বলী, ওফাত বাগদাদে ৬৩৯ হি.।

[৮৬৪] ওরফে ইবনুল ওয়াস্তানী, ওফাত বাগদাদে ৬১৩ হি.।

[৮৬৫] তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। ওফাত বাগদাদে ৫৭৩ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. শায়খ আবূ আবুদল্লাহ মুহাম্মদ দারয়ামী করশী, যিনি সে দিনই বাগদাদে এসেছিলেন
১৯. শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে মারওয়াহ বাত্বার-ইহী
২০. শায়খ কাদ্বীব আলবান মূসেলী
২১. শায়খ আবুল আব্বাস আহমাদ বাকলী ওরফে ইয়ামানী
২২. শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ করশী, যিনি প্রকাশ্যে বেলায়তী ক্ষমতা প্রয়োগকারী, তাঁর শীষ্য হলেন শায়খ দাঊদ, যিনি যুবক ছিলেন। তাঁর অবস্থা এটাই বর্ণনা করা হয় যে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মক্কা মু'আযযামাতেই পড়তেন।
২৩. শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইরাকী ওরফে 'খাস'
২৪. শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে আহমদ ইরাকী ওরফে 'শাওকী'
২৫. শায়খ সুলতান ইবনে আহমদ মুযাইয়্যিন
২৬. শায়খ আবু বকর ইবনে আবদুল হামীদ শায়বানী ওরফে হাবারী
২৭. শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ওস্তাদ
২৮. শায়খ আবূ মুহাম্মদ আহমদ ইবনে ঈসা ওরফে 'কূসজী'
২৯. শায়খ মুবারক ইবনে আলী জামীলী
৩০. শায়খ আবুল বরকাত ইবনে মি'দান ইরাকী
৩১. শায়খ আবদুল কাদির ইবনে হাসান বাগদাদী
৩২. শায়খ আবুস্ সাঊদ আহমদ ইবনে আবূ বকর হুযায়মী আত্তার
৩৩. শায়খ আবুল কাসিম ওমর ইবনে আবুল মা'আলী ইবনে কা-ইদুল আওয়ানী
৩৪. শায়খ আবুল কাসিম ওমর ইবনে মাস'ঊদ বাযযার, যিনি যুবক ছিলেন।
৩৫. শায়খ শিহাব উদ্দীন ওমর ইবনে মুহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী, যিনিও যুবক ছিলেন।
৩৬. শায়খ আবুস সানা মাহমূদ ইবনে ওসমান না''আল
৩৭. শায়খ আবূ হাফস ওমর ইবনে আবূ নসর গায্যাল
৩৮. শায়খ আবূ মুহাম্মদ হাসান ফারেসী বাগদাদী
৩৯. শায়খ আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে ইদ্রীস ইয়াকূবী, যিনিও যুবক ছিলেন।
৪০. শায়খ আবূ হাফস ওমর কীমাতী
৪১. শায়খ আইয়্যাদুল বাওয়্যাব
৪২. শায়খ মুযাফ্ফর আল-হাম্মাল
৪৩. শাযখ আবূ বকর হাম্মামী, ওরফে মুযায়্যিন
৪৪. শায়খ জলীল সাহিবুল খুত্বওয়াহ্ ওয়ায্যাহ'কাহ্
৪৫. শায়খ আবূ আমর ওসমান ত্বরীফিনী
৪৬. শায়খ আবুল হাসান জাওসাকী, ওরফে আবূ আওয়াজা
৪৭. শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল হক হুযাইমী

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. শায়খ আবূ ইয়া'লা মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনুল প্রমুখ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের সাথে আমাদের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকুন।[৮৬৬]

ইমাম শাতনূফী বলেন, আমাদেরকে খবর দিয়েছেন আবুল হাসান আলী[৮৬৭] ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর ইবনে আলী ইবনে আহমদ। তিনি বলেন, আমি ৬৩০ হিজরীতে বাগদাদে এমন মজলিসে হাযির হয়েছি, যা সেদিন বাগদাদের মাশাইখে ভর্তি ছিল। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে শায়খ আবদুল কাদিরের বাণী মুবারক- "আমার কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর" নিয়ে আলোচনা করছেন। ঐ সময় শায়খ-ই জলীল আবুল আব্বাস সরাসরী বলেছেন, আমি ৫৭৯ হিজরীতে শায়খ আবুস্ সা'উদ (রাহ.)'র সাক্ষাতের ইচ্ছা করলাম। আর আমি তাঁকে শায়খ আবদুল কাদিরের এ উক্তি "আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমিও হাযির ছিলাম, আর আমি নিজেই তাঁর মুখ মুবারক থেকে একথা বলতে শুনেছি। সেদিন তাঁর মজলিসে প্রায় পঞ্চাশজন শায়খ উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা সেই যুগের প্রসিদ্ধ ওলী ছিলেন। আমি তাঁদেরকে দেখেছিলাম যে, যখন তিনি এ কথা বলেছিলেন, তখনই সবাই আপন আপন গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁদের সবার মধ্যে বিনয়ের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল। আমি শায়খ আলী ইবনুল হায়তী (রাহ.) কে দেখেছি তিনি চেয়ারের উপর উঠে তাঁরই দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং শায়খের কদমকে স্বীয় গর্দানের উপর রেখেছেন। তখন শায়খ আবুল হাসান খাফফাফ বাগদাদী বললেন, আমিও আমার সরদার শায়খ আবুস্ সা'উদ থেকে এ কথা কয়েকবার শুনেছি। শায়খ আবূ আমর ওসমান ইবনে সুলায়মান বলেছেন, আমিও শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে কায়েদুল আওয়ানী (রাহ.)'র সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ৫৮৪ হিজরীর ১০ মহররম তারিখে যাবার ইচ্ছা করলাম এবং তাঁকে আমি শায়খ আবদুল কাদির জীলানী (রাহ.)'র এ উক্তি "আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তদুত্তরে তিনিও সেই একই কথা বলেছেন, অর্থাৎ শায়খ আবুস্ সা'উদের মতোই উল্লেখ করেছেন।[৮৬৮]

ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে,

وَهَذِهِ الحِكَايَةُ كَادَتْ اَن تَوَاتَرَ فِي المَعنيِ لِكَثْرَةِ نَاقِلِيْهَا وَعَدَالَتِهِم[৮৬৯]

---

[৮৬৬] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 93, 95; ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬; ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

[৮৬৭] আবহারী বংশোদ্ভূত, জন্ম ও অধিবাসী হিসেবে বাগদাদী, ওফাত কায়রোতে ৬৬৮ হি.।

[৮৬৮] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

[৮৬৯] Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p.49

Dhaka University Institutional Repository

“তাঁর এ ‘কাদামী’ ঘোষণাটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির[৮৭০] মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। কারণ একটি বড় সংখ্যক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেছেন।”

সমস্ত ওলী তাঁর সমীপে স্বীয় গর্দান ঝুঁকালেন

ইমাম শাতনূফী বলেন, আমাদেরকে ফকীহ আবূ গালিব রিযকুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসূফ রাকী বর্ণনা করেছেন, তিনি শায়খ সালিহ আবূ ইসহাক ইবরাহীম রাকী হতে, তিনি মানসূর হতে, তিনি আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মাজিদ রাকী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন “বাহ! বাহ! হে গাউসুল আ'যম! আপনার মর্যাদা কতই না উঁচু। বড় বড় উঁচু মর্যাদা সম্পন্নদের চেয়েও আপনার কদম মোবারক অনেক উঁচুতে রয়েছে। হে সরদারে আউলিয়া! আপনার মর্যাদা কত উঁচু তা কেউ জানে না। কেননা আপনার বরকতময় পায়ের অবস্থা তো এই যে, আল্লাহর সমস্ত ওলী সৌভাগ্য অর্জনের আশায় আপনার পায়ের ধূলা নিজেদের চোখে মালিশ করে থাকে। আরিফগণ আপনার কদমকে রাজমুকুট বলে জানে এবং নিজেদের মাথা নত করে খাজনা দিয়ে থাকে।”[৮৭১] বিষয়টি তখন এমন পর্যায়ে গিয়ে দাড়াল যে, পৃথিবীতে যত বুযুর্গ ব্যাক্তি ছিলেন সবাই একসাথে নিজেদের গর্দান গাউসে পাকের কদমের নিচে বলে স্বীকার করে নেয়।

ইমাম শাতনূফী বলেন, আমাদেরকে আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ও হালাফ ইবনে আহমদ মুহাম্মদ হুরায়মী, তিনি মুহাম্মদ ইবনে হালাফ থেকে, তিনি শায়খ আবূল কাশেম ইবনে আবূ বকর ইবনে আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-আমি শায়খ খলীফা থেকে শুনেছি আর তিনি অনেকবার হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার দ্বারা ধন্য হয়েছেন, তিনি বলেন- “আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম আর আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শায়খ আবদুল কাদির বলেছেন, আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, শায়খ

---

[৮৭০] মুতাওয়াতির বলা হয় বর্ণনার এমন ধারাকে যে, তা সব যুগে কমপক্ষে ৬০ জন বর্ণনাকারী অথবা তার অধিক ব্যাক্তি বর্ণনা করেছেন। এবং প্রত্যেক স্তরে এত অধিক সংখ্যক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর উপর সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকে না বা মিথ্যা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

[৮৭১] আলা হযরত আহমদ রেযা খান, *হাদায়িকে বখশিশ*; আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫; Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p. 35

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল কাদির সত্য বলেছেন আর বলবে না কেন? সে তো কুতুব, আর আমি তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করি।"[৮৭২]

সাইয়্যিদ মাকবুল মুরশিদ বলেন যে,

"Saiyedena Ghaus-ul-Azam under divine command declared, "My foot is on the neck of all walis." Upon this Shaikh Ali bin Hiti proceeded near the platform and put the Hazrat's foot on his neck. Next all persons present stepped forward and bent down their necks."[৮৭৩]

ইমাম শাতনুফী (রাহ.) বলেন যে, "আমাদের নিকট শহরের বিভিন্ন মাশায়িখ সম্পর্কেও, যাঁরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এ সংবাদ পৌছেছে যে, নিঃসন্দেহে তাঁরা তাঁদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন আর আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেনি যে, কেউ সেই কথা অস্বীকার করেছেন।"[৮৭৪]

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মহান দরবারের কুকুর[৮৭৫] ইমাম আহমদ রেযা হানাফী কাদিরী বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের আকা গাউসুল আ'যম জিলানীকে ওই কথা 'আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর' বলার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট খিল'আত প্রেরণ করলেন, তখন তাঁর কাল্‌বে নূরের তাজাল্লি ফরমালেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ওলীকে একত্রিত করা হল। সকলের সম্মুখে ওই খিল'আত পরিধান করানো হল। রিজালুল গায়ব ও ফিরিশতাদের ভিড় হল। তাঁরা সকলে অভিবাদন জানালেন। জগতের সমস্ত ওলী গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন। এখন যে চাই সন্তুষ্ট হোক আর যে চাই অসন্তুষ্ট হোক। আল্লাহ তা'আলার দেয়া এ মর্যাদায় যে সন্তুষ্ট হল তাঁর জন্য রয়েছে মহান

---

[৮৭২] رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَارَسُوْلَ اللهِ! لَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَي رَقَبَةِ كُلَّ وَلِيِّ اللهِ، فَقَالَ صَدَّقَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَكَيْفَ لاَ وَهُوَ الْقُطُبُ وَأَنَا أَرْعَاهُ. ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৭১ ; আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

[৮৭৩] Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p. 27

[৮৭৪] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬

[৮৭৫] আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাহ.) তিনি নিজেকে *ত্বারদুল আফায়ি 'আন খামায়ি হাদিন রাফ'য়ুর রিফায়ি* কিতাবে আদব প্রদর্শন ও আমিত্ব-অহমিকা ভুলে গিয়ে হযরত গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর দরবারের কুকুর বলে সম্বোধন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে অসন্তুষ্ট হলো তাঁর জন্য রয়েছে মহান রবের অসন্তুষ্টি-সে হিংসুকের অন্তর্ভুক্ত।"[৮৭৬]

সেদিনের উপস্থিত দর্শক শ্রোতা এবং তাদের মেনে নেওয়া প্রসঙ্গে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) হযরত ইমাম শাতনূফীর বরাত দিয়ে বলেন যে,

وقال الشيخ نور الدين الشطنوفي: أخبرنا يعقوب بن بدر أن ابن منصور بالقاهرة سنة تسع وتسعين وستمائة قال: دخلت إلى بغداد سنة إحدى وعشرين وستمائة فقصدت زيارة نصرت بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر رضي الله عنه فسمعته يسأل عن قول جده: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى، قال: سمعت والدي وأعمامي يقولون: حضرنا المجلس الذي قال والدنا ذلك فيه وكان في ذلك المجلس أكثر من خمسين نفساً من مشايخ العراق فحنوا كلهم رقابهم ووضع الشيخ علي قدم الشيخ عبد القادر على عنقه.[৮৭৭]

ঘোষণার মজলিসে ইবনে হায়তির কার্যত আমল

আল্লামা ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ ইয়ূসুফ ইয়াকূব ইবনে বাদরান ইবনে মানসূর ইবনে বাদরান আনসারী মুকরী কাহেরী[৮৭৮]। তিনি বলেন, আমি বাগদাদে ৬২১ হিজরীতে প্রবেশ করেছি। আর প্রধান বিচারপতি আবূ সালিহ নসরের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাবে আযজে অবস্থিত তাঁর দাদাজানের মাদরাসায় গেলাম। আমি তাঁর নিকট একদল বুযুর্গকে পেলাম। তাঁদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, আপনি শায়খ আবদুল কাদিরের উক্তি 'আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর' এ প্রসঙ্গে কি শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি আবূ বকর আবদুর রায্যাক এবং আমার চাচাবৃন্দ- আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ, আবূ আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহ্হাব, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম, যাঁরা শায়খ আবদুল কাদিরের আওলাদ (রাহ.) কে বিভিন্ন সময়ে বলতে শুনেছি, আমরা সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যাতে আমাদের পিতা মহোদয় (রাহ.) বলেছিলেন, 'আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপরই।' তখন সে মজলিসে অন্তত পঞ্চাশজন এমন মাশায়িখ ছিলেন, যাঁরা ছিলেন ইরাকের শীর্ষস্থানীয়

---

[৮৭৬] আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৮৭৭] ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৮৭৮] ওফাত ৬৬৭ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ। তাঁরা সবাই তাঁদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন আর ইবনুল হায়তী (রাহ.) তো তাঁর কদম শরীফকে নিজ গর্দানের উপরই রেখে দিয়েছিলেন।[৮৭৯]

রইসুল মোহাদ্দিসীন মোল্লা আলী কারী (রাহ.) বলেন যে, “তরীকতের ইমামগণের সরদার শায়খ আলী ইবনে আল-হায়তী দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মিম্বরের পাশে গিয়ে তাঁর বরকতময় কদম নিজ কাঁধের উপর রাখলেন, যাতে তাঁর ঘোষণার উপর কার্যত আমল হয়।”[৮৮০]
শায়খ ইবনে ইয়াহইয়া আত-তাদিফি তাঁর গ্রন্থে এ ব্যাপারে বলেন যে,
"Shaikh 'Ali ibn al-Hiti sprang to his feet at once, then climbed the steps up to the lectern, where he grasped the Shaikh's foot and set in upon his neck, as he placed his head beneath the him of the Shaikh's robe. All of those present extended their necks in this same manner."[৮৮১]

শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী এ ব্যাপারে বলেন যে,
أنه كان يوماً في منبر رباطه جالساً في بساطه، لوعظه وانبساطه، وكان عامة المشايخ قريباً من خمسين ولياً حاضراً عنده، إذ جرى على لسانه في أثناء بيانه، قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، فقام رئيس المشايخ الشيخ علي الهيتي_ بكسر الهاء_ وصعد المنبر وأخذ قدمة ووضعها على رقبة، تحقيقاً لمقالتة وتسليماً العارفين، فإنهم تواضعوا له.[৮৮২]

পূর্ব পশ্চিমের সবাই গর্দান ঝুঁকে দেয়

আব্দুল্লাহ ইবনে আল ইয়াফী শাফেয়ী (রাহ.) বলেন যে, আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর এ ঘোষণার পর আমি দেখি যে, পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত ওলীরা তাঁর কদমের নিচে নিজ নিজ গর্দান ঝুঁকে দেন।

---

৮৭৯ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৮৮০ মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯
৮৮১ Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 95
৮৮২ আস-সাইয়্যিদ মি‘আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

الشيخ أبو محمد القاسم قال: لما أُمر الشيخ عبد القادر بقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله رأيتُ الأولياء بالمشرق والمغرب واضعين رؤوسهم تواضعًا إلا رجلاً بأرض العجم فإنه لم يفعل، فتوارى عنه حاله.[৮৮৩]

বায়েজিদ বোস্তামীর (রাহ.)-এর গর্দান ঝুঁকানো

গাউসে পাকের জন্মের প্রায় তিনশত বছর পূর্বে মহান ওলী বুযুর্গ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাহ.)-এর কাছ থেকে এমন একটি ঘটনা পাওয়া যায়। তিনি একবার মজলিসে স্বীয় মুরীদদের সাথে আলাপরাত অবস্থায় স্বীয় মাথা নত করে দিয়ে বললেন, "তাঁর কদম আমার গর্দানের উপর, উপস্থিত মুরীদগণ কর্তৃক তাঁর রহস্য জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তরে বলেন যে, আজ থেকে তিনশত বছর পর একজন ওলী আল্লাহ দুনিয়ায় আসবেন যিনি ঘোষণা করবেন যে, সকল অলির গর্দানের উপর আমার কদম। সে সময় আমি জাহেরি দুনিয়ায় থাকবো না বলে আগাম স্বীকৃতি দিয়ে দিলাম।"[৮৮৪] অর্থাৎ পূর্ববর্তী বুযুর্গ ব্যাক্তিদের মধ্য থেকেও তাঁর এ বাণীর প্রতি স্বীকৃতি আমরা খুঁজে পাই।

জুনাইদ বোগদাদী (রাহ.)-এর গর্দান ঝুঁকানো

পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মধ্য থেকে হযরত জুনাইদ বোগদাদী (রাহ.)ও আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর এ ঘোষণা কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। "তিনি একদিন লোকজনের সামনে বক্তৃতা করছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন- 'তাঁর কদম আমার গর্দানের উপর'। হঠাৎ বক্তব্যের মাঝে জুনাইদ বোগদাদী (রাহ.) এর মুখে এমন কথা শুনে উপস্থিত সবাই তাঁকে জিজ্ঞেস করল এ কথার হাকিকত বা রহস্য কি বলার জন্য। তখন তিনি বললেন যে, এইমাত্র কাশফে বা অদৃশ্য জগত থেকে জানানো হল যে ৫০০ হিজরীর শেষ দিকে এক মহান বুযুর্গ লোক আসিবে, যার নাম হবে আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এবং উপাধি হবে 'মুহিউদ্দীন'। জন্ম হবে তাঁর জিলানে আর বসতি হবে বাগদাদে। তিনি আল্লাহর আদেশে বলবেন যে, 'আমার এই কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীদের গর্দানের ওপর'। তাঁর শান দেখে আমিও আমার গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছি।"[৮৮৫]

হযরত মুঈনুদ্দিন চিশতী (রাহ.)-এর গর্দান ঝুঁকানো ও মর্যাদা প্রাপ্তি

---

৮৮৩ আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৮৮৪ মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৮৮৫ قَدَمُهُ عَلي رَقَبَتِيْ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪. ৬৭; মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ.১২; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

Dhaka University Institutional Repository

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.) ছিলেন পিতার দিকে হোসাইনী আর মায়ের দিক দিয়ে হাসানী বংশধারার। সম্পর্কে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) ছিলেন মামা আর তিনি ছিলেন ভাগিনা। গাউসে পাকের চাচার মেয়ে ছিলেন তাঁর মা। গাউসে পাক যখন এ ঘোষণা দেন তখন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.) হিন্দুস্থানের পথে খোরাসানের এক পর্বত গুহায় ধ্যানরত ছিলেন। তিনি সেখান থেকে বাগদাদ শরীফের এ ঘোষণা আধ্যাত্মিকভাবে অবগত হয়ে সাথে সাথে বলে উঠলেন- "আপনার চরণগযুগল আমার কাধেঁ নয়, বরং আমার চোখে এবং মাথায় স্থাপন করে নিলাম।"[৮৮৬] খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.)-এর এ আদব ও নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) তাঁকে 'সুলতানুল হিন্দ' উপাধী দান করেন।[৮৮৭]

অবশ্য পরবর্তীতে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.) বাগদাদে যান এবং গাউসে পাকের খেদমতে প্রায় ৬০ দিন ছিলেন। সেখান থেকে তিনি ফয়েয ও বরকত হাসিল করেন।

আহমদ কবির রিফায়ী (রাহ.)-এর গর্দান ঝুঁকানো

ইমাম আলী শাতনূফী (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে হযরত আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খাযির হুসাইনী মুসলী খবর দিয়েছেন, তিনি শায়খ আবূল ফরাজ আবদুল মহসিন ইবনে মুহাম্মদ মুকিররী হতে, তিনি শায়খ আবূ বকর আতীক ইবনে আবূল ফযল বাগদাদী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- "আমি শায়খ আহমদ ইবনে আবূল হাসান রিফা'ঈর সাথে উম্মে উবাইদায় সাক্ষাত করেছি। তাঁর বয়োবৃদ্ধ ও প্রবীণ মুরিদগণকে বলতে শুনেছি যে, একদা আমাদের শায়খ এ জায়গায় বসা ছিলেন, তখন তিনি সামনের দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকালেন এবং বললেন, আমার গর্দানের ওপর। এ ব্যাপারে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন, এখনই বাগদাদে শায়খ আবদুল কাদির জিলানী

---

[৮৮৬] قَدَمُكَ عَلي عَيْنَيَّ وَ رَأْسِيْ، অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

[৮৮৭] "Sultan of Hind, Khwaja mu'inuddin Chisti, Was at the time in a cave in the hills of Khorasan. When he heard the declaration with his spiritual ears, he said that the foot of the Ghaus was on his eyes and head as well. For this submission the Khawaja Sahib was granted the spiritual kingdom at india." Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p.27, 28

Dhaka University Institutional Repository

(রাহ.) বলেছেন, আমার এ কদম আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের ওপর। তাই ওই সময় আমি গর্দান নত করেছি। সুতরাং তিনি সে সময় যা ঘোষণা করেছেন তার ওপর যথাযথ আমল হল।”[৮৮৮]

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেন যে,

كَذَا ابْنُ الرِّفَاعِيْ كَانَ مِنِّيْ   فَيَسْلُكُ فِيْ طَرِيْقِيْ وَاشْتِغَالِيْ

অর্থাৎ “এই ভবেতে মোর দলেতে ভুক্ত হলেন ইবনে রাফাই
মোর তরীকায় চলেন তিনি, নেন মেনে মোর কর্মধারই।”[৮৮৯]

উক্ত মজলিশে আলিমগণের রুহের উপস্থিতি

সাইয়্যিদ শরীফ আবূ সা'দ কায়লুভী (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন ফকীহ-জলীল আবূ গালিব রিয্‌কুল্লাহ[৮৯০] ইবনে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ রাকি শাফে'ঈ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ ইসহাক ইব্রাহীম[৮৯১] ইবনে শায়খ পেশ্‌ওয়া আবুল ফাত্‌হ মনসূর ইবনুল আকদাম রাকী। অতপর তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ মনসূর[৮৯২]। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ[৮৯৩] ইবনে মাজেদ রাকী।

উপরোক্ত বর্ণনাকারী ছাড়াও বর্ণনা করেছেন, শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ[৮৯৪] ইবনে ইসমাঈল ইবনে হামযাহ ইবনে আবুল বারাকাত মুরারক ইবনে হামযাহ্ ইবনে ওসমান ইবনে হাসান বাগদাদী আযজী। তিনি বলেন, আমাদেরকে দু'জন শায়খ সংবাদ দিয়েছেন। একজন হলেন শায়খ–ই মু'আম্মার আবুল মুযাফ্‌ফার মনসুর ইবনে মুবারক ইবনে ফুদ্বাযল ইবনে আবুল ওয়াসেত্বী ওয়া'ইয এবং দ্বিতীয়জন হলেন ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ[৮৯৫] ইবনে আবুল হাসান আবুল ফাদ্বল শামী।

---

[৮৮৮] زُرْتُ الشَّيْخَ سَيِّدَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّفَاعِيْ (رضي) بِأُمِّ عُبَيْدَةَ فَسَمِعْتُ أَكَابِرَ أَصْحَابِهِ وَ قُدَمَاءَ مُرِيْدِيْهِ يَقُوْلُوْنَ: كَانَ الشَّيْخُ يَوْمًا جَالِسًا فِيْ هَذَا الْمَوْضِعِ، فَحَنَا رَأْسَهُ وَ قَالَ : عَلَي رَقَبَتِيْ، فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : قَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ أَلآنَ بِبَغْدَادِ : قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَي رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ، فَأَرْخَنَا ذَلِكَ الْوَقْتَ فَكَانَ كَمَا قَالَ فِيْ ذَلِكَ الْوَقْتِ بِعَيْنِهِ. আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫; আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩; Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p.30-31

[৮৮৯] আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাহ.), পৃ. ০১

[৮৯০] ওফাত কায়রোতে ৬৬৯ হি.।

[৮৯১] ওফাত ৬২৩ হি.।

[৮৯২] ওফাত ৫৮৬ হি.।

[৮৯৩] ওফাত ৫৬০ হি.।

[৮৯৪] ওরফে ইবনুত তাব্বাল, ওফাত বাগদাদে ৬২৭ হি.।

[৮৯৫] হাবারী বংশোদ্ভূত ও বাগদাদে বসবাসকারী। ওফাত বাগদাদে ৬০১ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা বলেছেন, আমরা সাইয়্যিদ শরীফ শায়খ পেশ্ওয়া আবূ সা'দ কায়লভী (রাহ.) থেকে কায়লুভিয়ায় শুনেছি। তিনি বলেছিলেন- যখন শায়খ আবদুল কাদির জিলানী বললেন, 'আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপরই' তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরের উপর তাজাল্লী বা বিশেষ জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে নৈকট্যধন্য ফিরিশতাদের একটি দলের হাতে বিশেষ পোশাক নিয়ে তাঁর নিকট আসলেন এবং সে বিশেষ পোশাকটি তাঁকে ওলীগণের সামনে পরিয়েছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুযুর্গদের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সশরীরে, আর যাঁরা ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের রুহ সহকারে উপস্থিত ছিলেন। আর ফিরিশতাগণ ও রিজালুল গায়ব সে মজলিসকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন এবং বাতাসে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; এমনকি চারিদিক থেকে দিগন্ত তাঁরা বন্ধ করে ফেলেছিলেন। তখন পৃথিবীপৃষ্ঠে এমন কোন ওলী ছিলেন না, যিনি গর্দান ঝুঁকান নি।"[৮৯৬]

Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam and some Qadiri walis গ্রন্থে এসেছে যে, "Walis all over the world saw with their spiritual eyes that the flag of the rank of Qutb was hoisted in front of him, and the crown of Ghaus was placed on his head."[৮৯৭]

আবু হামিদ মুহাম্মদ আহমদ রিদা কাদরী (রাহ.) বলেন যে, ইমাম হবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) কয়েকজন প্রসিদ্ধ ওলীদের নাম উল্লেখ করেন যারা গাউসে পাকের এ ঘোষনার পর নিজেদের গর্দান ঝুঁকিয়ে দেন।

ক) "সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার প্রসিদ্ধ ওলীয়ে কামেল হযরত সৈয়দ আবদ আল কাহির আবু নাযিব সোহরাওয়ার্দী, যিনি ঐ সময় নিজের গর্দান ঝুঁকিয়ে দেন এবং বলেন যে, আপনার কদম শুধু আমার গর্দানেই না বরং আমার মাথায়।

খ) হযরত সৈয়দ আবু মাদায়ান শুয়াইব মাগরিবী (রাহ.) তাঁর মাথা ঝুকে দেন এবং বলেন, আমিও তাদের মধ্যে একজন। ও আল্লাহ তুমি এবং তোমার ফেরেশতারা সাক্ষী থাক এর উপর যে, আমি তাঁর ঘোষনা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি।

---

৮৯৬ لَمَّ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَي رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ تَجَلَّي الْحَقُّ وعزوجل عَلَي قَلْبِهِ وَجَائَتْهُ خِلْعَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي يَدِ طَائِفَةٍ مِّنَ الْمَلَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَأَلْبَسَهَا بِمَحْضَرِ مِنْ جَمِيْعِ الْأَوْلِيَاءِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَمَا تَأَخَّرَ الْأَحْيَاءُ بِأَجْسَادِهِمْ وَالْأَمْوَاتُ بِأَرْوَاحِهِمْ وَكَانَتِ الْمَلَئِكَةُ وَرِجَالُ الْغَيْبِ حَافِّيْنَ بِمَجْلِسِهِ وَاقِفِيْنَ فِي الْهَوَءِ صُفُوْفًا حَتَّي اسْتَدَّ الْأُفُقُبِهِمْ وَلَمْ يَبْقَ وَلِيٌّ فِي الْأَرْضِ إِلَّاحَنَا عُنُقَهُ. ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২১; আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪

৮৯৭ Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p.27

Dhaka University Institutional Repository

গ) হযরত সৈয়দ আবদ আল রহিম কানাভি (রাহ.) তাঁর কাঁধ নিচে ঝুঁকিয়ে দেন এবং বলেন, সত্যবাদী নিশ্চয় সত্য বলেছেন।"[৮৯৮]

উক্তিকে সত্যায়ন করে ফিরিশতাদের সাক্ষ্য

শায়খ আল্লামা শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ[৮৯৯] ইবনুশ শায়খ ইমাম আলিম ইমাদুদ্দীন আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে আদুল ওয়াহিদ ইবনে আলী মুকাদ্দাসী হাম্বলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শায়খ শরীফ আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ[৯০০] ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ খতীব। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবুল কাসিম ওমর[৯০১] ইবনে মাস'ঊদ। তিনি বলেন, আমি বকা ইবনে বত্তু নহর-মুলকীকে বলতে শুনেছি- "যখন শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) বলেছেন- আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপরই' তখন ফিরিশতাগণ বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি সত্য বলেছেন।"[৯০২]

তিনশত ওলী ও সাতশত অদৃশ্য বুযুর্গবর্গের গর্দান ঝুকানো

আবুল ফদল মানসূর ইবনে আবুল ফারাজ ইরাকী বর্ণনা করেন শায়খ কামাল উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সামরুওয়াই থেকে, তিনি বর্ণনা করেন শায়খ সালিহ আবু মুহাম্মদ ইয়সূফ ইবনে মুযাফফর ইবনে শুজা বাগদাদী থেকে, তিনি বলেন ৫৫৬ হিজরীর প্রথম দিকে আমি শায়খ আদী ইবনে মুসাফির (রাহ.) এর নিকট সাক্ষাতের জন্য গেলাম। তিনি আমাকে বললেন,

---

a) [৮৯৮] the patron saint of the Suhrawardi sufi order, Haerat Sayyidi Abd al-Qahir Abu-Najib Suhrawardi (R.) who bent his head and said: 'not only on my neck but also on my head, on my head.'
b) Sayyidi Shaykh Ahmad al-Rifai (R.) bent his head and said: 'this small Ahmad is also amongst them on whose neck is the foot the Master.' When he was asked about his strange action and comment, he replied: 'at this moment, Shaykh Sayyid Abk al-Qadir (R.) has announced in Baghdad that his foot is on the necks of all the awliya of Allah, therefore I too humbly said that this small Ahmad is also amongst them.
c) Hadrat Sayyidi Abu-Madyan Shuib Maghribi (R.) also bent his head and said: 'I am also amongst them. O Allah! I make you and all the Abgels a witness that I heard the command of Qadami and obeyed.
d) Hadrat Sayyidi Abd al-Rahim Qanawi (R.) bent his neck to the ground and said: 'the truthful has spoken the truth.' Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p.46

[৮৯৯] ওফাত কায়রোতে ৬৬৫ হি.।

[৯০০] ওরফে ইবনে মনসূরী, ওফাত বাগদাদে ৬৩১ হি.।

[৯০১] ওরফে বাযযার, ওফাত বাগদাদে ৫৯৩ হি.।

[৯০২] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২১

Dhaka University Institutional Repository

তুমি কোথা থেকে এসেছ? আমি বললাম যে, আমি শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)'র একজন মুরীদ এবং আমি বাগদাদ থেকে এসেছি। তখন তিনি বলে উঠলেন, বাহ বাহ তিনিই তো পৃথিবীর কুতুব। আল্লাহর তিনশত ওলী এবং সাতশত রিজালুল গায়েব, যারা যমীনে বসেন এবং বাতাসে উড়েন, তাঁরা একই সময়ে তাঁদের নিজ নিজ গর্দান তাঁর সামনে ঝুকিয়ে দিয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন- 'আমার এ কদম প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর'। শায়খ সালিহ আবু মুহাম্মদ ইয়সূফ ইবনে মুযাফফর ইবনে শুজা বলেন, এ উক্তি আমার নিকট খুব বড় মনে হল। অতপর আমি দীর্ঘদিন পর উম্মে ওবায়দার ঘরে শায়খ আহমদ ইবনুর রেফাঈ (রাহ.)'র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এলাম। তখন আমি তাঁর নিকট শায়খ আদী থেকে যা শুনেছি, তা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, শায়খ আদী সত্য বলেছেন।[৯০৩]

এ ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন যে,
ثم أسند من طريق عدّي بن مسافر والشيخ أحمد الرفاعي أنهما قالا: لما قال الشيخ ذلك وضع ثلاثمائة ولي وسبعون ولياً أعناقهم في وقت واحد. ثم نقل عن الشيخ لؤلؤ الأرمني بفصيل عدد من فعل ذلك فقال: كان منهم بالحرمين سبعة عشر نفساً، وبالعراق مائة وستة، وبالعجم أربعة, وبالشام ثلاثون، وبمصر عشرون، وبالغرب سبعة عشر، وباليمن ثلاثة وعشرون، وبالحبشة أحد وعشرون، وبسد يأجوج ومأجوج عشرة، وبجزائر- البحر المحيط سبعة وأربعون، وبوادي سرنديب أربعة وعشرون، وبجبل قاف سبعة.[৯০৪]

Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam and some Qadiri walis গ্রন্থে এসেছে যে,
"300 walis and 700 rijal-ul ghaib (hidden persons). some of whom used to dwell on earth and fly about in the air, bent down their necks. Deputations from the pious jinn were present in the assembly of Saiyedena Ghaus-ul-Azam. All expressed the Ghaus their repentance, before they left the assembly."[৯০৫]

---

৯০৩ ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২৩; Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p.33; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 102; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১;

৯০৪ ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৯০৫ Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p.27

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীলংকা থেকে প্রকাশিত ‘*খুলাসাতুল মাফাহির*’ গ্রন্থে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে,

الشيخ عدي بن مسافر الأموي قدِّس سرُّه، والشيخ أحمد الرفاعي قدِّس سرُّه روى عن الشيخ عدي أنه لما ذكر بين يديه الشيخ عبد القادر قال: بخٍ بخٍ، ذلك قطب الأرض، وضع ثلاثمائة وليٍّ لله، وسبعمائة غيبي، ما بين جالسٍ في الأرض ومارٍّ في الهواء، ممتدة أعناقهم له في وقتٍ واحدٍ حين قَال: قدمي هذه على رقبة كل وليٍّ لله[৯০৬]

জিন জাতি কর্তৃক স্বীকৃতি

শায়খ আদী, শায়খ মাজিদ কুর্দী ও শায়খ মাতার (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ মাজিদ[৯০৭] ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ ইবনে আবু বকর ইবনে সীমা ইবনে গানিম ইরাকী হালওয়ানী বাগদাদী। তিনি বলেন আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শায়খ সালিহ আবূ বকর মুহাম্মদ[৯০৮] ইবনে শায়খ আওয়াদ সালামাতুল গাররাদ বাগদাদী সূফী। তিনি বলেন, আমাদেরকে আমার পিতা আওয়াদ খবর দিয়েছেন, যিনি হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মুরীদ ছিলেন, তিনি বলেন- আমি এবং শায়খ মুহাম্মদ শাম্বলী, শায়খ আবূ আহমদ বাকী ইবনে আবদুল জব্বার হারাভী বাগদাদী সূফী হারাদী ও শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মেহের ইবনে মুহাম্মদ খায়লানী বাগদাদ থেকে শায়খ আবূ মাজিদ কুর্দী (রাহ.)-এর সাক্ষাতের জন্য জাবালে হামরায়নের দিকে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা তাঁর দরবারে আসলাম, তখন তিনি আমাদের খুব সমাদর করলেন। কিছুদিন আমরা তাঁর নিকট অতিবাহিত করলাম। যখন আমরা তাঁর নিকট থেকে ফেরার অনুমতি চাইলাম তখন তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে একটি ‘তোশাহ’ বা সফরের উপহার দিচ্ছি। সেটি আপনারা আমার কাছ থেকে নিয়ে যান। তা হচ্ছে- যখন শায়খ আবদুল কাদির বলেছিলেন, “আমার এ কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানেই, তখন আল্লাহর যমীনে এমন কোন ওলী ছিলেন না, যিনি নিজ গর্দান আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে এবং তাঁর মর্যাদার কথা স্বীকার করতে গিয়ে ঝুঁকাননি। আর সে সময় জিনদের মধ্যে নেককার জিনদের এমন কোন মজলিস ছিল না, যাতে উল্লেখ হয়নি। আর প্রতিটি দিগন্ত থেকে নেককার জিনদের প্রতিনিধি দলগুলো তাঁর দরবারে মুসলমান হয়ে এবং তাঁর হাতে তাওবাকারী হয়ে এসেছিল এবং তাঁর গৃহের দরজায় তারা সমবেত হয়েছিল।” তিনি বলেন, আমরা তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিলাম। আর আমরা ফেরার পথে শায়খ মাত্বাব (রাহ.)-এর সাক্ষাতে গেলাম। আমরা শায়খ মাজিদ থেকে যা শুনেছি তা আমাদের কাছে খুব

---

[৯০৬] আব্দুল্লাহ ইবনে আস‘আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৯০৭] তাঁর ওফাত কায়রোতে ৬৭১ হি.।

[৯০৮] ওফাত বাগদাদে ৬৩০ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হল। যখন আমরা তাঁর দরবারে পৌঁছলাম, তখন তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, "আমার ভাই মাজিদ আমাদেরকে শায়খ আবদুল কাদির সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সত্য।"[৯০৯]

অস্বীকারকারীর বিলায়াত বিলোপ

বিলায়াত প্রাপ্ত ওলী আনুগত্য না করার কারণে বেলায়াত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ রেযা খান (রাহ.) বলেন যে, "আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর এ ঘোষনার পর কেউ যদি তাঁর আনুগত্য প্রদর্শনে অস্বীকার করে তাহলে সে বেলায়াত প্রাপ্ত হয় না।"[৯১০]

মোল্লা আলী কারী (রাহ.) বলেন যে, "অনারব দেশীয় এক ওলী তাঁর এ ঘোষণাকে অস্বীকার করলে তার বিলায়াত লোপ পেয়ে যায়।"[৯১১]
শায়খ সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানী বলেন-
أن واحداً من العجم امتنع من الانقياد له، فسلبت الولايه عنه، وهذا تنبيه نبيه على إنه قطب الأقطاب، والغوث الأعظم في هذا الباب.[৯১২]
এ ব্যাপারে আল তাদিফি তার *কাওয়ায়েদুল জাওাহের* গ্রন্থে উক্ত ব্যাক্তিটি পারস্যের উল্লেখ করে বলেন যে, "Shaikh lulu al Armani said, 'I saw the saints in the East and the West, all bowing their heads in profound humility, with the solitary exception of a man in Persia. He did not do it, so his spiritual state evaporated and deserted him."[৯১৩]

কদম গর্দানের উপর উক্তির ভিন্ন অর্থ

কেউ কেউ এ কদমকে তরীকা হিসেবে বুঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ আমার গর্দান তোমাদের সবার ওপর বলতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সকল তরীকার ওপর আমার কাদেরিয়া তরীকা। এ

---

[৯০৯] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, ibid, p. 102
[৯১০] Abu Hamid Muhammad Ahmad Rida al-Qadiri, Ibid, p.42
[৯১১] মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
[৯১২] আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
[৯১৩] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 106

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে শায়খ আত-তাদিফী বলেন যে, "There are some who maintain: The word 'foot' is used figuratively of metaphorically [majazi] is this context, and should not be taken literally [haqiqi], because this metaphorical sense is compatible with good manners, and makes its general application possible. The word 'foot [qadam]' is often used as a synonym for 'path [tariqa],' as in an expression like: So and so is on a praiseworthy foot [qadam hamid], that is to say, a praiseworthy path [tariqa hamida] or, a spledid performance of worshipful service or, a beautiful mode of conduct, and so on."[৯১৪]

সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসেমি কাদেরিও এ ব্যাপারে তাঁর গ্রন্থে বলেন,

قدم کی مجازی معنے یے جایں تواس سے مراد آپ کا طریقہ ولایت ہے اس معنے کے مطابق حضور غوث اعظم رحمۃ الله علیہ کے فرمان عالی کا یہ مطلب ہو گاکر آپکا طریقہ ولایت دگیرتام اولیا ے اولین وآخرین کے طریقوں ے برترہے-
ایک اور معنے کے مطابق قدم سے مراد قرب ووصل المھی کے لحاظ سے آپ کا عالی مرتبہ ہونا سےاس معنے کے مطابق حضور غوث اعظم رحمۃ الله علیہ کے فرمان عالی کا یہ مضموم ہوگا کہ تمام اولیا ئی اولین وآخرین کے مراتب کی جوانتھا ہے دہ آپ کے مرتبے کے ابتدا ہے کیونک ظا ہری ملبند کے لحاظ ے انسان کے گردن اورسر اس کے جسم کا انتہائی مقام ہے جبک اس کا قدم ابتدائی مقام ہے-[৯১৫]

অন্য অনেক বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে সায়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন কিলানীও বলেন,

وهذه المقولة (قدمي هذا على رقبة كل ولي) شرحت وفسرت كثيراً، وخلاصة ذلك(قدمي هذا) أي طريقتي هذه ومنهجي هذا، (على رقبة كل ولي) واجبة الإتباع لمن يدعي الولاية،[৯১৬]

মোদ্দাকথা হলো, আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর প্রবর্তিত কাদেরিয়া তরীকা পৃথিবীর তরীকাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং তাঁর কদম সংক্রান্ত উক্তিটি তরীকার শ্রেষ্ঠত্বের দিকটিও বুঝানো হতে পারে।

---

[৯১৪] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 97

[৯১৫] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯, ৭০

[৯১৬] আস-সাইয়্যিদ মি'আদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

কুতুবিয়াতের ঝাণ্ডা বহনকারী

শায়খ মাকারিম (রাহ.) বলেছেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ[৯১৭] ইবনে সালিহ ইবনে ইয়াহয়া ইবনে মুহাম্মদ করশী বাগদাদী হাম্বলী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আল্লামা মুহিউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ[৯১৮] ইবনে হামিদ ইবনে মুহাম্মদ। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান[৯১৯] ইবনে শায়খ আবূ হাফস ওমর ইবনে আবূ নসর ইবনে আলী ইবনে আবদুদ্ দায়েম বাগদাদী ইবনে গায্যাল। তিনি বলেন, শায়খ আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইবনে শায়খ মুহিউদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সাথে তাঁর পিতার মাদ্রাসায় বাবে আযজে ৫৬৯ হি. আমি সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, আপনি কি সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে আপনার পিতা একথা ঘোষণা করেছিলেন, আমার কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আর ওই মজলিসে আনুমানিক পঞ্চাশজন এমন মাশায়িখ ছিলেন, যাঁরা খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি তাঁদের সবাইকে দেখেছি, তাঁরা নিজ নিজ গর্দান ঝুঁকিয়ে দিলেন।

আর যখন শায়খ আপন গৃহে প্রবেশ করলেন এবং শায়খ মাকারিম, শায়খ মুহাম্মদ খাস্, শায়খ আহমদ ইবনুল আরবী এবং তাঁর শীষ্য দাউদ ব্যতীত, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সবাই চলে গেলেন, তখন আমি এবং আমার দুই ভাই আবদুল আযীয ও আবদুল জব্বার তাঁদের কাছে গিয়ে বসলাম। তখন শায়খ মাকারিম বললেন- আল্লাহ তা'আলা আমাকে সেদিন হাযির রেখেছেন যেদিন ঐ লোকদের মধ্যে যাঁদের বেলায়ত দেশে স্বীকৃতি পেয়েছিল, কাছের কিংবা দূরের, তাঁদের মধ্যে কোন ওলীই ছিলেন না, কিন্তু তিনি দেখতে পেয়েছেন যে কুতুবিয়াতের ঝাণ্ডা শায়খ আবদুল কাদিরের সম্মুখে উড্ডীয়ন রয়েছে এবং গাউসিয়াতের তাজ তাঁর মাথার উপর রাখা হয়েছে এবং সেটাও দেখেছেন যে, তাঁর উপর দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তাকে ব্যাপকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের বিশেষ পোশাক শোভা পাচ্ছিল। আল্লাহর রহমতে তিনি যাকে চান বেলায়ত দিতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা বহিষ্কার করতে পারেন। সেটা তরীকত ও হাকীকতের নকশা দ্বারা খচিত। আর আমি তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি- আমার কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর। আর একই সময়ে

---

[৯১৭] ওফাত কায়রোতে ৬৭৩ হি.।

[৯১৮] আমাদী বংশোদ্ভূত, বাগদাদে বসবাসকারী হাম্বলী, ওরফে তাওহীদী। হাফেয আবু বকর আবদুর রাযযাকের দৌহিত্র এবং ওফাত বাগদাদে ৬৩৯ হি.।

[৯১৯] তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ওয়া'ইয। ওফাত বাগদাদের মনসূর জামে মসজিদে ৬১৪ হি. রজব মাসের শুরুতে।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর প্রত্যেক ওলী নিজ নিজ মাথা নিচু করে নিয়েছেন, এমনকি দশজন আবদালও, যাঁরা বিশ্ব-রাজ্যের বিশেষ মর্যাদায় আসীন এবং যুগের সুলতান। আমি বললাম, তাঁরা কারা? বললেন, শায়খ বকা ইবনে বত্তু, শায়খ আবূ সা'দ কায়লুভী, শায়খ আলী ইবনে হায়তী, শায়খ ইবনে মুসাফির, শায়খ মূসা যাওলী, শায়খ আহমদ ইবনে রেফা'ঈ, শায়খ আবদুর রহমান তাফসুনজী, শায়খ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বসরী, শায়খ হায়াত ইবনে কায়স হাররানী এবং শায়খ আবূ মাদয়ান মাগরেবী (রাহ.)।

তখন শায়খ আবূ মুহাম্মদ খাস এবং শায়খ আহমদ ইবনুল আরবি তাঁকে বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। তিনি বললেন, আমি এবং আমার দু'ভাই তাঁর নিকট থেকে এ কথা মুখস্থ করে নিয়েছি এবং সেটাকে আমাদের কাছে সংরক্ষিত রেখেছি। ইবনে গাযযাল বলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে ফিরে গেলাম এবং তাঁর দু'ভাই আবদুল জব্বার ও আবদুর রহমান আযীযের নিকট এলাম। তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন তাঁরা তেমনি জবাব দিয়েছেন, যা তিনি বলেছিলেন এবং সামান্যটুকুও এর বিপরীত বলেন নি।[৯২০]

[৯২০] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাতনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের মতামত

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের মতামত

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এমন এক জগত বিখ্যাত মহা তাপস ছিলেন যে, তাঁর আগমনী সংবাদ জানিয়ে তাঁর নাম এবং কর্মের কথা উল্লেখপূর্বক জন্মের পূর্বেই অনেক মনীষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর মহান সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমসাময়িক বহু কীর্তিমান পুরুষগণ তাঁর দরবারে ছুটে আসেন এবং তাঁর শানে কাসিদা রচনা করেন। এমনকি তাঁর ওফাতের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিশ্ববিখ্যাত স্কলাররা অসংখ্য মানকাবাত, কাসীদা, বক্তব্য, উক্তি ও কিতাব রচনা করেছেন। আমি সেগুলো থেকে কিছু আমার গবেষণায় উল্লেখ করছি।

ঈসা (আ.) কর্তৃক সমকালীন বিশ্বে উত্তমজনের স্বীকৃতি

ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন-

وقال عمر الكهماني: تكن مجالسه تخلو ممن يسلم من اليهود والنصارى أو يتوب من المسلمين من قلع الطريق أو قتل النفس وغير ذلك، قال: وأتاه راهب فأسلم علي يديه ثم قال للناس: أتى رجل من أهل اليمن وأن الإسلام وقع في نفسي وقوّى عزمي على أن لا أسلم إلا على يد خير أهل اليمن في ظني وجلست متفكراً فغلب عليّ النوم فرأيت السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقول لي: يا سنان، اذهب إلي بغداد وأسلم على يد الشيخ عبد القادر فإنه خير أهل الأرض هذا الوقت.[৯২১]

উমর কেহমানি বলেন, একদিন ইয়ামান দেশ হতে একজন খৃষ্টান হযরত গাউসে পাকের (রাহ.) দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হুযুর গাউসে পাক (রাহ.) তাকে পাশে বসিয়ে ঈসায়ী ধর্ম ত্যাগ করে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, আমি রাব্বুল আলামিনের নিকট সর্বদা দোয়া করতাম যে, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাকে সত্য ধর্মের উপর পরিচালিত করো। তুমি আমাকে এমন একজন কামেল পুরুষের সাক্ষাত ঘটিয়ে দাও, যেন আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নব জীবন লাভ করতে পারি। এরপর একদিন ঈসা (আ.) আমাকে স্বপ্নে এসে বললেন, তুমি অতিসত্ত্বর বাগদাদ চলে যাও। সেখানে গিয়ে মাহবুবে ছোবহানী সৈয়দ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর নিকট গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। কেননা বর্তমান পৃথিবীতে তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ব্যক্তি।

---

[৯২১] ইমাম শিহাবউদ্দিন আবিল ফাদল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬, ২৭; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী আলিমদের মতামত

হযরত খিযির (আ.)-এর উক্তি

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন, আমাদেরকে শায়খ আবুল মুহাসিন ইউসূফ ইবনে আহমাদ বসরী খবর দিয়েছেন, তিনি শায়খুল আলম আবু তালিব আবদুর রহমান ইবনে হাশিমী ওয়াসিতী হতে, তিনি শায়খ জামাল উদ্দীন আবু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বসরীকে বসরায় একথা বলতে শুনেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল যে, হযরত খিযির (আ.) কি জীবিত, না ইন্তেকাল করেছেন। তিনি বললেন, আমি হযরত খিযির (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আর তাঁর নিকট শায়খ আব্দুল কাদির (রাহ.) এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন হযরত খিযির বললেন, "তিনি এ যুগের আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দার মধ্যে অদ্বিতীয়, সমস্ত ওলীদের 'কুতুব'। আল্লাহ তায়ালা কোন ওলীকে যেই মকামে পৌছিয়েছেন, তার চেয়ে উঁচু মকাম শায়খ আবদুল কাদিরকে দান করেছেন, তাঁর কোন বন্ধুকে স্বীয় ভালবাসায় যেই পবিত্র মদিরা পান করিয়েছেন, তার চেয়ে উত্তম সুস্বাদু পবিত্র মদিরা শায়খ আবদুল কাদিরকে পান করিয়েছেন। তাঁর কোন নৈকট্যধন্য ব্যক্তিকে যেই 'হাল' বা অবস্থা দান করেছেন, তাঁর চেয়ে উত্তম হাল শায়খ আবদুল কাদিরকে দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মধ্যে আপন রহস্যসমূহ আমানত রেখেছেন, ফলে তিনি সমস্ত ওলীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত যাদেরকে বেলায়াত দেবেন, তাঁরা সবাই শায়খ আবদুল কাদিরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।"[৯২২]

শায়খ আবদুল্লাহ আল-জূবী (রাহ.)-এর বর্ণনা

শায়খ আবদুল্লাহ আল-জূবী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আল-আসীল আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ[৯২৩] ইবনে শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবদুল ওয়াসি ইবনে আমীর

---

[৯২২] هُوَ فَرْدُ الْأَحْبَابِ وَقُطُبُ الْأَوْلِيَاءِ فِيْ هَذَا الْوَقْتِ وَمَا أَوْصَلَ اللهُ تَعَالَي وَلِيًّا إِلَي مَقَامٍ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ أَعْلَاهُ، وَلَا سَقَي اللهُ حَبِيْبًا كَأْسًا مِنْ حُبِّهِ إِلَّا وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ أَهْنَاهُ، وَلَا وَهَبَ اللهُ لِمُقَرَّبٍ حَالًا إِلَّا وَكَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ أَجِلَّهُ، وَقَدْ أَوْدَعَهُ اللهُ تَعَالَي سِرًّا مِنْ أَسْرَارِهِ سَبَقَ بِهِ جَمْهُوْرُ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا اتَّخَذُ اللهُ وَلِيًّا كَانَ أَوْ يَكُوْنُ إِلَّا وَهُوَ مُتَأَدَّبٌ مَعَهُ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ- আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী র., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

[৯২৩] ওফাত কায়রোতে ৬৬৮ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

কাহ্ শাফি ইবনে সালিহ ইবনে হাতিম জীলী। তিনি বলেন আমাদেরকে পিতা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আযীযুদ্দীন আবূ রুশদ ওমর ইবনে আবদুল মালিক দীনূরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ আল্লামা বুরহান উদ্দীন আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আবূ যায়দ ইবনে আবদুর রহমান ইসফাহানী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ দু'ভাষার পন্ডিত আকমালুদ্দীন আবুল ফদ্বল মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর নুহী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ আবূ সালিহ আবদুল্লাহ ইবনে তাবাকী রুমী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ ইমাম আবূ ইয়া'কুব ইয়ূসুফ ইবনে আইয়ূব ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে হুসাইন ইবনে শো'আইব হামদানী নূর বজরদী। তিনি বলেন, আমি জরদ পর্বতে একাকী অবস্থায় থাকাকালে ৪৬৮ হিজরীতে শুনেছি আমাদের শায়খ আবূ আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা জাওনী থেকে। তিনি বলেছিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অতিসত্ত্বর অনারবীয় ভূ-খন্ডে এক পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করবেন, যাঁর কারামাতসমূহ অতিমাত্রায় প্রকাশ পাবে এবং সকল ওলীর নিকট তিনি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণযোগ্য হবেন। তিনি বলবেন, আমার কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের ওপর। তাঁর সমসাময়িক ওলীগণও মর্যাদায় তাঁর কদমের নিচে হবেন। তাঁর মাধ্যমে তাঁর যুগের লোকেরা ধন্য ও মর্যাদাবান হবে। আর যেই তাঁকে দেখবেন, তিনিই তাঁর নিকট থেকে উপকার লাভ করবেন।"[৯২৪]

শায়খ আলী ইবনে ওয়াহাব (রাহ.)-এর বর্ণনা

শায়খ আলী ইবনে ওয়াহাব বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবু মুহাম্মদ ইমরান ইবনে আবু আলী ইবনে ওসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী সানজাভী শাফেঈ। তিনি বলেন, আমাদেরেকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই সালিহ জাওয়াব ইবনে শায়খ কামিল ইবনে শায়খ জওয়াব সানজারী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ সালিহ আল মু'আম্মার আবু বকর ইবনে হুমায়দ শায়বানী সানজারী ওরফে হাব্বারী, আমাদের শায়খ আলী ইবনে ওয়াহাবের ইমাম। আর আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল ফিদা[৯২৫] ইসরাঈল ইবনুল ফকীহ আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে দিরা ইবনে ঈসা ইবনে আবুল হাসান মুনযিরী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমার পিতা। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ কায়স ইবনে ইয়ূনুস শামী, শায়খ পেশ্ওয়া আবুল হাসান আলী ইবনে ওয়াহাব সানজারী (রাহ.)। তিনি বলেন, একদিন আমাদের মুর্শিদ শায়খ আলী ইবনে ওয়াহাব (রাহ.)'র দরবারে ফকীহদের একটি দল এসেছেন। তখন শায়খ

---

[৯২৪] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৯২৫] তিনি ছিলেন মরক্কো বংশোদ্ভূত ও মিশরে জন্মগ্রহণকারী বুযুর্গ ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদেরকে বললেন, আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? তাঁরা বললেন, আরবের বাইরে থেকে। তিনি বললেন, আজমের কোন জায়গা থেকে? তাঁরা বললেন, জীলান থেকে। তখন তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে এমন এক ব্যক্তি দ্বারা উজ্জ্বল করে দিয়েছেন, যিনি অতিসত্ত্বর তোমাদের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি আল্লাহর খুবই নৈকট্যধন্য হবেন, তাঁর নাম 'আবদুল কাদির'। তাঁর প্রকাশ ইরাকে। বাগদাদে তিনি ঘোষণা করবেন, আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপরই। ঐ যুগের ওলীগণ তাঁর এ বুযুর্গী ও মর্যাদার কথা স্বীকার করে নিবেন।[৯২৬]

হযরত হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর শায়খগণের মধ্যে হাম্মাদ দাব্বাসও[৯২৭] রয়েছেন। তিনি ছিলেন 'উম্মী'। কিন্তু শরীয়ত ও তরীকতের জ্ঞান ও নিগুঢ় রহস্যের দ্বার তাঁর জন্য খুলে গিয়েছিল। বড় বড় তরীকতের শায়খগণ তাঁর থেকে ফয়েয অর্জন করেন।

শায়খ আবুন নাজীব আবদুল কাহির সোহরাওয়ার্দী।[৯২৮] তিনি বলেন, আমি শায়খ হাম্মাদ ইবনে মুসলিম দাব্বাস (রাহ.) এর নিকট ৫০৩ হিজরীতে বাগদাদে ছিলাম এবং শায়খ আবদুল কাদির ঐদিন তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তখন তিনি তাঁর সম্মুখে খুবই আদব সহকারে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। শায়খ আবদুল কাদির জিলানী দাঁড়ানোর পর শায়খ হাম্মাদকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি ঃ "এ অনারবীয় যুবকের কদম এমন মহান যে, তাঁর কদম ঐ যুগের সকল ওলীর গর্দানের উপর হবে। তাঁকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দেয়া হবে- একথা বলুন, আমার কদম মহান আল্লাহর সকল ওলীর গর্দানের উপর। তিনি অবশ্যই তা বলবেন, আর ঐ যুগের ওলীগণের গর্দান তাঁর জন্য অবশ্যই ঝুঁকানো হবে।"[৯২৯]

---

[৯২৬] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্তনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[৯২৭] তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ, প্রকৃত নাম হাম্মাদ ইবনে মুসলিম আর 'দাব্বাস' হচ্ছে তাঁর উপাধি। তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল কাদির জিলানী এর বিশেষ শিক্ষক। তিনি তাঁর যুগের কারামত সম্পন্ন বুযুর্গ ছিলেন। ইলম ও মারিফতের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর ১২ হাজার মুরীদ ছিল। তিনি তাঁর প্রত্যেক মুরীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

[৯২৮] ওফাত বাগদাদে ৫৬০ হি.।

[৯২৯] قال الشيخ أبو النجيب عبد القادر السهر وردي: كنت عند الشيخ حمَّاد بن مسلم الدبَّاس ببغداد سنة ثلاثٍ وخمسمائةٍ، والشيخ عبد القادر يومئذٍ في صحبته، فجاء، فجلس بين يديه متأدِّبًا، ثم قام، فسمعت الشيخ حمَّاد يقول بعد قيام الشيخ عبد القادر لهذا العجمي: قدمٌ تعلو في وقتها على رقاب الأولياء في ذلك الوقت، وليُؤمرنَّ أن يقول: قدمي هذه على رقبة كل وليٍّ لله، وليقولنَّ، ولتوضعنَّ له رقاب الأولياء في زمانه আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬; শায়খ আব্দুল হক্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত,রপৃ.৩০; translated by profrssor Shetha al-Dargazelli and Dr. louay Fatoohi, *Jila al-Khatir*, Ibid, p. 8

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কিতাবে ঘটনাটি এভাবেও বর্ণনা আছে যে, একদিন হযরত আব্দুল কাদির জিলানী হযরত হাম্মাদ দাব্বাসের সাথে এক মুসাফিরখানায় বসা ছিলেন, যখন কোন প্রয়োজনে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বাহিরে গেলেন তখন হযরত হাম্মাদ উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাপারে একথাগুলো বলেন।[৯৩০]

হাম্মাদ দাব্বাসের উক্তিতে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.)-এর ব্যাখ্যা

হযরত শায়াখ হাম্মাদ দাব্বাস (রাহ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করে বলেন যে,

ومن طريق أبي نجيب السهروردي قال : كنت مع الشيخ حماد الدباس فسمعته يقول: لهذا العجمي قدم يعلو في وقته على رقاب كل ولي لله تعالى, ثم يرد عن أربعين شيخا, أنهم قالوا مثل ذلك-[৯৩১]

আবূ সা’ঈদ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (রাহ.)-এর বর্ণনা

আবূ সা’ঈদ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ[৯৩২] ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আলী ইবনুল মুতাহহার ইবনে আবূ ‘আসরূন তামীমী। তিনি বলেছেন- আমি যুবকাবস্থায় জ্ঞানান্বেষণের জন্য বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলাম এবং ইবনে সাকা ঐ সময় নিযামিয়া মাদরাসায় আমার সাথী ও পাঠ্যবন্ধু ছিলেন। আমরা ইবাদত করতাম এবং সালেহীনদের সাথে সাক্ষাত করতে যেতাম। সে সময় বাগদাদে এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁকে ‘গাউস’ বলা হত। তাঁর সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি যখন ইচ্ছা করতেন আত্মপ্রকাশ করতেন, আর যখন ইচ্ছা করতেন গোপন হয়ে যেতেন। তখন আমি ও ইবনে সাকা এবং শায়খ আবদুল কাদির জিলানী, যিনি ঐ সময় যুবক ছিলেন, আমরা তিনজন তাঁর সাক্ষাতের ইচ্ছা করলাম। ইবনে সাকা রাস্তায় আমাকে বললেন, আজ আমি তাঁকে এমন একটি মাসয়ালা

---

[৯৩০] “Shaikh Hammad say, as soon as Shaikh 'Abd al-Qadir had left: This non-Arab 'barabarian' ['Ajami] has a foot that will be raised, When the proper time comes, and placed upon the necks of the saints [awliya'] of that time, He will surely be commanded to say: 'This foot of mine is upon the neck of every saint of Allah.' He will surely say it, and the necks of all the saints of his age will surely be bent at his disposal." Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 65; মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৯৩১] ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; Saiyed Maqbul Murshed, Saiyed Abdus Salik, Sayed Abdul Hai, Ibid, p.15

[৯৩২] তিনি ছিলেন শাফে’ঈ, ওফাত দামেস্কে ৫৮০ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

জিজ্ঞাসা করব, যার জবাব তিনি দিতেন পারবেন না। তারপর আমি বললাম, আমিও একটি মাসয়ালার সমাধান চাইব, দেখব তিনি কি জবাব দেন। তখন শায়খ আবদুল কাদির বললেন, 'মা'আযাল্লাহ! আমি তাঁকে কোন প্রশ্নই করব না। আমি তো তাঁর দরবারে তাঁর সাক্ষাতের বরকতরাজি দেখব। আর তা পাবারই অপেক্ষা করব।

আমরা যখন তাঁর দরবারে গেলাম, তখন আমরা তাঁকে তাঁর আসনে দেখলাম না। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখলাম তিনি ওখানেই উপবিষ্ট। তখন তিনি ইবনে সাকার দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে দেখলেন আর বললেন, তোমার মন্দ হোক! হে ইবনে সাকা! তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করতে চাও, যার জবাব আমি দিতে পারব না। শোন, ঐ মাসয়ালা হচ্ছে এই! আর সেটার জবাব হচ্ছে এই। নিশ্চয় আমি দেখছি যে, কুফরের আগুন তোমার ভিতর দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপর তিনি আমার দিকে তাকালেন। আর বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি কি আমার নিকট এমন মাসয়ালা জানতো চাও, আর দেখবে আমি কি জবাব দিচ্ছি? ওই মাসয়ালা হচ্ছে এটা এবং সেটার জবাব হচ্ছে এটা। তোমার বেয়াদবীর কারনে তোমার উপর দুনিয়া পতিত হয়ে তা তোমাকে তোমার কান পর্যন্ত নিমজ্জিত করবে। অতপর শায়খ আবদুল কাদির (রাহ.)'র দিকে তাকালেন এবং তাঁকে তাঁর নিকটে ডেকে আনলেন। তাঁর প্রতি সম্মানজনক সমাদর দেখালেন আর বললেন, হে আবদুল কাদির! তুমি তোমার আদবের কারণে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করেছ। আমি যেন তোমাকে বাগদাদে দেখতে পাচ্ছি- তুমি কুরসী বা চেয়ারের উপর বসেছ, আর লোকদেরকে সম্বোধন করে বলছো, আমার কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপরই রয়েছে। আমি যেন তোমার যুগের ওলীগণকে দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা তোমার মহত্বের কারনে তাদের গর্দনগুলোকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। অতপর তিনি তখনই আমাদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এরপর আমরা আর তাঁকে দেখিনি। শায়খ আবদুল কাদিরের তো এমন অবস্থা হল যে, আল্লাহর দরবারে তাঁর নৈকট্যের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে। বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকেরা এ কথার উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তিনিও বলেছেন, আমার কদম আল্লাহ পাকের প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর। আর যুগের ওলীগণ তাঁর এ মর্যাদার কথা স্বীকার করেছেন।[৯৩৩]

শায়খ আবূ বকর ইবনে হিওয়ার (রাহ.)-এর অভিমত

[৯৩৩] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ.১১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান[৯৩৪] আলী ইবনে আবূ বকর ইবনে আমর ইবনে ইসহাক ইবনে না'ঈম। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ-ই আরিফ আবূ তাহের জলীলী ইবনে আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী ইবনে খলীল সরসরী জওসাকী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের পিতা। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আয্যায ইবনে মুসতাওদা বাতাইহী (রাহ.)। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ আবূ বকর ইবনে হিওয়ার । তিনি একদিন স্বীয় মজলিসে তাঁর সাথীদেরকে আউলিয়া-ই কিরামের অবস্থাদির কথা, জীবনী আলোচনা করছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেন, "অতিসত্বর ইরাকে একজন অনারবীয় ব্যক্তির জন্ম হবে, যিনি মানুষের নিকট অতি উঁচু মর্যাদাবান হবেন। তাঁর নাম হবে, আবদুল কাদির। তিনি বাগদাদে বসবাস করবেন। তিনি বলবেন, আমার কদম আল্লাহর প্রত্যেক ওলীর গর্দানের উপর। তাঁর যুগের ওলীগণ তাঁর কথা মানবে। তিনি স্বীয় যুগে একক ব্যক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবেন।"[৯৩৫]

শায়খ আলী ইবনে ওহাব সানজারী (রাহ.)-এর অভিমত

শায়খ আলী ইবনে ওহাব সানজারী (রাহ.) ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেন, তাঁর নাম হবে আব্দুল কাদির, ইরাকে তাঁর প্রকাশ হবে এবং তিনি বলবেন যে, সমস্ত ওলীদের গর্দানে তাঁর কদম। খুলাসাতুল মাফাহির গ্রন্থে এসেছে যে,

الشيخ على بن وهب السنجاري قدِّس سرُّه قال: إن الله تعالى قد نوَّر الوجود بظهور رجل اسمه عبد القادر، مظهره في العراق، يقول ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل وليٍّ لله، ويقرُّ أولياء عصره بفضله.[৯৩৬]

---

[৯৩৪] তিনি বাগদাদের অধিবাসী হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বুযুর্গ। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

[৯৩৫] "Hazrat Abu Bakr bin Hawara once said to some of his disciples that in the near future a great saint would be born in Ajam who would be god-fearing and highly respected by the public. His name would be Abdul Qadir. He would reside in Baghdad. He would publicly declare "My foot is on the neck all walis" the walis of the time would testify the truth of the statement. (¡¡) About 663 A.H., Hazrat Ahmad Abdullah bin Ahmad stated that shortly a child would be born in Ajam whose mircles would be numerous. His rank would be very high among the walis. He would say "My foot is on the neck of all the walis." Hazrat Ahmad Abdullah further said that person visiting the saint would be benefited. Gilan is also called Gil or Kil or Jilan." ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৯৩৬] আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন আউলিয়া কিরামের ভবিষ্যদ্বাণী

উচ্চ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্বন্ধে একথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হতে তাঁদেরকে ইল্মের এক বিশেষ অংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহী কিংবা ইল্হামের সাহায্যে ভবিষ্যতকালে আত্মপ্রকাশকারী ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে নির্দিষ্টরূপে নির্ভূল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। তদ্রুপ যে সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামকে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্থাৎ রূহানী ক্ষমতার এক বিরাট অংশ প্রদান করা হয়েছে, তাঁরা মারিফাতের আলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী কথা ও বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। অতএব আউলিয়ায়ে কিরামের পবিত্র মুখ হতে কোন কোন সময় আগে থেকেই এমন অনেক বিষয়ের খবর পাওয়া যায়, যা ভবিষ্যতে দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রকাশ হয়।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর জন্ম সম্পর্কেও কোন কোন বুযুর্গ ওলীআল্লাহ্ যাঁদের রূহানী ক্ষমতা সর্বজনস্বীকৃত তাঁরা সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। বাহ্জাতুল আস্রার, আয্কারুল আব্রার, আস্রারুল মাআ'নী প্রভৃতি কিতাবে ঐ সমস্ত খোশখবর উল্লেখ রয়েছে।[৯৩৭] যথা–

১) খলিল বলখী (রাহ.) স্বীয় যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম ওলী। তিনি স্বীয় কাশ্ফ হতে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর আবির্ভাবের বহুপূর্বে তাঁর জন্ম লাভের শুভ সংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে এ ইরাক অঞ্চলে মুহিউদ্দীন উপাধিধারী জনৈক বুযুর্গ লোকের আবির্ভাব হবে। তিনি তাঁর যুগের কুতুব, গাউস এবং অতি উচ্চ মর্যাদাশীল ওলীআল্লাহ হবেন। বহুলোক তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। তাঁর জীবনকালে যেমন গোটা দুনিয়া তাঁর কাছ থেকে ফায়েয লাভ করবে, তদ্রুপ তাঁর ইন্তেকালের পরেও দুনিয়া তাঁর ফায়েযের ফোয়ারা হতে তৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকবে।

২) শায়খ আবু মোহাম্মদ বাত্তাহী (রাহ.) বলেছেন যে, শায়খ আবু বকর হাররার (রাহ.) গাউসে পাকের জন্ম সম্বন্ধে প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে কোন এক মজলিসে বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ইরাক অঞ্চলে একজন অতি উচ্চস্তরের ওলীআল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর পবিত্র মুখ হতে এই বাক্যটি উচ্চারিত হবে

قَدَمِيْ هَذِهِ عَلَي رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ.

---

[৯৩৭] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯; শাহ আহমদ নবী গরিবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯, ৪০, ৪১; চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭, ১৮; মাওলানা নুরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

এর অর্থ এই যে, আমি সমস্ত আউলিয়াকুলের শিরোমণি। এটাও কথিত আছে, হযরত আবু বকর হাররার (রাহ.) এই সুসংবাদ প্রদানের সময় হযরত বড় পীর গাউসে পাকের নামও বলেছিলেন।

৩) ইরাকের আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে শায়খ মানুছুর লাতায়েহী (রাহ.) অতিশয় উচ্চ মর্যাদার ওলীআল্লাহ্ ছিলেন এবং মহাসম্মান ও ইয্যতের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বহু কারামাত এবং অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তিনি একদিন তাঁর মজলিসে বর্ণনা করলেন, অদূর ভবিষ্যতে আবদুল কাদির নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। তিনি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানী আরেফ আউলিয়াগণের মধ্যে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। তিনি মানুষের নিকট অধিক প্রিয় হবেন। শায়খ মানছুর (রাহ.) এ শুভ সংবাদ প্রদান কালে নিজের মুরীদানকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তখন জীবিত থাকো, তবে সেই বুযুর্গের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিও।

৪) হযরত শায়খ আবু আহমদ আবদুল্লাহ ইব্‌নে আহ্‌মদ ইব্‌নে মূসা (রাহ.) একজন উচ্চ শ্রেণির ওলীআল্লাহ্ ছিলেন। তিনি হযরত গাউসে পাকের জন্মের তিন-চার বছর পূর্বেই তাঁর আবির্ভাবের শুভ সংবাদ প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অচিরেই মুল্‌কে আযমের ভূমিতে এক মহামানব জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি নিজের যুগের সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। নিজের কারামাত ও অলৌকিক ক্ষমতার আধিক্যের কারণে সমগ্র দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করবেন এবং তিনি বলবেন, আমার কদম প্রত্যেক ওলীর কাঁধের উপর।

৫) শাম দেশের সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে শায়খ বান্‌জী[৯৩৮] (রাহ.) এর নাম খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, এ যুগের ‘কুতুব’[৯৩৯] কে? তিনি বললেন,

---

[৯৩৮] ‘বান্‌জ’ একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন শহর। এখন সেই শহরটির অস্তিত্ব নাই বললেই চলে। শায়খ বান্‌জী (রাহ.) ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর এই শহরে অবস্থান করে এখানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। ‘বান্‌জ’ শহরের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে ‘বান্‌জী’ বলা হত। তাঁর অন্য উপাধি ‘তাইয়্যার’ও ছিল, এর অর্থ উড্ডীয়মান। এই উপাধির কারণ সম্বন্ধে কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কোন সময় তিনি প্রাচ্যের কোন দেশে যাওয়ার ইচ্ছা করলে একটি মিনারের উপর আরোহণপূর্বক লোকদিগকে ডেকে জড়ো করতেন। অতপর তিনি বায়ুমন্ডলে উড়ে গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করতেন। এই কারামাত দেখে লোকে তাঁকে ‘তাইয়্যার’ অর্থাৎ উড্ডীয়মান উপাধিতে ভূষিত করল। এতদ্ব্যতীত ‘গাউছ’ও তাঁর অন্য একটি উপাধি ছিল; যেহেতু তিনি একবার নদী পার হওয়ার প্রয়োজন হলে নদীর উপর মুছাল্লা

Dhaka University Institutional Repository

অতিসত্বর ইরাকে একজন যুবকের আবির্ভাব হবে। তিনি বাগদাদের লোকদেরকে হেদায়েত ও উপদেশ প্রদান করবেন এবং বলবেন, আমার কদম প্রত্যেক ওলীর ঘাড়ের উপর। ফলে সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরাম তাঁর সম্মুখে ঘাড় নত করে দিবেন, আমি যদি তখন পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে আমিও তাঁর সম্মুখে আমার ঘাড় নত করে দেব। যে ব্যক্তি তাঁর কারামাতসমূহ বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে যথার্থ ওলী বলে মান্য করবে, সে খুবই লাভবান হবে।

৬) যখন ইমাম হাসান আস্‌কারী (রাহ.)-এর ইন্তিকালের সময় উপস্থিত হল, তখন তিনি নিজের মুছাল্লাখানি নির্ভরযোগ্য এক বুযুর্গ লোকের হাওয়ালা করে বললেন, হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে সাইয়্যেদ আবদুল কাদির নামে একজন বুযুর্গ লোকের আবির্ভাব হবে, এই মুছাল্লাখানি তাঁর উদ্দেশ্যে আপনার নিকট দেওয়া হল, হাত-বহাত শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতে পৌঁছতে হবে। উক্ত মুছাল্লাখানি হাতে হাতে স্থানান্তরিত হয়ে ৪৯৭ হিজরীর শওয়াল মাসের শেষ দিন একজন বুযুর্গ লোক এটি গাউসে পাকের খেদমতে পেশ করেছিলেন।

৭) বিশ্ব বিখ্যাত মনিষী শায়খ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) তাঁর কিতাবে গাউসে পাকের ব্যাপারে পূর্বাপার কিছু আউলিয়া কিরামের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। যেখানে প্রায় সবার বাণীর মূল কথা ছিল যে, অচিরেই বাগদাদে একজন মহান ওলীর জন্ম হবে এবং যিনি আল্লাহ পাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ঘোষণা করবেন “সমস্ত ওলীদের গর্দানের উপর আমার পদযুগল”। ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) বলেন যে,

فمن ذلك ما ذكره عن جم من الأكابر أنهم قالوا: إن الشيخ عبد القادر رضي الله عنه سيقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى،

١. فأول من نقل عنه ذلك الشيخ أبو بكر بن هوار البطايحي أنه ذكر الأولياء فقال: سوف يظهر بالعراق رجل من العجم عالي المنزلة عند الله يسمى عبد القادر ومسكنه بغداد يقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى.

বিছিয়ে নদীর স্রোত বন্ধ করে দিলেন এবং অনায়াসে নদী পার হয়ে গেলেন। এই কারামাত দেখে লোকে তাঁকে ‘গাউছ’ও বলতে লাগল।

৯৩৯ বেলায়াতের জগতে আল্লাহর ওলীদের একটি স্তরের নাম হলো কুতুব।

Dhaka University Institutional Repository

২. وعن الشيخ عبد الله بن علي بن موسى أنه قال: في سنة أربع وستين وأربعمائة أشهدة أنه سيولد بأرض العجم مولود له مظهر عظيم بكرامات وقبول تام عند الكافة يقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى.

৩. وعن الشيخ تاج العارفين ابن أبي الوفا فيما حكاه الشيخ عثمان بن منصور عنه أنه قال: كان الشيخ عبد القادر وهو شاب يأتي إلى زيارة تاج العارفين أبي اوفا، فحين يراه ينهض ويقول لمن حضر: قوموا لولي الله تعالى، وربما مشى له خطوات فيسأل عن ذلك لما تكرر منه فقال: لهذا الشاب وقت إذا جاءه افتقر إليه الخاص والعام وكأني أراه قائماً على رؤوس الأشهاد ببغداد يقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى.

৪. ومن طريق قيس بن يونس: دخلنا على الشيخ علي بن وهب، فالتقي به جمع من الفقراء فقال لهم: من أين؟ قالو: من كيلان، قال: إنه استمد نور الوجود يظهور رجل اسمه عبد القادر يقول ببغداد: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله تعالى[৯৪০]-

[৯৪০] ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭, ২৮

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক আলিমদের মতামত

শিহাবউদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী (রাহ.)-এর মন্তব্য

সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার প্রবর্তক জগত বিখ্যাত ওলী হযরত শিহাবউদ্দীন ওমর সোহরাওয়ার্দী আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর ব্যাপারে প্রশংসা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ বিষয়টি 'কালায়েদ আল জাওয়াহের' গ্রন্থে এভাবে এসেছে-

"Shaikh Shihab ad-Din 'Umar as-Suhrawardi who said: "In the year [A.H.] 506, together with my paternal uncles, Shaikh Abu 'Najib 'Abd al-Qahir as-Suhrawardi, I entered the presence of Shaikh 'Abd al-Qadir. My uncle treated him with enormously deferential respect, and sat in front of him as an ear without a tongue. As Soon as well had returned to the nizamiyya University. I asked my uncles for an explanation. and he said: How could I not be on my best behavior in his company, when the entire universe is at his disposal! He has been empowered to manage the Realm of [Wordly] Dominion [Malakut]. He is unique in the whole world of existence at this time. How could I not be on my best behavior, with someone to whom my Owner [Maliki] has entrusted the management of my heart and my spiritual state, and of the hearts and spiritual states of the saints [awaliya'], so that he can seize them, if he wishes, and release them, if he wishes? May Allah be well pleased with them!"[৯৪১]

শায়খ আকীল সানজারী (রাহ.)-এর সীকৃতি

শায়খ আদী ইবনে মুসাফির বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন নির্ভরযোগ্য শায়খ আবূ মুহাম্মদ রজব ইবনে আবুল মনসুর ইবনে নসরুল্লাহ ইবনে আবুল মা'আলী ইরাকী[৯৪২]। তিনি বলেন,

[৯৪১] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 337-338

[৯৪২] বংশগতভাবে দারী, নসীবীনে জন্মগ্রহণ ও বসবাসকারী, অতপর কায়রোর অধিবাসী, সেখানেই ওফাত ৬৬৫ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, শায়খ-ই পেশ্ওয়া আবু আবদুর রহীম ইবনে আসকার ইবনে আবদুর রহীম ইবনে আসকার ইবনে উসামা আদাভী নসীবীনী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবদুল মালেক দাইয়্যান ইবনে মা'আলী ইবনে আবুল আসাদ নাবহান ইরাকী শায়বানী। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন শায়খ আবূ ইমরান বরমাহীন যূলী। তিনি বলেছেন, আমাদের শায়খ আকীল মানজাবী (রাহ.) কে একদিন জিজ্ঞাসা করা হল, ঐ সময়ের কুতুব্ কে? তিনি বলেছেন, "তিনি এখন মক্কা শরীফে গোপনে রয়েছেন। আল্লাহর ওলীগণ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে চিনে না। আর অতিসত্ত্বর এখানে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। আর ইঙ্গিত করেছেন ইরাকের দিকে। তিনি হলেন এক যুবক যে অনারবীয় হবেন। অতি গুণবান হবেন। বাগদাদে লোকজনের সামনে ওয়া'য করবেন। বিশিষ্ট ও সাধারণ লোকেরা তাঁর কারামাতসমূহ চিনতে পারবে। তিনি হবেন স্বীয় যুগের কুতুব। আর বলবেন, আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর। আর ওলীগণ নিজ নিজ গর্দান তাঁর পদতলে সমর্পণ করবেন। আমি যদি ঐ যুগে থাকতাম, তবে আমার মাথা তাঁর পদতলে নুইয়ে দিতাম। তিনি সে ব্যক্তি, লোকদের মধ্যে যে কেউ তাঁর কারামাতের সত্যায়ন করবে, খোদা তাঁর মাধ্যমে তাঁকে উপকৃত করবেন।"[৯৪৩] এখানে লক্ষনীয় যে, শায়খ আকীল মানজাবী (রাহ.) গাউসে পাকের পূর্ণ শান-শওকত প্রকাশের পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বলে দিচ্ছেন।

শায়খ আলী ইবনে আশ-শাইবানী (রাহ.)-এর মন্তব্য

তাঁর ব্যাপারে শায়খ আলী ইবনে আশ-শাইবানী (রাহ.)-এর উক্তিটি 'কালায়েদ আল জাওয়াহের' গ্রন্থে এভাবে এসেছে যে,

"Shaikh 'Ali ibn Wahn ash-Shaibani ar-Rabi'i al-Musawi ash-Shinajari, who said: "Shaikh 'Abd al-Qadir is one of the outstanding figures of this world. Shaikh 'Abd al-Qadir is one of the incomparable saints [awliya']. Shaikh 'Abd al-Qadir is one of gifts of Allah (Exalted is He) to the realm of being. Congratulations to those who sit in his company! Congratulations to those whose thoughts and feelings are influenced by Shaikh 'Abd al-Qadir! May Allah be well pleased with him!"[৯৪৪]

---

[৯৪৩] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্বনূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৯৪৪] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, 337-338

Dhaka University Institutional Repository

আবুল মুযাফফর ইবরাহীম এর বর্ণনা

ইমাম শাতনূফী (রাহ.) বলেন যে, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আবুল মুযাফ্ফর ইব্রাহীম[৯৪৫] ইবনে আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে নসর ইবনে মনসূর বাগদাদী করভী। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, আমাদের নানা শায়খ-ই বখ্ত আবূ আমর ওসমান[৯৪৬] ইবনে নেসার ইবনে মনসূর। তিনি বলেন, কারখী থেকে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আমাদের শায়খ আবূ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান তাসফুনজী আলী। তিনি বলেন, তিনি আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন। তাঁরা সবাই বলেছেন- শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) আপন জীবনের প্রথম দিকে, যৌবনকালে আমাদের শায়খ তাজুল আরিফীন আবুল ওয়াফা কাকীস (রাহ.)'র সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাগদাদে কালমূনিয়ায় আসতেন। যখন আবুল ওয়াফা তাঁকে দেখতেন তখনই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাঁর নিকট উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, আল্লাহর ওলীর জন্য দাঁড়িয়ে যাও। অধিকাংশ সময় তাঁর উদ্দেশ্যে কয়েক কদম এগিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি প্রায়ই একথাও বলতেন, যে ব্যক্তি এ যুবকের সম্মানার্থে দাঁড়াবে না, সে আল্লাহর ওলীর জন্য দাঁড়াল না। যখন লোকেরা তাঁর মুখে একথা বারবার শুনলেন, তখন এ সম্পর্কে তাঁর মুরীদগণ তাঁর নিকট জানতে চাইলেন।

তিনি বললেন, এ যুবকের এমন একটি সময় হবে যখন বিশিষ্ট এবং সাধারণ লোকেরা তাঁর মুখাপেক্ষী হবে। আর আমি যেন তাঁকে একথা প্রকাশ্যে সমাবেশে বলতে দেখতে পাচ্ছি, আর তা সত্যও হবে, আমার এ কদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর। অতপর আল্লাহর ওলীগণের গর্দানগুলো তাঁর জন্য তাঁর যুগেই ঝুঁকে যাবে। কেননা ঐ সময়ে তিনি তাঁদের কুতুব হবেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর ঐ সময়টুকু পাবে, সে যেন তাঁর খিদমত করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেয়।[৯৪৭]

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মাযার গেইটে লিখিত কাসীদা

বাগদাদ শরীফে হযরত শায়খ সাইয়্যিদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী আল-হাসানী ওয়াল হুসায়নী (রাহ.)'র রওযা শরীফের প্রথম গেইটে ফার্সী ভাষায় নিম্নলিখিত কাসীদাটি লেখা আছে।

---

[৯৪৫] ওফাত কায়রোতে ৬৬৯ হি.।

[৯৪৬] বাগদাদী বংশোদ্ভূত, বাগদাদেই তাঁর ওফাত হয় ৬০৭ হি.।

[৯৪৭] ইমাম নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইয়সুফ শাত্নূফী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহে হার দো-আলম।
শাহে আব্দুল কাদির আছ্‌ত ॥
সরওয়ায়ে আওলাদে আদম্‌।
শাহে আব্দুল কাদির আছ্‌ত ॥
আফতাবও মাহ্‌তাব আরশ-কুরসি, লওহ-কালাম।
শাহে আব্দুল কাদির আছ্‌ত ॥
নূরে কল্‌বে আছ্‌ত নূরে আ'যম।
শাহে আব্দুল কাদির আছ্‌ত ॥[৯৪৮]

---

[৯৪৮] মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও মুহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী আলিমদের মতামত

শেখ আহমদ সেরহিন্দ মুযাদ্দিদে আলফেসানী (রাহ.)-এর অভিমত

শেখ আহমদ সেরহিন্দ মুযাদ্দিদে আলফেসানী (রাহ.) বলেন যে, "সকল কুতুব ও নুজাবার ফুয়ূজাত ও বারকাত পাওয়ার একমাত্র ওসিলা হল হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)। এ ফয়েজ ও বারকাত অন্য কোন মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন চন্দ্র যেমন সূর্য হতে আলো গ্রহণ করে ঠিক তেমনি আমিও গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) হতে ফুয়ূজাত হাসিল করি।"[৯৪৯]

কুতুবুউদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রাহ.)-এর উক্তি

হযরত কুতুবুল আকতাব খাজা কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী উশী (রাহ.) নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন-

قبلہ اہل صفاحضرت غوث الثقلین　　دستگیر ہمر جا حضرت غوث الثقلین
خاک ثاتے توبودروشنی اہل نظر　　دیدہ را بخش ضیاء حضرت غوث الثقلین
بےنواخستہ دلم نیست کسے آنکہ دہد　　خستہ راجزتودوا حضرت غوث الثقلین
حضرتت کعبہ حاجات ہمہ خلقان است　　حاجتم سازروا حضرت غوث الثقلین
مردہ دل گشتہ ام ونام تو محی الدین است　　مردہ رازندہ نما حضرت غوث الثقلین

হে গাউসুল আ'যম! তুমি সূফীদের কিবলা, হে গাউসুল আ'যম! (আল্লাহর মেহেরবাণীতে) তুমি গোটা জগতবাসীর সাহায্যকারী। তোমার পদধূলি দ্বারা চক্ষুষ্মানরা আলো পেয়েছে, হে গাউসুল আ'যম! তুমি চক্ষুষ্মানদেরকে আলো দান করেছ। আমার অন্তরে কল্যাণ বলতে কিছুই নেই, যাকে দিয়েছি সে কেউ নয়। যাদের অন্তরে কল্যাণ রয়েছে, তাদের কাছে তুমি ছাড়া আর কোন প্রতিষেধক নেই, তুমি (আল্লাহর রহমতে) সকল সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণে সহায়ক। হে গাউসুল আ'জম! আল্লাহর মেহেরবাণীতে তুমি মৃতকে জীবিত করেছ।"[৯৫০]

---

[৯৪৯] শেখ আহমদ সেরহিন্দ, *মাকতুবাত*, খণ্ড ৩য়, প্রকাশ ২০০৭ খ্রি., ঢাকা, পৃ. ৩৪৮, মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, পৃ. ১৪

[৯৫০] আল্লামা আনছার সাবেরী চিশতী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

একথাগুলো প্রকৃতপক্ষে প্রেমিকের ভাবপ্রকাশ। আর আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে আল্লাহ পাক এমন বেলায়ত দান করেছেন যে, আধ্যাত্মবাদের জগতে তিনি আল্লাহ পাকের রহমতে ও খোদা পাকের ইচ্ছায় সৃষ্টি হিসেবে অন্যান্য সৃষ্টিকে সাহায্য করেন। যেমনি করে একজন ডাক্তার রোগীকে সহযোগিতা করেন, ইঞ্জিনিয়ার সাধারণ লোককে করেন, সরদার বা রাজা-বাদশাহগণ তাদের প্রজাদের করে থাকেন।

হযরত শায়খ শিহাব উদ্দিন ওমর সোহরাওয়ার্দী, হযরত সৈয়দ আহমদ কবির রিফায়ী, খাজা আবু ইউসুফ হামদানী নকশবন্দী এবং অন্যান্য সিলসিলার শায়খগণের বেলায়ও গাউসে পাক থেকে ফয়েজ প্রাপ্তির প্রমাণ আছে।[৯৫১]

হযরত আলাউদ্দীন আলী আহমদ ছাবির (রাহ.)-এর উক্তি

মাখদুমে জাহান হযরত আলা উদ্দীন আলী আহমদ ছাবির কলইয়ারী (রাহ.) গাউসে পাকের শানে বলেন-

من آمدم پیش تو سلطاں عاشقاں　　　ذات توہست قبلہ ایماں عاشقاں

دربرو وکون جزتوکے نیست دستگیر　　　دستگیر بگیر از کرم ازاے جان عاشقاں

"হে আশেকদের সম্রাট! আমি তোমার দরবারে এসেছি।

তোমার সত্তা তো আশেকদের পবিত্র কিবলা।

তোমার মত এ জগতে (ওলীদের মাঝে) আর কেউ সাহায্যকারী নেই।

হে আশেকদের প্রাণ! অনুগ্রহপূর্বক (খোদার মেহেরবাণীতে) আমাকে সাহায্য কর।"[৯৫২]

হযরত আবুল মু'আলী মুর্শিদ হযরত বীহকাহ মীরান (রাহ.)-এর উক্তি

হযরত আবুল মু'আলী মুর্শিদ হযরত বীহকাহ মীরান তাঁর প্রশংসা করে বলেন-

گرکے واللہ بہالم ازمی عرفانی است　　　از طفیل شاہ عبدالقادرگیلانی است

"যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমার পরিচয় কী?

শপথ করে বলছি, তাহলে আমি শাহে জিলানের ওসিলা গ্রহন করব।"[৯৫৩]

---

[৯৫১] মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও মুহাম্মাদ নাজির আহমাদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০-৫৯২

[৯৫২] আল্লামা আনছার সাবেরী চিশতী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৯৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.)-এর উক্তি

হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) বলেন-

“গাউসুল আ'যম সকল প্রমাণাদির মধ্যে বিশ্বস্ততম প্রমাণ।
তিনি দ্বীনের আকাবিরদের বিশ্বস্ত রাহবার।
তিনি সকল ওলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম,
যেরূপ মহানবী (সা.) সকল নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।”[৯৫৪]

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কুতুবিয়তে কুবরা ও বিলায়তে উজমার মর্যাদা দান করেছেন। ফেরেশতা জগত থেকে ভূমন্ডল পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা ছিল।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (রাহ.)-এর উক্তি

হযরত ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহ.) গাউসে পাকের প্রশংসা করে বলেন- “হে আল্লাহ! গাউসুল আ'যম, শাহে জিলান মুহিউদ্দিন কুতুবে দাওরানের ওসিলায় আমাকে সকল ধরনের দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত কর। তবে যা দ্বারা কোন হাল বা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তা হতে নয়।”[৯৫৫]

গাউসে পাকের শানে আ'লা হযরতের পঙক্তিমালা

১. **উচ্চারণ :** “ওয়াহ কেয়া মর্তবা আয় গাউস হ্যায় বালা তেরা, উচেঁ উ-চুঁ কে সরোঁ সে কদম আলা তেরা।”
   অনুবাদ : ইয়া গাউছে আ'যম (রাহ.) বাহ, কী চমৎকার আপনার মর্তবা কতইনা উচুঁ, বড় বড় উচুঁ মর্যাদা সম্পন্ন আউলিয়া কিরামের শির আর গর্দান সমূহের চেয়ে আপনার কদম মুবারক উচুঁ, বরং তারা নিজ গর্দানোপরি তা বরণ করে নিয়েছেন।
   কাব্যনুবাদ : কতই উচ্চ সে মর্তবা ওহে গাউস তোমার, উঁচুদের উঁচু ঝুকে নেয় সে চরণভার।

---

[৯৫৪] غوث اعظم دلیل رایقین   بہ یقین رہبر اکابر دین
اوست در جملہ اولیاء ممتاز   چوں پیبر درانبیاء ممتاز
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[৯৫৫] خداوند بحق شاہ گیلانی   محی الدین و غوث وقطب ودوران
بکن خالی مراازہرخیالے   ولیکن آں کہ نہ پیداست حالے
প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

২. **উচ্চারণ :** "সর ভালা কেয়া জানে কেহ্ ক্যয়সা তেরা আউলিয়া মলতে হ্যাঁয় আখেঁ হ্যায় জলওয়া তেরা।"

অনুবাদ : যেখানে আপনার পবিত্র চরণতালু ভক্তিভরে আউলিয়া কিরাম চোখে মালিশ করে ধন্য হল, যেখানে আপনার শির মুবারক'র মর্তবা কী, কেমন যে শির মুবারকের উচ্চতা বা মর্যাদা, তার আন্দাজ কে কীইবা করতে পারবে?

কাব্যনুবাদ : কী তো সেই শির শাহী, বলে কারো সাধ্য নাই, অলিকুল চোখে সাথে চরণের ধুলি তোমার।

৩. **উচ্চারণ :** "কিয়া দবে জিস পেহ হেমায়েত কা হো পানজা তেরা, শের কো খাতরে মে লাতা নেহী কুত্তা তেরা।"

অনুবাদ : যার উপর আপনার সাহায্যের হাত রয়েছে, সে কি (শত্রুর ভয়ে) দমে যাবে, কেনইবা দমে যাবে, আপনার কুকুর তো বাঘকেও পরোয়া করে না।

কাব্যনুবাদ : সে কি দমবে, যার শিরোদারি হাত দয়ার, বাঘেরও নাহি যে ভয়, যে হবে কুত্তা তোমার।

৪. **উচ্চারণ :** "তু হুসাইনী হাসানী কেউঁ না মুহিউদ্দীন হো আয় হিদ্বরে মাজমারয় বাহরাইন হ্যায় চশমা তেরা।"

অনুবাদ : আপনি হাসানী এবং হোসাইনী, আপনি কেনই বা মুহিউদ্দীন (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম এর নবজীবন সঞ্চারক) হবেন না, হে উম্মতের 'খিদ্বর' বা সজীবতা আপনার ফয়েজ উভয় ধারার মোহনা বা সংযোজন। যেখানে থেকে আমার বেলায়তের ধারা জারী।

কাব্যনুবাদ : তুমি হোসাইনী, হাসানী, দ্বীনের পরানে পানি, হে খিদ্বর দু'কুল ধারা, মোহনায় উৎস তোমার।

৫. **উচ্চারণ :** "কসমে দে দে খিলাতা হ্যায়, প্যহন্‌তা তুঝে, পিয়ারা আল্লাহ তেরা চাহনে ওয়ালা তেরা।"

অনুবাদ : (আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণায়) আপনাকে দিব্যি দিয়ে দিয়ে আহার করান, আপনারই প্রেমাস্পদ প্রভূ আপনারই প্রিয় প্রভূ আল্লাহই।

কাব্যনুবাদ : তোমাকে খাওয়ান ও পরান, করে দোহাই প্রদান, স্বয়ং ওই আল্লাহ মহান প্রিয় প্রভূ তোমার।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **উচ্চারণ :** “মুস্তফা কে তনে বে সায়া কা সায়া দেখা জিস নে দেখা মেরী জান জলওয়ায়ে যেবা তেরা।”

অনুবাদ : হে আমার প্রিয় ব্যক্তি, আপনি হলেন হযরত মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র ছায়াহীন পবিত্র কায়ার ছায়াসদৃশ (অর্থাৎ তার আদর্শের প্রতিচ্ছবি) হে গাউসে পাক, হে আমার প্রাণনাথ, যে আপনার মনোহর চোখে দেখেছে, সে যেন প্রিয় নবীর ছায়াহীন পবিত্র দেহেরই প্রতিচ্ছবি।

কাব্যনুবাদ : ওগো প্রাণ, দেখলো যে জন, মনোহর তোমারই বদন, ছায়াহীন কায়া নবীর ছায়া সে করে দিদার।

৭. **উচ্চারণ :** “ইবনে যাহ্রা কো মুবারক হো আরুসে কুদরত কাদেরী পায়ে তাসাদ্দুক মেরে দুলহা তেরা।”

অনুবাদ : ফাতেমা যাহরার সন্তান (অর্থাৎ গাউসে পাক) কেননা তিনি ফাতেমী বংশীয়, কুদরতের দুলহা হওয়াকে মুবারকবাদ, হে আমার প্রতিনিধি, কাদেরীগণ যেন আপনার করুণার ভিক্ষা পায়, এই মিনতি।

কাব্যনুবাদ : দুলহা যে হোন মুবারক যাহরা তনয়, কাদেরীরাও যেন তোমার ভিক্ষা দয়ার।

৮. **উচ্চারণ :** “কেউ না কাসেম হো ইবনে আবিল কাসেম হ্যায়, কেউ না কাদের হো কেহ্ মুখতার হ্যায় বাবা তেরা।”

অনুবাদ : আপনি কাসেম (বণ্টনকারী) কেন নন, (অর্থাৎ: নিশ্চয় আপনি নেয়ামতের বণ্টনকারী) যেহেতু আবুল কাসিম উপনামধারী নবীর উত্তরাধিকারী প্রিয় সন্তান। আপনি কাদির (ক্ষমতাবান) না হবেন কেন, কেননা আপনি যে ইখতিয়ার বা অনুমোদিত ক্ষমতাবান নবীর আওলাদ।

কাব্যনুবাদ : বণ্টনকারী কেন নও, ইবনে আবুল কাসিম হও, কেন কাদির না বলি, না শক্তির আধার।

৯. **উচ্চারণ :** “নবভী মেহ্ আলভী ফসল বতুলী গুলশান হাসানী ফুল হোসাইনী হ্যায় ম্যাহকনা তেরা।”

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ : আপনি নবুয়তের ফয়েজ রহমতের বন্টন, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র প্রিয় সন্তান, ফাতেমা বতুল বিনতে রাসূলের সজীব কাননের হাসানী ফুল এবং আপনার সুবাস প্রবাহ হোসাইনী।

কাব্যনুবাদ : নববী বর্ষার ছটা ও যাহরার বেটা, হাসানী ফুল ও হোসাইনেরই খোশবু অপার।

১০. **উচ্চারণ :** "নবভী যিল্ল আলভী বুর্জ, বতুলী মানযিল হাসানী চান্দ, হুসাইনী হ্যায় উজালা তেরা।"

অনুবাদ : আপনি ছায়াহীন নবীর ছায়া সদৃশ (অনুগামী) আলী (রা)'র দূর্গ, ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা'র মনযিলস্বরূপ। আপনি হাসানী চান্‌দ, আর হোসাইনী দীপ্তি।

কাব্যনুবাদ : নবীজীর ছায়া আলীর দুর্গ জানি, বতুলী যেথায় স্থানী, হাসানী চান্দ, হোসাইনী আলো তোমার।

১১. **উচ্চারণ :** "নবভী খোর আলভী কোহ্ বতুলী মা'দন, হাসানী লা'ল হুসাইনী হ্যায় তাজাল্লা তেরা।"

অনুবাদ : নবভী রবির কিরণ আপনি, তেজস্বী আলীর অটল পাহাড় এবং ফাতেমারূপ খনির অমূল্য রত্ন।

কাব্যনুবাদ : নবভী রবি'র গিরি আলবী, ফাতেমী এমনি খনি, হাসানী মুক্তো, হাসনী দ্যূতির বাহার।

১২. **উচ্চারণ :** "বাহর ও বার, শাহর ও কুরা সাহল ও হায়ন, দ্বাশ্‌ত ও চেমন, কৌন সে চক পেহ্ জহঁচতা নেহী দাওয়া তেরা।"

অনুবাদ : জলে স্থলে শহর গ্রামে, সমতল বা পাহাড়ে মরু প্রান্তর কি সজীব কাননে, কোন ভূখন্ডে পৌছেনি আপনার আধ্যাত্মিক প্রভাব?

কাব্যনুবাদ : স্থান, নগর, গ্রামে উঁচু নিচু মরু কি সজীব ধামে, কোথা পৌঁছেনি সে হাত, জাহানী এই ক্ষমতার।

১৩. **উচ্চারণ :** "হুসনে নিয়্যত হো খতা কভী করতা হী নেহী, আযমায়া হ্যায় ইয়াগানাহ্ হ্যায় দোগানা তেরা।"

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ : উদ্দেশ্য ভাল হলে ভুল কখনো হতে পারে না। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, দুরাকাত নফল নামাজ পড়ে আপনার খেদমতে সওয়াব দিলে তার প্রতিদান হয় অতুলনীয়।

১৪. **উচ্চারণ :** "আরযে আহওয়াল কী পেয়াসোঁ মে কেয়া তাব মাগার, আ-খে আয় আবরে কারাম তাকতী হ্যায় রাস্তা তেরা।"

অনুবাদ : (হে আমার মুনিব) আপনার তৃষ্ণার্তের অবস্থা বর্ণনা করার, হে করুণার বর্ষণকারী শুধু আপনার আগমণ পথে দুনয়ন বিছিয়ে রেখেছি।

কাব্যনুবাদ : কী যে আকুতি দেখাব, কোথা সাধ্য বুঝাবার, তৃষ্ণাতুর দৃষ্টি শুধু রাখিনু তোমার।

১৫. **উচ্চারণ :** 'মউত নযদীকে গুনাহোঁ কী ত্যহেঁ মায়ল কে খোল আ বারাস জা কেহ্ নেহা ধোলে ইয়ে পিয়াসা তেরা।"

অনুবাদ : মৃত্যু আমার নিকটবর্তী, সর্বাঙ্গে পাপের স্তূপ ও ময়লার আস্তরণ, (হে মুনিব) আপনার করুণার বর্ষণ দিয়ে যান, যাতে আমি করুণাস্নাত ও ধৌত হয়ে পবিত্র হতে পারি, আমার তৃষ্ণার্ত হৃদয় ও তৃপ্ত হয়।

কাব্যনুবাদ : কাছে মৃত্যু, দেহে ময়লার আবরণ যে গুনাহর, দয়া ধারাতে সাফ করো সেটাও জ্বালা প্রেমতৃষ্ণার ।

১৬. **উচ্চারণ :** "আ-ব আমদ উঅহ্ কাহে আওর ম্যায়ঁ তায়াম্মুম বরখাস্ত মুশতে খাব আপনি হো আওর নূর কা আহলা তেরা।"

অনুবাদ : তিনি বলেন পানি এসে গেছে আর আমি বলি তায়াম্মুমের পালা শেষ। আমার এক মুষ্টি, মুঠো মাটির জন্য আপনার নূরের এ কৃপা দৃষ্টি যথেষ্ট।

কাব্যনুবাদ : শুধালেন এল পানি, তায়াম্মুম শেষ তো জানি, মাটির এ মুষ্ঠি পরে ঢেড় যে নূরী কৃপা তোমার।

১৭. **উচ্চারণ :** "জা্ন তু জা-তে হী জায়েগাঁ কিয়ামত ইয়ে হ্যায়, কে ইয়েহা মরনে পেহ্ টেহরা হ্যায় নাযারা তেরা।"

অনুবাদ : আমার (মৃত্যুর মুহুর্তে) জান তো বেরিয়ে যাবেই, কিন্তু কঠিনতম অবস্থা তো এটাই যে, এখানে মৃত্যুর সাথে আপনার দর্শন লাভের বিষয়টি স্থগিত হয়ে আছে। (অর্থাৎঃ মৃত্যু যন্ত্রনার চাইতে দর্শনলাভের অপেক্ষা যে আরো কঠিনতর)

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যনুবাদ : বেরিয়েই যাবে তো প্রাণ, কিন্তু জ্বালার কবে অবসান, মরণের আগে কেন হয়না গো দর্শন তোমার।

১৮. **উচ্চারণ :** "তুঝ সে দর দর সে সাগ, সগ সে হ্যায় মুঝকো নিসবত, মেরী গর্দন মে ভী হ্যায় দওর কা ডোরা তেরা।"

অনুবাদ : আপনার সাথে দরজার সম্পর্ক, সেই দরজার সাথে (পাহারারত) কুকুরের সম্পর্কে, আর সেই কুকুরের সাথেই আমার সম্পর্ক। আমার গর্দানেও যেন স্বাচ্ছন্দ্যে ঘোরার (অনুমতিসূচক) বেল্টটি পরানো থাকে।

কাব্যনুবাদঃ যে দ্বারে সম্পর্ক তোমার, সেটি পায় ও কুকুর পাহারার, তারই ন্যায় দিও বেড়ি এ গলায় মালিক আমার।

১৯. **উচ্চারণঃ** "উস নিশানী কে জু সগ হ্যায় নেহী মারে জাতে হেঁ, হাশর তক মেরে গলে মে রহে পাট্রা তেরা।"

অনুবাদঃ আপনার গোলামীর বেল্ট যে কুকুরের গলায় থাকবে, তাকে কেউ মারতে পারবেনা, আমার এ প্রত্যাশা যে, আপনার গোলামীর পাট্রা যেন হাশর দিবস পর্যন্ত আমার গলায় থাকে।

কাব্যনুবাদঃ যে কুকুরেই গলে, গোলামীর বেড়ি সে ঝুলে, আখেরে রয় যেন এ গলে সে পাট্রা তোমার।

২০. **উচ্চারণ :** "মেরে কিসমত কি কসম খায়ে সগানে বাগদাদ, হিন্দ মে ভী হোঁ তু দেতা রহোঁ প্যহরা তেরা।"

অনুবাদ : বাগদাদের কুকুর (অর্থাৎ: আপনার গুণগ্রাহী) আমার ভাগ্যের দোহাই মানে কেননা, আমি সুদূর ভারতে বসেও আপনার মর্যাদার দুয়ার পাহারায়রত কুকুর গণ্য হতে পেরেছি।

কাব্যনুবাদ : মাগে দোহাই কুকুর ও বাগদাদ শহরের হিন্দে থেকেও দেই পাহারা তব শাহী দুয়ার।

২১. **উচ্চারণঃ** "তেরে ইয্যত কি নেসার আয় মেরে গায়রাত ওয়ালে আহ্ সদ আহ্ কেহ্ ইউঁ খার হোঁ বরদা তেরা।"

অনুবাদ : আপনার মর্যাদার জন্য আমি নিবেদিত, হে আমার আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যনুবাদ : তব ইযযতে দি প্রাণ, হে মালিক ওগো মর্যাদাবান, শত আফসোস, কেন লাঞ্চনা এ ভাগ্যে আমার ।

২২. **উচ্চারণ :** "বদ সহী, চোর সহী মুজরিম না কারাহ সহী, এ্যায় উঅহ ক্যয়সা হী সহী হ্যায় তু করীমা তেরা।"

অনুবাদ : আমি বদ হতে পারি, চোর বা পাপী কিংবা হতে পারি নিষ্কর্মা, অপদার্থ যাই হই না কেন, কিন্তু আমি তো হে দয়াবান আপনারই সম্পর্কে সম্পর্কিত।

কাব্যনুবাদ : পাপী, বদ, অকেজো, আমি হই না যা কিছু, হে দয়াবান মালিক, আমি তোমারই, তোমার।

২৩. **উচ্চারণ :** "মুঝকো ভী আগর কোঈ কহে গা তু ইউহীঁ, কেহ্ ওয়াহী না দাহ রেযা বান্দা রুসওয়া তেরা।"

অনুবাদ : আমাকে কেউ যদি হেয় করতে চায় তো এটাই বলবে যে এতো ওই রেযা যে বিপদগ্রস্ত, হে গাউস, আপনারই লাঞ্ছিত নিকৃষ্ট এক গোলাম, (তবে আমার দূর্নাম যে আপনার মর্যাদাকে স্পর্শ করবে। কারণ আমি গোলাম আপনারই)

কাব্যনুবাদ : যদি কেউ করে দূর্নাম, ইতর এ নীচ গোলাম পরিচয় শুধু তোমার, রেযা যে বান্দাহ তোমার।

২৪. **উচ্চারণ :** "হ্যায় রেযা ইউ না বলক তু নেহী জায়্যেদ তু না হো, সায়্যিদ জায়্যেদ হার গাহর হ্যায় মওলা তেরা।"

অনুবাদ : হে রেযা (স্বাগত) বিচলিত হয়ে এমন চেঁচিয়ে ক্রন্দন করো না, তুমি অতিযোগ্য ও উত্তম না হলেও তোমার প্রিয় মুনিব (গাউছে পাক) যে প্রতি যুগেই অতি উত্তম সায়্যিদযাদা, নবীবংশ, (তবে তুমি কেন নিরাশ হয়ে পড়বে।)

কাব্যনুবাদ : কান্নাতে কেন কেঁদে যে ব্যাকুল, রেযা নও নিজে অতুল, যুগ শ্রেষ্ঠ মুনিব, আলে নবী তিনি সবার।

২৫. **উচ্চারণ :** "ফখরে আকা মে রেযা আওর ভী ইক নযমে রফী, চল লিখা লায়েঁ সানাখানো মে চ্যহরা তেরা।"

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ : মুনিবের মর্যাদাগাথায় আরো একটি উত্তম কাব্য পঙক্তি লিখে নিই চলো, যাতে তার প্রশাংসাকারীদের মধ্যে তোমার নামও উঠে যায়, তুমি তাঁর প্রশংসা কারীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পার।

কাব্যনুবাদ : মুনিবের যিকির, রেযা গাও আরো উচুঁ রীতির লিখে হও গো তাদের, যারা গায় তারও গুণ বেশুমার।[৯৫৬]

আ'লা হযরত আযীমুল বারাকাত আরো কিছু না'ত গাউসে পাকের শানে লিখেছেন যেগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দ্বীনী অনুষ্ঠানে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পাঠ করা হয়।

১. তিনি বলেন-

غوث اعظم امام التقی والنقی   جلوۂ شان قدرت پہ لاکھوں سلام

হযরত গাউসুল আ'যম মুত্তাকী ও পুণ্যবানদের ইমাম এবং কুদরতের শান বিকাশকারী, তাঁর প্রতি লক্ষ সালাম।

২.

مر دخیل طریقت چہ بے حد درود   فرداہل حقیقت پہ لا کھوں سلام

তিনি তরীকতজগতের কর্ণধার, তাঁর প্রতি বিশেষ দরূদ, আহলে হাকীকতের মধ্যে তিনি অনন্য- তাঁর প্রতি লক্ষ সালাম।

৩. তিনি আরো বলেন-

جس کی منبر ہوی گر دان اولیا   اس قدم کی کرامت پہ لا کھوں سلام

সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর যার মিম্বর সাব্যস্থ হয়, ওই চরণের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি লক্ষ সালাম।

হযরত ইবরাহীম আল-আযাব (রাহ.)-এর অভিমত

হযরত ইবরাহীম আল-আযাব (রাহ.) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে সিদ্দীকগণের নেতা, আরিফ ও সালেকদের শক্তি বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়টি 'খুলাসাতুল মাফাখিরে' এভাবে এসেছে যে,

وعن الشيخ الكبير العارف بالله إبراهيم الأعزب رضى الله تعالى عنه قَال: الشيخ عبد القادر سيدنا وسيد المحققين، وإما الصديقين، وحجة العارفين، وقدوة السالكين إلى ربِّ العالمين.[৯৫৭]

[৯৫৬] হাফেজ আনিসুজ্জামান আলকাদেরী, *মাসিক তরজুমান*, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রি. সংখ্যা, ১৪৩৫ হি., পৃ. ২৭, ৩০

[৯৫৭] আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে তাইমিয়ার অভিমত

ইবনে তাইমিয়া তাঁর মাজমুয়ায়ে ফাতওয়ার মাঝে বিখ্যাত কয়েকজন সূফীগণের নাম উল্লেখ করেন, যেখানে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) নামও গুরুত্বের সাথেই বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, সূফীরা মানুষদেরকে সত্য পালন করার নির্দেশ দেন, আর যা কিছু মিথ্যা তা পরিহার করার তাগিদ দিয়ে থাকেন।

"The great Sufi shaikhs are the best shaiks to be known and accepted, such as: Bayazid al-Bistami [a grandshaikh of the Golden Chain of the Naqshbandi Tariqat], Shaikh Abdul Qadir Jilani, Junayd bin Muhammad [the most well-known Sufi] Hasan al-Basri, al Fudayl ibn al-Ayyad, Ibrahim bin al-Adham [very famous sufi, known as Sultan of the Ascetics], Abi Sulayman ad-Daarani, Ma'ruf al-Karkhi, Siri as-Saqati, Shaikh Hammad, Shaikh Abul Bayyan. And Ibn Taymiyya continues: "those great sufi people were the leaders of humanity, and they were calling to what is right and forbidding what is wrong. Ibn Taymiyya says: "You have to know that the rightly-guided shaikhs must be taken as guides and examples in the Din, as they are following in the footsteps of the Prophets and Messengers. And the Way (tariqat) of those shaikhs is to call people to Allah's Divine Presence and obedience to the Prophet.”[৯৫৮]

এখানে ইবনে তাইমিয়া লোকজন কে গাইড গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছেন এবং ইংগিত করছেন যে, প্রত্যেক গাইডের রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দেখানো পথে পরিচালনার জন্য নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার ভাষায় এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যেমনি করে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য একজন গাইড দরকার হয় কাবা পর্যন্ত পৌছার জন্য তেমনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক প্রয়োজন।

আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরশী (রাহ.)-এর অভিমত

[৯৫৮] ইবনে তাইমিয়া, *মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া*, খণ্ড ১১, প্রকাশ- দার আর-রাহমা, কায়রো, পৃ. ৪৯৭

Dhaka University Institutional Repository

আবু আব্দুল্লাহ আল কুরশী (রাহ.), তিনি আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে জগতের আউলিয়া, ওলামা ও আরিফদের সর্দার বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর অভিমতটি 'খোলাসাতুল মাফাখির ফি মানাকিবিশ শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

وعن الشيخ العارف بالله أبي عبد الله القرشي رضى الله تعالى عنه قَال: الشيخ عبد القادر سيد أهل زمانه، أما الأولياء وأكملهم، وأما العلماء فهو أورعهم وأزهدهم، وأما العارفون فهو أعلمهم وأتمهم، وأما المشايخ فهو أمكنهم وأقربهم وأقواهم.[৯৫৯]

তাঁর চরিত্র সম্পর্কে ইরাকের গ্র্যান্ড মুফতির বক্তব্য

ইরাকের গ্র্যান্ড মুফতি আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হামিদ বাগদাদী, তিনি আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। শায়খ আত-তাদিফির ভাষায় আমি তা নিচে উল্লেখ করছি।

The Grand Mufti of 'Iraq provide a vivid description of Shaikh 'Abd al-Qadir's character. We owe this next report ot the Grand Mufti of 'Iraq, Muhyi'd-Din Abu 'Abdi'llah Muhammad ibn Hamid al-Baghdadi (may Allah bestow His mercy upon him), who said: "Shaikh 'Abd al-Qadir (may Allah be well pleased with him) was quick to shed tears, intensely affected by fear [of the Lord], and imbued with a great sense of awe. He was someone whose prayer was sure to be answered. His entire of character, and noble in his lines of descent. He was the furthest of all people from immoral behavior, and the nearest of all people to the Truth. He was extremely stern in his response, whenever the sanctuaries of Allah (Almighty and Glorious is He) were violated.

He was never angry on his own account, and he never supported the cause of anyone other than his Lord. He never turned the beggar away empty-handed, even if all he had to give him was one of his only pair of shirts. Enabling grace [tawfiq] was his guiding principle, and readiness to help was his mainstay. Knowledge ['ilm] was his instructor, and

---

[৯৫৯] আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

nearness [to the Lord] was his educator. Mutual conversation [muhadara] was his treasure, and direct experience [ma'rifa] was his ambassador. Intimate friendship [uns] was his confidant, and entertainment was his breath of fresh air. Truthfulness was his banner, openness was his stock-in-trade, and tolerance was his professional occupation. Remembrance [dhikr] was his chief minister, and reflection [fikr] was his entertaining companion. Spiritual disclosure [mukashfa] was his nourishment, and direct witnessing [mushahada] was his medicine. The good manners of the Sacred Law [adab ash-Shari's] were his outward from [zahir], and the attributes of Reality [awsuf al-Haqiqa] were his innermost contents [sara'ir]." Expressing himself in poetry,[৯৬০]

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কে তিনি কবিতা আকারে আরো বক্তব্য তুলে ধরেন। আমি নিচে তা উল্লেখ করছি -

For Allah's sake you have earned a rank of dignity,
and you are noble by pure ancestry and origin.
Your splendid stature for the soles of your feet.
You have built a house in the heights above,
and the planets are like flowers on the trellis around it.
O robe of this world, by the splendor of whose glory
old age has turned into the freshness of youth!
The virgins on high sought after you, the star of guidance,
and they are ones who baffle the seeker!
when they saw you at last, those proposal rejected.
Then there came to you, as the mark of leadership,
exploits that even a master could hardly perform..”[৯৬১]

[৯৬০] মূল আরবি পদ্যের প্রতিটি শ্লোকের শেষ হয়েছে নিসবা, রিকাবা ও আতনাবা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা।
[৯৬১] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 83-84

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী যুগে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর শানে রচিত হওয়া কাসিদাসমূহ

আরবি, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় রচিত হওয়া বিভিন্ন কাসিদা

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে আরবি ভাষায় বহু কাসীদা রচিত হয়েছে। আমি এখানে সামান্য কিছু উল্লেখ করছি।

ইমাম নুরউদ্দীন শাতনূফী (রাহ.)-এর কাসীদা

হযরত শায়খ নুরউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে ইউসুফ শাতনূফী (রাহ.) আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে প্রশংসামুলক কাসিদা রচনা করেন।

عَبْدٌ لَّهُ فَوْقَ الْمَعَالِى رُتْبَةٌ   وَلَهُ الْمَمَاجِدُ وَالْفَخَارُ الْاَفْخَرُ
وَلَهُ الْحَقَائِقُ وَالطَّرَائِقُ فِي الْهُدَى   وَلَهُ الْمَعَارِفُ كَالْكَوَاكِبُ تَزْهَرُ
وَلَهُ الْفضَائِلُ وَالْمَكَارِمُ النُّدَى   وَلَهُ الْمَنَاقِبُ فِى الْمَحَافِلُ تَنْشَرُ
وَلَهُ التَّقَدَّمُ وَالْعَالِى فِى الْعُلَى   وَلَهُ الْمَرَاتِبُ فِى النَّهَايَةِ تَكْثُرُ
غَوْثُ الْوَرَى غَيْثُ النُّدَى نُوْرُ الهُدَى   بَدْرُ الدُّجَى شَمْسُ الضُّحَى بَلْ اَنْوَرُ
قَطَعَ الْعُلُوْمَ مَعَ الْقُوْلِ فَاَصْبَحَتْ   اَطْوَارُ هَامِنْ دُوْنِهِ تَتَحَيَّرُ
مَا فِيْ عَلاَهُ مَقَالَةٌ لِمُخَالِفٍ   فَائِلُ الْاَجْمَاعِ فِيْهِ تُسْطَرُ

হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী (রাহ.)-এর কাসীদা

হযরত খাজা গরীবে নাওয়াজ মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রাহ.), যিনি ছিলেন বংশগত দিক দিয়ে হোসাইনী ও হাসানী। তিনি আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর শানে নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেছেন-

یا غوث معظم نورہدمی مختار نبی مختار خدا
سلطان دوعالم قطب علی حیراں ز جلالت ارض سما
ورصدق ہمر صدیق وشی رعدل وعدالت چو عمری
اے کان حیا عثماں منش مانزعلی باجود وسخا
دربزم نبی عالی شانی ستار عیوب مر یرانی

Dhaka University Institutional Repository

در ملک ولایت سلطانی ستار عیوب مریرانی
در ملک ولایت سلطانی اے منبع فضل وجود رسخا
چوں پاتے نبی شدتاج سرت تاج ہمہ عالم شدقدمت
اقطاب جہاں درپیش درافتادہ پوپیش شاہ گدا
گرداد مسیح بہ مردہ واں دادی توبدین محمد جان
ہمہ عالم محی الدیں گویاں بر حسن وجمالت گشتہ فدا

"হে গাউসে আ'যম! হিদায়তের নূর, আল্লাহর বন্ধু ও রাসূলের বন্ধু!
উভয় জগতের সম্রাট, মহান কুতুব, আসমান-জমিন তোমার প্রতাপে প্রকম্পিত।
তোমার সত্যবাদিতা সকল সত্যবাদিদের কেন্দ্র এবং ইনসাফের ক্ষেত্রে তুমি ওমরের মত।
হে সম্ভ্রমশীলতার খনি, সম্ভ্রমশীলতায় তুমি উসমান এবং দানশীলতায় আলী।
নবীর মজলিসের ন্যায় সুসজ্জিত মজলিস তোমার। তুমি মুরিদের দোষ গোপনকারী।
বিলায়তের জগতে তুমি সম্রাট, হে করুণা-অনুগ্রহের আধার!
যখন নবীর পদ মুবারক তোমার মাথার মুকুট হল, গোটা জগতের মুকুট তোমার পায়ে নুয়ে পড়ল।
জগতের সকল কুতুবেরা প্রজার মত তোমার কদমে নুয়ে পড়ে।
ঈসা আলাইহিস সালাম মৃতকে প্রাণ দিয়েছে; কিন্তু তুমি দ্বীনে মুহাম্মদীতে গোটা জগতের মুহিউদ্দিন
রব তুলে তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ করে তুললে।"[৯৬২]

কুতুবুদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রাহ.)-এর কাসীদা

হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতীয়ার কাকী (রাহ.) গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে প্রশংসামুলক কাসিদা রচনা করেন।

قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین   دستگیر ہمہ جا حضرت غوث الثقلین
یک نظر از توبود درود وجماں بس حار   انظر ے جانب ما حضرت غوث الثقلین
کار ہا تے من سرگشتہ بے بتہ شدہ   حر حم کن باز کشا حضرت غوث الثقلین
خاک پاتے تو بود رو ثنی اہل نظر   ویدہ رانجش ضیا حضرت غوث الثقلین
درو مندم ہمرا سبان شفا مفقودات   کرم تست دوا حضرت غوث الثقلین
حضرت کعبتہ حاجات ہمہ حلقانست!   حاجتم سازروا حضرت غوث الثقلین

---

[৯৬২] আল্লামা আনছার সাবেরী চিশতী কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১; আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ০১; সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২, ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

مر ده دل گشتم ونام تو محی الدین است		مر ده را زنده نما حضرت غوث الثقلین
قطب مسکیمں بغلامی درت خسوب است		واغ ہمر ش بنضرا حضرت غوث الثقلین[৯৬৩]

কাব্যনুবাদ[৯৬৪]

সূফীদের কিবলা তুমি- ইনসানের সাহায্যকারী
বিপদ তাড়িত জগৎবাসীর- তুমি যে উদ্ধারকারী।
এ সবই তোমার শান, ওগো গাউসুস্ সাকালায়ন।
তব পদধূলীর গুণে দৃষ্টি পেলো যত চক্ষুষ্মানে,
তাই তব পদধূলি মাগে চক্ষুষ্মানেরা সবাই,
এ সবই তোমার শান- ওগো গাউসুস্ সাকালায়ন ।
অন্তর মম দুঃখ ভরা দেখাবো কাকে আপনি ছাড়া,
ব্যথাতুর হৃদে দিয়ে ঔষধ, আমার ডাকে দাও সাড়া,
এ সবই তোমার শান- ওগো গাউসুস্ সাকালায়ন।
নিরাশায় ঘেরা মোর ভাগ্য রেখা,
তোমার দোয়ায় পুরালো আশা,
সৃষ্টিকুলে তুমি ভরসা, জগদবাসীর বিপদ নাশা,
এ সবই তোমার শান- ওগো গাউসুস্ সাকালায়ন।
মৃত অন্তর জাগে তব্ অভিলাষে,
'মুহিয়্যুদ্দীন' খেতাব তাইতো পেলে,
মৃত মানবও জেগে উঠে-তব অঙ্গুলী নির্দেশে,
এ সবই তোমার শান- ওগো গাউসুস্ সাকালায়ন।

বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রাহ.)-এর কাসীদা

হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রাহ.) আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে প্রশংসামুলক কাসিদা রচনা করেন।

بیکسانرا اگرجوتی تو در دینادریں		ہست محی الدین سید تاج سرداراں تییں
وساگیر ے کسان دچاره یچارگاں		شیخ عبد القادر است آں رحمتہ للعالمیں

[৯৬৩] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
[৯৬৪] বখতীয়ার কাকী (রাহ.) এর এ কাসিদাটির কাব্যনুবাদ করেছেন সূফী শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল।

Dhaka University Institutional Repository

اولیا تے اولین دآخریں سر لہ تے خود　　زیر چاتش ے نمند از حکم رب العالمیں
قطب اقطات زمان دشہیاز لا مکاں　　مربان بیکساں ناتب شفیع المذنبیں[৯৬৫]

সুলতান বাহু (রাহ.)-এর কাসীদা

হযরত সুলতান বাহু (রাহ.) গাউসে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে প্রশংসামুলক কাসিদা রচনা করেন।

شفیع امت وسر در بو دآں شاہ جیلانی　　تعالی اللہ چما قدرت خداتش کر دارزنی
سکندرمی کند رعوے کہ ہتم چاکرآں شاہ　　فلا طوں پیش علم او مقرآمد بنادانی
کلاہ داران ایں عالم گداتے تو　　ترازیبد ترازیبد کلاہ داری دسلطانی
گداسازی اگر خواہی بکیدم باوشاہانرا　　گدایاں را دہی شاہی بیک لخظ بہ آسانی

আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.)-এর কাসীদা

উপমহাদেশের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক দেহলভী (রাহ.) আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে নিয়ে প্রশংসামুলক কাসিদা রচনা করেন।

غوث اعظم وسیل رادلیق　　کن لعیتیں رہمبر اکابر دیں
شیخ داریا ہادتی ثقلیا　　زبدۃ آل سید کونین
باد شاہ ممالک قربت　　راہ نورد مسالک قربت
اوست در جملہ اولیاء ممتاز　　چوچیبر دراکبیاء ممتاز
اولیتابند ہاش ازدل وجاں　　قدم اوبگر دن ایثاں
وصف تعریف اوزمن نہ نکوت　　خود کرامات او معترف اوست
من کہ پہ دردۃ نوال دیم　　عاجز ازمدحت کمال ویم
ہمر دم غرق سجر اخانم　　اے فداتے درش دل دجانم
دردو عالم باوست امیدم　　ہست باوے امید جاویدم[৯৬৬]

ফররুখ আহমদের কবিতা

---
[৯৬৫] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫, ৯৬
[৯৬৬] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

বাঙ্গালী মুসলিম রেনেঁসার কবি ফররুখ আহমদ গাউছে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর শানে একটি অতি ভক্তিপূর্ণ কবিতা রচনা করে গেছেন। কবিতাটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

দুর্গম বন্ধুর পথে জীলান সূর্যের হাতছানি...
পরিপূর্ণ সেই সূর্য ক্রমাগত ডাকে আর ডাকে
কাফেলার পথ ছেড়ে যে ফেরে তিমির-দুর্বিপাক
জীলান সূর্যের রশ্মি তার চোখে দাও আজ আনি।
এ নিরন্ধ্র শবরীর অন্ধকারে তীব দ্যুতি হানি
তমিস্রা-বিমুক্ত নভে জাগাও নূতন সূর্যোদয়।
বলিষ্ঠ সিংহের মত শক্তিমান, একান্ত নির্ভয়
জীলান সূর্যের রশ্মি যাক্ আজ খররশ্মি দানি।
তিমির-পন্থার দেশে, প্রবৃত্তি-বিজিত মৃত দেশে
এনে দাও সুপ্রবল প্রাণ বহ্নি জীলান সূর্যের,
সত্যের আলোকশিখা এ মৃত কলুষ রাত্রিশেষে
আবার জাগায়ে যাও; দেখে যাও সব আকাশের
সব সমুদ্রের তবে পূর্ণতার অন্তহীন পথ;
প্রতি ধূলিকণায় পূর্ণতার প্রচ্ছন্ন পর্বত।[৯৬৭]

বিভিন্ন মনীষী প্রদত্ত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর উপাধিসমূহ

হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে পৃথিবীতে তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দসহ বিখ্যাত বিভিন্ন উলামায়ে কিরামগণ নানা উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তন্মোধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধিতা লাভ করেছে সেটি হচ্ছে ‘গাউসুল আ‘যম’।

মোল্লা আলী কারী (রাহ.) কর্তৃক উপাধি

পবিত্র মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারী হযরত মোল্লা আলী কারী (রাহ.) আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যেমন-

---

[৯৬৭] আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৯৫ খ্রি. বাংলা একাডেমী, ঢাকা, খণ্ড- ০১, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

القطب الرباني والغوث الصمداني[৯৬৮]

গাউছে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর শানে বিভিন্ন সময় মনিষীগণ বিভিন্ন উপাধি ও নামে তাদের কিতাবে তাঁকে ভূষিত করেছেন। আমি তন্মধ্যে কিছু উপাধি আমার গবেষণায় উল্লেখ করছি।

১. يَا سُلْطَانَ الْعَارِفِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O Sultan of those who know by direct experience! (may Allah sanctify his secret)!
২. يَا تَاجَ الْمُحَقِّقِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O crown of the masters of reality!
৩. يَا سَاقِيَ الْحَمَيَّا قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O cup-bearer of the spirit!
৪. يَا جَمِيْلَ الْمُحَيَّا قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O beautiful of countenance!
৫. يَا بَرَكَتِ الْاَنَامِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O blessing of humanity!
৬. يَا مِصْبَاحَ الظَّلاَمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O lamppost in darkness!
৭. يَا شَمْسٍ بِلاَ اَفَلٍ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O sun that never sets!
৮. يَا دُرٌّ بِلاَ مَثَلٍ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O pearl with no equal!
৯. يَا بَدْرُ بِلاَ كَلَفٍ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O full moon without freckles!
১০. يَا بَحْرُ بِلاَ طَرَفٍ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O ocean without a shore!
১১. يَا بَازَ الْاَشْهَبِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O gray falcon!
১২. يَا فَارِجَ الْكُرَبِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O reliever of sorrows!
১৩. يَا غَوْثَ الْاَعْظَمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O supreme helper!
১৪. يَاوَاسِعَ الُّطْفِ وَالْكَرَمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O abundant source of kindness and generosity!
১৫. يَا كَنْزَ الْحَقَائِقِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O treasury of the realities!
১৬. يَا مَعْدِنَ الدَّقَائِقِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O mine of the subtleties!
১৭. يَا وَاسِطَ السِّدْكِ وَالسُّلُوْكِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O means of order and progress!
১৮. يَا صَاحِبَ الْمُلْكِ وَالْمُلُوْكِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of kingship and the kings!
১৯. يَا شَمْسَ الشُّمُوْسِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O sun of suns!
২০. يَا زَهْرَةَ النُّفُوْسِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O flower of the souls!
২১. يَا هَاوِىَ النَّسِيْمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O blower of the fragrant breeze!
২২. يَا مُحِيْىَ الرَّمِيْمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O reviver of the decayed!
২৩. يَا عَالِىَ الْهِمَمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O lofty of aspiration!
২৪. يَا نَامُوْسَ الْاُمَمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O law of the nations!
২৫. يَا حُجَّةَ الْعَاشِقِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O proof of the ardent lovers!

---

[৯৬৮] সাইয়্যিদ মিয়াদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

২৬. يَا سُلْطَانَ الْوَاصِلِيْنَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O sultan of those who reach their goal!
২৭. يَا قِبْلَةَ الْمُوَحِدِّيْنَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O *qibla* of the monotheists!
২৮. يَا قُدْوَةَ الْمُحَقِقِيْنَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O exemplar of the verifiers!
২৯. يَا مُرْشِدَ الطَّالِبِيْنَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O guide of the students!
৩০. يَا اَمِيْرَ الْعَارِفِيْنَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O leader of the Gnostics!
৩১. يَا مَحْبُوْبَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O beloved of the Lord of the Worlds!
৩২. يَا مَنْسُوْبًا اِلَى عُدْنَانِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O he who is attributed to *Adnan*!
৩৩. يَا سُلاَلَةِ آلِ طه ويس قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O scion of the family of Ta-Ha and Ya-Sin!
৩৪. يَا وَارِثَ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O heir of the Selected Prophet!
৩৫. يَا خِزَانَةَ الْاَسْرَارِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O vault of the mysteries!
৩৬. يَا مُبْدِئَ جَمَالِ اللهِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O displayer of the Beauty of Allah!
৩৭. يَا نَائِبَ رَسُوْلِ اللهِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O deputy of Allah’s Messenger!
৩৮. يَا كَبِدَ الْمُصْطَفَى قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O integral of the Chosen One!
৩৯. يَا صَاحِبَ الْوَفَى قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of fidelity!
৪০. يَا سِرَّ الْمُجْتَبَى قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O secret of the Preferred!
৪১. يَا نُوْرَ الْمُرْتَضَى قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O light of the Approved!
৪২. يَا قُرَّةَ الْعُيُوْنِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O coolness of the eyes!
৪৩. يَا ذَا الْوَجْهِ الْمَيْمُوْنِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O possessor of the blessed face!
৪৪. يَا صَالِحَ الْاَحْوَالِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O sound in spiritual states!
৪৫. يَا صَادِقَ الْاَقْوَالِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O truthful in utterances!
৪৬. يَا سَيْفَ اللهِ الْمَسْلُوْلِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O unsheathed sword of Allah!
৪৭. يَا ثَمَرَةَ الْبَتُوْلِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O fruit of the virtuous lady [i.e. Fatima]!
৪৮. يَا رَاحِمَ النَّاسِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O sympathizer with the people!
৪৯. يَا مُذْهِبَ الْبَاسِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O remover of injury!
৫০. يَا مُفْتِحَ الْكُنُوْزِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O opener of treasures!
৫১. يَا مَعْدِنَ الرُّمُوْزِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O source of secret signs!
৫২. يَاكَعْبَةَ الْوَاصِلِيْنَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O ka’ba of those who reach their destination!
৫৩. يَا وَسِيْلَةَ الطَّالِبِيْنَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O means of connection for the seekers!
৫৪. يَا مُخْجِلَ الْمَرِّ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O shedder of luxuriant rain!

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. يَا مُحْسِنَ الْبَشَرِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O benefactor of the human-kind!
৫৬. يَا قُوَّةَ الضُّعَفَاءِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O strength of the weak!
৫৭. يَا مَلْجَأَ الْغُرَبَاءِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O refuge of the strangers!
৫৮. يَا اِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O leader of the devout!
৫৯. يَا صَفْوَةَ الْعَابِدِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O best of the worshipful servants!
৬০. يَا قَوِىَّ الْاَرْكَانِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O strength of the pillars!
৬১. يَا حَبِيْبَ الرَّحْمنِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O beloved friend of the All-Merciful!
৬২. يَا مُجْلِىَ الْكَلاَمِ الْقَدِيْمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O revealer of the Externally Pre-Existent Speech!
৬৩. يَا شِفَاءَ اَسْقَامِ السَّقِيْمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O healing of the maladies of the sick!
৬৪. يَا اَتْقَى الْاَتْقِيَاءِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O most righteous of the righteous!
৬৫. يَا اَصْفَى الْاَصْفِيَآءِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O purest of the pure!
৬৬. يَا نَارَ اللهِ الْمُوْقَدَةِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O kindled Fire of Allah!
৬৭. يَا حَيآوةَ الْاَفْئِدَةِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O life of the hearts!
৬৮. يَا شَيْخَ الْكُلِّ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O sheikh of all!
৬৯. يَا دَلِيْلَ السُّبُلِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O guide of the ways!
৭০. يَا نَقِيْبَ الْمَحْبُوْبِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O chieftain of the loved ones!
৭১. يَا مَقْصُوْدَ السَّالِكِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O destination of the spiritual travelers!
৭২. يَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O noble on both sides [of the family]!
৭৩. يَا عُمْدَةَ الْفَرِيْقِيْنِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O pillar of both parties!
৭৪. يَا قَاضِىَ الْقُضَاتِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O judge of the judges!
৭৫. يَا فَاتِحَ الْمُغْلَقَاةِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O opener of the doors that are locked!
৭৬. يَا كَافِىَ الْمُهِمَّاةِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O sufficient supplier of important provisions!
৭৭. يَا حَائِطَ الْاَشْيَاءِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O wall surrounding all things!
৭৮. يَا نُورَ الْمَلاَرِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O light of the council!
৭৯. يَامُنْتَهَى الْاَمَلِ حِيْنَ يَنْقَطِعُ الْعَمَلِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O fulfillment of the hope when work is done!
৮০. يَا سَيِّدَ السَّعَادَاتِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O chief of the chiefs!
৮১. يَا مَنْبَعَ السَّعَادَت قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O source of felicity!
৮২. يَاضِيَاءَ السَّموتِ وَالْاَرْضَيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O light of the heavens and the earths!
৮৩. يَا قَامُوْسَ الْوَاعِظِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O dictionary of the preachers!

Dhaka University Institutional Repository

৮৪. يَا عَوْنَ الْوَرى قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O aid of humankind!
৮৫. يَا قُدْوَةَ السَّرى قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O guide of those who travel by night!
৮৬. يَا جَمَّ الْفَوَائِدَ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O abundance of benefits!
৮৭. يَا فَرَجَافِى الشَّدَائِدِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O relief in adversities!
৮৮. يَا بَحْرَ الشَّرِيْعَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O ocean of the Sacred Law!
৮৯. يَا سُلْطَانَ الطَّرِيْقَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O Sultan of the Spiritual Path!
৯০. يَا بُرْهَانَ الْحَقِيْقَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O proof of Reality!
৯১. يَا تَرْجُمَانَ الْمَعْرِفَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O interpreter of the knowledge of existence!
৯২. يَا كَاشِفَ الْاَسْرَارِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O discloser of secrets!
৯৩. يَا غَا فِرَ الْاَوْزَارِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O forgiver of transgressions!
৯৪. يَا طِرَازَ الْاَوْلِيَاء قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O model of the saints!
৯৫. يَا عَضُدَ الْفُقَرَآءِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O support of the poor!
৯৬. يَا ذَا الْاَحْوَالِ الْعَظِيْمَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of splendid spiritual states!
৯৭. يَا ذَا الْاَوْصَافِ الرَّحْيْمَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of compassionate qualities!
৯৮. يَا ذَا الْكَرَامَاتِ الْعَالِيَّةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of high dignities!
৯৯. يَا ذَا الْمِلَّةِ الْجَلِيَّةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of the clear religion!
১০০. يَا ذَا الْمَذْهَبِ الْحَنْبَلِيَّةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of the Hanbalite school!
১০১. يَا اِمَامُ الْاَئِمَّةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O leader of the leaders!
১০২. يَا كَاشِفَ الْغُمَّةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O remover of distress!
১০৩. يَا فَاتِحَ الْمُشْكِلاَتِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O solver of difficult problems!
১০৪. يَا مَقْبُوْلَ رَبِّ الْجَنَّتِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O welcome guest of the Lord of the Gardens!
১০৫. يَا جَلِيْسَ الرَّحْمنِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O boon companion of the All-Merciful!
১০৬. يَا مَشْهُوْرًا مِنَ الْجِيْلاَنِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O famous native of Jilan!
১০৭. يَاشَاه قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O famous native of Jilan!
১০৮. يَا سِرَّ اللهِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O secret of my God!
১০৯. يَا عَفِيْفُ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O virtuous one!
১১০. يَا شَرِيْفُ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O noble one!
১১১. يَا تَقِىُّ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O dutifully devoted one!
১১২. يَا نَقِىُّ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O pure one!

Dhaka University Institutional Repository

১১৩. يَا صِدِيْقُ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O champion of the Truth!
১১৪. يَا مَعْشُوْقُ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O ardently beloved!
১১৫. يَا قُطْبَ الْاَقْطَابِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O Cardinal Pole of the cardinal poles!
১১৬. يَا فَرْدَ الْاَحْبَابِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O uniquely beloved!
১১৭. يَا سَيِّدِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my master!
১১৮. يَا سَنَدِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my support!
১১৯. يَا مَوْلَآئِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my patron!
১২০. يَا قُوَّتِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my strength!
১২১. يَا غَوْثِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my succour!
১২২. يَا غِيَاثِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my aid!
১২৩. يَا عَوْنِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my assistance!
১২৪. يَا رَاحَتِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my comfort!
১২৫. يَا عِزَّتِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my honour!
১২৬. يَا فُؤَادِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my heart!
১২৭. يَاقَاضِىَ حَاجَتِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O satisfier of my needs!
১২৮. يَا فَارِجَ كُرْبَتِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O dispeller of my sorrows!
১২৯. يَا ضِيَائِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my radiance!
১৩০. يَا رَجَائِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my hope!
১৩১. يَا شِفَائِىْ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O my remedy!
১৩২. يَا سُلْطَانُ مُحْيِ الدِّيْنِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O Sultan!
১৩৩. يَا عَبْدَ الْقَادِرِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O liege of the All-Powerful!
১৩৪. يَا نُوْرَ السَّرَائِرِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O light of the innermost beings!
১৩৫. يَا صَاحِبَ الْقُدْرَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O possessor of power!
১৩৬. يَا قَاهِبَ الْعَظَمَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O bestower of glory!
১৩৭. يَا مَنْ ظَهَرَسِرُّهُ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O he whose secret is manifest in both domains!
১৩৮. يَا مَالِكَ الزَّمَانِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O king of the age!
১৩৯. يَامَنْ يُّقِيْمُ بِاَمْرِ اللهِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O he who fulfills the commandment of Allah!
১৪০. يَا وَارِثَ كِتَابِ الله قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O inheritor of the Book of Allah!
১৪১. يَا وَارِثَ رَسُوْلِ اللهِ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز O inheritor of the Messenger of Allah!

Dhaka University Institutional Repository

১৪২. یاچیران چیر دستگیر قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O saint, spiritual guide par excellence!

১৪৩. يَا حَضْرَةَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O presence of Sheikh ‘Abdul Qadir, (may Allah sanctify his secret and illuminate his sepulcher)!

১৪৪. يَا سِرَّ الْاَسْرَارِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O secret of secrets!

১৪৫. يَا كَعْبَةَ الْاَبْرَارِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O ka’ba of the righteous!

১৪৬. يَا شَيْخُ كُلِّ قُطْبٍ وَ غَوْثٍ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O Sheikh of every Cardinal Pole and Succor!

১৪৭. يَا شَاهِدَ الْاَكْوَانِ يَنْظُرٍ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O witness of all beings at a glance!

১৪৮. يَا مُبْصِرَ الْعَرْشِ بِعِلْمِهِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْ O observer of the Throne thorough His Knowledge!

১৪৯. يَا بَالِغَ الْغَرْبِ وَالشَّرْقِ بِخَطْوَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O traveler to the East and the West in a single step!

১৫০. يَا قُطْبَ الْمَلاَئِكَةِ وَالْاِنْسِ وَالْجِنِّ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O Cardinal Pole of the angels, humans, and jinn!

১৫১. يَا قُطْبَ الْبَرِّوَالْبَحْرِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O Cardinal Pole of the land and the sea!

১৫২. يَاقُطْبَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O Cardinal Pole of the East and the West!

১৫৩. يَاقُطْبَ السَّموتِ وَالْأَرْضِيْنَ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O Cardinal Pole of the Heavens and the Earths!

১৫৪. يَاقُطْبَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O Cardinal Pole of the Throne, Pedestal, Tablet, and Pen!

১৫৫. يَاصَاحِبَ الْهِمَّ وَالشَّفَاعَه قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of aspiration and intercession!

১৫৬. يَا صَاحِبَ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of generosity and noble grace!

১৫৭. يَاصَاحِبَ الْاَخْلاَقِ وَالْهِمَمِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of the fine traits of character and aspirations!

১৫৮. يَاصَاحِبَ التَّصَرُّفِ فِى الدُّنَيَا وَفِىْ قَبْرِهِ بِإِذْنَ اللهِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of dispensation in this world and in his grave, by Allah’s leave!

১৫৯. يَاصَاحِبَ الْقَدَمِ الْعَالِى عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ لِلهِ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْز O master of the foot raised over the neck of every saint of Allah!

Dhaka University Institutional Repository

১৬০. يَا مَنْ يَبْلُغُ لِمُرِيْدِهِ عِنْدَ الْإِسْتِغَاثَه وَلَوْ كَانَ فَی الْمَشْرِقِ فَرَسُكَ مَسْرُوْجَةٌ وَسَيْفُكَ مَسْلُوْنٌ وَرُمْحُكَ كَنْصُوْبٌ وَقَوْسُكَ مَوْتُوْرٌ وَسَهْمُكَ صَائِبٌ وَرِكَابُكَ عَالٍ قَدَّسَ الله سِرَّهُ الْعَزِيْز رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَضُوْا عَنْهُ وَنُوَّرَ الله ضَرِيْحَهُ وَضَرَائِحَ الْمَدْفُوْئِيْنَ حَوْلَهُ O he who reaches his disciple when the appeal for help is made, even if he is far away in the Levant! Your horse is saddled and your sword is unsheathed; your spear is raised and your bow is strung; your arrow is on target and your mount is ready to ride!

"মজমুআ'তুন আদঈ'য়াহ্ আল মারূফ গনজিনাঈ আকবর" গ্রন্থে তাঁকে দেওয়া উপাধিসমূহ

"মজমুআ'তুন আদঈ'য়াহ্ আল মারূফ গনজিনাঈ আকবর"[৯৬৯] গ্রন্থে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কে কিছু নামে ভূষিত করা হয়েছে। আমি সেগুলি উল্লেখ করছি,

১৬১. ইয়া মুহিয়্যু! ১৬২. ইয়া কাদিরু! হু ওয়াল কুতবুল্লাজি লা কুতবা ইলা হুওয়া আব্দুল কাদিরিলি জিলানীয়্যু, হুওয়া গওসুল্ লাজি লা গওসা ইল্লা হুওয়া সাইয়্যিদুন, ১৬৩. মুওয়াইঈদুন, ১৬৪. করীমুন,১৬৫. আজিমুন, ১৬৬. শরীফুন, ১৬৭. জিলানিয়্যুন, ১৬৮. যারিফুন, ১৬৯. ইমামুন, ১৭০. মু'মিনুন, ১৭১. মুহায়মিনুন, ১৭২. সালিকুন, ১৭৩. সালিহুন, ১৭৪. মু'মিনুন, ১৭৫. মুকাররামুন, ১৭৬. তাইয়িবুন, ১৭৭. মুতাইয়িবুন, ১৭৮. জওয়াদুন, ১৭৯. মুরফাদুন, ১৮০. সায়িমুন, ১৮১. কায়িমুন, ১৮২. আবিদুন, ১৮৩. যাহিদুন, ১৮৪. সাজিদুন, ১৮৫. ওয়াজিদুন, ১৮৬. মাজিদুন, ১৮৭. জলিয়্যুন, ১৮৮. খাফিয়্যুন, ১৮৯.তাকিয়্যুন, ১৯০. নক্বিয়্যুন, ১৯১. কামিলুন, ১৯২. বারিয়্যুন, ১৯৩. সাফিয়্যুন, ১৯৪. যাকিয়্যুন, ১৯৫. হামিদুন, ১৯৬. নাসিরুন, ১৯৭. মুনাসিরুন, ১৯৮. সা'ঈদুন, ১৯৯. রাশিদুন মুনজিয়্যুন, ২০০. গাউসুন, ২০১. কুতবুন, ২০২. নক্বিবুন, ২০৩. নাজিবুন, ২০৪. খাশিয়্যুন, ২০৫. হাদিয়্যুন, ২০৬. বুরহানুন, ২০৭. সাহিবুন, ২০৮. সাকিবুন, ২০৯. ওয়ারিসুন, ২১০. ওয়ারিসুন, ২১১. ওয়ারিয়্যুন, ২১২. বারিয়্যুন, ২১৩. রায়িকুন, ২১৪. লায়িকুন, ২১৫. রাসিখুন, ২১৬. শামিখুন, ২১৭. ওয়ালীয়্যুন, ২১৮. খাফিয়্যুন, ২১৯. যাহিরুন, ২২০. বাতিনুন, ২২১. তাহিরুন, ২২২. মুতাহ্হারুন, ২২৩. মুতীয়্যুন, ২২৪. মুজিবুন, ২২৫. আজীবন, ২২৬. শাহিদুন, ২২৭. রাশিদুন, ২২৮. যায়িদুন, ২২৯. বাসিরুন, ২৩০. মুনীরুন, ২৩১. সিরাজুন, ২৩২. তাজুন, ২৩৩. মুকার্‌রাবুন, ২৩৪. মুহাদ্‌দিসুন, ২৩৫. খালিলুন, ২৩৬. দালিলুন, ২৩৭. সাদিকুন, ২৩৮. সুলতানুন, ২৩৯. হাসানীয়্যুন, ২৪০. হুসায়নীয়্যুন, ২৪১. হামবালিয়্যুন, ২৪২. শাফিয়্যুন, ২৪৩. আলীমুন, ২৪৪. হাকিমুন, ২৪৫. আ'দেলুন, ২৪৬. মুঈনুন, ২৪৭. মুবীনুন, ২৪৮. মিসবাহুন, ২৪৯. মিফতাহুন,

[৯৬৯] মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও মুহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩৯-১০৪০;

Dhaka University Institutional Repository

২৫০. শাকিরুন, ২৫১. যাকিরুন, ২৫২. মালাযুন, ২৫৩. মুতায়ুন, ২৫৪. রাফিউন, ২৫৫. মুহীয়ুদ্দীন, ২৫৬. নাসিহুন, ২৫৭. ওয়াসিহুন, ২৫৮. ওয়াযিহুন, ২৫৯. হাফিজুন, ২৬০. ওয়ালাদু রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

কালায়েদ আল-জাওয়াহির গ্রন্থে বর্ণিত উপাধিসমূহ

Qalaid al-Jawahir কিতাবে শায়খ ইয়াহইয়া আল তাদিফি আরো বেশ কিছু উপাধি উল্লেখ করেছেন। আমি এর ইংরেজি অনূদিত গ্রন্থ থেকে নিচে উল্লেখ করছি,

২৬১) Master of the Two Explanations [Dhu-'l-Bayanain],
২৬২) Noble through Two Grandfathers [Karim al-Jaddain wa't-Tarafain].
২৬৩) Holder of the Two Proofs and the Two Mandates [Sahib al-Burhanain wa 's-Sulatanain],
২৬৪) The Imam of the Two Parties and the Two Paths [Imam al-Fariqain wa 't-Tariqain].
২৬৫) Master of the Two Lamps and the Two Routes [Dhu 's-Sirajain wa 'l-Minhajain],
২৬৬) the Shaikh of Baghdad,
২৬৭) the Ascetic,
২৬৮) the Shaikh of the Era,
২৬৯) the Exemplary Model of Those who Know by Direct Experience
২৭০) Qudwat al-Arifin],
২৭১) the Rightful Owner of Spiritual Stations and Charismatic Talents [Sahib
২৭২) al-Maqamat wa 'l-Karamat],
২৭৩) Professor of the Jurists off the Hanbali Scholld [Mudarris al-Hanabila].
২৭৪) The Shaikh, the Leader [al-Imam],
২৭৫) the scholar [[ad-'Alim],
২৭৬) the Ascetic [az-Zahid],
২৭৭) the knower by Direct Experience [al-'Arif],
২৭৮) the Exemplary Model [al-Qudwa],
২৭৯) the Shaikh of Islam,

Dhaka University Institutional Repository

২৮০) the Signpost of the saints ['Alam al-Awliya'],
২৮১) the Crown of the Chosen [Taj al-Asfiya'],
২৮২) the Reviver of the Sunna [Muhyi 's-Sunna],
২৮৩) the killer of Hertical Innovation [Mumi al-Bid'a],
২৮৪) the Stronghold of knowlege [Ma'qil al-'Ilm],
২৮৫) the Noble Chieftain [as-Sayyid ash-Sharif],
২৮৬) the Highly Esteemed Patrician [al-Hasib an-Nasib],
২৮৭) the Memorizer of the Traditions [Hafiz al-Ahadith][৯৭০]

'*মাযহারে জামালে মুস্তফা*' গ্রন্থে উল্লেখিত তাঁর উপাধিসমূহ

মাযহারে জামালে মুস্তফা গ্রন্থে সৈয়দ নাসির উদ্দিন হসিমি গাউছে পাকের অনেকগুলো উপাধী উল্লেখ করেছেন। নিম্নে সেগুলো দেওয়া হলো-

২৮৮. شيخ العصر
২৮৯. سلطان المشايخ
২৯০. سيد أهل الطريقة
২৯১. صاحب المقامات
২৯২. قطب الاكبر
২৯৩. علم الانوار
২৯৪. شيح الطريقة والحقيقة
২৯৫. متمسك بسنة خير الخليقة
২৯৬. صاحب الفيض الرباني
২৯৭. هيكل الصمداني
২৯৮. بحر الزاخر النوراني [৯৭১]

উপরোক্ত 'বাহর আয-যাহির আল-নুরানী' উপাধিটি ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.)ও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

২৯৯ يَا مَالِكَ الزَّمَانِ
৩০০. وَ يَا اِمَامَ الْمَكَانِ
৩০১. يَا قَئِمًا بِاَمْرِ الرَّحْمَانِ
৩০২. وَيَا وَارِثَ كِتَابِ اللهِ
৩০৩. وَنَائِبَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
৩০৫. وَيَامَنِ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ مَئِدَتُهُ
৩০৬. وَ يَا مَنْ اَهْلُ وَقْتِهِ كُلُّهُمْ عَائِلَتُهُ
৩০৭. وَ يَا مَنْ يُنْزَلُ الْقَطْرُ بِدَعْوَتِهِ[৯৭২]
৩০৮. يَا شَيْخَ مُحِى الدِّيْنِ
৩০৯. يَا سَيِّدُ مُحِى الدِّيْنِ
৩১০. يَا مَوْلاَنَا مُحِى الدِّيْنِ
৩১১. يَا مَخْدُوْمُ مُحِى الدِّيْنِ
৩১২. يَا دَرْوِيْشُ مُحِى الدِّيْنِ
৩১৩. يَا خَوَاجَه مُحِى الدِّيْنِ

---

[৯৭০] Shaikh Muhammad Ibn Yahya at-tadifi, Ibid, p. 17, 24-25

[৯৭১] ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫, ২১৬

[৯৭২] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৩১৪. يَا سُلْطَانُ مُحِى الدِّيْنِ

৩১৫. يَا شَاه مُحِى الدِّيْنِ

৩১৬. يَا غَوْثُ مُحِى الدِّيْنِ

৩১৭. يَا قُطْبِ مُحِى الدِّيْنِ

৩১৮. يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ عَبْدُ الْقَادِرِ مُحِى الدِّيْنِ

৩১৯. يَا سُلْطَانَ الْعَارِفِيْنَ

৩২০. يَا تَاجَ الْمُحَقِّقِيْنَ

৩২১. يَا سَاقِىَ الْحُمَيَّا

৩২২. يَا جَمِيْلَ الْمُحَيَّا

৩৩৩. يَا بَرْكَتَ الْاَنَامِ

৩৩৪. يَا مِصْبَاح الظَّلاَمِ

৩৩৫. يَا دُرُّ بِلاَ مِثْلٍ يَا شَمْسُ بِلاَ اَفَلٍ

৩৩৬. يَا بَدْرُ بِلاَ كَلَفَ

৩৩৭. يَا بَحرُ بِلاَ طَرَفٍ

৩৩৮. يَا بَازُ الْاِشْهَبُ

৩৩৯. يَا فَارِجَ الْكُرَبُ

৩৪০. يَا غَوْثُ الْاَعْظَمُ

৩৪১. يَا وَاسِعَ اللَّطْفِ وَالْكَرَمِ

৩৪২. يَا كَنْزَ الْحَقَائِقُ.

৩৪৩. يَا مَعْدَنِ الدَّقَائِقُ

৩৪৪. يَا وَاسِطَ السِّلْكِ والسلوك

৩৪৫. يَا صَاحِبَ الْمُلْكِ وَالْمُلُوْكِ

৩৪৬. يَا شَمْسُ الشُّمُوْسِ

৩৪৭. يَا زَهْرَةَ النُّفُوْسِ يَاهَاوِىَ النَّسِيْمِ

৩৪৮. يَا مُحْىَ الرَّمِيْمِ

৩৪৯. يَا عَالىَ الهِمِيْمِ

৩৫০. يَا نَامُوْسَ الْاَمَمْ

৩৫১. يَا حُجَّةَ الْعَاشِقِيْنَ

৩৫২. يَا سَلاَلَةَ آلِ طَه وَيَس

৩৫৩. يَا سُلْطَانَ الْوَصِلِيْنَ

৩৫৪. يَا وَارِثَ النَّبِى الْمُخْتَارِ

৩৫৫. يَا خَزَانَةَ الْاَسْرَارِ

৩৫৬. يَا مُبْدِىَ جَمَالِ اللهِ

৩৫৭. يَا نَائِبَ رَسُوْلِ اللهِ

৩৫৮. يَا سِرَّ الْمُجْتَبَ

৩৫৯. يَا نُوْرَ المُرْتَضى

৩৬০. يَا قُرَّةَ الْعُيُوْن

৩৬১. يَا ذَا الْوَجْهِ الْمَيْمُوْنِ

৩৬২. يَا صَالِحَ الْاَحْوَالِ

৩৬৩. يَا صَادِقَ الْاَقْوَالِ

৩৬৪. يَا رَاحِمَ النَّاسِ

৩৬৫. يَا مُذْهِبَ الْبَاسِ

৩৬৬. يَا مُفَتِّحَ الْكُنُوزِ

৩৬৭. يَا مَعْدِنَ الرُّمُوْزِ

৩৬৮. يَا كَعْبَةَ الْوَاصِلِيْنَ

৩৬৯. يَا وَسِيْلَةَ الطَّالِبِيْنَ.

৩৭০. يَا قُوَّةَ الضُّعَفَاءِ

৩৭১. يَا مَلْجَاءَ الْغُرْبَاءِ

৩৭২. يَا اِمَامَ الْمَتَّقِيْنَ

৩৭৩. يَا صَفْوَةَ الْعَابِدِيْنَ

৩৭৪. يَا قَوِىَّ الْاَرْكَانِ

৩৭৫. يَا حَبِيْبَ الرَّحْمَنِ

৩৭৬. يَا مُجلى الْكَلاَمِ الْقَدِيْم

৩৭৭. يَا شِفَاءَ اَسْقَامِ السَّقِيْمِ

Dhaka University Institutional Repository

৩৭৮. يَا اَتُّقَى الْاِتِّقِيَاءِ
৩৭৯. نَارَ اللهِ الْمَوْقَدَةَ
৩৮০. يَا حَيَاة الْاَفْئِدَةَ
৩৮১. يَا شَيْخَ الْكُلِّ
৩৮২. يَا دَلِيْلَ السُّبُلِ
৩৮৩. يَا نَقِيْبَ الْمَحْجُوْبِيْنَ
৩৮৪. يَا مَقْصُرْدَ السَّالِكِيْنَ
৩৮৫. يَا فَاتِّحَ الْمُغَلَّقَات
৩৮৬. يَا كَافِىَ الْمُهِمَّاتِ
৩৮৭. يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ
৩৮৮ يَا مَنْبَعَ السَّعَادَاتِ
৩৮৯. يَا بَحْرَالشَّرِيْعَةِ
৩৯০. يَا سُلْطَانَ الطَّرِيْقَةِ
৩৯১. يَا بُرْهَانَ الْحَقِيْقَةِ
৩৯২. يَا تَرْجُمَانَ الْمَعْرِفَةِ
৩৯৩. يَا بُرْهَانَ الْحَقِيْقَةِ
৩৯৪. يَا تَرْجُمَانَ الْمَعْرِفَةِ
৩৯৫. يَا كَاشِفَ الْاَسْرَارِ
৩৯৬. يَا طِرَازَ الْاَوْلِيَاءِ
৩৯৭. يَا عَضْدَ الْفُقَراءِ
৩৯৮. يَا ذَا لْاَوْصَافِ الرَّحْمَةِ
৩৯৯. يَا اِمَامُ الاَئِمَّةِ
৪০০. يَا كَاشِفَ الْغُمَّةِ
৪০১. يَا فَاتِحَ الْمُشْكَلاَتِ
৪০২. يَا مَقْبُوْلَ رَبِّ الْجَنَّاتِ
৪০৩. يَا جَلِيْسَ الرَّحْمَانِ
৪০৪. يَا مَشْهُوْرًا مِنَ الْجِيْلاَنِ
৪০৫. يَا قُطْبَ الْاَقْطَابِ
৪০৬. يَا فَرْدَ الْاَحْبَابِ
৪০৭. يَا سَيِّدِىْ
৪০৮. يَا مَوْلاَئِي يَا سَنَدِىْ
৪০৯. يَا قُوَّتِىْ
৪১০. يَا غَوْثِىْ
৪১১. يَا غَيَا ثِىْ
৪১২. يَا عَوْنِىْ
৪১৩. يَا رَاحِتِىْ
৪১৪. يَا قَاضِىَ حَاجَاتِى
৪১৫. يَا فَارِجَ كُرْبَتِىْ
৪১৬. يَا ضِيَائى
৪১৭. يَا رَجَائى
৪১৮. يَا شِفَائى
৪১৯. يَا نُوْرَ السَّرائِرِ
৪২০. يَا صَاحِبَ الْقُدْرَةِ
৪২১. يَا وَاهِبَ الْعَظْمَةِز
৪২২. يَا مَنْ ظَهَرَ سِرُّهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ
৪২৩. يَا مَالِكَ الزَّمَانِ
৪২৪. يَا اَمَانَ الْمَكَانِ
৪২৫. يَا مَنْ يُّقِيْمُ بَاَمْرِ اللهِ
৪২৬. يَا وَارِثَ كِتَابَ اللهِ
৪২৭. يَا وَارِثَ رَسُوْلِ اللهِ
৪২৮. يَا حَضْرَتَ الشيخِ مُحْىِ الدِّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيْلاَنِىْ قُدَّسَ سِرَّه وَنَوَّرُ ضَرِيحةِ
৪২৯. يَا سِرَّ الْاَسْرَارِ
৪৩০. يَا كَعْبَةَ الْاَبْرَا

Dhaka University Institutional Repository

৪৩১. يَا شَيْخُ كُلِّ قُطْبٍ وَغَرْثٍ   ৪৩২. يَا شاهِدَ االْاَكْوَانِ بِتَنْظرَةٍ
৪৩৩. يَا مُبْصِرُ الْغَرْشِ بِعِلْمِهِ بِخَطْوَةٍ   ৪৩৪. يَا بَالِغَ الْغَرْبِ وَالشَّرْقِ
৪৩৫. يَا قُطْبَ الْمَلاَئِكَةِ وَالْاِنْسِ وَالْجِنِّ   ৪৩৬. يَا قُطْبَ الْبِرِّ وَالْبَحْرِ
৪৩৭. يَا قُطْبَ الْمَشْرَقِ والْمَغْرِبِ والْاَرْضِيْنَ   ৪৩৮. يَا قُطْبَ السَّمَاوَاتتِ
৪৩৯. يَا قُطْبَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ
৪৪০. فَرَسُكَ مَسْرُوْجٌ وَسَيْفُكَ مَسلُولٌ يَا صَاحِبَ الْهِمَّةِ وَالشَّفَاتَةِ وَلَوْ كَانَ فِى الْمَشرِقِ وَرَمْحُكَ مَنْصُوْبٌ وَقَوْسُكَ مَوْتُوْرٌ وَسَهْمُكَ صَائِبٌ وَرِكَابُكَ عَالٍ
৪৪১. يَا صَاحِبَ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ   ৪৪২. يَا صَاحِبَ التَّصَرُّفِ فِى الدُّنْيَا وَفِى قَبْرِهِ بِإِذْنِ الله
৪৪৩. يَا صَاحِبَ الْقَدَمِ الْعَالِى عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ   ৪৪৪. يَا غَوْث الْاعْظَمُ[৯৭৩]

‘মাকতাবাতে উম্মুল কুরা’ হতে প্রকাশিত গ্রন্থাদীতে তাঁর উপাধিসমূহ

মাকতাবাতে উম্মুল কুরায় প্রকাশিত গাউছে পাক আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কিতাব সির্‌রুল আসরার এ অনেকগুলো উপাধি উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো-

৪৪৮. يَا سُلْطَانَ العَارِفِيْن.   ৪৪৯. يَا تَاجَ الْمُحَقِّقِينَ
৪৫০. يَا سَاقِيَ الحُمَيَّا   ৪৫১. يَا جَمِيْل المُحَيَّا
৪৫২. يَا بَرَكَةَ الْأَنَامِ   ৪৫৩. يَا مِصْبَاحَ الظَّلاَمِ
৪৫৪. يَا شَمْسُ بِلاَ أَفْلٍ يَا دُرُّ بِلاَ مِثْلٍ   ৪৫৫. يَا بَدْرُ بِلاَ كَلَف
৪৫৬. يَا بَحْرُ بِلاَ طَرَف   ৪৫৭. يَا بَازُ الْأَشْهَبُ
৪৫৮. يَا فَارِجَ الْكُرَبَ   ৪৫৯. يَا غَوْثُ الأَعْظَمُ
৪৬০. يَا وَاسِعَ الُّطْفِ وَالْكَرَمِ   ৪৬১. يَا كُنْزَ الْحَقَائِقِ
৪৬২. يَا مَعْدِنَ الدَّقَائِقِ   ৪৬৩. يَا وَاسِطَ السِّلْكِ وَالسُّلُوْكِ
৪৬৪. يَا صَاحِبَ الْمُلْكِ والمُلُوْكِ   ৪৬৫. يَا شَمْسَ الشُّمُوْسِ
৪৬৬. يَا زَهْرَةَ النُّفُوْسِ يَا هَاوِىَ النَّسِيْمِ   ৪৬৭. يَا مُحْيِى الرَّمِيمِ

[৯৭৩] সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন হাশেমি কাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫, ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

৪৬৮. يَا عَالِيَ الهَمِيْمِ

৪৬৯. يَا نَامُوْسِ الْأُمَمِ يَا حَجَّةَ العَاشِقِيْنَ

৪৭০. يَا سُلاَلَةَ آلِ طهَ وَ يس

৪৭১. يَا سُلْطَانَ الْوَاصِلِنْنَ

৪৭২. يَا وَارِثَ النَّبِيِّ المُخْتَارِ يَا خِزَانَةَ الأَسْرَارِ

৪৭৩. يَا مُبْدَى جَمَالِ اللهِ

৪৭৪. يَا نَائِبَ رَسُوْلِ اللهِ

৪৭৫. يَا كَبَدَ المُصْطَفَى

৪৭৬. يَا صَاحِبَ الوَفَا

৪৭৭. يَا سِرَّ المُجْتَبِى

৪৭৮. يَا نُوْرَ المُرْتَضِى

৪৭৯. يَا قُرَّةَ الْعُيُوْنِ

৪৮০. يَا ذَا الوَجْهِ المَيْمُوْنِ

৪৮১. يَا صَالِحَ الأَحْوَالِ

৪৮২. يَا صَادَقَ الأَقْوَالِ

৪৮৩. يَا صَيْفَ اللهِ المَسْلُوْلِ

৪৮৪. يَا ثَمَرَةَ البَتُوْلِ

৪৮৫. يَا رَاحِمَ النَّاسِ

৪৮৬. يَا مُذْهِبَ البَاسِ

৪৮৭. يَا مُفَتِّحَ الكُنُوْزِ

৪৮৮. يَا مَعْدِنَ الرُّمُوْزِ

৪৮৯. يَا كَعْبَةَ الوَاصِلِيْنَ

৪৯০. يَا وَسِيْلَةَ الطَّالِبِيْنَ

৪৯১. يَا مُخْجِلَ المَطَرِ

৪৯২. يَا مُحْسِنَ البَشَرِ

৪৯৩. يَا قُوَّةَ الضُّعَفَاءِ

৪৯৪. يَا مَلجَأ الغُرَبَاءِ

৪৯৫. يَا إِمَامَ المُتَّقِيْنَ

৪৯৬. وَصَفْوَةَ العَابِدِيْنَ

৪৯৭. يَا قَوِىَّ الأَرْكَانِ

৪৯৮. يَا حَبِيْبَ الرَّحْمَنِ

৪৯৯. يَا مُجْلِيَ الكَلاَمِ القَدِيْمِ

৫০০. يَا شِفَاءَ أَسْقَامِ السَّقِيْمِ

৫০১. يَا أَتْقَى الْأَتْقِيَاءِ

৫০২. يَا أَصْفَى الأَصْفِيَاءِ

৫০৩. يَا نَارَ اللهِ المُوْقَدَةَ

৫০৪. يَا حَيَاةَ الأَفْئِدَةِ

৫০৫. يَا شَيْخَ الكُلِّ

৫০৬. يَا دَلِيْلَ السُّبُلِ

৫০৭. يَا نَقِيْبَ المَحْبُوْبِيْنَ

৫০৮. يَا مَقْصُوْدَ السَّالِكِيْنَ

৫০৯. يَا كَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ

৫১০. يَا عُمْدَةَ الْفَرِقِيْنِ

৫১১. يَا قَضِىَ القُضَاةِ يَا فَاتِحَ المُغْلَقَاتِ يَا كَافِىَ المُهِمَّاتِ

৫১২. يَا حَنِطَ الأَشْيَاءِ

৫১৩. يَا نُوْرَ المَلأَ

৫১৪. يَا مُنْتَهِى الأَمَلِ حِيْنَ يَنْقَطِعُ الْعَمَلُ

৫১৫. يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ

৫১৬. يَا مَنْبَعَ السَّعَادَاتِ

৫১৭. يَا ضِيَاءَ السَّمَوَاتِ والْأَرْضِيْنَ

৫১৮. يَا قَامُوْسَ الْوَاعِظِيْنَ

৫১৯. يَا عِيْنَ الوَرَى

Dhaka University Institutional Repository

يَا جَمَّ الفَوَئِدِ ৫২১. يَا قُدْوَةَ السُّرَى ৫২০.

يَا سُلْطَانَ الطَّرِيْقَةِ ৫২৩. يَا فَرَجَا فِى الشَّدَائِدِ يَا بَحْرَ الشَّرِيْعَة ৫২২.

يَا تَرْجُمَانَ المَعْرِفَةِ ৫২৫. يَا بُرْهَانَ الحَقِيْقَةِ ৫২৪.

يَا طِرَازَ الْأَوْلِيَاءِ ৫২৭. يَا كَاشِفَ الْأَسْرَارِ يَا غَافِرَ الْأَوْزَارِ ৫২৬.

يَا ذَا الْأَحْوَالِ العَظِيْمَةِ يَا ذَا ৫২৯. يَا عَضُدَا الفُقَرَاءِ ৫২৮.

الْأَوْصَافِ الرَّحِيْمَةِ

يَا ذَا المَذْهَبِ الحَنْبَلِيَّةِ ৫৩১. يَا ذَا المِلَّة الجَلِيَّةِ ৫৩০.

يَا كَاشِفَ الغُمَّةِ ৫৩৩. يَا إِمَامَ الْأَئِمَّةِ ৫৩২.

يَا مَقْبُوْلَ رَبِّ الجَنَّاتِ ৫৩৫. يَا فَاتِحَ الْمُشْكِلاَتِ ৫৩৪.

يَا مَشْهُوْرًا مِنَ الجِيْلاَنِ ৫৩৭. يَا جَلِيْسَ الرَّحْمَنِ ৫৩৬.

يَا شَاهُ يَا سِرَّ إِلَهِى ৫৩৮.

يَا عَفِيْفَ يَا شَرِيْفُ يَا تَقِىُّ يَا نَقِىُّ يَا صِدِّيْقُ يَا مَعْشُوْقُ يَا قُطْبَ الْأَقْطَابِ ৫৩৯.

يَا فَرْدَ الْأَحْبَابِ يَا سَيِّدِى يَا سَنَدِى يَا مَوْلاَى يَا قُوَّتِى يَا غَوْثِى يَا غِيَاثِى ৫৪০.

يَا رَاحَتِى ৫৪২. يَا عَوْنِى ৫৪১.

يَا فَارِجَ كَرْبَتِى ৫৪৪. يَا قَاضِىَ حَاجَاتِى ৫৪৩.

يَا ضِيَائِى يَا رَجَائِى يَا شِفَائِى يَا سُلْطَانُ مُحْيِى الدِّيْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ ৫৪৫.

يَا صَاحِبَ القُدْرَةِ ৫৪৭. يَا نُوْرَ السَّرَائِرِ ৫৪৬.

يَا مَنْ ظَهَر سِرُّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ৫৪৯. يَا وَاهِبَ الْعَظِيْمَةِ ৫৪৮.

يَا مَنْ يُقِيْمُ بِأَمْرِ اللهِ ৫৫১. يَا مَلِكَ الزَّمَانِ يَا أَمَانَ المَكَانِ ৫৫০.

يَا وَارِثَ رَسُوْلِ اللهِ ৫৫৩. يَا وَارِثَ كِتَابِ اللهِ ৫৫২.

يَا حَضْرَةَ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ قَدَّسَ اللهُ سِرُّهُ ৫৫৫. يَا قُطْبَ الْأَقْطَابِ ৫৫৪.

وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ

يَا كَعْبَةَ الأَبْرَارِ ৫৫৭. يَا سِرَّ الْأَسْرَارِ ৫৫৬.

يَا شَاهِدَ الْأَكْوَانِ بِنَظْرَةٍ ৫৫৯. يَا شَيْخَ كُلِّ قُطْبِ وَغَوْثِ ৫৫৮.

يَا بَالِغَ الْغَرْبِ والشَّرْقِ بِخَطْوَةِ ৫৬১. يَا مُبْصِرَ الْعَرْشِ بِعِلْمِهِ ৫৬০.

يَا قُطْبَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِىِّ واللَّوْحِ ৫৬৩. يَا قُطْبَ السَّمَوَاتِ والْأَرْضِيْنَ ৫৬২.

وَالْقَلَم

يَا صَاحِبَ الهِمَّةِ وَالشَّفَاعَةِ ৫৬৪.

Dhaka University Institutional Repository

৫৬৫. يَا مَنْ يَبْلُغُ لمُرِيدِهِ عِنْدَ الاِسْتِغَاثَةِ وَلَوْ كَانَ فِى المَشْرِقِ فَرَسُكَ مَسْرُوْجٌ وَسَيَفُكَ مَسْلُوْلٌ وَرُمْحُكَ مَنْصُوْبٌ وَقَوْسُكَ مَوْتُورٌ وَسَهْمَكَ صَائِبٌ وَرِكَابُكَ عَالٍ

৫৬৬. يَا صَاحِبَ الْأَخْلَاقِ الحَسَنَةِ ৫৬৭. يَا صَاحِبَ الجُودِ وَالكَرَمِ وَالهِمَمِ

৫৬৮. يَا صَاحِبَ القَدَمْ العَالى عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيّ للهِ ৫৬৯. يَا صَاحِبَ التَّصَرُّفِ فِى الدُّنْيَا وَفِيْ قَبْرِهِ بِإِذْنِ اللهِ

৫৭০. يَا غَوْثُ الأَعْظَمُ أَغِثْنِى فِى كُلِّ أَحْوَالِى وَانْصُرْنِى فِى كُلِّ آمَالِى وَتَقَبَّلِى فِى طَرِيْقِكَ بِحُرْمَةِ جَدِّكَ مُحَمَّدٍ صَلى الله عليه وسلم وَبِشَفَاعَتِهِ وَرُوْحِهِ وَسِرِّهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلاِ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ.[৯৭৪]

খোলাসাতুল মাফাখির গ্রন্থে তাঁকে দেওয়া উপাধিসমূহ

‘*খোলাসাতুল মাফাখির*’ গ্রন্থে তাঁর বেশ কিছু উপাধী পাওয়া যায়। সেগুলো হলো-

৫৭১. وسراج الواصلين وحجة العاشق ৫৭২. ومحبوب المعوقشين

৫৭৩. مظهر أنوار الجبروت والملك والملكوت ৫৭৪. سيد السادات. قطب الأقطاب

৫৭৫. سلطان الأولياء ৫৭৬. حجة وبرهان الأصفياء العاشقين

৫৭৭. القطب الربَّاني والغوث الصمداني وغوث الثقلين، النوراني ৫৭৮. بأول الهيكل

৫৭৯. والمحبوب السبحاني ৫৮০. والعاشق الرباني[৯৭৫]

---

[৯৭৪] আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.), *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار*، প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১, ২০৩

[৯৭৫] আব্দুল্লাহ ইবনে আস‘আদ আল-ইয়াফী আল-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

আধুনিক মুসলিম বিশ্বে কাদেরীয়া তরীকা চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক মুসলিম বিশ্বে কাদেরীয়া তরীকা চর্চা

বিশ্বজুড়ে কাদেরীয়া তরীকা

শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রীফাতের সমন্বয়ে যে ইলম বিকশিত হয়েছে তাকে বলা হয় 'ইলমে তাসাওউফ' বা তাসাওউফ বিজ্ঞান। প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকেই ইলমে তাসাওউফ চর্চা সূচিত হয়েছে। কুরআন মজীদে যে তাযকীয়ায়ে নফস এবং হাদীস শরীফে যে ইহসানের কথা বলা হয়েছে সেটিই মূলতঃ তাসাওউফের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তাসাওউফ চর্চায় কালক্রমে কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব পদ্ধতি বিন্যাসিত হয়েছে সেগুলোই পৃথিবী ব্যাপী তরীকা নামে পরিচিত। কাদেরিয়া তরীকা এসব তরীকাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) ইলমে তাসাওউফ তথা শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রীফাতের সমন্বয়ে বিন্যাসিত ইসলামের এ অনন্য বিজ্ঞানকে আরও সহজে চর্চার সুবিধার্থে এক আলোচিত ধারা-পদ্ধতি বিন্যাস করেন। এটি কাদেরিয়া তরীকা নামে পরিচিতি লাভ করে। তিনি ইলমে তাসাওউফের আলখেল্লা পরিহিত তাঁর সময়ের সমস্ত বাতিল ফিরকাগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের সান্নিধ্যে না যাবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি কী কী কারণে ঐ সমস্ত ফিরকাগুলো বাতিল, সেগুলো উল্লেখ করে গ্রন্থ লিখে তা জনগণের মধ্যে প্রচার করেন।

ইলমে তাসাওউফে যে সমস্ত তরীকা রয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তরীকা হিসেবে বিবেচিত হয় আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) কর্তৃক বিন্যাসকৃত ও প্রবর্তিত কাদেরিয়া তরীকা। এ তরীকার বিস্তৃতি ঘটেছে বিশ্বের নানা দেশে ব্যাপকভাবে, যা অন্য সব তরীকার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যে কারণে আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর পরিচিতি বিশ্বজুড়ে প্রসারিত হয়েছে। কাদেরীয়া তরীকা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধিতার পথ পরিক্রমা শিক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু খানকা শরীফ ও তাসাওউফ চর্চাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সারা পৃথিবীতে কাদেরীয়া তরীকার নিসবত বা সম্বন্ধ অনুযায়ী রয়েছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। আফ্রিকা মহাদেশে প্রায় সবগুলো দেশে বিশেষ করে মিসর, লিবিয়া, সুদান, নাইজিরিয়া, মালী, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া প্রভৃতি দেশে এ তরীকার ব্যাপক অনুশীলন হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সোমালিয়াতে সর্বপ্রথম যে তরীকাটি প্রবেশ করে সেটি হলো কাদেরিয়া তরীকা। ফরাসী প্রাচ্য গবেষক ফানসান মুনতাই ১৯৫৭ সালের ১৩ জানুয়ারি মরক্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে লিখিত প্রবন্ধে বলেন, 'চীনের ইনান নামক প্রদেশে একটি মাজার দেখা যায় যার ফলকে লিখা আছে আবদুর রাজ্জাক বাগদাদির নাম, যিনি দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে চীনে ইন্তিকাল করেন। যিনি ছিলেন হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর পৌত্র এবং চীনে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারকারী। গবেষক হেলী কারবার দানকোচ বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কোকাজের মুসলমানগণ এখনও হানাফী মাযহাব এবং কাদেরিয়া তরিকার অনুসারী, কমিউনিউজিয়ামের শাসন ক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁদেরকে তাঁদের ঘরে কাদেরিয়া তরিকার ওয়াজিফা পাঠ করতে শুনেছি।"[৯৭৬]

এশিয়া মহাদেশ, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এর চর্চা রয়েছে। বাংলাদেশে কাদেরীয়া তরীকার প্রথম বিস্তৃতি হয় হযরত শাহ্ জালাল (রাহ.)-এর মাধ্যমে।[৯৭৭]

মুসলিম বিশ্বে কাদেরীয়া তরীকার প্রভাব

কাদেরীয়া তরীকার শ্রেষ্ঠত্ব

বিভিন্ন জগত বিখ্যাত সূফীদের দ্বারা গোটা পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে প্রায় শতাধিক তরীকা প্রবর্তিত হয়েছে। তাঁরা সার্বক্ষণিক মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে পরিশ্রম করেছেন। নিজেরা যেমন কঠোর সাধনা ও রিয়াজত করেছেন। নিজেদের অনুসারীদেরও তা আমল করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসব শতাধিক তরীকার প্রবর্তকগণ কোন না কোনভাবে গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কাছ থেকে ফয়েজ ও বরকত পেয়ে থাকেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ যে তরীকাগুলো যেমন- চিশতীয়া, নকশেবন্দীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, জুনাইদিয়া, ওয়াইসেয়ী, রিফাইয়ীয়া, আহমদীয়া, কালন্দরীয়া, সাবেরীয়া ইত্যাদি

[৯৭৬] ড. ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩; সৈয়দ মাও. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১
[৯৭৭] সৈয়দ মাও. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

তরীকাগুলোর সরাসরী গাউসে পাক থেকে ফয়েয প্রাপ্তির ব্যাখ্যা ইতোমধ্যে আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করেছি।

আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান (রাহ.) বলেন-

بغداد و اجمیر و بخارا پشت مرزع

تیرا چھالا نہیں سا یہ کشت سی کون

"চিশতিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও হযরত খাজা আজমীর তরীকতরূপী শরীয়ত-তরীকতের ক্ষেত্রগুলোর কোন্‌টিতে (হে গাউসে আ'যম!) আপনার গাউসিয়াতে বৃষ্টি (ফায়েয্) বর্ষিত হয়নি? প্রতিটি তরীকতই আপনার প্রবর্তিত কিংবা ফায়েয্প্রাপ্ত ।"[৯৭৮]

ভারতবর্ষে প্রথম কাদেরীয়া তরীকার প্রচার

তাফসীরে নঈমীতে সূরা আন'আমের ৯৯ নং আয়াতের তাফসীরের এক পর্যায়ে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রাহ.) ভারতবর্ষে কাদেরিয়া তরীকার প্রথম প্রচারক হিসেবে হযরত সৈয়দ কবির উদ্দীন শাহ দুলাহ দরিয়ায়ী (রাহ.)-এর কথা উল্লেখ করেন।[৯৭৯] যিনি গাউসে পাক (রা.)'র দোয়ায় নতুন বউ ও বরযাত্রীসহ দরিয়া থেকে বার বছর পর পূণর্জীবিত হয়ে এ পৃথিবীতে দীর্ঘ হায়াত লাভ করেন বলেও উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেন, একদিন রাতে তাহাজ্জুদের সময় গাউসে পাকের ওযু করার সময় শাহ দৌলা স্বেচ্ছায় ওযুর পানি ঢালতে থাকেন। পা ধোয়ার পর পা হতে গড়িয়ে পরা ৫ ফোঁটা পানি তিনি তাবারুক হিসেবে পান করে ফেলেন। নবী করিম (স.)-এর ওযুর পানিও সাহাবাগণ তাবারুক হিসেবে মাথায়, মুখে ও বুকে মালিশ করতেন বলে হাদিসে প্রমাণ আছে। শাহদৌলার এমন ভক্তি দেখে গাউসে পাক দোয়া করলেন যেন প্রতি ফোঁটা পানির বরকতে আল্লাহ পাক তাঁকে ১০০ বছর হায়াত বাড়িয়ে দেন। মহান আল্লাহর দরবারে এ দোয়া কবুল হয়। দীর্ঘ হায়াত পেয়ে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি গাউসে পাকের ইন্তিকালের পরপরই ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে আসেন বলে অনুমান করা হয়।[৯৮০] তিনি আনুমানিক ১০৬১ হিজরি মুতাবেক ১৬৬৭ খ্রী. পাঞ্জাবের গুজরাটে ইন্তিকাল করেন। গুজরাটেই তাঁকে সমাহিত করা

---

[৯৭৮] আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী, *হাদাইক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯; *মাসিক তরজুমান*, এপ্রিল-মে ২০০৮ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৯৭৯] মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

[৯৮০] অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫; মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তিনি গাউছে পাকের ওযুর পানি খাওয়ার বরকতে প্রায় ৫০০ বছর হায়াত পেয়েছিলেন বলে বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়।

তবে বাবা আদম শহীদ (রাহ.) কেও ভারতবর্ষে কাদেরিয়া তরীকার প্রথম প্রচারক বলে ধরা যায়। কেননা তিনি গাউসে পাকের জীবদ্দশায় ১১৪২ খ্রি. জাহাজ যোগে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আসেন বলে বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এরপর আরো যারা এসেছেন তাদের মধ্যে আবদুল করিম আল জীলী (রাহ.)। শাহ সৈয়দ নেয়ামত উল্লাহ (রাহ.) এর মাধ্যমে ১৪০৬-১৪০৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে কাদেরীয়া তরীকা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি ইন্তিকাল করেন ১৪৩০খ্রি.। সৈয়দ মুহাম্মদ গাউস ১৪৮২খ্রি. কাদেরীয়া তরীকার প্রচারণা শুরু করেন।[৯৮১] তিনি স্বল্প সময়ে ইসলাম প্রচারে সফল হয়েছিলেন, ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত ছড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে হযরত শায়খ মীর মুহাম্মদ (রাহ.) এর নামও উল্লেখযোগ্য, মায়ানমার নামে যিনি সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা দরা-শিকোর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং গুরু ছিলেন। ১৬৩৫ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর গুরু সৈয়্যদ মুহাম্মদ গাউস (রাহ.) ১৫১৭ খ্রি. উচ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে কাদেরীয়া তরীকা

বাংলাদেশে কাদেরিয়া তরিকার প্রভাব ব্যাপকভাবে রয়েছে। যতদূর জানা যায় হযরত শাহ্ জালাল (রাহ.), রাজশাহীর শাহ্ মাখদুম (রাহ.), বাবা আদম শহীদ (রাহ.), পশ্চিম বাংলার হযরত মনসূর বাগদাদী (রাহ.) ও ফুরফুরার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাহ.) এ অঞ্চলে এ তরীকার ব্যাপক প্রসার ঘটান। নিচে আমি কয়েকজনের অসামান্য অবদান উল্লেখ করছি।

বাবা আদম শহীদ (রাহ.)

যে ক'জন প্রখ্যাত সূফি সাধক ইসলাম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাবা আদম শহীদ (রাহ.) ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ওলি। ভারতে মধ্যযুগে যে ক'জন সুফি দরবেশ ইসলাম প্রচারের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন বাবা আদম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাবা আদম শহীদ (রাহ.) ১১৪২ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১২ জন আরবীয় নাগরিক নিয়ে বাণিজ্য জাহাজ যোগে চট্রগ্রামে পৌঁছান। খোরাসান প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর বাবা

---

[৯৮১] মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; মাও. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

আদম শহীদ (রাহ.) উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। নিজামিয়া মাদরাসা থেকে উচ্চ শিক্ষালাভের পর তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বাগদাদে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর সহচার্যে আসেন এবং তাসাওউফের শেষ স্তর অতিক্রম করেন।

"তিনি প্রথমে মহাস্থানগড়ে খানকায়ে কাদেরিয়া স্থাপন করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। বাবা আদমের সঙ্গে বল্লাল সেনের কয়েকবার সম্মুখ ও নৌ-যুদ্ধ হয়েছিল। ১১৭৪ সালে বিক্রমপুরে বাবা আদম শহীদ হন। শহীদ হওয়ার পর তাঁকে রিকাবী বাজার দীঘিরপাড় সড়কের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।"[৯৮২]

হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ (রাহ.)

রাজশাহীতে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যাদের নাম ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ (রাহ.) তাদের অন্যতম। ওলীকুল শিরোমণি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর অন্যতম প্রিয়তম পৌত্র হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ ছিলেন সে মহান সাধক যিনি রাজশাহীর মত অনগ্রসর স্থানে ইসলামের মহান বাণী প্রচার করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করেছিলেন। তৎকালীন মহাস্থানগড়ে (বর্তমান রাজশাহী) দেও রাজাদের অন্যায়-অনাচার, অবিচার ও নানা কুসংস্কার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে মানুষ বলি দেয়ার মত নিষ্ঠুর কাজে জনগণ ছিল অতিষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ (রাহ.) এ অঞ্চলের মানুষের পাপ-পঙ্কিলতা ও অত্যাচার থেকে মুক্ত করে এটিকে শান্তির নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তাঁর নাম শাহ্ মাখদুম জালাল উদ্দীন রূপোশ। কোথাও কোথাও তাঁর নাম আব্দুল কুদ্দুস জালালুদ্দীন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, তাঁর নাম সায়্যিদ আবদুল কুদ্দুস। শাহ্ মাখদুম রূপোশ নামে বিশেষভাবে পরিচিত। 'শাহ্ মাখদুম', 'রূপোশ' এগুলো তাঁর লকব বা উপাধি। "হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ (রাহ.) ৬১৫ হিজরির ২ রজব মোতাবেক ১২০৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ নগরীতে পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত আযাল্লাহ্ শাহ্ (রাহ.) ছিলেন হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর ২৭ পুত্রের একজন। হযরত শাহ্ মাখদুম রূপোশ (রাহ.) ছিলেন আযাল্লাহ্ শাহ্ (রাহ.)-এর দ্বিতীয় পুত্র।"[৯৮৩]

---

[৯৮২] সৈয়দ মাও. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১
[৯৮৩] সৈয়দ মাও. মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য কাদেরীয়া তরীকার মাশায়িখ

হযরত শাহ্ জালাল (রাহ.) ও উনার ৩৬০ জন সাথীবর্গ, হযরত নাসিরউদ্দিন সিপাহশালা (রাহ.), হযরত আহমদ গেছু দারাজ (রাহ.), হযরত শাহ আলী বাগদাদী (রাহ.), পশ্চিম বাংলার হযরত মনসূর বাগদাদী (রাহ.), হযরত মাওলানা সূফী নুর মুহাম্মদ নিযামপুরী (রাহ.), ফুরফুরার পীর সাহেব হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (রাহ.), সূফী সদর উদ্দীন (রাহ.), মদিনার জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ডা. বদিউজ্জামান (রাহ.), হযরত সৈয়দ মিরাণ শাহ তাতারী (রাহ.), ছারছিনার হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নেছার আহমদ (রাহ.), হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান হানাফী (রাহ.), প্রফেসর আব্দুল খালেক (রাহ.), হযরত করিম নাওয়াজ আল-কাদেরী (রাহ.), হযরত শাহ কুতুব (রাহ.), সূফী তোয়াজ উদ্দিন (রাহ.), হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রাহ.), হযরত হাফেজ সৈয়দ তৈয়্যব শাহ (রাহ.), শাহ আহসানুল্লাহ (রাহ.), হযরত দায়েম পাকবাজ (রাহ.), শায়খ মুহাম্মদ বুরহানুদ্দিন ফরায়েজীকান্দি, মুফতী আমীমুল ইহসান (রাহ.), শাহসূফী আলী রজা কানু শাহ (রাহ.), শায়খ মানযুর আহমদ (রাহ.), হযরত আব্দুল লতিফ ফুলতলী (রাহ.), হযরত মাওলানা আজিজুল হক শেরে বাংলা (রাহ.), হযরত মাওলানা আব্দুল হাফিজ শহীদ মিয়া (রাহ.), মাওলানা কাজী বশির গোল পেশোয়ারী (রাহ.), সূফী খবির উদ্দিন (রাহ.), কারী বজলুর রহমান (রাহ.), হযরত হাফেজ এম. এ. জলিল (রাহ.), হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন আল-কাদেরী (রাহ.), হযরত মাওলানা নাসিরুদ্দিন মাসুম ফান্দাউকি (রাহ.), ড. পিয়ার আহমদ বোগদাদী (রাহ.), হযরত মাওলানা তাহের শাহ, হযরত মাওলানা নুরুল ইসলাম হাশেমী, হযরত মাওলানা ওবাইদুল হক নঈমী, হযরত মাও. হাবিবুল্লাহ বেলালী, হযরত মাও. আব্দুল মান্নান।

বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ কাদেরীয়া তরীকা চর্চাকেন্দ্রসমূহ

বৃহত্তর ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুমিল্লা ও সিলেটসহ দেশের প্রত্যেকটি বিভাগেই কাদেরীয়া তরীকার চর্চাকেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া সমগ্র দেশে এমন একটি ইউনিয়নও পাওয়া যাবে না, যেখানে কাদেরীয় তরীকার খানকা নেই। প্রায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলাতে এ তরীকার বহুসংখ্যক খানকা রয়েছে, যেখান থেকে তরীকতের তালিমের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধার লক্ষ্যে খেদমত করা হচ্ছে। এছাড়াও ছারছীনা দরবার শরীফ ও এর তত্ত্বাবধানে কয়েকশত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহ, মদীনার জামাত এর প্রায় শতাধিক খানকাসমূহ, সোনাকান্দা দরবার ও এর শতাধিক খানকাসমূহ, আনজুমানে রহমানীয়া আহমদীয়া ট্রাষ্ট এর অধীনে শতাধিক মাদরাসা ও খানকাসমূহ, কাদেরীয়া

Dhaka University Institutional Repository

তাতারী সিলসিলার বিশোর্ধ খানকাসমূহ, ফুলতলী দরবার ও এর প্রতিষ্টানসমূহ, ছতুরা দরবার, ফরায়েজীকান্দী দরবার, ফান্দাউক দরবার, ওশাইনগরী দরবার, সিরাজনগর দরবার, হাশেমীয়া দরবার, জৈনপুরী সিলসিলাসহ কাদেরীয়া তরীকার হাজারো দরবার শরীফ সারা দেশে ছড়িয়ে আছে।

উপসংহার

শরীয়ত ছাড়া যেমন তরীকত হয় না, তেমনি তরীকত ছাড়া শুধু শরীয়ত দ্বারা কামিলে ইনসানও হওয়া যায় না। যুগে যুগে যেসব মনীষীগণ পৃথিবীর কোনায় কোনায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতি কাজের দায়িত্ব বহন করে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে, পরিচিত আপন মানুষগুলো ছেড়ে, কেবল মহান প্রভুর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দেশ থেকে দেশান্তর পাড়ি দিয়েছেন, ডেকেছেন পথহারা মানুষেদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে, পৌছে দিয়েছেন গ্রামে-শহরে-বন্দরে কুরআনের শান্তির পয়গাম, তাদের অধিকাংশই ছিলেন তরীকতের শিক্ষায় উজ্জীবিত আর আধ্যাত্মিক প্রেরণায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। মুগ্ধ করে দেওয়া তাঁদের অনুপম সুন্দর চরিত্র আর ব্যবহার দেখে তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার-লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন ।

তরীকত মানবতা শিক্ষা দেয়। কিভাবে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যাবে তার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। কিভাবে জাগতিক সব কিছু থেকে মহান পরোয়ারদিগারের ভালবাসাকে সর্বোচ্চ জায়গায় স্থান দিতে হবে তার দরস দেয়। আর এসব মনীষীগণের মাঝে একেবারে মধ্যমণী যিনি ছিলেন, তাঁর নাম বাগদাদের আবু মুহাম্মদ মীর মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানী আল হাসানী ওয়াল হোসানী (রাহ.)। তিনি যেমন ছিলেন শরীয়তের জ্ঞানে যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তেমনি আবার আধ্যাত্মিক জগতের তারাগুলোর মাঝে উজ্জল এক নক্ষত্র। তিনি যেমন কিছুকাল অচেতন হালে বনে-জঙ্গলে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে সর্বদা মহান আল্লাহর প্রেমে বিভোর অবস্থায় ছিলেন, ঠিক তেমনি করে আবার শেষ দিকে ছালেকিয়্যাতের অবস্থায় ঘর-সংসার, বিবাহ-শাদী, শিক্ষকতা ও ওয়াজ-বক্তৃতায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এমন এক ব্যাক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর সময়ে অতিবাহিত হওয়া বাগদাদের কোন খলিফা তাঁর বিরুদ্ধে আঙ্গুল তোলার তো সাহস পানই নি বরং তাঁর দরবারে এসে বসে অপেক্ষা করতো তার সাক্ষাতের আশায় এবং তাঁর থেকে নসীহত শুনে জীবন গড়ার প্রত্যয়ে।

পৃথিবীর অসংখ্য বিখ্যাত ওলামায়ে কিরাম, ইমাম ও মুজতাহিদগণ দ্ব্যার্থ কণ্ঠে তাঁর অগণিত কারামতের কথা স্বীকার করেন। শুধু তাই নয় তাঁরা বলেন যে, গাউসে পাক আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর কারামতসমূহ মুতাওয়াতির রিওয়াতে বর্ণিত। হাদীস শাস্ত্রের পরে একেবারে পুরো গ্রন্থের সমস্ত বর্ণনা সনদ ও রাবীসহ তাঁর জীবনী সম্পর্কিত গ্রন্থ 'বাহজাতুল আসরার' ছাড়া পৃথিবীতে বোধকরি আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। ঠিক এ জায়গাটিতেই তাঁর বেলায়াতের শ্রেষ্ঠত্যের সৌন্দর্য প্রকাশ। তিনি যে কাদেরীয়া তরীকা রেখে গেছেন তা আজ পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশে কোটি কোটি মুসলমানগণ অনুসরণ করেন। তাঁর মহান আদর্শ অনুসরণ করলে তরীকতের নামে যারা ভণ্ডামী কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং বাতিল ফিরগাগুলোকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

আমি আমার এ অভিসন্দর্ভে ইসলামী শরীয়তের অনুসারী ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ যেন এ মহান গুণী ব্যক্তির বহুমুখী প্রতিভাধর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সুপরিচিত হয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আত্মশুদ্ধিতার সরুপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে, যেন জ্ঞানের প্রতি তীব্র অনুরাগ জন্মায়, মানবজাতীর কল্যাণে নিজেকে ব্রতীকরণের মাধ্যমে নিরলস প্রচেষ্টায় সত্য ও সুন্দরের জয়গানে নিয়োজিত হতে পারে এবং নবী প্রেমের ভাবধারায় নিজেরা উজ্জীবিত হতে পারে এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছি। এছাড়া উক্ত শিরোনামে গবেষণা কর্মের ফলে এটি দ্বারা আধ্যাত্মবাদের মুল উদ্দেশ্যকে হৃদয়ঙ্গম করে আত্মশুদ্ধিতার মাধ্যমে এক সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষে পরিণত হয়ে সৃষ্টির সেবা ও পরম সৃষ্টিকর্তার প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায় সে চেষ্টা করেছি। আধ্যাত্মবাদের শিক্ষা গ্রহণ করে ব্যক্তি যেন তার মানবীয় যাবতীয় পশুত্বকে বর্জন করে মানবতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করার পথ সুগম করতে পারে সে দিকগুলোতেও সুবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এ মহান মনীষীর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমাজ থেকে ভণ্ডামী প্রতিহত করে সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে আল্লাহ পাকের রেযামন্দি হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম : সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্র. ২০১০

তাফসীর গ্রন্থসমূহ

আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ খাযিন, আল্লামা : *তাফসীরে খাযিন*, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১৫ খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

আব্দুল আজীজ মুহাদ্দেস দেহলভী (রাহ.) : *তাফসীরে আজীজী*, আল বারাকাত পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রি., দিল্লী, ভারত।

ইসমাঈল হাক্কী (রাহ.), আল্লামা : *তাফসীরে রুহুল বায়ান*, মাকতাবাতে তাওফিকীয়্যাহ, প্র. ২০১৫ খ্রি., কায়রো, মিশর।

ছানাউল্লাহ পানিপথী, আল্লামা, কাযী, মুহাম্মদ : *তাফসীরে মাযহারী*, সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা, প্র. ১৯৯৯ খ্রি.

শিহাবুদ্দিন আলুসী বাগদাদী (রাহ.), আল্লামা : *তাফসীরে রুহুল মায়ানী*, মাকতাবাতে তাওফিকীয়্যাহ, প্র. ২০১৬ খ্রি. কায়রো, মিশর।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস গ্রন্থসমূহ

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী : *সহীহ বুখারী*, মাকতাবাতে তাওফিকীয়্যাহ, প্র. ২০১৫ খ্রি., কায়রো, মিশর।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : *সহীহ মুসলীম*, মাকতাবাতে তাওফিকীয়্যাহ, প্র. ২০১৫খ্রি., কায়রো, মিশর।

মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আল-তিরমিযী : *সুনানে তিরমিযী*, দারুল হাদীস, প্র. ২০১৪ খ্রি., কায়রো, মিশর।

সুলাইমান ইবনুল আশয়াস আবু দাউদ : *সুনানে আবু দাউদ*, দারুল হাদীস, প্র. ২০১৪খ্রি., কায়রো, মিশর।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ : *সুনানে ইবনে মাযাহ*, দারুল হাদীস, প্র. ২০১৫ খ্রি., কায়রো, মিশর।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, দারুল হাদীস, প্র. ২০১২খ্রি., কায়রো, মিশর।

ইমাম আহমদ : *মুসনাদে আহমদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র, ২০১০ খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

তাসাওউফ, কাদেরীয়া তরীকা ও আব্দুর কাদির জিলানী (রাহ.) সম্পর্কীত গ্রন্থসমূহ

আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.), সাইয়্যিদ : *سر الاسرار ومظهر الانوار فيما يحتاج اليه الابرار* মাকতাবাতে

Dhaka University Institutional Repository

উম্মুল কুরা, প্র. ২০১২ খ্রি., কায়রো, মিশর।

: *সির্রুল আসরার ফিহা ইয়াহতাজু ইলায়হিল আবরার*, (বাংলা অনু.) মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, সন্জরী পাবলিকেশন্স, প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ২০১২ খ্রী., আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা।

: *The secret of secrets*, (ইংরেজী অনু.) শায়খ তুসুন বাইরাক আল-জেরাহী আল-হালভেতী, প্র. ১৯৯২খ্রি., দ্যা ইসলামিক টেক্সট সোসাইটি, পার্কসাইড, ক্যামব্রিজ, যুক্তরাজ্য।

: *সিররুল আসরার*, (বাংলা অনু.) মাও. আবদুল জলীল (র.), হক লাইব্রেরী, প্রকাশকাল- জানু.-২০০৯ খ্রি., ঢাকা।

: *Fifteen Letters (খামসাতা আশারা)*, লোআই ফাতুহি কর্তৃক ইংরেজি অনু., লুনা প্লেনা পাবলিশিঙ্গ, প্র. ২০১৪খ্রি., বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।

: *تفسير الجيلاني*, মারকায আল-জিলানী লিল বুখুস আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি., ইস্তাম্বুল, তুরস্ক ও দার আল-নিল, কায়রো, মিশর।

Dhaka University Institutional Repository

: *جلاء الخواطر*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১০খ্রি. বৈরুত, লেবানন।

: *Jila Al-khatir*, (ইংরেজি অনু.) *পিউরিফিক্যাশন অব দি মাইন্ড*, সিথা আল দারগাযেলী ও লোআই ফাতুহি, লুনা প্লেনা পাবলিশিঙ্গ, প্র.২০০৮খ্রি., বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।

: *দিওয়ানে গওছিয়া*, (বাংলা ও ইং. অনু.) সৈয়দ এ.বি. মাহমুদ হুসেন, সাবেক প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ, শাহ সাহেব লেন, ঢাকা, প্রকাশকাল- মার্চ ১৯৭৬ খ্রি.।

: *الغنية لطالبي طريق الحق*, আল-মাকতাবাত আল-তাওফিকিয়্যাহ, খণ্ড ০১, কায়রো, মিশর।

: *গুন্ইয়াতুত্ ত্বালেবীন* (প্রথম খন্ড), (বাংলা অনু.) ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ, এপ্রিল-২০১২ খ্রি., ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ।

: *গুনিয়াতুত তালিবিন*, (উর্দু অনু.) আমানুল্লাহ খান, প্র. ১৯৮৭খ্রি. দিল্লী, ভারত।

: *الفتح الرباني والفيض الرحماني*, মাকতাবাতে উম্মুল কুরাহ, কায়রো, মিশর।

Dhaka University Institutional Repository

: *الفتح الربانى*, (ব্যাখ্যাকারক) নাযাখ আউদ সিয়াম, দার আল-মুকাদ্দাম লিন-নাশর, কায়রো, মিশর।

: *আল-ফাতহুর রাব্বানী*, (বাংলা অনু.) *ঐশী প্রেরণার অনন্ত উৎস*, অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক, এমদাদীয়া পুস্তকালয়, ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি., ঢাকা।

: *আল-ফাতহুর রাব্বানী ওয়া আল ফায়জুর রাহমানী*, (বাংলা অনু.) এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী, প্রকাশনা- বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লি., ১৯৯৭ খ্রি., ঢাকা।

: *فتوح الغيب*, মাকতাবাতে উম্মুল কুরা, কায়রো, মিশর।

: *Conpuest of the divine secrets*, (*ফুতুহুল গায়ব* এর ইংরেজি সংকলন)- ড. ়এস.জেড হাইদার, প্র. ২০০৫খ্রি., লালমাটিয়া, ঢাকা।

: *ফাতুহুল গায়িব*, (অনুবাদ ও সংকলন) মাও. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রহ., হযরত *গওসুল আযমের অমর বাণী* আন নুর ও বারকাতী পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

: *ফুতুহুল গায়ব*, (ইং. অনু.) মাওলানা আফতাব উদ্দিন আহমদ), লাহোর।

Dhaka University Institutional Repository

: *ফাতুহুল গায়ব*, (উর্দু অনু.) আযম আলী, প্র. ১৯৮৩খ্রি., শাহরানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত।

: *কাসিদায়ে গাউসিয়া*, (বাংলা কাব্যানুবাদ) মোহাম্মদ খছরুজ্জামান, মার্চ ২০১৭ খ্রি., নোমানীয়া লাইব্রেরী, সিলেট।

আহমদ সেরহিন্দ, শেখ, মোজাদ্দেদে আলফে সানি : *মুকাশিফাতে আয়নিয়া*, হাকিমাবাদ খানকা, ফেব্রু. ২০১২ খ্রি., নারায়ণগঞ্জ।

: *মাআরিফে লাদুন্নিয়া*, হাকিমাবাদ খানকা, ফেব্রু. ২০১২ খ্রি., নারায়ণগঞ্জ।

আব্দুল হক্ দেহলভী (র.), শায়খ : *জোব্দাতুল আছার*, (বাংলা অনু.) আবুল হাছান মোস্তাফিজোর রাহমান খা, সাবেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, *হজরত ছৈয়েদুনা গৌছুল আজম বড় পীরছাহেব রাজিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র জীবন চরিত*, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ-১৯৫৩ খ্রি.।

: *কাদামী হাযিহি 'আলা রাকাবাতি কুল্লি ওলী আল্লাহ*, (উর্দু অনু.) আল্লামা ইকবাল আহমদ ফারুকী ও মুফতী খলিলূর রহমান কাদেরী, *গিয়ারভী শরীফ কী শরয়ী হায়সিয়্যাত*, শাহ মুহাম্মদ গাউস একাডেমী, প্র. ২০১৩ খ্রি., পেশোয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল কাসিম আব্দুল কারীম, ইবনে হাওয়াযিন : *আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ*, আব্দুল্লাহ যোবায়ের অনূদিত, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ফেব্রু. ২০১৬ খ্রি., ঢাকা।

আহমদ রেযা খাঁন, আলা হযরত, ইমাম, বেরলভী : *গাউসুল আ'যম ও গাউসিয়্যাত*, (বাংলা অনু.) মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন,পৃ.৩২, সনজরী পাবলিকেশন্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ১০ফেব্রু. ২০১০ খ্রি.।

: *قصيدة مبارك غوثية*, রেযা একাডেমী, মুম্বাই।

: *বায়'আত ও খিলাফতের বিধান*, (বাংলা অনু.) নেজাম উদ্দীন, সনজরী পাবলিকেশন, ফেব্রু. ২০১০ খ্রি. ঢাকা।

আব্দুল কাদির জিল : *Revelations of the unseen (ফুতুহুল আল-গায়ব* এর ইং. অনু.) মুহতার হল্যান্ড, এস আব্দুল মাজিদ এন্ড কো কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৫খি., কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

আব্দুর রহমান, মোহাম্মদ : *আনিছুত্তালেবীন*, ৫ম খণ্ড, ২০০০ খ্রি, ঢাকা।

আব্দুর রায্যাক আল-কিলানী, ড. : *الشيخ عبد القادر الجيلاني الامام الزاهد القدوة*, দারুল কলম, বৈরুত।

আব্দুল্লাহ ইবনে আস'আদ আল-ইয়াফি আল-শাফেয়ী : *خلاصة المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر رضي الله عنه*, দারুল আসার আল-ইসলামিয়্যাহ, বিরবুলী,

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীলঙ্কা ও দারুল কারয, কায়রো, মিশর।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জিন, প্রফেসর, ডেপুটি রেক্টর : *Abd Al-Qadir Al-Gilani his method of Islamic dawah,* প্র. ২০০২খ্রি., ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মালয়েশিয়া, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।

আব্দুল জলীল ও আব্দুস সালাম : *Al-safinah al-Qadiriyyah,* দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।

আব্দুস সালিক, সাইয়্যিদ : *সাইয়্যিদুনা গাউস আল-আ'যম*, প্র. ১৯৩৯ খ্রি., কলকাতা।

আবু হামিদ মুহাম্মদ আহমদ রিদা আল-কাদেরী : *The Pre-eminence of Sayyid `Abd al-Qadir Jilani (R.) over Sayyid Ahmad Kabir al-Rifa`I (R.)*, (বাংলা অনু. আবু মুহাম্মদ আবদ আল-হাদী কাদেরী,) ইমাম আহমদ রিদা একাডেমী, ডারবান, সাউদ আফ্রিকা, অক্টোবর ২০০৫খ্রি.।

আহমদ কাদরী বাদায়ুনী, আল্লামা : *আযমতে গাউসুল আ'যম*, তাজুল ফুহুল একাডেমী, প্র.২০১০ খ্রি., উত্তর প্রদেশ, ভারত।

আব্দুল মজিদ আল-জিলানী : *ইত্তিহাফ আল-আকবার ফি সিয়রাতি ওয়া মানাকিব আল-ইমাম মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদির আল-জিলানী আল-হাসানী আল-হাম্বলী*, দার আল-কুতুব

Dhaka University Institutional Repository

আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০০৭খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

আব্দুর রহীম খান কাদেরী, আল্লামা : *সীরাতে গাউসে আ'যম*, মাকতাবাতে নববীয়া, প্র. ১৯৯০খ্রি., গঞ্জেবখস রোড, লাহোর।

আব্দুল কাদির ফিদায়ী : *دیوان شریف*, নয়াবাজার, দেহবনাদ, বিহার, ভারত।

আব্দুর রহীম, হাযারী, মাওলানা : *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, ২০০৪খ্রী., ঢাকা।

আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা : *সহীহ হাদীসের আলোকে তাসাওউফ*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, মার্চ ২০১২ খ্রি., ঢাকা।

আলী চেরাগ, মুহাম্মদ : শরখে দিওয়ানে গাউসে আ'যম, নাযির সন্স পাবলিশার, লাহোর।

আলী আল-আইনি, মুহাম্মদ : *আব্দুল কাদির জিলানী শায়খ কাবীর মিন সুলাহায়ি আল-ইসলাম*, দার আল-ছাকাফাহ, প্র. ১৯৯৩খ্রি.।

আ.ন.ম. রইছ উদ্দীন, প্রফেসর, ড. : *সুফিবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়*, অন্বেষা প্রকাশন, ফেব্রু. ২০০৯, ঢাকা।

আবুল বয়ান মুহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, প্রফেসর, ড. : *তাসাউফ তরিকত উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ফেব্রু. ২০১৮ খ্রি., ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা।

আব্দুল ওয়াজেদ, মুফতি, কাজী : *শানে গাউছুল আজম*। গাউছিয়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল-১২জুন ২০০৩ খ্রি., চট্রগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ নবী, শাহ, গরিবী : *হযরত বড়পীর গাউসুল আ'যম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী ক.ছি.আ*, রেজায়ে মোস্তফা পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম, ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রি.।

আনিসুজ্জামান, মাওলানা, হাফেজ, মুহাম্মদ : *কালামে রেযা*, আলা হযরত ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি., চট্টগ্রাম।

আশিক ইলাহি, মাওলানা : *فيوض يزداني ترجمة الفتح الرباني*, মদীনা পাবলিকেশন, পৃ. ১৯৮২ খ্রি., করাচি, পাকিস্তান।

আব্দুল গণি আল-নাবলিসি, শায়খ : *কাওকাব আল মাবানী ওয়া মাওকাব আল মা'আনী*, দারুল আফাক আল আরাবিয়্যাহ, প্র. ২০১০খ্রি. কায়রো, মিশর।

আলম, ফক্‌রী, সূফী : *ওহে আল্লাহ! আমার তাওবা*, সনজরী পাবলিকেশন, অক্টো. ২০০৯, ঢাকা।

আবু খালদুন, মুহাম্মদ : *نقش جيلاني*, দিওয়ান পাবলিকেশন, প্র. ২০০৪ খ্রি., দিল্লী।

ইউসুফ মুহাম্মদ ত্বোহা যায়দান, ড. : *আব্দুল কাদির জিলানী*, দারুল জিল, ২০০১ খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

: *ديوان عبد القادر الجيلاني*, আল-ইসকান্দারীয়া, কায়রো, মিশর।

ইমাম শিহাব উদ্দিন আবিল ফাযল আহমদ ইবনে 'আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাযার আসকালানী : *ترجمة الشيخ عبد القادر*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১১খ্রি. বৈরুত, লেবানন।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে ইয়াহইয়া আল-তাদিফী, মুহাম্মদ, শায়খ : *Qalaid al-Jawahir*, (ইংরেজি অনু.) মোতাহার হল্যাণ্ড, *Necless of Gems*, আল-বাজ পাবলিশিং, ফোর্ট লডারলেড, ফ্লোরিডা, ১৯৯৮খ্রি., এমেরিকা।

ইবনে তাইমিয়্যাহ : *شرح كلمات من فتوح الغيب*, জামি' আল-রিসায়িল : আল-রিসায়িল আল-সানিয়্যাহ।

ইহতিশামুল হাসান কান্দেহলভী, মাওলানা : *غوث اعظم*, ইদারুতুল ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান।

ইউসুফ হাশেম, সৈয়দ আর-রেফায়ী : *কুরআন হাদীসের আলোকে সুফীতত্ত্ব ও সুফীবাদ*, সনজরী পাবলিকেশন, জানু. ২০১১ খ্রি., ঢাকা।

ইয়াকুব আলী খান, মুহাম্মদ : *فتواي كرامة غوثية*, প্র. রবিউল আখির, ১৩১০হি., লাহোর, পাকিস্তান।

ইউসুফ মুহাম্মদ তোহা : *আব্দুল কাদির জিলানী বাজুল্লাহ আল-আসহাব*, দার আল-জিল, প্র. ১৯৯১খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

ওসমান গণি, মুহাম্মদ : বিষয়ভিত্তিক কারামতে আউলিয়া, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

কাসিম, সাইয়্যিদ : *হযরত শেখ আব্দুল কাদির জিলানী*, প্র. ১৯৯৭খ্রি., শ্রীনগর, ভারত।

Dhaka University Institutional Repository

কাওসার, ইয়াজদানী, ড. : *বড় পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.)*, (বাংলা অনু.) মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস, বাগদাদ লাইব্রেরী, প্রকাশ- নভেম্বর- ২০০১ খ্রি.।

: *বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী (র.)*, (বাংলা অনু.) ড. আবুল ফাতাহ মুনিরুজ্জামান, ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, পিরোজপুর, প্রকাশ- জুন ২০১২ খ্রি.।

গাস্সান নুসুখ, মুহাম্মদ : *ادب السلوك والتوصل الي منازل الملك*, দারুস সানাবিল, ১৯৯৫ খ্রি., দামেশক, সিরিয়া।

গাযালী, ইমাম : *মিনহাজুল আবিদীন*, রশীদ বুক হাউস, নভে. ২০০৮ খ্রি., ঢাকা।

: *আত্মার পরিশুদ্ধি*, শর্মিণা লাইব্রেরী, আগস্ট ২০০৯ খ্রি. ঢাকা।

গোলাম ইয়াহইয়া আনজুম, ড. : *تاریخ مشائیح قادریة*, কুতুবখানা আমজাদিয়া, ২০০৩ খ্রি., দিল্লী।

জলিল, অধ্যক্ষ, হাফেয, এম. এ : *কারামাতে গাউসুল আ'জম রাদিয়াল্লাহু আনহু*, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মার্চ- ১৯৯৭ খ্রি.।

জাকির হুসাইন, এস, এম : *ধ্যানের শুরু এবং নবজীবন*, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ফেব্রু. ২০০৫, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

	:	*গোপন মৃত্যু ও নবজীবন*, ১ম ও ২য় খণ্ড, প্র. নভেম্বর ২০০২ খ্রি., জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।
	:	*প্রশান্ত আত্মায় মৃত্যুহীন পরম শান্তি*, প্র. ফেব্রুয়ারী ২০০২ খ্রি., জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।
	:	*কোরানিক সেলফ্ কন্ট্রোল এবং মৃত্যুহীন জীবন*, প্র. এপ্রিল ২০০১ খ্রি., জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।
তাহের আল-কাদেরী, শায়খুল ইসলাম, ড.	:	*তাসাউফের আসল রূপ*, সনজরী পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি., ঢাকা।
	:	*ফসাদে কলব আওর উসকা ইলাজ*। (বাংলা অনু.) *আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার*। মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, সানজেরী পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
তাহির আলাউদ্দিন, মুহাম্মদ	:	*تذکرۃ قادریۃ*, (ইংরেজী অনু.) জিয়া নাইয়ার, প্র. ১৯৭০খ্রি. লাহোর।
তুরাব আল-হক্ক কাদেরী, সাইয়্যিদ, শাহ	:	*تصوف و طريقة*, ফরিদ বুক ডেপু লি., ২০০৫ খ্রি., ডংরী, মুম্বাই।
দিয়াউল্লাহ কাদেরী, আবুল হামিদ মুহাম্মদ	:	*غيار بي شريف* , কাদেরী কুতুবখানা, প্র. অপ্র., শিয়ালকোট।

Dhaka University Institutional Repository

	:	*سيرة غوث الثقلين*, প্র. ১৩৯২হি., কাদেরী কুতুবখানা, শিয়ালকোট।
নিজামউদ্দীন, আওলিয়া, খাজা	:	*রাহাতুল মুহিব্বীন*, চিশতীয়া পাবলিকেশান্স, ২০০৪ খ্রি, ঢাকা।
নুর উদ্দীন আবুল হাসান আলী, ইবনে ইয়সুফ, শাত্বনূফী (র.)	:	*بهجة الاسرار و مدائن الانوار*, অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রকাশনা- ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, চট্টগ্রাম, আগস্ট- ২০১১ খ্রি.।
সায়্যিদ নাসির উদ্দিন হাসিমি কাদেরী	:	*مظهر جمال مصطفى*, দিল্লী।
নু‘মান কাদির মুস্তফা	:	*غوث الوري* , সিরাতে মুস্তাকিম পাবলিকেশন্স, লাহোর।
নুরুর রহমান, মাওলানা	:	*গওসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.)*, পুনর্মুদ্রন- ডিসে. ২০১১ খ্রি., এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা।
নুরী, মুহাম্মদ	:	*ইরশাদাতি গাউসুল আ'যম*, প্র. ১৯৯৮খ্রি., দিল্লী, ভারত।
নূরুল আজিম, চৌধুরী, কাদেরী	:	*আমার পীর হজরত গওসল আজম (র.)*, ঢাকা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রকাশকাল- আগস্ট ১৯৯০ খ্রি.।
নুরুল ইসলাম, মো.	:	*আল-কোরআনে আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান*, মদীনা পাবলিকেশন্স, জানু. ২০০৩ খ্রি., ঢাকা।
ফাযিল আল-নুর সামসুদ্দিন, ড.	:	*سلطان الاولية عبد القادر جيلاني* ح২০০৫ খ্রি.,কায়রো, মিশর।

Dhaka University Institutional Repository

ফয়েজ আহমদ, মাওলানা, মুহাম্মদ, ওআইসী : *গিয়ারভী শরীফ মা'আ কাসিদায়ে গাউসিয়া*, (বাংলা অনু.) মাওলানা নূরুল আবছার, *উলামা-ই কেরামের দৃষ্টিতে গিয়ারভী শরীফ ও কাসীদা-ই গাউসিয়া*, সন্জরী পাবলিকেশন্স, প্রকাশ-২০১১ খ্রি., আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা।

: *غيارهين شريف كي دلائل*, প্র. অনু., বাহালপুর, পাকিস্তান।

: আমাতাতহু আল-আজা আন নাসবি গাউস আল-ওরা, বাহালপুর, পাকিস্তান।

: *গিয়ারাহ কদম*, প্র. মুহার্‌রম ১৪২৩হি., বাহালপুর, পাকিস্তান।

ফেরদাউস খান, মুহাম্মদ : *কাসীদাতুল গাওসীয়া*, প্রথম প্রকাশ- জুলাই ১৯৭৫ খ্রি., প্রকাশনা- গাউছুল আজম ও আ'লা হযরত র. রিচার্স একাডেমী, কমলাপুর, ঢাকা।

ফজলুল করীম আনওয়ারী ও মো. আবু তাহের, : *বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.) জীবন ও কর্ম*, সিদ্দীকিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৯৬ খ্রি.।

বুরহান উদ্দিন কাদেরী : *الرد الظاهر في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني*, মাকাতাবা আল-*ছাকাফাহ আল-দিনিয়্যাহ*, প্র. ২০০৫ খ্রি.,কায়রো, মিশর।

Dhaka University Institutional Repository

বদিউল আলম, মাও., মুহাম্মদ, রিজভী : *গাউসুল আজম ও গিয়ারভী শরীফ*, রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- জুলাই ২০১০ খ্রি.।

ভিনিস কাদেরী, প্রফেসর : *ON Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jilani (R.)*, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব কাশ্মির, কাশ্মির।

মোল্লা আলী ক্বারী (র.) : *নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির ফি মানাকিবিশ শায়খ আবদুল কাদির*, (বাংলা অনু.) মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *হযরত আবদুল কাদির জিলানরি জীবন ও কারামত*, সনজরী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রকাশ- ১২আগষ্ট ২০১০ খ্রি.।

: *نزهة الخاطر الفاتر*, প্র. ২০১৪খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

মি'য়াদ শারফ উদ্দিন আল-কিলানী, আল-সাইয়্যিদ *الكيلاني* : *مجالس شيخ الاسلام سيدنا عبد القادر*

প্র. ২০০৯ খ্রি., দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন।

: *الطريقة القادرية أصولها وقواعدها*, প্র. ২০১৪ খ্রি., বৈরুত, লেবানন।

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মুনালা, সাইয়্যিদ : *قصائد للقطب الجيلاني وامداح قيلات فيه, السفينة القادرية*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১১খ্রি. বৈরুত, লেবানন।

Dhaka University Institutional Repository

: *شرح الصلاة الصغري وتسع السفينة القادرية, صلوات اخري*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্র. ২০১১খ্রি. বৈরুত, লেবানন।

মুহাম্মদআদ-দুহাইবি : *ইতাফ আল-আকাবির ফি সিরাহ ওয়া মানাকিব আল-ইমাম মুহি আল-দ্বিন 'আবদ আল-কাদির আল-জিলানী আল-হাসানী আল-হুসাইনি ওয়াবাদ মাশাহির ধুরিয়াতি উলি আল-ফাদল ওয়া-আলমা আথির'*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, কায়রো।

মুমতাজ আহমদ, আল্লামা, ড. : *শাহবাজ-এ-লা মাকানি*, প্র. ২০০২ খ্রি., লাহোর, পাকিস্তান।

মাকবুল মুর্শিদ,

আব্দুস সালিক ও আব্দুল হাই, সাইয়্যিদ : *Saiyedena Hazrat Ghaus-ul-Azam and some Qadiri walis*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, (১৯৩৯খ্রি. বইটি ভারতের কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়)।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. : *ইসলাম প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ- ফেব্রু. ১৯৬৩ খ্রি., মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মুনিরুল হক্ক ভিহিলপুরী, আল্লামা : *معارف قصيده غوثية*, প্র. ২০০২খ্রি., পাঞ্জাব।

মুহসিন মুনাওয়ার ইউসুফী : *محسين اعظم في مناقب غوث اعظم*, মাকতাবাতুল মুহসিন, প্র. ২০১৩খ্রি., লাহোর, পাকিস্তান।

Dhaka University Institutional Repository

মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার : *গাউসুল আজম জিলানী (র.)’র সংস্কার ও ত্বরীকা*, চট্টগ্রাম, প্রকাশকাল- মে ২০০২ খ্রি.।

মামুনুর রশীদ, মোহাম্মদ : *জীলান সূর্যের হাতছানি*, ভুঁইগড়, নারায়ানগঞ্জ, প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ খ্রি.।

যুযেফ টাঙ্গালী কাদেরী, মুহাম্মদ : *Shaikh Abd Al-Qadir Al-Jilani*, প্র. ২০০৫খ্রি. স্টিজটিং নুরানী ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, আমস্টারডাম, নেদারল্যাণ্ড।

রশিদ মাহমুদ, রাজা : *مناقب حضرت غوث اعظم*, প্র. ১৪২৫হি., লাহোর, পাকিস্তান।

সম্পাদনা পরিষদ : *শানে মুস্তফা ও না’ত যুগে যুগে, গাউসুল আ’যম ও আ’লা হযরত রিসার্চ একাডেমী*, শ্যামলী, ঢাকা, প্রকাশ-২৫জানু. ২০১৩ খ্রি.।

শরীফ মুহাম্মদ ফাদিল জিলানী : *نصائح الجيلاني*, প্রকাশ- মারকাযে জিলানী লিল বুখুস আল-ইলমিয়্যাহ, ইস্তাম্বুল, মারকায আল-জিলানী, ইন্দোনেশিয়া, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

: *منهاج العارف المنتق ومعراج السّالك المرتقي*, প্রকাশ- মারকাযে জিলানী লিল বুখুস আল-ইলমিয়্যাহ, ইস্তাম্বুল, মারকায আল-জিলানী, ইন্দোনেশিয়া, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ জেলাল মুরশেদ, সৈয়দ, কাদেরী : *আওলিয়াকুল শিরোমণি*, কলকাতা, প্রকাশ- ২০১৭ খ্রি.।

শরীফ নাকশেবন্দী, মুহাম্মদ : *كرامة غوث اعظم*, দিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, প্র. ২০০৫ খ্রি., করাচি, পাকিস্তান।

শাহজাহান সরদার, মাও., মুহাম্মদ : *কাসীদাতুল গাউছিয়া ও দরুদে একসীরে আযম*। ছারছীনা লাইব্রেরী, প্রকাশকাল-২৫মে ২০০৪ খ্রি.।

শাহজাহান মুহাম্মদ ইসমাঈল : *শাজরায়ে আলিয়া কাদেরিয়া পাঠের আদব ও উপকারীতা*। তাসাউফ চর্চা কেন্দ্র, এলিফ্যান্ড রোড, ঢাকা।

শিবলী আহাম্মদ, হাফেয, মাওলানা : *মালফুযাতে গাওসুল আযম (র.)*, ঢাকা, প্রকাশ- ২০০৪ খ্রি.।

সাদিক সিহাব আস সাঈদিল কাদরী, মুহাম্মদ : *المناقب الغوثية في فضيلة الطريقة القادرية*, সন-অনুল্লেখিত, লাহোর, পাকিস্তান।

হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ : *কোরানসূত্র*, বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০১৪ খ্রি., ঢাকা।

হুসাইন কাদেরী, মুহাম্মদ : *ফাতুহাতি কাদেরীয়া*, এমএসএস ২০৪, রিসার্চ লাইব্রেরি, ইউনিভার্সিটি অব কাশ্মির, কাশ্মির।

হুসাইন গিসুদারাজ, সাইয়্যিদ, মুহাম্মদ : *রিসালা-এ-গাউসুল আ'যম*, প্র. ২০০০খ্রি. লাহোর।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা/সাময়িকী/জার্নাল

এনুয়্যাল শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী

মেমোরিয়াল সুভিনিয়র : প্র. ২২মে ২০০৫খ্রি., ফ্রিমন্ট, ইসলামিক এডুকেশনাল এণ্ড কালচারাল রিসার্চ সেন্টার অব নর্থ আমেরিকা, ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।

ইন্দোনেশিয়ান জার্নাল অব এপ্লাইড লিঙ্গুস্টিক্স : সংখ্যা ০৭, জানু. ২০১৮, সুনান কালিজাগা,ইউগাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া।

ইনসাইট ইসলামিকাস : আইএসএসএন-০৯৭৫-৬৫৯০, সংখ্যা ০৭, ২০০৭খ্রি. পৃ. ৭৩-৯৭, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

: আইএসএসএন-০৯৭৫-৬৫৯০, ২০১০খ্রি., খণ্ড ১০, পৃ. ১০২-১৩১, শ্রীনগর, কাশ্মীর।

ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিডিসিপ্লিনারী রিসার্চ জার্নাল : সংখ্যা ২০১১খ্রি., নিউ দিল্লী, ভারত।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা : ৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টে. ২০০৬ খ্রি.।

(ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা)

: ৪২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানু.-মার্চ ২০০৩ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

	:	৫৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টে. ২০১৪ খ্রি.।
	:	৫২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, অক্টো.-ডিসেম্বও ২০১২ খ্রি.।
গুলালা	:	কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি, ২০০০-২০০১খ্রি.।
জার্নাল অব দ্যা হিস্ট্রি অব সূফিজম	:	সংখ্যা ১-২, ২০০০খ্রি., ইন্দোনেশিয়া।
জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার	:	৮-৯সংখ্যা, জুলাই-ডিসে. ২০১৩ ও জানু.-জুন ২০১৪ খ্রি.।
দ্যা এক্সপ্রেস ট্রিভিউন	:	২২ মার্চ ২০১৫খ্রি., পাকিস্তান।
দৈনিক ইনকিলাব	:	২৮ জানু. ২০১৬খ্রি.।
দৈনিক ইত্তেফাক	:	২২ জানু. ২০১৬ খ্রি., ৯মাঘ ১৪২২, শুক্রবার, পৃ. ১৬
	:	২৯ ডিসে. ২০১৭ খ্রি., ১৫ পৌষ ১৪২৪, পৃ. ১৬
দৈনিক যুগান্তর	:	২৯ ডিসে. ২০১৭ খ্রি. শুক্রবার, ১৫ পৌষ ১৪২৪, পৃ. ০৫
	:	৬ জানু. ২০১৭ খ্রি., ২৩ পৌষ ১৪২৩, শুক্রবার, পৃ. ০৫
	:	২২ জানু. ২০১৬ খ্রি., ৯ মাঘ ১৪২২, শুক্রবার, পৃ. ০৫
মাসিক তরজুমান	:	আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রকাশিত, ফেব্রুয়ারী ২০১০ খ্রি. সংখ্যা, ১৪৩৫ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

: মার্চ ২০১২ খ্রি. সংখ্যা, রবিউস সানি ১৪৩৩ হি.।

: ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সংখ্যা, রবিউস সানি ১৪৩১হি.।

: ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রি. সংখ্যা, ১৪৩৫ হি.।

: ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রি. সংখ্যা, ১৪৩৫ হি.।

: জানু. ২০১৬ খ্রি. সংখ্যা, রবিউস সানি ১৪৩৭হি.।

অভিধান

আবূ সুফয়ান (যাকী) ও ফজলুদ্দীন শিবলী, মাও. : ফরহাঙ্গ-এ-জাদীদ, রশিদিয়া লাইব্রেরি, জানু. ১৯৯৮, ঢাকা।

ইবন মানযূর, জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ : লিসানুল ‘আরব, বৈরুত, দারুল ইয়াহইত তুরাসিল আরবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩হি.।

এনামুল হক, ডক্টও, মুহম্মদ (প্রধান সম্পাদক) : বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, জানু. ২০১৪খ্রি., ঢাকা।

ফজলুর রহমান, ড., মুহাম্মদ : আল-মু‘জামুল ওয়াফী, রিয়াদ প্রকাশনী,জুলাই- ২০১৭, ঢাকা।

মতিওর রহমান, মোহাম্মদ : বাংলা একাডেমি ঐতিহাসিক অভিধান, ডিসে. ২০০৪ খ্রি., ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মুহিউদ্দিন খান, মাওলানা	:	আল-কাওসার, মদীনা পাবলিকেশান্স, মার্চ ১৯৯৭, ঢাকা।
হারুন রশিদ, মোহাম্মদ (সংকলন ও সম্পাদনায়)	:	বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, মে ২০১৫ খ্রি., বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

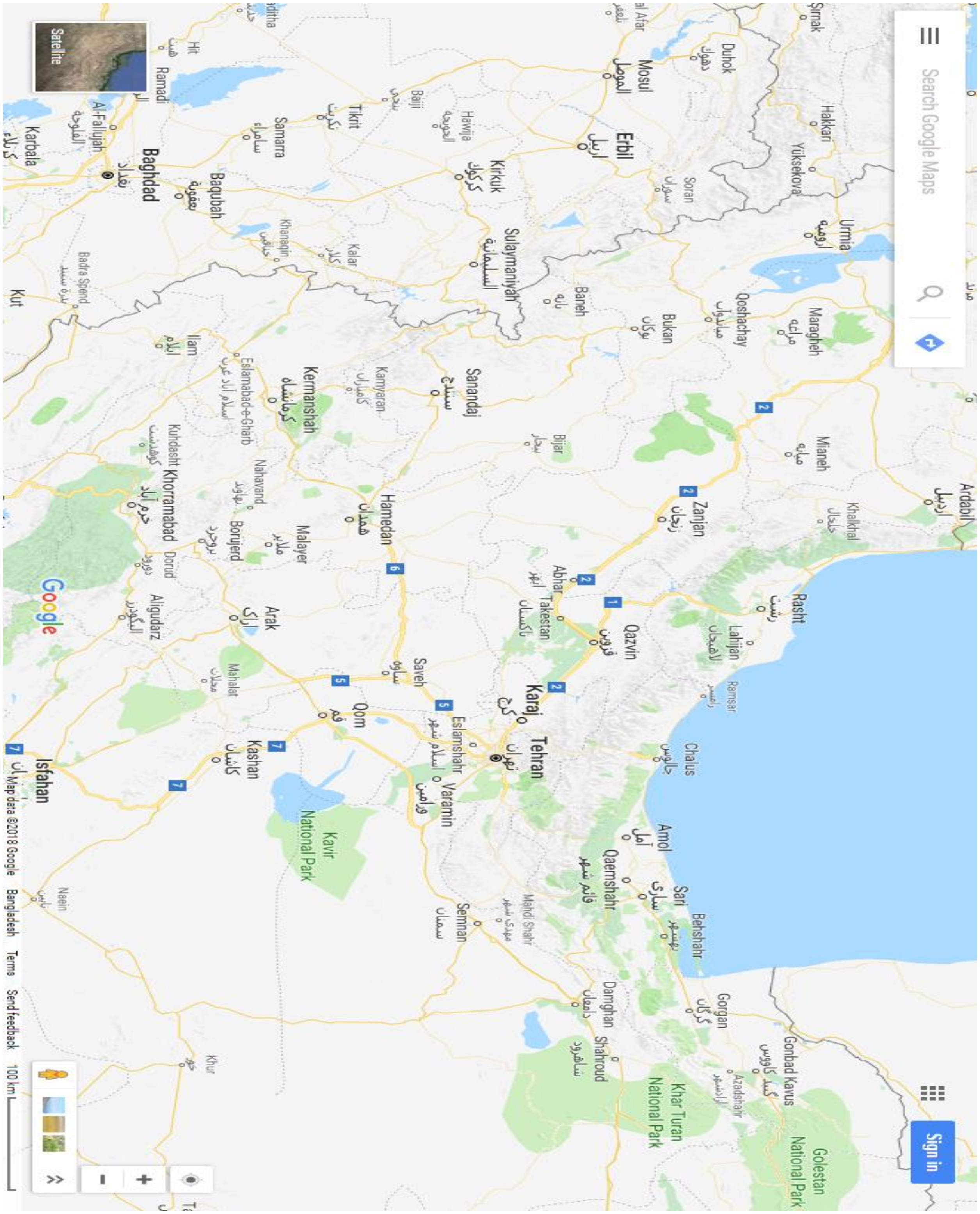

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১ : ইরানের জিলান, তাবরিয শহর, কাস্পিয়ান সাগর এবং ইরাকের বাগদাদ

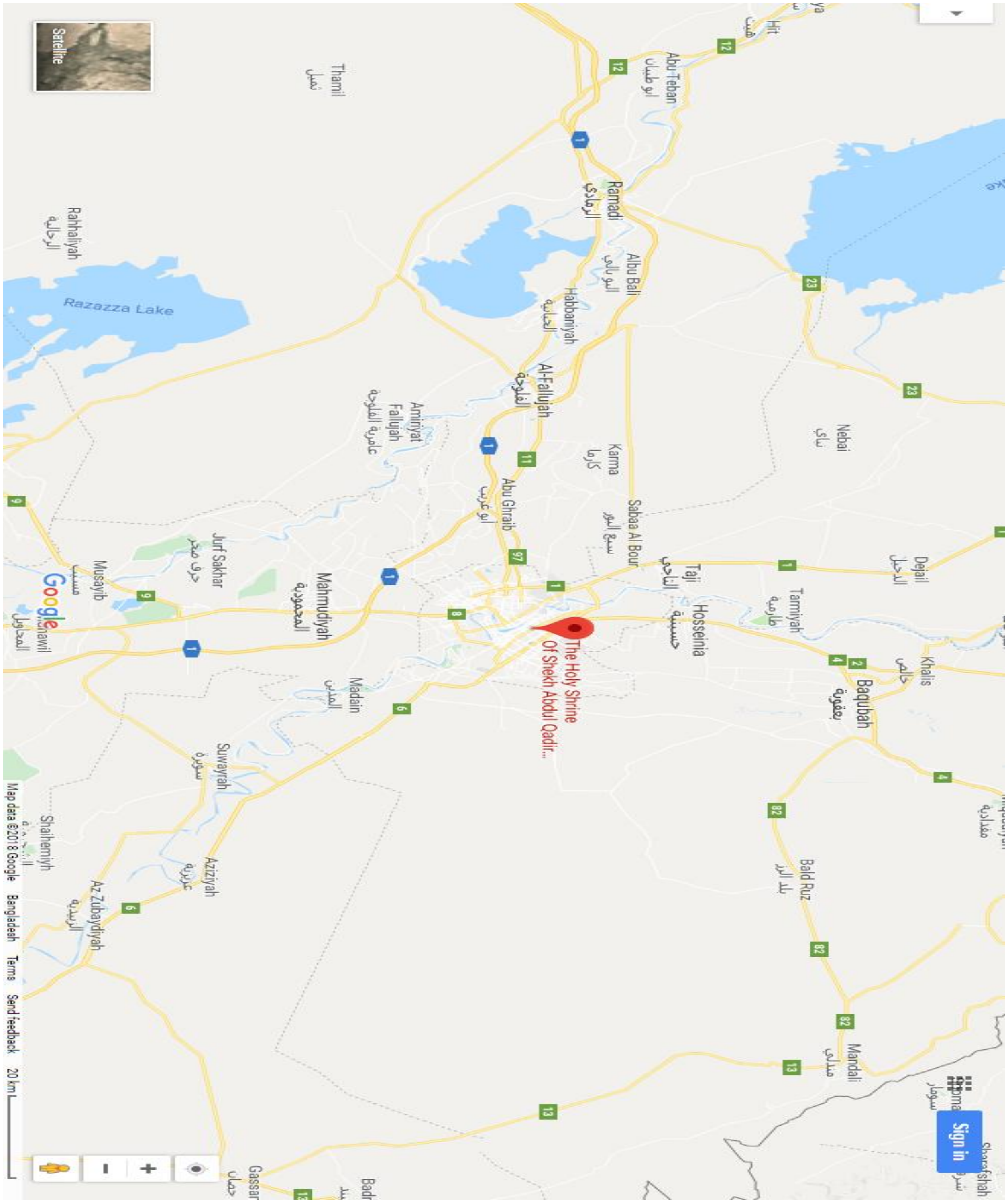

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২ : ইরাকের বাগদাদে অবস্থিত হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.) এর পবিত্র মাজার শরীফ।

চিত্র ৩ : হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মাজার কমপ্লেক্স।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪ : হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রাহ.)-এর মাজার শরীফের ভিতেরর দৃশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫ ও ৬ : মাজার শরীফের ভিতরে তাঁর রওজা শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository